দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবু জা'ফর আহমদ
ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মিস্‌রী আত-তাহাবী (র)

Contents

তাহাবী শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মিস্‌রী আত্‌-তাহাবী (র)

মাওলানা জাকির হুসাইন
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

তাহাবী শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল – ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মিস্‌রী আত্‌-তাহাবী (র)
অনুবাদ – মাওলানা জাকির হুসাইন
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭৫২

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৭৯
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২২৮২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ 279.124
ISBN ঃ 984 – 06 – 00934 – 3

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৪
আশ্বিন ১৪১১
শাবান ১৪২৫

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা – ১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহ্‌ফুজ কম্পিউটার
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স সেতু অফসেট প্রেস
৩৭, আর, এম, দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা।

মূল্য-৬৫০/- টাকা মাত্র

TAHABI SHARIF (2nd Volume) : Compilation of Hadith Sharif by Imam Abu Zafar Ahmad Ibn Muhammad Al Misri At-Tahabi (Rh) in Arabic and Translated by Moulana Zakir Hussain into Bangla and Published by Director, Shaikh Muhammad Abdur Rahim, Translation and Compailation Department. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Shere-e-Bangla Nagar, Dhaka—1207, September 2004. Phone : 9133394
Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation.org

Contents

সূচিপত্র

Contents

প্রকাশকের কথা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, অত্যন্ত উঁচুমানের ফকীহ্ (ইসলামী আইনজ্ঞ)। তৃতীয় শতকের একজন বিশেষজ্ঞ আলিমে দীন হিসেবে খ্যাত এই মনীষীকে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাফিয ও ইমাম এবং ফকীহ্গণ মুজতাহিদ আলিম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মিসরের 'তাহা' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছেন বিধায় তাকে 'তাহাবী' বলা হয়।

তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্, আকাইদ, ইতিহাস ও জীবন চরিত ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৩০টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। 'শারহু মা'আনিল আসার', 'আহকামুল কুরআন', 'মুশকিলুল আসার', 'কিতাবুস শুরুত', ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ **'তাহাবী শরীফ'** প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। ইতিমধ্যে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীস গ্রন্থ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ শরীফ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ্সহ, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ প্রকাশিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদের মত বিশাল হাদীস গ্রন্থের অনুবাদও প্রকাশের পথে রয়েছে।

অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের ন্যায় তাহাবী শরীফও পাঠকদের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। বইটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা জাকির হুসাইন ও সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। আমরা লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রুফ রিডারসহ যারা এই বইটিকে পাঠকের সামনে উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমরা সুন্দর ও নির্ভুলভাবে হাদীস গ্রন্থটি প্রকাশের চেষ্টা করেছি। এরপরও কোন ভুল-ক্রটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকগণ আমাদেরকে তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ক্রটিগুলো সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় আমাদের প্রকাশনাকে কবূল করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইমাম তাহাবী (র)-এর পরিচিতি

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র). তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ফকীহ্ (ইসলামী আইনজ্ঞ) এবং বিশেষজ্ঞ আলিমে দীন হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন। মুহাদ্দিস ও ফকীহদের তাবাকাতে (স্তরে) তাঁকে সমানভাবে গণ্য করা হত। পূর্ববর্তী মনীষীদের মাঝে তাঁর ন্যায় বহুদর্শী, দক্ষ ও প্রতিভাবান আলিমের দৃষ্টান্ত খুব কমই ছিল। যিনি হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে প্রামাণিক পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে হাফিয ও ইমাম আর ফকীহগণ তাঁকে মুজতাহিদ আলিম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

জন্ম ও বংশ

ইমাম তাহাবী (র)-এর পূর্ণ নাম ইমাম হাফিয আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ সালামা ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন সালমা ইব্ন সুলাইম ইব্ন খাব্বার আয্দী হাজারী মিসরী আত-তাহাবী আল-হানাফী। তিনি বর্তমান মিসরের 'তাহা' নামক প্রাচীন গ্রামে ২৩৮ হিজরীর ১২/১০ রবীউল আউয়াল রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ইয়ামানের সুপ্রসিদ্ধ আয্দ এবং এর শাখা হাজার গোত্রভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে মিসর বিজয়ের পর তারা মিসরে এসে বসবাস শুরু করেন। যেহেতু তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইয়ামানের আয্দ ও হাজার গোত্রের অধিবাসী ছিলেন, এজন্য ইমাম তাহাবী (র)-কে আয্দী ও হাজারী বলা হয়। আর যেহেতু মিসরের 'তাহা' নামক প্রাচীন পল্লীতে তাঁর জন্ম, এজন্য তাঁকে মিসরী ও তাহাবী বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

ইমাম তাহাবী (র) প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় মামা ইমাম আবূ ইবরাহীম মুযানী শাফিঈ (র) থেকে লাভ করেন এবং তিনি তাঁর নিকট থেকে শাফিঈ ফিকাহ্ও লাভ করেছেন। প্রথমত তিনি ইমাম মুযানী (র) থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরই মাযহাব 'শাফিঈ মাযহাব' গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন ইমাম আহমদ ইব্ন আবী ইমরান হানাফী (র) মিসরের কাযী (বিচারক) হিসাবে আগমন করেন তখন তিনি মামার দারস ও মাযহাব পরিত্যাগ করে ইমাম আহমদ ইব্ন আবী ইমরান হানাফী (র)-এর দারস ও মাযহাব তথা হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন।

হানাফী মাযহাব গ্রহণ করার কারণ

বস্তুত এ বিষয়ে দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায় ঃ ১. আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ সুয়ূতী (র) স্বয়ং ইমাম তাহাবী (র)-কে মাযহাব পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি উত্তরে বলেছেন যে, আমার মামা ইমাম মুযানী (র) হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহ অধিক অধ্যয়ন করতেন। তাই আমিও হানাফী গ্রন্থসমূহ অধিকভাবে অধ্যয়ন করা শুরু করে দেই। আমার কাছে শাফিঈ দলীল-প্রমাণ অপেক্ষা হানাফী দলীল-প্রমাণ অত্যন্ত মযবূত, অকাট্য ও তাত্ত্বিক মনে হয়। এই জন্য আমি শাফিঈ মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করি।

২. দ্বিতীয় যে কারণটি সাধারণত শাফিঈ লিখকগণ বর্ণনা করেছেন, যেটিতে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন আল্লামা যাহাবী (র) তায্কিরাতুল হুফ্ফায গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

وَكَانَ اَوَّلاً شَافِعِيًّا يَقْرَءُ عَلَى الْمُزَنِىْ فَقَالَ لَهُ يَوْمًا وَاللّٰهِ مَاجَاءَ مِنْكُمْ شَىْءٌ فَغَضِبَ مِنْ ذٰلِكَ وَانْتَقَلَ اِلٰى اَبِىْ عِمْرَانَ ـ

অর্থাৎ প্রথম দিকে ইমাম তাহাবী (র) শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একটি ক্লাশে তাঁর উপর তাঁর মামা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম, তোমার দ্বারা কিছুই হবে না।" এতে ইমাম তাহাবী (র) অসন্তুষ্ট হয়ে আবু ইমরান হানাফী (র)-এর দারসে গিয়ে যোগ দিলেন।

মাযহাব পরিবর্তনের আরেকটি কারণ আল্লামা আবদুল আযীয হারুবী (র) উল্লেখ করেছেন :

أنَّ الطحاوى كان شافعي المذهب فقرء في كتابه ان الحاملة اذا ماتت وفي بطنها ولدٌ حيي لم يشق في بطنها خلافًا لابي حنيفة وكان الطحاوى ولد مشقوقًا فقال لا ارضى بمذهب رجل يرضى بهلاكي فترك مذهب الشافعي وصار من عظماء المجتهدين على مذهب ابي حنيفة -

অর্থাৎ ইমাম তাহাবী (র) প্রথম দিকে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এক দিন তিনি শাফিঈ ফিকাহ্-এর গ্রন্থে পড়লেন যে, যখন অন্তঃসত্ত্বা নারী মৃত্যুবরণ করে এবং তার পেটে বাচ্চা যদি জীবিত থাকে তাহলে তার পেট বিদীর্ণ করা যাবে না। কিন্তু আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব-এর ব্যতিক্রম (বিদীর্ণ করা যাবে)। বস্তুত ইমাম তাহাবী (র)-কে হানাফী মাযহাব মতে পেট বিদীর্ণ করে বের করা হয়েছিল। ইমাম তাহাবী (র)-এটা পড়ে বললেন : আমি সেই ব্যক্তির মাযহাবের প্রতি সন্তুষ্ট নই, যে কি-না আমার ধ্বংসের উপর সন্তুষ্ট হয়। এরপর তিনি শাফিঈ মাযহাব ছেড়ে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেছেন এবং এই মাযহাবের একজন মুজতাহিদ আলিম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

মাওলানা ফকীর মুহাম্মদ যাহলামী এই ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এভাবে : ফতোয়া বারহানায় ইমাম তাহাবী (র)-এর মাযহাব পরিবর্তনের কারণ লেখা হয়েছে এটি যে, তিনি একদিন স্বীয় মামার নিকট পড়ছিলেন। ক্লাশে নিম্নোক্ত মাসআলাটি এলো : যদি কোন অন্তঃসত্ত্বা নারী মারা যায় আর তার পেটে বাচ্চা জীবিত থাকে তাহলে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে উক্ত নারীর পেট বিদীর্ণ করে বাচ্চা বের করা জাইয নেই। কিন্তু হানাফী মাযহাব-এর ব্যতিক্রম। তিনি এটা পড়তেই দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সেই ব্যক্তির অনুসরণ কখনো করব না; যে কিনা আমার ন্যায় ব্যক্তির ধ্বংসের পরোয়া করবে না। কেননা তিনি তাঁর মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়-ই তাঁর মা মারা গিয়েছেন এবং পেট বিদীর্ণ করে তাঁকে বের করা হয়েছে। এই অবস্থা অবলোকন করে তাঁর মামা তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! "তুমি কস্মিনকালেও ফকীহ্ হবে না।" পরবর্তীতে তিনি যখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে সমানভাবে দক্ষতা অর্জন করে ইমাম ও মুজতাহিদদের ন্যায় সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হন তখন প্রায়-ই বলতেন, আমার মামাকে আল্লাহ্ রহমত করুন! যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন তাহলে স্বীয় শাফিঈ মাযহাব মতে অবশ্যই নিজের কসমের কাফ্ফারা আদায় করতেন।

হাদীস শিক্ষায় ইমাম তাহাবী (র)-এর সফর

ইমাম তাহাবী (র) তৎকালের মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত কেন্দ্রসমূহ সফর করে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন। মিসর, ইয়ামান, হিজায, শাম, খুরাসান, কূফা, বসরা, রায় ও ইরাকে হাদীস সংগ্রহের জন্য বছরের পর বছর পরিভ্রমণ করেছেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর ওফাত

ইমাম তাহাবী (র) বিরাশি বছর বয়সে ৩২১ হিজরীর ৩০ শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাতে মিসরে ইন্তিকাল করেন। এ ব্যাপারে আল্লামা সামআনী (র), আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র), আল্লামা ইব্‌ন খল্লিকান, আল্লামা ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র), আল্লামা সুয়ূতী (র) ও আল্লামা হামুবী (র) প্রমুখ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الصَّلَوٰةِ

অধ্যায় ঃ সালাত

(অবশিষ্টাংশ)

٣٩- بَابُ صَلوٰةِ الْكُسُوْفِ كَيْفَ هِيَ

৩৯. অনুচ্ছেদঃ সূর্যগ্রহণের সালাত কিরূপ

١٧٧٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ قِيَامِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى مِنْهُمَا اَطْوَلُ ـ

১৭৭২. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন। এতে কিরা'আতকে দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকূ করলেন এবং রুকূকে দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উত্তোলন করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, তবে তা ছিল প্রথম দাঁড়ানোর তুলনায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত। তারপর পুনরায় রুকূ করলেন এবং তা দীর্ঘ করলেন। তবে প্রথম রুকূ অপেক্ষা কিছুটা কম। এরপর মাথা উত্তোলন করলেন। পরে সিজ্‌দা করলেন। তারপর দাঁড়ালেন। এরপর দাঁড়িয়ে অনুরূপ কাজ করলেন। তবে এ দু'রাক'আতের মধ্যে প্রথম রাক'আত ছিল অনেক দীর্ঘ।

١٧٧٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৭৭৩. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧٧٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৭৭৪. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ ـ

১৭৭৫. আবূ বাকরা (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٧٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৭৭৬. ইউনুস (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اَنَّ الرُّكُوْعَ الثَّانِى كَانَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ وَلٰكِنْ ذَكَرَ اَنَّهُ مِثْلَهُ قَالَ وَذٰلِكَ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ ـ

১৭৭৭. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) এবং উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে দ্বিতীয় রুকূ প্রথম রুকূ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ছিল বলে উল্লেখ করেননি; বরং প্রথম ও দ্বিতীয় রুকূ একইরূপ ছিল বলে উল্লেখ করেছন। উরওয়া (র) বলেন ঃ এ ঘটনা ঘটেছিল (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পুত্র) ইবরাহীম (র)-এর ওফাত দিবসে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম উক্ত হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, সূর্যগ্রহণের সালাত এরূপই চার রুকূ এবং চার সিজ্দা বিশিষ্ট। পক্ষান্তরে অন্যান্য আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ বরং এ সালাত হলো চার সিজ্দায় আট রুকূ বিশিষ্ট।

এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٧٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخُسُوْفِ فَقَامَ فَافْتَتَحَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى ـ

১৭৭৮. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। সালাত আরম্ভ করলেন, তারপর কিরা'আত পড়লেন। তারপর রুকূ করলেন তারপর মাথা উত্তোলন করে কিরা'আত করলেন। তারপর রুকূ করে মাথা উত্তোলন করলেন, কিরা'আত পড়লেন। এরপর রুকূ করলেন। তারপর মাথা উত্তোলন করলেন, কিরা'আত পড়লেন। তারপর রুকূ করলেন। তারপর সিজ্দা করলেন। তারপর পুন অনুরূপ করলেন।

١٧٧٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنِ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ۔

১৭৭৯. আবূ যুরআ' (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর (র) ..... সুফ্ইয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

١٧٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ثَنَا حَبِيْبٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ۔

১৭৮০. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... হাবীব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٧٨١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى حَنَشًا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ كَذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ فَعَلَ۔

১৭৮১. ফাহাদ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সূর্যগ্রহণকালে উপরোক্ত পদ্ধতিতে লোকদেরকে সালাত পড়িয়েছেন। তারপর সালাত শেষে তিনি তাদেরকে হাদীস শুনালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করেছেন।

তবে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ এঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাদের উক্তি হলো ঃ সূর্যগ্রহণের সালাতে ছয়টি রুকূ চারটি সিজ্‌দা। এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٧٨٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ ثَلٰثَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ ثَلٰثَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ تَعْنِيْ فِيْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ۔

১৭৮২. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তিনবার রুকূ করতেন তারপর দুই সিজ্‌দা করে দাঁড়াতেন। তারপর তিন রুকূ করে দুই সিজ্‌দা আদায় করতেন। অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের সালাতে।

١٧٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِيْ صَلٰوةِ الْاٰيَاتِ قَالَتْ سِتُّ رَكْعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ۔

১৭৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে নিদর্শনের সালাত (চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের সালাত) সম্পর্কে ছয় রুকূ এবং চার সিজ্‌দার কথা বর্ণনা করেছেন।

١٧٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ الْكُوْفِي قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمُنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ رَبِيْعٍ عَنْ اَسَدٍ وَزَادَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهٖ فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْجَلِيَ -

১৭৮৪. আহমদ ইব্‌নুল হাসান আল-কূফী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহেবযাদা ইব্‌রাহীম (রা)-এর ইন্তিকাল হল সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকজন নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর বর্ণনাকারী রাবী ..... আসাদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। জাবির (রা)-এর হাদীসে তিনি অতিরিক্ত এ অংশটুকুও বর্ণনা করেছন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ কারো মৃত্যু বা হায়াতের (জন্মের) কারণে হয় না। যখন তোমরা এরূপ কিছু প্রত্যক্ষ করবে তখন তোমরা পূর্ণ আলোর বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সালাত পড়বে।

তাঁরা বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অনুরূপ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

١٧٨٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ عَلٰى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا اَدْرِيْ اَيَّ اَرْضٍ يَعْنِيْ مَا كَانَ بِهٖ مِنَ التَّفَرُّسِ هٰكَذَا ذَكَرَ الْخَصِيْبُ اَوْ زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ فَقِيْلَ لَهٗ زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ فَخَرَجَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَكَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ثُمَّ كَبَّرَ اَرْبَعًا فَقَرَأَ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ثُمَّ كَبَّرَ اَرْبَعًا فَقَرَأَ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ الْاٰيَاتِ وَقَرَأَ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَفِي الْاُخْرٰى سُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ -

১৭৮৫. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর যুগে একবার ভূমিকম্প হয়েছিল। তখন তিনি বললেন (ভয় ও বিস্ময়ের সুরে) আমি জানিনা এটি জমির কোন্ অংশ অর্থাৎ তাঁর চিন্তার কারণে তিনি এটা বলেছেন। খাসীব নামক বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অথবা (রাবী বলেছেন) ভূমিকম্প হয়েছিল, ফলে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলা হল, ভূমিকম্প হয়েছে। তাই তিনি বের হয়ে লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি চারবার তাকবীর বললেন। তারপর দীর্ঘ কিরা'আত পড়লেন। এরপর আল্লাহু আকবার বলে রুকূ করলেন। তারপর সিজ্‌দা করে দাঁড়ালেন। তারপর দ্বিতীয় রাক্'আতে (প্রথম রাক্'আতের) অনুরূপ করলেন। সালাম

ফিরিয়ে তিনি বললেন ঃ সালাতুল আয়াত (আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনের সালাত) এরূপই। তিনি সে সালাতের প্রথম রাক্'আতে সূরা বাকারা এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা আলে-ইমরান তিলাওয়াত করেছিলেন।

এ বিষয়ে অন্য আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন, সূর্যগ্রহণের সালাতে সময় নির্ধারিত নেই; বরং তখন দীর্ঘ সালাত পড়বে সূর্য আলোকোজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত রুকূ-সিজ্দা করতে থাকবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

١٧٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لَوْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ لَرَكَعَ وَسَجَدَ فَهٰذَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَوْ تَجَلَّتْ لَهُ الشَّمْسُ فِى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ لَرَكَعَ وَسَجَدَ وَالرَّابِعَةُ هِىَ الْاُوْلٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ -

১৭৮৬. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ যদি চতুর্থ রুকূতে সূর্য আলোকোজ্জ্বল হয় তাহলে রুকূ এবং সিজ্দা অবশ্যই সম্পন্ন করবে। সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যদি চতুর্থ রুকূতে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠে তাহলে রুকূ এবং সিজ্দা অবশ্যই সম্পন্ন করবে। আর চতুর্থ রুকূই হল দ্বিতীয় রাক্'আতের প্রথম রুকূ।

এটা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তিনি সুনির্দিষ্ট রুকূর ইচ্ছা করেননি। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত রুকূ করছিলেন সূর্য আলোকোজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত কেবল তখনই সালাত সমাপ্ত করবে। বস্তুত এ প্রসঙ্গে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী– فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ (সূর্য আলোকোজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত সালাত পড়তে থাক) কেই নিজেদের অভিমত (মাযহাব) স্থির করেছেন।

এ বিষয়ে অন্য আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন ঃ তাঁরা বলেন, সূর্যগ্রহণের সালাত অপরাপর নফল সালাতের ন্যায় দু'রাক'আত। ইচ্ছা করলে আপনি এ দু'রাক'আত সালাত দীর্ঘাকারেও পড়তে পারেন আবার সংক্ষিপ্তাকারেও আদায় করতে পারেন। তারপর উক্ত দু'রাক'আত সালাতের পরে রয়েছে সূর্য পূর্ণ উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত দু'আ।

এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন ঃ

١٧٨٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَسَفَ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بِالنَّاسِ فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ وَفَعَلَ فِى الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ اَمْحَصَتِ الشَّمْسُ -

১৭৮৭. রবী' উল-মু'আয্যিন (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি লোকজন নিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। (দণ্ডায়মান

অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ থাকলেন) যেন রুকূই করবেন না। তারপর রুকূ করলেন। কিন্তু রুকূ থেকেও যেন মাথা উত্তোলন করবেন না। তারপর মাথা উত্তোলন করলেন। কিন্তু দাঁড়ানো থেকে যেন সিজ্দায় যাবেন না। তারপর সিজ্দা করলেন, কিন্তু সিজ্দা থেকে যেন মাথা উত্তোলন করবেন না। দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করলেন। যখন সূর্যের আলোর পূর্ণ বিকাশ ঘটল তখন তিনি সিজ্দা থেকে মাথা তুললেন।

١٧٨٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاسْنَادِهِ ـ

১৭৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... হাম্মাদ (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧٨٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৭৮৯. আবূ বাক্রা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧٩٠– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ

১৭৯০. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে তিনি ﷺ দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন।

١٧٩١– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجْدَاتٍ اَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ـ

১৭৯১. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যগ্রহণের দু'রাক'আত সালাত চার সিজ্দা সহকারে আদায় করেছেন। উক্ত সালাতে তিনি কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকূ ও সিজ্দাকে দীর্ঘায়িত করেছেন।

١٧٩٢– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهِ اَيَاسِ بْنَ عَامِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ فَرَضَ النَّبِىُّ ﷺ اَرْبَعَ صَلَوَاتٍ صَلٰوةُ الْحَضَرِ اَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَصَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلٰوةُ الْكُسُوْفِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلٰوةُ الْمَنَاسِكِ رَكْعَتَيْنِ ـ

১৭৯২. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... আয়াস ইব্ন আমির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারটি সালাত (আল্লাহ্র হুকুমে) (বিধিবদ্ধ) করেছেন।

বাড়ীতে অবস্থানকালে চার রাক'আত। সফরের সালাত দু'রাক'আত। সালাতুল কুসূফ (সূর্যগ্রহণের সালাত) দু'রাক'আত এবং সালাতুল মানাসিক (তাওয়াফ পরবর্তী শুক্রানা সালাত) দু'রাক'আত।

١٧٩٣– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ مِثْلَ مَاذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَسَوَاءً۔

১৭৯৩. ইব্ন মারযূক (র) ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি লোকজন নিয়ে সালাত আদায় করেছেন, হুবহু সেরূপ যেরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন।

١٧٩٤– حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ قَالَ ثَنَا الاَسْوَدُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ۔

১৭৯৪. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ..... আস্ওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

١٧٩٥– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ۔

১৭৯৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

١٧٩٦– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ اِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعُجْلَةِ وَثَابَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَصَلّٰى كَمَا تُصَلُّوْنَ۔

১৭৯৬. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছিলাম তারপর সূর্যগ্রহণ হল। ফলে তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। তাড়াহুড়ার কারণে তিনি চাদর টেনে-হেঁচড়ে যাচ্ছিলেন। লোকজন দ্রুত তাঁর নিকট সমবেত হল। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন, যেমনিভাবে তোমরা সালাত আদায় করে থাক।

١٧٩٧– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ الشَّمْسَ اَوِ الْقَمَرَ انْكَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّمَا لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ۔

১৭৯৭. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে তিনি বললেন ঃ চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলী থেকে দু'টি নিদর্শন। এ দুটো কারো হায়াত (জন্ম) মউতের কারণে হয় না। অতএব যখন এমনটি হবে তখন সালাত আদায় করবে, যতক্ষণ না সূর্য আলোকোজ্জ্বল হয়।

١٧٩٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ هُوَ الْبَصْرِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ كَمَا تُصَلُّوْنَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ـ

১৭৯৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ সাইরাফী (র) ..... নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় তোমরা যেমন সালাত পড় তেমনি সালাত আদায় করতেন (প্রতি রাক'আতে) এক রুকূ দু'সিজ্‌দাসহ।

١٧٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ـ

১৭৯৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি রুকূ-সিজ্‌দা করতেন।

١٨٠٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فِى الْكُسُوْفِ نَحْوًا مِّنْ صَلَاتِكُمْ هٰذِهٖ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ـ

১৮০০. ফাহাদ (র) ..... নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় তোমাদের এই সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করেছেন। তিনি রুকূ করতেন। সিজ্‌দা করতেন।

١٨٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ وَفَهْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنِ النُّعَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَوْ غَيْرِهٖ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ وَيَسْاَلُ حَتّٰى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رِجَالًا يَزْعَمُوْنَ اَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَنْكَسِفَانِ اِلَّا لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَيْسَ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا تَجَلَّى اللّٰهُ لِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهٖ خَشَعَ لَهٗ ـ

১৮০১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ও ফাহাদ (র) ..... নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) অথবা অন্য কারো বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি দু'রাক'আত সালাত পড়তে লাগলেন। সালাম ফিরাচ্ছিলেন তারপর দু'আ করছিলেন সূর্য আলোকোজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত। তারপর

তিনি বললেন ঃ অনেক লোকের ধারণা যে, কেবল পৃথিবীর কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যুর কারণেই চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ লাগে। অথচ বিষয়টি তেমন নয়। বরং চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলী থেকে দু'টি নিদর্শন। অতএব আল্লাহ্র কোন সৃষ্টির মাধ্যমে যদি আল্লাহ্র (কুদরতের) তাজাল্লীর প্রকাশ ঘটে তাহলে তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করে।

١٨٠٢– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهٖ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتّٰى يَنْكَشِفَ ـ

১৮০২. ইব্ন মারযূক (র) ..... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তনয়) ইব্রাহীমের ইন্তিকাল দিবসে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে দু'টি নিদর্শন। এগুলোতে কারো হায়াত-মউতের কারণে গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা এরূপ প্রত্যক্ষ করলে সূর্য আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত সালাত ও দু'আ করতে থাকবে।

١٨٠٣– حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجْدَاتٍ ـ

১৮০৩. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ও আবূ বাক্রা (র) ..... আবূ ইস্হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ (এক বার) সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) লোকজন নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন, চার সিজ্দা সহকারে।
এতে প্রমাণিত হয় যে, মুগীরা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে সেরূপই জানতেন যেরূপ তিনি করেছেন।

١٨٠٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ خَازِمٍ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى كَمَا تُصَلُّوْنَ ـ

১৮০৪. আবূ খাযিম আবদুল হামিদ ইব্ন আবদুল আযীয (র) ..... কাবিসা আল-বাযালী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি তোমরা যেরূপ সালাত আদায় কর অনুরূপ সালাত আদায় করেন।

١٨٠٥– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا ابْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوْغَيْرِهٖ اَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَهُمَا ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهَا فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَأَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ ـ

১৮০৫. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ও ফাহাদ (র) ..... কাবীসা হিলালী (রা) কিংবা অন্য কারো বরাতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, তখন তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘর থেকে কাপড় টেনে-হেঁচড়ে বের হলেন। আমি সেদিন তাঁর সাথে মদীনায় ছিলাম। তিনি দু'রাক'আত দীর্ঘ সালাত পড়লেন। সালাত যখন শেষ করলেন তখন সূর্য পুরোপুরি আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেছে। তারপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এসব নিদর্শনাবলী দ্বারা (মানুষকে) ভয় দেখান, সাবধান করে দেন। অতএব তোমরা যখন তা দেখবে তখন তোমরা এভাবে সালাত পড়বে, যেভাবে তোমরা সর্বশেষ ফরয সালাত আদায় করেছ।

অতএব দেখা গেল এই অনুচ্ছেদের অধিকাংশ হাদীস এ শেষোক্ত মতের অনুকূল। তাই আমরা মনস্থ করেছি প্রথমোক্ত রিওয়ায়াত সমূহের মর্ম পর্যালোচনা করব।

বস্তুত নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাক'আত আদায় করতেন, সালাম ফিরাতেন এবং দু'আ করতেন। এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) প্রতিটি রুকূর পর সিজ্‌দার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে জেনেছেন। অন্য যাঁরা তাঁর সমর্থক যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রুকূ বা ততোধিক করেছেন তাঁরাও তাই জেনেছেন। যারা বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজ্‌দার পূর্বে দুটি অথবা ততোধিক রুকূ করেছেন তাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বিষয়টি অবহিত হননি, কারণ সালাতটি ছিল দীর্ঘ।

অতএব এসব হাদীসের মুকাবিলায় নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা)-এর হাদীসকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করতে হলে বলতে হবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেরূপ সালাতই আদায় করেছেন যেরূপ বলেছেন নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা)। কারণ আলী (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াত-নুমান (রা)-এর হাদীসের মর্মের অন্তর্ভুক্ত। আর নুমান (রা)-এর হাদীসে অতিরিক্ত কিছু বিষয় আছে। অতএব বিরোধী হাদীসগুলো অপেক্ষা এটি-ই উত্তম ও প্রাধান্য পাওয়ার অধিক যোগ্য। তাছাড়া কাবীসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন সেটিও এর সহায়ক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন এরূপ (গ্রহণ) হবে তখন তোমরা এমনিভাবে সালাত পড় যেমনিভাবে তোমরা সর্বশেষ ফরয সালাত পড়ে থাক। বস্তুত এতে বলা হয়েছেঃ ফরয সালাত যেভাবে আদায় করা হয় সূর্যগ্রহণের সালাতও সেভাবে আদায় করতে হবে।

এবার আমরা দৃষ্টি ফিরাই সেসব লোকের উক্তির দিকে যারা সূর্যগ্রহণের সালাতের কোন সময় বা স্বরূপ নির্ধারণ করেননি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের কারণে। পক্ষান্তরে কাবীসা (রা)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা এমনিভাবে সালাত পড় যেমনিভাবে তোমরা সর্বশেষ ফরয সালাত পড়ে থাক। এ হাদীসটি এর প্রমাণ যে, সূর্যগ্রহণের সালাতের সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে। এ সালাতের ওয়াক্তও নির্ধারিত (রাক'আত) সংখ্যা ও সুনির্দিষ্ট। অতএব যারা এ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন তাদের মাযহাব বাতিল বলে প্রমাণিত হল।

অবশিষ্ট রইল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই হাদীস যাতে তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমরা এরূপ (সূর্যগ্রহণ) দেখবে তখন সূর্যপূর্ণ পরিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সালাত পড়বে। এতে তো প্রমাণিত হয় সূর্যপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সালাত ছেড়ে আসা উচিত হবে না।

যাঁরা এরূপ উক্তি করেন তাঁদেরকে প্রতি উত্তরে বলা হবে যে, কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমরা সালাত পড় এবং দু'আ কর যতক্ষণ না সূর্য পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়"।

١٨٠٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَيَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ اُرَاهُ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ ـ

১৮০৬. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলী হতে দুটি নিদর্শন। চাঁদ-সূর্যে কারো হায়াত-মউতের কারণে গ্রহণ লাগে না। অতএব যখন তোমরা এরূপ দেখবে তখন তোমাদের জন্য উচিত হবে আল্লাহ্র যিকর ও সালাতে মশগুল হওয়া।

١٨٠٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّىْ بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْهَا فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدُّعَاءِ عِنْدَهَا وَالْاِسْتِغْفَارِ كَمَا اَمَرَ بِالصَّلٰوةِ ـ

১৮০৭. ফাহাদ (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি আশংকা করলেন, কিয়ামতই সংঘটিত হয়ে যায় কিনা। তারপর তিনি মসজিদে গমন করলেন। সেখানে তিনি লম্বা কিয়াম, রুকূ, সিজ্দা দ্বারা সালাত আদায় করতে লাগলেন। এমনটি করতে আমি তাঁকে কোন সালাতে কখনো দেখিনি। তারপর তিনি ﷺ বললেন ঃ এসব নিদর্শনাবলী যা আল্লাহ্ তা'আলা পাঠিয়েছেন। এগুলো কারো জীবন বা মরণের কারণে হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা এসব পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর বান্দাদের সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করেন। অতএব যখন তোমরা এসবের কোন নিদর্শন অবলোকন করবে, তখন দ্রুত আল্লাহ্র যিক্র, দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখানে এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার সময় দু'আ-ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন-সালাতের হুকুম।

এতে প্রমাণিত হয়, উম্মতের নিকট থেকে সূর্যগ্রহণের সময় বিশেষভাবে শুধুমাত্র সালাতই কাম্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করার মত ইবাদত। চাই তা সালাত হোক কিংবা দু'আ-ইস্‌তিগ্‌ফার ইত্যাদি হোক।

١٨٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ عِنْدَ الْكُسُوْفِ فَدَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى مَاذَكَرْنَاهُ -

১৮০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আস্‌মা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যগ্রহণকালে গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আমাদের উল্লিখিত বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

١٨٠٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَايَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهٖ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا -

১৮০৯. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ চাঁদ-সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলী হতে দুটি নিদর্শন। এগুলোতে কারো হায়াত-মউতের কারণে গ্রহণ লাগে না। অতএব যখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে তখন প্রস্তুতি নিয়ে সালাত পড়বে। এ হাদীসে উম্মতকে উপরোক্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা কালে সালাতের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর পূর্ববর্তী হাদীস গুলোতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সালাতের পর দু'আ-ইস্‌তিগফারের, যতক্ষণ না সূর্য পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়।
এতে বুঝা যায় সূর্য পরিষ্কার হবার পূর্বে সালাত শেষ না করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। এতে প্রমাণিত হয়, উম্মত ইচ্ছা করলে দীর্ঘ সালাত পড়তে পারবে। আবার সংক্ষিপ্ত সালাত পড়ে সাথে সাথেই দু'আয় রত হতে পারবে যতক্ষণ না সূর্যপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল হয়।

١٨١٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوُحَاظِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِىُّ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ كَانَ كَثِيْرُ بْنُ الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ بِهٖ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ الزُّهْرِىُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ فَاِنَّ اَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِيْنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ مِثْلِ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَقَالَ اَجَلْ اِنَّهٗ اَخْطَأَ السُّنَّةَ -

১৮১০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূর্যগ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে সালাত আদায় করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন,

যেরূপ বিবরণ দিয়েছেন উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে। যুহ্‌রী (রা) বলেনঃ আমি উরওয়া (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ভাই মদীনায় যেদিন সূর্যগ্রহণ হল সেদিন ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাক'আতের বেশি আদায় করলেন না। প্রতি উত্তরে উরওয়া (র) বললেন, হাঁ, তিনি সুন্নাতের ব্যাপারে ভুল করেছেন।

দেখুন, এখানে উরওয়া (র) ও যুহ্‌রী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সূর্যগ্রহণের সালাত দু'রাক'আত আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) একজন সাহাবী। তাঁর সামনে তখন উপস্থিত ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ। কোন প্রতিবাদী তখন কোন প্রতিবাদ করেননি। বাকী রইল উরওয়া (র)-এর উক্তি "তিনি সুন্নাতের ব্যাপারে ভুল করেছেন" বস্তুত আমাদের নিকট এ কথাটির কোন মূল্য নেই।

এ অনুচ্ছেদে যা কিছু আলোচনা করলাম যে, সূর্যগ্রহণের সালাত দু'রাক'আত। মুসল্লী ইচ্ছা করলে এ রাক'আত দুটি কে দীর্ঘ করতে পারে। আবার সংক্ষিপ্তও করতে পারে। সালাত সংক্ষেপ করে সাথে সাথে দু'আয় রত হবে যতক্ষণ না সূর্য পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল হয়। এটা হল (ইমাম) আবূ হানীফা (র), (ইমাম) আবূ ইউসুফ ও (ইমাম) মুহাম্মদ (র)-এর মত। আমাদের মতে যুক্তির দাবিও তাই। কারণ অন্যান্য ফরয-নফল সব সালাত-ই এক রাক'আতে এক রুকূ-দুই সিজ্‌দা। অতএব যুক্তির নিরিখে সূর্যগ্রহণের সালাতও অনুরূপ-ই হওয়া উচিত।

٤٠- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ كَيْفَ هِيَ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সালাতে কিরা'আত কিরূপ হবে?

١٨١١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ حَرْفًا ـ

১৮১১. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সূর্যগ্রহণের সালাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি অক্ষরও শুনিনি।

١٨١٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ـ

১৮১২. ইব্‌ন মারযূক (র) ও হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যগ্রহণের সালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। আমরা তাঁর কোন আওয়ায শ্রবণ করিনি।

١٨١٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৮১৩. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ..... সামূরা-ইব্ন জুনদুব (রা) সূত্রে বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

১৮১৪. আবূ বাকরা (র) ..... সামূরা ইব্ন জুনদুব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে, একদল আলিমগণের মত তাই। তাঁরা বলেন, সূর্যগ্রহণের সালাত এরূপই। তাতে উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়া যাবে না। কারণ এটা তো দিনের সালাত। যারা এ মাযহাব গ্রহণ করেছেন, তাদের একজন হলেন– (ইমাম) আবূ হানীফা (র)। অন্যরা এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ সূর্যগ্রহণের সালাতে কিরা'আত জোরে পড়বে। এ ব্যাপারে তাঁদের সপক্ষে প্রমাণ হতে পারে-এই যে, হয়ত ইব্ন আব্বাস (রা) ও সামূরা (রা) দূরবর্তী হওয়ার কারণে বলেছেন-এর কিরা'আত এক অক্ষরও শ্রবণ করেননি। অথচ বাস্তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরা'আত জোরে-ই পড়েছেন।

অতএব উপরোক্ত রিওয়ায়াত জোরে কিরা'আতকে অস্বীকার করেনি। কারণ অন্য রিওয়ায়াতে উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিরা'আত পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ এর প্রমাণ ঃ

١٨١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَقِيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ -

১৮১৫. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সালাতে উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়েছেন।

١٨١٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

১৮১৬. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত এই আয়েশা (রা) যেহেতু সূর্যগ্রহণের সালাতে জোরে কিরা'আতের কথা বর্ণনা করেছেন, তাই পূর্বে উল্লিখিত রিওয়ায়াত অপেক্ষা সেটাই উত্তম হবে, বিতর্কিত বিষয়ে যুক্তির দাবিও তাই। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সবসময় দিনের বেলায় যুহ্র ও আসরের সালাত আদায় করা হয়। আর তাতে কিরা'আত আস্তে পড়া হয়, জোরে নয়। আর জুমুআ'র সালাত পড়া হয় বিশেষ-দিবসে। তাতে কিরা'আত উচ্চস্বরে পড়া হয়। অতএব ফরযসমূহের হুকুমতো এরূপ-ই যে, যেসব সালাত দিনের বেলায় সবসময় পড়া হয় সেগুলোতে কিরা'আত আস্তে আর যেগুলো বিশেষ দিনে পড়া হয় সেগুলোতে জোরে পড়া হয়। ঠিক অনুরূপ নফলেরও বিধান। যেসব নফল দিনের বেলায় সর্বদা আদায় করা হয় সেগুলোতে কিরা'আত আস্তে পড়া হয় আর যেগুলো বিশেষ দিনে আদায় করা হয় যেমন দু'ঈদের সালাত সেগুলোতে কিরা'আত জোরে পড়া হবে। এ

বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। আর যাঁরা ইস্তিস্কার সালাতের মত পোষণ করেন এর হুকুমও অনুরূপ। তাতে তাঁদের মতে কিরা'আত জোরে পড়া হবে। পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ইস্তিস্কার সালাতে কিরা'আত জোরে পড়া সংক্রান্ত যেসব রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছি সেগুলো এ বিষয়ে তাঁর উপরোক্ত উক্তির জোরালো সমর্থন করবে নিঃসন্দেহে।

বস্তুত ফরয এবং সুন্নাত সম্পর্কে আমরা যা বর্ণনা করেছি, তা যেহেতু সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর্যগ্রহণের সালাত ও অনুরূপ। তাছাড়া যেসব সুন্নাত বিশেষ দিনে আদায় করা হয় সেগুলোতে কিরা'আতের বিধান হল বিশেষ দিনে আদায়কৃত সুন্নাতের কিরা'আতের ন্যায়, অর্থাৎ উল্লিখিত যুক্তি এবং অনুসন্ধানের নিরিখে জোরে পড়া। আস্তে পড়া নয়। আর এটাই হল আবূ ইউসুফ (র) এবং মুহাম্মদ (র)-এর মত, এ বিষয়টি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

١٨١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ اَنَّ عَلِيًّا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَقَدْ صَلَّى عَلِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِيْمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هٰذَا ـ

১৮১৭. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... হানাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) সূর্যগ্রহণের সালাতে জোরে কিরা'আত পড়েছেন। অথচ আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত পড়েছেন। যেমন পূর্বে আমরা এ গ্রন্থে তার-ই সূত্রে হাদীস পেশ করেছি।

٤١- بَابُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ هُوَ

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ রাত-দিনের নফল কিরূপ?

١٨١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَارِقِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى ـ

১৮১৮. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ রাত-দিনের সালাত দু'দু' রাক'আত করে।

١٨١٩- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحُنَيْنِيُّ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৮১৯. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মতের অনুসারী। তাঁরা বলেছেন ঃ রাত-দিনের সালাত দু'দু' রাক'আত করে। দু'রাক'আত পরে সালাম ফিরাবে। উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা তাঁরা প্রমাণ পেশ করেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন ঃ দিনের সালাতে আপনি ইচ্ছা করলে এক-তাকবীরে দু'রাক'আত করে সালাত পড়তে পারেন। প্রতি দু'রাক'আতে সালাম ফিরাবেন। আর ইচ্ছা করলে চার রাক'আত করেও পড়তে পারেন। তাঁদের মতে চার রাক'আতের অধিক (এক তাকবীরে-তাহরীমায়) পড়া মাকরূহ। অবশ্য তাঁদের মধ্যে রাতের সালাতের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন ঃ একই তাকবীরে দু'রাক'আত, চার রাক'আত, ছয় রাক'আত ও আট রাক'আত পড়তে পারেন। এটি ইচ্ছাধীন বিষয় এর অধিক করা তাঁদের মতে মাকরূহ। এ মতের আলিমদের মধ্যে অন্যতম হলেন (ইমাম) আবূ হানীফা (র)। আর তাঁদের অন্য কেউ বলেছেন ঃ রাতের সালাত দু'-দু' রাক'আত করে। প্রতি দু'রাক'আত পরে সালাম ফিরাবে। এ মতের অনুসারী হলেন (ইমাম) আবূ ইউসুফ (র)। আর দিনের সালাত সম্পর্কে যে মত উল্লেখ করলাম তার প্রবক্তা হলেন আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)।

বস্তুত প্রথমোক্ত উক্তির প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে এঁদের একটি প্রমাণ হল, যাঁরা ইব্‌ন-উমর (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, আলী আল-বারেকী (র) এবং আল-উমারী-(র) ..... নাফি' (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্র ব্যতীত সেগুলো হলো কেবলমাত্র রাতের সালাত সম্পর্কে। দিনের সালাত সম্পর্কে নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা বিত্‌র অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর ইব্‌ন-উমর (রা)-এর এরূপ আমলও বর্ণিত আছে, যা এ-অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণিত দু'টি হাদীসের অসারতা প্রমাণ করে।

١٨٢٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ وَبِالنَّهَارِ اَرْبَعًا ـ

১৮২০. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাতে দু'রাক'আত এবং দিনে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٨٢١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا لاَيَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلاَمٍ ثُمَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَرْبَعًا ـ

১৮২১. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জুমু'আর পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, মাঝখানে সালাম দেয়া ব্যতীত। তারপর জুমু'আর পর দু' রাক'আত, তারপর চার রাক'আত পড়তেন।

ব্যাখ্যা

অতএব এটা অসম্ভব যে, ইব্‌ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আলী-আল-বারেকী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারপর তিনি নিজেই তার পরিপন্থী আমল করবেন!

ইব্‌ন উমর (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অন্যদের বর্ণিত রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

١٨٢٢- فَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا عُبَيْدَةُ الضَّبِّىُّ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ

عَنْ عُبَيْدَةَ ح فَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ النَّخْعِىُّ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنِ الْقَرْثَعِ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَدْمَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُدْمِنُ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعِ رَكْعَاتٍ فَقَالَ يَا اَبَا اَيُّوْبَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَنْ تَرْتَجَّ حَتّٰى يُصَلَّى الظُّهْرُ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَلِى فِيْهِنَّ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ اَنْ تَرْتَجَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَفِى كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بَيْنَهُنَّ تَسْلِيْمٌ فَاصِلٌ قَالَ لَا اِلَّا التَّشَهُّدُ ـ

১৮২২. আলী ইব্‌ন শায়বা (র), রবী' আলজীযী (র) ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ...... আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সূর্য হেলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বদা চার রাক'আত সালাত পড়তেন। আমি আরজ করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনাকে দেখছি এ চার রাক'আত সালাত আদায় করছেন, এর কারণ কি ? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন ঃ হে আবূ আইয়ূব, সূর্য যখন হেলে যায় তখন আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যুহরের সালাত পড়া পর্যন্ত সেগুলো আর বন্ধ করা হয় না। অতএব দ্বারসমূহ বন্ধ হওয়ার পূর্বে উক্ত সময় আমার কিছু নেক আমল উপরে উঠুক তা আমি পছন্দ করি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ চার রাক'আতের প্রত্যেকটিতে কিরা'আত আছে ? তিনি বললেন হাঁ, জিজ্ঞেস করলাম, এ চার রাক'আতের মাঝে ব্যবধানকারী সালাম আছে ? উত্তরে বললেন না, শুধুমাত্র তাশাহ্‌হুদ ছাড়া (সালাম নেই)।

١٨٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ الْمِنْجَابِ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعُ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا تَسْلِيْمَ فِيْهِنَّ يُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ ـ

১৮২৩. আবদুল আযীয ইব্‌ন মু'আবিয়া (র) ..... আবূ আইয়ূব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ যুহরের পূর্বে চার রাক'আতের মাঝখানে সালাম নেই। এগুলোর জন্য আকাশের দ্বার সমূহ খুলে দেয়া হয়।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মাঝখানে সালাম ব্যতীত দিনের বেলায় চার রাক'আত নফল সালাত পড়া জায়িয আছে। যাঁরা এ মতের অনুসারী তাঁদের উক্তি এর দ্বারা প্রমাণিত হলো। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী একদল বর্ণনাকারীর বর্ণনাও রয়েছে।

١٨٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُصَلِّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَاَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ فَاصِلٌ وَفِى كُلِّهِنَّ الْقِرَاءَةُ ـ

১৮২৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ (রা) যুহরের পূর্বে চার রাক'আত, জুমু'আর পর চার রাক'আত, ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার পর চার রাক'আত, সালাত আদায় করতেন। এ চার রাক'আতের মাঝখানে ব্যবধানকারী সালাম নেই। আর প্রত্যেক রাক'আতেই কিরা'আত রয়েছে।

١٨٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنْ مُحِلٍّ الضَّبِّىِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا لَايَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ -

১৮২৫. আবূ বিশর আর রাকী' (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) জুমু'আর পূর্বে চার রাক'আত, জুমু'আর পর চার রাক'আত আদায় করতেন। এগুলোর মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না।

١٨٢٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ مَا كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ فِى الْاَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ -

১৮২৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তাঁরা (পূর্ববর্তীগণ) যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাতের মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না।

١٨٢٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَأَلَ مَحَلُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الرَّكْعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ اَيُفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ قَالَ اِنْ شِئْتَ اكْتَفَيْتَ بِتَسْلِيْمِ التَّشَهُّدِ وَاِنْ شِئْتَ فَصَلْتَ -

১৮২৭. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... মুগীরা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সহল নামক রাবী ইব্‌রাহীম (র)-কে যুহ্‌রের পূর্বের রাক'আতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে ব্যবধান করবে কিনা ? উত্তরে তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে তাশাহ্‌হুদের সালামের উপরই ক্ষান্ত হতে পার। আবার ইচ্ছা করলে মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে ব্যবধানও করতে পার।

١٨٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى اِلاَّ اَنَّكَ اِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ مِنَ النَّهَارِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ لَايُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ -

১৮২৮. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ মা'শার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম (র) বলেছেন ঃ রাত-দিনের সালাত দু'দু' রাক'আত করে। তবে তুমি ইচ্ছা করলে দিনের সালাত চার রাক'আত ও পড়তে পার মাঝখানে সালাম না ফিরিয়ে শুধুমাত্র শেষে সালাম ফিরিয়ে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এতে দিনের সালাতের হুকুম সম্পর্কে আমি যে উক্তি উল্লেখ করলাম, তা অবশ্যই প্রমাণিত হল। বস্তুত এসব রিওয়ায়াতকে প্রতিহত করার বা এগুলোর বিপরীত কোন রিওয়ায়াত নেই।

আর রাতের সালাত সম্পর্কে যে মতবিরোধ রয়েছে তা এ অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উল্লেখ করেছি।

বস্তুত যাঁরা রাতের বেলা মাঝখানে সালামের ব্যবধান ব্যতীত আট রাক'আত সালাত পড়া জায়িয বলে মত প্রকাশ করেন তাঁদের প্রমাণ হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস যে, তিনি রাতে এগার রাক'আত সালাত পড়তেন। এর মধ্যে বিত্র ছিল তিন রাক'আত। তাঁদেরকে বলা হবে, যুহ্রী (র) উরওয়া (র) থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সব সালাতের প্রতি দু'রাক'আতে সালাম ফিরাতেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বিষয়ে যা আমল করেছেন, যা নির্দেশ দিয়েছেন, তারপর তাঁর সাহাবারা আমল করেছেন সে সব তাঁর কাছ থেকে জেনেই তারা অনুসরণ করেছেন। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন আমল কিংবা উক্তি এরূপ পাইনি যে, তিনি এক তাকবীরে দু'রাক'আতের অধিক সালাত পড়াকে মুবাহ করেছেন বা বলেছেন। এটাকেই আমরা গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে এটাই আমাদের মতে দু'উক্তির মধ্যে বিশুদ্ধতর উক্তি।

٤٢- بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ كَيْفَ هُوَ

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর পর নফল কিরূপ?

١٨٢٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا مِنْكُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا -

১৮২৯. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জুমু'আর পর সালাত পড়তে চায় তাহলে সে যেন চার রাক'আত আদায় করে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের মত হল জুমু'আর পর চার রাক'আত নফল বর্জন করা অনুচিত। এর মাঝখানে সালাম ফিরিয়ে পৃথক করবে না। এ বিষয়ে তাঁরা উপরোক্ত এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ জুমু'আর পর যে নফল বর্জন করা অনুচিত তা হলো দু'রাক'আত, যুহরের পর দু'রাক'আত নফলের অনুরূপ। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

١٨٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ لَايُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ فِىْ بَيْتِهٖ -

১৮৩০. আবূ বিশ্র আর রাকী' (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জুমু'আর পরের দু'রাক'আত শুধু তাঁর ঘরে আদায় করতেন।

١٨٣١– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ تُصَلِّى الْجُمُعَةَ اَرْبَعًا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

১৮৩১. ইব্‌রাহীম ইবন মারযূক (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) একবার জুমু'আর পর এক ব্যক্তিকে দু'রাক'আত সালাত পড়তে দেখলেন। ফলে তাকে তিনি বাধা দিলেন এবং তাকে বললেন, তুমি কি জুমু'আর (সালাত) চার রাক'আত পড়ছ ? বর্ণনাকারী বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) উক্ত দু'রাক'আত তাঁর গৃহে আদায় করতেন। আর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপই করেছেন।

অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ জুমু'আর পর যে নফল বর্জন করা অনুচিত তা হচ্ছে ছয় রাক'আত। প্রথমে চার রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত। তাঁরা বলেছেন, সম্ভাবনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত উক্তি প্রথমে করেছেন তারপর তাঁর থেকে ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতে যা আছে তা করেছেন। অতএব পূর্বে যে (চার রাক'আতের) উক্তি করেছেন, তার উপর এ দু'রাক'আত অতিরিক্ত। এ ছয় রাক'আতের উক্তির সমর্থনে দলীল হল নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত ঃ

١٨٣٢– اَنَّ سُلَيْمٰنَ بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ ـ

১৮৩২. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) .....আবূ ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আতা (র) আমার নিকট একাধিকবার বর্ণনা করেছেন যে, আমি জুমু'আর দিন ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে সালাত পড়েছি, তিনি (জুমু'আর সালাতের) সালাম ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, তারপর দাঁড়িয়ে আদায় করেছেন চার রাক'আত। তারপর ফিরে গিয়েছেন।

অতএব দেখা যায়, ইব্‌ন উমর (রা) জুমু'আর পর দু'রাক'আত নফল পড়েছেন, তারপর চার রাক'আত আদায় করেছেন। কাজেই এখানে এ সম্ভাবনা আছে যে, ইব্‌ন উমর (রা) যা করেছেন তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি ও আমল দ্বারা তাঁর নিকট প্রমাণিত। যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আলী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

١٨٣٣– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا ـ

১৮৩৩. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কেউ যদি জুমু'আর পরে সালাত পড়তে চায় তাহলে সে যেন ছয় রাক'আত পড়ে।

١٨٣٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ عَلَّمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ النَّاسَ اَنْ يُصَلُّوْا بَعْدَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا فَلَمَّا جَاءَ عَلِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ عَلَّمَهُمْ اَنْ يُصَلُّوْا سِتًّا -

১৮৩৪. ইউনুস (র).....আবূ আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) লোকজনকে জুমু'আর পর চার রাক'আত পড়তে শিখিয়েছেন। তারপর যখন আলী (রা)-এর আগমন হল তখন তিনি ছয় রাক'আত পড়ার তা'লীম দিলেন।

١٨٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَكَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا فَقَدِمَ بَعْدَهُ عَلِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعًا فَاَعْجَبَنَا فِعْلُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْتَرْنَاهُ -

১৮৩৫. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদের নিকট আবদুল্লাহ্ (রা)-এর আগমন ঘটল। তিনি এসে জুমু'আর পর চার রাক'আত পড়তেন। তারপর আলী (রা)-এর আগমন হল। তিনি যখন জুমু'আর সালাত পড়তেন তখন জুমু'আর পর প্রথম দু'রাক'আত, তারপর চার রাক'আত আদায় করতেন। আলী (রা)-এর আমল আমাদের ভাল লাগার ফলে আমরা তা গ্রহণ করলাম।

অতএব উপরোক্ত দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, জুমু'আর পর যে নফল বর্জন করা অসমীচীন তা হচ্ছে ছয় রাক'আত। আর এটাই হলো আবূ ইউসুফ (র)-এর মত। তবে তিনি এতটুকু বলেছেন যে, আমার নিকট প্রিয় হল আগে চার রাক'আত তারপর দু'রাক'আত আদায় করা। কারণ এতে করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে জুমু'আর পর এর ন্যায় দু'রাক'আত পড়তে নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা যায়।

١٨٣٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُصَلِّىْ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا -

১৮৩৬. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... খারাশা ইব্‌ন হুর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) জুমু'আর সালাতের পর অনুরূপ সালাত (দু'রাক'আত) পড়াকে অপসন্দ করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ জন্যই আবূ ইউসুফ (র) দু'রাক'আতের পূর্বে চার রাক'আত পড়াকে মুস্তাহাব মনে করতেন। কারণ, চার রাক'আত দু'রাক'আতের অপেক্ষা উত্তম। ফলে তিনি (চার রাক'আতের) আগে দু'রাক'আত পড়াকে মাকরূহ জ্ঞান করতেন। কেননা দু'রাক'আত-তো জুমু'আর-ই অনুরূপ। এ বিষয়ে এ অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উল্লেখিত মতটিই আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব।

٤٣- بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ قَاعِدًا هَلْ يَجُوْزُ لَهُ اَنْ يَرْكَعَ قَائِمًا اَمْ لاَ

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ বসে সালাত পড়তে আরম্ভ করলে, তার জন্য দাঁড়িয়ে রুকূ করা জায়িয হবে কি-না?

١٨٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُكَبِّرُ لِلصَّلٰوةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا رَكَعَ وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ـ

১৮৩৭. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে এবং বসে তাকবীর বলতেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত পড়তেন তখন দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন, আর যখন বসে সালাত পড়তেন তখন বসে রুকূ করতেন।

١٨٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَحَدَّثَتْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً ـ

১৮৩৮. আবূ বাকরা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক থেকে, তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস তাঁকে বর্ণনা করেছেন।

١٨٣٩- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৮৩৯. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

১৮৪০. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... বুদাইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৮৪১. আবূ বাকরা (র).....আয়েশা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَحُمَيْدُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৮৪২. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) .....আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছে।

١٨٤٣– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اَلْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِثْلَهُ -

১৮৪৩. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের মাযহাব হল, যে ব্যক্তি বসে সালাত আরম্ভ করে তার জন্য দাঁড়িয়ে রুকূ করা মাকরূহ। তাঁরা তাদের স্বপক্ষে উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা এতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। এ বিষয়ে তাঁদের প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ ঃ

١٨٤٤– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتّٰى اَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِّنْ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً ثُمَّ رَكَعَ -

১৮৪৪. ইউনুস (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উরওয়া (রা) কে খবর দিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বয়স বেশি হওয়ায় পূর্ব পর্যন্ত কখনো রাতের সালাত বসে পড়তে দেখেননি। বয়স বেশি হওয়ার পর তিনি বসে কিরা'আত পড়তেন। যখন রুকূ করার জন্য মনস্থ করতেন তখন দাঁড়িয়ে ত্রিশ-চল্লিশ আয়াতের মত পড়তেন, তারপর রুকূ করতেন।

١٨٤٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

১৮৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٦– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

১৮৪৬. ইয়াযিদ ইব্ন সিনান (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٧– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِبْنِ سُفْيَانَ وَاَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

১৮৪৭. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা

অতএব দেখা যায় এ হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীকের হাদীসের পরিপন্থী বিষয় পাওয়া যায়। কারণ এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে সালাত আরম্ভ করার পর দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন। এটা ইব্‌ন শাকীক (র) বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীস অপেক্ষা উত্তম। কারণ রুকূ করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে থাকা একথা প্রমাণ করে না যে, বসে থাকার পর দাঁড়িয়ে রুকূ করা যাবে না। বসে থাকার পর তাঁর দাঁড়ানো এবং দাঁড়িয়ে রুকূ করা একথা প্রমাণ করে যে, বসে সালাত আরম্ভ করার পর দাঁড়িয়ে রুকূ করা যায়। এ জন্যই এ হাদীসটিকে আমরা পূর্ববর্তী হাদীস অপেক্ষা উত্তম বলেছি। এটাই হলো আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত।

٤٤- بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদসমূহে নফল সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে

١٨٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْمُطَرِّفِ بْنِ اَبِىْ الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَلَمَّا فَرَغَ رَاَى النَّاسَ يُسَبِّحُوْنَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ فِى الْبُيُوْتِ ـ

১৮৪৮. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে দেখলেন, লোকজন নফল পড়ছে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে লোক সকল। এ সব (নফল) সালাত তো কেবল ঘরে পড়ার জন্য।

١٨٤٩- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ بَيْتِىْ وَالصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ تَرٰى مَا اَقْرَبُ بَيْتِىْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَاَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً ـ

১৮৪৯. বাহ্‌র ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার গৃহের সালাত ও মসজিদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ? তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, তুমি তো অবশ্যই দেখছ আমার নিবাস মসজিদ থেকে কত নিকটবর্তী। তা সত্ত্বেও ফরয সালাত ছাড়া মসজিদে সালাত অপেক্ষা ঘরে সালাত পড়া আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিমের মত হল মসজিদসমূহের মধ্যে নফল পড়া অনুচিত। অবশ্য যেসব সালাত বর্জন করা অনুচিত সেগুলো এর ব্যতিক্রম, যেমন যুহরের পর দু'রাক'আত, মাগরিবের পর দু'রাক'আত, ও মসজিদে প্রবেশকালে দু'রাক'আত। এগুলো ছাড়া অন্য সালাত মসজিদে পড়া উচিত নয়। সেগুলো ঘরে আদায়ের জন্য মুলতবী রাখা উচিত।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মসজিদসমূহে নফল পড়া ভাল, তবে তার থেকে উত্তম হল ঘরে পড়া। এ প্রসঙ্গে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেনঃ

١٨٥٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِيْ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِتُّ اللَّيْلَةَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا حَتّٰى لَمْ يَبْقَ فِى الْمَسْجِدِ غَيْرُهُ ـ

১৮৫০. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিবারের সংগে আমি রাত যাপন করলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশা'র সালাত পড়লেন, তারপর ইশা'র পর এত দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করলেন যে, তখন মসজিদে তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে দীর্ঘ নফল আদায় করতেন, এটা আমাদের মতে ভাল, তবে ঘরে নফল পড়া তা থেকে উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফরয সালাত ব্যতীত ব্যক্তির ঘরের সালাত সর্বোত্তম। এটাই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)-এর মত ও মাযহাব।

٤٥- بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌রের পর নফল পড়া

١٨٥١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُوْتِرُ فِيْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَفِيْ وَسَطِهٖ وَفِيْ اٰخِرِهٖ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِيْ اٰخِرِهٖ ـ

১৮৫১. রবী' আল মু'য়াযযিন (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের প্রথম ভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বিত্‌রের সালাত পড়তেন। পরবর্তীতে শেষাংশে বিত্‌র পড়া-ই তার (অভ্যাস) স্থায়ী হয়ে যায়।

١٨٥٢- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ اَنْبَأَنِيْ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنِ ضَمْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৮৫২. ইব্ন মারযূক (র) ..... আলী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٥٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحٰقَ بْنِ اَبِيْ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ـ

১৮৫৩. রবী' আলজীযী (র) ..... আবূ ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٥٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى اَنَا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ بَدَالَهُ فَاَوْتَرَ وَسَطَهُ ثُمَّ ثَبَتَ لَهُ الْوِتْرُ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ قَالَ وَذَاكَ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ

১৮৫৪. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদে খাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় আলী (রা) আমাদের নিকট বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায় ? তখন আমরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের প্রথমাংশে বিত্র পড়তেন। পরে তাঁর মনে হলো অন্য সময়ের কথা, তখন মধ্য রাতে বিত্র পড়লেন। তারপর এই সময়ে তাঁর বিত্র পড়া স্থায়ী হয়ে গেল।

বর্ণনাকারী বললেন, সে সময়টি ছিল সুবহি সাদিক শুরুর ওয়াক্ত। (তাহাবী র) বলেন, আমাদের মতে এর অর্থগুলো সুব্হি সাদিক প্রতিভাত হওয়ার নিকটবর্তী সময়, সুবহি সাদিকের পূর্বে। যাতে এ হাদীসের অর্থ এবং আসিম ইব্ন যাম্রা (র)-এর হাদীসের অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এক দল আলিম এ মত পোষণ করেন যে, বিত্রের জন্য যথার্থ সময় হলো সাহ্রীর ওয়াক্ত এবং এরপর কোন নফল পড়বে না। এরপর যে নফল পড়বে সে বিত্র ভঙ্গ করে ফেলবে। দ্বিতীয় বার বিত্র পড়া তার কর্তব্য। এ বিষয়ে তাঁদের প্রমাণ হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষ রাত পর্যন্ত দেরী করে বিতর পড়তেন। তাছাড়া (আরো প্রমাণ হলো) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর তাঁর এক দল সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের মত ছিলো, যে ব্যক্তি বিত্রের সালাতের পর নফল পড়ল সে বিত্র ভঙ্গ করে ফেলল। এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

١٨٥٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ اَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنِّيْ اُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَاِذَا قُمْتُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ صَلَّيْتُ رَكْعَةً فَمَا شَبَّهْتُهَا اِلاَّ بِقَلُوْصٍ اَضُمُّهَا اِلَى الْاِبِلِ ـ

১৮৫৫. আবূ বাকরা (র) ..... মূসা ইব্ন তালহা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) বলেছেন ঃ আমি রাতের প্রথমভাগে বিত্রের সালাত পড়ি। যখন শেষ রাতে উঠি তখন এক রাক'আত পড়ে নেই। এই রাক'আতগুলো আমি উদাহরণ দিই কেবল মাত্র সেই যুবতী উটনীগুলোর সাথে, যেগুলোকে অন্য উটের (পালের) সাথে মিলিয়ে দেই।

١٨٥٦– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১৮৫৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ -

১৮৫৭. আবূ বাকরা (র) ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবূ বকর (রা) অনুরূপ করতেন।

١٨٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ اَبِىْ هٰرُوْنَ الْغَنَوِىٍّ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ الْوِتْرُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَنْوَاعٍ رَجُلٌ اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَرَجُلٌ اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَاسْتَيْقَظَ فَوَصَلَ اِلٰى وِتْرِهِ رَكْعَةً فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ وَرَجُلٌ اَخَّرَ وِتْرَهُ اِلٰى اٰخِرِ اللَّيْلِ -

১৮৫৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... হাত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা) কে বলতে শুনেছি ঃ বিত্‌র তিন প্রকার–
(ক) এক ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে বিত্‌র পড়ল– তারপর জাগ্রত হয়ে আরো দু'রাক'আত আদায় করল। (খ) আরেক ব্যক্তি বিত্‌র পড়ল রাতের প্রথমাংশে তারপর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তার বিত্‌রের সাথে আরো এক রাক'আত মিলিয়ে নিল। অতএব দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে পড়ার পর সে বিত্‌র পড়ল। (গ) আরেক ব্যক্তি বিত্‌র পড়ল শেষ রাতে।

١٨٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ وَمَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ خِلَاسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَمَّارٍ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تُوْتِرُ قَالَ اَتَرْضٰى بِمَا اَصْنَعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَحْسِبُ قَتَادَةَ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ فَاِنِّىْ اُوْتِرُ بِلَيْلٍ بِخَمْسِ رَكْعَاتٍ ثُمَّ اَرْقُدُ اِذَا قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعْتُ -

১৮৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাহর (র)..... জাল্লাস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আম্মার (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিরূপে বিত্‌র পড়েন ? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যা করি এর প্রতি তুমি সন্তুষ্ট ? লোকটি ইতিবাচক জবাব দিল। হাম্মাম নামক রাবী বলেন, আমার ধারণা কাতাদা ? তাঁর হাদীসে বলেছেন, (আম্মারের উক্তি) আমি রাতে পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়ি, তারপর ঘুমাই। তারপর রাতে যখন উঠি সেই বেজোড় সালাতকে জোড় বানিয়ে নিই।

١٨٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ اَوْتَرَ فَبَدَا لَهُ اَنْ يُّصَلِّىَ فَلْيُشَفِّعْ اِلَيْهَا بِاُخْرٰى حَتّٰى يُوْتِرَ بَعْدُ -

১৮৬০. আবূ বাকরা (রা) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কেউ যদি বিত্‌র পড়ে তারপর সালাত পড়তে চায় তাহলে সে যেন বিত্‌রের সাথে অন্য রাক'আত মিলিয়ে জোড় করে ফেলে পরে বিত্‌র পড়ে নেয়।

١٨٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ شَيْءٌ اَفْعَلُهُ بِرَأْيِىْ لاَ اَرْوِيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوُ ذٰلِكَ قَالَ مَسْرُوْقٌ وَكَانَ اَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ صَنِيْعِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

১৮৬১. আবূ বাকরা (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি কিছু কাজ আমার মতানুযায়ী করছি তা বর্ণনা করব না। তারপর পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মাসরূক বলেছেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর শিষ্যগণ ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাজে বিস্ময় বোধ করতেন।

١٨٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ الْحَارِثِ الْغِفَارِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اِسْتَفْتَاهُ عَنْ رَجُلٍ اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُّهَا عَشْرًا -

১৮৬২. আবূ বাকরা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করল যে, সে রাতের প্রথমাংশে বিত্‌রের সালাত আদায় করেছে তারপর ঘুমানোর পর জাগ্রত হয়েছে সে কি করবে? উত্তরে তিনি বললেন, সে দশ রাক'আত পূর্ণ করবে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এর বিপরীত হাদীস বর্ণিত আছে। পরবর্তীতে শীঘ্রই ইন্‌শাআল্লাহ্ সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বিত্‌রের পর নফল সালাত পড়ায় কোন দোষ নেই। আর এতে বিত্‌রের সালাতও ভঙ্গ হবে না। এ বিষয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীসমূহ রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

١٨٦٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَابَلْتِىُّ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ قَرَأَ فِيْهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ -

১৮৬৩. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের পর দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তাতে তিনি বসে বসে কিরা'আত পড়েছেন। যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন তখন দাঁড়িয়ে রুকূ করলেন।

আয়েশা (রা)-এর বরাতে এরূপ হাদীস বিত্‌র অনুচ্ছেদে সা'দ ইব্‌ন হিশামের সূত্রে আমরা উল্লেখ করেছি।

١٨٦٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا عَمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِىْ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ بِالرَّحْمٰنِ وَالْوَاقِعَةِ -

১৮৬৪. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের পর যে দু'রাক'আত সালাত পড়তেন, তাতে সূরা আর রাহমান (৫৫) ও সূরা ওয়াকিআ (৫৬) পড়তেন।

١٨٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُبَارَك قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِث عَنْ اَبِىْ غَالِبِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ -

১৮৬৫. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের পর যে দু'রাক'আত সালাত বসে বসে আদায় করতেন, তাতে তিলাওয়াত করতেন সূরা ইযা যুলযিলাত (৯৯) ও কূলইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন (১০৯)।

١٨٦٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثِقْلٌ فَاِذَا اَوْتَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ وَاِلاَّ كَانَتَا لَهُ -

১৮৬৬. ফাহাদ (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত দাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা (একবার) এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, এই সফর ভারী ও কষ্টকর। অতএব কেউ যদি বিত্‌রের সালাত পড়ে তাহলে এরপর যেন দু'রাক'আত সালাত পড়ে নেয়। তারপর যদি জাগ্রত হতে পারে তবে তো ভাল অন্যথায় এ দু'রাক'আত-ই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

তাই দেখা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের পর দু'রাক'আত নফল বসে আদায় করেছেন। এ নফল তার পূর্বে আদায়কৃত বিত্‌রকে ভঙ্গকারী হয়নি। যারা প্রথমে মতের প্রবক্তা, তারা যে এ দাবি করেন যে, আলী (রা)-এর হাদীসের মর্মার্থ হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌র সাহরী (উষা উদয়ের পূর্ব সময়)-এর সময় পর্যন্ত পৌঁছা তাঁদের ব্যাখ্যা অপেক্ষা এটাই উত্তম। তাছাড়া এতেও (সাহরীর সময় পর্যন্ত বিত্‌র পৌঁছা) আমাদের মতের সাথে কোন বিরোধ নেই। কারণ হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌র সাহরীর সময় পর্যন্ত পৌঁছত। তারপর ফজর উদয়ের পূর্বে নফল আদায় করতেন।

কোন প্রশ্নকারী যদি বলেন, হতে পারে সে দু'রাক'আত ছিলো ফজরের। তাহলে তো সেটা আর রাতের সালাত হল না।

এর উত্তরে বলা হবে, এটা সম্ভব নয় দু' কারণে (ক) সা'দ ইব্ন হিশাম (র) আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। অতএব আয়েশা (রা) নিশ্চয়ই প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপে রাতের সালাত আদায় করতেন সে সম্পর্কেই অবহিত করেছেন। (খ) যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে সমর্থ্য তারপক্ষে তো ফজরের দু'রাক'আত বসে পড়ার অনুমতি নেই। কারণ, তাতে সে কিয়াম (দাঁড়ানো) পরিত্যাগকারী হয়ে যাবে। দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও বসে সালাত পড়া তার জন্য জায়িয, যার জন্য সুনিশ্চিতরূপে সালাত ছেড়ে দেয়া জায়িয। অতএব পূর্ণ সালাত যার ত্যাগ করার অধিকার আছে, তেমনি কিয়াম (দাঁড়ানো) ত্যাগের অধিকারও তার আছে। পক্ষান্তরে যার সালাত বর্জনের অধিকার নেই, তার পক্ষে কিয়াম বর্জনের অধিকারও নেই।

এতে প্রমাণিত হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দু'রাক'আত বিত্‌রের পর পড়েছেন সে দু'রাক'আত রাতের সালাত ছিল। এতে সেসব লোকের উক্তিও প্রমাণিত হলো, যারা মনে করেন, বিত্‌রের পর রাতে নফল পড়াতে কোন দোষ নেই। এবং এর ফলে বিত্‌র ভেঙ্গে যায় বলে মনে করেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এরূপ বাণী বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা উক্ত বিষয়টিও প্রমাণিত হয়, যা আমরা তাঁর থেকে ছাওবান (রা)-এর হাদীসে বর্ণনা করেছি।

١٨٦٧– حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الطَّائِيُّ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أبِي عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا الْجَعْدُ قَالاَ أنَا أَيُّوْبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَوِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ـ

১৮৬৭. ইমরান ইব্‌ন মূসা আত-তাঈ (র), ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ও ইব্‌ন আবূ ইমরান (র) ..... তাল্‌ক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক রাতে দুই বিত্‌র নেই।

١٨٦٨– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৮৬৮. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... তাল্‌ক (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٦٩– حَدَّثَنَا أَبُوْ أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ وَأَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُلاَزِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১৮৬৯. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন বদর (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٨٧٠– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَتٰى تُوْتِرُ قَالَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ قَالَ أَخَذْتَ بِالْوُثْقٰى ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَتٰى تُوْتِرُ قَالَ اٰخِرَ اللَّيْلِ قَالَ أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ ـ

১৮৭০. আবূ বাক্‌রা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কখন বিতর পড় ? উত্তরে তিনি বললেন, ইশা'র পর রাতের প্রথমাংশে। তিনি বললেন তুমি দৃঢ়তাকে গ্রহণ করেছ। তারপর উমর (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কখন বিত্‌র পড় ? তিনি বললেন ঃ রাতের শেষাংশে। তিনি ﷺ বললেন, তুমি শক্তিমত্তাকে গ্রহণ করেছ।

١٨٧١– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّيْ ثُمَّ أَنَامُ عَلٰى وِتْرٍ فَإِذَا

اسْتَيْقَظْتُ ، صَلَّيْتُ شَفْعًا الصَّبَّاحِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لٰكِنِّىْ اَنَامُ عَلٰى شَفْعٍ ثُمَّ اُوْتِرُ مِنْ اٰخِرِ السَّحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَذَرَ هٰذَاوَقَالَ لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَوِىٌّ -

১৮৭১. ইউনুস (র) ...... ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিত্‌রের কথা আলোচনা করলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি সালাত পড়ি এবং বিত্‌র পড়ে শুই। যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হই তখন সকাল পর্যন্ত জোড় সালাত পড়তে থাকি তা শুনে উমর (রা) বললেন, কিন্তু আমি জোড় সালাত পড়ে শয়ন করি, তারপর সাহরীর শেষ সময়ে বিত্‌র পড়ি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এ সতর্ক" আর উমর (রা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এ শক্তিশালী"।

অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এক রাতে দুই বিত্‌র নেই। যেমন আমরা আলোচনা করেছি যে, বিত্‌রে পুনঃ পড়া নেই। এটা আবূ বকর (রা) এর উক্তির অনুকূলে যে, "আমি প্রথম রাতে বিত্‌র পড়ি, তারপর যখন জাগ্রত হই তখন সকাল পর্যন্ত জোড় সালাত পড়ি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আবূ বকর (রা) এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করা এর প্রমাণ যে, তিনি যেরূপ করেছেন তা বিধান মুতাবিক এবং বিত্‌রের পর নফল পড়লে তা দ্বারা বিত্‌র ভঙ্গ হয় না। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনেক সাহাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে ঃ

١٨٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اِذَا اَوْتَرْتَ اَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا تُوْتِرْ اٰخِرَهُ وَاِذَا اَوْتَرْتَ اٰخِرَهُ فَلَا تُوْتِرْ اَوَّلَهُ قَالَ وَسَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ مِثْلَهُ -

১৮৭২. আবূ বাক্‌রা (র) ...... আবূ জামরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন ঃ রাতের প্রথমাংশে যদি বিত্‌র পড়ে ফেল তা হলে শেষরাতে আর বিত্‌র পড়বেনা, আর যদি শেষরাতে বিত্‌র পড় তাহলে প্রথমরাতে পড়বে না। আবূ জামরা (র) বলেছেন, আমি আ'ইয ইব্‌ন আমর (র)-কেও বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনিও অনুরূপ উত্তর দিয়েছিলেন।

١٨٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا خِلَاسًا قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُوْتِرُ ثُمَّ اَنَامُ فَاِنْ قُمْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ -

১৮৭৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ...... খাল্লাস (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো। উত্তরে আমি আম্মার (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি বিত্‌র পড়ে তারপর ঘুমাই। তারপর যদি জাগ্রত হই তাহলে দু' দু' রাক'আত করে পড়ি।

বস্তুত হাম্মাম (র) এর যে হাদীসটি কাতাদা (র) সূত্রে আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি আমাদের মতে তার অর্থও এই ; কারণ, সে হাদীসে রয়েছে ঃ "যখন আমি ঘুম থেকে উঠি তখন জোড় করে সালাত পড়ি" এ বাক্যটির অর্থ এও হতে পারে (তিনি যখন ঘুম থেকে উঠেন) তখন এক রাক'আত মিলিয়ে জোড় করে ফেলেন, যেমন ইব্‌ন উমর (রা) করতেন। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, জোড় জোড় করে সালাত পড়েন। শু'বা (র) এর হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, شَفَّعْتُ শব্দের অর্থ হলো জোড় জোড় করে সালাত পড়েছি এবং বিত্‌রকে ভেঙ্গে ফেলিনি।

١٨٧٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا نَقْضُ الْوِتْرِ فَقَالَتْ لاَ وِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ ـ

১৮৭৪. আবূ বাকরা (র) ...... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আয়েশা (রা)-এর নিকট বিত্‌র ভঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, এক রাতে দু'বার বিত্‌র নেই।

١٨٧٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَوْجِئْتُ بِثَلٰثَةِ اَبْعِرَةٍ فَاَنَخْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ بِبَعِيْرَيْنِ فَاَنَخْتُهُمَا لَيْسَ كَانَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ وِتْرًا قَالَ وَكَانَ يَضْرِبُهُ مَثَلاً لِنَقْضِ الْوِتْرِ ـ

১৮৭৫. আবূ বাক্‌রা (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি যদি তিনটি উটনী এনে বসাই তারপর দুটি উট এনে বসাই তাহলে তা কি বেজোড় হবে না ? বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) তার এ উক্তি দ্বারা বিত্‌র ভঙ্গের উদাহরণ দিতেন।

আমাদের মতে এটি যথার্থ উক্তি। এর অর্থ হল বিতরের পর আমি যে জোড় সালাত পড়েছি সেগুলো আমার বেজোড় সালাত গুলোর সাথে বিত্‌র হিসাবে গণ্য হবে।

١٨٧٦– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَخْبَرْتُكَ كَيْفَ اَصْنَعُ اَنَا قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ اَنَامُ فَاِنْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّيْتُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَاِنْ اَصْبَحْتُ اَصْبَحْتُ عَلٰى وِتْرٍ ـ

১৮৭৬. ইউনুস (র) ...... আকীল ইব্‌ন আবূ তালিবের আযাদকৃত গোলাম আবূ মুররা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে বিত্‌র পড়তেন ? তিনি বললেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে বলতে পারি আমি (কিভাবে বিত্‌র) আদায় করি। তখন আমি বললাম, ঠিক আছে আমাকে বলুন। ফলে তিনি বললেন, আমি যখন ইশা'র সালাত আদায় করি তার পর পাঁচ

রাক'আত সালাত পড়ি, তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর যদি রাতে ঘুম থেকে উঠি তাহলে দু'দু' রাক'আত করে সালাত পড়ি, আর যদি সকাল হয়ে যায় তাহলে বিত্‌রের উপরই আমার সকাল হয়।

বস্তুত এখানে লক্ষণীয় যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আ'ইয ইব্‌ন আমর (রা) আম্মার (রা) আবূ হুরায়রা (রা) ও আয়েশা (রা) সবাই বিত্‌রের পর নফল পড়ার ফলে বিত্‌র ভঙ্গ হয় বলে মনে করেন না। এটাই আমাদের মতে উত্তম সেসব রিওয়ায়াতসমূহ থেকে, যেগুলো তাঁদের বিরোধীদের সূত্রে বর্ণিত। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত উক্তি ও কর্মের সমর্থক। অন্যদের থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুকূলে যৌক্তিক কোন ভিত্তিও নেই। কারণ (বিরোধী হাদীসের সারমর্ম) সাহাবীগণ যখন নফল পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন এক রাক'আত পড়ে পূর্বের বিত্‌রকে জোড় বানিয়ে ফেলতেন। অথচ বিত্‌রের মাঝে ও পরবর্তী মিলানো সালাতের মাঝে কথাবার্তা, অন্যান্য কাজ ও ঘুম দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। তা ছাড়া ইজমাতেও এর কোন ভিত্তি নেই যে, এ বিরোধের ভিত্তি তার উপর করা যেতে পারে। বিষয়টি যখন এরূপ, এবং এর বিরোধিতা করেছেন উপরোল্লেখিত সাহাবায়ে কিরাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও এর পরিপন্থী রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, তাই বিরোধী মতটি বাতিল হয়ে গেল। তার উপর আমল করা জায়িয নেই। আমরা যে উক্তিটি উল্লেখ করলাম সেটি আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত।

٤٦. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ كَيْفَ هِىَ

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের সালাতে কিরা'আত কিরূপ?

١٨٧٧– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجْرِ وَهُوَ فِى الْبَيْتِ ـ

১৮৭৭. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাত পড়তেন। তাতে তিনি এতটুকু উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করতেন যে, তাঁর কিরা'আত পবিত্র হুজরার পিছন থেকে শুনা যেত, অথচ তিনি থাকতেন ঘরে।

١٨٧٨– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ هَانِئٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَاَنَا نَائِمَةٌ عَلٰى عَرِيْشٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ يُرَجِّعُ بِالْقُرْاٰنِ ـ

১৮৭৮. রবী' আল মু'আয্‌যিন (র) ..... উম্মেহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মধ্য রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আওয়ায শুনতাম, তখন আমি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতাম আমার ঝুপড়ির ছাদে। তিনি ﷺ সালাত পড়তেন ,তাতে তিনি উচু-নিচু স্বরে বারবার কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

١٨٧٩– حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرُ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنِّىْ كُنْتُ اَسْمَعُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا عَلٰى عَرِيْشِىْ ـ

১৮৭৯. ফাহাদ (র) ...... ইয়াহইয়া ইব্‌ন যা'দা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উম্মেহানী (রা) বলেছেন ঃ আমি আমার ঝুপড়ির ছাদের উপর অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আওয়ায শুনতাম।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, রাতের সালাতে কিরা'আত এরূপ (উঁচু স্বরে)-ই হবে, আস্তে কিরা'আতকে তাঁরা মাকরূহ মনে করেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ ইচ্ছা হলে আস্তে পড়তে পারবে, আবার ইচ্ছা হলে জোরেও পড়তে পারবে। এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٨٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ خَالِدِ الْوَالِبِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا ـ

১৮৮০. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাতে (সালাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরা'আত কখনো উঁচু স্বরে হতো আবার কখনো নিচু স্বরে হতো।

١٨٨١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِمْرَانَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১৮৮১. রবী' আল মুয়ায্‌যিন (র) এবং ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... ইমরান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٨٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

১৮৮২. ফাহাদ (র) ..... আবূ খালিদ (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা)-এর নামের উল্লেখ নেই।

অতএব দেখা যায় এই আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন কোন সময় রাতের কিরা'আত জোরে পড়তেন, আবার কোন কোন সময় আস্তে। এটা প্রমাণ করে যে, রাতে সালাত আদায়কারীর জোরে এবং আস্তে যেভাবে ইচ্ছা কিরা'আত পড়ার অধিকার আছে।

সুতরাং উম্মে হানী (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাতে জোরে কিরা'আত করার যে উল্লেখ করেছেন, তা হতে পারে তিনি আস্তে পড়ার পর আবার জোরে পড়তেন। কাজেই উম্মে হানী (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে আস্তে কিরা'আত পড়তে মানা করেনি। পক্ষান্তরে আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীস বর্ণনা করছে যে, মুসল্লী ইচ্ছা করলে জোরেও কিরা'আত পড়তে পারে আবার ইচ্ছা করলে আস্তেও পড়তে পারে। এসব হাদীসের আলোকে এটাই উত্তম। আর এমতই ব্যক্ত করেন আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)।

٤٧- بَابُ جَمْعِ السُّوَرِ فِيْ رَكْعَةٍ

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক রাক'আতে একাধিক সূরা পড়া

١٨٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لِكُلِّ سُوْرَةٍ رَكْعَةٌ ـ

১৮৮৩. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবুল আলিয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন এরূপ ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, তিনি ﷺ বলেছেন, প্রতিটি সূরার জন্য একটি রাক'আত।

١٨٨٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ سُوْرَةٍ رَكْعَةٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِابْنِ سِيْرِيْنَ فَقَالَ اَسَمّٰى لَكَ مَنْ حَدَّثَهُ قُلْتُ لَا قَالَ اَفَلَا تَسْاَلُهُ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ مَنْ حَدَّثَنِىْ فِىْ اَيِّ مَكَانٍ حَدَّثَنِىْ وَقَدْ كُنْتُ اُصَلِّىْ بَيْنَ عِشْرِيْنَ حَتّٰى بَلَغَنِىْ هٰذَا الْحَدِيْثُ ـ

১৮৮৪. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি সূরার জন্য একটি রাক'আত আছে। আসিম (র) বলেছেন, বিষয়টি আমি ইব্‌ন সীরীন (র) এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আবুল আলিয়ার (র) নিকট যিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি কি তাঁর সুনির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করেছেন ? আমি বললাম, না। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করবে না ? তারপর আমি আবুল আলিয়া (র)-কে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে বললাম, আপনাকে কে হাদীস বর্ণনা করেছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, কে কোথায় আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমি তা অবশ্যই জানি। বিশজনের মাঝে আমি সালাত পড়ছিলাম, সেখানে আমার নিকট এ হাদীসটি পৌঁছেছে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ কারো উচিত নয় সালাতের একই রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে এক সূরার অতিরিক্ত পড়া। এ বিষয়ে তারা উপরোক্ত এ হাদীস এবং নিম্নোক্ত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেনঃ

١٨٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنَ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ لَبِيْبَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنِّىْ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ اَوْ قَالَ فِىْ لَيْلَةٍ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ اللّٰهَ لَوْ شَاءَ لَاَنْزَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ فَصَّلَهُ لِتُعْطِىَ كُلَّ سُوْرَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ـ

১৮৮৫. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ই'লা ইব্‌ন আতা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন লাবীবা (র)-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এক রাক'আতে অথবা

রাবী বলেছেন এক রাতে মুফাস্সাল সূরাগুলো (কুরআনের শেষ সপ্তমাংশের সূরা হুজরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাস্সাল বলা হয়) পাঠ করি। তখন ইব্ন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তো একবারেই গোটা কুরআন নাযিল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি; বরং পৃথক পৃথকভাবে অবতীর্ণ করেছেন, যাতে প্রত্যেক সূরাকে তার রুকূ-সিজদার অংশ প্রদান করা হয়।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ এক রাক'আতে যত ইচ্ছে সূরা পড়াতে কোন অসুবিধা নেই।

এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٨٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرِنُ السُّوَرَ قَالَتْ اَلْمُفَصَّلَ ـ

১৮৮৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি অনেক সূরা একত্রে মিলিয়ে পড়তেন ? তিনি বললেন, হাঁ মুফাস্সাল (সূরাগুলো) পড়তেন।

١٨٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ عَنْ نَهِيْكِ بْنِ سِنَانٍ السُّلَمِيِّ اَنَّهُ اَتَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِى رَكْعَةٍ فَقَالَ هٰذًّا مِثْلَ هَذِّ الشِّعْرِ وَنَثْرًا مِثْلَ نَثْرِ الدَّقَلِ اِنَّمَا فُصِّلَ لِتُفَصِّلُوْا لَقَدْ عَلِمْنَا النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً اَلرَّحْمٰنَ وَالنَّجْمَ عَلٰى تَأْلِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سُوْرَتَيْنِ فِىْ رَكْعَةٍ وَذَكَرَ الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ فِى رَكْعَةٍ فَقُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ اَرَأَيْتَ مَادُوْنَ ذٰلِكَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ رُبَّمَا قَرَأْتُ اَرْبَعًا فِىْ رَكْعَةٍ ـ

১৮৮৭. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... নাহীক ইব্ন সিনান আস্-সুলামী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি গতরাতে এক রাক'আতে মুফাস্সাল সূরা পাঠ করেছি। তিনি বললেন, তাহলে কবিতার ন্যায় দ্রুত এবং ছড়ানো নিম্নমানের খেজুরের ন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে পড়া হয়েছে। সূরাগুলোকে মুফাস্সাল আকারে সাজানো হয়েছে, যাতে তোমরা আলাদাভাবে পড়। আমরা সেই বিশটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরা সম্পর্কে জানি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করতেন। যেমন সূরা আর-রাহ্মান (৫৫) আন-নাজম (৫৩) ইব্ন মাসঊদ (রা) এর সংকলন মুতাবিক। দুটি সূরা প্রতি রাক'আতে। ইব্ন মাসউদ (রা) সূরা দুখান (৪৪) ও নাবা (৭৮) এক রাক'আতে পড়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। হুসাইন (র) বলেন, আমি ইবরাহীম (বর্ণনাকারী)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বলুন তো, এর কম দীর্ঘ সূরা হলে আমি কী করব ? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো অনেক সময় চারটি সূরা এক রাক'আতে তিলাওয়াত করেছি।

١٨٨٨- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اِنِّىْ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ هٰذَا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرِفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ -

১৮৮৮. ইব্ন মারযূক (র) এবং আবূ বাকরা (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা) কে বলল, আমি এক রাক'আতে মুফাসসাল তিলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে কবিতার ন্যায় দ্রুত। আমি সেসব সামঞ্জস্যপূর্ণ সূরাগুলো জানি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ মিলিয়ে পড়তেন।

١٨٨٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ ثَنَا سَيَّارُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَلَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ -

১৮৮৯. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এরূপ আছে, 'সেগুলোর মধ্য হতে এক রাক'আতে দুটি করে সূরা মিলিয়ে পড়তেন।'

١٨٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالاَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالاَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنِّىْ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِىْ رَكْعَةٍ فَقَالَ نَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ اَوْ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ مَا فَعَلْتَ كَانَ يَقْرُنُ بَيْنَ كُلِّ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ اَلنَّجْمُ وَالرَّحْمٰنُ فِىْ رَكْعَةٍ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً فِىْ عَشَرِ رَكْعَاتٍ -

১৮৯০. আবূ বাকরা (র) এবং ফাহাদ (র) ..... আলকামা (র) ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) এর নিকট এসে বলল, আমি এক রাক'আতে মুফাস্সাল সূরা তিলাওয়াত করেছি। উত্তরে তিনি বললেন, নিম্নমানের খেজুরের ন্যায় বিক্ষিপ্ত এবং কবিতার ন্যায় দ্রুত পড়েছ। কিন্তু তুমি যেরূপ করেছ- রাসূললুল্লাহ ﷺ -এরূপ করতেন না। তিনি প্রতি রাক'আতে দুটি সূরা মিলিয়ে পড়তেন। প্রতি রাক'আতে দুটি সূরা আররাহমান ও আন নাজম এক রাক'আতে। দশ রাক'আতে বিশটি সূরা।

١٨٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ اِلَى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا اسْتَفْتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَكَانَ اِذَا اَتَى عَلَى اٰيَةٍ فِيْهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَفَ فَسَأَلَ اَوْتَعَوَّذَ اَوْ قَالَ كَلاَمًا هٰذَا مَعْنَاهُ -

১৮৯১. আবূ বাকরা (র) ..... হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশে সালাত পড়েছি, তিনি সালাত আরম্ভ করেছেন সূরা বাকারা দ্বারা, এ সূরা সমাপ্ত করার পর আরম্ভ করলেন সূরা আলে ইমরান। যখন তিনি তিলাওয়াত করতে করতে এরূপ কোন আয়াতে পৌছতেন, যাতে জান্নাত অথবা জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে থেমে যেতেন। তারপর (জান্নাতের) আবেদন করতেন অথবা (জাহান্নাম) থেকে পানাহ চাইতেন অথবা বর্ণনাকারী এরূপ কোন বাক্য বলেছেন যার অর্থ অনুরূপ।

অতএব এ সমস্ত রিওয়ায়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি রাক'আত দুটি করে সূরা মিলিয়ে পড়তেন। তাই আবুল আলিয়া (র) এর বিবরণ এর বিপরীত এটাই উত্তম হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ, এটার সূত্র সঠিক ও বিশুদ্ধ। তবে ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পরবর্তী উক্তি মুফাস্সালকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে এজন্য যাতে তোমরা তা আলাদা করে পড়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করেন নি। হতে পারে এটা তার নিজস্ব মতামত। যদি এটা তার নিজস্ব মতামতই হয়ে থাকে তাহলে উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) তো এর বিরোধিতা করেছেন। কারণ, তিনি তো এক রাক'আতে কুরআন মাজীদ খতম করতেন। শীঘ্রই এ বিষয়ে এ অনুচ্ছেদের শেষ ভাগে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইন্‌শা আল্লাহ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের সালাতের এক রাক'আতে সূরার কোন অংশ তিলাওয়াত করেছেন। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস রয়েছে ঃ

١٨٩٢– حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ الْفَتْحِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَافْتَتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِ فَلَمَّا اَتٰى عَلٰى ذِكْرِ مُوْسٰى وَعِيْسٰى اَوْ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ -

১৮৯২. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস ইব্ন সাইব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মক্কা বিজয়ের দিন ফজরের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সূরা আল-মুমিন শুরু করলেন। তিনি যখন (তিলাওয়াত করতে করতে) মূসা ও ঈসা (আ)[১] অথবা মূসা ও হারূন (আ)-এর আলোচনায় পৌছলেন, তখন তার কাশি এল। ফলে তিনি রুকূ করলেন।
যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেন যে, এটাতো তিনি কাশির কারণে করেছেন। তাহলে তাকে বলা হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের দু'রাক'আতে কুরআনের দুটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এ প্রসঙ্গে আমরা 'ফজরের দু রাক'আতে কিরা'আত' অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

١٨٩٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَيَّانٍ اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعَتْ اَبَا ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ بِهَا يَرْكَعُ وَبِهَا يَسْجُدُ وَبِهَا يَدْعُوْ -

১. এটা সম্ভবত ছাপার ভুল, কেননা সূরা মু'মিনে 'ঈসা (আ) বা হারূন (আ)-এর নামের কোন উল্লেখ নেই। -সম্পাক।

১৮৯৩. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কিতাব কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন। তিনি এ আয়াত দিয়েই রুকূ করলেন এটা দিয়েই সিজদা করলেন আর এটা দিয়েই দু'আ করলেন।

١٨٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَتَّابِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ بِآيَةٍ حَتّٰى اَصْبَحَ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

১৮৯৪. আব্দুল আযীয ইব্‌ন মু'আবিয়া আল-আত্‌তাবী (র) আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আয়াত নিয়ে সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন (সারারাত সে আয়াতটিই সালাতে তিলাওয়াত করলেন) সে আয়াতটি হল ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

অর্থাৎ ঃ তুমি যদি তাদের আযাব দাও, তাহলে তারা তো তোমার বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও তবে তো তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান (৫ ঃ ১১৮)।

١٨٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنِىْ قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَسْرَةُ بِنْتِ دَجَادَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ اَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

১৮৯৫. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খুশাইশ (র) ..... আবূ যির (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এটা একটা প্রমাণ যে, এক রাক'আতে সূরার অংশ বিশেষ পড়াতে কোন ক্ষতি নেই। এবং এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়েছে যে, এক রাক'আতে একাধিক সূরা পড়াতেও কোন অসুবিধা নেই। এ সংক্রান্ত রিওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ রিওয়ায়াতও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সালাত হলো (যাতে) দীর্ঘ কিয়াম হয়। বস্তুত এটাও আবুল আলিয়ার বিবরণের পরিপন্থী। কারণ এটা অবশ্য প্রমাণ করে যে, সে সালাতই সর্বোত্তম যার মধ্যে কিরা'আত দীর্ঘ করা হয়। আর কিরা'আত দীর্ঘ হতে পারে কেবল এক রাক'আতে অনেক সূরা একত্রিত (পাঠ) করলেই। আর এ সবই হলো আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসূফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত।

এমনকি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে প্রথম পরিচ্ছেদে যেরূপ হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি, তাঁর সূত্রে এর বিপরীত রিওয়ায়াতও বর্ণিত আছে ঃ

١٨٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ فِى الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ -

১৮৯৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) মাগরিবের সালাতের এক রাক'আতে দুই সূরা মিলিয়ে পড়তেন।

١٨٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّوْرَتَيْنِ وَالثَّلٰثِ فِيْ رَكْعَةٍ ـ

১৮৯৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক রাক'আতে দুই তিন সূরা মিলিয়ে পড়তেন।

١٨٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ وَزَادَ وَكَانَ يُقَسِّمُ السُّوْرَةَ الطَّوِيْلَةَ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ ـ

১৮৯৮. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা)-এর বরাতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়ায়াতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে ঃ তিনি ফরযের দুই রাক'আতে দীর্ঘ সূরা ভাগ করে পড়তেন। উমর (রা) প্রমুখ থেকেও এর সমর্থক হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

١٨٩٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ صَلّٰى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ الْفَجْرَ فَقَرَأَ فِيْ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ حَتّٰى بَلَغَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ثُمَّ رَكَعَ ـ

১৮৯৯. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার উমর (রা) মক্কায় ফজরের সালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। প্রথম রাক'আতে তিনি সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করতে করতে "وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ" (১২ ঃ ৮৪) পৌঁছলেন, তারপর তিনি রুকূ করলেন।

١٩٠٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَرَأَ فِيْ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ اَلَمْ تَرَ وَلِاِيْلٰفِ ـ

১৯০০. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) এর সাথে হজ্জ করেছি। তিনি মাগরিবের সালাতের পরবর্তী রাক'আতে সূরা ফীল ও কুরাইশ পড়েছেন।

١٩٠١- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ فَافْتَتَحَ الْاَنْفَالَ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ثُمَّ رَكَعَ ـ

১৯০১. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে ইশা'র সালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা 'আনফাল' দিয়ে শুরু করলেন। نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ (৮ ঃ ৪০) পর্যন্ত পৌঁছলেন তারপর রুকূ করলেন।

١٩٠٢– حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانَ تَمِيْمُ الدَّارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحْيِى اللَّيْلَ كُلَّهٗ بِالْقُرْاٰنِ كُلِّهٖ فِىْ رَكْعَةٍ ـ

১৯০২. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তামীম দারী (রা) পূরো রাত জাগরণ করতেন। এক রাক'আতে পুরো কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

١٩٠٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الضُّحٰى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ هٰذَا مَقَامُ اَخِيْكَ تَمِيْمِ الدَّارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ رَأَيْتُ قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ اَوْكَانَ اَنْ يُّصْبِحَ يَقْرَأُ اٰيَةً يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ وَيَبْكِىْ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَلْاٰيَةَ ـ

১৯০৩. আবূ বাকরা (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কাবাসী এক ব্যক্তি আমাকে বলল, এটা হলো তোমার ভাই তামীম দারী (রা)-এর দাঁড়ানোর স্থান। আমি তাঁকে দেখেছি একরাতে সকাল পর্যন্ত অথবা প্রায় সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে একটি আয়াত তিলাওয়াত করছেন। সেই আয়াত পড়েই রুকূ করছেন, সিজদা করছেন, কান্নাকাটি করছেন। সে আয়াতটি হল اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি...... (৪৫ ঃ ২১)

١٩٠٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىْ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهٗ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ رَكْعَةٍ ـ

১৯০৪. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি পুরো কুরআন শরীফ এক রাক'আতে তিলাওয়াত করেছেন।

١٩٠٥– حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهٗ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ رَكْعَةٍ فِى الْبَيْتِ ـ

১৯০৫. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঘরের মধ্যে এক রাক'আতে পুরো কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছেন।

١٩٠٦– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَمَّنَا فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَوَصَلَ بِسُوْرَةِ الْفِيْلِ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ فِىْ رَكْعَةٍ ـ

১৯০৬. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুগীরা (র) বলেন, ইব্রাহীম (র) মাগরিবের সালাতে আমাদের ইমামতি করেছেন। তাতে তিনি এক রাক'আতে সূরা ফীলের (১০৫) সাথে সূরা কুরাইশ (১০৬) মিলিয়ে পড়েছেন।

বস্তুত আমরা যা আলোচনা করলাম (এক রাক'আতে একাধিক সূরা পড়াতে কোন দোষ নেই) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত বিদ্যমান থাকা এবং সাহাবী ও তাবেঈনের মধ্য হতে অনেকেই এমতের অনুসারী হওয়া ছাড়াও এটাই যুক্তির দাবি। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি, সূরা ফাতিহার সাথে এক রাক'আতে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়াতে কোন দোষ নেই। সূরা ফাতিহা একটি সূরা, তাই তার জন্য একটি রাক'আত হওয়া জরুরী নয়। অতএব অন্য সূরার ব্যাপারেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। প্রত্যেক সূরার জন্য একটি রাক'আত হওয়া আবশ্যক নয়। এটা হলো আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মাযহাব।

٤٨- بَابُ الْقِيَامِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ هُوَ فِى الْمَنَازِلِ اَفْضَلُ اَمْ مَعَ الْاِمَامِ

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ তারাবীহ (কিয়ামে রামাযান) ঘরে পড়া উত্তম না ইমামের সাথে ?

١٩٠٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَمَضَانَ وَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّابِعَةُ خَرَجَ فَصَلّٰى بِنَا حَتّٰى مَضٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا السَّادِسَةَ حَتّٰى خَرَجَ اللَّيْلَةُ الْخَامِسَةُ فَصَلّٰى بِنَا حَتّٰى مَضٰى شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَلْتَنَا فَقَالَ اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا صَلُّوْا مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُمْ قِيَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لَمْ يُصَلِّ بِنَا الرَّابِعَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الثَّالِثَةِ خَرَجَ وَخَرَجَ بِاَهْلِهِ فَصَلّٰى بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ -

১৯০৭. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমি রামাযানের সিয়াম পালন করেছি। তিনি রামাযান মাসের সাত দিন বাকি থাকা পর্যন্ত আমাদের নিয়ে কিয়াম করেননি। অবশেষে শেষের দিক থেকে সপ্তম রাতে তিনি বেরিয়ে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি রাতের এক তৃতীয়াংশ এতে অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর আর ষষ্ঠ রাতে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন না। পঞ্চম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রাতের অবশিষ্ট অংশও যদি নফল আদায় করে অতিবাহিত করে দিতেন। তিনি বললেন ঃ কোন সম্প্রদায় যখন ইমামের সালাত শেষ করা পর্যন্ত তাঁর সাথে সালাত আদায় করে তাদের জন্য সারারাত কিয়াম এর সালাত আদায়ের সাওয়াব লেখা হয়। তারপর তিনি (শেষের দিক থেকে) চতুর্থ রাতে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন না। তৃতীয় রাতে তিনি তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সালাত আদায়

করলেন যে, আমরা 'ফালাহ' ছুটে যাওয়ার আশংকা বোধ করলাম। রাবী বলেন, আমি আবূ যার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফালাহ' কি ? উত্তরে তিনি বললেন, সাহরী।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, রামাযান মাসে গৃহ অপেক্ষা ইমামের সাথে কিয়াম (তারাবীহ) করা উত্তম। এ প্রসঙ্গে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যে ব্যক্তি ইমামের (সালাম) শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সাথে কিয়াম করবে তার জন্য তা অবশিষ্ট রাতের ইবাদত হিসাবে লেখা হবে।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ বরং ইমামের সাথে সালাত আদায় করা অপেক্ষা ঘরে পড়াই শ্রেয়। তাঁদের স্বপক্ষে প্রমাণ হলো, যেমনিভাবে পূর্বোক্ত মতের অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, "ইমামের সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে তাঁর সাথে কিয়াম করবে (সালাত পড়বে) তার জন্য তা অবশিষ্ট রাতের ইবাদত হিসাবে লেখা হবে"। এমনিভাবে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, ফরয ব্যতীত ব্যক্তির অন্য সালাত (নফল) মসজিদ অপেক্ষা ঘরে আদায় করা উত্তম। এটা তখনকার কথা, যখন সাহাবীগণকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযানের এক রাতে কিয়াম করলেন। তারপর সাহাবীগণ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নিয়ে কিয়াম করেন (সালাত পড়েন)।

এই পরিস্থিতি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের লক্ষ্য করে উপরোক্ত কথা বললেন। এতে তিনি তাঁদের একথা জানিয়ে দিলেন যে, ঘরের মধ্যে তাঁদের একাকী সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর মসজিদে পড়া অপেক্ষা শ্রেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কারো সাথে তাঁর মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে পড়ার চাইতে ঘরে তাদের সেই সালাত শ্রেষ্ঠত্বের অধিক হকদার। সুতরাং উপরোক্ত দুটি হাদীসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এ বিষয়টিকে অবশ্যই প্রমাণ করবে যে, আবূ যার (রা)-এর হাদীসের সঠিক অর্থ হলো ইমামের সাথে কিয়াম করা তার জন্য অবশিষ্ট রাতের ইবাদত বলে লিখা হবে। আর যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) এর হাদীসের মর্ম হলো যে, ঘরে আদায়কৃত সালাত মসজিদের সালাত অপেক্ষা উত্তম। এভাবে দুটি হাদীসের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ থাকে না।

١٩٠٨– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَرَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلّٰى فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَالِىَ حَتّٰى اِجْتَمَعَ اِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ فَظَنُّوْا اَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَازَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ مُنْذُ اللَّيْلَةَ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ اللَّيْلِ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

১৯০৮. মারযূক (র) এবং আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার চাটাই দিয়ে মসজিদে হুজরা তৈরি করেছিলেন, কয়েকরাত তিনি সেখানে সালাত

আদায় করলেন। ফলে সেখানে অনেক লোকজনের সমাবেশ ঘটল। তারপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। তাঁরা মনে করলেন, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ফলে কেউ কেউ তখন গলা খাঁকার দিতে লাগলেন, যাতে তিনি বেরিয়ে আসেন। পরে তিনি ﷺ বললেন, অদ্য রাত থেকে দেখছি তোমরা এরূপ কাজ করছ; ফলে আমি আশংকা করছি কিয়ামুল-লায়ল তথা রাতের সালাত (তারাবীহ) তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয় কিনা। আর যদি তোমাদের উপর তা ফরয করে দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা আদায় করতে পারবেনা। অতএব হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত পড়। কারণ শুধু মাত্র ফরয ছাড়া ব্যক্তির ঘরে সালাতই উত্তম।

١٩٠٩– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَرْدَانُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ فُلَانٍ وَهُوَ اِبْنُ اَبِي النَّظْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهٖ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

১৯০৯. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: শুধুমাত্র ফরয ছাড়া আমার এ মসজিদে সালাত আদায় অপেক্ষা ব্যক্তির ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম।

١٩١٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَسَدُ وَاَبُو الْاَسْوَدِ قَالَا اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَفْضَلَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ صَلَاتُهٗ فِيْ بَيْتِهٖ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ ـ

১৯১০. রবী' আলজীযী (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র ফরয ছাড়া তার ঘরের সালাত হলো উত্তম।

যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ছাড়াও অন্যদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বিষয়ে আরো কিছু রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যেগুলো আমরা 'মসজিদে নফল সালাত' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

অতএব এসব হাদীসের যথার্থ মর্ম আমাদের বক্তব্যে প্রমাণিত হয়ে গেল। এবং এর স্বপক্ষে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরবর্তী (সাহাবী তাবিঈন) থেকে বিবরণ আছে, যার বিশুদ্ধতা আমরা বর্ণনা করেছি। এর মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ:

١٩١١– حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ كَانَ لَايُصَلِّيْ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ـ

১৯১১. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রামাযান মাসে ইমামের পিছনে সালাত (তারাবীহ) পড়তেন না।

١٩١٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اُصَلِّيْ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَلِّ فِيْ بَيْتِكَ ـ

১৯১২. আবূ বাকরা (র) ..... মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি রামাযান (মাসে) ইমামের পিছনে সালাত আদায় করব ? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড়তে পার ? সে বলল হাঁ, পারি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার ঘরে সালাত আদায় কর।

١٩١٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِىْ اِلاَّ سُوْرَتَيْنِ لَرَدَدْتُهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقُوْمَ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ رَمَضَانَ -

১৯১৩. ফাহাদ (র) ..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যদি দুটি সূরা ব্যতীত আর কিছু আমার মুখস্থ (হিফয) না থাকে তাহলে আমি এ দুটো সূরারই পুনরাবৃত্তি করব। এটাই আমার নিকট রামাযান মাসে ইমামের পিছনে তারাবীহ পড়া অপেক্ষা প্রিয়।

١٩١٤- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ الْمُتَهَجِّدُوْنَ يُصَلُّوْنَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ -

১৯১৪. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রামাযান মাসে তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ মসজিদের এক কোণে সালাত পড়তেন আর ইমাম লোকজন নিয়ে সালাত পড়তেন।

١٩١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِىْ رَمَضَانَ فَيَؤُمُّهُمُ الرَّجُلُ وَبَعْضُ الْقَوْمِ يُصَلِّىْ فِىْ الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ اِسْحٰقَ بْنَ سُوَيْدٍ عَنْ هٰذَا فَقَالَ كَانَ الْاِمَامُ هٰهُنَا يَؤُمُّنَا وَكَانَ لَنَا صَفٌّ يُقَالُ لَهُ صَفُّ الْقُرَّاءِ فَنُصَلِّىْ عَلٰى حِدَةٍ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ -

১৯১৫. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকজন রামাযান মাসে সালাত পড়ত, কেউ তাদের ইমামতি করতেন। আর কিছু সংখ্যক লোক একাকী মসজিদে সালাত আদায় করত। শু'বা (র) বলেছেন, ইসহাক ইব্‌ন সুয়াইদ (র)-কে আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ইমাম আমাদের এখানে ইমামতি করতেন। আমাদের একটি কাতার ছিল, তার নাম ছিলো কারীদের কাতার। আমরা একাকী সালাত আদায় করতাম। আর ইমামের ইমামতিতে লোকজন সালাত পড়ত।

١٩١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِىْ اِلاَّ سُوْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَكُنْتُ اَنْ اُرَدِّدَهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقُوْمَ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ رَمَضَانَ -

১৯১৬. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইবরাহীম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার নিকট যদি কেবল মাত্র একটি সূরাই (স্মরণ) থাকে তাহলে অবশ্যই আমি সেটাই বারবার পড়তাম, রামযান মাসে ইমামের পিছনে (তারাবীহ) সালাতে দাঁড়ানো অপেক্ষা এটাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

١٩١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ اِلٰى مَنْزِلِهٖ فَلاَ يَقُوْمُ مَعَ النَّاسِ ـ

১৯১৭. ইউনুস (র) ও ফাহাদ (র) ..... উরওয়া (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রামাযানে লোকজনের সাথে মসজিদে সালাত আদায় করতেন। তারপর বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন। ফলে (তারাবীহতে) লোকজনের সাথে দাঁড়াতেন না।

١٩١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ فِىْ الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ بِهِمْ فِيْهِ ـ

১৯১৮. আবূ বাক্রা (র) ..... সাঈদ জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রামাযানে ইমাম মসজিদে (জামাতে) সালাত আদায়রত অবস্থায় তিনি একাকী মসজিদে সালাত আদায় করতেন।

١٩١٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ وَنَافِعًا يَنْصَرِفُوْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ يَقُوْمُوْنَ مَعَ النَّاسِ ـ

১৯১৯. ইউনুস (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কাসিম (র) সালিম (র) ও নাফি' (র)-কে আমি দেখেছি রামাযানে মসজিদে থেকে প্রত্যাবর্তন করছেন, লোকজনের সাথে (তারাবীহতে) দাঁড়াচ্ছেন না।

١٩٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ اَتَيْتُ مَكَّةَ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ فِىْ زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ الْاِمَامُ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فِىْ الْمَسْجِدِ وَقَوْمٌ يُصَلُّوْنَ عَلٰى حِدَةٍ فِىْ الْمَسْجِدِ ـ

১৯২০. ইব্ন মারযূক (র) ..... আশআস ইব্ন সুলাইম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন যুবাইর (রা)-এর আমলে আমি (একবার) রামাযান মাসে মক্কায় এলাম। (দেখলাম) ইমাম লোকজন নিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করছেন; আরেক দল মসজিদে আলাদা সালাত আদায় করছে।

অতএব সাহাবী-তাবিঈগণ থেকে যেসব রিওয়ায়াত পেশ করলাম এগুলো সব প্রমাণ করে রামাযান মাসে ইমামের সাথে সালাত আদায় (তারাবীহ) অপেক্ষা একাকী আদায় করাই উত্তম মনে করতেন। আর এটাই সঠিক।

٤٩- بَابُ الْمُفَصَّلِ هَلْ فِيهِ سُجُودٌ أَمْ لاَ

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুফাস্সালে (সূরা আন-নাজম-৫৩, ইনশিকাক-৮৪ ও আলাক-৯৬,) সিজ্দা আছে কি না?

١٩٢١- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ صَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَلنَّجْمُ فَلَمْ يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنَّا -

১৯২১. ইউনুস (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে সূরা আন-নাজম পেশ (তিলাওয়াত) করেছি। তখন আমাদের কেউ সিজ্দা করেনি।

١٩٢٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ أَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَنَا أَبُوْ صَخْرٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৯২২. রবী' আলজীযী (র) ..... আবূ সাখর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٢٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

১৯২৩. আবূ বাক্রা (র) ও ফাহাদ (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম এ হাদীসটিতে বর্ণিত মত মেনে নিয়েছেন এবং এর অনুসরণ করেছেন। তারা বলেন, সূরা নাজমে কোন সিজ্দা নেই।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তাতে সিজ্দা আছে। মূলত আমাদের মতে সূরা নাজ্মে সিজ্দা নেই বলে উপরোক্ত হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। কারণ সূরা নাজ্মে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন কারণে সিজ্দা পরিহার করে থাকতে পারেন। হতে পারে তিনি তখন উযূ অবস্থায় ছিলেন না বলে সিজ্দা করেননি। কিংবা সেটি এরূপ এক সময় ছিল যে সময় সিজ্দা করা জায়িয নয়, অথবা তিলাওয়াতের সিজ্দা সম্পর্কে তখন তাঁর নিকট হুকুম ছিলো ঐচ্ছিক বিষয় কেউ ইচ্ছা করলে সিজ্দা করতে পারত, আবার ইচ্ছা করলে সিজ্দা পরিহারও করতে পারত। আবার এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, সূরা নাজ্মে সিজ্দা নেই বলে তিনি সিজ্দা করেননি।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক সিজ্দা পরিহারের এতগুলো কারণ থাকতে পারে তাই একটি কারণের উপর অপরটিকে ভিন্ন কোন প্রমাণ ছাড়া প্রাধান্য দেয়া যায় না। অতএব আমাদেরকে এ সিজ্দার হুকুম অন্বেষণের জন্য এ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস তালাশ করতে হবে। অর্থাৎ সূরা নাজ্মে সিজ্দা আছে কিনা তা জানার জন্য। বস্তুত এ বিষয়ে আমরা গভীর চিন্তা করে দেখলাম ঃ

١٩٢٤– فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا وَهْبٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمْ يَبْقَ اَحَدٌ اِلاَّ سَجَدَ اِلاَّ شَيْخٌ كَبِيْرٌ اَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَقَالَ هٰذَا يَكْفِيْنِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَقَدْ رَاَيْتُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا ـ

১৯২৪. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) আমাদেরকে ..... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সূরা ওয়ান নাজ্‌ম তিলাওয়াত করেন এবং তাতে তিনি সিজ্‌দা করেছেন। তারপর একজন বৃদ্ধ ছাড়া বাকি সবাই সিজ্‌দা করেছেন। সে বৃদ্ধটি এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে বলল, আমার জন্য এটি-ই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, পরবর্তীতে আমি তাকে দেখেছি কাফির অবস্থায় সে নিহত হয়েছে।

١٩٢٥– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُصْعَبِ الزُّهْرِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ حَتّٰى سَجَدَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَحَتّٰى سَجَدَ الرَّجُلُ عَلٰى شَىْءٍ رَفَعَهُ اِلٰى وَجْهِهٖ بِكَفِّهٖ ـ

১৯২৫. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা আন-নাজ্‌ম তিলাওয়াত করলেন এবং সিজ্‌দা করলেন। তাঁর সাথে মুসলমান ও মুশ্‌রিকরা সিজ্‌দা করলেন। এমন কি একজন আরেক জনের উপর সিজ্‌দা করেছে। আর এক ব্যক্তি নিজ হাতের তালুতে চেহারার নিকট কিছু উত্তোলন করে তার উপর সিজ্‌দা করেছে।

١٩٢٦– حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ اِلاَّ رَجُلَيْنِ اَرَادَ الشُّهْرَةَ ـ

১৯২৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ান নাজ্‌ম তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করলেন। শুধুমাত্র দু ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য লোকজন তার সাথে সিজ্‌দা করল। তারা দু'জন খ্যাতি লাভ করতে চেয়েছিল।

١٩٢٧– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ مَعَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالشَّجَرِ ـ

১৯২৭. আহমদ ইব্ন মাসঊদ আল-খাইয়াত (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা আন-নাজ্‌ম তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করলেন, তাঁর সাথে সিজ্‌দা করল উপস্থিত জিন, মানুষ ও গাছ পালা।

١٩٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ثَابِتِ الْمَدَنِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ رَأَى اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَجَدَ فِي خَاتِمَةِ النَّجْمِ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا قَالَ لَوْلاَ اَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا لَمَا سَجَدتُّ فِيْهَا ـ

১৯২৮. মুহাম্মদ ইব্ন নুমান (র) ..... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে সূরা আন-নাজ্‌মের শেষে সিজ্‌দা করতে দেখলেন। আবূ সালামা বললেন, হে আবূ হুরায়রা (রা)! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সূরা নাজ্‌মে সিজ্‌দা করতে দেখেছেন ? তিনি বললেন আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাতে সিজ্‌দা করতে না দেখতাম তাহলে অবশ্যই আমি সিজ্‌দা করতাম না।

١٩٢٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي هِلاَلٍ عَمَّنْ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَجَدتُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِحْدٰى عَشَرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ النَّجْمُ ـ

১৯২৯. ইউনুস (র) ..... আবূদ দারদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে এগার স্থানে সিজ্‌দা করেছি। তন্মধ্যে সূরা আন-নাজ্‌ম অন্যতম।

١٩٣٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فَلَمْ اَسْجُدْ مَعَهُ لاَنِّي كُنْتُ عَلٰى غَيْرِ الْاِسْلاَمِ فَلَنْ اَدَعَهَا اَبَدًا ـ

১৯৩০. ফাহাদ (র) ..... মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওয়াদায়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় সূরা আন-নাজ্‌ম তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করেছেন। আমি তখন তাঁর সাথে সিজ্‌দা করিনি। কারণ আমি তখনও মুসলমান হইনি। অতএব এ সিজ্‌দা আমি কখনো আর পরিত্যাগ করব না।

অতএব এসব হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো যে, সূরা নাজ্‌মে সিজ্‌দা আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচনায় সিজ্‌দা নেই বলে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং সিজ্‌দা করাই উত্তম হবে। কারণ সিজ্‌দার স্থান ব্যতীত তো সিজ্‌দা করা জায়িয নয়। কিন্তু হতে পারে সিজ্‌দার স্থানে প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বর্ণনায় কোন কারণবশত সিজ্‌দা পরিহার করা হয়েছিল।

কোন প্রশ্নকারী বলেন, এমনও রিওয়ায়াত আছে যে, সূরা নাজ্‌মে সিজ্‌দা নেই। প্রমাণ হিসাবে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেছেন।

١٩٣١- حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ قَرَأَ

عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ اَلْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فَلَوْكَانَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُوْدٌ اِذًا لَعَلِمَهُ بِسُجُوْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِ لِمَا اَتٰى عَلَيْهِ فِي تِلَاوَتِهِ ـ

১৯৩১. ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মুফাস্‌সালে কোন সিজ্‌দা আছে কিনা ? উত্তরে তিনি বললেন, না। প্রশ্নকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর সামনে পুরো কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছেন। যদি মুফাস্‌সালে সিজ্‌দা থাকত তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তিলাওয়াতের সময় সিজ্‌দাকালেই তো তিনি তা জানতে পারতেন।

তাহাবী (র) বলেন ঃ আমাদের মতে প্রশ্নকারীর স্বপক্ষে এখানে কোন প্রমাণ নেই। কারণ হতে পারে প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখানে সিজ্‌দা পরিহার করেছেন।

তাছাড়া একদল সাহাবীর মত হলো ঃ

সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। তিলাওয়াত কারী সিজ্‌দা না করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করা হয় ঃ

١٩٣٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَتَهَيَّؤُا لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى رِسْلِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا اِلَّا اَنْ نَشَاءَ فَقَرَأَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ وَمَنَعَهُمْ اَنْ يَّسْجُدُوْا ـ

১৯৩২. ইউনুস (র) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (রা) ..... উরওয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) জুমু'আর দিন মিম্বারের উপর সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর তিনি নিচে অবতরণ করে সিজ্‌দা করলেন, লোকজনও তাঁর সাথে সিজ্‌দা করল। তারপর পরবর্তী জুমু'আতে তিনি সেই আয়াতটিই তিলাওয়াত করলেন। ফলে লোকজন সিজ্‌দা করার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন উমর (রা) বললেন, থাম, তোমরা আপন অবস্থায় থাক। আমরা ইচ্ছা না করলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর সিজ্‌দা ফরয করেননি। পরে তিনি সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজ্‌দা করলেন না। বরং লোকদেরকে সিজ্‌দা করতে বারণ করলেন।

١٩٣٣– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَرَّ سَلْمَانُ بِقَوْمٍ قَدْ قَرَؤُا بِالسَّجْدَةِ فَقِيْلَ اَلَاتَسْجُدُ فَقَالَ اَنَا لَمْ نَقْصُدْ لَهَا ـ

১৯৩৩. ইব্‌ন মারযূক(র) ..... আবূ আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার সালমান (রা) এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যারা সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করেছিলো। সালমান (রা)-কে বলা হলো, আপনি সিজ্‌দা করবেন না ? উত্তরে তিনি বললেন, আমরা সিজ্‌দার নিয়ত করিনি।

١٩٣٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِى صَغِيرَةَ عَنْ إِبْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ لَقَدْ قَرَأَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السَّجْدَةَ وَأَنَا شَاهِدٌ فَلَمْ يَسْجُدْ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَقَالَ إِنِّى إِذَا كُنْتُ فِى صَلٰوةٍ سَجَدْتُ وَإِذَا لَمْ أَكُنْ فِى صَلٰوةٍ فَإِنِّى لاَ أَسْجُدُ -

১৯৩৪. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আবূ সুলায়কা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইবন যুবাইর (রা) আমার উপস্থিতিতে সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি সিজ্‌দা করেননি। হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে সিজ্‌দা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হে আমিরুল-মুমিনীন; সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করার পর আপনাকে সিজ্‌দা করতে কিসে বারণ করল ? উত্তরে তিনি বললেন, আমি সালাতে থাকলে সিজ্‌দা করি, আর যখন সালাতে থাকি না তখন সিজ্‌দা করি না।

অতএব এসব মনীষী তিলাওয়াতের সিজ্‌দাকে ওয়াজিব মনে করতেন না। আর এটাই হলো আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত। কারণ আমরা দেখি যে, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, কোন মুসাফিব যদি কোন বাহনের উপর আরোহন করে সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে উপরোক্ত অবস্থায় ইশারার মাধ্যমে সিজ্‌দা করলেই চলবে, যমীনে নেমে তাকে সিজ্‌দা করতে হবেনা। অথচ এটা হলো নফলের বৈশিষ্ট্য, ফরযের নয়। কারণ ফরয সালাত তা কেবল যমীনে অবতরণ করেই আদায় করতে হয়। আর নফল সওয়ারীর উপরও আদায় করা যায়।

পক্ষান্তরে আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র) সিজ্‌দার ব্যাপারে এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, (তিলাওয়াতের) সিজ্‌দা ওয়াজিব। অতএব উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, উবাই (রা) থেকে তাঁরা যা উল্লেখ করেছেন, তাতে মুফাস্‌সালে (সূরা হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলো) তিলাওয়াতের সিজ্‌দা নেই বলে কোন দলীল নেই। কারণ হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সিজ্‌দার হুকুম উমর (রা), সালমান (রা) ও ইব্‌ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত কারণসমূহের মধ্য হতে কোন কারণে হয়েছে। তাই তিনি উক্ত কারণে মুফাস্‌সালে সিজ্‌দা করেননি। তাছাড়াও হতে পারে মুফাস্‌সাল ব্যতীত অন্য সূরাতে যেখানে সিজ্‌দা আছে সেখানেও তিনি তিলাওয়াতের সিজ্‌দা করেননি।

তিলাওয়াতের সিজ্‌দার ব্যাপারে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর মতের বিরোধিতা করেছেন একদল সাহাবী (রা)।

١٩٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ عَزَائِمَ السُّجُودِ الٓمّٓ تَنْزِيلُ وَحٰمٓ وَالنَّجْمِ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ -

১৯৩৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাকীদপূর্ণ (তথা আবশ্যকীয়) সিজ্‌দাহ হলো সূরা আলিফ লাম মীম তান্‌যীল (৩২) হা-মীম, (৪১) ওয়ান-নাজ্‌ম (৫৩) এবং ইক্‌রা বিসমি রাব্বিকা (৯৬)-এর সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত।

١٩٣٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৯৩৬. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... আসিম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٩٣٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ رح عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ صَلّٰى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ فَقَرَأَ فِيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ اِذَا زُلْزِلَتْ ـ

১৯৩৭. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) মক্কাতে আমাদের নিয়ে ফজরে সালাত আদায় করলেন। দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা 'আন-নাজ্ম' পড়ে তিনি সিজ্দা করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে তিনি 'ইয়া যুলযিলাত' তিলাওয়াত করলেন।

١٩٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَ وَهْبُ وَ رَوْحُ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ اَنَّهُ سَمِعَ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَاللَّفْظُ لِرَوْحٍ ـ

১৯৩৮. আবূ বাক্রা (র) ..... ইবরাহীম তাইমী-এর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের শব্দগুলো রাওহ নামক বর্ণনাকারীর।

١٩٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَجَدَ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ

১৯৩৯. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' সূরায় সিজ্দা করেছেন।

١٩٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيْهَا ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُوْرَةً اُخْرٰى ـ

১৯৪০. ইব্ন মারযূক (র) ..... মাসরূক (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উসমান (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা আন্ নাজ্ম পড়ে সিজ্দা করেছেন। তারপর দাঁড়িয়ে অন্য সূরা তিলাওয়াত করেছেন।

١٩٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَعْنِيْ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَجَدَا فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ قَالَ مَنْصُوْرُ اَوْ اَحَدُهُمَا ـ

১৯৪১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আসওয়াদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) এবং আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সূরা 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' এ সিজ্‌দা করেছেন। মানসূর রাবী বলেন, অথবা তাদের (উমর রা ও ইব্‌ন মাসঊদ রা) দু'জনের একজন।

١٩٤٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১৯৪২. আবূ বাকরা (র) ..... শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٩٤٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْجُدَانِ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ

১৯৪৩. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আসওয়াদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে সূরা ইযাস সামাউন শাক্কাত এ সিজ্‌দা করতে দেখেছি।

١٩٤٤– حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِذٰلِكَ ـ

১৯৪৪. রাওহ (র) ..... আবদুল্লাহ্ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٤٥– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْجُدُ فِى النَّجْمِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فِىْ سُوْرَةٍ اُخْرٰى ـ

১৯৪৫. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর (রা)-কে ফজরের সালাতে সূরা আন-নাজ্‌মে সিজ্‌দা করতে দেখেছি তারপর তিনি অন্য সূরা শুরু করেছেন।

١٩٤٦– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيْهَا ـ

১৯৪৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর (রা) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। তিনি সূরা আন-নাজ্‌ম পড়ে সিজ্‌দা করেছেন।

١٩٤٧– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاَى ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْجُدُ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فِىْ غَيْرِ صَلٰوةٍ ـ

১৯৪৭. ফাহাদ (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন উমর (রা)-কে সালাতরত না থাকা অবস্থায় সূরা ইনশিকাক এবং ইক্‌রা বিসমি রাব্বিকা পড়ে সিজ্‌দা করতে দেখেছেন।

١٩٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سُئِلَ نَافِعٌ اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْجُدُ فِى الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ قَالَ مَاتَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَمْ يَقْرَأْهَا وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِى النَّجْمِ وَفِىْ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ ـ

১৯৪৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইস্‌হাক ইব্‌ন সুয়াইদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার নাফি' (র)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইব্‌ন উমর (রা) কি সূরা হজ্জে (২২) দুই সিজ্‌দা করতেন ? তিনি বললেন, ইব্‌ন উমর (রা) সূরা হজ্জের (সিজ্‌দা) না পড়ে ইনতিকাল করেছেন। তবে তিনি সূরা আন-নাজ্‌ম এবং ইকরা বিসমি রাব্বিকাতে সিজ্‌দা করতেন।

١٩٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِى النَّجْمِ ـ

১৯৪৯. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সূরা আন-নাজ্‌মে সিজ্‌দা করতেন।

١٩٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِىُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَسْجُدُ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ

১৯৫০. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ আব্দুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূরা ইনশিকাকে সিজ্‌দা করতেন।

١٩٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ وَحَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ اَنَّ عَمَّارًا سَجَدَ فِيْهَا ـ

১৯৫১. আবূ বাক্‌রা (র) ..... যির (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আম্মার (রা) তাতে (ইনশিকাকে) সিজ্‌দা করেছেন।

١٩٥٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِيْهَا ـ

১৯৫২. ইবন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাতে সিজ্‌দা করতেন।

অতএব প্রমাণিত হলো যে, এঁরা উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর উক্তি মুফাস্‌সালে সিজ্‌দা নেই-এর ব্যাপারে বিরোধী মত পোষণ করেছেন।

١٩٥٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْاَصْبَهَانِىْ قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ لِىَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَىَّ قِرَاءَةٍ تَقْرَاُ قُلْتُ الْقِرَاءَةُ الْاُوْلٰى قِرَاءَةُ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ

فَقَالَ هِيَ الْقِرَاءَةُ الْأُخْرَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ فِىْ كُلِّ عَامٍ قَالَ أُرَاهُ قَالَ فِىْ كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فَشَهِدَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا نُسِخَ وَمَا بُدِّلَ -

১৯৫৩. ফাহাদ (র) ..... আবূ যাবইয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন কিরা'আত পড় ? আমি বললাম, প্রথম কিরা'আত তথা ইব্‌ন উম্মে-আব্দ (ইব্‌ন মাসউদ রা)-এর কিরা'আত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, এটি-ই সর্বশেষ কিরা'আত; কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রতি বছর কুরআন পেশ করা হত। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন প্রতি রামাযান মাসে। যে বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হলো সে বছর কুরআন তাঁর উপর দু'বার পেশ করা হয়। অতএব কুরআনের কি হুকুম রহিত ও পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্পর্কে ইব্‌ন মাসউদ (রা) ওয়াকিফহাল। এখানে ইব্‌ন আব্বাস (রা) সংবাদ দিয়েছেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাতের বছর দু'বার কুরআনের কিরা'আতের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতেন কি রহিত হয়েছে আর কি পরিবর্তিত হয়েছে। যদি উবাই (রা)-এর সামনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিরা'আতে উবাই (রা)-এর জানা মুতাবিক সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতের প্রমাণ থাকে, ফলে "মুফাস্‌সালে সিজ্‌দা নেই" তাঁর এ উক্তি এ বিষয়ে বাস্তব দলীল হয়, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুই বার কিরা'আতের সময় ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উপস্থিতি কুরআনের কোথায় সিজ্‌দা আছে এ ব্যাপারে তার উক্তিই চূড়ান্ত প্রমাণ বলে গণ্য হবে। অতএব ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তাঁর উক্তি **"মুফাস্‌সালে সিজ্‌দা আছে"** এটাই প্রমাণিত।

একদল আলিম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুফাসসালে মক্কায় (থাকাকালে) সিজ্‌দা করতেন; হিজরতের পর তা পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করেছেন যাতে, অনুরূপ প্রমাণিত হয় না "মুফাস্‌সালে সিজ্‌দা নেই" তাঁর এ উক্তিও তাঁরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٩٥٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ فِى الْمُفَصَّلِ شَيْئًا -

১৯৫৪. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... আতা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে কুরআনের তিলাওয়াতের সিজ্‌দা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, উত্তরে তিনি মুফাস্‌সালে কোন সিজ্‌দা উল্লেখ করেননি।

এরূপ বর্ণনা থাকলেও আমাদের নিকট সঠিক নয়। কারণ আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে এ পরিচ্ছেদে আমরা বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা আন-নাজ্‌মে সিজ্‌দা করেছেন এবং তিনি তখন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা ইনশিকাকেও সিজ্‌দা করেছেন। বস্তুত আবূ হুরায়রা (রা) ইস্‌লাম গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাত করেছেন তাঁর ওফাতের তিন বছর পূর্বে। স্বয়ং আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ বিষয়টি এ গ্রন্থের যথাস্থানে বর্ণনা করেছি। অতএব উপরোক্ত প্রবক্তাদের উক্তি যে সঠিক নয় এটি তার প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুফাস্‌সালে তিলাওয়াতের সিজ্‌দা করতেন বলে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীস সমূহ ঃ

١٩٥٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِهَابٍ وصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ سَجْدَتَيْنِ -

১৯৫৫. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে দু'টি সিজ্দা করেছি।

١٩٥٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوْقَ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا -

১৯৫৬. রবী' আল মু'আয্যিন (র) ..... নু'আঈম আল মুজাম্মার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে এ মসজিদের (একটি মসজিদের দিকে ইঙ্গিত করেন) উপরে (ছাদে) সালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ইনশিকাক তিলাওয়াত করে তাতে তিলাওয়াতের সিজ্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাতে সিজ্দা করতে দেখেছি।

١٩٥٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهِمَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَقِيْتُهُ فَقُلْتُ اَتَسْجُدُ فِيْهَا فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا فَلَنْ اَدَعْ ذٰلِكَ -

১৯৫৭. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ রাফি' (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনাতে আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ইনশিকাক তিলাওয়াত করে সিজ্দা করেছেন। তাঁর সালাত শেষ হবার পর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সূরা ইনশিকাকে সিজ্দা করেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাতে সিজ্দা করতে দেখেছি। অতএব আমি তা কখনো পরিত্যাগ করব না।

١٩٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ فَلَنْ اَدَعْ ذٰلِكَ اَبَدًا -

১৯৫৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর উক্তি (অতএব তা আমি কখনো পরিত্যাগ করব না) বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

١٩٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ وَزَادَ فَلَنْ اَدَعْ ذٰلِكَ حَتّٰى اَلْقَاهُ -

১৯৫৯. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ রাফে (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারপর এ বাক্যটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন অতএব তাঁর সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত (আমৃত্যু) আমি তা পরিত্যাগ করব না।

١٩٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا الثَّوْرِىُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -

১৯৬০. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা সূরা ইনশিকাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সিজ্দা করেছি।

١٩٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مِيْنَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -

১৯৬১. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সূরা আলাক এবং সূরা ইনশিকাকে সিজদা করেছি।

١٩٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوْحٌ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ رَاٰهُ يَسْجُدُ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَقَالَ لَوْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا لَمْ اَسْجُدْ -

১৯৬২. আবূ বাক্রা (র) ..... আবূ সালামা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে সূরা ইনশিকাকে সিজ্দা করতে দেখেছেন। তিনি আরো বলেছেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাতে সিজদা করতে না দেখতাম, তাহলে সিজ্দা করতাম না।

١٩٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنِ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৯৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাগদাদী (র) .... আবূ সালাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٦٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَرَأَبِهِمْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا

১৯৬৪. আবূ বাক্রা (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাদের (সালাতে) সূরা ইনশিকাক পড়ে সিজ্দা করেছেন। সালাত শেষে তিনি তাঁদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে সিজ্দা করেছেন।

١٩٦٥– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ الْهَادِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ اَنَّه رَاى اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يَسْجُدُ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَه حِيْنَ انْصَرَفَ سَجَدْتَّ فِيْ سُوْرَةٍ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ يَسْجُدُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ لَوْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا لَمْ اَسْجُدْ ـ

১৯৬৫. ইব্ন খুযায়মা (র) ও ফাহাদ (র) ..... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে সূরা ইনশিকাকে সিজ্‌দারত অবস্থায় দেখেছেন। তারপর আবূ সালামা বলেন, সালাত শেষে আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললাম, আপনি এরূপ একটি সূরাতে সিজ্‌দা করেছেন, যাতে সিজ্‌দা করতে আমি লোকদেরকে দেখেনি। উত্তরে তিনি বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাতে সিজ্‌দা করতে না দেখতাম তবে সিজ্‌দা করতাম না।

١٩٦٦– حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ

১৯৬৬. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা ইনশিকাকে সিজ্‌দা করেছেন।

١٩٦٧– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلَيْنِ كِلاَهُمَا خَيْرٌ مِنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَحَدَهُمَا فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَفِيْ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ وَكَانَ الَّذِيْ سَجَدَ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِيْ لَمْ يَسْجُدْ ـ

১৯৬৭. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরূপ দু'ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যারা দু'জনই আবূ হুরায়রা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা দু'জন একজন সূরা ইনশিকাক ও সূরা আলাকে সিজ্‌দা করেছেন। আর যিনি সিজ্‌দা করেছিলেন- তিনি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম ছিলেন, যিনি সিজ্‌দা করেননি।

তিনি যদি উমর (রা) না হন তাহলে উমর (রা) অপেক্ষা উত্তম ছিলেন।

অতএব আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সূরা ইনশিকাকেও সিজ্‌দা করেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন মদীনায়। অতএব কিভাবে এরূপ মন্তব্য করা সম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিজরতের পর মুফাস্‌সালে সিজ্‌দা করেননি।

তাছাড়া আমর ইব্নুল আস (রা) সূত্রেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুফাসসালে সিজ্‌দা করেছেন। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

١٩٦٨- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَسْوَدِ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيْدِ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُنَيْنِ الْيَحْصَبِيِّ اَنَّ عَمْرَوبْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَجَدَ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَفِيْ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ فَقِيْلَ لَه فِيْ ذٰلِكَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهِمَا -

১৯৬৮. রবী' আল-জীযী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুনাইন আল-ইয়াহসিবী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌নুল আস (রা) সূরা ইনশিকাকে ও সূরা আলাকে সিজ্‌দা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দুটি সূরাতে সিজ্‌দা করতেন।

বস্তুত মুফাস্‌সালে সিজ্‌দা আছে বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এসব হাদীস মুতাওয়াতির হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই আমাদের মাযহাব। এটাই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত।

আর এ প্রসঙ্গে আরেকটি যুক্তি হলো ঃ সর্বসম্মতভাবে তিলাওয়াতের সিজ্‌দা দশটি। এগুলো হলোঃ

১. সূরা আ'রাফে। এ সিজ্‌দাটির স্থান হচ্ছে- اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَيَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِه وَيُسَبِّحُوْنَه وَلَه يَسْجُدُوْنَ (৭ - ২০৬)

২. সূরা রা'দে। সিজ্‌দার স্থান হলো- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ ظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالاٰصَالِ (১৩-১৫)

৩. সূরা নাহ্‌লে। সিজ্‌দার স্থান ঃ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ থেকে يُؤْمَرُوْنَ পর্যন্ত। (১৬ ঃ ৪৯ - ৫০)

৪. সূরা বানী ইস্‌রাঈল। সিজ্‌দার স্থান হলো- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ يَخِرُّوْنَ لِلاَذْقَانِ سُجَّدًا থেকে خُشُوْعًا পর্যন্ত। (১৭ - ১০৯)

৫. সূরা মারইয়ামে। সিজ্‌দার স্থান হলো- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (১৯ - ৫৮)

৬. সূরা হজ্জে। এ সূরার শুরুতেই সিজ্‌দার স্থান- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُلَه مَنْ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِيْ الاَرْضِ আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (২২ - ১৮)

৭. সূরা ফুরকানে। সিজ্‌দার স্থান- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ (২৫ঃ৬০)

৮. সূরা নামল। সিজ্‌দার স্থান- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তাতে এক সিজ্‌দা اَلاَّ يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ الاٰيَة (২৭ ঃ ২৫)

৯. সূরা আলিফ লাম মীম তানযীলুস সাজদাহ ঃ সিজ্‌দার স্থান- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ(৩২ ঃ ১৫)

১০. হামীম তানযীলুম মিনার রাহমানির রাহীম। তাতে সিজ্‌দার স্থান নিয়ে বিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সিজ্‌দার স্থান হলো- تَعْبُدُوْنَ আর কেউ কেউ বলেছেন ঃ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَه بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَيَسْئَمُوْنَ (৪১ ঃ ৩৭-৩৮)

বস্তুত আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র) এই সর্বশেষ মত পোষণ করতেন। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণের মধ্যে মতভেদ ছিল।

١٩٦٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّه كَانَ يَسْجُدُ فِى الاٰيَةِ الاٰخِرَةِ مِنْ حم تَنْزِيْلُ -

১৯৬৯. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সূরা হামীম তানযীলের সর্বশেষ আয়াতে সিজ্দা করতেন।

١٩٧٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا فِطْرُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ السَّجْدَةِ الَّتِىْ فِىْ حم قَالَ اُسْجُدْ بِاٰخِرِ الاٰيَتَيْنِ -

১৯৭০. ফাহাদ (র) ..... মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সূরা হা-মীমের সিজ্দা সম্পর্কে আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, শেষ দু' আয়াতে সিজ্দা কর।

١٩٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مِسْعَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَجَدَ رَجُلُ فِىْ الاٰيَةِ الْاُوْلٰى مِنْ حم فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَجِلَ هٰذَا بِالسُّجُوْدِ -

১৯৭১. আবূ বাক্রা (র) ..... মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি সূরা হা-মীমের (দু'আয়াতের) প্রথম আয়াতে সিজ্দা করলে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, লোকটি সিজ্দার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে।

١٩٧٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ ثَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ اَنَّه كَانَ يَسْجُدُ فِىْ الاٰيَةِ الاٰخِرَةِ مِنْ حم -

১৯৭২. সালিহ (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি হা-মীমের সর্বশেষ আয়াতে সিজ্দা করতেন।

١٩٧٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ مِثْلَه -

১৯৭৩. সালিহ (র) ..... ইব্ন সীরীন (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَه -

১৯৭৪. আবূ বাক্রা (র) ..... মুজাহিদ (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَه -

১৯৭৫. আবূ বাক্রা (র) ..... কাতাদা (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٧٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰق قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَذْكُرُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَسْجُدُ فِى الاٰيَةِ الْاُوْلٰى مِنْ حم -

১৯৭৬. ফাহাদ (র) ..... আবদুর রহামন ইব্ন ইয়াযিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি উল্লেখ করেছেন, ইব্ন মাসউদ (রা) সূরা হা-মীমের প্রথম আয়াতে সিজ্‌দা করতেন।

١٩٧٧- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَه -

১৯৭৭. সালিহ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করছেন।

অতএব সূরা হা-মীমে সিজ্‌দা আছে বলে সবাই একমত। তবে সিজ্‌দার স্থান নিয়ে মতভেদ আছে। বস্তুত ইতিপূর্বে অন্য যেসব সূরায় সিজ্‌দার কথা উল্লেখ করলাম। সেগুলোর সিজ্‌দার স্থান সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। সেগুলোর সবগুলোতে সিজ্‌দার স্থল হলো খবর বা সংবাদের স্থল (নির্দেশ) (আমল)-এর স্থল নয়। আমরা দেখেছি আমার (নির্দেশ) সূচক বাক্যে অনেক জায়গায় সিজ্‌দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, يَا مَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ এবং وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ সবাই একমত যে এরূপ কোন স্থলে সিজ্‌দা নেই।

অতএব যুক্তির বিষয় হলো, যেসব স্থানে সিজ্‌দা হবে কি হবে না এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে যেসব স্থানে আমরা লক্ষ্য করব যদি সেখানে সিজ্‌দার নির্দেশ সূচক বাক্য থাকে তবে সেটি হবে তা'লীম বা শিখানোর ব্যাপারে প্রযোজ্য ফলে তাতে সিজ্‌দা হবে না। আর যেসব স্থানে সিজ্‌দার খবর বা সংবাদ দেয়া হয়েছে সেগুলো তিলাওয়াতের সিজ্‌দার স্থান হিসাবে গণ্য হবে।

সূরা নাজ্‌মের বিতর্কিত স্থানটি হলো- وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا আয়াত। কেউ বলেন, এটি সিজ্‌দার স্থান। কেউ বলেন, এটি সিজ্‌দার স্থান নয়। এখানে সিজ্‌দার নির্দেশ রয়েছে, সিজ্‌দার সংবাদ নয়। অতএব উপরোক্ত যুক্তির আলোকে এটি সিজ্‌দার স্থান নয়। অনুরূপভাবে সূরা আলাকের বিরোধপূর্ণ স্থানটি হলো- كَلاَّ لاَتُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ আয়াত। বস্তুত এখানেও রয়েছে নির্দেশ, সংবাদ নয়। অতএব উপরোক্ত যুক্তির নিরিখে এটিও সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াতের স্থান নয়। সূরা ইনশিকাকের বিতর্কিত স্থানটি হলো- فَمَا لَهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لاَيَسْجُدُوْنَ আয়াত। এটি হচ্ছে, সিজ্‌দার সংবাদের স্থান, নির্দেশ নয়। অতএব যুক্তির আলোকে এখানে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত হবে। প্রতিটি সিজ্‌দারই এ অবস্থা হবে। যদি সিজ্‌দার নির্দেশ থাকে তাহলে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত হবে না। আর যদি সিজ্‌দার সংবাদ থাকে তাহলে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত হবে। এ প্রসঙ্গে এটাই হলো যুক্তি। এর ভিত্তিতে সূরা হা-মীমে সিজ্‌দার স্থল সেটিই হবে, যেটি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মত। কারণ তাতে রয়েছে সিজ্‌দার সংবাদ। আয়াতটি হলো- فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَه بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَيَسْئَمُوْنَ আয়াত। বিরোধী পক্ষ যেটিকে সিজ্‌দার স্থান বলেছেন, সেটি নয়। কারণ, সিজ্‌দার নির্দেশের স্থানকে তাঁরা সিজ্‌দার স্থান

নির্ধারণ করেছেন। সে আয়াতটি হলো وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ আয়াত। এটাতো নির্দেশের স্থান। আর অপর স্থানটি ছিলো সিজ্দার সংবাদের। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যুক্তির আলোকে প্রমাণিত হয়, খবরের স্থানে সিজ্দা হয়, নির্দেশের স্থানে নয়।

অতএব সূরা হজ্জে একটি ব্যতীত অন্য কোন সিজ্দা হবে না। কারণ দ্বিতীয় বিতর্কিত স্থানটিতে যারা সিজ্দা হবে বলে উক্তি করেন, সে স্থানটি হলো নির্দেশসূচক। সে আয়াত হলো اِرْكَعُوْا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ الاية। আয়াত। আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, সিজ্দায়ে তিলাওয়াতের স্থান হলো সংবাদের জায়গা, নির্দেশের জায়গা নয়।

অতএব যদি যুক্তির ভিত্তিতে যেখানে সিজ্দায়ে তিলাওয়াতের কথা বলা হবে, সেখানে আমাদেরকে ভাবতে হবে যদি সেটি নির্দেশের স্থান হয়, তাহলে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত হবে না। আর যদি সংবাদের স্থান হয় সেখানে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত নির্ধারণ করব। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু প্রমাণিত হবে সেটির অনুসরণ করা উত্তম।

সূরা সা'দ-এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একদল আলিম বলেন, তাতে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত রয়েছে। আর আরেক দল আলিম বলেন, তাতে সিজ্দা নেই। আমাদের যুক্তির দাবি হলো, তাতে সিজ্দা হবে। কারণ, তাতে যেখানে সিজ্দার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে সিজ্দার সংবাদ রয়েছে, সিজ্দার নির্দেশ নয়। সে স্থানটি হলো নিম্নোক্ত আয়াত فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ এটি সিজ্দার খবর। সুতরাং যুক্তি মুতাবিক তার হুকুম হলো তার মত অন্যান্য খবরের হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো। অতএব তাতে সিজ্দা হবে যেমন অন্যান্য খবরের স্থানে সিজ্দা হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٧٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُوبْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلَالٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ سَجَدَ فِيْ ص -

১৯৭৮. ইউনুস (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা সা'দে সিজ্দা করেছেন।

١٩٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هرُوْنَ قَالَ اَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبَ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السُّجُوْدِ فِيْ ص فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اُسْجُدْ فِيْ ص فَتَلَا عَلَىَّ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ مِنَ الْاَنْعَامِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ اِلٰى قَوْلِهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَكَانَ دَاوٗدُ مِمَّنْ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ اَنْ يُقْتَدٰى بِهِ -

১৯৭৯. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আওয়াম ইব্ন হাওশাব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুজাহিদ (র)-কে সূরা সা'দের সিজ্দা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ প্রসঙ্গে আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সূরা সা'দে সিজ্দা কর। তারপর তিনি আমার সম্মুখে সূরা আন'আমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ থেকে اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ

هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে দাউদ (আ) তাঁদের অন্যতম।

١٩٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ السَّجْدَةِ فِيْ ص فَقَالَ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه -

১৯৮০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে সূরা সা'দের সিজ্‌দা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه (অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত দান করেছেন। অতএব তাঁদের হিদায়াতের অনুসরণ করুন)।

এমতকেই আমরা গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস এবং যুক্তির অনুসরণ করে আমরা মনে করি সূরা সা'দে সিজ্‌দা আছে। আমরা মনে করি মুফাস্‌সালের সূরা নাজ্‌মে, সূরা ইনশিকাকে ও সূরা আলাকে সিজ্‌দা আছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উপরোক্ত স্থানসমূহে সিজ্‌দা রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে সূরা হাজ্জের শেষে সিজ্‌দা নেই বলে আমরা মনে করি। কারণ তা উপরোক্ত যুক্তির বিপরীত। সেটি হলো তা'লীমের স্থান, সংবাদের স্থান নয়। আর তা'লীমের স্থানে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত হয় না। অবশ্য এ বিষয়ে (পূর্ববর্তী) আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের থেকে বর্ণিত কয়েকটি রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

١٩٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ رَوْحٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنِيْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا يُقَالُ لَه عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الصُّبْحَ فِيْمَا اَعْلَمُ قَالَ سَعْدُ صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِالْحَجِّ وَسَجَدَ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ -

১৯৮১. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছা'লাবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ফজরের সালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। রাবী বলেন, আমার জানা মতে সা'দ (রা) বলেছেন, ফজরের সালাতে তিনি আমাদের ইমামতি করলেন। তাতে তিনি সূরা হাজ্জ তিলাওয়াত করে দু'টি সিজ্‌দা করলেন।

١٩١٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الاَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَجَدَ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ -

১৯৮২. আবূ বাক্‌রা (র) ..... সাফওয়ান ইব্‌ন মুহ্‌রিয (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) তাতে দু'সিজ্‌দা করেছেন।

١٩٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَه -

১৯৮৩. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٨٤– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَخَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ يُحَدِّثَانِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَا الدَّرْدَاءِ سَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ ـ

১৯৮৪. আবূ বাক্‌রা (র) ..... জুবাইর ইব্‌ন ফাইর (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূদ্দারদা (রা)-কে হাজ্জে দুই সিজ্‌দা করতে দেখেছেন।

١٩٨٥– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلٰى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فِىْ سُجُوْدِ الْحَجِّ اَلْأَوَّلُ عَزِيْمَةٌ وَالاٰخِرُ تَعْلِيْمٌ ـ

১৯৮৫. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা হাজ্জের সিজ্‌দা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, প্রথমটি হচ্ছে আযীমত (আবশ্যিক) আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তা'লীম (শিক্ষামূলক)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলছেন, এটি আমরা গ্রহণ করছি। এ পরিচ্ছেদে আমাদের যেসব মতের স্বপক্ষে হাদীস রয়েছে, সেগুলো সব আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও মাযহাব।

١٢– بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ فِىْ رَحْلِهِ ثُمَّ يَأْتِى الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ঘরে সালাত আদায় করে মসজিদে এসে লোকদের (জামাআতে) সালাতরত দেখলে

١٩٨٦– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنِ الدِّيْلِىْ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَاٰهُ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَقُمْ لِلصَّلٰوةِ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قَالَ لِىْ أَلَسْتَ مُسْلِمًا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّىَ مَعَنَا فَقُلْتُ قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ مَعَ أَهْلِىْ فَقَالَ صَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَ أَهْلِكَ ـ

১৯৮৬. আবূ বাক্‌রা (র) ..... মিহ্‌জান-আদ্‌দীলী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আমাকে সালাতের ইকামাতের সময় জামাআতে শরীক না হয়ে বসে থাকতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করে আমাকে বললেন, তুমি কি মুসলমান নও ? আমি বললাম, নিশ্চয়ই। তারপর তিনি বললেন, তাহলে আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল ? উত্তরে আমি বললাম, আমি আমার পরিবারের সাথে সালাত আদায় করে এসেছি। তখন তিনি বললেন, পরিবারের সাথে তুমি সালাত আদায় করলেও জামাআতে সালাত আদায় করবে।

١٩٨٧– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِىُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنِ الدِّيْلِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ فِىْ بَيْتِى الظُّهْرَ أَوِ

الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَحَوْلَهُ اَصْحَابُهُ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

১৯৮৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... মিহ্‌জান আদ্‌দীলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার গৃহে যুহর অথবা আসরের সালাত আদায় করি। তারপর মসজিদের দিকে বেরিয়ে যাই। গিয়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে আছেন, তাঁর পার্শ্বে সাহাবায়ে কিরাম, পরে সালাতের ইকামাত হল। তারপর তিনি পূর্বোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٨٨ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنِ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اَيُّ صَلٰوةٍ هِيَ ـ

১৯৮৮. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ও ফাহাদ (র) ..... মিহ্‌জান আদ্‌দীলী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই রিওয়ায়াতে কোন্ সালাত সেটির উল্লেখ নেই।

١٩٨٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنِ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

১৯৮৯. ইঊনুস (র) ..... বুসর ইব্‌ন মিহ্‌জান আদ্‌দীলী (র) থেকে তিনি তার পিতা মিহ্‌জান (রা) থেকে অথবা তাঁর চাচা সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٩٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ اَنْ اُصَلِّيَ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا وَاِنْ اَدْرَكْتَ الْاِمَامَ وَقَدْ سَبَقَكَ فَقَدْ اَجْزَتْكَ صَلاَتُكَ وَاِلاَّ فَهِيَ لَكَ نَافِلَةٌ ـ

১৯৯০. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ যার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ওসিয়ত করেছেন যেন নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করি। তিনি আমাকে আরো বলেছেন, তুমি যদি তোমার ইমামকে তোমার পূর্বে সালাত আদায়কারী পাও তাহলে তোমার সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট। অন্যথায় এটি হবে (ইমামের সাথে সালাত) তোমার জন্য নফল।

١٩٩١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ ثَنَا بُدَيْلٌ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ فَضَرَبَ فَخِذِيْ وَقَالَ لِيْ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا بَقِيْتَ فِيْ قَوْمٍ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ لِيْ صَلِّ الصَّلٰوةَ

لِوَقْتِهَا ثُمَّ اخْرُجْ وَاِنْ كُنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَلَا تَقُلْ اِنِّى قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا اُصَلِّىْ -

১৯৯১. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উরুর উপর হাত মেরে আমাকে বললেন, তখন তোমার কি অবস্থা হবে যখন তুমি এরূপ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেঁচে থাকবে, যারা নির্ধারিত সময় থেকে সালাত আদায়ে দেরী করবে ? তারপর তিনি আমাকে বললেন, নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করে ফেলবে। তারপর বের হবে। আর যদি তুমি মসজিদে অবস্থানকালে সালাতের ইকামাত হয় তবে জামা'আতে সালাত আদায় করবে। তুমি বল না যে, আমি সালাত আদায় করে ফেলেছি, অতএব এখন আবার সালাত আদায় করব না।

١٩٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيْدَ بْنِ الاَسْوَدِ اَلسُّوَائِىَّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ اِذَا رَجُلَانِ جَالِسَانِ فِىْ مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ فَاُتِىَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا اِذَا صَلَّيْتُمَا فِىْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ اَوْ قَالَ تَطَوُّعٌ -

১৯৯২. আবূ বাকরা (র) ..... ইয়াযিদ ইব্ন আসওয়াদ আল-আসওয়াঈ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে খায়ফে ফজরের সালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। সালাত শেষ করে তিনি দেখলেন, মসজিদের শেষ প্রান্তে দুই ব্যক্তি বসে আছে। তারপর তাদেরকে তাঁর দরবারে হাজির করা হলো। তখন তাদের কাঁধের গোশত কাঁপছিলো। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সাথে জামাআতে সালাত আদায়ে তোমাদের কিসে বাধা দিল ? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বাড়িতে সালাত আদায় করে এসেছি। তারপর তিনি বললেন, আর এরূপ করবে না। যখন বাড়িতে সালাত আদায় করে এসে দেখবে জামাআতে সালাত আদায় করা হচ্ছে তখন তাদের সাথে তোমরা সালাত আদায় করবে। কারণ, এটি তোমাদের নফল সালাত অথবা বলেছেন, ঐচ্ছিক (সালাত)।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু একদল আলিম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কেউ যদি ঘরে যে কোন ফরয সালাত আদায় করে, তারপর মসজিদে এসে লোকজনকে জামাআতে সালাত আদায় করতে দেখে তাহলে তাতে শরীক হবে।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন, যেসব সালাতের পর নফল আছে, সেসব সালাতে একবার সালাত আদায়ের পর পুনঃ জামাআতে শরীক হওয়াতে কোন দোষ নেই এবং দ্বিতীয় সালাতটি হবে নফল। আর মাগরিবের সালাতে পুনরায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। এটাকে আলিমগণ মাকরূহ মনে করেন। কারণ, মাগরিবের সালাত পুনঃ আদায় করলে তা হবে নফল। অথচ বেজোড় নফল হয় না। নফল হয় জোড়। আর যেসব সালাতের পর নফল পড়া জায়িয নেই, সেসব সালাতে পুনরায়

ইমামের সাথে অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ, এটি এমন সময়ের নফল, যে সময় এরূপ নফল আদায় করা বৈধ নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এসব রিওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির রূপে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের অন্যত্র সেসব হাদীস আমি উল্লেখ করেছি। এরূপ মুতাওয়াতির রিওয়ায়াতগুলো দ্বারা তাঁরা প্রমাণ পেশ করেছেন। এসব মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত এ পরিচ্ছেদের শুরুতে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছি, সেগুলো রহিত করে দিয়েছে। তাঁরা বলেন, প্রথম দিকে কোন কোন হাদীসে যখন বলা হয়েছে, "তোমরা সে সালাত (ইমামের সাথে) আদায় কর। কারণ এটা তোমাদের জন্য নফল।" আর এসব পরবর্তী হাদীসে (আসর ও ফজরের পর) নফল পড়তে নিষেধ করা হয়েছে এবং এসব হাদীস সর্বসম্মতভাবে রহিত নয়। কাজেই এসব হাদীসের বিষয় জামাআতে শরীক হওয়ার হাদীসে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং পূর্বোক্ত সেই বিরোধী হাদীসগুলোকে রহিত করে দিবে, যেগুলোতে শুধু (ইমামের সাথে পুনঃ) সালাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু আমাদের জন্য এটি নফল কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই সেসব হাদীসে "কারণ সেটি তোমাদের জন্য নফল" বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেগুলোতে এ বাক্যটি উল্লেখ করা হয়নি, উভয়টির একই অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিংবা এও হতে পারে একবার সালাত আদায় করে দ্বিতীয় বার ইমামের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ ব্যাপক আকারে (সব সালাতে) তখন করা হয়েছিলো, যখন ফরয দু'বার আদায় করা যেত এবং দুটি-ই হতো ফরয সালাত। পরবর্তীতে এই হুকুম রহিত করা হয়েছে। বস্তুত উপরোক্ত দুটি বিষয়ের যেকোন একটি-ই ধরা হোক না কেন, পূর্বোক্ত হাদীসের হুকুম পরবর্তীতে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যুহর এবং ইশা ছাড়া অন্য কোন সালাত পুনঃ আদায় করা যাবে না বলে যারা মত পোষণ করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)।

বস্তুত পূর্ববর্তী একদল আলিম থেকে এর স্বপক্ষে হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলোঃ

١٩٩٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ نَاعِمِ بْنِ اُجَيْلٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ كُنْتُ اَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَاَرٰى رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسًا فِىْ اٰخِرِ الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِيْهِ قَدْ صَلَّوْا فِىْ بُيُوْتِهِمْ -

১৯৯৩. ইউনুস (র) ..... উম্মে সালামা (রা)-এর আযাদকৃত দাস নায়েম ইব্ন উজাইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মাগরিবের সালাতের সময় মসজিদে প্রবেশ করতাম। তাতে দেখতাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনেক সাহাবী মসজিদের পিছন দিকে বসে আছেন অথচ মসজিদে লোকেরা (জামাআতে) সালাত আদায় করছে। এঁরা ঘরে সালাত পড়ে এসেছিলেন।

এঁরা হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী, তারা ঘরে মাগরিবের সালাত আদায় করে আসার ফলে মসজিদে মাগরিবের সালাতে অংশগ্রহণ করেননি। আর অপরাপর সাহাবীগণও এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন রূপ আপত্তি জ্ঞাপন করেননি।

আমাদের মতে এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পূর্বোক্ত হাদীস রহিত হওয়ার প্রমাণ। এমন হতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস সকলে ভুলে যাবেন, এবং সবাই হাদীসের বিরোধিতা করবেন। অবশ্যই তাঁদের

কাছে প্রমাণ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর পূর্বোক্ত হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন উমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

١٩٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنْ صَلَّيْتَ فِى اَهْلِكَ ثُمَّ اَدْرَكْتَ الصَّلٰوةَ فَصَلِّهَا اِلاَّ الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ فَاِنَّهُمَا لاَ يُعَادَانِ فِىْ يَوْمٍ ـ

১৯৯৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, তুমি যদি বাড়িতে তোমার পরিবারে সালাত আদায় করে থাক তারপর (মসজিদে এসে জামাআতে) সালাত পাও তাহলে ফজর এবং মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য সালাতে শরীক হও। কারণ, ফজর এবং মাগরিব পুনঃ আদায় করা যায় না।

١٩٩٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّه كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُّعَادَ الْمَغْرِبُ اِلاَّ اَنْ يَخْشٰى رَجُلُ سُلْطَانًا فَيُصَلِّيْهَا ثُمَّ يُشْفِعُ بِرَكْعَةٍ ـ

১৯৯৫. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... ইবরাহীম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি মাগরিবের সালাত পুনঃ আদায় করাকে অপসন্দ করতেন (মাকরূহ মনে করতেন) তবে যদি কেউ শাসকের (শাস্তির) আশংকা করে তবে তা পুনঃ আদায় করবে। পরে আর এক রাক'আত মিলিয়ে ফেলবে, (ফলে চার রাক'আত নফল হয়ে যাবে)।

٥١- بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ هَلْ يَنْبَغِىْ لَهٗ اَنْ يَّرْكَعَ اَمْ لاَ

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ইমামের খুত্‌বা দানকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে সালাত পড়বে কিনা?

١٩٩٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطْفَانِىُّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا ـ

১৯৯৬. রবী' আল মু'আয্‌যিন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, জুমু'আর দিনে রাসূলুল্লাহ্ﷺ মিম্বারের উপর বসা, এমতাবস্থায় সুলাইক আল-গাতফানী (রা) এসে সালাত আদায় না করে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছ ? তিনি উত্তর দিলেন, জী না। তখন রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাঁকে বললেন, দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করে নাও।

١٩٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهٗ ـ

১৯৯৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন খুত্‌বা দানকালে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِشْكَابِ الْكُوْفِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطْفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ لِيَجْلِسْ ـ

১৯৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খুত্‌বা দানকালে সুলাইক আল-গাতফানী (রা) এসে বসলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইমামের খুত্‌বা দানকালে জুমু'আর দিন কেউ এসে উপস্থিত হলে সে যেন সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়, তারপর বসে।

١٩٩٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ حَدِيْثَ سُلَيْكِ الْغَطْفَانِىِّ ثُمَّ سَمِعْتُ اَبَا سُفْيَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطْفَانِىُّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ يَا سُلَيْكُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ تَجُوْزُ فِيْهِمَا ثُمَّ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيْهِمَا ـ

১৯৯৯. ফাহাদ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খুত্‌বা দানকালে সুলাইক গাতফানী (রা) এসে উপস্থিত হলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, সুলাইক! দাঁড়াও, সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি ইমামের খুত্‌বা দানকালে উপস্থিত হয় তাহলে সে যেন সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়।

٢٠٠٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْكِ بْنِ هُدْبَةَ الْغَطْفَانِىِّ اَنَّهٗ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهٗ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَجَوَّزْ فِيْهِمَا ـ

২০০০. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... সুলাইক ইব্‌ন হুদ্‌বা আল-গাতফানী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারের উপর খুত্‌বা দানকালে উপস্থিত হয়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

তাঁকে বললেন, তুমি কি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছ ? সুলাইক (রা) উত্তর দিলেন, জী না। তখন তিনি বললেন, তুমি সংক্ষেপে দু'রাক'আত সালাত আদায় কর।

٢٠٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا زَالَ يَقُوْلُ أُدْنُ حَتّٰى دَنَا فَأَمَرَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَعَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَلَقٌ ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي الثَّانِيَةِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذٰلِكَ ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّالِثَةِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنَّاسِ تَصَدَّقُوْا فَأَلْقَوْا الثِّيَابَ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَخْذِ ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوْا فَأَلْقَى الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ ثَوْبَهُ۔

২০০১. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন হিশাম আর রুহাইনী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিম্বারের উপর উপবিষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ডাকলেন, বলতে থাকলেন, কাছে এস, কাছে এস, ফলে সে নিকটবর্তী হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (সালাতের) নির্দেশ দিলেন। সে বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করল। তার গায়ে ছিলো পুরোনো পোশাক। দ্বিতীয় জুমু'আতেও সে তাই করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাকে তাই নির্দেশ দিলেন, সেও সে হুকুম তামিল করল। অনুরূপ ঘটনা ঘটল তৃতীয় জুমু'আতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে বললেন, তোমরা (তাকে) দান কর। সাহাবীগণ তাকে অনেক কাপড় দান করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দু'টি কাপড় নিতে বললেন। পরবর্তীতে তিনি লোকজনকে সাদাকা করতে নির্দেশ দিলেন। এক ব্যক্তি তার দুটি কাপড়ের একটি দান করলো। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রোধান্বিত হলেন। তারপর তিনি তাকে তার কাপড়টি নিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, জুমু'আর দিন ইমামের মিম্বারের উপর খুত্বা দানকালে যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে তার উচিত সংক্ষেপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা। তাঁরা উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন, ইমামের খুত্বা দানকালে উক্ত ব্যক্তি বসে থাকবে, তার জন্য সালাত আদায় উচিত নয়।

বস্তুত তাদের এ বিষয়ে একটি প্রমাণ হলো, (এখানে মোট তিনটি সম্ভাবনা আছে) হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্বা বন্ধ করে দিয়ে সুলাইক (রা)-কে দু'রাক'আত সালাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো লোকজন যাতে জানতে পারে মসজিদে প্রবেশ করলে প্রথমে কি করতে হয়। তারপর তিনি পুনঃ খুত্বা আরম্ভ করেছেন। আবার এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন খুত্বা শুরু করেছিলেন এমতাবস্থায় সুলাইক (রা)-কে সালাতের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর এ হুকুমটি ছিলো তখনকার, যখন সালাতে কথা বলার অনুমতি ছিলো। তারপর যখন সালাতে কথা বলার হুকুম বাতিল হয়ে যায় তখন খুত্বা কালীন সালাতের

হুকুমও রহিত হয়ে যায়। অথবা এমনও হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক খুত্‌বা প্রদানের সময় সালাতের হুকুমটি তেমনি ছিলো যেমনটি বলেছেন প্রথমোক্ত প্রবক্তাগণ এবং এ দু'রাক'আত সালাত আদায় করা একটি করণীয় সুন্নাত।

এবার আমরা দেখব মূলত এর বিরোধী কোন রিওয়ায়াত আছে কি না ? আমরা দেখি আছে। এর প্রমাণ ঃ

٢٠٠٢- فَاذَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى جَنْبِهٖ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ وَاٰنَيْتَ قَالَ اَبُو الزَّاهِرِيَّةِ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ حَتّٰى يَخْرُجَ الْاِمَامُ -

২০০২. বাহ্‌র ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশে বসা ছিলাম। আবদুল্লাহ্ বলেন, এক ব্যক্তি জুমু'আর দিন মানুষের গর্দান টপকিয়ে (মসজিদের ভিতরে) এল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, বস, তুমি মানুষদেরকে পিছনে ফেলে এসেছ, তাদেরকে কষ্ট দিয়েছ। আবুয যাহিরিয়্যা (র) বলেন, তখন আমরা ইমামের বেরিয়ে আসার আগ পর্যন্ত কথাবার্তা বলতাম।

লক্ষণীয়, এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই লোকটিকে বসতে বলেছেন, কিন্তু তাকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি। অতএব এই হাদীসটি সুলাইক (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী এবং অনুচ্ছেদের প্রথম দিককার বর্ণিত আবূ সাঈদ (রা) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এই নির্দেশটি (দু'রাক'আত সালাত আদায়ের হুকুমটি) ছিলো তখনকার, যখন খুত্‌বার মাঝে (সালাত বহির্ভূত) কাজ করা বৈধ ছিলো, নিষিদ্ধ হয়নি। আপনি কি লক্ষ্য করেননি ? বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ "লোকজন তাকে অনেক কাপড়-চোপড় দিয়েছে।" অথচ সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, ইমামের খুত্‌বার সময় শরীর থেকে পোশাক খুলে ফেলা মাকরূহ, ইমামের খুত্‌বা দানকালে কারো পক্ষে কঙ্কর স্পর্শ করা মাকরূহ, ইমামের খুত্‌বার সময় সাথীকে 'চুপ কর' বলা মাকরূহ।" এটা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক সুলাইক (রা)-কে সালাতের নির্দেশ প্রদান এবং অন্যকে সাদাকা করার হুকুম ছিলো প্রথম দিককার নির্দেশ। পরবর্তী হুকুম এর বিপরীত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আছে যে, জুমু'আর দিনে ইমামের খুত্‌বা দানকালে কেউ যদি তার সাথীকে বলে 'চুপ কর' তবে 'সে নিরর্থক কাজ করল।'

٢٠٠٣- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ -

২০০৩. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমামের খুত্‌বা দানকালে যদি তুমি তোমার সাথীকে বল 'চুপ কর' তাহলে তুমি অনর্থক কাজ করলে।

٢٠٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ -

২০০৪. আবূ উমাইয়া (র) ..... ইবন শিহাব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٠٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ -

২০০৫. ইবন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন, ইমাম যখন জুমু'আর দিন খুত্‌বা দিচ্ছেন তখন যদি তুমি তোমার সাথীকে বল, 'চুপ কর' তবে অনর্থক কাজ করলে।

অতএব কেউ যদি তার সাথীকে ইমামের খুত্‌বার সময় 'চুপ কর' বললে 'অনর্থক' হয় তাহলে ইমাম কর্তৃক কাউকে "উঠ, সালাত আদায় কর" বললে তাও অনর্থক হবে। এতে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক সুলাইক (রা)-কে খুত্‌বার সময় সালাতের নির্দেশটি ছিলো নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার। এর পরবর্তী বিপরীত নির্দেশটি তখনকার, যখন কথা বলা ইত্যাদি কাজ অনর্থক বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ বিষয়ে আরো হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

٢٠٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَا ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَتَلَا اٰيَةً وَاِلٰى جَنْبِيْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اُبَيُّ مَتٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَاَبٰى اَنْ يُكَلِّمَنِيْ حَتّٰى اِذَا اَنْزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ مَالَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ اِلَّا مَا لَغَوْتَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَلَوْتَ اٰيَةً وَاِلٰى جَنْبِيْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَسَاَلْتُهُ مَتٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَاَبٰى اَنْ يُكَلِّمَنِيْ حَتّٰى اِذَا نَزَلْتَ زَعَمَ اَنَّهُ لَيْسَ لِيْ مِنْ جُمُعَتِيْ اِلَّا مَا لَغَوْتُ قَالَ صَدَقَ اِذَا سَمِعْتَ اِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَاَنْصِتْ حَتّٰى يَنْصَرِفَ -

২০০৬. আবূ বাকরা(র) ও ইবন মারযূক (র) ..... আবূদ্দারদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিনে মিম্বারে বসলেন, লোকদেরকে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তিনি একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। আমার পাশে ছিলেন উবাই ইব্ন কা'ব (রা)। আমি তাকে বললাম, হে উবাই ইব্ন কা'ব (রা) এ আয়াতটি কখন অবতীর্ণ হয়েছিলো ? তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বর হতে অবতরণ না করা পর্যন্ত আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বর থেকে নেমে যাওয়ার পর তিনি বললেন, তোমার এই জুমু'আ দ্বারা অনর্থক কথা ছাড়া কোন ফায়দা-ই হলো না।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করলেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, আমার পাশে ছিলেন উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এ আয়াতটি কখন অবতীর্ণ হয়েছে ? কিন্তু মিম্বর থেকে আপনার অবতরণ না করা পর্যন্ত তিনি আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমার এই জুমু'আতে নাকি অনর্থক কথা ছাড়া আর কোন ফায়দা হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে সত্য বলেছে। তুমি যখন তোমার ইমামকে কথা বলতে শুনবে তখন নীরব থাকবে, যতক্ষণ না তিনি অবসর হন।

٢٠٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ سُوْرَةً فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَتٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ اُبَيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِاَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ مَالَكَ مِنْ صَلَاتِكَ اِلَّا مَا لَغَوْتَ فَدَخَلَ اَبُوْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ اُبَيٌّ -

২০০৭. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন খুত্বা দিচ্ছিলেন। তিনি একটি সূরা পড়লেন। এতে আবূ যার (রা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ সূরাটি কবে অবতীর্ণ হয়েছে ? তখন তিনি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত সমাপ্ত করলেন, তখন উবাই (রা) আবূ যার (রা)-কে বললেন, তোমার সালাতে কোন লাভ হয়নি, শুধু একটি অনর্থক কাজ করলে। তারপর আবূ যার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলেন, এ বিষয়ে তাঁকে বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ,উবাই (রা) সত্য বলেছে।

অতএব দেখা যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্বার সময় নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, খুত্বাকে সালাতের ন্যায় সাব্যস্ত করেছেন এবং খুত্বার মধ্যে কথা বলাকে অনর্থক বলে চিহ্নিত করেছেন।

এতে প্রমাণিত হয়, খুত্বার সময় সালাত আদায় করা মাকরূহ। ইমাম যতক্ষণ খুত্বা দিবেন ততক্ষণ লোকদের কথাবার্তা বলা যেহেতু নিষিদ্ধ, সেহেতু খুত্বার সময় খুত্বা ভিন্ন অন্য কোন কথা বলা ইমামের জন্যও নিষিদ্ধ হবে। লক্ষণীয় যে, মুকতাদীদেরকে সালাতে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, ইমামের অবস্থাও অনুরূপ। অতএব ইমাম ছাড়া অন্যদের জন্য যা নিষিদ্ধ তা ইমামের জন্যও নিষিদ্ধ। কাজেই খুত্বার সময় ইমাম ছাড়া অন্যদেরকে যেহেতু কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে সেহেতু ইমামের জন্যও খুত্বার সময় খুত্বা ছাড়া অন্য কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

٢٠٠٨- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا الْجُمُعَةُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْجُمُعَةُ قُلْتُ فِيْ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ جُمِعَ فِيْهِ اَبُوْكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اُخْبِرُكَ عَنِ الْجُمُعَةِ مَا مِنْ اَحَدٍ يَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَمْشِيْ اِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَنْصُتُ حَتّٰى يَقْضِيَ الْاِمَامُ صَلاَتَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِيْ قَبْلَهَا مَا اُجْتُنِبَ الْمَقْتَلَةُ ـ

২০০৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান বাগান্দী (র) ..... সাল্‌মান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা জান, জুমু'আ কি ? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলই ভাল জানেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা জান, জুমু'আ কি ? তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে আমি বললাম, এটি সে দিবস, যে দিবসে আপনার (আদি) পিতা (আদম)-কে একত্রিত (সৃষ্টি) করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না,তবে আমি তোমাকে জুমু'আ সম্পর্কে অবহিত করব। যে কেউ জুমু'আর দিন পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর জুমু'আর দিকে চলবে, তারপর ইমামের সালাত সমাপ্ত করা পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করবে, তার জন্য তার এই আমল এই জুমু'আ থেকে নিয়ে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত (গোনাহের) কাফ্‌ফারা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ধ্বংসকে অনিবার্যকারী (কবীরা গোনাহ থেকে) বিরত থাকবে।

٢٠٠٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২০০৯. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (রা) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠١٠– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى يَاْتِيَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَرْكَعَ وَاَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِيْ قَبْلَهَا ـ

২০১০. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করল, দাঁত পরিষ্কার (মিসওয়াক) করল, আর নিজের কাছে সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করল, নিজের সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করল তারপর বেরিয়ে মসজিদে আসল, তারপর মানুষের গর্দান টপকাল না, তারপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যা পারে সালাত আদায় করল এবং ইমাম যখন বেরিয়ে আসেন, তখন চুপ থাকল, তার এই আমল এই জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত (গোনাহের) কাফ্‌ফারা হবে।

٢٠١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ -

২০১১. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠١٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِهِ وَلَبِسَ اَصْلَحَ ثِيَابِهِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا -

২০১২. ইব্রাহীম ইব্ন মুনকিয (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করবে তারপর তার স্ত্রীর সুগন্ধি ব্যবহার করবে, সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করবে এবং মানুষের গর্দান টপকাবে না,, (ইমামের) ওয়াজের সময় অনর্থক কথাবার্তা বা কাজ করবে না, তার এই আমল পূর্ববর্তী এক সপ্তাহের জন্য কাফফারা হবে।

٢٠١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِىِّ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ فَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ مَكَانَ كُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا -

২০১৩. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... আউস ইব্ন আউস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গোসল করবে (স্ত্রী মিলনের পর) এবং গোসল করবে, ভোর বেলায় তাড়াতাড়ি মসজিদে যাবে, ইমামের কাছে গিয়ে নীরব হয়ে থাকবে, অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে বিরত থাকবে, তার প্রতিটি কদমে এক বছরের সিয়াম (নফল) ও সালাতের (নফল) ছওয়াব হবে।

٢٠١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ -

২০১৪. আবূ বাকরা (র) ..... ইয়াহইয়া ইব্নুল হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ مِنْ دُهْنٍ اَوْمَسَّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَلَّى مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى -

২০১৫. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... সালমান আল-খায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি জুমু'আর দিন গোসল করে, সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করে, তারপর তেল ব্যবহার করে অথবা নিজ গৃহের সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর সকাল সকাল রওয়ানা করে, দুজনের মাঝে ফাঁক না করে (গর্দান টপকে সামনে না যায়), আল্লাহ যা তাওফিক দেন সে পরিমাণ সালাত আদায় করে, তারপর ইমাম যখন আলোচনা আরম্ভ করেন তখন নীরবতা অবলম্বন করে তার আগামী এক সপ্তাহের গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

পর্যালোচনা

বস্তুত এ সব হাদীসেও ইমামের আলোচনার সময় নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, ইমামের আলোচনার সময়টি সালাত আদায়ের সময় নয়।হাদীস সমূহের সঠিক মর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটাই হলো এ অনুচ্ছেদের বিধান।

পক্ষান্তরে যৌক্তিক কারণ হলো ঃ আমরা লক্ষ্য করি, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, কেউ যদি ইমামের খুত্‌বার পূর্বে মসজিদে থাকে তার জন্য ইমামের খুত্‌বা তার সালাত আদায়ের প্রতিবন্ধক। এরূপ ক্ষেত্রে ওই মুসল্লীর জন্য খুত্‌বার সময়টি সালাতের উপযুক্ত সময় নয়। অতএব যে ব্যক্তি ইমামের খুত্‌বার সময় মসজিদে প্রবেশ করে তার জন্যও সে সময়টি সালাতের সময় নয় এবং তার জন্য সালাত আদায় উচিত হবে না।

আমরা সর্বসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি মূলনীতি লক্ষ্য করেছি যে, সালাতের নিষিদ্ধ ওয়াক্তগুলো সবই সমান। কেউ মসজিদে উক্ত সময়ের পূর্ব থেকেই অবস্থান করুক কিংবা সে সময় মসজিদে প্রবেশ করুন সর্বাবস্থাতেই সালাত আদায় উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে পূর্ব থেকে যে মসজিদে আছে, তার জন্য যেমন ইমামের খুত্‌বা দানকালে সালাত আদায় নিষিদ্ধ, তেমনি যে ইমামের খুত্‌বার সময় মসজিদে প্রবেশ করবে তার জন্যও সে সময়ে সালাত আদায় নিষিদ্ধ হবে। এটাই হলো উপরোক্ত বিষয়ে যুক্তির কথা।

এটি-ই (ইমাম) আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত।

বস্তুত এর (স্বপক্ষে) পূর্ববর্তী আলিমগণ থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

٢٠١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ اَرَأَيْتَ الْحَسَنَ حِيْنَ يَجِيْءُ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ فَيُصَلِّيْ عَمَّنْ اَخَذَ هٰذَا لَقَدْ رَأَيْتُ شُرَيْحًا اِذَا جَاءَ وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ لَمْ يُصَلِّ -

২০১৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... তাওবা আল-আম্বরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, শা'বী (র) বললেন ঃ বলতো, ইমাম (হুজরা থেকে) বেরিয়ে আসার পর হাসান বসরী (র) মসজিদে এলে যে সালাত আদায় করেন, এটি তিনি কার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন ? আমি শুরায়হ (র)-কে দেখেছি, ইমাম বের হবার পর তিনি আসলে সালাত আদায় করতেন না।

٢٠١٧- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثنا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِى الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ يَجْلِسُ وَلاَ يُسَبِّحُ اَىْ لاَيُصَلِّىْ -

২০১২ ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, জুমু'আর দিন ইমামের খুত্বার সময় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তার করণীয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, সে বসে থাকবে; তাসবীহ তথা সালাত আদায় করবে না।

٢٠١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ اَنَّ اَبَا قِلاَبَةَ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَجَلَسَ وَلَمْ يُصَلِّ -

২০১৮. আহমদ ইবনুল হাসান (র) ..... খালিদ আল-হায্যা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জুমু'আর দিন ইমামের খুত্বার সময় আবূ কিলাবা (র) এসে বসে রইলেন, সালাত আদায় করেননি।

٢٠١٩- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِىُّ قَالَ اَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ مُصْعَبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَلصَّلٰوةُ وَالْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَعْصِيَةٌ -

২০১৯. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... উকবা ইব্ন-আমির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইমামের মিম্বরে অবস্থানকালে সালাত আদায় গোনাহের কাজ।

٢٠٢٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِبْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ثَعْلَبَةُ بْنُ اَبِيْ مَالِكِ الْقُرَظِىُّ اَنَّ جُلُوْسَ الْاِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَكَلاَمَهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ وَقَالَ اِنَّهُمْ كَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ حِيْنَ يَجْلِسُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتّٰى يَسْكُتَ الْمُؤَذِّنُ فَاِذَا قَامَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ حَتّٰى يَقْضِىَ خُطْبَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ثُمَّ اِذَا نَزَلَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَقَضٰى خُطْبَتَيْهِ تَكَلَّمُوْا -

২০২০. ইউনুস (র) ..... ছা'লাবা ইব্ন আবূ মালিক কুরাযী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মিম্বরের উপর ইমামের উপবেশন সালাতকে বন্ধ করে দেয়, ইমামের আ'লোচনা (মুসল্লীদের) কথাবার্তাকে বন্ধ করে দেয়। তিনি বলেন, উমর ইব্নুল খাত্তাব্ (রা) যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন মুআয্যিনের নীরবতা অবলম্বন পর্যন্ত তাঁরা কথাবার্তা বলতেন। উমর (রা) যখন মিম্বরের উপর দাঁড়াতেন, তখন তাঁর দু'খুত্বা সমাপ্ত করার পূর্ব পর্যন্ত আর কেউ কথাবার্তা বলত না। তারপর যখন উমর (রা) মিম্বর থেকে অবতরণ করতেন এবং খুত্বা শেষ করতেন, তখন তারা কথাবার্তা বলতেন।

٢٠٢١– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ اِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَنَعْلَانِ وَهُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ جَلَسَ وَلَمْ يَرْكَعْ ـ

২০২১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সফওয়ান (র) জুমু'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করলেন; তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) মিম্বরে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তাঁর পরণে একটি লুঙ্গি, একটি চাদর, এক জোড়া জুতা আর মাথায় ছিল পাগড়ি। তিনি রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করলেন। তারপর আমীরুল মু'মিনীন (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর রা)-কে সালাম করে বসে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন না।

٢٠٢٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قِيْلَ لِعَلْقَمَةَ اَتَكَلَّمُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَوْ قَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَقْرَأُ حِزْبِىْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ عَسٰى اَنْ يَضُرُّكَ وَاَنْ لَا يَضُرُّكَ ـ

২০২২. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলকামা (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, ইমাম খুত্‌বা দানকালে কিংবা ইমাম (হুজরা থেকে) বেরিয়ে এলে কি আমরা কথাবার্তা বলতে পারব ? তিনি বললেন, না। তারপর তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইমামের খুত্‌বার সময় আমি কি আমার ওযীফা পাঠ করতে পরব ? উত্তরে তিনি বললেন, (এখন) ক্ষতি না করলেও তা তোমার জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

٢٠٢٣– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَكْرَهَانِ الْكَلَامَ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

২০২৩. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জুমু'আর দিন ইমাম বেরিয়ে আসলে কথা বলাকে ইব্‌ন উমর (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) অপছন্দ করতেন।

٢٠٢٤– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يُصَلِّىَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ ـ

২০২৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইমামের খুত্‌বার সময় সালাত আদায়কে মাকরূহ মনে করতেন।

পর্যালোচনা

বস্তুত এসব রিওয়ায়াতে আমরা বর্ণনা করলাম যে, ইমাম বেরিয়ে আসলে সালাত বন্ধ হয়ে যায় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর খুত্‌বার সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সফওয়ান (র) এসে সালাত আদায় না করে

বসে পড়েছেন, এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) প্রতিবাদ করেননি; তাঁর সামনে উপস্থিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন সাহাবী, তাবেঈও কোনরূপ আপত্তি তোলেননি। অনুরূপভাবে শুরায়হ (র) ও এমনটি করতেন। শা'বী (র) সে রিওয়ায়াত পেশ করে বিরোধীদের বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। বিষয়টিকে শক্তিশালী করেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি।

অতএব যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের আলোকে আমরা যা বর্ণনা করেছি, এটি ছেড়ে অন্যকিছু অবলম্বন করা উচিত হবে না।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন করে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে সে দু'রাক'আত (সালাত) না পড়ে যেন না বসে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٢٠٢٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ سَمِعَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ -

২০২৫. ইউনুস (র) ..... আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে, তাহলে বসার পূর্বে যেন দু'রাক'আত (সালাত) পড়ে নেয়।

٢٠٢٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ اِبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২০২৬. রবী' উল-জীযী (র) ..... আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

٢٠٢٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২০২৭. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আমির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٢٨- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الضَّرِيْرُ يَعْنِىْ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهٗ -

২০২৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, কেউ যদি ইমামের খুত্বা দানকালে মসজিদে প্রবেশ করে, তার জন্য উচিত বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা।

এর উত্তরে বলা হবে, উল্লিখিত হাদীসে আপনার বক্তব্যের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কারণ, এটি (তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু'রাক'আত সালাত) সেই ব্যক্তির জন্য, যে এরূপ কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে, যখন সালাত আদায় করা জায়িয। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এরূপ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে যখন সালাত আদায় করা জায়িয নয়, তার জন্য নয়। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না ? কেউ যদি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় কিংবা সালাতের কোন নিষিদ্ধ ওয়াক্তে মসজিদে প্রবেশ করে, তার জন্য সে সময়ে সালাত আদায় করা উচিত নয়। এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মস্‌জিদে প্রবেশ করার পর দু'রাক'আত সালাত আদায়ের নির্দেশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেননি। কারণ, এ সময় তার জন্য সালাত আদায় নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যে, ব্যক্তি ইমামের খুত্বা দানকালে মসজিদে প্রবেশ করবে তার জন্য সালাত আদায় জায়িয নয় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্যও সালাতের নির্দেশ দেননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যে এর পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে এবং সালাত আদায়ে প্রত্যাশী হয়, সে সালাত আদায় করতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইমামের খুতবা দানকালে উপস্থিত হলো, পূর্বে নয়, সে উপরোক্ত হুকুমের (তাহিয়্যাতুল মসজিদ এর) আওতায় পড়বে না। সে এ সালাত আদায় করতে পারবে না, যেমন পড়তে পারবে না ঐ ব্যক্তি, যে সালাতের নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করল।

٥٢- بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ اَيَرْكَعُ اَوْ لاَ يَرْكَعُ

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের জামাআত আরম্ভ হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশকারী সুন্নাত আদায় করতে পারবে কি না?

٢٠٢٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ ـ

২০২৯ ইব্রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন সালাতের ইকামত হয়ে যায় তখন ফরয সালাত ছাড়া অন্য কোন সালাত নেই।

٢٠٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ اَحْمَدُ الْاِصْبَهَانِىُّ اَلصَّوَابُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُجَمِّعٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২০৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন নু'মান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ উক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি একদল আলিম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইমাম যখন ফজরের সালাত আদায় আরম্ভ করেন, তখন উপরোক্ত ব্যক্তির জন্য দু'রাক'আত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করা মাকরূহ।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ কেউ যদি ফজরের জামা'আতের সময় এসে কাতারের মধ্যে না মিশে আলাদা দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করে এবং ইমামের সাথে (ফরয) দু'রাক'আত সালাত ছুটে যাওয়ার আশংকা না হয় তাহলে সুন্নত পড়াতে কোন ক্ষতি নেই।

প্রথম মতের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মতালম্বীদের প্রমাণ হলো ঃ তাঁরা যে হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন, এটি মূলত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ থেকে নয়। এটি হাদীস বিশারদগণ আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। (অর্থাৎ হাদীসটি মাওকূফ)।

٢٠٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَصَارَ اَصْلُ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

২০৩১. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এমনটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে মারফূ হিসাবে রিওয়ায়াত করেন নি। অতএব মূল হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নয়।

অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একদল সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা) এর বিরোধিতা করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ এ অনুচ্ছেদের শেষের দিকে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

٢٠٣٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الَّتِىْ اُقِيْمَتْ لَهَا ـ

২০৩২. ফাহাদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন সালাতের ইকামত হয়ে যায় তখন যে সালাতের ইকামত হয় তা ব্যতীত (অন্য) সালাত নেই।

হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ একই স্থানে সুন্নাত আদায় করে সেখানে ফরয (সালাত) আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে সালাত আদায়কারী ফরযকে নফলের সাথে মিলিয়ে ফেলার দরুন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। অন্যথায় মসজিদের শেষ প্রান্তের দিকে কাতার থেকে দূরে সরে সুন্নাত পড়ে স্থানান্তরিত হয়ে জামাআতের কাতারে শামিল হয়ে ফরয আদায় করার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। প্রথম দলের উক্তির সমর্থনে আরো প্রমাণ হলো ঃ

٢٠٣٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الْفَجْرِ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلٰى رَجُلٍ يُصَلِّىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَقَامَ عَلَيْهِ وَلاَثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ اَتُصَلِّيْهَا اَرْبَعًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ـ

২০৩৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... মালিক ইব্‌ন বুহায়না (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার ফজরের সালাতের ইকামত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট এসে দাঁড়ালেন, যে

ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করছিলো এবং লোকজন তার আশেপাশে ভিড় জমাল। তিনি বললেন, তুমি ফজরের সালাত চার রাক'আত আদায় করছ ? একথা তিনি তিন বার বলেছেন।

٢٠٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَلاَثَ بِهِ النَّاسُ -

২০৩৪. আবূ বাকরা (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি "লোকজন তাঁর আশেপাশে এসে ভিড় জমাল" বাক্যটি বলেন নি।

٢٠٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ -

২০৩৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "তিনবার" শব্দটি বলেন নি।

প্রথম দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দল বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীর এই সালাতকে এজন্য মাকরূহ মনে করেছেন যে, তিনি দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করে সামনে না এগিয়ে অথবা কথাবার্তা না বলে ফজরের সালাতের সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন। যদি একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুরূপ বলে থাকেন তবে তো এ বিষয়ে সবাই একমত, এতে উভয় পক্ষের কারো কোন দ্বিমত নেই। অতএব আমরা মনস্থ করলাম, এ ব্যাপারে কোন হাদীস প্রমাণ স্বরূপ আছে কিনা। আমরা দেখলাম আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

٢٠٣٦- فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مُنْتَصِبٌ يُصَلِّيْ بَيْنَ يَدَيْ نِدَاءِ الصُّبْحِ فَقَالَ لاَ تَجْعَلُوْا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ كَصَلٰوةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوْا بَيْنَهُمَا فَصْلاً -

২০৩৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহায়না (রা)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) তখন সে স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন ফজরের আযানের পূর্বে সালাত আদায়ের জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এই সালাতকে যুহরের পূর্বাপরের সালাতের ন্যায় বানিও না। এই দুই সালাতের মাঝে ব্যবধান রেখ।

বস্তুত এই হাদীসটির সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো– রাসূলুল্লাহ ﷺ যেটিকে অপসন্দ করেছেন মূলত সেটি হলো ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে কোনরূপ ব্যবধান না করে একই স্থানে একই সাথে ফরয ও সুন্নাত আদায় করা। মসজিদে সুন্নাত সালাত আদায় করে পরিশেষে সামনের কাতারে গিয়ে লোকদের সাথে জামাআতে সালাত আদায়কে তিনি অপসন্দ করেন নি। এরূপ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অন্য হাদীসও বর্ণিত আছে ঃ

٢٠٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَشْهَبِ هَوْذَةُ بْنُ خَلِيْفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ اَبِي الْخُوَارِ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ

إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْجُمُعَةَ الْمَقْصُوْرَةَ فَلَمَّا فَرَغْتُ قُمْتُ لاَتَطَوَّعُ فَاَخَذَ بِثَوْبِى فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ حَتّٰى تَقَدَّمَ اَوْ تُكَلِّمَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِذٰلِكَ ـ

২০৩৭. আবূ যুরআ' আবদুর রহমান ইব্ন আমর (র) ..... 'উমর ইব্ন আতা ইব্ন আবুল খুয়ার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে একবার নাফি' ইব্ন জুবাইর (র) তাঁকে সায়িব ইব্ন ইয়াযিদের নিকট প্রেরণ করলেন, যেন তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা) থেকে জুমু'আর পর সালাত সম্পর্কে কি শুনেছেন এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে একটি প্রশস্ত কামরায় (জামে মসজিদের আভ্যন্তরীণ অংশে) জুমু'আর সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে আমি নফল পড়তে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার কাপড় টেনে ধরলেন। তিনি বললেন, সামনে না গিয়ে অথবা কথা না বলে এরূপ (নফল সালাত আদায়) করনা। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই নির্দেশ দিতেন।

٢٠٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২০৩৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٣٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ صَفْوَانَ مَوْلٰى عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ لاَ تُكَاثِرُوْا الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ بِمِثْلِهَا مِنَ التَّسْبِيْحِ فِىْ مَقَامٍ وَاحِدٍ ـ

২০৩৯. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একই স্থানে ফরয সালাতের ন্যায় তার সাথে অতিরিক্ত মিলিয়ে নফল পড়ো না।

অতএব এসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে বা কথা বলে কিংবা অনুরূপ কাজ দ্বারা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করে একই স্থানে ফরযের সাথে সাথে নফল আদায় করতে নিষেধ করেছেন। বস্তুত প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তারা তাদের উক্তির স্বপক্ষে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٢٠٤٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ خَلْفَ النَّاسِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ يَا فُلاَنُ اَجَعَلْتَ صَلاَتَكَ الَّتِىْ صَلَّيْتَ مَعَنَا اَوِ الَّتِىْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ ـ

২০৪০. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় এক লোক এসে দু'রাক'আত সালাত (সুন্নাত) আদায় করল। হাম্মাদ ইব্ন সালামার হাদীসে "লোকদের পিছনে" বাক্যটি ব্যক্ত হয়েছে। তারপর লোকটি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সালাতে (জামাআতে) শরীক হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন স্বীয় সালাত শেষ করলেন তখন লোকটিকে বললেন, হে অমুক, তোমার ফরয সালাত কোন্‌টি বানিয়েছ ? আমাদের সাথে যেটি জামা'আতে আদায় করেছ সেটি না যেটি, তুমি আলাদা আদায় করেছ সেটি ?

٢٠٤١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২০৪১. আবূ বাকরা (র) ...... আসিম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই মতের প্রবক্তারা বলেন, উক্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে, লোকটি জামাআতের লোকজনের পিছনে (সুন্নাত) সালাত আদায় করেছে, তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'রাক'আতে সালাত থেকে তাকে বারণ করেছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ এর উত্তরে বলেন ঃ হাদীসে উল্লিখিত বাক্য "লোকদের পিছনে"-এর উদ্দেশ্য হতে পারে (জামাআতের) লোকদের কাতারের সাথে মিলে পিছনে তাও তাদের মাঝখানে ব্যবধান ব্যতীত (সালাত আদায় করা)। এমতাবস্থায় সে হবে জামাআতের সাথে মিলে সালাত আদায়কারীর ন্যায়। আর ইব্‌ন বুহায়না (রা) এর হাদীস থেকে এ অর্থই প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ করা আমাদের মতে মাকরূহ। তার জন্য আবশ্যক ছিলো মসজিদের পিছন দিকে সুন্নাত পড়ে সেখান থেকে হেটে মসজিদের সামনের দিকে আসা (এবং জামাআতে শরীক হওয়া) জামাআতে যারা ফরয আদায় করছে তাদের সাথে মিশে সুন্নাত আদায় না করা।

٢٠٤٢– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَلاَ تَتَّقُوْا اللّٰهَ اَفْصِلُوْا صَلاَتَكُمْ قَالَ وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ لاَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اِلاَّ فِىْ بَيْتِهِ فَاَرَادَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الْفَصْلَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَذٰلِكَ الَّذِىْ اُرِيْدَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنِ سَرْجِسَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ـ

২০৪২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... শো'বা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেনঃ হে লোক সকল! তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না ? তাহলে তোমরা ফরয ও নফল সালাতের মাঝে ব্যবধান কর। ইব্‌ন আব্বাস ((রা) মাগরিবের পর দু'রাক'আত (সুন্নাত) নিজ ঘরেই পড়তেন। অতএব ইবন আব্বাস (রা) তাদেরকে বলার উদ্দেশ্য হলো ঃ ফরয এবং নফলের মাঝে ব্যবধান করা। আর আবূ হুরায়রা (রা), ইব্‌ন বুহায়না (রা) ও ইব্‌ন সারজিস (রা) এর হাদীসের উদ্দেশ্যও এটাই।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমরা ফরয ও নফলের মধ্যে ব্যবধানকে মুস্তাহাব মনে করি। যেমনিভাবে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হলো। কেউ যদি ফজরের সুন্নাত না পড়ে মাসজিদে আসে এবং ইমাম তখন জামাআতে ফরয সালাত আরম্ভ করে থাকেন। এমতাবস্থায় সে যদি মসজিদের পিছনের দিকে ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করে তারপর পিছন থেকে হেটে এসে জামাআতে লোকদের সাথে শামিল হয় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা আছে বলে আমরা মনে করি না।

লক্ষণীয় যে, যদি সে যুহর, আসর অথবা ইশার সালাতে অনুরূপ করে তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। এই ব্যক্তি ফরয-নফল মিলিয়ে আদায়কারী গণ্য হয় না।

এরূপভাবে ফজরের সালাতে হলেও কোন অসুবিধা হবে না। সে ফরয-নফল মিলিয়ে আদায়কারী হবে না। এটাই হচ্ছে, আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মত। পূর্ববর্তী অনেক মনীষী থেকে এরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٢٠٤٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حِيْنَ دَعَاهُمْ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ دَعَا اَبَا مُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ الْغَدَاةَ ثُمَّ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِهٖ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَلَسَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلٰى اُسْطُوْنَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ -

২০৪৩. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাঈদ ইব্‌ন আস (রা) যখন আবূ মূসা (রা), হুযায়ফা (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে ফজরের সালাতের পূর্বে ডেকে ছিলেন। তাঁরা যখন সাঈদ ইব্‌ন আ'স (রা)-এর নিকট থেকে বের হলেন তখন সালাতের ইকামত হয়ে গেছে। তখন আবদুল্লাহ (রা) মসজিদের একটি স্তম্ভের নিকট বসলেন। সেখানে তিনি দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করলেন। তারপর জামাআতের সাথে সালাতে শরীক হলেন। আবদুল্লাহ (রা) এরূপ করা সত্ত্বেও হুযায়ফা (রা) ও আবূ মূসা (রা) তাতে কোন প্রতিবাদ করেননি। এতে বুঝা গেল তাঁরা দুজনও উক্ত ব্যাপারে আবদুল্লাহ (রা) এর পক্ষে ছিলেন।

٢٠٤٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ فِى الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ -

২০৪৪. সুলায়মান (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি একবার ইমামের সালাত আদায়কালে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করেছেন।

٢٠٤٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْخُرَاسَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ النَّحْوِىُّ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مَعَ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ فَاَمَّا ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَدَخَلَ فِى الصَّفِّ وَاَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْاِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قَعَدَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَكَانَهُ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ -

২০৪৫. আহমদ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন আল-খুরাসানী (র) ..... আবূ মিজলায (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ইব্‌ন উমর (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সাথে ফজরের সালাতের জন্য

মসজিদে প্রবেশ করলাম। ইমাম তখন জামাআতে সালাত আদায় করেছেন। এমতাবস্থায় ইব্‌ন উমর (রা) কাতারে ঢুকে পড়লেন, (জামাআতে অংশ গ্রহণ করলেন) আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করে ইমামের সাথে (জামাআতে) অংশগ্রহণ করলেন। ইমামের সালাম ফিরানোর পর ইব্‌ন উমর (রা) স্বস্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে রইলেন, তারপর দাঁড়িয়ে তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তাহলে দেখা গেল যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) মসজিদে দু'রাকআত (সুন্নাত) এরূপ সময়ে আদায় করেছেন যখন ইমাম (জামা'আতে) ফজরের ফরয (সালাত) আদায় করছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম শু'বা (র) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি লোকদেরকে ফরয ও নফল সালাতের মাঝে ব্যবধান করতে নির্দেশ দিতেন। তবুও তিনি মসজিদের এক দিকে ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করে জামায়াতে শরীক হওয়াকে ফরয ও সুন্নাতের মাঝে ব্যবধানকারী বলে মনে করলেন। আমরাও তাই বলি।

٢٠٤٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالْاِمَامُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ -

২০৪৬. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ উসমান আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় না করে মসজিদে এসেছিলেন। আর ইমাম তখন ফজরের সালাতে রত।

তারপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইমামের পিছনে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করে লোকদের সাথে জামা'আতে শামিল হলেন। ইব্‌ন উমর (রা) থেকেও অনুরূপও বর্ণিত আছে ঃ

٢٠٤٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِنْ بَيْتِهِ فَاُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِى الطَّرِيْقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ -

২০৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও ফাহাদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) নিজের ঘর থেকে বের হলেন। তারপর ফজরের সালাতের ইকামত হয়ে যায়। তিনি মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে রাস্তায় দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নিলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে লোকদের সাথে (জামা'আতে) ফজরের সালাত আদায় করলেন।

এতে দেখা যায়, ইব্‌ন উমর (রা) ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) যদিও মসজিদে গিয়ে আদায় করেননি কিন্তু মসজিদে সালাতের ইকামত হচ্ছে জেনেও সে দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়েছেন। এটা আবূ হুরায়রা (রা)-এর এ উক্তি বিরোধী যে, "যখন সালাতের ইকামত হয়ে যায় তখন ফরয সালাত ছাড়া অন্য সালাত নেই" যদি কিনা এর অর্থ তাই হয়, যা প্রথমোক্ত মতের প্রবক্তারা বলেছেন।

٢٠٤٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ اَيْقَظْتُ ابْنَ عُمَرَ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ -

২০৪৮. ফাহাদ (র) ..... মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নাফি' (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি ফজরের সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর ফজরের সালাতের জন্য ইব্‌ন উমর (রা) কে (ঘুম থেকে) জাগিয়েছি। তিনি তখন উঠে দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করেছেন।

٢٠٤٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ جَاءَ وَالْاِمَامُ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَصَلاَّهُمَا فِىْ حُجْرَةِ حَفْصَةَ ثُمَّ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ -

২০৪৯. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... **ইব্‌ন উমর** (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার ফজরের ফরযপূর্ব দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় না করে **এলেন**, তখন ইমাম ফজরের সালাত আদায় করছেন। ফলে তিনি সে দু'রাক'আত হাফসা (রা) এর হুজরায় আদায় করলেন তারপর তিনি ইমামের সাথে (ফরয) পড়লেন।

বস্তুত এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইব্‌ন উমর (রা) (ফজরের) দু'রাক'আত (সুন্নাত) মসজিদে পড়েছেন। কারণ, হাফসা (রা) এর হুজরা মসজিদের অংশ। এ বিষয়টি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুকূলে ঃ

٢٠٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّىَ الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِى الصَّلٰوةِ -

২০৫০. আবূ বিশর আররকী (র) ..... আবুদ্দারদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফজরের সময় লোকজন কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতেন। তারপর মসজিদের এক পাশে গিয়ে তিনি দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করার পর লোকদের সাথে সালাতে (জামা'আতে) অংশগ্রহণ করতেন।

٢٠٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ -

২০৫১. আবূ বিশর আররকী (র) ..... আবদুল্লাহ অর্থাৎ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ করতেন।

٢٠٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ كُنَّا نَأْتِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبْلَ اَنْ نُصَلِّىَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ

الصُّبْحِ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ فَنُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي اٰخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ ـ

২০৫২. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ উসমান আন নাহ্দী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ফজরের সালাত আদায় করছেন এমতাবস্থায় আমরা দু'রাক'আত (সুন্নাত) না পড়ে তাঁর নিকট আসতাম। তখন আমরা মসজিদের পিছনের দিকে গিয়ে দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করতাম, অরপর লোকদের সাথে সালাতে (জামা'আতে) শরীক হতাম।

٢٠٥٣– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا نَجِيْئُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَنَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَهُ فِي الصَّلٰوةِ ـ

২০৫৩. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... আবূ উসমান (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) ফজরের সালাত পড়া অবস্থায় আমরা আসতাম। তারপর দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়ে নিতাম। তারপর তাঁর সাথে সালাতে (জামা'আতে) অংশগ্রহণ করতাম।

٢٠٥٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ كَانَ مَسْرُوْقٌ يَجِيْئُ اِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ ـ

২০৫৪. আবূ বাকরা (র) ..... শা'বী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মাসরূক (র) ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) না পড়ে লোকদের কাছে আসতেন যে অবস্থায় লোকেরা সালাত (জামা'আতে) আদায় করছে। এরপর দু'রাক'আত (সুন্নাত) মসজিদে আদায় করতেন। তারপর তিনি লোকদের সাথে তাদের সালাতে (জামা'আতে) অংশ গ্রহণ করতেন।

٢٠٥٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ـ

২০৫৫. আবূ বিশর আর্‌রক্কী (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ করেছেন। তবে এই রিওয়ায়াতে তিনি "মসজিদের এক পার্শ্বে" বাক্যটি বলেছেন।

٢٠٥٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ تُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا وَاِنْ كَانَ الْاِمَامُ يُصَلِّي ثُمَّ ادْخُلْ مَعَ الْاِمَامِ ـ

২০৫৬. আবূ বাকরা (র) ..... হাসান (বসরী র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, তুমি যদি ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) না পড়ে মসজিদে প্রবেশ কর তাহলে সে দু'রাক'আত আদায় করে নাও। যদিও ইমাম সালাতে রত থাকেন না কেন। তারপর ইমামের সাথে (জামা'আতে) শামিল হও।

٢٠٥٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ يُصَلِّيْهِمَا فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِىْ صَلَاتِهِمْ -

২০৫৭. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইউনুস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাসান (বসরী র) বলতেন, (ফজরের) উক্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) মসজিদের এক পার্শ্বে পড়ে নিবে, তারপর লোকদের সাথে তাদের সালাতে (জামা'আতে) শামিল হবে।

٢٠٥٨- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حُصَيْنٌ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ -

২০৫৮. সালিহ (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরূপ করেছেন।

বস্তুত দেখা যায় যে, তাঁরা সবাই ইমামের সালাতে রত থাকা অবস্থায় মসজিদের পিছনের দিকে ফজরের উক্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়াকে বৈধ বলেছেন। এতো হলো এই সম্পর্কিত রিওয়ায়াতগত দিক।

আর যুক্তিক দৃষ্টিকোণ হলো ঃ যাঁরা বলেন, দু'রাক'আত (সুন্নাত) পরিত্যাগ করে ফরয (সালাতে) শামিল হয়ে যাবে। এর কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন, নফলে রত হওয়া অপেক্ষা ফরযে রত হওয়া উত্তম।

উত্তরে তাঁদেরকে বলা হবে ঃ এ বিষয়ে সবাই একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি ঘরে থাকা অবস্থায় জানতে পারে ইমাম ফজরের জামাআত আরম্ভ করেছেন তার জন্য উচিত ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) ঘরেই আদায় করে নেয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের সাথে সালাত ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকে। যদি ইমামের সাথে সালাত ছুটে যাবার আশংকা থাকে তাহলে এই দু'রাক'আত পড়বে না। কারণ ফজরের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য নেই যে, ঘরে উক্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়া অপেক্ষা ফরয পড়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে যাওয়া উত্তম। এবং উক্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত)-এর প্রতি এত তাকিদ দেয়া হয়েছে, যা অন্য কোন নফল (সুন্নাত)-এর ব্যাপারে দেয়া হয়নি। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ফজরের) উক্ত দু'আক'আত সর্বদা যেভাবে আদায় করতেন, অন্য কোন নফল (সুন্নাত)-এর ব্যাপারে এরূপ করতেন না। তিনি আরো বলেছেন, ঘোড়া তোমাদেরকে মাড়িয়ে ফেললেও এই দু'রাক'আত (সুন্নাত) পরিত্যাগ করবে না।

অতএব যখন এ দু'রাক'আতের প্রতি এরূপ তাকিদ দেয়া হয়েছে, উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তা পরিত্যাগ করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাই দু'রাক'আত যদি ফরযের পূর্বে ঘরে পড়া যায় তখন যুক্তির দাবি হলো ফরযের পূর্বে তা মসজিদেও আদায় করা যাবে। এ যুক্তির ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে দিয়েছি। এটাই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি।

٥٣- بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ এক কাপড়ে সালাত আদায় করা

٢٠٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَسَاهُ وَهُوَ غُلَامٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّىْ مُتَوَشِّحًا فَقَالَ اَلَيْسَ

لَكَ ثَوْبَانِ قَالَ بَلٰى قَالَ اَرَأَيْتَ لِواسْتَعَنْتُ بِكَ وَرَاءَ الدَّارِ اَكُنْتَ لاَبِسَهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تُزَيِّنَ لَهُ اَمِ النَّاسُ قَالَ نَافِعٌ بَلِ اللّٰهُ فَاَخْبَرَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَافِعٌ قَدِ اسْتَيْقَنْتُ اَنَّهُ عَنْ اَحَدِهِمَا وَمَا اُرَاهُ اِلاَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَشْتَمِلُ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ ـ

২০৫৯. আবূ বাকরা (র) ..... নাফি‘ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) তাঁকে বালক অবস্থায় দু'টি কাপড় পরিয়ে ছিলেন, পরে তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন। ইব্ন উমর (রা) তাঁকে একটি চাদর পরে সালাত আদায় করতে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, তোমার কি দু'টি কাপড় নেই ? তিনি বললেন, হাঁ আছে। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাকে কোন কাজের জন্য বাড়ির বাহিরে পাঠাই তখন কি তুমি দুটি কাপড় পরিধান করবে ? তিনি বললেন, অবশ্যই। পরে তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য সুসজ্জিত হওয়া অধিক উপযোগী, না মানুষের জন্য ? নাফি‘ (র) বললেন, বরং আল্লাহর জন্য। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অথবা উমর (রা) থেকে তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। নাফি‘ (র) বলেন, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে জেনেছি যে, তা তাঁদের দু'জনের একজন থেকে বর্ণিত এবং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই বর্ণিত বলে আমার ধারণা। (হাদীসটি হলো) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন ইয়াহূদীদের ন্যায় শরীরে এক কাপড় পেঁচিয়ে সালাত আদায় না করে। যার দুটি কাপড় রয়েছে সে যেন একটিকে লুঙ্গি আর অপরটিকে চাদর হিসাবে পরিধান করে। আর যার দুটি কাপড় নেই সে যেন এটিকে লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করে তারপর সালাত আদায় করে নেয়।

٢٠٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً ـ

২০৬০. ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... নাফি‘ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلاَ اَدْرِىْ اَرَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَوْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا شَكَّ نَافِعٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَ بِهِ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ كَلاَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ كَلاَمِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ ـ

২০৬১. ইয়াযিদ ইব্ন সিনান (র) ..... নাফি‘ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, তবে আমি অবহিত নই যে, এটিকে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফূ হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন, না উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ? এ বিষয়ে নাফি‘ (র) সন্দেহ পোষণ করেছেন। তারপর তিনি প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী থেকে অথবা উমর (রা) এর বাণী থেকে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত নাফি‘ (র) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

٢٠٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَذَكَرَ مِثْلَه ـ

২০৬২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন উমর (রা)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এমত পোষণ করেন। তাঁরা সে ব্যক্তির জন্য এক কাপড়ে সালাত আদায় করাকে মাকরূহ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি কাপড়ের সামর্থ্য রাখে। এবং তাঁরা শরীরে এক কাপড় পেঁচিয়ে সালাত আদায় করাকেও মাকরূহ বলেছেন। বরং তার জন্য এটিকে লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। বস্তুত তাঁরা এ হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেনঃ এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, এতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসেরও উল্লেখ করেছেন ঃ

٢٠٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ اَنْ يُزَيَّنَ لَهُ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ اِذَا صَلَّى وَلَا يَشْتَمِلُ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ ـ

২০৬৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে সে যেন দু'কাপড় পরিধান করে। যেহেতু আল্লাহ অধিক উপযোগী যে, তাঁর জন্য সাজসজ্জা করা হয়। আর তার যদি দুটি কাপড় না থাকে তবে সে যেন সালাত আদায়কালে এটিকে লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করে। তোমাদের কেউ যেন ইয়াহুদীদের ন্যায় শরীরে এক কাপড় পেঁচিয়ে সালাত আদায় না করে।

٢٠٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ ـ

২০৬৪. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে সে যেন (দু'কাপড়ের) একটিকে লুঙ্গি, অপরটিকে চাদর হিসাবে ব্যবহার করে।

বস্তুত এই মুসা ইব্‌ন উক্‌বা (র) নাফি' (র)-এর বিশিষ্ট এবং প্রথম যুগের শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি নাফি' (র) থেকে আর নাফি' (র) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি (এতে কোনরূপ) সন্দেহ করেননি। আর এ বিষয়ে তাওবা আম্বরী (র) উক্ত মতের অনুকূলে মত ব্যক্ত করেছেন।

তাদেরকে বলা হবে ঃ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে নাফি' (র) ব্যতীত অন্যরাও এ রিওয়ায়াত করেছেন। আর তারা এটিকে ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নয়।

٢٠٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً يُصَلِّىْ مُلْتَحِفًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ سَلَّمَ لاَ يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ مُلْتَحِفًا وَلاَ تُشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لاَحَدِ كُمْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ -

২০৬৫. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন ঃ উমর ইব্ন খাত্তাব এক ব্যক্তিকে শরীরে এক কাপড় পেঁচিয়ে সালাত আদায় করতে দেখলেন। সে সালাম ফিরালে উমর (রা) তাকে বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক কাপড় পেঁচিয়ে সালাত আদায় না করে এবং ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ না করে। তোমাদের কারো যদি শুধু মাত্র একটি কাপড় থাকে তাহলে সে যেন এটিকে লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করে।

বস্তুত এই রাবী সালিম (র) নাফি' (র) অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি এ হাদীসটিকে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে উমর (রা) থেকে মাওকূফ হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন্। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফূ হিসাবে নয়। অতএব এ হাদীসটি উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি। আর এ হাদীসটিই ইমাম মালিক (র) তাঁর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। এতে কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা উমর (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

٢٠٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَسَا نَافِعًا ثَوْبَيْنِ فَقَامَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَعَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ اِحْذَرْ ذَاكَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ اَنْ يُجْمَلَ لَه -

২০৬৬. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নাফি' (র)-কে দু'টি কাপড় পরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে এক কাপড়ে সালাত আদায় করেন। এতে ইব্ন উমর (রা) তাঁর উপর বিরক্ত হলেন এবং বললেন, এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জন্য সাজসজ্জা করা অধিক উপযোগী।

এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ এক কাপড়ে সালাত আদায় করাতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। এ বিষয়ে তাঁরা দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন ঃ

٢٠٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ -

২০৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক কাপড়ে সালাত আদায় করা যায়? তিনি বললেন, তোমরা কি সকলে দু'কাপড়ের সামর্থ্য রাখ?

٢٠٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২০৬৮. আবূ বাকরা (র) এবং আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ قَالُوْا اَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ فَلَعَمْرِىْ اِنِّىْ لَاَتْرُكُ ثِيَابِىْ فِى الْمُشْجَبِ وَاُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ـ

২০৬৯. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি অবশ্যই আমার কাপড় আলনায় রেখে এক কাপড়ে সালাত আদায় করব।

٢٠٧٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

২০৭০. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তির উল্লেখ করেননি।

٢٠٧١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২০৭১. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٧٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২০৭২. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... তাল্‌ক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٠٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَلَمَّا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ طَارَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ فَصَلَّى فِيْهِمَا ـ

২০৭৩. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... তাল্‌ক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁকে জনৈক ব্যক্তি এক কাপড়ে সালাত আদায়কারী ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করল। তিনি ﷺ তাকে কিছু বললেন না। যখন সালাত কায়িম হতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উভয় কাপড় একত্রিত করলেন এবং এতে সালাত আদায় করলেন।

٢٠٧٤- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَمِيْصُهُ وَرِدَاؤُهُ فِي الْمُشَجَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ مَا صَنَعْتُ هٰذَا اِلاَّ مِنْ اَجْلِكُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَتٰى يَكُوْنُ لاَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ -

২০৭৪. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... কা'কা ইব্‌ন হাকীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা জাবির (রা) এর নিকট গেলাম (দেখলাম) তিনি এক কাপড়ে সালাত আদায় করছেন, অথচ তাঁর জামা এবং চাদর আলনায় লটকানো। তিনি সালাত শেষে আল্লাহর কসম করে বললেন, আমি এমনটি শুধুমাত্র তোমাদের জন্য করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, হাঁ আদায় করা যাবে। এবং তোমাদের দু'টি কাপড় কখন হবে?

٢٠٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا ذَكَرَ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২০৭৫. আবূ বাক্‌রা (র) ..... সালিমের পিতা (ইবন উমর) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন, যেরূপ জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবে ইব্‌ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের বৈধতা রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٠٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِيْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا -

২০৭৬. আবূ বাক্‌রা (র) ..... উমর ইব্‌ন আবী সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মে সালামা (রা) এর গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

٢٠٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ -

২০৭৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... উমর ইব্‌ন আবি সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে শরীর পেঁচিয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٠٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي قُتَيْبَةَ قَالَ أَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أُعَالِجُ الصَّيْدَ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَزِرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ -

২০৭৮. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... সালমা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিকারের জন্য যাই, আমি কি (সেখানে) এক জামা পরে সালাত আদায় করতে পারব ? তিনি বললেন, হাঁ, এটিকে কাঁটা দিয়ে হলেও আটকিয়ে দিবে।

বস্তুত এ হাদীস গুলোতে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের বৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। এগুলো সেই সমস্ত হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ যেগুলোতে এক কাপড়ে সালাত আদায় নিষেধ করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, দু'কাপড় থাকা এবং না থাকা (উভয়) অবস্থায় এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। কারণ প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছে ঃ আমাদের কেউ কি এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে পারবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সাধারণ উত্তর প্রদান করে বলেছেন, তোমাদের সকলে কি দুটি কাপড়ের সামর্থ্য রাখে। অর্থাৎ যদি এক কাপড়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ হয় তাহলে যে ব্যক্তি একাধিক কাপড়ের সামর্থ্য রাখেনা তার জন্যও মাকরূহ হবে। অতএব তাঁর ﷺ এ উত্তর দ্বারা বুঝা গেল যে, দু' কাপড়ের অধিকারী ব্যক্তির এক কাপড়ে সালাত আদায় করার বিধান ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে একাধিক কাপড়ের সামর্থ্য না রেখে এক কাপড়ের সালাত আদায় করে।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

অতঃপর আমরা এক কাপড়ে সালাত আদায় কিভাবে করা বাঞ্ছনীয় এর দিকে নজর দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি। এটি কি শরীর পেঁচিয়ে সালাত আদায় করবে না তা লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করবে। এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি ঃ

٢٠٧٩- فَإِذَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَتْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةَ فَسَكَبَتْ لَهُ غَسْلًا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ رَكْعَاتٍ -

২০৭৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... উম্মু হানী বিন্‌ত আবূ তালিব (রা) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা) কে গোসলের পানি ঢেলে দেয়ার জন্য নির্দেশ করেন। তিনি তাঁর জন্য পানি ঢাললে তিনি গোসল করেন, তারপর তিনি এক কাপড়ে কয়েক রাক'আত সালাত আদায় করেন, যার দু'প্রান্ত তার উভয় কাঁধের উপর আড়াআড়িভাবে ছিল।

٢٠٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ فِىْ الصَّلٰوةِ مِثْلَهٗ وَ قَالَ ثَمَانُ رَكْعَاتٍ -

২০৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ মুররা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সালাত বিষয়ে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন, এবং বলেছেন, আট রাক'আত সালাত'।

٢٠٨١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنْ مُوْسٰى بْنِ مَيْسَرَةَ وَاَبِىْ النَّظْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ اُمَّ هَانِىٍٔ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ -

২০৮১. ইউনুস (র) ..... আবূ মুররা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু হানী বিন্‌ত আবূ তালিব (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٨٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ حَدَّثَهٗ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২০৮২. রবি'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ মুররা (র) তাঁকে বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ اِبْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ بُرْدٍ لَهٗ حَضْرَمِىٍّ مُتَوَشِّحًا بِهٖ مَاعَلَيْهِ غَيْرُهٗ -

২০৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহ্‌রিয (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি হাযরামাউত দেশীয় তাঁর চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করছেন, যা শরীরে পেঁচানো ছিল এবং এর উপর অন্য কোন কাপড় ছিল না।

٢٠٨٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا يَعْلٰى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِىُّ قَالَ سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنِ ابْنِ الْعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبِىْ اَمَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهٖ -

২০৮৪. রবি'উল জীযী (র) ..... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসীর (রা)-এর পুত্র থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার পিতা (আম্মার) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কাপড় পেঁচিয়ে আমাদের ইমামতি করেছেন।

٢٠٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَاٰهُ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهٖ -

২০৮৫. আবূ বাক্‌রা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আবূ সাঈদ (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়েছেন এবং তাঁকে এক কাপড় পেঁচিয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

٢٠٨٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِدْرِيْسُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ هُوَ يُصَلِّيْ مُلْتَحِفًا بِثَوْبِهٖ وَثِيَابُهُ قَرِيْبَةٌ مِنْهُ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِكَيْمَا تَرَوْا وَاِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ -

২০৮৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌কিয (র) ..... আমর ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবুয যুবাইর মক্কী (র) তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট প্রবেশ করেছেন আর তিনি এক কাপড় পেঁচিয়ে সালাত আদায় করছিলেন অথচ তাঁর কাপড়গুলো তাঁর নিকটেই ছিল। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি এরূপ এজন্য করেছি যেন তোমরা দেখে নিতে পার। অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমনটি করতে দেখেছি।

٢٠٨٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَتَعَطَّفْ -

২০৮৭. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন এক কাপড়ে সালাত আদায় করবে সে যেন শরীর পেঁচিয়ে তা আদায় করে।

٢٠٨٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ وَثَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ -

২০৮৮. ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। এর উভয় প্রান্ত তাঁর উচু কাঁধের উপর বিপরীতভাবে পরা অবস্থায় ছিল এবং তাঁর (অন্য) কাপড়গুলো আল্‌নায় রাখা ছিল।

٢٠٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قَامَ فَصَلّٰى وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ بِإِزَارٍ وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ فَلَمَّا صَلّٰى انْصَرَفَ اِلَيْنَا فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى هٰكَذَا -

২০৮৯. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট প্রবেশ করেন। যখন সালাতের সময় হলো তখন তিনি উঠে শরীরে একটি চাদর পেঁচিয়ে সালাত আদায় করলেন, অথচ তাঁর অন্যান্য কাপড়গুলো আলনায় রাখা ছিলো। তিনি সালাত শেষে আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٠٩٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ اَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِيْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ -

২০৯০. ইউনুস (র) ..... উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উম্মু সালামা (রা)-এর গৃহে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন, যার উভয় প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধে রাখা ছিল।

٢٠٩١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ -

২০৯১. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শরীরে এক কাপড় পেঁচিয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যার উভয়প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধে বিপরীতভাবে রাখা ছিল।

٢٠٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيْ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى اُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُتَوَشِّحٌ بِبُرْدٍ فَصَلّٰى بِهِمْ -

২০৯২. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরীরে একটি চাদর পেঁচিয়ে উসামা (রা)-এর উপর ভর দিয়ে বের হয়েছেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন।

٢٠٩٣– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا اَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ـ

২০৯৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন এক কাপড়ে সালাত আদায় করবে তখন যেন এর উভয় প্রান্ত বিপরীতভাবে রাখে।

٢٠٩٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ وَشُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ ـ

২০৯৪. আবূ বাক্‌রা (র) ..... উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। যার উভয় প্রান্ত বিপরীতভাবে (কাঁধে) রাখা ছিল।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অন্য কাপড় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শরীরে এক কাপড় পেঁচিয়ে সালাত আদায় করা সংক্রান্ত এ সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আছে। আমরা এ বিষয়ে কিছু সংখ্যক হাদীসে উল্লেখ করেছি যে, তাঁর অন্য কাপড়গুলো আল্‌নায় রাখা অবস্থায় শরীরে এক কাপড় পেঁচিয়ে তিনি ﷺ সালাত পড়েছেন। এটি সম্ভবত বিশেষ করে তখন হতো যখন কাপড় বড় ও প্রশস্ত হতো, কাপড় ছোট এবং অপ্রশস্ত অবস্থায় নয়। অথবা এমনও হতে পারে কাপড় প্রশস্ত হউক কিংবা অপ্রশস্ত হউক সর্ব অবস্থায় তা করা হতো। এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম ঃ

٢٠٩٥– فَاِذَا اَبُوْزُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ شُرَحْبِيْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا جَابِرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَطَّفْ بِهٖ عَلٰى عَاتِقِكَ وَاِذَا ضَاقَ فَاتَّزِرْ بِهٖ ثُمَّ صَلِّ ـ

২০৯৫. আবূ যুর'আ আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর দামেশ্‌কী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ যখন কাপড় প্রশস্ত হবে তখন তা তোমার কাঁধের উপর ছেড়ে দাও আর যখন অপ্রশস্ত হবে এটিকে লুঙ্গি-হিসাবে ব্যবহার কর, তারপর সালাত পড়।

অতএব এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে চাদরের উভয় প্রান্ত কাঁধের উপর ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে উদ্দেশ্যে। বস্তুত সালাত আদায়ের কাপড়ে এমনটি করাই সমীচীন। আর যদি অপ্রশস্ত কাপড়ের কারণে এটা সম্ভাবনা হয় তাহলে এটিকে লুঙ্গি হিসাবে ব্যবহার করবে।

আমরা দলীল হিসাবে পেশ করার জন্য প্রশস্ত কাপড়ের বিধানের প্রতি লক্ষ্য করেছি, যা লুঙ্গিরূপে ব্যবহার করা যায় এবং কাঁধেও রাখা যায়। এটি কাঁধে রাখা হবে না লুঙ্গিরূপে ব্যবহার করা হবে?

٢٠٩٦- فَاذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايُصَلِّيْ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ -

২০৯৬. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এরূপ এক কাপড়ে সালাত আদায় না করে যার কিছু অংশ তার উভয় কাঁধের উপর রাখা না থাকে।

٢٠٩٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২০৯৭. ফাহাদ (র) এবং আবূ বাকরা (র) ..... আবূয্ যিনাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٠٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْقِذٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِدْرِيْسُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْعَلْ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْئًا -

২০৯৮. ইব্ন মুন্কিয (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন এক কাপড়ে সালাত আদায় করবে সে যেন তার উভয় কাঁধের উপর এর কিছু অংশ রাখে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূয্ যিনাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এক কাপড়কে লুঙ্গিরূপে ব্যবহার করে সালাত আদায় থেকে নিষেধ করেছেন। তাঁর থেকে এটিও বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধু পাজামা পরিধান করে সালাত পড়াকে নিষেধ করেছেন, যার উপর অন্য কোন কাপড় না থাকে।

٢٠٩٩- حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ اَبِى الْمُنِيْبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِذٰلِكَ -

২০৯৯. ঈসা ইব্ন ইব্রাহীম আল গাফেকী (র) ..... বুরাইদা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত এটি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আমাদের মতে উক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন পাজামা ব্যতীত অন্য কাপড় থাকে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কাপড় না থাকে তাহলে এতে সালাত পড়ায় দোষ নেই, যেমনিভাবে ছোট কাপড়কে লুঙ্গি রূপে ব্যবহার করে সালাত পড়ায় দোষ নেই।

বস্তুত এটি-ই হচ্ছে এ অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এ সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্ম।

এ বিষয়ে সাহাবীগণ থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে তার মধ্যে উল্লেখ্য ঃ

٢١٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَاقِدِىْ ثِيَابِهِمْ فِىْ رِقَابِهِمْ مَا عَلٰى اَحَدِهِمْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ -

২১০০. আবূ বাকরা (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, অনেক মুসলমান তাদের নিজেদের কাপড়গুলো নিজ নিজ কাঁধে বেঁধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাতে হাজির হতো, তাদের উপর একটি কাপড় ব্যতীত অন্য কোন কাপড় থাকত না।

٢١٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْعَجْلاَنَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ سُلَيْمُ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ خِلاَفَتِهِ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ فَرَاٰى اَكْثَرَ مَنْ يُصَلِّىْ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُدْعٰى بُرْدًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُ -

২১০১. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ আমির সুলাইম আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ বকর (রা) এর খিলাফতের যুগে তার সাথে সাত মাস সালাত পড়েছেন। তিনি দেখেছেন, তাঁর সাথে অধিকাংশ লোক এক কাপড়ে সালাত আদায় করছে, যাকে চাদর বলা হয়, এটি ব্যতীত অন্য কোন কাপড় তাদের পরনে থাকত না।

٢١٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ ابْنَ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ -

২১০২. আবূ বাকরা (র) ..... কায়স ইব্ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়ারমুক যুদ্ধে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) আমাদেরকে এক কাপড়ে সালাত পড়িয়েছেন, যার উভয় প্রান্ত বিপরীতভাবে উভয় কাঁধে রাখা ছিল।

٢١٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَخَلْفَهُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ -

২১০৩. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... কায়স ইব্ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ ইয়ারমূক যুদ্ধে খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) এক কাপড়ে আমাদের ইমামতি করেছেন; যার উভয়প্রান্ত বিপরীতভাবে উভয় কাঁধে রাখা ছিল, তাঁর পিছনে (সালাত আদায় করেছেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ। বস্তুত যে সমস্ত রিওয়ায়াত আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেছি এতে প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁরা এক কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন। যা পূর্বে বর্ণিত উমর (রা)-এর রিওয়ায়াত এর পরিপন্থী,

অবশ্য পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলোতে প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলোর অনুকূলে মুতাওয়াতির সনদের সাথে মারফূ রিওয়ায়াত রয়েছে। অতএব উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা এগুলো গ্রহণ করাই উত্তম বিবেচিত হবে। আর এটি-ই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি।

٥٤- بَابُ الصَّلٰوةِ فِىْ أَعْطَانِ الْاِبِلِ

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা

٢١٠٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَبَكْرِيْنِ اِدْرِيْسَ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ اَبُوْ الْعَبَّاسِ الْمِصْرِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِى الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ بَيْتِ اللّٰهِ -

২১০৪. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র), সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ও বকর ইব্‌ন ইদ্রীস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাত স্থানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, কসাইখানায়, আবর্জনা ফেলার স্তানে, কবরস্তানে, (চলাচলের) পথে, গোসলখানায়, উট রাখার স্থানে ও বায়তুল্লাহর উপরে।

٢١٠٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ اَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَكَانَ ثِقَةً وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ -

২১০৫. ফাহাদ (র) ..... উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করতে পার; তবে উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করবে না।

٢١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَوَجَّأُ مِنْ لُحُوْمِهَا قَالَ لَا قَالَ اُصَلِّىْ فِىْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ قَالَ لَا قَالَ اَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِهَا قَالَ نَعَمْ -

২১০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেন, আমি কি ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করতে পারব ? তিনি বললেন হাঁ পারবে। সে বলল, এর গোশত খেয়ে কি উযূ করব ? তিনি বললেন না। সে বলল, উট রাখার

স্থানে কি সালাত পড়তে পারব ? তিনি বললেন না। সে বলল, এর গোশত খেয়ে কি উযূ করব ? তিনি বললেন হাঁ।

٢١٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالاَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَمْ تَجِدُوْا اِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْاِبِلِ فَصَلُّوْا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَتُصَلُّوْا فِيْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ -

২১০৭. আলী ইব্ন মা'বদ (র) এবং মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন ছাগল রাখার ঘর এবং উট রাখার স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান না পাও তাহলে ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করবে কিন্তু উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করবে না।

٢١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُصَلِّيْ فِيْ مَبَاءَاتِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اُصَلِّيْ فِيْ مَبَاءَاتِ الاِبِلِ قَالَ لاَ -

২১০৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করতে পারব ? তিনি বললেন হাঁ, সে বলল উট রাখার স্থানে সালাত পড়তে পারব ? তিনি বললেন, না।

٢١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২১০৯ . মুহাম্মদ (র) ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢١١٠- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِيْ اَعْطَانِ الاِبِلِ -

২১১০. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করতে পার; তবে উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করবে না।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম বলেছেন যে, উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ। তাঁরা এ সমস্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। এমন কি তাঁদের কেউ কেউ এর বিধান সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করে এতে সালাত বিনষ্ট হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা উট রাখার স্থানে সালাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে, এসব হাদীস, যাতে উট রাখার স্থানে সালাত আদায়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এগুলোর অর্থ সম্পর্কে এবং নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। একদল বলেছেন যে, উট মালিকদের অভ্যাস ছিলো, তাদের উটের নিকটে তারা পেশাব-পায়খানা করত, এতে তারা উট রাখার স্থানকে অপবিত্র করে ফেলত, এজন্যই উট রাখার স্থানে সালাত আদায় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, উটের কারণে নিষেধ করা হয়নি। বরং অপবিত্রতার কারণে নিষেধ করা হয়েছে। আর অপবিত্রতার কারণে যে কোন স্থানে সালাত পড়া নিষেধ।

আর ছাগল মালিকদের অভ্যাস ছিল নিজ নিজ ছাগল রাখার স্থানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং এতে মল-মূত্র পরিহার করে চলা। এজন্য ছাগল রাখার স্থানে সালাত আদায় করা বৈধ করা হয়েছে। শুরাইক ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি এ অর্থেই এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম (র) বলেছেন ঃ আমার মতে উক্ত কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি বরং নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে উটের আক্রমণের আশংকায়, যে এর কাছে যাবে এটি তাকে আক্রমণ করে বসবে। দেখতে পাচ্ছনা যে, তিনি বলেছেন উট হচ্ছে– জিন, এটি জিন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত রাফি' ইব্ন খাদিজ (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয় বন্য জন্তুর হিংস্রতার ন্যায় এ উটের হিংস্রতা রয়েছে। ছাগল থেকে কিন্তু এরূপ আশংকা করা হয় না। এজন্য উট রাখার স্থানে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এর আচরণ থেকে এটিকে আশংকাজনক মনে করা হয়েছে। এর অপবিত্রতার কারণে নয়, কেননা ছাগলের মধ্যেও এ কারণ বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ছাগল রাখার স্থানে সালাত আদায়কে বৈধ করা হয়েছে যেহেতু এর থেকে সেই আক্রমণের আশংকা করা হয় না যা উট থেকে আশংকা করা হয়।

٢١١١– حَدَّثَنِيْ خَلاَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اِبْنِ شُجَاعِ الثَّلْجِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ بِالتَّفْسِيْرَيْنِ جَمِيْعًا ـ

২১১১. খাল্লাদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... ইব্ন শুজা সালাযী (র)-এর সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (অপবিত্রতা এবং আক্রমণের আশংকা) উভয় ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন।

٢١١٢– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَنَّ عِيَاضًا قَالَ اِنَّمَا نُهِىَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ لِاَنَّ الرَّجُلَ يَسْتَتِرُ بِهَا لِيَقْضِىْ حَاجَتَهُ فَهٰذَا التَّفْسِيْرُ مُوَافِقٌ لِتَفْسِيْرِ شُرَيْكٍ ـ

২১১২. ফাহাদ (র) ..... ইয়ায (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উট রাখার স্থানে সালাত আদায়কে নিষেধ করা হয়েছে, যেহেতু লোকেরা মলমূত্রের জন্য এর দ্বারা পর্দা করে থাকে। বস্তুত এ ব্যাখ্যা শুরাইক (র)-এর ব্যাখ্যার অনুকূলে রয়েছে।

٢١١٣– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ اِلٰى بَعِيْرِهِ ـ

২১১৩. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় উটের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন।

٢١١٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ زِيَادِ الْمُصَفَّرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمِقْدَامِ الرَّهَاوِيِّ قَالَ جَلَسَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالْحَارِثُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ صَلَّى بِنَا إِلَى بَعِيْرٍ مِّنَ الْمَغْنَمِ فَقَالَ عُبَادَةُ أَنَا قَالَ فَحَدِّثْ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى بَعِيْرٍ مِّنَ الْمَغْنَمِ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَأَخَذَ قَرَدَةً مِّنَ الْبَعِيْرِ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِيْ مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هٰذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَهُوَ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ -

২১১৪. ফাহাদ (র) ..... মিক্দাম রাহাবী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উবাদা ইব্ন সামিত (রা), আবুদ্দারদা (রা) ও হারিস ইব্ন মু'আবিয়া (রা) (একত্রে) বসেছিলেন। আবুদ্দারদা (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীসকে সংরক্ষণ করেছ, যখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে গনীমতের উটের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। উবাদা (রা) বললেন, আমি। তিনি বর্ণনা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে গনীমতের উটের দিকে মুখ করে সালাত পড়িয়েছেন। তারপর তিনি হাত প্রসারিত করে উটের একটি ছোট টুকরা ধরে বললেন, খুমুস (পঞ্চমাংশ) ব্যতীত তোমাদের গনীমতের সম্পদ থেকে এ পরিমাণও আমার জন্য হালাল নয়। আবার তাও তোমাদের মধ্যে ফিরে যাবে।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এ দু'টি হাদীসে উটের দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের বৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, উট অভিমুখে সালাত পড়া জায়িয আছে। উট রাখার স্থানে সালাত আদায় থেকে নিষেধ করা হয়নি, অন্যথায় এর দিকে হয়ে সালাত আদায় করা জায়িয না হওয়ার কথা ছিলো।

কেউ কেউ এ সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন যে, উট রাখার স্থানে এর মলমূত্রের কারণে এতে সালাত আদায় করা মাকরূহ। অতএব আমরা ছাগল রাখার স্থানের প্রতি লক্ষ্য করলাম যে, এতে সালাত জায়িয হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর এ বিষয়ে সেই সমস্ত রিওয়ায়াত এসেছে যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছি।

বস্তুত মলমূত্র ইত্যাদির কারণে উট রাখার স্থানের ব্যাপারে সে-ই হুকুমই প্রযোজ্য হবে যা মলমূত্র ইত্যাদির কারণে ছাগল রাখার স্থানের হবে। এতে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ব্যাপারে কোন রূপ পার্থক্য হবে না। যেহেতু যারা ছাগলের পেশাবকে পবিত্র সাব্যস্ত করেন তারা উটের পেশাবকেও অনুরূপ সাব্যস্ত করেন। আর যারা উটের পেশাব কে অপবিত্র আখ্যায়িত করেন তারা ছাগলের পেশাবকেও অনুরূপ আখ্যায়িত করেন। সেই হাদীসে উট রাখার স্থানে সালাত আদায়কে নিষেধ করা হয়েছে সেই হাদীসেই ছাগল রাখার স্থানে সালাত আদায় বৈধ করা হয়েছে। এতে সাব্যস্ত হলো যে, নিষেধাজ্ঞা অপবিত্রতার কারণে নয় কেননা ছাগলের হুকুমও তো অনুরূপ। বরং নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে তা-যা (পূর্বে) শুরাইক (র) অথবা যা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম (র)

বলেছেন, যখন প্রাণের উপর আশংকা করা হয়, চাই সেটা উট রাখার স্থান বা অন্য কিছু হউক সালাত মাকরূহ হবে। এটি-ই হচ্ছে এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসের সঠিক মর্ম।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত যুক্তির আলোকে এ বিষয়টির বিধান হচ্ছে ঃ আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছি যে, আলিমগণ ছাগল রাখার স্থান সম্পর্কে মত বিরোধ করেননি, যে এতে সালাত আদায় করা জায়িয। তবে তাঁরা উট রাখার স্থান নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করে দেখেছি যে, পবিত্রতার দিক দিয়ে উটের গোশতের বিধান ছাগলের গোশতের বিধানের অনুরূপ। আরো লক্ষ্য করেছি যে, (পবিত্রতা কিংবা অপবিত্রতা) (তাহারাত কিংবা নাজাসাত) এর ব্যাপারে উটের পেশাবের বিধান ছাগলের পেশাবে বিধানের অনুরূপ। অতএব যুক্তির আলোকেও উট রাখার স্থানে সালাত আদায়ের বিধান ছাগল রাখার স্থানের বিধানের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যা আমরা উল্লেখ করেছি। এটি-ই হচ্ছে আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও অভিমত।

٢١١٥– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ هٰذِهٖ نُسْخَةُ رِسَالَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ اِلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ يَذْكُرُ فِيْهَا اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ فَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ ذٰلِكَ يُكْرَهُ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَدْرَكْنَا مِنْ خِيَارِ اَهْلِ اَرْضِنَا يُعْرِضُ اَحَدُهُمْ نَاقَتَهٗ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا وَهِىَ تَبْعَرُ وَتَبُوْلُ ـ

২১১৫. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... লায়স ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ এটি হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাফি' (র)-এর পুস্তিকার অনুলিপি যা লায়স ইব্‌ন সা'দ(র)-এর নিকট পৌঁছেছে, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উট রাখার স্থান সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করেছ, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, এটি অর্থাৎ উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ। (এটি সাধারণভাবে বলা ঠিক নয়) অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ সওয়ারীর উপর সালাত আদায় করতেন। অনুরূপভাবে ইব্‌ন উমর (রা) এবং আমাদের পৃথিবীর সর্বোত্তম লোকদের থেকে যাদের আমরা পেয়েছি (সাহাবীগণ) তাঁরা নিজ নিজ উটকে নিজেদের এবং কিব্‌লার মধ্যবর্তী স্থানে রেখে উটের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন অথচ উট তখন মলমূত্র ত্যাগ করত।

٥٥– بَابُ الْاِمَامِ يَفُوْتُهٗ صَلٰوةُ الْعِيْدِ هَلْ يُصَلِّيْهَا مِنَ الْغَدِ اَمْ لَا

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের ঈদের সালাত ছুটে গেলে পরদিন তা পড়া যাবে কি না?

٢١١٦– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ جَعْفَرَ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمُوْمَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ الْهِلَالَ خَفِىَ عَلَى النَّاسِ فِىْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَصْبَحُوْا صِيَامًا

فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ بِالْفِطْرِ فَاَفْطَرُوْا تِلْكَ السَّاعَةَ وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْغَدِ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الْعِيْدِ ـ

২১১৬. ফাহাদ (র) ..... আবু উমায়র ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার জনৈক আনসারী চাচা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে একবার রামাযান মাসের শেষ তারিখের (শাওয়ালে) নতুন চাঁদ লোকদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেল, যার কারণে সকলে রোযা রাখলেন। সূর্য হেলে যাওয়ার পর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে সাক্ষ্য দিলো যে, তারা গত রাতে নতুন চাঁদ দেখেছে। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে সিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ দিলে তারা তৎক্ষণাৎ সিয়াম ভেঙ্গে ফেল্লেন এবং তিনি পরদিন তাদের নিয়ে ঈদগাহে বের হয়ে ঈদের সালাত আদায় করেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ হাদীসের বক্তব্য গ্রহণ করে বলেছেন ঃ ঈদের দিনে লোকদের ঈদের সালাত ছুটে গেলে পরের দিন যথাসময়ে তা আদায় করবে। এ অভিমত যারা ব্যক্ত করেছেন আবূ ইউসুফ (র) তাদের অন্যতম।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ যদি ঈদের দিন ঈদের সালাত ছুটে গিয়ে সূর্য হেলে যায় তাহলে এর পরে সেইদিন তা পড়বে না এবং এ দিনের পরেও পড়বে না। বস্তুত এ মত পোষণকারীদের মধ্যে আবূ হানীফা (র) অন্যতম। এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হচ্ছে যে, হাদীসের হাফিযগণ যারা উক্ত হাদীসকে হুশায়ম (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁরা এতে এ কথা উল্লেখ করেননি যে, তিনি তাদেরকে নিয়ে পরের দিন ঈদের সালাত পড়েছেন। যারা উক্ত হাদীসকে হুশায়ম (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে সালাতের কথা উল্লেখ করেননি, তাঁদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইব্ন হাস্সান (র) এবং সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ও রয়েছেন। এই সাঈদ অপরাপর লোকদের অপেক্ষা হুশায়মের শব্দাবলীকে অধিক সংরক্ষণ করেছেন। আর তিনিই লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হুশায়ম মুদাল্লিস রাবী।

٢١١٧ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ اَبِيْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُمُوْمَتِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا اُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِّنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّفْطِرُوْا مِنْ يَوْمِهِمْ ثُمَّ لِيَخْرُجُوْا لِعِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ اِلٰى مُصَلَّاهُمْ ـ

২১১৭. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবু উমাইর ইব্ন আনাস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে আমার আনসারী চাচাগণ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, শাওয়ালের নতুন চাঁদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো না, যার কারণে আমরা সিয়ামরত অবস্থায় রইলাম। তারপর দিনের শেষভাগে একদল লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সাক্ষ্য দিলো যে, তারা গতকাল নতুন চাঁদ দেখেছে। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সে দিনের সিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ প্রদান করেন; এবং বলেন তারপর যেন তারা ঈদের জন্য আগামীকাল ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হন।

٢١١٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى بِشْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২১১৮. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... আবূ বিশ্‌র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত এটিই হচ্ছে এ হাদীসের মূল (বিষয় বস্তু), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ যেটি রিওয়ায়াত করেছেন সেটি নয়। তিনি যে তাদেরকে আগামীকাল ঈদের জন্য বের হতে নির্দেশ দিয়েছেন এতে হতে পারে লোকদেরকে দু'আর জন্য একত্রিত করা অথবা তাদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করে শত্রুদলকে ভাবিয়ে তোলা। তাঁদেরকে নিয়ে ঈদের সালাত আদায়ের জন্য সেখানে নিয়ে যাননি। যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ঈদের দিন তিনি ﷺ এরূপ লোকদেরকেও ঈদগাহে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিতেন যারা সালাত পড়ত না ঃ

٢١١٩- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ وَ هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْرِجُ الْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ هُشَيْمٌ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لاَحَدِنَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُعِرْهَا اُخْتُهَا جِلْبَابَهَا فَلَمَّا كَانَ الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ لاَ لِلصَّلٰوةِ وَلٰكِنْ لِاَنْ تُصِيْبَهُنَّ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ احْتَمَلَ اَنْ يَّكُوْنَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَرَ النَّاسَ بِالْخُرُوْجِ مِنْ غَدِ الْعِيْدِ لِاَنْ يَّجْتَمِعُوْا فَيَدْعُوْنَ فَتُصِيْبَهُمْ دَعْوَتُهُمْ لاَ لِلصَّلٰوةِ -

২১১৯. সালিহ (র) ..... উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঋতুবতী এবং পর্দানশীল নারীদেরকে ঈদের দিন বের করে নিয়ে যেতেন। তবে ঋতুবর্তী নারীরা সালাত স্থল থেকে দূরে থাকতেন। তারা কেবল মুসলিমদের সঙ্গে কল্যাণকামিতা এবং দু'আয় শরীক হতেন। হুশায়ম (র) বলেন ঃ জনৈকা মহিলা একবার বল্‌ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আমাদের কারো চাদর না থাকে (তবে সে কিভাবে বের হবে?) তিনি বললেন ঃ তার কোন বোন তাকে একটি চাদর ধার দিয়ে দিবে। যেভাবে ঋতুবতী নারীরা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন, সালাতের জন্য নয়; বরং মুসলিমদের দু'আ লাভের জন্য, তেমনি সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরদিন ঈদগাহে লোকদেরকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য, যেন তারা একত্রিত হয়ে দু'আ করে; সালাত আদায়ের জন্য নয়।

আর অবশ্যই এ হাদীসটি শু'বা (র) আবূ বিশ্‌র (র) থেকে সাঈদ (র) এবং ইয়াহ্ইয়া (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ নয়।

٢١٢٠- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَاَمَرَهُمْ اِذَا اَصْبَحُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا اِلَى مُصَلاَّهُمْ -

২১২০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ বিশ্‌র (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা সকালে যেন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। বস্তুত এটির অর্থ ও হুশায়ম (র) থেকে ইয়াহ্‌ইয়া (র) ও সাঈদ (র) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতের অর্থের অনুরূপ। আর এটি-ই হচ্ছে মূল হাদীস। যখন হাদীসে পরের দিন সালাতে ঈদ আদায় সংক্রান্ত বিরোধপূর্ণ বিষয়টির উল্লেখ নেই, তাই আমরা এ বিষয়টি যাচাই করার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলাম।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যে, সালাত হচ্ছে দু'প্রকার। একটি হচ্ছে–যা (তিনটি) সময় ব্যতীত সর্বদা পড়া যায় যাতে ফরয সালাত পড়া নিষিদ্ধ (যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত) এরূপ সালাত থেকে যদি কোন সালাত নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে কাযা হয়ে যায় তাহলে নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত সমস্ত সময়-ই এটি আদায় করার সময়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে–যার জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কারো জন্য সেই নির্ধারিত সময় ব্যতীত তা পড়া জায়িয হবে না। যেমন জুমু'আ। এর বিধান হচ্ছে ঃ জুমু'আর দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে আসরের সময়ের আগ পর্যন্ত এটি পড়বে। যদি এ ওয়াক্তটি চলে যায় তাহলে সালাত ছুটে গেল এবং এটি সেই দিনের নির্দিষ্ট সময়ের পরে এবং অন্য দিনে পড়া জায়িয নেই।

অতএব এটি সর্ববাদী সম্মত মত যে, ওয়াক্ত থেকে ছুটে যাওয়ার পর সে-ই দিনের অবশিষ্ট অংশে কাযা করা যায় না, তা পরেও কাযা করা যাবে না। আর যে সালাত ওয়াক্ত থেকে ছুটে যাওয়ার পর সেই দিনের অবশিষ্ট অংশে কাযা করা যায় তা পরের দিন এবং এরপরে ও কাযা করা যাবে। ঈদের সালাতের জন্য ঈদের দিনে নির্দিষ্ট একটি ওয়াক্ত রয়েছে তা হচ্ছে-সূর্য হেলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। আর সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ঈদের সালাত কেউ যখন সেই দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় না করে তাহলে তা সেই দিনের অবশিষ্ট অংশে পড়বে না। সুতরাং যখন প্রমাণিত হলো যে, ঈদের সালাতের ওয়াক্ত বের হয়ে যাওয়ার পর তা সেই দিনে কাযা পড়া যায় না। এটিও সাব্যস্ত হলো যে, তা পরের দিনে অথবা অন্য দিনে কাযা পড়া যবে না। এটি-ই হচ্ছে, এ অধ্যায়ে যুক্তিভিত্তিক দলীল ও বিশ্লেষণ। আর এটি হচ্ছে– আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত তাঁর থেকে কতেক লোকের বর্ণনার ভিত্তিতে। আমরা কিন্তু তাঁর থেকে বর্ণিত আবূ ইউসূফ (র)-এর রিওয়ায়াতে এটি পাই না। এরূপ আহ্‌মদ (র)-এর রিওয়ায়াতেও বিদ্যমান রয়েছে।

٥٦– بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা

٢١٢١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِىْ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّمَا اُمِرْنَا بِالطَّوَافِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِدُخُوْلِهِ يَعْنِى الْبَيْتَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهٰى عَنْ دُخُوْلِهِ وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِىْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ شَيْئًا حَتّٰى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ ـ

২১২১. আবূ বাক্‌রা বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বা কাযী (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আতা (র)-কে বললাম, আপনি কি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, "আমাদেরকে তাওয়াফের হুকুম করা হয়েছে, বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশের হুকুম করা হয়নি ?" তিনি বললেন, তিনি এতে প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধ করতেন না। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ আমাকে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন তখন এর প্রত্যেক প্রান্তে গিয়ে দু'আ করেছেন; এতে তিনি কোন সালাত আদায় করেননি। তারপর তিনি বের হয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং বললেন ঃ এটি-ই-হচ্ছে কিব্‌লা।

٢١٢٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ وَلَمْ يُصَلِّ وَلٰكِنَّهُ لَمَّا خَرَجَ صَلَّى عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ -

২১২২. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন এবং সালাত আদায় করেননি। কিন্তু তিনি যখন (এর থেকে) বের হলেন তখন বায়তুল্লাহ'র দরজার নিকট দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন।

٢١٢٣– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِىُّ قَالَ اَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيْهَا سِتُّ سَوَارِىْ فَقَامَ اِلَى كُلِّ سَارِيَةٍ كَذَا وَلَمْ يُصَلِّ -

২১২৩. আলী ইব্‌ন যায়দ আল-ফারায়েযী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বায় প্রবেশ করেছেন এবং এতে রয়েছে ছয়টি খুঁটি। তিনি প্রত্যেক খুঁটির দিকে মুখ করে এভাবে দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করেননি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা জায়িয নেই। এ বিষয়ে তাঁরা এ সমস্ত হাদীস দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি যা তিনি কা'বার বহির অংশে সালাত আদায় করার পর বলেছিলেন ঃ "নিশ্চয় এটি-ই হচ্ছে কিব্‌লা"-এর দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ কা'বাতে সালাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই। তাঁরা আরো বলেছেন ঃ 'এটি-ই কিব্‌লা' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বাণীর অর্থ তা যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রত্যেকের জন্য সালাতের সময় পূর্ণ কিব্‌লা সম্মুখে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বাণীর অর্থ হচ্ছে যে, এটিই কিব্‌লা, যার দিকে মুখ করে তোমাদের ইমাম সালাত আদায় করে এবং যার সাথে তোমরা ইকতিদা কর আর কিব্‌লার নিকট হবে তার অবস্থান। বস্তুত এতে তিনি তাদেরকে সেই জিনিসের শিক্ষা দিয়েছেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থান নির্ধারণ কর।

কা'বা ঘরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় না করায় এ কথা প্রমাণ করে না যে, এতে সালাত জায়িয নেই। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি এতে সালাত আদায় করেছেন। এ সমস্ত হাদীস থেকে উল্লেখ্য ঃ

٢١٢٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ انَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْحَجَبِيُّ وَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِمْ وَمَكَثَ فِيْهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَلٰى يَسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَثَلٰثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِّنْ ثَلٰثَةِ اَذْرُعٍ -

২১২৪. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা), বিলাল (রা) ও উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা আল-হাজাবী (রা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করে তা বন্ধ করে দেন এবং তিনি এতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি বিলাল (রা) কে বের হওয়ার পর বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি করেছেন ? তিনি বললেন ঃ তিনি একটি খুঁটিকে তাঁর বাম দিকে এবং দু'টি খুঁটিকে তাঁর ডান দিকে আর তিনটি খুঁটিকে তাঁর পিছনে রেখে সালাত আদায় করেছেন। তখন কা'বা ঘর ছয় খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তিনি তাঁর এবং কিব্‌লার দেয়ালের মাঝখানে তিন হাত (পরিমাণ) ফাঁক রেখে ছিলেন।

٢١٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ اَنَّهُ صَلّٰى بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَيْفَ جَعَلَ الْعُمُدَ الَّتِيْ ذَكَرَهَا مَالِكٌ فِيْ حَدِيْثِهِ -

২১২৫. আলী ইব্‌ন যায়দ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি ডান দিককার দুটি খুঁটির মধ্যবর্তী স্থানে সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু খুঁটির ব্যাপারে যেরূপ বিস্তারিতভাবে মালিক্ (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তিনি সেরূপ উল্লেখ করেননি।

٢١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزِ الْاَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২১২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আযীয আয়লী (র) ..... সালিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) তাঁকে খবর দিয়েছেন। এরপরে তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢١٢٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيْمِ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ صَلّٰى عَلٰى وَجْهِهِ حِيْنَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ -

২১২৭. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন ঃ আমাকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি (ﷺ) যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছেন তখন তাঁর সম্মুখ ভাগে তাঁর ডান পাশের দুই খুঁটির মাঝখানে সালাত আদায় করেছেন।

٢١٢٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَدِيْفُهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاَنَاخَ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَبَقْتُ النَّاسَ وَقَدْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِلَالٌ وَاُسَامَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلّٰى بِحِيَالِكَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ -

২১২৮. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনে কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর সহযাত্রী ছিলেন উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা), তিনি উটকে কা'বার ছায়াতে বসালেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি লোকদের আগে চলে গেলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, বিলাল (রা) ও উসামা (রা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন। আমি দরজার পিছন থেকে বিলাল (রা) কে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথায় সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন ঃ তোমার সম্মুখে দুই খুঁটির মধ্যবর্তী স্থানে তিনি সালাত পড়েছেন।

٢١٢٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ بِلَالٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِى الْكَعْبَةِ -

২১২৯. আলী ইব্‌ন যায়দ (র) ..... বিলাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘরে সালাত আদায় করেছেন।

٢١٣٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ فَلَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَاَلَهُ اَبِىْ وَاَنَا اَسْمَعُ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ فَلَمَّا خَرَجَا سَاَلْتُهُمَا اَيْنَ صَلّٰى يَعْنِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَا عَلٰى جِهَتِهِ -

২১৩০. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতার সাথে ছিলাম। আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। আমার

পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন এবং আমি শুনছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন তখন তিনি কোথায় সালাত আদায় করেন ? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) এবং বিলাল (রা)-এর মধ্যবর্তী থেকে (বায়তুল্লায়) প্রবেশ করেন। তাঁরা উভয়ে যখন বের হলেন আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথায় সালাত পড়েছেন ? তাঁরা বললেন, এর সম্মুখ ভাগে।

٢١٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُهُ دَخَلَ الْبَيْتَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ مَضٰى حَتّٰى لَزِقَ بِالْحَائِطِ فَقَامَ يُصَلِّيْ فَجِئْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَصَلّٰى اَرْبَعًا فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ هٰهُنَا اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى ـ

২১৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি তাঁকে বায়তুল্লায় প্রবেশ করতে দেখেছি। যখন তিনি দুই খুঁটির মধ্যবর্তী স্থানে গেলেন তখন দেয়ালের সংলগ্ন স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি চার রাক'আত সালাত পড়লেন। আমি বললাম, বল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লার কোন্ স্থানে সালাত পড়েছেন ? তিনি বললেন, এ স্থানে। উসামা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাত পড়তে দেখেছেন।

বস্তুত এ উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বায়তুল্লায় সালাত পড়তে দেখেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) উভয়ে এ বিষয়ে উসামা (রা) থেকে যে রিওয়ায়াত করেছেন এতে পরস্পরের বিরোধিতা করেছেন। আর ইব্‌ন উমর (রা) বিলাল (রা) থেকেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, যা তিনি উসামা (রা) থেকে করেছেন। অতএব উসামা (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে অনির্ভরযোগ্য গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। যেহেতু এ বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত বিরোধপূর্ণ নয়। আর অবশ্যই ইব্‌ন উমর (রা) থেকে সাধারণভাবেও বর্ণিত আছে যে, তিনি ﷺ কা'বা ঘরের ভিতরে সালাত পড়েছেন।

٢١٣٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ هُوَ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ الْحَنَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ وَسَيَاْتِيْكَ مَنْ يَّنْهَاكَ فَتَسْمَعُ قَوْلَهُ يَعْنِيْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

২১৩২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সিমাক হানাফী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন। অতিসত্বর এরূপ ব্যক্তি তোমার নিকট আসবেন, যিনি (ইব্‌ন আব্বাস) তোমাকে (তা থেকে) নিষেধ করবেন। বাস্তবিকই ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য তিনি শুনেছেন।

٢١٣٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ الْحَنَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَاتَجْعَلْ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ خَلْفَكَ وَأْتَمَّ بِهٖ جَمِيْعًا وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ -

২১৩৩. ফাহাদ (র) ..... সিমাক হানাফী (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, বায়তুল্লার কোন অংশকে তোমার পিছনে করনা এবং পূর্ণ কা'বাকে সামনে নিয়ে সালাত পড়। আর ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺকাবার ভিতরে সালাত পড়েছেন।

এ বিষয়ে ইব্ন উমর (রা) ব্যতীত অপরাপর সাহাবীগণের সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ﷺথেকে অবশ্যই অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যেরূপ উসামা (রা) এবং বিলাল (রা) থেকে ইব্ন উমর (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

٢١٣٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ صَفْوَانَ اَوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ قَدْ قَدِمَ فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِىْ فَوَجَدْتُهٗ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْبَيْتِ فَقَالُوْا تُجَاهَكَ قُلْتُ كَمْ صَلّٰى قَالُوْا رَكْعَتَيْنِ -

২১৩৪. রবী'উল জীযী (র) ..... আবূ সফওয়ান (রা) অথবা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সফওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আমি শুনতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺআগমণ করেছেন। আমি আমার কাপড়গুলো গুছাতে লাগলাম (তাঁর সাথে কা'বা ঘরে প্রবেশের জন্য) কিন্তু তাঁকে আমি এমন সময় পেলাম, যখন কা'বা ঘর থেকে তিনি বের হয়ে পড়েছেন। (পরবর্তীতে আমিও প্রবেশ করেছি) আমি বল্লাম, রাসূলুল্লাহ্ﷺকা'বা ঘরের কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছেন ? তাঁরা বললেন, তোমার সম্মুখে। আমি বললাম, কত রাক'আত পড়েছেন ? তাঁরা বল্লেন, দু'রাক'আত।

٢١٣٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ -

২১৩৫. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন সফওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি উমর (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ﷺযখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছেন তখন কি করেছেন? তিনি বল্লেন ঃ দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

٢١٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَفْوَانَ -

২১৩৬. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... জারীর ইব্‌ন আবদুল হামিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সফওয়ান।

এখানে উমর (রা) থেকে এ বিষয়ে অবশ্যই হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যা উসামা (রা) এবং বিলাল (রা) থেকে বায়তুল্লায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত আদায় সংক্রান্ত ইব্‌ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

٢١٣٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ -

২১৩৭. ফাহাদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন এবং এতে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

শায়বা ইব্‌ন উসমান (রা) এবং উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢١٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْمٰعِيْلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزَّجَّاجِ قَالَ اَتَيْتُ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عُثْمَانَ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلِّ قَالَ بَلٰى صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ثُمَّ اَلْزَقَ بِهِمَا ظَهْرَهُ -

২১৩৮. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন যাজ্জাজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি শায়বা ইব্‌ন উসমান (রা)-এর নিকট এসে বললাম, হে আবূ উসমান! ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন এবং সালাত আদায় করেন নি। তিনি বললেন, নয় কেন, তিনি (ﷺ) সম্মুখ ভাগের দু'খুঁটির নিকটে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর উক্ত দু'খুঁটির সাথে নিজ পিঠ লাগিয়েছেন।

٢١٣٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২১৩৯. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢١٤٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ وِجَاهَكَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ -

২১৪০. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন এবং এতে তিনি তোমার সম্মুখের দুই খুঁটির মধ্যবর্তী স্থানে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) **বলেন** ঃ যদি এ অধ্যায়ের হাদীসগুলোর মুতাওয়াতির হওয়ার দিকটি বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কা'বা ঘরে সালাত আদায় করার বিষয়ে রিওয়ায়াতসমূহ যেরূপ মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে, সালাত না পড়া সম্পর্কীয় রিওয়ায়াতগুলো সেরূপ মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেনি। আর যদি অতিরিক্ত রিওয়ায়াতকে ছেড়ে দিয়ে অপরাপর রিওয়ায়াতের উপর আমল করতে হয়, তাহলে দেখা যায় ঃ উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করে এর থেকে বের হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সালাত পড়েননি। এই উসামা (রা) থেকেই ইব্‌ন উমর (রা) রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন এর ভিতরে প্রবেশ করেছেন, এতে সালাত পড়েছেন। অতএব তাঁর সূত্রে বর্ণিত বিষয়টি সাংঘর্ষিক হয়ে গেল। তারপর উমর (রা), বিলাল (রা), জাবির (রা), শায়বা ইব্‌ন উসমান (রা) ও উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ যা তিনি উসামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

উসামা (রা) থেকে ইবন আব্বাস (রা) কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অপেক্ষা ইব্‌ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই উত্তম বিবেচিত হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তাঁর এরূপ উক্তি বর্ণিত আছে, যাতে বায়তুল্লায় সালাত আদায়ের বৈধতা বুঝা যায় ঃ

٢١٤١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ اُمِّ مَنْصُوْرٍ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِىْ اِمْرَأَةٌ مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ وَلَّدَتْ عَامَّةَ اَهْلِ دَارِنَا قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنَىِ الْكَبْشِ حِيْنَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنَسِيْتُ اَنْ اٰمُرَكَ اَنْ تُخَمِّرَهُمَا فَاِنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّكُوْنَ فِى الْبَيْتِ شَىْءٌ يُشْغِلُ مُصَلِّيًا ـ

২১৪১. ইউনুস (র) ..... মানসূর জননী সফিয়া বিন্‌ত শায়বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে বনূ সুলায়ম গোত্রের জনৈকা মহিলা সংবাদ দিয়েছেন, যিনি আমাদের ঘরের প্রায় সকলকে প্রসবের সময় সাহায্য করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান ইব্‌ন তালহা (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন ঃ আমি যখন বায়তুল্লায় প্রবেশ করি তখন তাতে ভেড়ার দু'টি শিং দেখেছি। তোমাকে উক্ত শিং দু'টি সরিয়ে ফেলার আদেশ দিতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। যেহেতু বায়তুল্লায় এরূপ বস্তু থাকা উচিত নয়, যা সালাত আদায়কারীর মনোযোগ নষ্ট করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ বিষয়ে আরো বর্ণিত আছে ঃ

٢١٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ ثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اُحِبُّ اَنْ اَدْخُلَ الْبَيْتَ فَاُصَلِّىْ فِيْهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَاَدْخَلَنِى الْحِجْرَ وَقَالَ اِنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا

فِىْ بِنَائِهَا فَاَخْرَجُوْا الْحَجَرَ مِنَ الْبَيْتِ فَاِذَا اَرَدْتِّ اَنْ تُصَلِّىْ فِى الْبَيْتِ فَصَلِّىْ فِى الْحَجَرِ فَاِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِّنْهُ –

২১৪২. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি বায়তুল্লায় প্রবেশ করে তাতে সালাত পড়ার ইচ্ছা পোষণ করি। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে হাতীমে প্রবেশ করালেন এবং তিনি বললেন ঃ তারা (কুরাইশরা) যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করলেন তখন তারা এর নির্মাণ সঙ্কুচিত করে বায়তুল্লা থেকে হাতীমকে বের করে ফেলে। তুমি বায়তুল্লায় সালাত পড়ার ইচ্ছা করলে হাতীমে পড়ে নিবে, যেহেতু এটি তার (কা'বার) অংশ।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতীমে সালাত পড়ার অনুমতি দিয়েছেন, যা কা'বার অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত আমাদের উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা অবশ্যই তাদের উক্তির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে, যারা বায়তুল্লায় সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান করেন। এটি-ই হচ্ছে এ অধ্যায়ে হাদীসগুলোর সঠিক মর্ম নির্ধারণের পন্থা। বস্তুত যুক্তির নিরিখে এর বিধান হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যারা কা'বা ঘরের ভিতরে সালাত আদায়কে নিষেধ করেন তারা এজন্য নিষেধ করেন যে, যেহেতু তাদের নিকট কা'বা ঘর পুরোটাই কিব্লা। তাঁরা বলেন ঃ যে ব্যক্তি এর ভিতরে সালাত আদায় করবে অবশ্যই সে এর কিছু অংশকে পিছনে রাখবে। অতএব সে কিব্লাকে পিছনে রাখা ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়। সুতরাং তার সালাত জায়িয হবে না।

বস্তুত এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দলীল হচ্ছে যে, আমরা লক্ষ্য করেছি, যে ব্যক্তি কিব্লা-কে পিছনে করে অথবা কিব্লা তার ডানে কিংবা বামে করে, এসবই সমান এবং তার সালাত জায়িয হবে না। পক্ষান্তরে (কা'বার বাইরে) কেউ যদি বায়তুল্লাহর দিকে হয়ে সালাত আদায় করে তাহলে ঐকমত্যভাবে তার সালাত জায়িয হয়ে যাবে। অথচ এরূপভাবে করলে সে পুরো বায়তুল্লাহর দিকে মুখকারী সালাত আদায়কারী হয় না। যেহেতু তার ডানে-বামে কিবলা থেকে যায়। অনুরূপভাবে সালাতে বায়তুল্লাহ্র পুরো দিককে সম্মুখে করার দায়িত্ব তার নয়; বরং কিবলার কোন এক দিককে সম্মুখে করা তার দায়িত্ব। অতএব বায়তুল্লাহ্র দিককে সম্মুখে করার পর অপরাপর দিককে সম্মুখে না করলে তার ক্ষতি হবে না।

এ বিষয়ে যুক্তির দাবি হচ্ছে- যে ব্যক্তি কা'বার ভিতরে সালাত আদায় করবে (সে অবশ্যই) এর এক দিককে সম্মুখে নিয়েছে এবং অপর দিককে পিছনে নিয়েছে। যে দিককে পিছনে নিয়েছে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কা'বার বাইরে সালাত আদায়ের সময় ডানে-বামে কা'বার কিছু অংশের অভিমুখী থাকে না যদিও কা'বার কোন দিক তার সম্মুখে থাকে। এতে তাদের উক্তি প্রমাণিত হলো, যারা কা'বা ঘরের ভিতরে সালাত আদায় করাকে জায়িয বলেন। আর এটিই হচ্ছে আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও মাযহাব। আর এটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকেও রিওয়ায়াত করা হয়েছে ঃ

٢١٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُصَلِّىْ فِى الْحَجَرِ -

২১৪৩. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্ন যুবায়র (রা)-কে হাতীমে সালাত পড়তে দেখেছি।

٥٧- بَابُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত পড়া প্রসঙ্গে

٢١٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلاَلَ بْنِ يَسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّىْ فِىْ خَلْفِ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلٰوةَ -

২১৪৪. আবূ বাক্‌রা (র) এবং আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ওয়াবিসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন সে কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢١٤٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِىْ زِيَادُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ فَاَقَامَنِىْ عَلٰى وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ بِالرَّقَّةِ فَقَالَ هٰذَا حَدَّثَنِىْ اَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلٰوةَ -

২১৪৫. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... হিলাল বিন ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যিয়াদ ইব্‌ন আবিল জা'দ আমার হাত ধরে রাক্কা নগরীতে ওয়াবিসা ইব্‌ন মা'বাদ (র) এর নিকট নিয়ে গেলেন। পরে তিনি বললেন ঃ আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি একবার কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٢١٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ السُّحَيْمِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ شَيْبَانَ السُّحَيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَحَدُ الْوَفْدِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَضٰى صَلاَتَهُ وَرَجُلٌ فَرْدٌ يُصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ فَقَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَضٰى صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ فَلاَ صَلٰوةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ -

২১৪৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ...... আলী ইব্‌ন শায়বান আল-সুহায়মী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এবং তিনি প্রতিনিধি দলের একজন ছিলেন, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি সালাত শেষ করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন, সে সালাত শেষ করলে তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার সালাত পুনরায় শুরু থেকে পড়। কারণ কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কারীর সালাত হয় না।

একদল আলিম বলেছেন ঃ কেউ যদি কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তার সালাত বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। এবং তাঁরা এ বিষয়ে উল্লিখিত হাদীসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ কেউ যদি এমনটি করে তাহলে সে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে, তবে তার সালাত জায়িয হয়ে যাবে। তাঁরা বলেছেন ঃ বস্তুত এ-সমস্ত হাদীস আমাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রমাণ বহন করে না। কারণ তোমরা বর্ণনা করেছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ব্যক্তিকে সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন, যে কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছিল। হতে পারে তিনি তাকে এ কারণেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, সে কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত পড়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি তাকে অন্য কারণে পুনঃ সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনিভাবে রিফা'আ (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীসে তিনি সেই ব্যক্তিকে পুনঃ সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত পড়েছিল; তারপর তিনি তাকে সালাত পুনঃ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এরূপভাবে কয়েক বার করেছিলেন। পুনঃ সালাত পড়ার কথা এজন্য বলেননি যে, সে মসজিদে প্রবেশ করেছে এবং সালাত পড়েছে। বরং অন্য কারণে বলেছেন, আর তা হচ্ছে সালাতের ফরয (ওয়াজিব) পরিত্যাগ করার কারণে। অনুরূপভাবে তোমরা যা রিওয়ায়াত করেছ এতেও সম্ভাবনা রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে কাতারের পিছনে একা সালাত আদায়কারী ব্যক্তিকে পুনঃ সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, তা কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত পড়েছে বলে নয়; বরং অন্য কারণে যা তার পক্ষ থেকে সালাতে ঘটেছে।

আর ওয়াবিসা (রা)-এর হাদীসের অর্থ অপেক্ষা আলী ইব্ন শায়বান (রা)-এর হাদীসে অতিরিক্ত বক্তব্য রয়েছে। তা হচ্ছে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনি সালাত শেষ করেন; এদিকে জনৈক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন। সে সালাত শেষ করলে তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি সালাত পুনঃ শুরু থেকে আদায় কর যেহেতু কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত পড়লে সালাত হয় না।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ হাদীসে যে তিনি তাকে পুনঃ সালাত আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত পড়লে সালাত হয় না। এতে সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি তাকে সেই অর্থে পুনঃ সালাত আদায়ের জন্য নিদের্শ দিয়েছেন, যা আমরা ওয়াবিসা (রা)-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছি। আর তাঁর উক্ত "কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত পড়লে সালাত হয় না" সম্ভবত এটি তাঁর সেই উক্তির ন্যায়, যেখানে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি বিস্মিল্লাহ্ পড়েনি তার উযূ হয়নি। অনুরূপ অন্য একটি হাদীসের ন্যায়, যেখানে বলা হয়েছে ঃ মসজিদের প্রতিবেশীর সালাত মসজিদে ব্যতীত হবে না। কেউ যখন এরূপ সালাত আদায় করে তখন তাকে সালাত আদায় করেনি বলা যাবে না। কেননা সে এরূপ সালাত আদায় করেছে যা জায়িয হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে তা ফরয এবং সুন্নাতের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ সালাত রূপে বিবেচিত হবে না। কারণ ইমামের সাথে সালাত আদায়ের সুন্নাত হচ্ছে ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে কাতারকে মিলিত করা। অনুরূপভাবে ইমামের পিছনে সালাত আদায়কারীর জন্য উক্তরূপ করা বিধেয়। যদি এতে ক্রটি করে তাহলে সে ভুল করল, তবে তার সালাত জায়িয হয়ে যাবে। যদিও ফরয এবং সুন্নাতের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ সালাত হয়নি। এজন্য বলা হয়েছে ঃ "তার সালাত হয়নি" অর্থাৎ তার পরিপূর্ণ সালাত হয়নি। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে তুমি একটি ও দু'টি খেজুর দিবে সে প্রকৃত মিসকীন নয়; বরং প্রকৃত মিসকীন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে অপরিচিত, ফলে লোকেরা তাকে সাদাকা খয়রাত করে না এবং সে লোকদের কাছে সওয়ালও করে না। অতএব তাঁর উক্তি "প্রকৃত মিসকীন সে নয় যাকে তুমি একটি এবং দু'টি খেজুর দান কর"-এর অর্থ হচ্ছে, দীনতার ব্যাপারে সে পূর্ণ মিসকীন নয়। যেহেতু সে

সওয়াল করে আর জীবন ধারণ এবং নিজের লজ্জাস্থান আবৃত করার মত উপকরণ সে প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত পক্ষে মিসকীন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে লোকের কাছে সওয়াল করে না এবং লোকেরা তাকে চিনেও না যে, তাকে সাদাকা-খয়রাত প্রদান করবে।

বস্তুত এ হাদীসে সেই ব্যক্তির মিসকীন হওয়াকে নাকচ করা হয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে দীনতার কারণসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান নেই।

এমনিভাবে সম্ভবত তিনি (সা) তাঁর বক্তব্য "কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কারীর সালাত হয় না" দ্বারা মুসল্লী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, যেহেতু সে পূর্ণভাবে সালাত আদায় করে নি। তবে সে এরূপ সালাত আদায় করেছে যা তার জন্য জায়িয হিসাবে গণ্য হবে।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন করে যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন হাদীস বর্ণিত আছে, যা তোমাদের বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ বহণ করে? উত্তরে তাকে বলা হবে, হাঁ আছে ঃ

٢١٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ زِيَادَ الْاَعْلَمَ اَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جِئْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاكِعٌ وَقَدْ حَفَزَنِيْ النَّفْسُ فَرَكَعْتُ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَيْتُ اِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ قَالَ اَيُّكُمُ الَّذِيْ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ قَالَ اَنَا قَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ ـ

২১৪৭. আবূ বাক্রা (র) ..... আবূ বাক্রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ অবস্থায় আছেন, এমন সময় আমি তাড়াহুড়া করে (মসজিদে) এসেছি এবং কাতারের পিছনে সালাতে শরীক হয়েছি। তারপর হেঁটে কাতারের মধ্যে প্রবেশ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষে বললেন, তোমাদের কে কাতারের পিছনে সালাত পড়েছে? আবূ বাক্রা (রা) বললেন, আমি। তিনি দু'আ দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তোমার স্পৃহাকে বৃদ্ধি করে দিন, তবে এরূপ আর করবেনা।

٢١٤٨- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَرِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

২১৪৮. হুসাইন ইব্ন হাকাম হিবারী (র) ..... হাম্মাদ ইব্ন সালাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٤٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ زِيَادِ الْاَعْلَمِ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ ـ

২১৪৯. ফাহাদ (র) ..... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বাক্রা (রা) কাতারের পিছনে সালাতের নিয়্যত বেঁধেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দু'আ দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করে দিন, তবে তুমি আর এরূপ করবে না।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, আবূ বাক্রা (রা) কাতারের পিছনে সালাতের নিয়্যত বেঁধে সালাতে শরীক হয়েছেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পুনঃ সালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি। যদি

কাতারের পিছনে সালাত আদায় কারীর সালাত না হবে তাহলে যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে সালাতে প্রবেশ করে সে সালাতে প্রবেশকারী হিসাবে গণ্য হবে না।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? যে ব্যক্তি অপবিত্র স্থানে সালাত পড়ে তার সালাত হয় না; অনুরূপভাবে কেউ যদি অপবিত্র স্থানে সালাতের সূচনা করে পরে পবিত্র স্থানে স্থানান্তরিত হয় তার সালাত হয় না। অতএব যে ব্যক্তি এরূপ স্থানে সালাত শুরু করে যে স্থানে তার জন্য সালাত জায়িয নেই, পরে সালাতকে এমন জায়গায় পূর্ণ করে, যে জায়গায় সালাত পড়া জায়িয আছে, তাহলে সালাতে প্রবেশকারী হিসাবে গণ্য হবে না।

বস্তুত যখন আবূ বাক্‌রা (রা)-এর কাতারের পিছনে সালাতের নিয়্যত বেঁধে সালাতে প্রবেশ হওয়া শুদ্ধ হয়েছে, তখন সালাত আদায়কারীর সমস্ত সালাত কাতারের পিছনে শুদ্ধ হিসাবে গণ্য হবে।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন করে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি "তুমি এরূপ সালাত পুনঃ পড়বে না" এর অর্থ কি?

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, এটি আমাদের নিকট দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রাখে ঃ (ক) আগামীতে কখনো কাতারের পিছনে সালাত শুরু করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাতারের মধ্যে প্রবেশ না করবে। যেমন আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

٢١٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ ثَنَا عَجْلَانُ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ فَلَا يَرْكَعْ دُوْنَ الصَّفِّ حَتّٰى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ .

২১৫০. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যখন সালাতে শরীক হওয়ার জন্য আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত কাতারের মধ্যে প্রবেশ না করবে, কাতারের পিছনে সালাত পড়বে না। সালাতে আর কখনো তাড়াহুড়া করে দৌড়ে আসবে না যে, নফস তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে লিপ্ত করে দেয়। যেমনটি আবূ হুরায়রা (রা) এর বরাতে অন্য হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

٢١٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَائْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

২১৫১. আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) এবং ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন সালাত কায়েম হবে এতে তোমরা দৌড়ে এসো না; বরং তোমরা এতে হেঁটে হেঁটে শান্তভাবে এসো। এসে যা পাও তা পড় এবং যা ছুটে যায় তা পূর্ণ কর।

٢١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاقْضُوْا ـ

২১৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) এবং ফাহাদ (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি কাযা করে নাও বলেছেন।

٢١٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২১৫৩. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২১৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٥٥- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২১৫৫. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٥٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২১৫৬. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٥٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২১৫৭. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢١٥٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ فَلَا تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ـ

২১৫৮. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সালাত কায়েম হয়ে যায়, তোমরা তাতে দৌড়ে এসো না; বরং এসো শান্ত এবং সহনশীলতা অবলম্বন করে। এসে তোমরা যা পাও তা আদায় কর, আর যা ছুটে যায় তা পূরণ কর।

٢١٥٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ وَاِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَ يَعْمُدُ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ

২১৫৯. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং (এটি) অতিরিক্ত বলেছেন ঃ "নিশ্চয় তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের প্রস্তুতিতে থাকবে ততক্ষণ সালাতেই রত আছে বলে গণ্য হবে।"

٢١٦٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَعْنِىْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلْيَمْشِ عَلٰى هَيْئَتِهِ فَلْيُصَلِّ مَا اَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَ بِهِ مِنْهَا ـ

২১৬০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতের জন্য আসবে সে যেন স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে আসে এবং যা সালাত পায় তা পড়ে নেয় আর ছুটে যাওয়া সালাত কাযা করে নেয়।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেউ যদি কাতারের পিছনে সালাত আদায় করে, তার সালাত জায়িয হয়ে যাবে। আর তা এজন্য যে, কেউ যদি ইমামের পিছনে কোন কাতারের মধ্যে সালাত আদায় শুরু করে দেয় এবং তার সম্মুখের কাতারে এক ব্যক্তির জায়গা খালী আছে, তাহলে সকলের মতে (সেই অবস্থায়) হেঁটে গিয়ে উক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে যাওয়া সেই ব্যক্তির জন্য জায়িয আছে। অনুরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٢١٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا عَمْرُوبْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَاٰى فِىْ الصَّفِّ خَلَلاً فَجَعَلَ يَغْمِزُنِىْ اَنْ اَتَقَدَّمَ اِلَيْهِ وَجَعَلْتُ اِنَّمَا يَمْنَعُنِىْ اَنْ اَتَقَدَّمَ الضِّيْقَ بِمَكَانِىْ اِذَا جَلَسَ اَنْ اَبْعُدَ مِنْهُ فَلَمَّا اَنْ رَاٰى ذٰلِكَ تَقَدَّمَ هُوَ ـ

২১৬১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... খায়সামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর পাশে সালাত আদায় করেছি। তিনি কাতারে খালি জায়গা দেখে আমাকে সে স্থানে অগ্রসর হওয়ার জন্য চোখ দ্বারা ইশারা করলেন। নিজের স্থান থেকে সরে যাওয়া আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে বাধা দিচ্ছিলো। যখন ইব্‌ন উমর (রা) বসে যেতেন তখন আমি তাঁর থেকে দূর হয়ে যেতাম। যখন তিনি এ দৃশ্য দেখলেন তখন তিনি নিজেই অগ্রসর হয়ে গেলেন।

পক্ষান্তরে আমাদের বর্ণনা মতে এক কাতার থেকে অন্য কাতারে অগ্রসর হওয়ার সময় কোন ব্যক্তি তো উভয় কাতারের মধ্যবর্তী কাতার নয় এমন স্থানে অবস্থান করে, এটি তার ক্ষতি করে না এবং তাকে সালাত থেকেও বের করে দেয় না। যদি কাতারে দাঁড়ানো ব্যতীত সালাত জায়িয না হতো তাহলে এ অবস্থায় তার সালাত নষ্ট হয়ে যেত। যেহেতু সে অল্প সময়ের জন্য হলেও কাতার বিহীন স্থানে অবস্থান করেছে। যেমনিভাবে যে ব্যক্তি অপবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত পড়লো, যদিও তা সল্প সময়ের জন্য হয়, তার সালাত নষ্ট হয়ে যায়।

বস্তুত যখন সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, কারো সম্মুখের কাতারে যদি খালি জায়গা থাকে তাহলে তাকে উক্ত স্থানে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁরা নির্দেশ প্রদান করেন এবং উভয় কাতারের মধ্যবর্তী কাতার নয় এমন স্থানে অবস্থান করার কারণে তার সালাত বিনষ্ট হবে না। এতে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে সালাত আদায় করে তার সালাত জায়িয হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের এক দল থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা কাতারের পিছনে নিয়্যত বাঁধার পর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কাতারে প্রবেশ করতেন এবং তাঁরা কাতারের পিছনে আদায়কৃত সালাতকে শুদ্ধ হিসাবে ধরে নিতেন। এগুলো থেকে কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

٢١٦٢– حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنِ يُوْنُس قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عِيْسٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ اَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَادْرَكْنَا الْاِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا حَتّٰى اِسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ قُمْتُ لِاَقْضِىَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ اَدْرَكْتَ الصَّلٰوةَ ـ

২১৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... যায়দ ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং ইব্‌ন মাসউদ (রা) মসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে আমরা রুকূ অবস্থায় পেলাম এবং আমরা রুকূ করলাম। তারপর আমরা হেঁটে গিয়ে কাতারে শামিল হলাম। ইমাম সালাত শেষ করার পর আমি (অবশিষ্ট সালাত) আদায় করার জন্য দাঁড়ালাম। এতে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি তো সালাত (পুরো) পেয়েছি।

٢١٦٣– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَيَّارٌ اَبُوْ الْحَكَمِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ كُنَّا مَعَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جُلُوْسًا فَجَاءَ اٰذِنَهُ فَقَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ وَقُمْنَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى النَّاسَ رُكُوْعًا فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَرَكَعَ وَمَشٰى وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ ـ

২১৬৩. ফাহাদ (র) ..... তারিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম। (এমন সময়) তাঁর মুআয্‌যিন এসে বলল, "কাদ কামাতিস্ সালাহ"। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। পরে তিনি মসজিদে প্রবেশ করে লোকদেরকে দেখলেন মসজিদের সম্মুখ ভাগে রুকূরত অবস্থায় রয়েছে। তিনি তাকবীর বলে রুকূ করলেন এবং হেঁটে (কাতারে) চলে গেলেন, তিনি যা করেছেন আমরাও তা করেছি।

এতে যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) অবশ্যই এমনটি করেছেন, যেহেতু তিনি এবং তাঁর সাথীরা মিলেই কাতার হয়ে গিয়েছিলেন। (অতএব একাকিত্ব প্রমাণিত হলো না)।

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, এ বিষয়ে অবশ্যই যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে। (এবং তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না)।

٢١٦٤–حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوْعٌ فَمَشٰى حَتّٰى اِذَا اَمْكَنَهُ اَنْ يُّصَلِّيَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتّٰى وَصَلَ الصَّفَّ ـ

২১৬৪. ইউনুস (র) ..... আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি লোকদের রুকূ অবস্থায় যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) কে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখেছি। তিনি হেঁটে গিয়ে এরূপ স্থানে নিয়্যত বাঁধলেন, যে স্থান থেকে সহজে রুকূ অবস্থায় কাতারে শামিল হতে পারেন। তিনি তাকবীর বলে রুকূ করলেন তারপর রুকূ অবস্থায় হেঁটে কাতারের মধ্যে পৌঁছে গেলেন।

٢١٦٥–حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২১৬৫. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢١٦٦–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِيْ زِنَادٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَرْكَعُ عَلٰى عَتَبَةِ الْمَسْجِدِ وَوَجْهُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَمْشِيْ مُعْتَرِضًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ يَعْتَدُّ بِهَا اِنْ وَصَلَ اِلَى الصَّفِّ اَوْ لَمْ يَصِلْ ـ

২১৬৬. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাবিত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) একদা কিব্‌লা মুখী হয়ে মসজিদের চৌকাঠের নিম্নভাগে (নিয়্যত বেঁধে) রুকূ করেছেন। তারপর ডান দিকে পাশাপাশি হেঁটে গিয়ে মূল কাতারে শামিল হয়েছেন।

কেউ যদি বলে যে, তোমরা তো ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং যায়দ (রা) থেকে যে রিওয়ায়াত করেছ এর বিরোধিতা করে বলেছ যে, কাতারের পিছনে সালাত আদায় করা ঠিক নয়। **উত্তরে তাকে বলা হবে** যে, হাঁ (কাতারের পিছনে সালাত পড়া মাকরূহ) কিন্তু আমরা উল্লিখিত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং যায়দ (রা) এর রিওয়ায়াত দ্বারা তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল উপস্থাপন করেছি এ জন্য যেন তোমরা জানতে পার যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত সাহাবী ঐ ব্যক্তির সালাতকে বাতিল হিসাবে গণ্য করতেন না, যে কাতারে পৌঁছার পূর্বে সালাতে শরীক হয়েছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, তোমাদের মতের স্বপক্ষে কোন দলীল আছে, যে কারণে তোমরা আবদুল্লাহ (রা) এবং যায়দ (রা) এর বিরোধিতা করেছ ?

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, এ অধ্যায়ে আমরা যে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস রিওয়ায়াত করেছি, সেটি আমাদের দলীল। এতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কেউ যেন কাতারের পিছনে সালাত আদায় না করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাতারের মধ্যে নিজের জায়গা করে না নিবে। আর হাসান (বসরী) (র) ও এ মত পোষণ করেন ঃ

٢١٦٧–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَّرْكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ۔

২১৬৭. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... হাসান (বস্‌রী) (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কাতারের পিছনে সালাত আদায় করাকে মাকরূহ মনে করতেন।

বস্তুত এ বিষয়ে এ অধ্যায়ে কাতারের পিছনে সালাত আদায়ের অনুমতি সংক্রান্ত আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি, সে সবই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র) এর উক্তি ও মাযহাব।

٥٨– بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِيْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَيُصَلِّيْ مِنْهَا رَكْعَةً ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাত এক রাক্'আত পড়ার পর যদি সূর্য উঠে যায়

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আতা ইব্ন ইয়াসার (র) প্রমুখ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সূর্য উঠার আগে কেউ যদি ফজরের সালাতের এক রাক'আত পায় তবে সে (ফজরের) সালাত পেয়ে গেল। আমরা এ বিষয়টিকে 'সালাতের ওয়াক্ত' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি।

একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, কেউ যদি সূর্য উঠার পূর্বে ফজরের এক রাক'আত সালাত আদায় করে তারপর সূর্য উঠে যায় তাহলে সে এর সাথে আরেক রাক'আত পড়ে নিবে। তারা এ বিষয়ে উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন যে, সালাতরত অবস্থায় যদি সূর্য উঠে যায় তার সালাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তাঁরা বলেছেন যে, উল্লিখিত হাদীসে প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি "সূর্য উঠার আগে কেউ যদি ফজরের সালাতের এক রাক'আত পায় তবে সে (ফজরের) সালাত পেয়ে গেল"। বস্তুত এতে সেই সম্ভাবনা রয়েছে, যা প্রথমোক্ত মত পোষণকারীরা বলেছেন (অর্থাৎ সালাত বিনষ্ট হবেনা)। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটা সে সমস্ত শিশু যারা সূর্য উঠার পূর্বে (বয়ঃপ্রাপ্ত) হয়, যে সমস্ত ঋতুবতী নারী পবিত্র হয় ও যে সমস্ত অমুসলিম মুসলমান হয়, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। যেহেতু উক্ত হাদীসে 'পাওয়া' উল্লেখ করা হয়েছে 'সালাত' উল্লেখ করা হয়নি। অতএব উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের মত অন্যরা এ সালাত (ওয়াক্ত) কে পেয়েছে বলা যাবে এবং তাদের উপর এর কাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে, যদিও তাদের উপর উক্ত সালাত যতটুকু সময়ে পড়া যায় এর চেয়ে কম সময় বাকি থাকে।

দ্বিতীয় দল আলিমগণ বলেছেন ঃ বস্তুত এ হাদীসটিকে আমরা যে অর্থে নিয়েছি তাহলো ঃ যদি ফজরের সালাতের এক রাক'আত পরিমাণ সময় বাকি থাকতে পাগলরা জ্ঞান ফিরে পায়, শিশুরা (প্রাপ্ত বয়স্ক) হয়, নাসারা (অমুসলিম) মুসলমান হয় এবং ঋতুবতী নারীরা পবিত্র হয় তাহলে তারা সেই সালাত (ফজর) পেয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। আসলে আমরা উক্ত হাদীসের বিরোধী নই; বরং প্রথমোক্ত মতের আলিমদের ব্যাখ্যার বিরোধী।

প্রথমোক্ত আলিমদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় ঃ

٢١٦٨–حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ اِلَيْهَا اُخْرٰى -

২১৬৮. আলী ইব্‌ন মা'বাদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কেউ যদি সূর্য উঠার আগে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পায়, সে যেন এর সাথে আরেক রাক'আত পড়ে নেয়।

٢١٦٩– حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَاِذَا اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ -

২১৬৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি সূর্য ডোবার আগে আসরের সালাতের এক রাক'আত পায়, অবশ্যই তার সালাত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর কেউ যদি (সূর্য উঠার আগে) ফজরের সালাতের এক রাক'আত পায়, অবশ্যই তার সালাত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমাদের বর্ণিত রিওয়ায়াতে সূর্য উঠার পর 'বিনা' তথা পূর্বের রাক'আতের সাথে মিলিয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা সূর্য উঠার আগে পড়া হয়েছে।

এ মতের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে দলীল হলো ঃ সম্ভবত এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যোদয়ের সময়ে সালাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞার পূর্বে বলেছেন। (অর্থাৎ এটি রহিত হয়ে গিয়েছে)। কারণ, তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীস মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আছে। আর আমরা ঐ সমস্ত হাদীসকে 'সালাতের ওয়াক্ত' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে এসেছি। অতঃপর সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা পূর্বে মুবাহ (বৈধ) ছিলো, পরবর্তীতে তা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে।

(প্রথমোক্ত মত পোষণকারীরা) বলেছেন ঃ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র নফল সালাত থেকে করা হয়েছে, ফরয সালাতের কাযা পড়া থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি।

লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সালাত পড়তে নিষেধ করেছেন। এটি কিন্তু আমাদের ও তোমাদের নিকট উক্ত দুই ওয়াক্তে কাযা সালাত পড়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়। অনুরূপভাবে সূর্যোদয়ের সময় সালাত আদায় থেকে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তাঁর থেকে তোমরা যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছ, তা আমাদের নিকট সে সময়ে কাযা সালাত পড়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হবে না। তা প্রতিবন্ধক হবে শুধু মাত্র নফল সালাতের ব্যাপারে।

এর উত্তরে দ্বিতীয় মত পোষণকারী আলিমদের দলীল ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যা থেকে বুঝা যায় যে, কাযা ফরয সালাত সূর্য উঠা এবং অস্ত যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ নফল ব্যতীত ফরয সালাতও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত)। হাদীসগুলো নিম্নরূপ ঃ

٢١٧٠- اَنَّ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ اَوْ قَالَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ السَّحَرِ عَرَّسْنَا فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتّٰى اَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَنَا فَارْتَحَلْنَا مِنْ مَسِيْرِنَا حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ فَاَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ فَقُلْنَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلاَ نُقْضِيْهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الرِّبوا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ -

২১৭০. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সফর করেছি। রাতের শেষভাগে আমরা একস্থানে অবতরণ করলাম। আমরা জাগরিত হলাম না যতক্ষণ না আমাদের সূর্যতাপ জাগরিত করল। আমাদের এক ব্যক্তি ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে লাফাতে শুরু করল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগরিত হয়ে আমাদেরকে সে স্থান ত্যাগের নির্দেশ দিলেন, আমরা আমাদের স্থান ত্যাগ করলাম। তখন সূর্য উপরে উঠে গিয়েছে। এরপর আমরা অবতরণ করলাম। লোকেরা নিজ নিজ প্রয়োজনাদি পূরণ করল। তারপর তিনি ﷺ বিলাল (রা) কে আযান দিতে হুকুম করলেন। বিলাল (রা) আযান দিলে আমরা দু' রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করলাম। তারপর বিলাল (রা) ইকামত দিলে তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা কি আগামীকাল তা আপন ওয়াক্তে আদায় করবনা ? (এতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অতিরিক্ত (সুদ) থেকে নিষেধ করেন, আর নিজে কি তা তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন ?

٢١٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَهٍ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَنَامَ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمَرَ فَاَذَّنَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى اِسْتَعَلَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَ فَاَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ -

২১৭১. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক সফরে ছিলেন। তিনি ফজরের সালাত (না পড়ে) ঘুমিয়ে রইলেন, এমন কি সূর্য উঠে যায়। তিনি আযানের হুকুম দিলে আযান দেয়া হলো। তারপর অপেক্ষা করলেন যাতে সূর্যের মধ্যে উত্তাপ চলে আসে। পরে ইকামতের নির্দেশ দিলে ইকামত হলো এবং তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন।

٢١٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا رَجَاءٍ الْعَطَارِدِيْ قَالَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ اَسْرٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَرَّسْنَا مَعَهٗ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ اِلاَّ بِحَرِّ الشَّمْسِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَتْ صَلاَتُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ تَذْهَبْ صَلاَتُكُمْ ارْتَحِلُوْا مِنْ هٰذَا الْمَكَانِ فَارْتَحَلَ قَرِيْبًا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى -

২১৭২. আবূ বাকরা (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সফর করলেন এবং আমরা তাঁর সাথে রাতের শেষ ভাগে অবতরণ করলাম। আমরা সূর্যের উত্তাপে জাগরিত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জাগরিত হলেন, লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সালাত তো ছুটে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের সালাত ছুটে যায়নি। তোমরা এ স্থান ত্যাগ কর। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে অনতিদূরে গিয়ে অবতরণ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন।

٢١٧٣– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَنَا عَوْفٌ عَنْ اَبِيْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

২১৭৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... ইমরান (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٧٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَسْرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ مِنْ غَزَوَاتِهِ ـ وَنَحْنُ مَعَهُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْعَرَّسْتَ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ بِلَالٌ اَنَا اُوْقِظُكُمْ فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَاضْطَجَعُوْا وَاَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ اِلٰى رَاحِلَتِهِ وَاُلْقِيَ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ اَيْنَ مَا قُلْتَ يَا بِلَالُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا اِلَيْكُمْ حِيْنَ شَاءَ فَاَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلٰوةِ فَاَذَّنَهُمْ فَتَوَضَّؤُوْا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ ـ

২১৭৪. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আবূ কাতাদা আনসারী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুদ্ধসমূহ থেকে কোন এক যুদ্ধে সফর করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। লোকদের থেকে কেউ তাঁকে বলল, যদি রাতের শেষভাগে (কোথাও) অবতরণ করতেন (ভাল হতো)। তিনি বললেন, তোমরা সালাত থেকে ঘুমিয়ে থাকবে এই আশংকা আমি করছি। বিলাল (রা) বললেন, আমি আপনাদেরকে জাগরিত করব। লোকজন অবতরণ করল এবং শুয়ে পড়ল। আর বিলাল (রা) নিজের সওয়ারীর পিঠে হেলান দিলেন এবং লোকজন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হলো। যখন সূর্যের প্রান্ত উঠে গেল তখন লোকজন জাগরিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বিলাল! তুমি যা বলেছিলে, তা কোথায় ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা যখন চেয়েছেন, আপনাদের রূহকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছেন এবং যখন চেয়েছেন আপনাদের কাছে তা ফেরত পাঠিয়েছেন। [তিনি (বিলাল রা) কে বললেন] লোকদের মধ্যে সালাতের জন্য আযান দাও। তিনি তাদেরকে আযান দিলেন, তাঁরা উযূ করলেন, যখন সূর্য উঁচু হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) পড়লেন তারপর ফজরের সালাত আদায় করলেন।

٢١٧٥– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُصَيْنٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২১৭৫. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِهِ عَنْ رَوْحٍ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ فِيْ اَوَّلِ هٰذَا الْفَصْلِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سُوَالَهُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَمِعَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَنَا اُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَقَالَ مَنِ الرَّجُلُ فَقُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ اَلْقَوْمُ اَعْلَمُ بِحَدِيْثِهِمْ اُنْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَانِّيْ اَحَدُ السَّبْعَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ اَحَدًا يَحْفَظُ هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرِيْ۔

২১৭৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাওহ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন, যা আমরা এ পরিচ্ছেদের প্রথমদিকে বর্ণনা করেছি। তবে তিনি লোকজন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ করেন নি। আবদুল্লাহ (ইব্‌ন রিবাহ র) বলেছেন, আমি যখন এ হাদীসটি জামে মসজিদে বর্ণনা করেছি তখন ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কে ? আমি বললাম, আমি হচ্ছি আবদুল্লাহ ইব্‌ন রিবাহ আনসারী। তিনি বললেন, লোকেরা তো নিজেদের ঘটনার বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। (অতএব) তুমি সতর্ক থাক, কিভাবে হাদীস বর্ণনা করছ? আমি ঐ রাতের সাতজনের অন্যতম। রাবী বলেন, আমি যখন অবসর হলাম (হাদীস বর্ণনা শেষ করলাম) তিনি বললেন, আমার ধারণা ছিলো না যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসটি সংরক্ষণ করে।

٢١٧٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

২১৭৭. হাম্মাদ (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ مَنْ يَكْلَاَنَا اللَّيْلَةَ لَا يَنَامُ حَتَّى الصُّبْحِ فَقَالَ بِلَالُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَضُرِبَ عَلٰى اٰذَانِهِمْ حَتّٰى اَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّؤُوْا ثُمَّ قَعَدُوْا هُنَيْهَةً ثُمَّ صَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوا الْفَجْرَ۔

২১৭৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... জুবাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। তিনি বললেন, কে রাতে আমাদেরকে প্রহরা দিবে– ভোর পর্যন্ত ঘুমাবে না। বিলাল (রা) বললেন, আমি। তিনি সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে বসে গেলেন। তাঁদের কানে পর্দা দেয়া হলো অর্থাৎ সকলেই ঘুমিয়ে

পড়লেন। অবশেষে তাঁদেরকে সূর্য তাপ জাগরিত করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে উযূ করলেন এবং লোকেরা উযূ করল। তারপর তাঁরা অল্প সময় বসে থাকলেন। তারপর তাঁরা ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়লেন। পরে তাঁরা ফজরের সালাত আদায় করলেন।

٢١٧٩- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا أَبُوْ مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَّسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هٰذَا مَنْزِلٌ بِهِ شَيْطَانٌ فَاقْتَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاقْتَادَ أَصْحَابُهُ حَتّٰى ارْتَفَعَ الضُّحٰى فَأَنَاخَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَاخَ أَصْحَابُهُ فَأَمَّهُمْ فَصَلَّى الصُّبْحَ۔

২১৭৯. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মক্কার পথে রাতের শেষ ভাগে এক স্থানে অবতরণ করলেন (এবং আরাম করলেন) পরে তিনিও জাগরিত হননি এবং তাঁর সাহাবীগণের কেউও না। অবশেষে তাঁদের উপর রোদ এসে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগরিত হলেন। তিনি (উঠে) বললেন, এটি এরূপ স্থান, যাতে শয়তান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ উট হাঁকিয়ে নিলেন, (স্থান ত্যাগ করলেন), তাঁর সাহাবীরাও বাহন হাঁকিয়ে নিয়ে গেলেন। যখন সূর্য উঁচু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উট বসালেন এবং তাঁর সাহাবীরাও বসালেন। পরে তিনি তাঁদের ইমামতি করলেন এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন।

পর্যালোচনা

অতএব আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য উঠা পর্যন্ত ফজরের সালাত বিলম্ব করেছেন। অথচ এটি ফরয সালাত, তা তিনি তখন আদায় করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উঁচু না হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য এক হাদীসে বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে তবে যে সময়ই মনে পড়বে তা আদায় করে নিবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, সূর্যোদয়ের সময়ে সালাত আদায় থেকে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এতে ফরয ও নফল সালাত সবই অন্তর্ভুক্ত। আর তিনি যে সময়ে জাগরিত হয়েছেন সেটি ঐ সালাতের সময় নয়, যা থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন করে যে, তুমি হাদীসের এক টুকরা উল্লেখ করে আরেক টুকরা ছেড়ে দিয়েছ কেন ? আর তুমি বলছ, কেউ যদি আসরের এক রাক'আত পড়তে না পড়তেই সূর্য ডুবে যায় তাহলে সে অবশিষ্ট সালাত পূরণ করে নিবে। (সালাত বিনষ্ট হবে না)।

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, আমরা এ হাদীসের এক টুকরা বা পুরো হাদীস কোনটার উপরই আমল করি না; বরং পুরো হাদীসকে আমরা (রহিত) মনে করি। কারণ সূর্যোদয়ের সময় সালাত আদায় থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে এবং আমাদের উল্লিখিত জুবাইর (রা), ইমরান (রা), আবূ কাতাদা (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসও রহিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে যে, ফরয সালাত এর মধ্যে (সূর্যোদয়ের সময়) অন্তর্ভুক্ত। এ সময় তা আদায় করা যাবে না, যেমন ভাবে নফল সালাত উক্ত সময়ে আদায় করা যায় না। বাকি রইলো সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ঐ দিনের আসরের সালাত জায়িয হওয়া প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে আমরা

'সালাতের ওয়াক্ত' অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। আর এটিই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদে হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নির্ধারণের পন্থা।

বস্তুত এর যৌক্তিক দিক হচ্ছে ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সূর্য উঠার সময় থেকে নিয়ে উঁচু হওয়া পর্যন্ত এমন একটি সময়, যাতে সালাত আদায় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা নিষিদ্ধ সময়ের বিধান সম্পর্কে চিন্তা করেছি, তাতে কি ফরয ব্যতীত শুধু নফল সালাতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরাপিত হয়েছে, না সব ধরনের (ফরয ও নফল) সালাতের উপর। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আয্‌হা'র দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর থেকে প্রমাণ রয়েছে। আর ঐ দুই দিনে ফরয এবং নফল সিয়াম পালন করা যাবে না এ নিষেধজ্ঞার ব্যাপারে সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। অনুরূপভাবে যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, সূর্য উঠার সময় যখন সালাত থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তাতে ফরয কিংবা নফল (সালাত) আদায় করা যাবে না। অনুরূপ ভাবে সূর্য ডুবার সময়ও যুক্তির দাবি তাই। (ফরয এবং নফল সালাত পড়া– নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সমান)।

রইলো আসরের পর সূর্য ডুবা পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত সালাত আদায় থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা ঃ আসলে এই সময় ওয়াক্তের কারণে সালাত থেকে নিষেধ করা হয়নি; বরং এ দুই ওয়াক্তে (সালাত থেকে) নিষেধাজ্ঞা এসেছে সালাতের কারণে। আর আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ঐ সময়টিতে যে ব্যক্তি ফরয (সালাত) আদায় করেনি তার জন্য তাতে ফরয আদায় করা এবং কাযা সালাত আদায় করা জায়িয। অতএব যখন সালাতই হচ্ছে বাধা প্রদানকারী এবং তা হচ্ছে ফরয (সালাত)। সুতরাং উক্ত ফরয সালাত থেকে ভিন্ন ধরনের তথা নফল সালাতসমূহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, ফরয সালাতসমূহ থেকে নয়।

এটি হচ্ছে আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র) এর উক্তি (মাযহাব)। আর হাকাম (ইব্‌ন উত্‌বা) (র) ও হাম্মাদ (ইব্‌ন আবূ সুলায়মান) (র) এই মতই পোষণ করেছেন।

٢١٨٠– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلٰوةِ فَيَسْتَيْقِظُ وَقَدْ طَلَعَ مِنَ الشَّمْسِ شَيْءٌ قَالاَ لاَيُصَلِّيْ حَتّٰى تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ -

২১৮০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হাকাম (র) ও হাম্মাদ (র) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে সালাত থেকে (না পড়ে) ঘুমিয়ে থাকার পর এমন সময়ে জাগরিত হয়েছে, যখন সূর্যের কিছু অংশ উঠে গিয়েছে। তাঁরা উভয়ে বলেছেন ঃ (আলো) (উঁচু) না হওয়া পর্যন্ত সে সালাত আদায় করবে না।

٥٩– بَابُ صَلٰوةِ الصَّحِيْحِ خَلْفَ الْمَرِيْضِ

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তির পিছনে সুস্থ ব্যক্তির সালাত

٢١٨١– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدِ الرَّؤَاسِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَاَبُوْ بَكْرٍ خَلْفَهُ فَاِذَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا فَبَصَرَ بِنَا قِيَامًا فَقَالَ اِجْلِسُوْا اَوْمى بِذٰلِكَ اِلَيْهِمْ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ كِدْتُمْ اَنْ تَفْعَلُوْا فِعْلَ فَارِسٍ وَالرُّوْمِ بِعُظَمَائِهِمْ اِيْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ فَاِنْ صَلُّوْا قِيَامًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِنْ صَلُّوْا جُلُوْسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا ـ

২১৮১. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ও ফাহাদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করেছেন আর আবূ বকর (রা) তাঁর পিছনে রয়েছেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন– আবূ বকর (রা)ও আমাদের শুনাবার জন্য তাকবীর বলেছেন। তিনি আমাদেরকে দাঁড়ানো দেখে বললেন, তোমরা বস, বসার জন্য তাদের দিকে ইংগিত করেন। তিনি সালাত শেষ করে বললেন, তোমরা তো তোমাদের এ কাজ প্রায় পারস্য ও রোম অধিবাসীদের ন্যায় করছ, যা তারা তাদের বড়দের জন্য করে (দাঁড়িয়ে) থাকে। তোমরা (প্রত্যেক বিষয়ে) তোমাদের ইমামদের অনুসরণ কর। যদি তারা দাঁড়িয়ে সালাত পড়ে, তোমরা দাঁড়িয়ে পড়। যদি তারা বসে সালাত পড়ে, তোমরাও বসে পড়।

٢١٨٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلٰوةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعِيْنَ ـ

২১৮২. ইউনুস (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ার উপর আরোহণ করেন এবং ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পার্শ্ব আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এতে তিনি বসে বসে সালাত আদায় করেন আর আমরাও তাঁর পিছনে বসে বসে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, ইমাম করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তিনি যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে আদায় করবে এবং তিনি যখন বসে আদায় করবেন তোমরা সকলে বসে আদায় করবে।

٢١٨٣– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اللَّيْثُ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২১৮৩. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢١٨٤– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২১৮৪. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢١٨٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا فَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

২১৮৫. ইউনুস (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে অসুস্থ অবস্থায় বসে বসে সালাত পড়েছেন আর তাঁর পিছনে একদল লোক দাঁড়িয়ে পড়ছিলো। তিনি তাদেরকে বসার জন্য ইঙ্গিত করেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢١٨٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২১৮৬. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... আয়েশা (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢١٨٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ اَطَاعَ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا -

২১৮৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল সে অবশ্যই আল্লাহর অবাধ্যতা করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে অবশ্যই আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে অবশ্যই আমার অবাধ্যতা করল। তিনি (আমীর) যখন দাঁড়িয়ে সালাত পড়বেন তোমরাও দাঁড়িয়ে পড়বে এবং তিনি যখন বসে বসে সালাত পড়বেন তোমরাও বসে পড়বে।

٢١٨٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخُصَيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعِيْنَ -

২১৮৮. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি যখন বসে বসে সালাত পড়বেন, তোমরাও সকলে বসে বসে পড়বে।

٢١٨٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَه ـ

২১৮৯. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢١٩٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالاَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ اَبِى الصَّهْبَاءِ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّه كَانَ يَوْمًا مِنَ الاَيَّامِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِه فَقَالَ لَهُمْ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَقَالُوْا بَلٰى نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَنْزَلَ فِىْ كِتَابِه اَنَّ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ قَالُوْا بَلٰى نَشْهَدُ اَنَّه مَنْ اَطَاعَكَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ قَالَ فَاِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ اَنْ تُطِيْعُوْنِىْ وَاِنَّ مِنْ طَاعَتِىْ اَنْ تُطِيْعُوْا اَئِمَّتَكُمْ فَاِنْ صَلَّوْا قُعُوْدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعِيْنَ ـ

২১৯০. আবূ বাকরা (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলেন, তখন তিনি সাহাবীগণের এক দলের সাথে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি অবহিত নও যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি? তাঁরা বললেন, হাঁ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তোমরা কি এ বিষয়ে অবহিত নও যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য তাঁর কিতাবে (কুরআনে) অবতীর্ণ করেছেন, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল অবশ্যই সে আল্লাহর আনুগত্য করল? তাঁরা বললেন, হাঁ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, অবশ্যই যে ব্যক্তি আপনার আনুগত্য করবে সে আল্লাহর আনুগত্য করল। তিনি বললেন, আমার আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্যেরই নামান্তর। আর তোমাদের ইমামের আনুগর্ত্য করা হলো আমার আনুগত্য করার নামান্তর। (অতএব) তাঁরা (ইমাম) যদি বসে বসে সালাত আদায় করে তাহলে তোমরা সকলে বসে বসে সালাত আদায় করবে।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করে বলেছেন, কেউ যদি এক দল (মুকতাদী) নিয়ে উযরের কারণে বসে বসে সালাত আদায় করে, তাহলে তাদের দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার পিছনে সকলে বসে বসে সালাত আদায় করবে।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। (কারণ) তাদের ইমামের ক্ষেত্রে দাঁড়ানো (আবশ্যিক) হওয়া রহিত হলেও তাদের জন্য রহিত হবে না।

এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসকে দলীল রূপে পেশ করেন ঃ

٢١٩١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّى قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالاَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى الشَّامِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا مَرِضَ مَرْضَهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ كَانَ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ اُدْعُوْ اِلِىَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَلاَ نَدْعُوْ لَكَ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُدْعُوْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَلاَنَدْعُوْلَكَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُدْعُوْا فَقَالَتْ اُمُّ الْفَضْلِ اَلاَنَدْعُوْ لَكَ الْعَبَّاسَ عَمَّكَ قَالَ اُدْعُوْهُ فَلَمَّا حَضَرُوْا رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَمَّا اَحَسَّهُ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَبَّحُوْا فَذَهَبَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَتَأَخَّرُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مَكَانَكَ فَاسْتَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَائِمٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَائْتَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَائْتَمَّ النَّاسُ بِاَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاقْضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ حَتّٰى ثَقُلَ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَاِنَّ رِجْلَيْهِ لَتَخُطَّانِ بِالْاَرْضِ فَمَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يُوْصِ -

২১৯১. আবূ বিশ্‌র রক্কী (র) এবং রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আরকাম ইব্‌ন শুরাহ্‌বিল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সাথে মদীনা থেকে সিরিয়া সফর করেছি। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়েশা (রা) এর গৃহে অবস্থানকালে যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন তিনি বললেন, তোমরা আলী (রা)-কে ডেকে আন। আয়েশা (রা) বললেন, আমরা কি আবূ বকর (রা)-কে ডেকে আনব না ? তিনি বললেন, তাঁকে ডাক। হাফ্সা (রা) বললেন, আমরা কি উমর (রা)-কে ডেকে আনব না ? তিনি বললেন, তাঁকে ডাক। উম্মুল ফযল (রা) বললেন, আমরা কি আপনার চাচা আব্বাস (রা)-কে ডেকে আনব না ? তিনি বললেন, তাঁকে ডাক। তাঁরা যখন সকলে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি মাথা উত্তোলন করে বললেন, লোকদেরকে আবূ বকর (রা) সালাত পড়াবে। আবূ বকর (রা) আগে বেড়ে লোকদেরকে নিয়ে সালাত শুরু করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে কিছুটা আরাম অনুভব করলেন এবং দু'ব্যক্তির উপর ভর করে (মসজিদের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে পড়লেন। আবূ বকর (রা) যখন তাঁর আগমন টের পেলেন এবং লোকেরা তাঁকে তাঁর আগমন সম্পর্কে তাস্‌বীহ দ্বারা ইংগীত করল তখন আবূ বকর (রা) পিছনের দিকে সরে পড়তে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিজ স্থানে অবস্থান করতে ইংগিত করলেন। আবূ বকর (রা) যেখানে কিরা'আত শেষ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে শুরু করলেন। আবূ বকর (রা) ছিলেন দাঁড়ানো, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন বসা। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইক্‌তিদা করেছেন আর লোকেরা আবূ বকর (রা) এর ইক্‌তিদা করেছেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত পূর্ণ করার পর শরীর ভারী হয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব করলেন তখন তিনি দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বের হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর দু'পা যমীনে হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলছিলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করে গেলেন এবং কাউকে ওয়াসী করলেন না।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইকতিদা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে (সালাত পড়াচ্ছিলেন)। বস্তুত এটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল। এটা তাঁর সেই উক্তির পরের ঘটনা, যা পরিচ্ছেদের প্রথম দিককার হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

٢١٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ ثَنَا مُوسَى بْنُ اَبِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِي عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ بَلٰى كَانَ النَّاسُ عُكُوْفًا فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهٖ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ اَلاَّ يَتَاَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا اَجْلِسَانِيْ اِلٰى جَنْبِهٖ فَاَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُصَلِّيْ وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ حَدِيْثَهَا عَلَيْهِ فَمَا اَنْكَرَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ـ

২১৯২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা) এর নিকট গেলাম এবং আমি বললাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইনতিকালপূর্ব রোগ সম্পর্কে বর্ণনা করবেন না ? তিনি বললেন, হাঁ অবশ্যই করব। লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অপেক্ষায় ইশার সালাতের জন্য মসজিদে অবস্থান করছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যেন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত পড়েন। তিনি সেদিন তাদেরকে নিয়ে সালাত পড়লেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মধ্যে কিছুটা আরাম বোধ করলে দু'ব্যক্তির উপর ভর করে যুহ্‌রের সালাতের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। আবূ বকর (রা) তখন লোকদেরকে নিয়ে সালাত পড়ছিলেন। আবূ বকর (রা) যখন তাঁকে দেখলেন তখন পিছনে সরে পড়তে লাগলেন। তিনি তাঁকে সরে না পড়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। উভয় সঙ্গীকে তিনি বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর (আবূ বকর রা) পার্শ্বে বসিয়ে দাও। তাঁরা তাঁকে আবূ বকর (রা)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দিলেন। পরে আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাতের ইকতিদা করে সালাত পড়ছিলেন, আর লোকেরা আবূ বকর (রা) এর সালাতের ইক্‌তিদা করে সালাত পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর নিকট গিয়ে তাঁর কাছে হাদীসটি উপস্থাপন করলে তিনি এর থেকে কিছুই অস্বীকার করেন নি।

٢١٩٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ بِلَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ

عَنْهُ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ ايْتُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ يُصَلِّىَ بِهِمْ فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَمَتٰى يَقُوْمُ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاَمَرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِى الْاَرْضِ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ اَنْ صَلِّ كَمَا اَنْتَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اَبِىْ بَكْرٍ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يَقْتَدِىْ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

২১৯৩. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভারী (অসুস্থ) হয়ে পড়লেন তখন বিলাল (রা) তাঁর নিকট এসে সালাতের ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা আবূ বকর (রা) এর নিকট যাও, তিনি যেন লোকদেরকে সালাত পড়ান। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যদি উমর (রা)-কে নির্দেশ দিতেন তাদেরকে সালাত পড়াবার (তাহলে ভাল হতো) যেহেতু আবূ বকর (রা) কোমল হৃদয়ের কারণে অধিক ক্রন্দনকারী ব্যক্তি এবং তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে অধিক ক্রন্দনের কারণে লোকদেরকে আওয়ায পৌঁছাতে সক্ষম হবেন না। তিনি ﷺ বললেন, তোমরা আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকদেরকে সালাত পড়ান। তাঁরা আবূ বকর (রা)-কে এ নির্দেশের কথা অবহিত করলেন। তিনি লোকদের সালাত পড়ানোর জন্য দাঁড়ালেন। যখন তিনি সালাত শুরু করলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (কিছুটা) আরামবোধ করলেন এবং উঠে দু'ব্যক্তির উপর ভর করে চললেন; অথচ তাঁর দু'পা যমীনে হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলছিলো, আবূ বকর (রা) তাঁর আগমনের আওয়ায শুনে পিছনে সরে যেতে লাগলেন। তিনি ﷺ তাঁকে ইংগিতে বললেন, তোমার অবস্থায় থেকে সালাত পড়। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আবূ বকর (রা) এর বাম পার্শ্বে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে নিয়ে সালাত পড়ছিলেন আর আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইকতিদা করছিলেন এবং লোকেরা আবূ বকর (রা) এর সালাতের সাথে ইক্তিদা করছিলো।

একদল প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে বলেছে যে, এ হাদীসে তোমাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত সালাতে মুকতাদী রূপে ছিলেন। আর এ বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ

٢١٩٤– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَاعِدًا ـ

২১৯৪. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মৃত্যু রোগ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা) এর পিছনে বসে বসে সালাত পড়েছেন।

٢١٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامِ الرُّعَيْنِيُّ أَبُوْ قُرَّةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ بُرْدٍ مُخَالِفٍ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَكَانَتْ أُخِرَ صَلٰوةٍ صَلاَّهَا -

২১৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন হিশাম (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কাপড়ে (যার দুই প্রান্ত বিপরীত দিকে তাঁর কাঁধে ছিল) আবূ বকর (রা)-এর পিছনে সালাত পড়েছেন। আর এটি হলো তাঁর সর্বশেষ সালাত।

٢١٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْاَزْدِيُّ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ فَقَالَ مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ قَالَ قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২১৯৬. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগাক্রান্ত অবস্থায় বললেন, তোমরা আবূ বকর (রা) কে বল, যেন লোকদেরকে সালাত পড়িয়ে দেয়। আয়েশা (রা) বললেন, আবূ বকর (রা) কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি বললেন, তোমরা আবূ বকর (রা)-কে বল, যেন লোকদেরকে সালাত পড়িয়ে দেয়। তোমরা (দেখছি) ইউসুফ (আ) এর (যুগের ছলনাময়ী) নারীদের ন্যায়। রাবী বলেন, আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই ইমাম হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলেন।

উত্তর ঃ (ক) এ বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে দলীল হচ্ছে যে, তারা যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তা অবশ্যই বর্ণিত আছে, কিন্তু উক্ত সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কার্যক্রম দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইমাম ছিলেন। আর তা এভাবে যে, আয়েশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা)-এর বাম পার্শ্বে (ইমাম হয়ে) বসে গেলেন। আর এটি হচ্ছে, ইমামের বৈঠক। যেহেতু যদি আবূ বকর (রা) তাঁর ইমাম হতেন তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই তাঁর ডান দিকে (মুকতাদী হয়ে) বসতেন। যখন তিনি তাঁর বামদিকে বসেছেন আর আবূ বকর (রা) ছিলেন তাঁর ডানদিকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই ইমাম ছিলেন এবং আবূ বকর (রা)-ই মুকতাদী ছিলেন।

(খ) দ্বিতীয় দলীল ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) তার বর্ণিত হাদীসে বলেছেন ঃ "আবূ বকর (রা) যেখানে কিরা'আত শেষ করেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখান থেকে শুরু করেছেন।" বস্তুত এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আবূ বকর (রা) কিরা'আত বন্ধ করে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরা'আত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ﷺ ইমাম ছিলেন। যদি ইমাম না হতেন তাহলে কিরা'আত করতেন না। যেহেতু উক্ত সালাতটি ছিলো

এরূপ যাতে কিরা'আত সশব্দে পড়া হয়। আর যদি এরূপ সালাত না হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে স্থান সম্পর্কে জানতেন না, যেখানে আবূ বকর (রা) কিরা'আত বন্ধ করেছেন এবং আবূ বকর (রা)-এর পিছনের ব্যক্তিরাও তা জানতেন না। অতএব আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা যখন প্রমাণিত হলো যে, উক্ত সালাত বর্ণনার দ্বারা যখন প্রমাণিত হলো যে, উক্ত সালাত এরূপ ছিলো যাতে কিরা'আত সশব্দে পড়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে কিরা'আত করেছেন। আর সমস্ত লোকদের (ইমামদের) ঐকমত্য রয়েছে যে মুকতাদী ইমামের পিছনে (সূরা মিলানোর) কিরা'আত পড়ে না যা ইমাম পড়েন। এতে সাব্যস্ত হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত সালাতে-ইমাম ছিলেন। এটিই হচ্ছে হাদীসের আলোকে এ অনুচ্ছেদের যুক্তিভত্তিক বিশ্লেষণ।

এ বিষয়ে তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

সর্বজন স্বীকৃত এক সাধারণ নিয়মের প্রতি আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মুকতাদী ইমামের সালাতে শরীক হলে কখনো মুকতাদীর উপর এরূপ ফরয অপরিহার্য হয়ে যায় যা শরীক হওয়ার পূর্বে অপরিহার্য ছিলো না এবং তার থেকে ফরয রহিত হতেও দেখি না যা তার উপর তাতে শরীক হওয়ার পূর্বে ছিলো।

সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আমরা মুসাফিরের সালাত দেখেছি ঃ মুসাফির যখন মুকীমের সালাতে শরীক হয় তখন তার উপর মুকীমের সালাতের অনুরূপ চার রাক'আত আদায় করা ফরয। অথচ এটি তার উপর মুকীম ইমামের সাথে শরীক হওয়ার পূর্বে ফরয ছিলো না। তার উপর এটি ফরয হয়েছে ইমামের সাথে শরীক হওয়ার কারণে। আর আমরা মুকীমের সালাতে শরীক হই তাহলে তাকে নিজের সালাত পূর্ণ আদায় করতে হয়। ইমাম সালাত শেষ করার পর তার জন্য মুকীমের পূর্ণ সালাত আদায় করা অপরিহার্য। মুকীম (মুকতাদী) মুসাফির (ইমামের) সাথে শরীক হওয়ার কারণে তার থেকে কোন ফরয রহিত হবে না। তার ফরয তার উপর বহাল থাকবে।

অতএব এই যুক্তির ভিত্তিতে বলা যায় সুস্থ ব্যক্তির সালাতও অনুরূপ হবে, যার উপর দাঁড়ানোর ফরয বহাল রয়েছে। যদি সে অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সালাতে শরীক হয় যার উপর থেকে দাঁড়ানোর ফরয রহিত হয়ে গিয়েছে। তার এ শরীক হওয়া তার উপর থেকে (দাঁড়ানোর) ফরযকে রহিত করবে না যা সালাতে শরীক হওয়ার পূর্বে ফরয ছিলো।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, আমরা গোলামকে লক্ষ্য করেছি, যার উপর জুমু'আ ফরয নয়, যদি সে ইমামের সাথে জুমু'আতে শরীক হয় তাহলে যুহরের পরিবর্তে জুমু'আ তার জন্য ফরয হয়ে যায় এবং তার থেকে (যুহ্‌রের) ফরয রহিত হয়ে যায়, যা জুমু'আতে ইমামের সাথে শরীক হওয়ার পূর্বে তার উপর ফরয ছিলো।

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, আমাদের বক্তব্যকেই আগে শক্তিশালী করে। আর তা এভাবে ঃ গোলাম জুমু'আতে শরীক হওয়ার পূর্বে জুমু'আর সালাত তার উপর ফরয ছিলো না। যখন সে এরূপ ব্যক্তির সাথে তাতে শরীক হয়েছে যা তার উপর ফরয তাহলে তাতে তার শরীক হওয়াটা তার উপর ফরয করবে যা তার ইমামের উপর ফরয। অতএব যখন তার উপর সেই বস্তু ফরয রূপে বিবেচিত হয়, যা তার ইমামের উপর ফরয হিসাবে বিবেচিত। এটি মুসাফিরের বিধানের ন্যায় হয়ে গেল যার উপর জুমু'আ ফরয নয়। যদি সে জুমু'আতে শরীক হয় তাহলে তা তার উপর ফরয হয়ে যায়, তা তার ইমামের উপর ফরয হওয়ার কারণে এবং তা যুহরের পরিবর্তে তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যেহেতু জুমু'আর সালাত যুহ্‌রের সালাতের বিকল্প হিসাবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে গোলাম, যখন জুমু'আতে শরীক হওয়ার কারণে তার উপর জুমু'আ ফরয হয়ে গেল তাহলে তা যুহ্‌রের পরিবর্তে তারপক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যেহেতু জুমু'আ যুহ্‌রের বিকল্প হিসাবে গণ্য হয়।

বস্তুত আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত হলো যে, কারো অন্যের সালাতে শরীক হওয়াটা কখনো এরূপ বস্তুকে ফরয করে দেয় যা তাতে শরীক হওয়ার পূর্বে তার উপর ফরয ছিলো না এবং শরীক হওয়ার পূর্বে তার উপর যা ফরয ছিলো তা বিলুপ্ত হবে না। এতে প্রমাণিত হলো ঃ সুস্থ ব্যক্তি যার উপরে সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো ফরয, যখন সে এরূপ ব্যক্তির সাথে সালাতে শরীক হয়, যার উপর থেকে সালাতে দাঁড়ানোর ফরয রহিত হয়ে গিয়েছে, তাহলে শরীক হওয়ার দ্বারা তার থেকে কিয়াম (দাঁড়ানো) বিলুপ্ত হবে না যা এর পূর্বে তার উপর ফরয ছিলো। আর এটি আবূ হানীফা (র) এবং আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্তি ও মাযহাব।

মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র) বলতেন ঃ সুস্থ ব্যক্তির জন্য এমন অসুস্থ ব্যক্তির ইকতিদা করা জায়িয নেই যে, বসে বসে সালাত আদায় করে যদিও সে রুকূ ও সিজ্‌দা করে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দাঁড়ানো লোকদেরকে নিয়ে বসে বসে সালাত পড়েছেন, এটি তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। যেহেতু তিনি এতে এরূপ কাজ করেছেন যা তাঁর পরবর্তী কারো জন্য করা জয়িয নেই যেমন আবূ বকর (রা) কিরা'আত যেখানে শেষ করেছেন, তিনি সেখান থেকে শুরু করেছেন। (এটি অন্য কারো জন্য জায়িয নেই)। (অনুরূপভাবে) আবূ বকর (রা) যে একই সালাতে ইমামতি থেকে বের হয়ে গিয়ে মুকতাদী হয়ে গিয়েছেন। এটিও সমস্ত মুসলমানদের ঐকমত্য অনুযায়ী তাঁর পরবর্তী কারো জন্য জায়িয নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত সালাতে এরূপ বৈশিষ্ট্য (নিজের জন্য) নির্দিষ্ট করেছেন যা অন্যের জন্য তিনি নিষেধ করেছেন।

٦٠- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيْ الْفَرِيْضَةَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّيْ تَطَوُّعًا

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায় করা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ইশা'র সালাত পড়তেন তারপর তিনি নিজ গোত্র বনূ সালিমায় গিয়ে নিজ গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে উক্ত সালাত পড়াতেন। এটি আমরা 'মাগরিবের সালাতের কিরা'আত 'অনুচ্ছেদে' উল্লেখ করেছি।

একদল আলিম এ মত পোষণ করেছেন যে, কেউ নফল সালাত পড়লে তার পিছনে ফরয আদায়কারী ইকতিদা করতে পারবে এবং তাঁরা এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায় কারীর জন্য ইক্‌তিদা করা জায়িয নেই এবং তারা বলেছেন ঃ মু'আয (রা)-এর এ-হাদীসে এ বিষয়ের উল্লেখ নেই যে, তিনি নিজ গোত্রের লোকদের নিয়ে যে সালাত পড়েছেন এটি তাঁর জন্য নফল কিংবা ফরয ছিলো। হতে পারে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে নফল পড়েছেন তারপর নিজ গোত্রে এসে তাদের নিয়ে ফরয পড়েছেন। যদি ব্যাপার এরূপ হয়ে থাকে তাহলে এ হাদীস তোমাদের স্বপক্ষে দলীল হবে না। অথবা সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ফরয আদায় করেছেন তারপর নিজ গোত্রের লোকদের নিয়ে নফল আদায় করেছেন, যেমন তোমরা উল্লেখ করেছ। যখন এ হাদীসে উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে তাই একটি অপরটির উপর প্রাধান্য পেতে পারে না এবং কোন রূপ প্রমাণ ব্যতীত হাদীসের এক অর্থ পরিত্যাগ করে অন্য অর্থ গ্রহণ করা কারো জন্য সংগত হবে না।

প্রথম দল আলিমগণ বলেছেন ঃ আমরা অবশ্যই কোন কোন হাদীসে পেয়েছি যে, তিনি নিজ গোত্রের লোকদের নিয়ে যে সালাত পড়েছেন তা নফল ছিলো এবং রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সাথে যে সালাত পড়েছেন তা ফরয ছিলো। আর তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করেছেন ঃ

٢١٩٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَابِرٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ مُعَاذًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ اِلٰى قَوْمِهٖ فَيُصَلِّيْهَا بِهِمْ هِىَ لَهٗ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيْضَةٌ ـ

২১৯৭. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আমর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে জাবির (রা) খবর দিয়েছেন যে, মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর সাথে ইশা'র সালাত আদায় করতেন। তারপর নিজ গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে নিয়ে উক্ত সালাত পড়তেন। তা হতো তাঁর জন্য নফল এবং তাদের জন্য ফরয।

(ক) তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দল আলিমদের দলীল হচ্ছে এই যে, আমার ইব্ন দীনার (র) থেকে এ হাদীসটি যেমনিভাবে ইব্ন জুরায়জ (র) রিওয়ায়াত করেছেন অনুরূপভাবে ইব্ন উয়ায়না (র) রিওয়ায়াত করেছেন। এবং তিনি এটিকে ইব্ন জুরায়জ (র) অপেক্ষা পরিপূর্ণ ও উত্তম রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু এতে তিনি সেই বাক্যটি বলেননি যা ইব্ন জুরায়জ (র) বলেছেন অর্থাৎ "তা হতো তাঁর জন্য নফল এবং তাদের জন্য ফরয"। অতএব সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি হয়তো ইব্ন জুরায়জ (র) অথবা আমর ইব্ন দীনার (র) অথবা জাবির (রা)-এর উক্তি। তিনজনের যার উক্তি-ই হউক না কেন এতে কিন্তু মু'আয (রা)-এর কর্মের স্বরূপ উৎঘাটনের কোন দলীল বিদ্যামান নেই যে, এটি এরূপ ছিলো বা ছিল না (অর্থাৎ তাঁর সালাত নফল ছিলো অথবা ফরয) যেহেতু তারা কেউ মু'আয (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেননি বরং তাঁরা নিজ নিজ উক্তি ব্যক্ত করেছেন যে তা অনুরূপ ছিলো। বাস্তব ঘটনা এর পরিপন্থী হতে পারে। আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, এটি মু'আয (রা) থেকে প্রমাণিত, তাহলেও এতে কোন রূপ দলীল-বিদ্যামান নেই যে, এটি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর নির্দেশে ঘটেছিলো এবং এটিও প্রমাণিত নয় যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে এ সম্পর্কে বলা হতো তাহলে তিনি তাঁকে এর উপর বহাল রাখতেন অথবা তাঁকে অন্য কোন হুকুম করতেন।

উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে যখন রিফাআ' ইব্ন রাফি' (রা) সংবাদ দিলেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ﷺ -এর যুগে স্ত্রী সহবাস করতেন এবং তাঁরা বীর্য স্খলন না হওয়া পর্যন্ত গোসল করতেন না। তাঁদের কে উমর (রা) বললেন, এ বিষয়ে তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-কে অবহিত করেছিলে এবং এ বিষয়ে তিনি তোমাদের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ? তিনি বললেন, না। এটিকে উমর (রা) দলীল হিসাবে গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে এ কর্মটিও। যদি প্রমাণিত হয় যে, মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ্ﷺ -এর যুগে এটি করেছেন, এতে কিন্তু কোনরূপ দলীল নেই যে, এটি তিনি রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর নির্দেশে করেছেন।

(খ) বরং অবশ্যই আমরা রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে এর পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছি ঃ

٢١٩٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِىُّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبَ قَالاَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِىْ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّا نَظَلُّ فِيْ اَعْمَالِنَا فَنَأْتِي حِيْنَ نُمْسِي فَنُصَلِّيْ فَيَأْتِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَيُنَادِي بِالصَّلٰوةِ فَنَأْتِيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ لَاتَكُنْ فَتَّانًا اِمَّا اَنْ يُصَلِّيَ مَعِيْ وَاِمَّا اَنْ تُخَفِّفَ عَنْ قَوْمِكَ ـ

২১৯৮. ফাহাদ (র) ও আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... মু'আয ইব্‌ন রিফা'আ যুরাকী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, বনু সালিমা গোত্রের সুলায়ম নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমরা সারাদিন আমাদের কাজে ব্যস্ত থেকে সন্ধ্যা বেলায় (বাড়িতে) এসে সালাত পড়ি। তারপর মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) এসে সালাতের ঘোষণা দিলে আমরা তাঁর কাছে (সালাতের জন্য) আসি। পরে তিনি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ সালাত আদায় করেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, হে মু'আয তুমি ফিৎনা সৃষ্টিকারী হয়ো না। হয় তুমি আমার সাথে সালাত পড়, নয় তো নিজ গোত্রের নিকট গিয়ে সংক্ষিপ্ত সালাত পড়াও।

মু'আয (রা)-কে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ উক্তির দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দু'টির একটি করতেন। হয় তাঁর সাথে সালাত আদায় অথবা তাঁর কাওমকে নিয়ে সালাত পড়া। উভয়টিকে তিনি একত্রিত করতেন না। (যেহেতু তিনি বলেছেন, হয় তুমি আমার সাথে সালাত পড় অর্থাৎ তোমার কাওমকে নিয়ে সালাত পড়বে না, অথবা তোমার কাওমকে নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে সালাত পড় অর্থাৎ আমার সাথে পড়বে না।)

অতএব যখন প্রথম দিককার হাদীস গুলোতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোনরূপ উক্তি নেই এবং এ হাদীসে তা-ই ব্যক্ত হয়েছে যা আমরা উল্লেখ করেছি। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে মু'আয (রা)-এর জন্য কোন পূর্ববর্তী নির্দেশ ছিলো না এবং তাঁকে পরবর্তী কোন নির্দেশ প্রদান করেছেন বলে আমরা অবগত নই। যার দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে দলীল সাব্যস্ত হতো। আর যদি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কোনরূপ নির্দেশ থেকে থাকে যেমনটি প্রথম দল আলিমগণ বলেন-তাহলে হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ নির্দেশ তখনকার সময়ে ছিলো যখন এক ফরযকে দু'বার পড়া জায়িয ছিল। আর এটি করা হতো ইসলামের প্রাথমিক যুগে, পরবর্তীতে এর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। এ বিষয়টিকে আমরা 'সালাতুল খাওফ' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করে এসেছি।

সুতরাং মু'আয (রা)-এর আমল, যা আমরা বর্ণনা করেছি; হতে পারে এটি নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বের ব্যাপার, তারপর নিষেধাজ্ঞা এটিকে রহিত করে দিয়েছে। অথবা হতে পারে, এটি এরপরেও ছিলো। সুতরাং কারো জন্য জায়িয হবে না দু'সময়ের কোন এক সময়কে নির্দিষ্ট করা কেননা বিপক্ষ দলের অন্য সময়ের কথা বলার অবকাশ থেকে যায়। এটি-ই হচ্ছে হাদীসের বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অনুচ্ছেদের হুকুম।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

যুক্তির নিরিখে-এর বিধান ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মুকতাদীদের সালাত শুদ্ধ বা বিনষ্ট হওয়া তাদের ইমামের সালাতের শুদ্ধ বা বিনষ্ট হওয়ার অধীন, আর এটি সঠিক যুক্তি অপরিহার্য দাবি।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইমাম যখন ভুল করে তখন তাঁর ভুলের কারণে তাঁর (মুকতাদীদের) উপর সিজ্‌দা সাহুউ ওয়াজিব যা তার (ইমাম) উপর ওয়াজিব। আর যদি মুকতাদীরা ভুল করে এবং ইমাম ভুল না করে তাহলে মুকতাদীদের উপর সিজ্‌দা সাহউ ওয়াজিব হবে না, যা ইমাম ভুল করলে ওয়াজিব হতো। যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, ইমামের ভুলের কারণে মুকতাদীদের উপর ভুলের বিধান ওয়াজিব হয় এবং ইমামের ভুল না হলে তাদের উপর থেকেও ভুলের বিধান রহিত হবে। তাহলে বুঝা গেল যে, মুকতাদীদের সালাতের বিধান ইমামের সালাতের বিধানের অনুরূপ এবং তাদের সালাত তাঁর সালাতের অধীন। আর যখন তাদের সালাত তাঁর সালাতের অধীন, তাই তাদের সালাত তাঁর সালাতের পরিপন্থী হওয়া জায়িয নয়। অতএব প্রমাণিত হলো ঃ মুকতাদীর সালাত তার ইমামের সালাতের পরিপন্থী হওয়া জায়িয হবে না। (অর্থাৎ যদি ইমামের সালাত ফরয হয় তাহলে মুকতাদীর সালাতও ফরয কিংবা নফল হবে এবং ইমামের সালাত নফল হলে মুকতাদীর সালাতও নফল হবে, ফরয হতে পারবে না।)

কোন প্রশ্নকারী যদি বলে যে, অবশ্যই আমরা লক্ষ্য করেছি, এ বিষয়ে তাদের কোন মতবিরোধ নেই যে, নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারীর পিছনে সালাত পড়তে পারবে। তাহলে যেমনি নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করা জায়িয আছে, অনুরূপভাবে ফরয আদায়কারী নফল আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করা জায়িয হওয়া উচিত।

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, নফলের (কারণ) ফরযের কারণের একটি অংশ মাত্র আর তা এভাবে,কেউ যদি শুধুমাত্র সালাতের নিয়্যত করে, নফল না ফরয তার সুস্পষ্ট নিয়্যত না করে তাহলে এর দ্বারা সে নফল সালাতে প্রবেশকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। আর যদি কেউ সালাতে প্রবেশকালেই ফরযের নিয়্যত করে তবেই ফরযে প্রবেশকারী বলে গণ্য হবে। নফল সালাতে প্রবেশ করার কারণ (অনির্দিষ্টভাবে সালাত) ছাড়াও অতিরিক্ত কাজ (নির্দিষ্টভাবে ফরয সালাতের নিয়্যত) দ্বারা ফরয সালাতে প্রবেশকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। যখন ব্যাপারটি এরূপ, তাই নফল সালাত আদায়কারী ব্যক্তি যদি ফরয আদায়কারীর ইকতিদা করে তাহলে সে এরূপ ইমামের ইকতিদা করছে, যিনি গোটা সালাতের ইমাম। আর ফরয আদায়কারী যদি নফল আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা করে তাহলে সে তার ইমামের সালাতে আংশিক কারণের অনুসারী 'বিশিষ্ট কারণে' ইমামের অনুসারী হয় না। অবশিষ্ট কারণে সে তার জন্য ইমাম নয়। অতএব এটি জায়িয নয়। কেউ যদি বলে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উমর (রা) লোকদের নিয়ে অপবিত্র অবস্থায় সালাত পড়েছেন। পরে তিনি উক্ত সালাত পুনঃ পড়েছেন; কিন্তু (মুকতাদীরা) পুনরায় পড়েননি। এতে সালাত ইমামের বুঝা যাচ্ছে যে, (মুকতাদীদের) সালাত ইমামের সালাতের অধীন নয়।

উত্তরে তাদের বিরোধিরা বলেছেন ঃ উমর (রা) এজন্য এমনটি করেছেন যে, সালাতের পূর্বে তাঁর অপবিত্রতার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তাই তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে নিজে পুনঃ পড়েছেন এবং অন্যকে পুনঃ আদায়ের জন্য নির্দেশ দেননি। এ বিষয়ে আলিমগণ নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

٢١٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيُّ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ قَالَ عُمَرُ اُرَانِيْ اِحْتَلَمْتُ وَمَا شَعُرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ ثُمَّ قَالَ اَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَاَنْضِحُ مَالَمْ اَرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى مُتَمَكِّنًا وَقَدْ ارْتَفَعَ الضُّحٰى-

২১৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... যুবায়দ ইব্‌ন সাল্‌ত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন ঃ আমার সন্দেহ হয় যে, আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে এবং আমি বুঝতে পারছিলাম না, তাই গোসল ব্যতীত সালাত পড়ে নিয়েছি। তারপর তিনি বলেন ঃ (কাপড়ের) যে স্থানে নাপাকির চিহ্ন দেখেছি তা ধুয়ে ফেলেছি, আর যে স্থানে দেখিনি তাতে পানি ছিটিয়ে দিয়েছি। পরে তিনি দাঁড়িয়ে ধীরে-সুস্থে সালাত পুনঃ পড়েছেন, তখন সূর্য উপরে উঠে গিয়েছে।

٢٢٠٠- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اُرَانِىْ اِلاَّ وَقَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعُرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ قَالَ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَاٰى فِىْ ثَوْبِهٖ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَ اَذَّنَ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الضُّحٰى مُتَمَكِّنًا ـ

২২০০. ইউনুস (র) ..... যুবায়দ ইব্‌ন সাল্‌ত (র)-থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উমর (রা)-এর সাথে বের হলাম এবং লক্ষ্য করলাম তাঁর স্বপ্নদোষ হয়েছে। পরে তিনি সালাত পড়েছেন এবং গোসল করেননি। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমার সন্দেহ হয়েছে যে, স্বপ্নদোষ হয়েছে এবং আমি বুঝতে পারছিলাম না, তাই গোসল ব্যতীত সালাত পড়ে নিয়েছি। রাবী বলেন ঃ তিনি গোসল করেছেন, কাপড়ের যেস্থানে নাপাকি দেখেছেন তা ধুয়েছেন এবং যে স্থানে দেখননি তাতে পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন। পরে আযান ও ইকামত দিয়ে সূর্য উঁচু হওয়ার পর ধীরে-সুস্থে সালাত পুনঃ পড়েছেন।
বস্তুত এতে বুঝা গেল যে, উমর (রা) নিশ্চিত রূপে জানতেন না যে, সালাতের পূর্বে তাঁর অপবিত্রতা ছিলো। উমর (রা) অবশ্যই জানতেন যে, ইমামের সালাত বিনষ্ট হওয়ার দ্বারা মুকতাদীর সালাত বিনষ্ট হয়ে যায়-এর উপর দলীল ঃ

٢٢٠١- اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُمَامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَسِىَ الْقِرَاءَةَ فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَاَعَادَبِهِمُ الصَّلٰوةَ ـ

২২০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন নো'মান (র) ..... হাম্মাম ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার উমর (রা) মাগরিবের সালাতে কিরা'আত ভুলে গিয়েছিলেন। পরে তাদের (মুকতাদী)-কে নিয়ে পুনঃ সালাত পড়েছেন।
কিরা'আত পরিত্যাগের কারণে যখন উমর (রা) তাদেরকে নিয়ে সালাত পুন পড়েছেন, অথচ কিরা'আত পরিত্যাগের কারণে সালাত বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে, তাহলে যখন তিনি অপবিত্র অবস্থায় তাদের নিয়ে সালাত পড়েছেন এসময় তো তাঁর জন্য তাদেরকে নিয়ে পুনঃ সালাত পড়া অধিকতর কাম্য ছিল।

কেউ যদি বলে যে, উমর (রা) থেকে এর পরিপন্থী বর্ণনাও রয়েছে। প্রশ্নকারী নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেনঃ

٢٢٠٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنِّىْ صَلَّيْتُ صَلٰوةً لَمْ اَقْرَأْ فِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلَيْسَ قَدْ اَتْمَمْتَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ قَالَ بَلٰى قَالَ تَمَّتْ صَلاَتُكَ قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْعَمْرِىْ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

২২০২. বকর ইব্ন ইদ্‌রিস (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি উমর (রা)-কে বল্‌ল, আমি সালাত পড়েছি কিন্তু এতে কোন কিরা'আত করিনি। উমর (রা) তাকে বললেন, তুমি কি রুকূ এবং সিজ্‌দা পরিপূর্ণ করনি ? সে বল্‌ল, হাঁ তা পূর্ণ করেছি। তিনি বললেন, তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। শু'বা (র) বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-উমরী (র) বর্ণনা করেছেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)-কে বললাম, আপনি কার নিকট থেকে এ হাদীসটি শুনেছেন ? তিনি বললেন, উমর (রা)-এর বরাতে আবূ সালামা (র) থেকে।

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, এটি অবশ্যই উমর (রা) থেকে তোমরা যেরূপ উল্লেখ করেছ সেরূপই বর্ণিত আছে। কিন্তু শুরুতে তাঁর থেকে আমরা যে রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছি সেটি সনদের দিক দিয়ে উমর (রা) থেকে মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন)। আর হাম্মাম (র) সে সময় তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। অতএব তাঁর থেকে যে সনদটি মুত্তাসিল এটিই গ্রহণ করা উত্তম বিবেচিত হবে এর পরিপন্থী সেই রিওয়ায়াত থেকে।

আর এটি যুক্তিরও দাবি। তা এভাবে, যেহেতু আলিমদের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, কেউ যদি (অপবিত্র) ব্যক্তির পিছনে জানা সত্ত্বেও সালাত পড়ে তাহলে তার সালাত বাতিল হিসাবে গণ্য হবে এবং তাঁরা তার সালাতকে ইমামের সালাতের অধীন সাব্যস্ত করেছেন। মুকতাদী নিজ ইমামের সালাত বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে অবিহত হলে যখন তার নিজের সালাতও নষ্ট হওয়ার বিধান রয়েছে তাহলে যুক্তির চাহিদা মুতাবিক অবহিত না হলেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, যদি কোন মুকতাদী অপবিত্র অবস্থায় সালাত পড়ে এ সম্পর্কে সে অবহিত হউক অথবা না হউক তার সালাত বাতিলরূপে গণ্য হবে ? সুতরাং অবহিত হওয়া অবস্থায় যে বস্তু তার সালাতকে বিনষ্ট করে দেয়, অনবহিত অবস্থায়ও সে বস্তু তার সালাতকে বিনষ্ট করে দিবে। আর নিজের ইমামের সালাত বিনষ্ট হয়েছে বলে জানা থাকলে তার নিজের সালাত বিনষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এর ভিত্তিতে যুক্তির চাহিদা হলো নিজ ইমামের সালাতের বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে অনবহিত থাকা অবস্থায়ও তার সালাত বিনষ্ট হবে। এটি-ই হচ্ছে যুক্তি এবং এটি হচ্ছে, আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর উক্তি।

বস্তুত অবশ্যই তাঊস (র) এবং মুজাহিদ (র) ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

٢٢٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ جُبَيْرٍ الْجُعْفِىِّ عَنْ طَاؤُسٍ وَ مُجَاهِدٍ فِىْ اِمَامٍ صَلّٰى بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلٰى غَيْرِ وَضُوْءٍ فَلاَ يُعِيْدُوْنَ الصَّلٰوةَ جَمِيْعًا -

২২০৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... তাউস (র) এবং মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ইমাম যদি উযূ ব্যতীত সালাত পড়ায়, তবে তাদের উভয়ের মতে, সকলেই সালাত পুনঃ আদায় করবে।

ইমাম এবং মুকতাদীদের সালাত ভিন্ন হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলিমদের এক জমাত থেকেও আমাদের এ মতের অনুকূলে হাদীস বর্ণিত আছে। এর মধ্য থেকে উল্লেখ্য ঃ

٢٢٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ بِقَوْمٍ هِىَ لَهُ الظُّهْرُ وَلَهُمْ الْعَصْرُ قَالَ يُعِيْدُوْنَ وَلاَيُعِيْدُ ـ

২২০৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে এক কাওমকে নিয়ে সালাত পড়ে, যা তার জন্য যুহ্‌র এবং তাদের জন্য আসর। তিনি বলেছেন ঃ তারা পুনঃ সালাত পড়বে এবং সে (ইমাম) পুনঃ পড়বে না।

٢٢٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ جَاءَ عَبَّادُ النَّاجِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ فَصَلَّى مَعَهُمْ وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّهَا الظُّهْرُ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا صَلُّوْا فَاِذَا هِىَ الْعَصْرُ فَاَتَى الْحَسَنَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَهُ اَنْ يُصَلِّيَهُمَا جَمِيْعًا ـ

২২০৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন আমের (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, একবার বৃষ্টির দিনে আব্বাদ (র) মসজিদে এলেন। তিনি তখন লোকদেরকে আসরের সালাত আদায়রত পেলেন। তিনি যুহ্‌রের সালাত মনে করে তাদের সাথে সালাত পড়লেন (কেননা সেদিন-এর পূর্বে) তিনি যুহরের সালাত আদায় করেননি। সালাত শেষে দেখা গেল এটি আসরের সালাত। তিনি হাসান (বসরী) (র)-এর নিকট এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাকে যুহ্‌র এবং আসর উভয়টি পড়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

٢٢٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ يَقُوْلاَنِ يُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا ـ

২২০৬. ইব্‌ন মারযূক (র).....সাঈদ ইব্‌ন আবী আরোবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হাসান বসরী (র) ও ইব্‌ন সীরীন (র) বলতেন যে, সে যুহ্‌র ও আসর উভয়টি পড়বে।

আবূ মা'শার (র) নাখঈ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যুহ্‌র ও আসর উভয়টি পড়বে।

٢٢٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يُصَلِّى الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ ـ

২২০৭. ইব্‌ন মারযূক (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ (প্রথমে) যুহ্‌র পড়বে তারপর আসর পড়বে।

٦١- بَابُ التَّوْقِيْتِ فِيْ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلٰوةِ

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কিরা'আত নির্দিষ্টকরণ প্রসঙ্গে

٢٢٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فِى الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِيْ الثَّانِيَةِ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ -

২২০৮. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ঈদুল) আয্‌হা এবং (ঈদুল) ফিত্‌রের প্রথম রাক'আতে بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى (৮৭) এবং দ্বিতীয় রাক'আতে هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ তিলাওয়াত করতেন।

٢٢٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَاِذَا اجْتَمَعَ يَوْمُ عِيْدٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ قَرَأَبِهِمَا جَمِيْعًا -

২২০৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... নো'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই ঈদে بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ তিলাওয়াত করতেন। আর যখন ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে একত্রিত হতো তখনও তিনি উভয় সালাতে ঐ দুই সূরা তিলাওয়াত করতেন।

٢٢١٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২২১০. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুনতাশির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢١١- حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ -

২২১১. রাওহ (র) ..... নো'মান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢١٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعِيْدَيْنِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ -

২২১২. ফাহাদ (র) ..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দুই ঈদ সম্পর্কে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং জুমু'আর উল্লেখ করেননি।

٢٢١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২২১৩. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আল-মাসঊদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২২১৪. আবূ বাকরা (র) ..... যায়দ ইব্‌ন উক্‌বা আল-ফাযারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এমত গ্রহণ করেছেন যে, ইমাম দুই ঈদ এবং জুমু'আর সালাতে ফাতিহার সাথে উক্ত দুটো সূরা (নির্দিষ্টভাবে) তিলাওয়াত করবে এবং এগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করবে না। আর তাঁরা এ সমস্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ এতে এরূপ কোন নির্দিষ্টকরণ নেই যে, অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করা যাবে না। বরং ইমামের জন্য উক্ত দুই সূরার মত অন্য সূরা তিলাওয়াত করাও জায়িয আছে।

এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

٢٢١٥- اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ وَابْنَ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِيُّ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ وَاقِدٍ قَالَ سَأَلَنِيْ عُمَرُ بِمَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعِيْدَيْنِ قُلْتُ قٓ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ـ

২২১৫. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ ওয়াকিদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ দুই ঈদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্ সূরা পড়েছেন এ বিষয়ে উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি বললাম, সূরা কাফ (৫০) ও সূরা اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (৫৪) পড়েছেন।

٢٢١٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ ح قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ ضَمْرَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَأَلَ اَبَا وَاقِدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২২১৬. ইউনুস (র) ও আবূ বাক্‌রা (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদিল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) আবূ ওয়াকিদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন। পরে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছন।

বস্তুত আবূ ওয়াকিদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﷺ দুই ঈদে প্রথম হাদীসগুলোতে বর্ণিত সূরার পরিবর্তে অন্য সূরা তিলাওয়াত করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে,তিনি জুমু'আতেও প্রথম হাদীসগুলোতে উল্লেখিত সূরার পরিবর্তে অন্য সূরা তিলাওয়াত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস ঃ

٢٢١٧- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُبِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ -

২২১৭. ইউনুস (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (র) নো'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিনে সূরা জুমু'আর (৬২) পরে কোন্ সূরা তিলাওয়াত করতেন ? তিনি বলেন ঃ তিনি ﷺ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ (৮৮) পড়তেন।

٢٢١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ قَالَ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُبِهِ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ الْجُمُعَةَ وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ -

২২১৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (র) নো'মান ইব্‌ন বাশীর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর সালাতে কোন্ সূরা তিলাওয়াত করতেন ? তিনি বলেন, সূরা اَلْجُمُعَةُ এবং সূরা وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

٢٢١٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ -

২২১৯. ইউনুস (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি জুমু'আতে সূরা اَلْجُمُعَةُ (৬২) এবং সূরা اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ (৬৩) তিলাওয়াত করতেন।

٢٢٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২২২০. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ যখন এ হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দুই ঈদ এবং জুমু'আতে প্রথম দিককার হাদীসগুলোতে বর্ণিত সূরাগুলোর পরিবর্তে অন্য সূরাও তিলাওয়াত করেছেন। (উভয় প্রকার) বর্ণনাকে সাংঘর্ষিক এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করা জায়িয হবে না; বরং এগুলোকে সত্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমরা আখ্যায়িত করব। সবগুলোকে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত করব। তিনি কখনো ঐগুলো (পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে বর্ণিত সূরা) তিলাওয়াত করেছেন এবং কখনো এগুলো (দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত সূরা) তিলাওয়াত করেছেন। সুতরাং প্রত্যেকেই নিজের কাছে সংরক্ষিত হাদীস

বর্ণনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, কোন সালাতের জন্য নির্ধারিত কিরা'আত নেই। বরং ইমাম সূরা ফাতিহার সাথে কুরআনের যে কোন অংশ তিলাওয়াত করতে পারবেন। অনুরূপভাবে একথা প্রযোজ্য হবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত সেই হাদীসের ক্ষেত্রে যে, তিনি জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে তা তিলাওয়াত করেছেন ঃ

٢٢٢١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ اَلَمَّ تَنْزِيْلُ وهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ -

২২২১. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে সূরা اَلَمَّ تَنْزِيْلُ (৩২) এবং সূরা هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ (৭৬) তিলাওয়াত করতেন।

٢٢٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ اَسْلَمَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২২২২. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এতে এ বিষয়ে কোন দলীল নেই যে, তিনি এগুলো ব্যতীত অন্য সূরা পড়েননি। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত নেই যে, তিনি বলেছেন, জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে তোমরা সূরা ফাতিহার সাথে উক্ত সূরাগুলো ব্যতীত অন্য সূরা পড়বে না। তাহলে বুঝা যেত ওগুলো ছাড়া অন্য কিছু পড়া জায়িয নেই। বরং যিনি উক্ত দু'টি সূরার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি উক্ত দু'রাক'আতে উল্লিখিত দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। বস্তুত এটি অনুরূপ যেমন নো'মান (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা) রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই ঈদের সালাতে ঐ সমস্ত সূরা তিলাওয়াত করতেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তারপর দেখা গেল যে, এই দুই সাহাবী ব্যতীত অন্যদের থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ﷺ ঐগুলো ব্যতীত অন্য সূরা তিলাওয়াত করেছেন। যেহেতু তিনি কখনো ঐগুলো এবং কখনো এগুলো তিলাওয়াত করেছেন। অনুরূপভাবে জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কিরা'আত সম্পর্কে তাঁর থেকে যে হাদীস বর্ণিত আছে, সম্ভবত কখনো তিনি একবার এগুলো পড়েছেন আবার কখনো ওগুলো পড়েছেন। প্রত্যেকেই তার নিকট উপস্থিত থেকে তাঁর যে কিরাআ'ত শুনেছেন সেটি বর্ণনা করেছেন। এতে কিরা'আত নির্দিষ্ট করণের বিধান প্রমাণিত হয় না। এ অনুচ্ছেদে আমরা যে সমস্ত মতামত বর্ণনা করেছি সবই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র)-এর উক্তি ও মাযহাব।

٦٢- بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের সালাত

٢٢٢٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا السُّعَافِىُّ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَصَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ وَاَتَمَّ -

২২২৩. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফর অবস্থায় কসর করেছেন এবং পূরো সালাত পড়েছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম বলেছেন ঃ মুসাফিরের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে, যদি সে ইচ্ছা করে সালাতকে পূর্ণ করবে আর যদি ইচ্ছা করে সালাতকে কসর করবে। এ বিষয়ে তাঁরা এ হাদীস এবং নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেনঃ

٢٢٢٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا –

২২২৪. আবূ বাক্রা (র) ..... ই'লা ইব্ন মুনইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব(রা)-কে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا –

অর্থ ঃ যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিৎনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত (কসর) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। (৪ ঃ ১০১) লোকেরা তো নিরাপদ হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, যে বিষয়ে তুমি অবাক হয়েছে আমিও অবাক হয়েছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন ঃ (এটি) অনুগ্রহ যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে করেছে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণ কর।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ দু'রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করা সঠিক হবে না। যদি সালাতকে পূর্ণ করে, তাহলে যুহ্র, আসর ও ই'শার সালাতের ক্ষেত্রে, দু'রাক'আতে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক করে থাকলে তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি এতে তাশাহহুদ পরিমাণ না বসে থাকে তার সালাত বাতিল রূপে গণ্য হবে।

প্রথম দল আলিমদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দলের দলীল, যারা তাঁদের বিরুদ্ধে এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে উল্লিখিত দু'টি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করছেন ঃ

٢٢٢٥– اَنَّ ابْنَ اَبِيْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيْ قَالَ ثَنَا مُرَجًا بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَافُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْمَدِيْنَةَ صَلّٰى اِلٰى كُلِّ صَلٰوةٍ مِثْلَهَا غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَاِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَصَلٰوةُ الصُّبْحِ لِطُوْلِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ اِذَا سَافَرَ عَادَ اِلٰى صَلاَتِهِ الْاُوْلٰى –

২২২৫. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ প্রথম অবস্থায় সালাত দু'রাক'আত করে ফরয করা হয়। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন তখন মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক সালাতে দু'রাক'আত বৃদ্ধি করলেন। যেহেতু মাগরিব হলো দিনের বিতর, আর ফজরের

সালাত দীর্ঘ কিরা'আতের কারণে পূর্ব অবস্থায় (দু'রাক'আত) বহাল থাকল। আর তিনি যখন সফর করতেন তখন প্রাথমিক যুগের সালাতের (দু'রাক'আত) দিকে প্রত্যাবর্তন করে কসর করতেন।

বস্তুত এই আয়েশা (রা) বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'রাক'আত করে পড়তেন, তারপর মদীনা আগমন করলে প্রত্যেক সালাতকে এর দ্বিগুণ করে পড়লেন। আর যখন তিনি সফর করতেন তখন তিনি পূর্বেকার সালাতের দিকে (দু'রাক'আত) প্রত্যাবর্তন করতেন। বস্তুত এটি ফাহাদ বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী যা আমরা অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে সালাত পূর্ণও করেছেন এবং কসরও করেছেন।

আর ই'লা ইব্ন মুন্ইয়া (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ঃ যেহেতু প্রথম মত পোষণকারী আলিমগণ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ اَلْاٰيَةَ এবং তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, (৪ ঃ ১০১ পূর্ণ আয়াত দ্রষ্টব্য)। তাঁরা বলেন, এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে, সালাত কসর করা তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি সুযোগ। এর দ্বারা এটি তাদের উপর অপরিহার্য হওয়া প্রমাণিত হয় না। বস্তুত এটি হচ্ছে অনুরূপ যেমন আয়াতে ব্যক্ত হয়েছেঃ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا অর্থাৎ তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না। (২ ঃ ২৩০)

এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য পুনর্মিলনের সুযোগ দেয়া হয়েছে, তাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে তা অপরিহার্য করা হয়নি।

তাঁদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মতের অনুসারী আলিমগণের দলীল হচ্ছে এই যে, فَلَاجُنَاحَ (কোন অপরাধ নেই, দোষ নেই) শব্দটি কখনো সে অর্থে ব্যবহৃত হয় যা তাঁরা উল্লেখ করেছেন আবার কখনো অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ـ

অর্থ ঃ সুতরাং যে কেউ কা'বাগৃহের হজ্জে কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এ দু'টির মধ্যে যাতায়াত করলে তার কোন পাপ নেই। (২ ঃ ১৫৮) বস্তুত এখানে «لَاجُنَاحَ» শব্দটি সমস্ত আলিমদের মতে 'অপরিহার্যতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু যে কেউ হজ্জ কিংবা উমরা করবে তার জন্য এ দু'টির মধ্যে যাতায়াত তথা সাঈ না করা জায়িয নেই।

অতএব যখন 'অপরাধ নেই' শব্দটি কখনো ওয়াজিব (অপরিহার্য) আবার কখনো ইখতিয়ার (ইচ্ছাধীন) অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার কোনরূপ দলীল ব্যতীত কোন একটি অর্থ নির্ধারণ করা কারো জন্য সঠিক হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনেক মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে তাঁর সমস্ত সফরগুলোতে তিনি যে সালাত সংক্ষিপ্ত (কসর) করেছেন সে কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য ঃ

٢٦٢٦– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اِبْنِ السِّمْطِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِذِىْ الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ـ

২২২৬. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন সাম্‌ত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যুল হুলায়ফা নামক স্থানে দু'রাক'আত (কসর) পড়েছেন।

٢٢٢٧–حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمٰنُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اَوْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حِظِّىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ ـ

২২২৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মিনাতে দু'রাক'আত (কসর) পড়েছি এবং আবূ বকর (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত, উমর (রা)-এর সাথেও দু'রাক'আত পড়েছি। যদি আমার চার রাক'আতের ছাওয়াব দু'রাক'আত কবূল হওয়ার দ্বারা অর্জন হয়ে যায় তবে তা কতই না ভাল।

٢٧٢٨–حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا حَفْصُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهٗ غَيْرَ اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَيْتَ حِظِّىْ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ـ

২২২৮. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর فَلَيْتَ حِظِّىْ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ উক্তির উল্লেখ নেই।

٢٢٢٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُرُوْةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَيُفْطِرُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا يَعْنِىْ لَا يَزِيْدُ عَلَيْهِمَا ـ

২২২৯. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে সিয়াম পালন করতেন আবার ইফ্‌তার (রোযা ভঙ্গ) ও করতেন। আর দু'রাক'আত (কসর) পড়তেন, এ দু'রাক'আত তিনি ছেড়ে দিতেন না। অর্থাৎ এ দু'রাক'আতের অতিরিক্ত করতেন না।

٢٢٣٠–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَبْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ـ

২২৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফর করে উনিশ দিন অবস্থান করেছেন। তখন তিনি দু'রাক'আত করে পড়তেন।

٢٢٣١–حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ شُفَىٍّ قَالَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ

اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنْ اَهْلِهِ لَمْ يُصَلِّ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ ـ

২২৩১. ইব্‌ন মারযূক (র) ও ফাহাদ (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন শাফি (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা (কসরের) সালাত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন গৃহ থেকে বের হতেন তখন পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত দু'রাক'আত করে পড়তেন।

٢٢٣٢–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ ـ

২২৩২. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা বিজয় করেন তখন পনের দিন অবস্থান করেছেন এবং সালাত কসর করেছেন।

٢٢٣٣–حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَعُثْمٰنُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِّنْ خِلاَفَتِهٖ ثُمَّ اَنَّ عُثْمٰنَ صَلاَّهَا بَعْدُ اَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا صَلّٰى مَعَ الاِمَامِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ

২২৩৩. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে দু'রাক'আত, আবূ বকর (রা) দু'রাক'আত, উমর (রা) দু'রাক'আত ও উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের শুরুতে দু'রাক'আত পড়েছেন। তারপর পরবর্তীতে উসমান (রা) তা চার রাক'আত পড়েছেন। ইব্‌ন উমর (রা) যখন ইমামের সাথে পড়তেন তখন চার রাক'আত পড়তেন আর যখন একাকী পড়তেন তখন দু'রাক'আত পড়তেন।

٢٢٣٤–حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ سِتَّ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانَ ثُمَّ اَتَمَّهَا بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

২২৩৪. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মিনাতে দু'রাক'আত, আবূ বকর (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত, উমর (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত ও উসমান (রা)-এর সাথে ছয় বছর অথবা আট বছর দু'রাক'আত পড়েছি। তারপর তিনি পরবর্তীতে সালাতকে পূর্ণ করেছেন।

٢٢٣٥–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ اَنَّ فَتىً سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَعَدَلَ اِلٰى مَوْضَعِ الْعَوْقَةِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْفَتٰى سَأَلَنِىْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَاحْفَظُوْهَا عَنِّىْ مَا سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَفَرًا اِلاَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى يَرْجِعَ وَاِنَّهُ اَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانَ عَشَرَةَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ مَكَّةَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ اُخْرَاوَيْنِ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ثُمَّ غَزَا حُنَيْنًا وَ الطَّائِفَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْجِعِرَّانَةِ فَاعْتَمَرَ مِنْهَا فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ ثُمَّ غَزَوْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاعْتَمَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَدْرًا مِّنْ اِمَارَتِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ صَلّٰى اَرْبَعًا بِمِنًى۔

২২৩৫. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ নাযরা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক যুবক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সফরের সালাত সম্পর্কে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছে। তিনি 'আওকা' গ্রামে গিয়ে বললেন ঃ নিশ্চয় এ যুবক আমাকে সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, তোমরা তা আমার থেকে সংরক্ষণ কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে কোন সফরেই প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত দু'রাক'আত করে সালাত আদায় করতেন। তিনি ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় সেখানে আঠার দিন অবস্থান করেছেন এবং দু'রাক'আত করে সালাত পড়েছেন। তারপর বলেছেন ঃ হে মক্কাবাসী, দাঁড়াও এবং পরবর্তী দু'রাক'আত আদায় কর, যেহেতু আমরা মুসাফির কাওম। পরে তিনি হুনায়ন এবং তায়িফ অভিযানে গিয়েছেন এবং দু'রাক'আত করে সালাত পড়েছেন। তারপর জিইররানায় প্রত্যাবর্তন করে এখান থেকে যিলকাদ মাসে উমরা পালন করেছেন। তারপর আবূ বকর (রা)-এর সাথে জিহাদ করেছি, উমর (রা)-এর সাথে উমরা পালন করেছি, তারা দু'রাক'আত করে কসরের সালাত পড়েছেন এবং উসমান (রা)-এর সাথে তাঁর খিলাফতের শুরুতে উমরা পালন করেছি, তিনি দু'রাক'আত করে সালাত পড়েছেন। পরবর্তীতে উসমান (রা) মিনাতে চার রাক'আত পড়েছেন।

٢٢٣٦–حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ۔

২২৩৬. নসর ইব্ন মারযূক (র) ও ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াহাব (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাতে যুহর পড়েছেন চার রাক'আত এবং যুলহুলায়ফায় আসর পড়েছেন দু'রাক'আত।

٢٢٣٧–حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২২৩৭. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢٣٨–حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২২৩৮. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢٣٩–حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ قُلْتُ كَمْ اَقَمْتُمْ قَالَ عَشْرًا ـ

২২৩৯. মুবাশ্শির ইব্ন হাসান (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী ইস্হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে (সফরে) বের হয়েছি,তিনি প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত দু'রাক'আত করে সালাত (কসর) পড়তেন। আমি বললাম, আপনারা কতদিন অবস্থান করেছেন ? তিনি বললেন, দশদিন।

٢٢٤٠–حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سُؤَالَهُ الْاَنَسَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

২২৪০. ফাহাদ (র) ..... ইয়াহইয়া ইব্ন আবী ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি আনাস (রা)-কে তাঁর প্রশ্নের কর্তা উল্লেখ করেননি।

٢٢٤١–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ اِمَارَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

২২৪১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা)থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মিনাতে দু'রাক'আত (কসর) পড়েছি, আবূ বকর (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত পড়েছি, উমর (রা)-এর সাথে দু'রাক'আত পড়েছি, উস্মান (রা)-এর সাথে তাঁর খিলাফতের শুরুতে দু'রাক'আত পড়েছি। পরবর্তীতে তিনি সালাত পূর্ণ করেছেন।

٢٢٤٢–حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْعَوْفِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَىْءٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هِىَ وِتْرُ النَّهَارِ وَلاَ تَنْقُصُ فِىْ سَفَرٍ وَلاَحَضَرٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ اَرْبَعًا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَصَلَّى فِى السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَىْءٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ـ

২২৪২. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে (আসরের) চার রাক'আত আদায় করেছি, তবে এরপর আর কোন সুন্নাত বা নফল আদায় করিনি। তিনি মাগরিব তিন রাক'আত আদায় করেছেন এবং এরপরে (সুন্নাত) দু'রাক'আত আদায় করেছেন। আর বলেছেন, এ হলো দিনের বিত্‌র, এটি সফর ও মুকীম অবস্থায় হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। ইশা পড়েছেন চার রাক'আত এবং এরপরে (সুন্নাত) আদায় করেছেন দু'রাক'আত। রাবী বলেন, তিনি সফরে যুহ্‌র আদায় করেছেন দু'রাক'আত, এর পরে (সুন্নাত) আদায় করেছেন দু'রাক'আত। আসর আদায় করেছেন দু'রাক'আত, তবে এর পরে কোন সুন্নাত বা নফল আদায় করেননি। মাগরিব আদায় করেছেন তিন রাক'আত, এর পরে (সুন্নাত) আদায় করেছন দু'রাক'আত। ইশা আদায় করেছেন দু'রাকআত, এর পরে (সুন্নাত) আদায় করেছেন দু'রাক'আত।

٢٢٤٣–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا عَوْنُ بْنُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ ـ

২২৪৩. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে নিয়ে বাতহায় (উপত্যকা) যুহ্‌র এবং আসর দু'রাক'আত করে আদায় করেছেন, তাঁর সম্মুখে (সুত্‌রা রূপে) একটি লাঠি ছিলো এবং তাঁর সম্মুখ দিয়ে নারী ও গাধা যাতায়াত করত।

٢٢٤٤–حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مُسَافِرًا فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعَ ـ

২২৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসাফির হয়ে বের হয়েছেন। তিনি প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সর্বক্ষণ দু'রাক'আত করে সালাত আদায় করছিলেন।

٢٢٤٥–حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ اَكْثَرُ مَا كُنَّا وَاٰمَنُهُ ـ

২২৪৫. ইব্‌ন মারযূক (র) এবং হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে মিনাতে দু'রাক'আত (কসর) সালাত আদায় করেছেন, তখন আমরা ছিলাম (অন্য সময় অপেক্ষা) সর্বাধিক ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ সমস্ত সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিজ সফরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সালাত সংক্ষিপ্ত (কসর) করতেন। তাঁরপরে তাঁর সাহাবাদের থেকে অবশ্যই বর্ণিত আছে যে, তাঁরা তাঁদের সফরে অনুরূপ (সালাতে কসর) করতেন। সেগুলো থেকে কিছু আমি এ অনুচ্ছেদে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) থেকে উল্লেখ করেছি। আর কিছু বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

٢٢٤٦–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلّٰى بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ اَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ـ

২২৪৬. আবূ বাকরা (র) ..... হাম্মাম ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) মক্কায় দু'রাক'আত আদায় করেছেন। আদায় করার পর বলেছেন ঃ হে মক্কাবাসী, তোমাদের সালাতকে পূর্ণ করে নাও, আমরা মুসাফির কাওম।

٢٢٤٧–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحٰقَ وَرَوْحٌ وَوَهْبٌ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِثْلِهِ ـ

২২৪৭. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আস্‌ওয়াদ (র) সূত্রে উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢٤٨– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ مَوْلٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২২৪৮. ইউনুস (র) ..... উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আস্‌লাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) যখন মক্কায় আগমন করতেন, তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٢٤٩– حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَ صَالِحُ بْنُ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ـ

২২৯৪. আবূ বাক্‌রা (র) ..... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢٥٠–حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى صِفِّيْنَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْجِسْرِ وَالْقَنْطَرَةِ ـ

২২৫০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা সিফফীনের উদ্দেশ্যে আলী (রা)-এর সাথে বের হলাম, তিনি আমাদেরকে নিয়ে জাস্‌রা (কাঠ ও পাথর

নির্মিত সেতু) এবং কান্‌তারার (পাথর নির্মিত সেতু) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকালে দু'রাক'আত (কসর) আদায় করেছেন।

٢٢٥١–حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ لَيْلٰى الْكِنْدِيِّ قَالَ خَرَجَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ ثَلٰثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ وَكَانَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَسَنَّهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالُوْا اَتَقَدَّمُ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ مَا اَنَا بِالَّذِيْ اَتَقَدَّمُ اَنْتُمُ الْعَرَبُ وَمِنْكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ فَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ سَلْمَانُ مَالَنَا وَلِمُرَبَّعَةِ اِنَّمَا يَكْفِيْنَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ ـ

২২৫১. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আবূ লায়লা আল-কিন্দী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা সালমান (রা) কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তেরজন সাহাবীকে নিয়ে বের হলেন এবং সালমান (রা) তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিলেন। সালাতের সময় হলে ইকামত বলা হলো। লোকেরা বলল, হে আবূ আব্‌দুল্লাহ! আপনি ইমামতির জন্য সম্মুখে অগ্রসর হউন। তিনি বললেন, আমি (ইমামতির জন্য) সম্মুখে অগ্রসর হবো না। তোমরা হলে আরবের অধিবাসী, তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসেছেন, অতএব ইমামতির জন্য তোমাদের থেকে কেউ অগ্রসর হওয়া সমীচীন। পরে তাদের একজন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চার রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে সালমান (রা) বললেন, চার রাক'আত (পূর্ণ সালাত) হলো কেন? আমাদের জন্য তো চারের অর্ধেক (দু'রাক'আত কসর) যথেষ্ট।

٢٢٥٢–حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَى الشَّامِ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فَنُصَلِّيْ نَحْنُ اَرْبَعًا فَنَسْاَلُهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ سَعْدٌ نَحْنُ اَعْلَمُ ـ

২২৫২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবুদর রহমান ইব্‌ন মিস্‌ওয়ার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা সিরিয়ার কোন এক গ্রামে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর সাথে ছিলাম, তিনি দু'রাক'আত করে (কসরের) সালাত আদায় করছিলেন, আর আমরা চার রাক'আত করে। আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সা'দ (রা) বলেছিলেন, আমরা (এ বিষয়ে তোমাদের অপেক্ষা) অধিক জ্ঞাত।

٢٢٥٣–حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ اَنَّ رَجُلاً اَخْبَرَهٗ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ يَغُوْثَ كَانُوْا جَمِيْعًا فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ سَعْدٌ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ وَيُفْطِرُ وَكَانَا يُتِمَّانِ الصَّلٰوةَ وَيَصُوْمَانِ فَقِيْلَ لِسَعْدٍ نَرَاكَ تَقْصُرُ الصَّلٰوةَ وَتُفْطِرُ وَيُتِمَّانِ فَقَالَ سَعْدٌ نَحْنُ اَعْلَمُ ـ

২২৫৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক লোক তাঁর নিকট আবদুর রহমান বিন মিসওয়ার ইব্‌ন্ মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা), মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্‌দে ইয়াগুস (রা) সকলে এক সফরে ছিলেন। সা'দ (রা) সালাত কসর করতেন এবং ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ) করতেন, আর তারা দু'জনে সালাত পূর্ণ করতেন এবং সিয়াম পালন করতেন। সা'দ (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আমরা আপনাকে সালাত কসর করতে এবং সিয়াম ভঙ্গ করতে দেখছি, অথচ তাঁরা দু'জনে (সালাত) পূর্ণ করছেন ? সা'দ (রা) বললেন, (এ-বিষয়ে) আমরা অধিক অবহিত।

٢٢٥٤–حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ صَفْوَانَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتْمَمْنَا لاَنْفُسِنَا اَرْبَعًا ـ

২২৫৪. ইউনুস (র) ..... সফওয়ান ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন সফ্‌ওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সফওয়ান (রা)-এর শুশ্রূষার জন্য এলেন। তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাত শেষ করে দিলেন। পরে আমরা আমাদের চার রাক'আত পূর্ণ করে নিলাম।

٢٢٥٥–حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّىْ وَرَاءَ الْاِمَامِ بِمِنًى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلّٰى لِنَفْسِهِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ

২২৫৫. ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) মিনাতে ইমামের পিছনে চার রাক'আত আদায় করতেন; আর যখন নিজে নিজে পড়তেন তখন দু'রাক'আত আদায় করতেন।

٢٢٥٦–حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُصَلِّىْ صَلٰوةَ سَفَرٍ مَالَمْ اُجْمِعْ اِقَامَةً وَاِنْ مَكَثْتُ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ لَيْلَةً ـ

২২৫৬. ইউনুস (র) ..... সালিমের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সফরে (কসর) সালাত আদায় করতে থাকতাম যতক্ষণ পর্যন্ত ইকামতের (অবস্থান) দৃঢ় নিয়্যত না করতাম। যদিও আমি বার রাত অবস্থান করেছি।

٢٢٥٧–حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ اَبِىْ نُجَيْحٍ قَالَ اَتَيْتُ سَالِمًا اَسْاَلُهُ وَهُوَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ اَبُوْكَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ اِذَا صَدَرَ الظُّهْرُ وَقَالَ نَحْنُ مَاكِثُوْنَ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَاِذَا قَالَ الْيَوْمَ وَغَدًا قَصَرَ وَاِنْ مَكَثَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ـ

২২৫৭. ইউনুস (র) ..... আবূ নাজীহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সালিম (র)-এর নিকট (কসর বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করতে এলাম, তখন তিনি মসজিদের দরজার কাছে অবস্থান করছিলেন। আমি বললাম, আপনার পিতা (আবদুল্লাহ্) এ বিষয়ে কিরূপ করতেন ? তিনি বললেন, যখন যুহ্‌র শুরু হতো এবং

তিনি বলেন, আমরা (ইকামতের নিয়্যতে) অবস্থান করতাম, তিনি (আবদ্‌দুল্লাহ্ রা) তখন সালাত পূর্ণ করতেন। আর যখন তিনি বলতেন, আজকে ফিরে যাচ্ছি, আগামীকাল ফিরে যাচ্ছি, তখন তিনি কসর করতেন, যদিও (এভাবে) বিশ রাত অবস্থান করতেন।

٢٢٥٨–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْخَزَّازُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يُصَلِّى الْفَرِيْضَةَ رَكْعَتَيْنِ ـ

২২৫৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি মক্কা থেকে মদীনা যেতে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সফর সাথী হয়েছি, তিনি ফরয সালাত দু'রাক'আত আদায় করতেন।

٢٢٥٩–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى شَقِّ سِيْرِيْنَ فَاَمَّنَا فِي السَّفِيْنَةِ عَلٰى بِسَاطٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ـ

২২৫৯. আবূ বাকরা (র) ..... আনাস ইব্‌ন-সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সাথে 'শাক্কে সিরীন'-নামক স্থানের সফরে বের হয়েছি। তিনি নৌকাতে বিছানার উপর আমাদের ইমামতি করেছেন। তিনি যুহ্‌রের সালাত দু'রাক'আত আদায় করেছেন, এরপরে (সুন্নাত) দু'রাক'আত আদায় করেছেন।

٢٢٦٠–حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْاَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيَّ بِالْاَهْوَازِ صَلَّى الْعَصْرَ قُلْتُ فَكَمْ صَلّٰى قَالَ رَكْعَتَيْنِ ـ

২২৬০. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আয্‌রাক ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ বারযা আসলামী (রা)-কে আহওয়ায নামক স্থানে দেখলাম, তিনি আসরের সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কত রাক'আত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন, দু'রাক'আত।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম সফরে (সালাত) কসর করতেন এবং যে সালাত পূর্ণ করত তাঁরা তার প্রতিবাদ করতেন। লক্ষণীয় যখন সা'দ (রা)-কে বলা হলো যে, মিস্‌ওয়ার (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্‌দে ইয়াগুস (রা) সালাত পুরো করেন, তখন তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমরা (তাঁদের অপেক্ষা) অধিক জ্ঞাত। তিনি কিন্তু পূর্ণ করার ব্যাপারে তাদের কোন উযর গ্রহণ করেন নি। আর যে ব্যক্তিকে সালমান (রা) ইমামতির জন্য সম্মুখে অগ্রসর করে ছিলেন এবং তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তেরজন সাহাবী ছিলেন, সে ব্যক্তি যখন চার রাক'আত আদায় করেছিলো তখন সালমান (রা) তাঁকে বললেন, আমরা চার রাক'আত আদায় করলাম কেন ? আমাদের জন্য তো চারের অর্ধেক (দু'রাক'আত) যথেষ্ট ছিলো। বস্তুত উপস্থিত সাহাবাদের থেকে কেউ এ বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদ করেননি। এতে বুঝা যায় যে, সফরে পুরো সালাত আদায় করার বৈধতা তাঁদের মায্‌হাব ছিলো না।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, যে ব্যক্তিকে সালমান (রা) ইমামাতির জন্য সম্মুখে অগ্রসর করেছিলেন, তিনি এবং মিসওয়ার (রা) তাঁরা-তো উভয়ে সাহাবী এবং (সালাত) পূর্ণ করেছেন। সুতরাং এটি এবং সালমান (রা) ও তাঁর অনুসারী কর্তৃক সফরে পূর্ণ সালাত পরিত্যাগ করার ব্যাপারে যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন উভয়ের মধ্যে অবশ্যই ভিন্নতা ও বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়।

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, এতে তোমাদের স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। যেহেতু হতে পারে মিস্ওয়ার (রা) ও উক্ত ব্যক্তি এরূপ সফরো কসরকে বৈধ মনে করতেন না। তাঁদের উভয়ের মাযহাব ছিলো ঃ হজ্জ, উমরা ও জিহাদের সফর ব্যতীত অন্য কোনরূপ সফরে সালাতকে কসর করা হবে না। তাঁরা দু'জন ব্যতীত অন্যরা (সাহাবীরা) ও এ মত গ্রহণ করেছেন।

তাঁদের উভয় থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে যখন আমাদের উল্লিখিত বিশ্লেষণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অধিকাংশ সাহাবীগণের থেকে কসর করা প্রমাণিত রয়েছে তখন এটিকে তাঁদের থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী সাব্যস্ত করা যাবে না।

আর এ উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) অবশ্যই মিনাতে চার রাক'আত (সালাত) আদায় করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) প্রতিবাদ করেছেন এবং তাঁর সাথে উপস্থিত সাহাবীগণও প্রতিবাদ করেছেন। উসমান (রা) সালাত পূর্ণ পড়েছেন, নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে যা আমরা এ অনুচ্ছেদের যথাস্থানে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্। বস্তুত যখন আমাদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ থেকে সফরে সালাত পূর্ণ করার নয়, কসর করার রিওয়ায়াত রয়েছে, তখন আমাদের জন্য এর বিরোধিতা করে অন্য মত পোষণ করা জায়িয হবে না।

কেউ যদি বলে যে, তোমার কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ কোন রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছ, যাতে বুঝা যায় যে, সফরে ফরয সালাত দু'রাক'আত। তাহলে এটি তোমাদের বিরোধীদের মায্হাবের বিপক্ষে অকাট্য হিসাবে বিবেচিত হবে। উত্তরে আমরা বলব, হাঁ, আমাদের নিকট এরূপ রিওয়ায়াত রয়েছে ঃ

٢٢٦١–حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ح وَحَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الضَّرِيْرُ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

২২৬১. রবী'উল মুআয্যিন (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবী ﷺ -এর পবিত্র জবানীতে মুকীম অবস্থায় চার রাক'আত এবং সফর অবস্থায় দু'রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

٢٢٦٢–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَرَوْحٌ قَالَا ثَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِىِّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْمُطَرِّفِ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلٰوةُ الْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ -

২২৬২. আবূ বাক্রা (র) ..... উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের নবী ﷺ-এর যবানীতে কসর বিহীন পূর্ণরূপে (ঈদুল) আয্হার সালাত দু'রাক'আত, (ঈদুল) ফিত্রের (সালাত) দু'রাক'আত, জুমু'আর (সালাত) দু'রাক'আত ও সফরের সালাত দু'রাক'আত।

٢٢٦٣-حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

২৭৬৩. ইয়াযিদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে উমর (রা) খুত্বা প্রদান করেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٢٦٤-حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

২২৬৪. ইয়াযিদ ইব্ন সিনান (র) এবং ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন। পরে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٢٦٥-حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الضَّرِيْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২২৬৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... যুবায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি পরে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٢٦٦-حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ -

২২৬৬. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٦٧-حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ زُبَيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَنِ الثِّقَةِ -

২২৬৭. ফাহাদ (র) যুবায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন, পরে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি الثقة। উল্লেখ করেননি।

٢٢٦٨-حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ اِنِّىْ اُقِيْمُ بِمَكَّةَ فَكَمْ اُصَلِّىْ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ -

২২৬৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... মুসা ইব্ন সালাম (র) থেকে বর্ণান করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, আমি বললাম, আমি মক্কায় অবস্থান করছি, (এ অবস্থায়) আমি কত রাক'আত সালাত আদায় করব ? তিনি বললেন ঃ আবুল কাসিম ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী দু'রাক'আত।

٢٢٦٩-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالاَ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهِيَ تَمَامٌ -

২২৬৯. হাসান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মানসূর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরের সালাত দু'রাক'আত প্রবর্তন করেছেন এবং তা পূর্ণ সালাত।

٢٢٧٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২২৭০. আবূ বাকরা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, পরে তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢٧١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ اَنَّهُ سَأَلَ اِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ السَّفَرِ فَقَالَ اَخْشٰى اَنْ تُكَذَّبَ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ -

২২৭১. আবূ বাকরা (র) ..... সফওয়ান ইব্ন মুহ্‌রিয (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর (রা)-কে সফরের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমার আশংকা হয় যে, আমার উপর মিথ্যা আরোপিত হয়ে যায় না কি, সফরের সালাত দু'রাক'আত। যে ব্যক্তি সুন্নাতের বিরোধিতা করল সে কুফরী করল।

٢٢٧٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

২২৭২. আবূ বাক্‌রা (র) ..... মুআররিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সফওয়ান ইব্ন মুহ্‌রিয (র) উমর (রা)-কে জিজ্ঞাস্য করেছেন। পরে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন,

٢٢٧٣-حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ طَاؤُسًا عَنِ التَّطَوُّعِ فِيْ السَّفَرِ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ اَنَا اُحَدِّثُكَ اَنَا سَأَلْتُ طَاؤُسًا عَنْ هٰذَا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ فُرِضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلٰوةُ فِيْ الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِيْ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فَكَمَا يَتَطَوَّعُ هٰهُنَا قَبْلَهَا وَمِنْ بَعْدِهَا فَكَذٰلِكَ يُصَلِّيْ فِيْ السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا -

২২৭৩. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সফরে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে তাউস (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, (এর থেকে) কিসে

তোমাকে বিরত রাখছে। হাসান ইব্‌ন মুসলিম (র) বলেন, আমি তোমাকে বর্ণনা করছি, আমি এ বিষয়ে তাউস (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুকীম অবস্থায় চার রাক'আত এবং সফরে দু'রাক'আত সালাত ফরয করেছেন। যেমনিভাবে এখানে (মুকীম অবস্থায়) ফরয সালাতের পূর্বাপর নফল সালাত আদায় করা হয়, অনুরূপভাবে সফরেও ফরয সালাতের পূর্বপর (নফল সালাত) আদায় করা হয়।

٢٢٧٤-حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ اَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلٰوةِ الْحَضَرِ -

২২৭৪. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ প্রাথমিক অবস্থায় সালাত ফরয করা হয়েছে দু'রাক'আত। পরে সফরের সালাত বহাল রাখা হয়েছে এবং মুকীম অবস্থার সালাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

٢٢٧٥-حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২২৭৫. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন, পরে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٢٧٦-حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ هَلُمَّ فَكُلْ فَقَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ اُدْنُ حَتّٰى اُخْبِرَكَ عَنِ الصَّوْمِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلٰوةِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ -

২২৭৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... বনূ আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসেন, আর তখন তিনি ﷺ আহার করছিলেন। তিনি বললেন, এসো, খাও। তিনি বললেন, আমি সিয়ামরত। তিনি বললেন, নিকটে এসো, তোমাকে সিয়াম সম্পর্কে অবহিত করছি ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির থেকে অর্ধেক সালাত এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী নারী থেকে সিয়াম মওকূফ করে দিয়েছেন।

٢٢٧٧-حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

২২৭৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবুল আলা নিজ কাওমের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসেছিলেন, পরে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٢٧٨–حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ لِحَاجَةٍ فَاِذَا هُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ ـ

২২৭৮. নসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ কিলাবা (র) জনৈক ব্যক্তি থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি কোন এক প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসেছিলাম, তখন তিনি খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এসো, খাবার খাও, আমি বললাম, আমি তো সিয়ামরত। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক সালাত এবং সিয়াম মওকূফ করে দিয়েছেন।

٢٢٧٩–حَدَّثَنَا نَصْرُ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ قَالَ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِىْ قُشَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ ثُمَّ لَقِيْنَاهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ قِلاَبَةَ حَدِّثْهُ يَعْنِىْ اَيُّوْبَ فَقَالَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ اَنَّهُ ذَهَبَ فِىْ اِبِلٍ لَهُ فَانْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ ـ

২২৭৯. নসর (র) ..... বনূ কুশায়রের জনৈক শায়খ তাঁর চাচা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তারপর একদিন আমরা উক্ত শায়খের সাথে সাক্ষাত করলাম। তাঁকে আবূ কিলাবা বললেন, আইয়্যুবকে হাদীস বর্ণনা করুন। শায়খ বললেন, আমাকে আমার চাচা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর উটের ব্যাপারে গিয়েছিলেন, পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে পৌঁছে গেলেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং "গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণী নারী থেকেও" বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٢٢٨٠–حَدَّثَنَا نَصْرُ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ قَالَ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২২৮০. নাসর (র) ..... বনূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক গোত্রের আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ করল। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٢٨١–حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ هَانِىْ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بِلْحَرِيْشٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ هَلُمَّ فَاطْعِمْ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمَّ اُحَدِّثُكَ عَنِ الصِّيَامِ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلٰوةِ ـ

২২৮১. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... বিলহারিশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা সফর করতাম। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলাম, তিনি তখন

খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এসো, খাবার খাও। আমি বললাম, আমি তো সিয়াম পালন করছি। তিনি বললেন, এসো, সিয়াম সম্পর্কে আমি তোমাকে হাদীস বর্ণনা করছি ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির থেকে সিয়াম এবং অর্ধেক সালাত মওকূফ করে দিয়েছেন।

٢٢٨٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِى عَوَانَةَ عَنْ اَبِى بِشْرٍحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اُمَيَّةَ اَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِى اُمَيَّةَ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ اَلاَ تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ يَا اَبَا اُمَيَّةَ فَقُلْتُ اِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ-

২২৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন (র) ..... আবূ উমাইয়া (র) অথবা আবূ উমাইয়া গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সফর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসেছি। তিনি বললেন, হে আবূ উমাইয়া! তুমি কি খাবারের অপেক্ষা করবে না? আমি বললাম, আমি তো সিয়াম পালন করছি। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

পর্যালোচনা

বস্তুত এ সমস্ত হাদীস যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি, পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, মুসাফিরের ফরয হচ্ছে দু'রাক'আত। মুসাফিরের দু'রাক'আত হচ্ছে মুকীমের চার রাক'আতের অনুরূপ। যেমনিভাবে মুকীমের জন্য চার রাক'আতের উপর নিজ সালাতে বৃদ্ধি করা জায়িয নেই, অনুরূপভাবে মুসাফিরের জন্য নিজ সালাতে দু'রাক'আতের উপর বৃদ্ধি করা জায়িয নেই।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

এ বিষয়ে আমাদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে ফরয বলা হয় যেটা সম্পাদন করা (যার উপর ফরয তার জন্য) একান্ত জরুরী, এতে কম-বেশি করার কোন ইখ্তিয়ার তার নেই। আর ঐকমত্য অনুযায়ী নফল বলা হয় ব্যক্তি যদি চায় আদায় করতে পারে, যদি চায় পরিহার করতে পারে। বস্তুত এটি নফলের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে যেটি আদায় করা জরুরী, সেটি হচ্ছে ফরয। মুসাফিরের জন্য দু'রাক'আত আদায় করা (সর্বসম্মতভাবে) আবশ্যক। এরপরে (অতিরিক্ত) দু'রাক'আতের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। একদল আলিম বলছেন ঃ (অতিরিক্ত) দু'রাক'আত আদায় করা সঠিক (জায়িয) নয়। আর একদল আলিম বলছেন ঃ মুসাফিরের জন্য যদি সে ইচ্ছা করে তা আদায় করতে ও পারে, আর যদি ইচ্ছা করে তা পরিত্যাগও করতে পারে। অতএব যে দু'রাক'আত ফরযের গুণে গুণান্বিত, সে দু'রাক'আত ফরয হিসাবে বিবেচিত হবে, এবং পরবর্তী দু'রাক'আত যেহেতু নফলের গুণে গুণান্বিত, সেটি নফল হিসাবে বিবেচিত হবে। এতে প্রমাণিত হলো ঃ মুসাফিরের ফরয হচ্ছে দু'রাক'আত। যে সালাতে মুসাফিরের ফরয হচ্ছে দু'রাক'আত, সে সালাতে মুকীমের ফরয হচ্ছে চার রাক'াত। যেমনিভাবে মুকীমের জন্য চার রাক'আতের পরে সালাম ব্যতীত অন্য কিছু বৃদ্ধি করা সঠিক (জায়িয) নয়, অনুরূপভাবে মুসাফিরের জন্যও দু'রাক'আতের পরে সালাম ব্যতীত অন্য কিছু বৃদ্ধি করা সঠিক (জায়িয) নয়। বস্তুত এটি-ই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদে আমাদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। আর এটি হচ্ছে– আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি।

কেউ যদি বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের এক দল থেকে অবশ্যই বর্ণিত আছে, তাঁরা (সফরে) সালাত পূর্ণ আদায় করতেন। আর এ বিষয়ে মিনাতে উসমান (রা)-এর আমলের কথা উল্লেখ করা হয় এবং আয়েশা (রা)-এর আমল নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ঃ

٢٢٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اُكْمِلَتْ اَرْبَعًا وَاُثْبِتَتْ لِلْمُسَافِرِ قَالَ صَالِحٌ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ عُرْوَةُ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ اَرْبَعًا ـ

২২৮৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ প্রাথমিকভাবে সালাত দু'রাক'আত ফরয হয়েছে, তারপর চার রাক'আতে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং মুসাফিরের জন্য তা (চার রাক'আত) বহাল রাখা হয়েছে। সালিহ (র) বলেন, আমি এটি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-কে বর্ণনা করেছি। উরওয়া (র) বলেছেন ঃ আয়েশা (রা) সূত্রে আমাকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি সফরে চার রাক'আত আদায় করতেন।

٢٢٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الْكُوْفَةِ اِلَى الْمَدَائِنِ اَوْ مِنَ الْمَدَائِنِ اِلَى الْكُوْفَةِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اٰذِنُ لَكَ عَلٰى اَنْ لاَّتُفْطِرَ وَلاَ تَقْصُرَ قَالَ قُلْتُ وَاَنَا اَكْفَلُ لَكَ اَنْ لاَ اَقْصُرَ وَلاَ اُفْطِرَ ـ

২২৮৪. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইবরাহীম তায়মী (র)-এর পিতা ইয়াযীদ ইব্‌ন শুরাইক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রামাদান মাসে কুফা থেকে মাদায়িন অথবা মাদায়িন থেকে কুফা যাওয়ার জন্য হুযায়ফা (রা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে সিয়াম পালনের এবং (সালাত) কসর না করে পূর্ণ পড়ার শর্তসাপেক্ষ অনুমতি দিচ্ছি। রাবী বলেন, আমি বললাম, কসর না করা ও ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ) না করার ব্যাপারে আপনার শর্ত পালনের দায়িত্ব আমি আমার উপর নিচ্ছি।

٢٢٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْعِشَاءِ فَصَنَعْتُ شَيْئًا بِرَأْيِىْ فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ اَكُنْتَ تَرٰى اَنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُكَ لَوْصَلَّيْتَ اَرْبَعًا كَانَتْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تُصَلِّىْ اَرْبَعًا وَتَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ يُصَلُّوْنَ اَرْبَعًا ـ

২২৮৫. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন আউন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি মদীনায় এসে ইশা'র এক রাক'আত সালাত পেলাম। পরে আমি নিজের অভিমত অনুযায়ী কিছু একটা করলাম, পরে আমি

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর যে, তুমি চার রাক'আত আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে শাস্তি দিবেন ? উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) চার রাক'আত আদায় করতেন এবং বলতেন যে, মুসলমানরা চার রাক'আত আদায় করে থাকেন।

٢٢٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَىُّ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوَفِّى الصَّلٰوةَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَسَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

২২৮৬. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আতা (র)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন্ সাহাবী সফরে সালাত পুরো পড়তেন ? তিনি বললেন ঃ আয়েশা (রা) এবং সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ করতেন বলে আমার জানা নেই।

এ আতা (র) সা'দ (রা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, অথচ তাঁর থেকে আমরা যুহ্‌রী (র) এবং হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত (র)-এর বরাতে এর পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছি।

٢٢٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَيَّانَ الْبَارِقِىْ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ اِنِّى مِنْ بَعْثِ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَكَيْفَ اُصَلِّىْ قَالَ اِنْ صَلَّيْتَ اَرْبَعًا فَاَنْتَ فِىْ مِصْرٍ وَاِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَاَنْتَ مُسَافِرٌ -

২২৮৭. আবূ বাকরা (র) ..... হিব্বান আল-বারেকী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম যে, আমি ইরাকের সেনাবাহিনীর একজন সদস্য, আমি কিভাবে সালাত আদায় করব ? তিনি বললেন, (তুমি সফর অবস্থায়) যদি শহরে অবস্থান কর তাহলে চার রাক'আত আদায় কর এবং যদি (শহরের বাইরে) সফররত হও তাহলে দু'রাক'আত আদায় কর।

বস্তুত এ উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা), হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা), আয়েশা (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) তাঁদের থেকে অবশ্যই সফরে সালাত পুরো পড়ার বিষয়টি রিওয়ায়াত করা হয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজের মাযহাবের একটি যৌক্তিকতা রয়েছে, যা আমরা শীঘ্রই এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করব। এর সাথে সাথে আমরা যুক্তির নিরিখে কার পক্ষে এবং কার বিপক্ষে কোন্‌টি অবধারিত হয় সেটিও উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ্।

সুতরাং উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) যিনি মিনাতে সালাত পুরো পড়াতেন বলে আমরা উল্লেখ করেছি। আসলে বিষয়টি এরূপ ছিলো না যে, তিনি সফরে কসর পড়াকে অস্বীকার করেছেন। আর এটি তাঁর ব্যাপারে কিভাবে সন্দেহ করা যেতে পারে ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ الاية -

অর্থাৎ ঃ "তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে"। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মুসাফির) জন্য এ আয়াতে কসর পড়াকে বৈধ কর দিয়েছেন যখন তারা কাফির কর্তৃক ফিত্না সৃষ্টির আশংকা বোধ করবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ঃ এটি (কসর পড়া) তাদের জন্য ওয়াজিব যদি তারা (কাফিররা)

ঈমান গ্রহণ করেও ফেলে। আর এটি ই'লা ইব্ন মুন্ইয়া (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যা আমরা এ অনুচ্ছেদের শুরুতে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করে এসেছি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনাতে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, অথচ তারা ছিলেন তখন সংখ্যায় সর্বাধিক এবং সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। উসমান (রা) ও তাঁর সাথে ছিলেন। এতদসত্ত্বেও উসামন (রা) কর্তৃক মিনাতে সালাতকে পূর্ণ করা এবং সফরে কসর পড়াকে অস্বীকার করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে ? হাঁ অবশ্যই তিনি কোন (বিশেষ) কারণে মিনাতে কসর পড়েন নি; যে কারণ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

٢٢٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اِنَّمَا صَلَّى عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِنًى اَرْبَعًا لِاَنَّهُ اَزْمَعَ عَلَى الْمَقَامِ بَعْدَ الْحَجِّ -

২২৮৮. আবূ বাকরা (র) ..... যুহ্রী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উসমান (রা) যেহেতু হজ্জ সম্পাদনের পর ইকামতের (অবস্থান) নিয়্যত করে ফেলেছেন, এ জন্য তিনি মিনাতে চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

বস্তুত এ হাদীসে আমাদেরকে যুহ্রী (র) খবর দিয়েছেন যে, উসমান (রা) যেহেতু ইকামতের নিয়্যত করেছেন, এজন্য সালাতকে পুরো পড়েছেন। তাঁর এ পূর্ণ করার কারণ ছিলো যেহেতু তিনি মুকীম হয়ে গিয়েছিলেন। নিশ্চয় তিনি মুসাফিরের বিধান থেকে বেরিয়ে ইকামতের বিধানে দাখিল হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এ আমলের মধ্যে সফরের সালাত কিরূপ ? পুরো পড়া না, কসর করা, এ ব্যাপারে তাঁর মাযহাব কি ছিল, তার কোন প্রমাণ নেই।

(ইমাম) যুহ্রী (র) অন্য একটি কারণের কথাও বলেছেন ঃ

٢٢٨٩- فَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا اَيُّوْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اِنَّمَا صَلَّى عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِنًى اَرْبَعًا لِاَنَّ الْاَعْرَابَ كَانُوْا اَكْثَرَفِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ فَاَحَبَّ اَنْ يُّخْبِرَهُمْ اَنَّ الصَّلٰوةَ اَرْبَعٌ -

২২৮৯. আবূ বাকরা (র) ..... যুহ্রী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উসমান (রা) মিনাতে চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। যেহেতু ঐ বছর আরব বেদুঈনদের সংখ্যাধিক্য ছিলো। সালাত যে চার রাক'আত, তিনি তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়াটা উত্তম মনে করেছেন।

এ রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, উসমান (রা) যে আমল করেছেন, এর দ্বারা তিনি আরব বেদুঈনদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, সালাত হচ্ছে চার রাক'আত। এতে সম্ভাবনা থাকছে যে, যখন তিনি তাদেরকে তা দেখাবার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন তিনি ইকামতের নিয়্যত করে ফেলেছেন এবং মুকীম হয়ে গিয়েছেন। আর মুকীমের ফরয হচ্ছে চার রাক'আত, তাই তিনি তাদেরকে নিয়ে চার রাক'আত আদায় করেছেন। তিনি সেই কারণে মুকীম, যা মা'মার সূত্রে (র) যুহ্রী (র) থেকে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। অথবা এটিরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি উক্ত বিশেষ কারণে মুসাফির অবস্থায় উক্তরূপ আমল করেছেন। বস্তুত প্রথম ব্যাখ্যাই আমাদের নিকট অধিক শক্তিশালী। আল্লাহ্-ই উত্তম জ্ঞাত আছেন। যেহেতু আরব বেদুঈনরা সালাত এবং এর বিধি-বিধান সম্পর্কে উসমান (রা)-এর যুগ অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে অধিক অনবহিত

ছিলো; কারণ তারা (উসমান রা-এর যুগ অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর যুগে) জাহিলিয়্যাতের অধিক নিকটবর্তী ছিলো, সুতরাং তারা উসমান (রা)-এর যুগ অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর যুগে সালাতের ফরয সমূহেরও বিধান জানার অধিক মুখাপেক্ষী ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ﷺ যখন উক্ত কারণে সালাতকে পুরো আদায় করেননি বরং তা কসর করেছেন, যেন তারা তাঁর সাথে সফরের সালাত যথানিয়মে পড়তে পারে এবং তিনি তাদেরকে সফর অবস্থায় ইকামতের (মুকীমের) সালাত যথানিয়মে শিক্ষা দিতে সক্ষম হন, তখন তো উসমান (রা)-এর জন্য অধিক উপযোগী ছিলো উক্ত কারণে তাদেরকে নিয়ে সালাতকে পুরো আদায় না করা, বরং তিনি তাদেরকে নিয়ে সফর অবস্থায় যথানিয়মে সালাত আদায় করা প্রযোজ্য ছিলো এবং তাদেরকে বক্তব্যের মাধ্যমে মুকীমের সালাতের বিধান কিরূপ, তা শিক্ষা দিয়ে দিতেন।

অতএব এতে অবশ্যই আইয়্যুব (র) সূত্রে বর্ণিত যুহ্রী (র)-এর হাদীসের ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা অপেক্ষা মা'মার (র) সূত্রে বর্ণিত যুহ্রী (র)-এর হাদীসের ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। অপর একদল আলিম বলেছেন ঃ উসমান (রা) (মিনাতে) পুরো সালাত আদায় করেছেন, যেহেতু তাঁর মাযহাব ছিলো ঃ সে ব্যক্তি কসর আদায় করবে, যে কোন মন্যিলে অবতরণ করে সফরের সামান নিয়ে রওয়ানা হবে।

এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٢٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَمَّادُ وَاَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا يَقْصِرُ الصَّلٰوةَ مَنْ حَمَلَ الزَّادَ وَالْمَزَادَ وَحَلَّ وَارْتَحَلَ ـ

২২৯০. আবূ বাক্রা (র) ..... আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বলেছেন ঃ সে-ই ব্যক্তি কসরের সালাত আদায় করবে, যে ব্যক্তি সফরের পাথেয় ও পানির মশ্ক বহন করে এবং যে ব্যক্তি কোন মন্যিলে অবতরণ করে সফরের সামান নিয়ে রওয়ানা হয়।

٢٢٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهِ اَنْ لاَّيُصَلِّيَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ جَابٍ وَلاَ نَائِي وَلاَ تَاجِرٌ وَاِنَّمَا يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ كَانَ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ ـ

২২৯১. আবূ বাকরা (র) ..... আইয়াশ ইব্ন-আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উস্মান ইব্ন আফ্ফান (রা) নিজ গভর্ণরদের নিকট ফরমান জারী করে লিখেন ঃ খারাজ (ভূমিকর) উসূলকারী, লোকালয় থেকে দূরবর্তী চারণভূমিতে যাতায়াতকারী ও ব্যবসায়ী দু'রাক'আত কসরের সালাত আদায় করবে না, বরং কসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে সেই ব্যক্তি, যার সাথে সফরের পাথেয় এবং পানির মশক রয়েছে।

٢٢٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ وَاَبُوْ عُمَيْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيَّ اَخْبَرَهُمْ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ الْجَرْمِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَبِى الْمُهَلَّبِ قَالَ كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُوْنَ اِمَّا لِتِجَارَةٍ وَاِمَّا لِجِبَايَةٍ وَاِمَّا لِحَشْرٍ ثُمَّ يَقْصُرُوْنَ الصَّلٰوةَ وَاِنَّمَا يُقْصِرُ الصَّلٰوةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا اَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ قَالَ وَكَانَ مَذْهَبُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ لاَّ يَقْصُرَ الصَّلٰوةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ يَحْتَاجُ اِلٰى حَمْلِ الزَّادِ

وَالْمَزَادِ وَمَنْ كَانَ شَاخِصًا فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِيْ مِصْرٍ مُسْتَغْنِيًابِهِ عَنْ حَمْلِ الزَّادِ وَالْمَزَادِ فَانَّهُ يَتِمُّ الصَّلٰوةَ ـ

২২৯২. আবূ বাকরা (র) ..... আব্দুল মুহাল্লাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) লিখিত ফরমান জারী করেন যে, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে, এক দল লোক ব্যবসা অথবা খারাজ (ভূমিকর) উসূল করার জন্য অথবা লোকালয় থেকে দূরবর্তী চারণভূমিতে বের হয়ে সালাতকে কসর করে। অথচ সালাত কসর করবে সে-ই ব্যক্তি, যে সফরে যাত্রা করবে অথবা শত্রুর সম্মুখে অবস্থানরত হবে। আর উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর মাযহাব হচ্ছে, একমাত্র সেই ব্যক্তি কসর করবে, যে সফরের পাথেয় ও পানির মশ্‌ক বহনের মুখোপেক্ষী এবং সফরে যাত্রারত। আর যে ব্যক্তি শহরে অবস্থান করবে এবং পাথেয় ও পানির মশ্‌ক বহন থেকে মুক্ত, সে ব্যক্তিকে পুরো সালাত পড়বে।

তাঁরা বলেছেন ঃ এ জন্যই তিনি (উসমান রা) মিনাতে সালাত পুরো আদায় করেছেন। যেহেতু সে সময়ে মিনার অধিবাসী অধিক ছিলো, যাতে করে সেটি শহরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো এবং সফরের পাথেয় ও পানির মশ্‌ক বহন থেকে মুক্ত হয়ে পড়েছিলো।

বস্তুত এ মতটি আমাদের নিকট অসার ও ভ্রান্ত হিসাবে বিবেচিত। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগ অপেক্ষা উসমান (রা)-এর যুগে মিনা মক্কা অপেক্ষা অধিক আবাদ ছিলো না। (বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে এমনিভাবে মক্কা মিনা অপেক্ষা বড় ছিলো, অনুরূপভাবে উসমান (রা)-এর যুগেও তাই ছিল)। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় দু'রাক'আত আদায় করেছেন, তাঁর পরে এতে আবূ বকর (রা) অনুরূপ সালাত (দু'রাক'আত) আদায় করেছেন। তারপর আবূ বকর (রা)-এর পরে উমর (রা) এতে অনুরূপ সালাত আদায় করেছেন। যখন মক্কাতে সফরের পাথেয় ও পানির মশক বহনের প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও তাতে সালাত কসর করা হয়, তাহলে মক্কা অপেক্ষা ছোট ছোট স্থান (শহর, উপশহর গুলোতে অনুরূপ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়)। এতে অবশ্যই মা'মার সূত্রে যুহ্‌রী থেকে বর্ণিত প্রথম মত ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মতের অসারতা প্রমাণিত হলো যে, উস্‌মান (রা) উল্লেখিত কোন এক কারণে কসর সালাত পড়েছেন। যেহেতু সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি উক্ত (ইকামতের) কারণে সালাতকে পুরো পড়েছেন। আর উক্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে, তিনি ইকামাতের নিয়্যতের কারণে সালাতকে পুরো পড়েছেন।

আর যে রিওয়ায়াতটি আমরা হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করে এসেছি, এতেও সফরে পুরো সালাত আদায় করার স্বপক্ষে কোনরূপ দলীল নেই যে, এটি পুণ্য কর্মের সফর ছিলো, না অন্য সফর ছিলো ? যেহেতু হতে পারে তাঁর অভিমত ছিলো, যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরা অথবা জিহাদ (ইত্যাদির) সফর করবে, সে-ই একমাত্র সালাতকে কসর পড়বে। যেমন– ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٢٢٩٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَرَى التَّقْصِيْرَ اِلاَّ لِحَاجٍّ اَوْ مُجَاهِدٍ ـ

২২৯৩. আবূ বাকরা (র) ..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হজ্জ অথবা উমরা আদায়কারী এবং মুজাহিদ ব্যতীত কসর সালাত পড়া জায়িয মনে করতেন না।

সম্ভবত হুযায়ফা (রা)-এর মাযহাব অনুরূপ ছিলো। তিনি তায়মী (র)-কে সালাত কসর না করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেহেতু তাঁর সফর হজ্জ কিংবা জিহাদের উদ্দেশ্যে ছিলো না; বরং অন্য সফর ছিলো। অতএব তাঁর উক্ত হাদীসে ঐ ব্যক্তির জন্য দলীল হওয়া খণ্ডন হয়ে গেল, যে ব্যক্তি সফরে মুসাফিরের জন্য সালাত পুরো পড়াকে জায়িয মনে করে।

আর এ বিষয়ে ইব্ন উমর (রা) থেকে যে রিওয়ায়াত আমরা বর্ণনা করে এসেছি। যেহেতু হাইয়ান (র)-এর হাদীসে আছে যে, তিনি কোন এক শহরে অবস্থানকালে তাঁকে (ইব্ন উমর রা) জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তাঁকে তিনি বলেছেন ঃ আমি ইরাকী সেনাবাহিনীর এক জন সদস্য, আমি কিভাবে সালাত আদায় করব ? তাঁকে ইব্ন উমর (রা) উত্তরে বললেন, তুমি যদি শহরে অবস্থান কর তাহলে চার রাক'আত আদায় করবে, আর যদি তুমি মুসাফির তথা সফরে থাক তাহলে দু'রাক'আত আদায় করবে। এতে বুঝা গেল যে, শহরে মুসাফিরের সালাতের ব্যাপারে তাঁর মাযহাব এরূপ ছিলো (অর্থাৎ চার রাক'আত) তাঁর থেকে সফওয়ান ইব্ন মুহারিয (র) রিওয়ায়াত করেছেন, যখন তিনি তাঁকে সফরের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন যে, তা দু'রাক'আত। যে ব্যক্তি সুন্নাতের বিরোধিতা করল সে কুফরী করল। বস্তুত এটি শহর ভিন্ন অন্য স্থানের সালাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এ ব্যখ্যা এজন্য, যাতে এটি হাইয়ান (র)-এর রিওয়ায়াতের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়ে যায়। অতএব হাইয়ান (র)-এর হাদীস শহরে মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে; আর সফওয়ান (র)-এর হাদীস শহর ভিন্ন অন্য স্থানে মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে (বলে মনে করা যায়)। এ অনুচ্ছেদের শেষাংশে আমরা এর দলীল বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো, ইনশাআল্লাহ।

এ বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

٢٢٩٤- وَاَمَّا مَارُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فِىْ ذٰلِكَ فَاِنَّ اَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَلٰى اَنْ تُصَلِّىَ فِى السَّفَرِ اَرْبَعًا فَقَالَ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ اِتْمَامِ الصَّلٰوةِ بِمِنًى -

২২৯৪. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উরওয়া (র)-কে বললাম, আয়েশা (রা) যে সফরে চার রাক'আত আদায় করতেন, তা তিনি কিভাবে করতেন ? তিনি বললেন, মিনাতে সালাত পুরো পড়ার ব্যাপারে উসমান (রা) যে ব্যাখ্যা করেছেন, অনুরূপ ব্যাখ্যা আয়েশা (রা) ও করেছেন।

আর মিনাতে উসমান (রা) কর্তৃক সালাত পুরো পড়ার ব্যাপারে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি। এ বিষয়ে বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা ছিলো এই যে, তিনি ইকামতের (অবস্থান করার) নিয়্যত করার কারণে সালাত পূর্ণরূপে আদায় করেছেন। যদি আয়েশা (রা) এ কারণে সালাতকে পুরো পড়ে থাকেন তাহলে হতে পারে সফর অবস্থায় যেখানেই সালাতের সময় হতো তিনি সে স্থানেই ইকামতের নিয়্যত করে ফেলতেন, যাতে করে তাঁর উপর সালাত পুরো পড়া ওয়াজিব হয়ে যেত, একারণে তিনি সালাত পুরো পড়তেন। তাহলে তিনি মুকীমদের বিধানের আওতায় থেকে সালাত পুরো আদায় করতেন, মুসাফিরদের বিধানের আওতায় থেকে নয়।

একদল আলিম বলেছেন ঃ আয়েশা (রা) যে এরূপ করতেন, তা এ কারণ ব্যতীত অন্য কারণেও ছিলো। আর তা হচ্ছে– আমি আবূ বাকরা (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আবূ উমর (র) বলেছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলতেন, যে স্থানে আমি অবতরণ করি সেটি আমার মন্‌যিল (বাড়ি), যাতে কিছুক্ষণ অবস্থান করার কারণে সেটিকে তাঁর মন্‌যিল হিসাবে পরিগণিত করতেন এবং সালাতকে পুরো আদায় করতেন।

বস্তুত এ বিশ্লেষণটি আমার নিকট অসাররূপে বিবেচিত। কেননা আয়েশা (রা) যদিও মু'মিনদের জননী; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো মু'মিনদের পিতা রূপে স্বীকৃত, আর তিনি মু'মিনদের সাথে আয়েশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী। তিনি যখন কোন মন্‌যিলে অবস্থান করতেন এতে সফরের বিধান থেকে (যাতে সালাতকে কসর পড়া হয়) ইকামতের বিধানের দিকে (যাতে সালাতকে পুরো পড়া হয়) বের হয়ে যেতেন না।

একদল আলিম বলেছেন ঃ কসর সালাত পড়ার ব্যাপারে আয়েশা (রা)-এর মাযহাব ছিলো, যে ব্যক্তি সফরের পাথেয় এবং পানির মশক বহন করে সফরের উদ্দেশ্যে বের হয় সে ব্যক্তি কসর আদায় করবে, যা আমরা উসমান (রা) থেকে রিওয়ায়াত করে এসেছি। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর এরূপ যথেষ্ট সফর করতেন আর এ অর্থেই তিনি সালাত কসর পড়াকে পরিত্যাগ করেছেন। যখন উস্‌মান (রা) এবং আয়েশা (রা)-এর আমল সংক্রান্ত এ সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অভিন্ন ও সমপর্যায়ভুক্ত, অতএব সালাত কসর পড়াকে কোন বস্তু অপরিহার্য করে, তা খতিয়ে দেখা আমাদের জন্য নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

তাহাবী (র) এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত এ বিষয়ে মৌলিক নীতি হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কেউ যদি নিজ বাড়িতে মুকীমরূপে অবস্থান করে তাহলে তার সালাতের বিধান হচ্ছে ইকামতের বিধান, তার এ ইকামত (অবস্থান) ইবাদত কিংবা গুনাহের কারণে হউক, এর কোন কিছুই তার বিধানকে পরিবর্তন করবে না। সালাতকে পুরো আদায় করার বিধান তার উপর শুধুমাত্র ইকামতের দ্বারাই ওয়াজিব, ইবাদত কিংবা গুনাহের সাথে এর কোনরূপ সম্পর্ক নেই। তারপর সে যখন সফর করবে এতে সে ইকামতের বিধান থেকে বের হয়ে যাবে। আর এ বিষয়ে অবশ্যই মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। একদল আলিম বলেছেন, ইবাদত সংশ্লিষ্ট সফর ব্যতীত তার উপর কসর পড়ার বিধান ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে অপর একদল আলিম বলেছেন, উভয় অবস্থায়-ই তার জন্য কসর পড়ার বিধান ওয়াজিব হবে।

অতএব যখন ইকামত অবস্থায় সালাত পুরো আদায় করার বিধান তার উপর একমাত্র ইকামতের দ্বারাই আরোপিত হয়, ইবাদত কিংবা গোনাহের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে কসর করার বিধানও এরূপ হওয়া যুক্তির দাবি যে, সফর অবস্থায় সালাত সংক্ষিপ্ত করা তার উপর একমাত্র সফরের দ্বারা-ই আরোপিত হয়, ইবাদত কিংবা গোনাহের সাথে এর কোন রূপ সম্পর্ক নেই। তাই মুক্তাদি শহরে বা অন্য যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, সে মুক্তাদিই থাকে। তাকে সালাতে কসর করতে হবে। এটি-ই হচ্ছে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ এবং অনুসন্ধানমূলক পর্যালোচনা, যা আমরা বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করেছি। এটাই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٦٣- بَابُ الْوِتْرِ هَلْ يُصَلِّى فِى السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَمْ لَا

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যানবাহনের উপর বিত্‌র পড়া যাবে কি-না ?

٢٢٩٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ -

২২৯৫. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যানবাহনের গতি যেদিকে হত, সেদিকে হয়েই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহনের উপরে সালাত আদায় করেছেন এবং তার উপরে বিত্‌রও আদায় করতেন; কিন্তু তার উপরে তিনি ফরয সালাত আদায় করতেন না।

٢٢٩٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيْتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَوَلَيْسَ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ -

২২৯৬. ইউনুস (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে মক্কার পথে সফর করছিলাম। যখন আমি সুব্‌হি সাদিক হয়ে যাওয়ার আশংকা করলাম তখন (বাহন থেকে) অবতরণ করলাম এবং বিত্‌র আদায় করে নিলাম। পরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে বললেন, কোথায় ছিলে ? আমি বললাম, আমি ফজর (সুবহি সাদিক) হয়ে যাওয়ার আশংকা করলাম; তাই (বাহন থেকে) অবতরণ করে বিত্‌র আদায় করে নিলাম।
এতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত নেই ? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! তাতো অবশ্যই। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের উপরে বিত্‌র আদায় করেছেন।

٢٢٩٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِى الْوَزِيْرِ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِى الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ -

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِى الْوَزِيْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২২৯৭. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজ বাহনের উপরে বিত্র আদায় করেছেন।

ইব্রাহীম ইব্ন আবুল ওয়াযীর (র) বলেন, আবূ মা'শার ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম উপরোক্ত মত পোষণ করে বলেছেন যে, অপরাপর নফলের ন্যায় মুসাফিরের জন্য নিজ বাহনের উপর বিত্র আদায় করাতে দোষ নেই। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসসমূহ এবং তাঁর পরে ইব্ন উমর (রা)-এর আমল দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে উক্ত বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে বলেন ঃ কারো জন্য বাহনের উপরে বিত্র পড়া জায়িয নয়। বরং তা ভূমিতে (অবতরণ করে) আদায় করবে, যেমনিভাবে ফরয সালাতের বেলায় করা হয়।

এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٢٩٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَيُوْتِرُ بِالْاَرْضِ وَيَزْعَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ كَذٰلِكَ -

২২৯৮. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজ বাহনের উপরে (নফল) সালাত আদায় করতেন এবং বিত্র আদায় করতেন ভূমিতে অবতরণ পূর্বক। আর তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করতেন।

বস্তুত এটি প্রথমোক্ত আলিমদের উক্তির পক্ষে পেশ করা দলীলের পরিপন্থী, যা আমরা ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করে এসেছি। পক্ষান্তরে ইব্ন উমর (রা) থেকে তাঁর আমল সম্পর্কে এর বিপরীতও বর্ণিত আছে যা পরবর্তী মত পোষণকারীদের অনুকূলে।

٢٢٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَبَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ عَلٰى بَعِيْرِهٖ اَيْنَ مَاتَوَجَّهَ بِهٖ فَاِذَا كَانَ فِى السَّحَرِ نَزَلَ فَاَوْتَرَ -

২২৯৯. আবূ বাক্‌রা (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) সফর অবস্থায় নিজ উটের উপরে যেদিকে তার গতি হত, সেদিকে হয়ে সালাত আদায় করতেন। আর শেষ রাতে (বাহন থেকে) অবতরণ করে বিত্র আদায় করতেন।

٢٣٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

২৩০০. আবূ বাক্‌রা (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে; তিনি বলেছেন ঃ আমি মক্কা এবং মদীনার মাঝে (সফরে) ইব্ন উমর (রা)-এর সফর সাথী ছিলাম। তারপর তিনি পূর্বের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٠١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَحْوَهُ -

২৩০১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) বর্ণনা করেন যে ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

তাঁরা বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমরা যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছি, সে হাদীসে এবং তাঁরই সূত্রে তাঁর আমল সংক্রান্ত যে হাদীস বর্ণনা করেছি, যা কি না প্রথমোক্ত আলিমরা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী।

বস্তুত প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমদের দলীল (মতামত) হলো যে, তাঁরা ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র) কর্তৃক বর্ণিত (বাহনের উপরে বিত্‌র আদায় করা সংক্রান্ত) হাদীসকে হান্‌যালা (র) কর্তৃক বর্ণিত (ভূমিতে বিত্‌র পড়া সংক্রান্ত) হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেন না। তবে তাঁরা ইব্‌ন উমর (রা) থেকে ভূমিতে তাঁর বিত্‌র আদায় করা সংক্রান্ত যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; হতে পারে তিনি তা করেছেন এবং বিত্‌র বাহনের উপরে আদায় করাও জায়িয আছে, যেমনিভাবে নফল সালাত ভূমিতে আদায় করা জায়িয হওয়ার সাথে সাথে তা বাহনের উপরে আদায় করাও জায়িয। অতএব বাহনের উপরে তাঁর সালাত আদায় করায় বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর জন্য বাহনের উপরে সালাত আদায় করা জায়িয। আর ভূমিতে তাঁর সালাত আদায় করায় বাহনের উপরে সালাত আদায় করার অবৈধতার প্রমাণ বহন করে না। যেমনিভাবে নিম্নোক্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

٢٣٠٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَرُبَمَا نَزَلَ فَاَوْتَرَ عَلَى الْاَرْضِ -

২৩০২. ফাহাদ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা) নিজ বাহনের উপরে বিত্‌র আদায় করতেন, আবার কখনো অবতরণ পূর্বক ভূমিতে বিত্‌র আদায় করতেন।

সম্ভবত মুজাহিদ (র) তাঁকে ভূমিতে নেমে বিত্‌র আদায় করতে দেখেছেন। কিন্তু বাহনের উপরে বিত্‌র আদায় করার ব্যাপারে তাঁর মত কি ছিল তা তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। সুতরাং তিনি তাঁর থেকে যা দেখেছেন যথা ভূমিতে বিত্‌র আদায় করার সংবাদ দিয়েছেন। আর তাঁর ভূমিতে বিত্‌র আদায় করা তাঁর বাহনের উপরেও বিত্‌র আদায় করাকে অস্বীকার করেনা। তারপর সালিম (র), নাফি' (র) ও আবুল হুবাব (র) তাঁরই (ইব্‌ন উমর রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিজ বাহনের উপরে বিত্‌র পড়তেন।

বস্তুত এ বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের বিধান সুদৃঢ় ও কঠোর হওয়ার পূর্বে বাহনের উপরে বিত্‌র আদায় করতেন। তারপর পরবর্তীতে বিধান সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং এটিকে বর্জনের অনুমতি দেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে (ওয়াজিব হওয়া) তাঁর থেকে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٢٣٠٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ الْغَافِقِيُّ عَنْ عَمِّهٖ اِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰه ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ اَوْمٰى اِلَيْهَا اَنْ تَنَحِّىْ وَقَالَ هٰذِهِ صَلٰوةٌ زِدْتُمُوْهَا ـ

২৩০৩. আহমদ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) ..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করতেন, আর আয়েশা (রা) তাঁর সম্মুখে প্রস্থ হয়ে শুয়ে থাকতেন। যখন তিনি বিত্র আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তাঁকে সরে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করতেন এবং বলতেন "এটি এরূপ সালাত, যা তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে"।

٢٣٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىُّ قَالَ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ اَيُّوْبَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৩০৪. আব্দুর রহমান ইব্নুল জারূদ (র) ..... মূসা ইব্ন আইয়্যুব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٠٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ وَاللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُرَّةَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ هِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ اَلْوِتْرُ اَلْوِتْرُ ـ

২৩০৫. ইউনুস (র) ..... খারিজা ইব্ন হুযাফা আদবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি সালাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। লাল বর্ণের বহু উট থেকেও তা তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। ইশার সালাত ও সুবহি সাদিক উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে। এই সালাতটি হল বিত্র, বিত্র"।

٢٣٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৩০৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٠٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ اَنَّ اَبَا تَمِيْمٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ الْجَيْشَانِىِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلٰوةً فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى صَلٰوةِ الصُّبْحِ الْوِتْرَ الْوِتْرَ اَلاَ وَاِنَّهُ اَبُوْ بُصْرَةَ الْغِفَارِىُّ قَالَ اَبُوْ تَمِيْمٍ فَكُنْتُ اَنَا وَاَبُوْ ذَرٍّ قَاعِدَيْنِ فَاَخَذَ اَبُوْ ذَرٍّ بِيَدِىْ فَانْطَلَقْنَا اِلٰى اَبِىْ بُصْرَةَ

فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ الْبَابِ الَّذِيْ يَلِيْ دَارَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا اَبَا بُصْرَةَ اَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلٰوةً فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الْوِتْرَ الْوِتْرَ فَقَالَ اَبُوْ بُصْرَةَ نَعَمْ قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ اَنْتَ تَقُوْلُ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ نَعَمْ -

২৩০৭. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এমন একটি সালাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তোমরা তা ইশার সালাত ও ফজরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় কর। আর সে সালাতটি হল বিত্র, আর সে সালাতটি হল বিত্র। আর সেই সাহাবী হলেন আবূ বাস্রা আল-গিফারী (রা)। রাবী আবূ তামীম (র) বলেন, আমি এবং আবূ যর (রা) বসা ছিলাম। আবূ যর (রা) আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা আবূ বাস্রা (রা)-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চললাম। আমরা তাঁকে সে দরজার কাছে পেলাম যা আমর ইব্নুল আস (রা)-এর বাড়ীর নিকটবর্তী। আবূ যর (রা) বললেন, হে আবূ বাস্রা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এমন একটি সালাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা তোমরা ইশার সালাত ও সুবহি সাদিকের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় কর? আর সে সালাতটি হল বিত্র, বিত্র। আবূ বাস্রা (রা) বললেন, হাঁ, (আমি শুনেছি), তিনি বললেন, তুমি তা শুনেছ? তিনি বললেন, হাঁ (শুনেছি)। তিনি (আবূ যর) বললেন, তুমি কি বলছ যে, আমি তাঁকে (ﷺ) তা বলতে শুনেছি? তিনি (আবূ বাস্রা) বললেন, হাঁ শুনেছি।

বস্তুত এ হাদীসসমূহে বিত্রের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং কারো জন্য তা বর্জনের অনুমতি দেয়া হয় নি। অথচ ইতিপূর্বে তা এরূপ গুরুত্ববহ ও তাগিদযুক্ত ছিল না। সম্ভবত ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক বাহনের উপরে বিত্র আদায় করা তা গুরুত্ববহ ও তাগিদযুক্ত হওয়ার পূর্বের ঘটনা ছিল। তারপর তা গুরুত্ববহ (ওয়াজিব) হয়ে রুখসত তথা (বাহনের উপর আদায়ের) অনুমতি রহিত হয়ে গিয়েছে। (সুতরাং বিত্র ওয়াজিবরূপে সাব্যস্ত হবে)।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সর্ববাদিসম্মত নীতি হচ্ছে, দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও কারো জন্য ফরয সালাত বসে আদায় করা জায়িয নয় এবং দাঁড়ানো ও অবতরণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সফরে নিজ বাহনের উপরে ফরয সালাত আদায় করা তার জন্য জায়িয হবে না। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, কোন ব্যক্তি (দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) নফল সালাত ভূমিতে বসে আদায় করে এবং সফরে নিজ বাহনের উপরে তা আদায় করে, আর এটি জায়িয। অতএব দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে সালাত বসে আদায় করা হয়, সেটি সফরেও নিজ বাহনের উপরে আদায় করা যাবে। পক্ষান্তরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে সালাত বসে আদায় করা যায় না, সেটি সফরে নিজ বাহনের উপরে আদায় করা যাবে না। আর এটিই হচ্ছে সর্ববাদিসম্মত নীতি।

তারপর আমরা বিত্রের বিষয়টি লক্ষ্য করেছি যে, বিত্রের ব্যাপারে তাঁদের (আলিমদের) ঐকমত্য হচ্ছে যে, দাঁড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কারো জন্য তা ভূমিতে বসে আদায় করা জায়িয হবে না। অতএব যুক্তির দাবি হচ্ছে, সে সফরের বাহনের উপরে বিত্র আদায় করতে পারবে না, যদি সে অবতরণের সামর্থ্য রাখে।

এরই প্রেক্ষিতে আমার নিকট প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বাহনের উপরে বিত্‌র আদায় করা রহিত হয়ে গিয়েছে। আর এতে বিত্‌র ফরয কিংবা নফল হওয়ার কোন দলীল নেই। এটিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও অভিমত।

٦٤- بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِيْ صَلٰوتِهٖ فَلَا يَدْرِىْ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কেউ তিন রাক'আত না চার রাক'আত আদায় করেছে, এ বিষয়ে যদি সন্দিহান হয়

٢٣٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا زَمْعَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَلَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ۔

২৩০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সালাত আদায়কালে তোমাদের কারো কাছে যখন শয়তান আসে এবং সালাতের বিষয়ে তাকে সন্দেহে ফেলে দেয়, ফলে সে বুঝতে পারে না কত রাক'আত সে আদায় করল, তবে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় সে যেন দুই সিজ্‌দা সাহো (سهو) করে।

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ۔

২৩০৯. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣١٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا اِدْرِيْسُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ۔

২৩১০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌কিয (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهٗ۔

২৩১১. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায়কালে বুঝতে পারে না যে, সে তিন রাক'আত না চার রাক'আত আদায় করেছে। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنِ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ۔

২৩১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন আল-বাগদাদী (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣١٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৩১৩. হুসাইন ইব্‌ন নস্‌র (র) ..... আবূ সালমা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ـ

২৩১৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়ায়াতে তিনি 'তারপর সালাম ফিরাবে' বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٢٣١٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ وَلّٰى وَلَهُ ضُرَاطٌ فَاِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ يَلْتَمِسُ الْخِلَاطَ فَاِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ مَنَّاهُ وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَتِهِ مَالَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى لَايَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ

২৩১৫. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে। যখন সালাত শুরু হয় তখন (শয়তান) সন্দেহ সৃষ্টি করার সুযোগ সন্ধানে লেগে যায়। তোমাদের কারো কাছে যখন সে আসে, তখন তার মনে আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলে এবং এরূপ প্রয়োজনীয় বস্তু স্মরণ করিয়ে দেয়, যা সে স্মরণ করতে পারছিল না। তারপর এমন হয়ে যায় যে, সে কত রাক'আত আদায় করেছে তা বুঝতে পারে না। তোমাদের কারো যদি এ রকম কিছু হয়, তবে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় সে যেন দুই সিজ্‌দা (সাহো) করে।

٢٣١٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَا ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِلَالُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ

২৩১৬. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমাদের কারো সালাত আদায়কালে যদি

সে বুঝতে না পারে তিন রাক'আত না চার রাক'আত আদায় করেছে, তবে সে যেন (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দুই সিজ্‌দা (সাহো) করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম উপরোক্ত হাদীসগুলোর মর্ম গ্রহণ করে বলেছেন যে, এটি (বিধান) হচ্ছে সেই ব্যক্তির যার সালাতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই সে বুঝতে পারে না (সালাত) কম হয়েছে, না বেশি। তাহলে সে যেন (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দুই সিজ্‌দা (সাহো) করে। তারপর সালাম ফিরাবে। তার জন্য আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধী মত পোষণ করে বলেছেন ঃ বরং কম (সংখ্যার) উপর ভিত্তি করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে জানা না হবে যে, সে কত রাক'আত আদায় করেছে। আর তাঁরা বলেছেন, "দুই সিজ্‌দা (সাহো) ব্যতীত মুসল্লীর উপরে অন্য কিছু নেই" আলোচ্য হাদীস এ কথার দলীল বহন করে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দুই সিজদা অপেক্ষা অতিরিক্ত বস্তু বর্ণিত আছে এবং তিনি মুসল্লীর উপরে দুই সিজ্‌দার পূর্বে ইয়াকীন (নিশ্চিত জ্ঞান) এর উপর ভিত্তি করাকে জরুরী করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা বিদূরিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে জানবে; যার অপরিহার্যতা তার উপর সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর ﷺ থেকে কিছু হাদীস পেশ করা গেল ঃ

٢٣١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا اِسْمٰعِيْلُ الْمَكِّيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اُذَاكِرُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَمْرَ الصَّلٰوةِ فَاَتٰى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَشْهَدُ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتّٰى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ -

২৩১৭. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি উমর (রা)-এর সাথে সালাতের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) এলেন। তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি"? আমরা বললাম, "হাঁ, বর্ণনা করুন"। তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো সালাত আদায়কালে কমের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে যথারীতি আদায় করবে যতক্ষণ না বেশির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়"।

٢٣١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ اِذَا نَسِيَ صَلٰوتَهُ فَلَمْ يَدْرِ اَزَادَ اَمْ نَقَصَ مَا اُمِرَ فِيْهِ قَالَ قُلْتُ مَا سَمِعْتَ اَنْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ شَيْئًا قَالَ لَا وَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ فِيْهِ شَيْئًا وَلَا سَاَلْتُ عَنْهُ اِذْ

جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ فِيْمَا اَنْتُمَا فَاَخْبَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ سَأَلْتُ هٰذَا الْفَتٰى عَنْ كَذَا فَلَمْ اَجِدْ عِنْدَهُ عِلْمًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لٰكِنْ عِنْدِىْ لَقَدْ سَمِعْتُ ذَاكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْتَ عِنْدَنَا الْعَدْلُ الرَّضِيُّ فَمَاذَا سَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَاِذَا شَكَّ فِى الثَّلٰثِ اَوِ الْاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلٰثًا حَتّٰى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِى الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ـ

২৩১৮. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, "হে ইব্‌ন আব্বাস! তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সেই ব্যক্তির বিষয়ে বলতে শুনেছ, যার সালাতে ভুল হয়ে যায়, ফলে সে (সালাত) বেশি হল, না কম হল বুঝতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি কি নির্দেশ প্রদান করেছেন" ? তিনি বলেন, "আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ বিষয়ে কি আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কিছু শুনেন নি" ? তিনি বললেন, "না, আল্লাহর কসম, এ বিষয়ে আমি কিছু শুনি নি এবং এ বিষয়ে তাঁকে আমি জিজ্ঞাসাও করিনি"। এমন সময় আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) এলেন এবং বললেন, আপনারা কি নিয়ে আলোচনা করছেন ? উমর (রা) তাঁকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি (উমর রা) বললেন, আমি এই যুবককে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর কাছে (এর) তথ্য পাইনি। আবদুর রহমান (রা) বললেন, কিন্তু আমার কাছে এর তথ্য বিদ্যমান আছে। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি"। এতে উমর (রা) বললেন, "আপনি আমাদের নিকট ন্যায়নিষ্ঠ ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত ব্যক্তি। আপনি কি শুনেছেন" ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ "তোমাদের কারো যখন সালাত আদায়কালে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, এক রাক'আত না দুই রাক'আত আদায় করেছে, তবে এক রাক'আত বলে ধরবে। আর যদি তিন রাক'আত না চার রাক'আত এই বিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে তিন রাক'আত বলে ধরবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বেশির ব্যাপারে সন্দেহ হয়। তারপর সালাম ফিরাবার পূর্বে দুই সিজ্‌দা (সাহো) করবে"।

٢٣١٩– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ وَهْبُ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ وَيَدَعِ الشَّكَّ فَاِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَقَصَتْ فَقَدْ اَتَمَّهَا وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِمَانِ لِلشَّيْطَانِ وَاِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَ مَازَادَ وَسَجْدَتَانِ لَهُ نَافِلَةً ـ

২৩১৯. রবী'উল জীযী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের কারো সালাত আদায়কালে যদি এমন হয় যে, তিন রাক'আত হল না চার রাক'আত

তা বুঝতে পারে না তবে সন্দেহ পরিত্যাগ করে ইয়াকীন (নিশ্চিত জ্ঞান) এর উপর ভিত্তি করবে। যদি তার সালাত (আদতে) কম হয়ে থাকে তাহলে তো সে সালাত পূর্ণ করল, আর দুই সিজ্‌দা (সাহো) হবে শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্য। আর যদি তার সালাত পূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত (সালাত) ও দুই সিজ্‌দা তার জন্য নফল হিসাবে বিবেচিত হবে"।

٢٣٢٠- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ـ

২৩২০. ইউনুস (র) ..... যায়দ ইব্‌ন আস্‌লাম (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তারপর (শেষ বৈঠকে) সালাম ফিরাবার পূর্বে বসা অবস্থায় দুই সিজ্‌দা (সাহো) করবে।

٢٣٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا الْمَاجِشُونَ عَنْ زَيْدٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ـ

২৩২১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... যায়দ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'সালাম ফিরানোর পূর্বে' বাক্যটি বলেন নি।

٢٣٢٢- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا عَنْ زَيْدٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

২৩২২. ইউনুস (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... যায়দ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'আবূ সাঈদ' (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন নি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ বস্তুত উল্লিখিত এ সমস্ত হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসসমূহ অপেক্ষা বাড়তি বস্তুকে প্রমাণ করে। যেহেতু এই সমস্ত হাদীস কমের উপর ভিত্তি করাকে জরুরী করে, তারপর হবে দুই সিজ্‌দা। অতএব সেই সমস্ত হাদীস অপেক্ষা এই সমস্ত হাদীস উত্তম হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ এ সমস্ত হাদীসে সেগুলো অপেক্ষা বাড়তি জিনিসকে প্রমাণ করে।

এ বিষয়ে আরেক দল 'আলিম বলেন ঃ এ ব্যাপারে মুসল্লী নিজ প্রবল ধারণাভিমুখে দৃষ্টিপাত করবে এবং এর উপর আমল করবে। তারপর সালাম ফিরানোর পরে দুই সিজ্‌দা (সাহো) করবে। আর যদি এ বিষয়ে তার কোন দিকে প্রবল ধারণা না থাকে, তাহলে কমের উপরে ভিত্তি করবে এবং নিশ্চিত রূপে জানবে যে, তার উপরে যে সালাত অপরিহার্য ছিল, তা সে আদায় করে নিয়েছে।

তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٣٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الشَّكِّ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاِنْ كَانَتِ التَّطَوُّعُ اِسْتَقْبَلْتُ وَاِنْ كَانَتْ فَرِيْضَةً سَلَّمْتُ وَسَجَدْتُ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ

مَاتَصْنَعُ بِقَوْلِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنِيْ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ـ

২৩২৩. আবূ বাক্‌রা (র) .... মানসূর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-কে সালাতে সন্দেহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন ঃ "আমার অভিমত ও আমল হচ্ছে এই যে, সন্দেহ যদি নফল সালাতে হয়, তাহলে আমি নতুন করে সালাত আদায় করে নিই। আর সন্দেহ যদি ফরয সালাতে হয়, তাহলে আমি সালাম ফিরাই এবং সিজ্‌দা (সাহো) করি"। মানসূর (র) বলেন, আমি বিষয়টি ইব্‌রাহীম (নখ্‌ঈ র)-এর নিকট উত্থাপন করলে তিনি বললেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর অভিমত দিয়ে তুমি কি করবে ? (শুন), আমাকে আল্‌কামা (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কারো সালাত আদায় কালে ভুল হলে, তবে সে যেন চিন্তা-ভাবনা করে (প্রবল ধারণার উপর আমল করে) এবং দুই সিজ্‌দা (সাহো) করে।

٢٣٢٤– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَنْظُرْ اَحْرٰى ذٰلِكَ اِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّهُ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ـ

২৩২৪. রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "তোমাদের কারো সালাত আদায়কালে তিন রাক'আত না চার রাক'আত আদায় করেছে তা যদি বুঝতে না পারে, তবে সে যেন চিন্তা-ভাবনা করে, আর এটি তাঁকে সঠিক পথে এগিয়ে নিবে এবং তা (সালাত) পূর্ণ করে নিবে। তারপর সালাম ফিরাবে। তারপর দুই সিজ্‌দা সাহো করবে এবং তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে"।

٢٣٢٥– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَيَتَشَهَّدُ ـ

২৩২৫. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... মানসূর (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি 'তাশাহ্‌হুদ পড়বে' শব্দটি বলেন নি।

٢٣٢٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৩২৬. আবূ বাক্‌রা (র) ..... মানসূর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত এই হাদীসে তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা পূর্বক সিদ্ধান্ত) এর উপর আমল করার কথা ব্যক্ত হয়েছে। আর হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণে সেই অভিমতকেই অপরিহার্য করে, যা এই তৃতীয় মত পোষণকারীরা বলেন। কারণ যদি এই 'তাহাররী' (চিন্তা-ভাবনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ) বাতিল হয়ে যায় এবং 'তাহাররী'র উপর

যদি আমল না করা জরুরী হয়, তাহলে এ হাদীস বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর যদি 'তাহাররী'র উপর আমল করা জরুরী সাব্যস্ত হয়. যখন মুসল্লীর (প্রবল) ধারণা বিদ্যমান থাকে এবং কমের উপর ভিত্তি করা যদি জরুরী সাব্যস্ত হয়, যখন মুসল্লীর (প্রবল) ধারণা বিদ্যমান না থাকে তাহলে আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর হাদীস, আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস ও ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস সমপর্যায়ভুক্ত প্রমাণিত হবে এবং প্রত্যেকটি হাদীসের অর্থ অপরটি অপেক্ষা ভিন্নতর হবে। বস্তুত এরূপ ভাবেই হাদীসকে বিশ্লেষণ করা, যথাসম্ভব ঐক্য ও অভিন্নতা বহাল রাখা বাঞ্ছনীয়; সর্বোপরি এভাবে হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। তবে হাদীসের যদি অন্য কোন দিক না থাকে, তাহলে এটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার।

পক্ষান্তরে এটি-ই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নির্ধারণের নীতিগত প্রক্রিয়া। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটিই অভিমত।

তৃতীয় মত পোষণকারী আলিমদের মতের স্বপক্ষে কিছু হাদীস ঃ এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে আমরা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে এসেছি। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ (সালাতে সন্দেহ হলে) মুসল্লী চিন্তা-ভাবনা করে প্রবল ধারণার উপরে আমল করবে।

٢٣٢٧– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شَيْخٌ اَحْسِبُهُ اَبَا زَيْدِ الْهَرَوِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اِدْرِيْسُ اَخْبَرَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الْوَهْمِ يَتَحَرّٰى وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَ ذٰلِكَ اَيْضًا .

২৩২৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি সালাতে সন্দেহের বিষয়ে বলেছেন যে, (মুসল্লী) চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٣٢٨– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلّٰى اَثَلٰثًا اَمْ اَرْبَعًا فَقَالاَ يَتَحَرّٰى اَصْوَبَ ذٰلِكَ فَيُتِمَّهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

২৩২৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কে এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে সালাতে ভুল করেছে, সে তিন রাক'আত না চার রাক'আত আদায় করেছে, তা বুঝতে পারে না। উত্তরে তাঁরা উভয়ে বললেন, (এরূপ ব্যক্তি) চিন্তা-ভাবনা করে প্রবল ধারণা মতে সালাত পূর্ণ করবে। তারপর (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দুই সিজ্‌দা (সাহো) করবে।

٢٣٢٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ الْيَشْكُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ فِى الْوَهْمِ يَتَحَرّٰى قَالَ قُلْتُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

২৩২৯. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সালাতে) সন্দেহের বিষয়ে বলেছেন, মুসল্লী চিন্তা-ভাবনা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, "আপনি কি এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন" ? তিনি বললেন, "হাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করছি"।

বস্তুত আমাদের উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) অনুচ্ছেদের প্রথমে যে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, এটি তখন প্রযোজ্য হবে, যখন (মুসল্লী) তিন রাক'আত না চার রাক'আত আদায় করেছে তা বুঝতে পারে না এবং তার অন্তরে এক দিক অপর দিক অপেক্ষা প্রবল হয় না। তবে যদি তার অন্তরে এক দিক অপর দিক অপেক্ষা প্রবল হয়, তাহলে এই রিওয়ায়াত তথা চিন্তা-ভাবনা করে প্রবল ধারণার উপরে আমল করবে।

অতএব আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত শেষোক্ত মত পোষণকারীদের মতের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে, তাঁদের বিরোধী মত পোষণকারীদের মতের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে না। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁর ﷺ পরবর্তীতে তিনি (আবূ সাঈদ খুদরী রা) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে যে উত্তর প্রদান করেছেন, তাতে উভয় বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন।

অনুরূপভাবে 'তাহাররী'র বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٢٣٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَه -

২৩৩০. আবূ বাক্রা (র) ..... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَه عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِه فَلْيَتَوَخَّ الَّذِىْ يَظُنُّ اَنَّه نَسِىَ مِنْ صَلَاتِه فَلْيُصَلِّه وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ -

২৩৩১. ইউনুস (র) ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলতেন ঃ "তোমাদের কারো সালাত আদায়কালে সন্দেহ সৃষ্টি হলে সে যেন (ভুলে যাওয়া সালাতে) 'তাহাররী' (চিন্তা-ভাবনা) করে, যে ধারণা করছে যে, সে সালাতে ভুল করেছে এবং (প্রবল ধারণা মতে আমল করে) সালাত আদায় করে, আর (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দুই সিজ্দা (সাহো) করে নেয়"।

٢٣٣٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَه -

২৩৩২. ইউনুস (র) ..... সালিম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٣٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَه عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِى الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لِيَتَوَخَّ اَحَدُكُمُ الَّذِىْ ظَنَّ اَنَّه قَدْ نَسِىَ مِنْ صَلَاتِه فَلْيُصَلِّه -

২৩৩৩. ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন সালাতে ভুলে যাওয়া সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তিনি বলতেন, "তোমাদের কেউ যেন তাহাররী (চিন্তা-ভাবনা) করে, যে ধারণা করেছে যে, সে সালাতে ভুল করেছে এবং ভুলকৃত সালাত (প্রবল ধারণা মতে) আদায় করে"।

٢٣٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي التَّحَرِّيْ فِي الشَّكِّ فِي الصَّلٰوةِ بِمِثْلِ مَا فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَفْسَهٗ -

২৩৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌নুল আব্বাস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে সালাতে সন্দেহ হলে 'তাহাররী' (চিন্তা-ভাবনা) বিষয়ে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, যা ইব্‌ন ওহাব (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বিদ্যমান আছে, যা তিনি মালিক (র) থেকে, তিনি উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে এবং ইব্‌ন ওহাব থেকে এবং তিনি স্বয়ং উমর (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মত পোষণকারী আলিমদের পক্ষে ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত এ বিষয়ের (কমের উপরে ভিত্তি করা) যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হলো নিম্নরূপ ঃ

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্ববাদিসম্মত নীতি হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সালাত শুরু করার পূর্বে তার উপরে চার রাক'আত সালাত আদায় করা ফরয ছিল। আর সালাতে শুরু করার পরেও চার রাক'আত ফরয। যখন তার সালাতের কিছু অংশ আদায় করার বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে এ ব্যাপারে এর বিধান কি হবে জ্ঞাত হওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কারো যদি আদৌ সালাত আদায় করেছে কি-না, সে ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে তাকে সালাত পুনর্বার পড়তে হবে, যাতে সালাত আদায় করার বিষয়ে সে নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে 'তাহাররী'র (চিন্তা-ভাবনা) উপর আমল করবে না। অতএব যুক্তির দাবি মতে সালাতের প্রত্যেক অংশের ব্যাপারেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে; যা তার উপরে ফরয ছিল এবং তা তার জন্য আদায় করা জরুরী ছিল, যাতে নিশ্চিত রূপে জানতে পারে যে, সে তা আদায় করেছে।

কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, তার উপরে তো (সালাত) ফরয হওয়ার (ইল্‌ম তথা জ্ঞান) ওয়াজিব নয়, যাতে সে নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হতে পারে যে, তা তার উপরে ওয়াজিব। (অতএব 'তাহাররী' জায়িয হওয়া উচিত)।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে যে, সমগ্র ইবাদাত আমরা এমনটি পাইনি। (অর্থাৎ ইবাদাত ফরয হওয়ার জ্ঞান সমগ্র ইবাদাতে জরুরী নয়) বরং বন্দেগী প্রকাশ করা আমাদের উপরে জরুরী। (তবে কতেক ইবাদাতে নিশ্চিত জ্ঞান জরুরী, যেমন চাঁদ দেখার বিষয়) যদি শা'বান মাসের ত্রিশ তারিখ (২৯ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে) আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়, যা রামাযানের হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যাতে আমাদের জন্য এর সিয়াম পালন করা ওয়াজিব, আবার শা'বানের হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যাতে আমাদের জন্য এর সিয়াম পালন করা জরুরী নয়। তাই যতক্ষণ এটা রামাযানের চাঁদ বলে নিশ্চিত না হবে, ততক্ষণ আমাদের উপর সিয়াম পালন জরুরী নয়। নিশ্চিতরূপে জানার পর আমরা এর সিয়াম পালন করব। অনুরূপভাবে আমরা

রামাযান মাসের শেষ (তারিখ) লক্ষ্য করেছি, যদি (২৯ তারিখ মেঘের কারণে) ত্রিশ তারিখ আমাদের দৃষ্টির আড়াল থেকে যায় যা রামাযানের হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যাতে আমাদের জন্য সিয়াম পালন করা ওয়াজিব, আবার এটি শাওয়ালের হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যার সিয়াম পালন করা আমাদের জন্য জরুরী নয়।

বস্তুত এর সিয়াম পালনের জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে না পারব যে, এর সিয়াম পালন আমাদের উপরে জরুরী নয়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, কেউ যদি কোন কিছুতে নিশ্চিতরূপে প্রবেশ করে, তাহলে তার থেকে নিশ্চিত কোন কিছুর জ্ঞান ব্যতীত বের হওয়া যায়না।

সুতরাং এর ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সালাতে নিশ্চিতরূপে প্রবেশ করেছে এবং নিশ্চিতভাবে সে জানে যে, এই সালাত তার উপরে জরুরী, তাহলে এই সালাত থেকে বের হওয়া বৈধ, এরূপ নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত তার জন্য বের হওয়া বৈধ হবে না।

শা'বান এবং রামাযান মাসে (আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে) চাঁদ দৃষ্টির আড়াল হওয়ার বিধান সম্পর্কিত সেই সমস্ত হাদীস, যা আমরা প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেছি, এগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির রূপে বর্ণিত আছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস ঃ

٢٣٣٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنِّيْ لَاَعْجَبُ مِنَ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ قَبْلَ رَمَضَانَ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلٰثِيْنَ ـ

২৩৩৫. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি নিতান্তই বিস্ময়বোধ করছি সেই সমস্ত লোকদের ব্যাপারে, যারা রামাযান (প্রমাণিত) হওয়ার পূর্বে সিয়াম পালন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন চাঁদ দেখবে তখন সিয়াম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই ইফতার করবে (সিয়াম ছাড়বে) যদি (২৯ তারিখে) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (ফলে তোমরা চাঁদ দেখতে না পাও) তবে সংখ্যা ত্রিশ পূরা করবে।

٢٣٣٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২৩৩৬. আবূ বাক্রা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে ﷺ বলতে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٣٧– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৩৩৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ وَرَوْحٌ قَالاَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِى صَغِيْرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عِكْرَمَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

২৩৩৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ رَأَيْنَا هِلاَلَ رَمَضَانَ فَاَرْسَلْنَا رَجُلاً اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَاِذَا اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ -

২৩৩৯. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবুল বাখ্‌তারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রামাযানের চাঁদ দেখেছি, (পরে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য) আমরা এক ব্যক্তিকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর নিকট পাঠালাম, সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা এটি (চাঁদ) কে দেখার জন্য প্রসারিত করেছেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কারণে যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টির আড়াল থেকে যায়, তাহলে তোমরা (ত্রিশ) সংখ্যাকে পূর্ণ কর"।

٢٣٤٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ -

২৩৪০. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সিয়াম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই ইফতার করবে (সিয়াম ছাড়বে)। আর যদি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কারণে তোমাদের কাছে চাঁদ অদৃশ্য থেকে যায়, তাহলে তার জন্য নির্ধারণ করে নাও (ত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ কর)"।

٢٣٤١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৩৪১. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٤٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২৩৪২. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٤٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৩৪৩. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حُمَيْدٍ اَبُوْ قُرَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৩৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ আবূ কুররা (র) ..... সালিম (র)-এর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَعُدُّوْا ثَلٰثِيْنَ ـ

২৩৪৫. ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। পরে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি 'তোমরা ত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ কর' বাক্যটি বলেছেন ঃ

٢٣٤٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَاسِىُّ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِىْ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَصُمْ ثَلٰثِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَرَى الْهِلاَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ ـ

২৩৪৬. ফাহাদ (র) ..... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ যখন রামাযান (মাস) আগমন করবে তখন ত্রিশটি সিয়াম পালন কর, হাঁ এর পূর্বে যদি চাঁদ দেখা যায় তবে ভিন্ন কথা।

٢٣٤٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَبُوْ قُرَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلٰثِيْنَ ـ

২৩৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ আবূ কুররা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা যখন চাঁদ দেখ সিয়াম পালন কর, আর চাঁদ দেখেই ইফতার কর যদি, (২৯ তারিখে) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (ফলে তোমরা চাঁদ দেখতে না পাও) তবে সংখ্যা ত্রিশ পূরা কর"।

٢٣٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

২৩৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। পরে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٤٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৩৪৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَخْتَلِفُ فِيْهِ يَقُوْلُ فِرْقَةٌ مِّنْ شَعْبَانَ وَيَقُوْلُ فِرْقَةٌ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

২৩৫০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... তলাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, "হে আল্লাহর রাসূল! সেই দিন সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, যে দিন সম্পর্কে বিরোধ করা হয় ? একদল বলে, (দিনটি) শা'বান (মাসের) আরেকদল বলে, (দিনটি) রামাযান (মাসের)"। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٥١- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ أَوْعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتَتَقَدَّمُوْا هٰذَا الشَّهْرَ حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَاتُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ -

২৩৫১. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... জনৈক ব্যক্তি থেকে অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রামাযান মাস আগমনের পূর্ব থেকে চাঁদ না দেখে অথবা ত্রিশ সংখ্যা পূরা না করে সিয়াম পালন করবে না। আর (রামাযানের শেষে) চাঁদ না দেখে অথবা ত্রিশ সংখ্যা পুরা না করে ইফ্‌তার করবে না (সিয়াম ছাড়বে না)।

বস্তুত যখন কিনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে (চাঁদ দেখার) নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত ইফতার (সিয়াম ছাড়া) থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দেন নি, যাতে তাঁরা নিশ্চিতরূপে প্রবেশ করেছেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে (চাঁদ দেখার) নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত সেই সিয়াম থেকেও বের হবার নির্দেশ দেন নি, যার মধ্যে তাঁরা নিশ্চিতভাবে প্রবেশ করেছেন। অনুরূপভাবে যুক্তির দাবি হচ্ছে, যে ব্যক্তি সালাতে প্রবেশ করেছে এবং সে নিশ্চিতরূপে জানে যে, উক্ত সালাত তার উপরে জরুরী, সে এ বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত সালাত থেকে বের হতে পারবে না যে, এই সালাত তার উপরে আর জরুরী নয়। (আর এই নিশ্চয়তা 'কমের' উপরে ভিত্তি করা দ্বারাই অর্জিত হয়, 'তাহাররী' দ্বারা হয় না)।

٦٥- بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ فِى الصَّلٰوةِ هَلْ هُوَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ اَوْ بَعْدَهٗ

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সিজ্‌দা সাহো সালামের পূর্বে না পরে ?

٢٣٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هُوَ ابْنُ بُحَيْنَةَ اَنَّهٗ اَبْصَرَ النَّبِىَّ ﷺ وَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَنَسِىَ اَنْ يَّقْعُدَ فَمَضٰى فِىْ قِيَامِهٖ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهٖ -

২৩৫২. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক (রা) (তিনিই হচ্ছেন ইব্‌ন বুহায়না) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে দেখেছেন, তিনি (যুহরের সালাতে) দ্বিতীয় রাক'আতে ভুলবশত না বসে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং কিয়ামে (দাঁড়ানোতে) বহাল রয়েছেন। তারপর সালাত থেকে অবসর হওয়ার পর দুই সিজ্‌দা সাহো করেছেন।

٢٣٥٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ -

২৩৫৩. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুহায়না (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, উক্ত হাদীসে 'অবসর' হওয়ার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, তা ব্যক্ত হয়নি। হতে পারে 'অবসর' হওয়ার দ্বারা সালাম বুঝানো হয়েছে, আবার এটিও হতে পারে যে, সালামের পূর্বে তাশাহ্‌হুদ থেকে অবসর হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করে নিম্নরূপ দেখেছি ঃ

٢٣٥٤- فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهٗ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهٗ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِىْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ وَسَجَدَ بِهِمَا النَّاسُ مَعَهٗ مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ -

২৩৫৪. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুহায়না (রা) উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ এই ভুল করার জন্য সালাত শেষ করার পর সালামের পূর্বেই তিনি বসা অবস্থায় দুই সিজ্‌দা দিলেন। প্রত্যেক সিজ্‌দার সময় তাকবীরও বললেন। অন্যান্য মুসল্লীরাও তার সঙ্গে দুই সিজ্‌দা করলেন।

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ وَعَمْرٌو عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهٗ -

২৩৫৫. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন বুহায়না (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٥٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

২৩৫৬. রবী'উল জীযী (র) ..... যুহ্রী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً نَظُنُّ اَنَّهَا الْعَصْرُ فَقَامَ فِى الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ -

২৩৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন, আমরা সেটি আসরের সালাত বলে ধারণা করছি। তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরে সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দুই সিজ্দা সাহো করলেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমাদের উল্লিখিত এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এই অনুচ্ছেদের প্রথম দিকের হাদীসগুলোতে ব্যক্ত 'ফারাগ' (অবসর) হওয়া অর্থ হচ্ছে– সালামের পূর্বে (অবসর হওয়া)।

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلَانَ مَوْلٰى فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ مَوْلٰى عُثْمَانَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِى سُفْيَانَ صَلّٰى بِهِمْ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا كَانَ فِى اٰخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ -

২৩৫৮. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... উসমান (রা)-এর মুক্ত গোলাম মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ একবার মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফইয়ান (রা) তাঁদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। (দ্বিতীয় রাক'আতে) তাঁর জন্য বসা জরুরী হওয়া সত্ত্বেও তিনি না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তিনি সালাতের শেষে উপনীত হলেন তখন সালাম ফিরাবার পূর্বে দুই সিজ্দা (সাহো) করলেন এবং বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অনুরূপ করতে দেখেছি"।

٢٣٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৩৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আজলান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, সালাতের মধ্যে সালামের পূর্বেই হলো অনুরূপ সিজ্দা সাহো-এর বিধান।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ যদি সালাতে (কিছু) কম করার কারণে সিজ্‌দা সাহো ওয়াজিব হয়, তাহলে তা হবে সালামের পূর্বে, যেমনটি ইব্‌ন বুহায়না (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর হাদীস দু'টিতে ব্যক্ত হয়েছে। আর যদি সালাতে (কিছু) অতিরিক্ত করার কারণে সিজ্‌দা সাহো ওয়াজিব হয়, তাহলে তা হবে সালামের পরে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা যুলইয়াদায়ন এর খবর সম্বলিত আবূ হুরায়রা (রা), খিরবাক (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যাতে ব্যক্ত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ সেদিন সাহোর কারণে সালামের পরে সিজ্‌দা (সাহো) করেছেন। এর মধ্য থেকে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٢٣٦٠- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سَجَدَ يَوْمَ ذِىْ الْيَدَيْنِ يَعْنِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ -

২৩৬০. রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুলইয়াদায়ন কর্তৃক সংঘটিত ঘটনার দিনে সালামের পরে দুই সিজ্‌দা সাহো করেছেন। আমরা ইনশাআল্লাহ অতিসত্বর 'সালাতে কথা বলা' অনুচ্ছেদে যুলইয়াদায়ন এর হাদীস এবং এর প্রকৃতি ও ধরন বর্ণনা করব।

এ বিষয়ে আরেক দল আলিম তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ সালাতে অতিরিক্ত অথবা কম করার কারণে যে সিজ্‌দা সাহো ওয়াজিব হয়, প্রত্যেক সাহোর জন্যই সিজ্‌দা হবে সালামের পরে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ

٢٣٦١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَبْنَ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَهَا فَنَهَضَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحْنَا بِهٖ فَمَضٰى فَلَمَّا اَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ -

২৩৬১. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ইমামতি করলেন। কিন্তু দুই রাক'আতের পর তিনি ভুলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এতে আমরা তাঁকে সতর্ক করতে 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করলাম। কিন্তু তিনি সালাত অব্যাহত রাখলেন। সালাত শেষে তিনি সালাম ফিরালেন এবং দুই সিজ্‌দা সাহো করলেন।

٢٣٦٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ -

২৩৬২. আলী ইব্‌ন শায়বা(র) ..... ইয়াযীদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ اَنَا الْمُغِيْرَةُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

২৩৬৩. আবূ বাক্‌রা (র) ..... মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَالِكٍ الرُّؤَاسِيُّ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يُحَدِّثُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ سَهَا فِى السَّجْدَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ فَسَبَّحَ بِهٖ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا حَتّٰى صَلّٰى اَرْبَعًا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَقَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২৩৬৪. আবূ বাক্রা (র) ..... আমের (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) প্রথম দুই রাক'আতে ভুল করলেন (অর্থাৎ এতে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন) এতে (তাঁকে সতর্ক করার নিমিত্ত) 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করা হল। তিনি যথারীতি সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং চার রাক'আত সালাত আদায় করে ফেললেন। তারপর দুই সিজ্দা সাহো করলেন। আর বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করেছিলেন।

٢٣٦٥- حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةَ مِثْلَهٗ -

২৩৬৫. মুবাশ্শির (র) ..... মুগীরা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةُ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ النَّاسُ خَلْفَهٗ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ قُوْمُوْا فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهٗ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَتَمَّ اَحَدُكُمْ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَاِنْ لَّمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ -

২৩৬৬. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ..... কায়স ইব্ন আবী হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) একদিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, দুই রাক'আতে তিনি (না বসে) দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিছনের লোকেরা (তাঁকে সতর্ক করার জন্য) 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করল। তিনি তাঁদেরকে দাঁড়াতে ইশারা করলেন। সালাত শেষে তিনি সালাম ফিরিয়ে দুই সিজ্দা সাহো করলেন, তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন (সালাতে) পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে যায় সে যেন সালাত চালিয়ে যায় এবং দুই সিজ্দা সাহো করে নেয়। আর যদি পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে সে যেন বসে পড়ে এবং তার উপরে সাহো (জরুরী) হবে না।

٢٣٦٧- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِى حَازِمٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَائِمًا فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاَوْمٰى وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَمَضٰى فِىْ صَلاَتِهٖ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهٗ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَوٰى قَائِمًا مِنْ جُلُوْسِهٖ فَمَضٰى فِىْ صَلاَتِهٖ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهٗ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ

الْجُلُوْسِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ فَإِنْ اسْتَوٰى قَائِمًا فَلْيَمْضِ فِيْ صَلَاتِهٖ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ

২৩৬৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... কায়স ইব্‌ন আবী হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) আমাদের সালাতের ইমামতি করলেন। তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে (না বসে) পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন ঃ আমরা (তাঁকে সতর্ক করার জন্য) সুব্‌হানাল্লাহ্ পাঠ করলাম। তিনি (আমাদেরকে দাঁড়ানোর জন্য) ইশারা করলেন এবং সুব্‌হানাল্লাহ পাঠ করলেন। তিনি সালাত চালিয়ে গেলেন। সালাত শেষে বসা অবস্থায় দুই সিজ্‌দা (সাহো) করেন। তারপর বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সালাতের ইমামতি করলেন। তিনি বসা হতে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন (প্রথম বৈঠক না করে)। তারপর সালাত চালিয়ে গেলেন। সালাত শেষে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দুই সিজ্‌দা (সাহো) করলেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের কেউ সালাত আদায়কালে যদি বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায় এবং যদি পূর্ণরূপে না দাঁড়ায়, তাহলে বসে পড়বে আর তার উপরে দুই সিজ্‌দা (সাহো) জরুরী হবে না। আর যদি সোজা পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সালাত চালিয়ে যাবে এবং (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দুই সিজ্‌দা (সাহো) করে নিবে।

বস্তুত এই মুগীরা (রা)-ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি সালাতে (কিছু) কম করার কারণে সালামের পরে সিজ্‌দা সাহো করেছেন। আর উল্লিখিত হাদীসগুলোতে কয়েকটি সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে ঃ (ক) হতে পারে পূর্বে যে আমরা ইব্‌ন বুহায়না (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর হাদীস দুটিতে বর্ণনা করেছি, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালামের পূর্বে প্রত্যেক সাহো'র জন্য সিজ্‌দা করেছেন, চাই তা সালাতে (কিছু) কম করার কারণে ওয়াজিব হোক অথবা (কিছু) অতিরিক্ত করার কারণে ওয়াজিব হোক। (খ) সম্ভবত মুগীরা (রা)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে প্রত্যেক সাহো'র জন্য সালাতের পরে সিজ্‌দা করেছেন, এটিও ব্যাপক, তা সালাতে (কিছু) কম করার কারণে হোক অথবা (কিছু) অতিরিক্ত করার কারণে হোক। (গ) হতে পারে ইমরান (রা), আবূ হুরায়রা (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীসে যে ব্যক্ত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের পরে সিজ্‌দা (সাহো) করেছেন। এখানে কিন্তু তিনি সালাতে ভুলে অতিরিক্ত কিছু করেছেন বিধায় সিজ্‌দা দিয়েছেন। বরং অনুরূপভাবে (সালাতে) প্রত্যেক সিজ্‌দা (সাহো) যা ভুলের জন্য ওয়াজিব হয়, তা প্রয়োজন হবে। এতে কিন্তু অতিরিক্ত করার কারণে সিজ্‌দা এবং কম করার কারণে সিজ্‌দা এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি (ঘ) হতে পারে এর দ্বারা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ সালাতে কম করার কারণে সালামের পূর্বে এবং অতিরিক্ত করার কারণে সালামের পরে সিজ্‌দা সাহো বুঝানো হয়েছে।

অতএব যখন উল্লিখিত হাদীসগুলোতে চারটি সম্ভাবনা বিদ্যমান, তখন কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য শরয়ী দলীলের প্রয়োজন । নিম্নে ইমাম তাহাবী (র) বিশিষ্ট সাহাবীগণের আমল দ্বারা এর দলীল বর্ণনা করছেন।

বস্তুত এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর আমলকে পেয়েছি। তিনি নবী করীম ﷺ কর্তৃক যুলইয়াদায়ন-এর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দিনের সিজ্‌দা সাহোতে উপস্থিত ছিলেন। যা তিনি ﷺ সালাতে অতিরিক্ত (কিছু) অর্থাৎ তাতে সালাম ফিরানোর কারণে সিজ্‌দা করেছেন। আর তাঁর এই সিজ্‌দা (সাহো) ছিল সালামের পরে। অনন্তর আমরা তাঁকে (উমর রা-এর আমল) পেয়েছি, তিনি নবী করীম ﷺ -এর অব্যবহিত পরে সালাতে তাঁর পক্ষ থেকে কম হওয়ার কারণে সালামের পরে সিজ্‌দা (সাহো) করেছেন।

٢٣٦٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيِّ عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ جَوْسِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ رَاهِبٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى شَيْئًا فَلَمَّا كَانَتِ الثَّانِيَةُ قَرَأَ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَةً مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ -

২৩৬৮. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... আবদুর রহমান ইবন হান্যালা ইব্ন আল-রাহিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) মাগরিবের সালাত আদায় করেন। এতে তিনি প্রথম রাক'আতে কিছুই পড়েন নি। দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা দুইবার পড়লেন এবং সালামের পরে দুই সিজ্দা সাহো করলেন।

অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিজ্দা (সাহো) যা তিনি সালাতে অতিরিক্ত কিছু করার কারণে করেছেন, উমর (রা) যা শিখে নিয়েছিলেন এবং তাতে তাঁর (উমর রা) সিজ্দা উভয়টি ছিলো সালামের পরে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এটি তাঁর নিকট দলীলরূপে বিবেচিত ছিল যে, সালাতের প্রত্যেক সিজ্দা সাহোর বিধান অনুরূপ। সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও অনুরূপ করেছেন।

٢٣٦٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَيَانٍ اَبِيْ بِشْرٍ الْاَحْمَسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ فَقَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَمَضٰى فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ -

২৩৬৯. সুলায়মান (র) ..... কায়স ইব্ন আবী হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে নিয়ে সা'দ ইব্ন মালিক (রা) সালাত আদায় করলেন। তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে (না বসে) দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা (তাঁকে সর্তক করার জন্য) সুবহানাল্লাহ পাঠ করল। তখন তিনিও সুবহানাল্লাহ পাঠ করে সালাত চালিয়ে গেলেন। পরে সালামের পরে দুই সিজ্দা সাহো করলেন।

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন যুবায়র (রা) ও আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সালামের পরে সিজ্দা সাহো করেছেন।

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلسَّهْوُ اَنْ يَقُوْمَ فِيْ قُعُوْدٍ اَوْ يَقْعُدَ فِيْ قِيَامٍ اَوْ يُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَانَّهُ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ -

২৩৭০. আবূ বাক্রা (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) (ইব্ন মাসঊদ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সাহো (ভুল) বলা হয়, বসার স্থলে দাঁড়িয়ে যাওয়া কিংবা দাঁড়ানোর স্থলে বসা কিংবা (চার রাক'আত সালাতে) দুই রাক'আতে সালাম ফিরিয়ে দেয়া। এরূপ যার হয়, সে যেন সালামের পরে দুই সিজ্দা সাহো করে, তারপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে।

٢٣٧١– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ـ

২৩৭১. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমরা সালামের পরে সিজ্দা সাহো করেছি।

٢٣٧٢– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ فَقَامَ فَأَتَمَّ الصَّلٰوةَ فَلَمَّا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ قَالَ عَطَاءٌ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا فَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ أَحْسَنَ وَأَصَابَ ـ

২৩৭২. ফাহাদ (র) ..... আতা ইব্ন আবী রিবাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন যুবায়রের পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনি দুই রাক'আতে সালাম ফিরালেন। এতে লোকেরা (তাঁকে সতর্ক করার জন্য) সুবহানাল্লাহ পাঠ করল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত শেষ করলেন। তারপর সালামের পরে দুই সিজ্দা (সাহো) করলেন। আতা (র) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে উল্লেখ করলাম যে, ইব্ন যুবায়র (এটি) কী করেছেন ? তিনি বললেন, তিনি অত্যন্ত উত্তম ও সঠিক (কাজ) করেছেন।

٢٣٧٣– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكَ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَسَبَّحْنَا بِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِمْ فَقَضٰى مَا عَلَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ـ

২৩৭৩. আবূ বাক্রা (র) ..... ইউসুফ ইব্ন মাহিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন যুবায়র (রা) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি যুহ্রের সালাতে দ্বিতীয় রাক'আতে (না বসে) দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে আমরা (তাঁকে সতর্ক করার জন্য) সুবহানাল্লাহ পাঠ করলাম। তিনিও সুবহানাল্লাহ পাঠ করলেন এবং লোকদের দিকে লক্ষ্য করলেন না। তারপর তিনি সালাত শেষ করে সালামের পরে দুই সিজ্দা (সাহো) করেন।

٢٣٧٤– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا أَبُوْ بِشْرٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৩৭৪. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ বিশ্র থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَهِمُّ فِىْ صَلَاتِهِ لَا يَدْرِىْ اَزَادَ اَمْ نَقَصَ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ -

২৩৭৫. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সেই ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, যে কি না নিজ সালাতে সন্দেহ করে, বুঝতে পারে না (সালাত) কম হয়েছে, না বেশি তিনি বলেছেন, (এরূপ ব্যক্তি) সালামের পরে দুই সিজ্‌দা (সাহো) করবে।

٢٣٧٦- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَوْهَمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ -

২৩৭৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... যাম্‌রা ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। এতে তিনি সন্দিহান হওয়ায় সালামের পরে দুই সিজ্‌দা (সাহো) করেন।

٢٣٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَامَ فِىْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ فَاَسْتَتَمَّ اَرْبَعًا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِذَا وَهَمْتُمْ فَافْعَلُوْا هٰكَذَا -

২৩৭৭. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে (না বসে) দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে লোকেরা (তাঁকে সতর্ক করার নিমিত্ত) সুবহানাল্লাহ পাঠ করল। তিনি পূর্ণ চার রাক'আত আদায় করে ফেলেন এবং সালামের পরে দুই সিজ্‌দা (সাহো) করেন তারপর বললেন, তোমরা (সালাত আদায় কালে) যখন সন্দিহান হবে তখন এরূপ করবে।

এই ইম্‌রান ইব্‌ন হুসাইন (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, যখন তিনি খিরবাকের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দিন সালাতে অতিরিক্ত (কিছু) হয়ে যাওয়ার কারণে সালামের পরে সিজ্‌দা (সাহো) দিয়েছিলেন। তারপর তিনি (ইম্‌রান রা) নবী করীম ﷺ -এর অব্যবহিত পরে বলেছেন, সিজ্‌দা সাহো হবে সালামের পরে। এতে তিনি সালাতে অতিরিক্ত অথবা কম হওয়ার মাঝখানে কোনরূপ পার্থক্য করেননি।

অতএব এতে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহোর কারণে সিজ্‌দা করার দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন। এটি তাঁর নিকট এই বিষয়ের দলীল যে, সালাতে প্রত্যেক ভুলের সিজ্‌দা অনুরূপই সালামের পরে হবে।

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ خَالِدَ الْحَذَّاءِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ -

وَقَدْ ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ سُجُوْدَ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ -

২৩৭৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সিজ্‌দা সাহোর বিষয়ে বলেছেন, সালাম ফিরিয়ে সিজ্‌দা করবে তারপর (সালাতের) সালাম ফিরাবে।

ইমাম যুহ্‌রী (র) উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর নিকট সালামের পূর্বে সিজ্‌দা সাহোর বিষয় উল্লেখ করলে তিনি তা গ্রহণ করেননি।

٢٣٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ السُّجُوْدَ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ -

২৩৭৯. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে (ইব্‌ন শিহাব) যুহ্‌রী (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-কে সালামের পূর্বে সিজ্‌দা (সাহো) সম্পর্কে বললে তিনি তা গ্রহণ করেননি। (বরং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন)। বস্তুত এটি-ই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসের বিশ্লেষণগত দিক।

এ বিষয়ে (সালামের পরে সিজ্‌দা) ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ ঃ বস্তুত আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি সালাতে ভুল করে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ সিজ্‌দার নির্দেশ দেয়া হয় না বরং তা বিলম্বের নির্দেশ দেয়া হয়। কতক 'আলিম বলেন, সালামের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা হবে। আবার কতক 'আলিম বলেন, সালাতের শেষে সালামের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা হবে।

পক্ষান্তরে আমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি যে, কেউ যদি সালাতে সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে তিলাওয়াতের কারণে তাঁর উপরে তখনই সিজ্‌দা করা ওয়াজিব হয়ে যায় (বিলম্ব করা জায়িয নয়), অথবা যদি ভুলে যায় তাহলে সালাতের মধ্যে যখনই স্মরণ হবে যে, তার উপরে সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত রয়েছে তখনই সিজ্‌দা করার নির্দেশ এসেছে। সালাতের অন্য স্থানে তা বিলম্বের বিধান নেই। অতএব প্রমাণিত হলো যে, সালাতের সিজ্‌দায়ে তিলাওয়াত যেখানে ওয়াজিব হয় সেখানেই আদায় করা ওয়াজিব; উক্ত স্থান থেকে বিলম্ব করা যায় না।

পক্ষান্তরে সিজ্‌দা সাহো'র ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, এটি ভুলের স্থান থেকে বিলম্ব করা একটি বিধান। এমনকি সালাম ব্যতীত সমস্ত সালাত চালিয়ে যাবে। তবে সালামের পূর্বে সিজ্‌দা সাহো হবে, না পরে হবে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

বস্তুত আমাদের পূর্বোল্লিখিত বিষয়ে যুক্তি হচ্ছে যে, মতবিরোধপূর্ণ সালামের বিধানকে সালাম পূর্ব সালাতের অপরাপর ঐকমত্য কার্যাদির বিধানের সাথে তুলনা করা হবে। যেমনিভাবে সালাতের অপরাপর সমস্ত কার্যাদি সিজ্‌দা সাহো'র উপরে অগ্রণী হয়, অনুরূপভাবে সালামও সিজ্‌দা সাহো'র উপরে অগ্রবর্তী হবে। এটিই হচ্ছে কিয়াস ও যুক্তি, যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এটিই হচ্ছে– ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٦٦- بَابُ الْكَلاَمِ فِي الصَّلٰوةِ لِمَا يَحْدُثُ فِيْهَا مِنَ السَّهْوِ

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে কৃত ভুলের জন্য কথা বলা

٢٣٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شَيْخٌ اَحْسِبُهُ اَبَا زَيْدِ الْهَرَوِيَّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قِلاَبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ ثَلٰثَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلٰثًا قَالَ فَجَاءَ فَصَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ -

২৩৮০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে নিয়ে যুহরের সালাত তিন রাক'আত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন খিরবাক তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো তিন রাক'আত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তখন তিনি এসে এক রাক'আত আদায় করলেন তারপর সালাম ফিরে দুই সিজ্‌দা সাহো করেন এবং (সালাতের) সালাম ফিরান।

٢٣٨١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فَقَامَ اِلَيْهِ الْخِرْبَاقُ وَزَعَمَ اَنَّهَا صَلٰوةُ الْعَصْرِ -

২৩৮১. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... খালিদ আল-হায্‌যা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ পরে তাঁর নিকট খিরবাক দাঁড়িয়ে গিয়েছেন এবং তিনি (খিরবাক) ধারণা করেছেন যে, তা ছিল আসরের সালাত।

٢٣٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثَلٰثِ رَكْعَاتٍ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ مُغْضَبًا فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيْطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَائَهُ فَسَأَلَ فَاُخْبِرَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِيْ كَانَ تَرَكَ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ -

২৩৮২. ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন রাক'আতে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন এবং রাগান্বিতভাবে হুজরা শরীফে প্রবেশ করেন। তখন দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট খিরবাক্ নামক এক ব্যক্তি উঠে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সালাত কি হ্রাস হয়ে গেল, না আপনি ভুল করেছেন ? রাবী বলেন, তিনি নিজ চাদর টানতে টানতে বের হলেন এবং (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে খবর দেয়া হলে, তিনি ছেড়ে দেয়া রাক'আতটি আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর দুই সিজ্‌দা (সাহো) করলেন এবং সালাম ফিরালেন।

٢٣٨٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَسَهَا فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ وَهِشَامٍ وَحَدِيْثُهُمَا اَنَّهُ قَالَ اَنُقِصَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اُخْرَاوَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ -

২৩৮৩. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে (চার রাক'আত) সালাতে দুই রাক'আতে ভুল করে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। তাঁকে যুলইয়াদায়ন বললেন। পরে তিনি ইব্ন আউন (র) ও হিশাম (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। আর তাঁদের উভয়ের হাদীস নিম্নরূপ ঃ তিনি (যুলইয়াদায়ন) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সালাত কি হ্রাস হয়ে গেল ? তিনি বললেন, না। তারপর তিনি পরবর্তী দুই রাক'আত আদায় করলেন, এরপর সালাম দিয়ে দুই সিজ্দা সাহো করে সালাম ফিরালেন।

٢٣٨٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤْذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدٰى صَلٰوتَىِ الْعَشِىِّ الظُّهْرِ اَوِالْعَصْرَ وَاَكْبَرُ ظَنِّىْ اَنَّهُ ذَكَرَ الظُّهْرَ فَصَلّٰى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ قَالَ وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ فَقَالُوْا قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِى النَّاسِ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ طَوِيْلُ الْيَدَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ ذَالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلٰوةُ قَالَ بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَجَاءَ فَصَلّٰى بِنَا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ -

২৩৮৪. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে বৈকালিক যুহর অথবা আসরের কোন একটি সালাত আদায় করলেন। (রাবী বলেছেন) আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে যে, তিনি যুহরের সালাত উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি দুই রাক'আত আদায় করলেন। তারপর তিনি মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত খুঁটিতে এক হাত অপর হাতের উপরে রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। (তখন) তাঁর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হচ্ছিল। রাবী বলেন, লোকদের থেকে (একদল ত্বরাকারী) বের হয়ে বলল, সালাত কি হ্রাস করা হলো ? লোকদের মধ্যে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা উভয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট জনৈক

ব্যক্তি দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (দীর্ঘ হাত হওয়ার কারণে) তাঁর নাম রেখেছিলেন যুলইয়াদায়ন (দুই হাত বিশিষ্ট)। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি ভুল করেছেন, না সালাত হ্রাস করা হলো ? তিনি বললেন, ভুলও করিনি এবং সালাত হ্রাসও করা হয়নি। তিনি বললেন, বরং আপনি ভুল করেছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি লোকদের সম্মুখে এসে বললেন ঃ 'যুলইয়াদায়ন কি সত্য বলছে ? লোকেরা বললেন, জী-হাঁ। তখন তিনি এসে আমাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট দুই রাক'আত আদায় করলেন, সালাম ফিরালেন পরে তাকবীর বলে অনুরূপ বা আরো দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। তারপর নিজ মাথা তুললেন, পরে তাকবীর বললেন এবং অনুরূপ বা আরো দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। তারপর মাথা তুললেন ও তাকবীর বললেন।

٢٣٨٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَابْنُ عَوْنٍ وَسَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ -

২৩৮৫. নাস্র ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ -

২৩৮৬. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই রাক'আতেই সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। এতে যুলইয়াদায়ন তাঁকে বললেন ঃ সালাত কি হ্রাস করা হলো ?
তারপর তিনি হাদীসের পরবর্তী অংশ হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে হাম্মাদ (র) নিজ হাদীসে যা বর্ণনা করেছেন আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন' এর অনুরূপ উক্তি উল্লিখিত হয়নি।

٢٣٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

২৩৮৭. আবূ বাক্রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ اِحْدٰى صَلَاتَىِ الْعَشِىِّ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ اَبُوْ بَكْرَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ صَلّٰى بِنَا -

২৩৮৮. আবূ বাক্রা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ নবী করীম ﷺ বৈকালিক দুই সালাতের কোন একটি আদায় করেন। তারপর পূর্বের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ বাক্রা (র) এই হাদীসে 'আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন' বাক্যটি বলেন নি।

٢٣٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِي لَبِيْدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২৩৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-নো'মান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٩٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِي اَحْمَدَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

২৩৯০. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আবী আহমদের মুক্ত গোলাম আবূ সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

২৩৯১. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقَصُرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَاُخْبِرَ بِمَا صَنَعَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ

২৩৯২. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই রাক'আতেই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। এতে তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সালাত কি হ্রাস করা হলো ? তিনি বললেন, ব্যাপার কি ? তিনি যা করেছেন সে সম্পর্কে তাঁকে খবর দেয়া হলো, তখন তিনি (অবশিষ্ট) দুই রাক'আত আদায় করলেন, সালাম ফিরালেন। তারপর (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দুই সিজ্‌দা (সাহো) করলেন।

٢٣٩٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِي اَنَسٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِنْصَرَفَ فَادْرَكَهُ ذُوالشِّمَالَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُقِصَتِ الصَّلٰوةُ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ لَمْ تُنْقَصْ وَلَمْ اَنْسَ فَقَالَ بَلٰى وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ -

২৩৯৩. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা সালাত আদায়কালে দুই রাক'আতে-ই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন এবং তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যুলইয়াদায়ন তাঁকে পেয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সালাত কি হ্রাস করা হলো, না আপনি ভুল করেছেন? তিনি বললেন, হ্রাস করাও হয়নি এবং আমি ভুলও করিনি। তিনি বললেন, হাঁ ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন (উভয়ে কোন একটি ঘটেছে) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যুলইয়াদায়ন কি সত্য বলছে? তাঁরা বললেন, জী হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! (এরপর) তিনি লোকদের নিয়ে (অবশিষ্ট) দুই রাক'আত আদায় করেছিলেন।

٢٣٩٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا اِدْرِيْسُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ وَزَادَ وَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ -

২৩৯৪. ইব্রাহীম ইব্ন মুন্কিয (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (এই হাদীসে) 'সালামের পরে দুই সিজ্দা সাহো করেছেন' বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন।

٢٣٩٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ نَحْوَ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السَّلَامَ الَّذِى قَبْلَ السُّجُوْدِ -

২৩৯৫. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী করীম ﷺ দুই রাক'আতেই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সিজ্দার পূর্বে সালামের উল্লেখ করেন নি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, মুক্তাদী নিজ ইমামের সাথে ইমাম কর্তৃক সৃষ্ট কারণে সালাতে কথা বললে তা সালাতকে ভঙ্গ করবে না এবং সালাতে ইমাম ও মুক্তাদী ভুলে কথা বললে তা সালাতকে ভঙ্গ করবে না। তাঁরা তাঁদের মায্হাবের স্বপক্ষে এবং ইমাম কর্তৃক সালাতের কোন অংশ ছেড়ে দেয়ার কারণে ইমামের সাথে মুক্তাদীর কথা বলা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যুলইয়াদায়নের কথা বলাকে দলীল হিসাবে পেশ করেন, যা এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে এবং যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর ভুলে কথা বললে সালাতকে ভঙ্গ করে না তাঁদের মাযহাবের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেন, যুলইয়াদায়নকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি "হ্রাস করাও হয়নি এবং আমি ভুলও করিনি"। অথচ তিনি মনে করছেন যে, তিনি সালাতে নেই। তাঁরা বলেছেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদায়কৃত সালাতের উপরে ভিত্তি করেছেন এবং এটি তাঁর জন্য ও যুলইয়াদায়নের জন্য সালাতকে ভঙ্গ করেনি। এতে প্রমাণিত হলো সালাতের সংশোধনের নিমিত্ত সালাতে কথা বলা বৈধ এবং সালাতে ভুলে কথা বললে তা সালাতকে ভঙ্গ করে না।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ তাকবীর তাহ্‌লীল ও কুরআন শরীফ পড়া ব্যতীত সালাতে কথা বলা জায়িয নয় এবং এতে ইমাম কর্তৃক সৃষ্ট কোন কিছুর দ্বারা কথা বলাও জায়িয নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا اَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلٰوةٍ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَحَدَقَنِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمَّاهُ مَالَكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُوْنِىْ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلاَتِهِ دَعَانِىْ فَبِاَبِىْ وَاُمِّىْ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهٗ وَلاَ بَعْدَهٗ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ وَاللّٰهِ مَاضَرَبَنِىْ وَلاَ كَهَرَنِىْ وَلاَ سَبَّنِىْ وَلٰكِنْ قَالَ لِىْ اِنَّ صَلاَتَنَا هٰذِهٖ لاَيَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ اِنَّمَا هِىَ التَّكْبِيْرُ وَالتَّسْبِيْحُ وَتِلاَوَةُ الْقُرْاٰنِ ـ

২৩৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... মু'আবিয়া ইব্‌নুল হাকাম আল-সুলামী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কোন এক সালাতে ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি জবাবে বললাম,'ইয়ার হামুকাল্লাহু'। এতে লোকেরা তাদের চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আমার প্রতি (ধমক স্বরূপ) ইশারা করল। আমি (মনে মনে) বললাম, হায়! যদি আমার উপর আমার মা ক্রন্দন করতেন (আমি মরে যেতাম) তোমাদের কি হল ? এভাবে আমার দিকে দেখছ ? রাবী বলেন, লোকেরা (আমার প্রতি অধিক প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে) নিজ নিজ উরুতে হাতে মারতে শুরু করল। আমি যখন দেখলাম তাঁরা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে যেন আমি চুপ হয়ে যাই। (তখন আমি চুপ হলাম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষে আমাকে ডাকলেন। আমার মাতা-পিতা তাঁর প্রতি কুরবান হোন, তাঁর পূর্বে এবং তাঁর পরে তাঁর মত অপূর্ব শিক্ষক আমি দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি না আমাকে প্রহার করেছেন, না ধমক দিয়েছেন, না গাল দিয়েছেন; বরং আমাকে বলেছেন ঃ আমাদের এই সালাত মানুষের কোনরূপ কথার উপযোগী নয়। বরং তা হচ্ছে তাকবীর, তাসবীহ ও কুরআন তিলাওয়াত।

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَسُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

২৩৯৭. ইউনুস (র) ..... আওযাঈ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهٗ ـ

২৩৯৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মু'আবিয়া ইব্‌নুল হাকাম (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং 'যখন তুমি সালাতরত হবে তখন যেন তোমার অবস্থা এমনটি হয়' এই বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মু'আবিয়া ইব্নুল হাকাম সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, তিনি সালাতে কথা বলেছেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, আমাদের এই সালাত মানুষের কোনরূপ কথার উপযোগী নয়; বরং তা হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পড়ার (উপযোগী)। বস্তুত যখন তিনি তাঁকে একথা বলেননি যে, "অথবা সালাতে যদি তোমার জন্য কোন কিছু আপতিত হয় সেই বিষয়ে যা তোমার ইমাম ত্যাগ করেছেন" তাহলে সে বিষয়ে তুমি কথা বল! এতে প্রমাণিত হল যে, সালাতে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত অন্য কথা বললে তাকে ভঙ্গ করে দেয় তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে শিখিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের সালাতে কিছু আপতিত হলে কি করবে ঃ

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ -

২৩৯৯. ইউনুস (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ কারো সালাতে কোন কিছু আপতিত হলে সে যেন সুবহানাল্লাহ পাঠ করে।

বস্তুত মহিলাদের ক্ষেত্রে হল হাত তালি দেয়া আর পুরুষদের ক্ষেত্রে হল সুবহানাল্লাহ পাঠ।

٢٤٠٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا الْمُقْرِىُّ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَجَاءَ حِيْنُ الصَّلٰوةِ وَلَيْسَ بِحَاضِرٍ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَفَّحَ الْقَوْمُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّثْبُتَ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى نَكَصَ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ كَمَا اَمَرْتُكَ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَنْتُمْ مَالَكُمْ صَفَّحْتُمْ قَالُوْا لِنُؤْذِنَ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ -

২৪০০. ইব্রাহীম ইব্ন মুনকিয (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আন্সারী গোত্রের নিকট তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সালাতের সময় হলো; কিন্তু তিনি মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন না। তখন আবূ বকর (রা) ইমামতের জন্য সম্মুখে গেলেন। তিনি (সালাতের) ইমামতিরত থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ নিয়ে আসলেন। লোকেরা (তাঁর আগমন সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে) তালি বাজাল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (ইমামতের উপর) বহাল থাকতে ইশারা করলেন। এতে আবূ বকর (রা) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন এবং পিছনে চলে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইমামতের জন্য) অগ্রসর হলেন এবং সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি আবূ বকর (রা)-কে বললেন, (ইমামতের উপর) অটল থাকতে কিসে তোমাকে বাধা দিল, অথচ আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে (ইমামতের জন্য) অগ্রসর হওয়া আবূ কুহাফা'র পুত্রের জন্য শোভা পায় না। তিনি ﷺ (লোকদের কে) বললেন, তোমরা কেন

তালি বাজালে ? তাঁরা বললেন, আবূ বকর (রা)-কে অবহিত করার উদ্দেশ্যই। তিনি বললেন, মহিলাদের ক্ষেত্রে হল হাত তালি আর পুরুষদের ক্ষেত্রে হল সুবহানাল্লাহ পাঠ।

٢٤٠١- حَدَّثَنَا نَصْرٌ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৪০১. নাসর (র) ..... আবূ হাযিম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَابَهُ فِىْ صَلَاتِهِ شَىْءٌ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّ التَّسْبِيْحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ -

২৪০২. আবূ উমাইয়া (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কারো সালাতে কোন কিছু আপতিত হলে সে যেন তাসবীহ পাঠ করে। যেহেতু পুরুষদের ক্ষেত্রে হল সুবহানাল্লাহ পাঠ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হল হাতে তালি।

٢٤٠٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ -

২৪০৩. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : পুরুষদের ক্ষেত্রে হল সুবহানাল্লাহ পাঠ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হল হাতে তালি।

٢٤٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ قَالَ الاَعْمَشُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ كَانَتْ اُمِّىْ تَفْعَلُهُ -

২৪০৪. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের ক্ষেত্রে হল সুবহানাল্লাহ পাঠ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হল হাত তালি। আ'মাশ (র) বলেন, আমি এটি ইব্রাহীম (র)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন : আমার মা তা করতেন।

٢٤٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْنٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৪০৫. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٠٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ اَبِىْ غَطْفَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২৪০৬. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ সালাতে প্রত্যেক আপতিত বস্তুর ব্যাপারে এই সমস্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে সুবহানাল্লাহ পাঠ শিক্ষা দিয়েছেন, অন্য কিছু তাঁদের জন্য তিনি বৈধ করেন নি। এতে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যুলইয়াদায়নের কথা যে বিষয়ে তিনি তাঁর সাথে বলেছেন, যা ইমরান (রা), ইব্ন উমর (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে, বস্তুত তা ছিলো সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

সেই সমস্ত হাদীস যা থেকে এমনটি বুঝা যায় তা নিম্নরূপ ঃ

٢٤٠٧- اَنْ الرَّبِيْعَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ اَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خُدَيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى يَوْمًا وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَادْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَرَجَعَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ النَّاسَ فَقَالُوْا اَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ اِلاَّ اَنْ اَرَاهُ فَمَرَّبِىْ فَقُلْتُ هُوَ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ -

২৪০৭. রবী'উল মু'আযযিন (র) ..... মু'আবিয়া ইব্ন হাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন এবং এক রাক'আত বাকি থাকতেই সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর (দেখা) পেয়ে বলল, সালাতের এক রাক'আত অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এতে তিনি মসজিদে ফিরে গিয়ে বিলাল (রা)-কে ইকামত বলার জন্য নির্দেশ দিলেন; বিলাল (রা) ইকামত দিলেন এবং তিনি লোকদেরকে নিয়ে (অবশিষ্ট) এক রাক'আত আদায় করলেন। আমি লোকদেরকে এ ব্যাপারে বললাম। তারা আমাকে বললেন, তুমি কি লোকটিকে চিন ? আমি বললাম 'না'। তবে তাঁকে দেখলে চিনতে পারব। তিনি আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, তিনি তো এই ব্যক্তি-ই। লোকেরা বললেন, ইনি তো তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্।

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা) কে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দিলে তিনি আযান এবং ইকামত দেন। তারপর ছেড়ে দেয়া সালাতকে তিনি ﷺ আদায় করেন। বিলাল (রা) কে আযান ও ইকামতের জন্য তাঁর নির্দেশ দেয়া তাঁর সালাতের জন্য বিনষ্টকারী হয়নি। অনুরূপভাবে বিলাল (রা) কর্তৃক আযান ও ইকামত প্রদানও তাঁর সালাতের জন্য বিনষ্টকারী হয়নি।

পক্ষান্তরে 'আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, কেউ যদি বর্তমানে সালাতরত অবস্থায় এমনটি করে তাহলে এটি তার সালাতকে বিনষ্টকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। অতএব এতে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের সংঘটিত সব কিছু, যা মুআ'বিয়া ইব্ন হাদীজ (রা)-এর এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে এবং ইব্ন উমর (রা), ইমরান (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে, তা সবই ছিল সেই সময়কার ঘটনা, যখন সালাতে কথা বলা বৈধ ছিল। তারপর সালাতে কথা বলা রহিত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ সব কিছু রহিত হয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে সেই সব কিছু (সুবহানাল্লাহ, তাকবীর ইত্যাদি) শিক্ষা দিয়েছেন, যা তাঁরই সূত্রে মুআ'বিয়া ইব্নুল হাকাম (রা), আবূ হুরায়রা (রা) ও সাহল ইব্ন সা'দ (রা) রিওয়ায়াত করেছেন।

রহিত হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত কিছু দলীল

বস্তুত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) যুলইয়াদায়নের ঘটনার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অব্যবহিত পরে তাঁর সালাতে সেই অভিন্ন ঘটনা সংঘঠিত হলে তিনি এতে সেই দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঐ আমলের পরিপন্থী আমল করেছেন।

٢٤٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقِيْلَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّيْ جَهَّزْتُ عِيْرًا مِّنَ الْعِرَاقِ بِاَحْمَالِهَا وَاَحْقَابِهَا حَتّٰى وَرَدَتْ الْمَدِيْنَةَ فَصَلّٰى بِهِمْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ـ

২৪০৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) নিজ সাথীদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। এতে তিনি দুই রাক'আতে-ই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। তারপর তিনি ফিরে যান। এ বিষয়ে তাঁকে বলা হলে তিনি বললেন, 'আমি ইরাকী এক বাহিনী আসবাব পত্রে সজ্জিত করে প্রস্তুত করেছি, তারপর সেই বাহিনী মদীনা আগমন করলে তিনি তাদেরকে নিয়ে চার রাক'আত আদায় করেন।

অতএব বুঝা গেল যে, উমর (রা) অনুরূপ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলকে জ্ঞাতসারে পরিত্যাগ করা এবং এর পরিপন্থী আমল করা উক্ত আমল তাঁর নিকট রহিত হওয়ার (স্পষ্ট) দলীল। আর এটিও বুঝা গেল যে, তাঁর যুগে সেই ঘটনার বিধান যুলইয়াদায়ন কর্তৃক সংঘটিত ঘটনার দিনের (বিধানের) পরিপন্থী ছিল। বস্তুত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এমন সব সাহাবাগণের উপস্থিতিতে এই আমল করেছেন, যাঁদের কতক যুলইয়াদায়ন কর্তৃক সংঘটিত ঘটনার দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের আমলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ তাঁর প্রতিবাদ করেননি এবং তাঁরা তাঁকে একথা বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলইয়াদায়নের ঘটনার দিনে আপনার পরিপন্থী কাজ (আমল) করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা সকলেই এর রহিত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যেমনিভাবে উমর (রা)-এর সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

বস্তুত যুলইয়াদায়নের হাদীস যে মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে এবং পরবর্তী আমল যে এর পরিপন্থী, তার দলীল হলো ঃ সমগ্র উম্মত এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, কারো ইমাম যদি সালাতে কিছু ছেড়ে দেয় তাহলে সে (মুক্তাদী) এ বিষয়ে ইমামকে সতর্ক করার নিমিত্ত সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে। ইমাম যেন ছেড়ে দেয়া অংশকে আদায় করেন। আর যুলইয়াদায়ন কিন্তু সেই দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সুবহানাল্লাহ তথা তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে লোক্মা দান করেননি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথে তাঁর কথা বলার ব্যাপারে প্রতিবাদ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে' লোকদেরকে তাদের সালাতে কোন কিছু সংঘটিত হলে তাসবীহ পাঠ শিক্ষা দিয়েছেন এটি উক্ত (যুলইয়াদায়নের) ঘটনা অপেক্ষা পরবর্তীকালের।

আবূ হুরায়রা (রা) ও ইমরান (রা)-এর হাদীস দু'টিতেও রহিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

আর সেটি এভাবে ঃ আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই রাক'আতে-ই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। তাঁরপর মসজিদে (সম্মুখে) অবস্থিত এক খুঁটির নিকট চলে গেলেন এবং ইমরান (রা) বলেছেন ঃ তারপর তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে হুজরায় চলে গেলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কিব্লা থেকে নিজের চেহারা ফিরিয়ে ফেলেছিলেন এবং সালাতে চলা-ফেরা ইত্যাদি এরূপ আমল করেছেন যা সালাতের

অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব কি বর্তমানে কারো জন্য জায়িয হবে ? এই সব কিছু ঘটা সত্ত্বেও তাঁর জন্য তাঁর সালাত অবশিষ্ট থাকবে ? অবশ্যই না এসব বস্তু তাকে তাঁর সালাত থেকে কি বের করে দিবে না ? (অবশ্যই দেবে) অতএব এটি স্বীকৃত বিষয় যে, যুলইয়াদায়নের হাদীস মানসূখ তথা রহিত হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, হাঁ, এসব কিছু তাকে সালাত থেকে বের করবে না। যেহেতু এসব কিছু সে এই ধারণায় করেছে যে, সে সালাতরত নয়।

উত্তর ঃ তাঁর জন্য এ কথা বলা অপরিহার্য হয়ে যাবে যে, কেউ যদি এই অবস্থায় পানাহারও করে তাহলে তাকে এটি সালাত থেকে বের করবে না। অনুরূপভাবে যদি সে বেচাকেনা করে অথবা নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, (তবুও তাঁর সালাত ভঙ্গ হবে না) অথচ উক্ত অবস্থায় উল্লিখিত বস্তুগুলোর কারণে প্রশ্নকারী সালাত বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেন। অতএব উল্লিখিত কোন বস্তু যদি মুসল্লীকে তাঁর সালাত থেকে বের করে দেয়, যদিও সে এই ধারণা করে যে, সে সালাতে নেই। অনুরূপভাবে কথা বলা যা সালাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তাকে তাঁর সালাত থেকে বের করে দিবে, যদিও সে এই ধারণার কথা বলে থাকুক যে, সে সালাতে নেই।

বস্তুত প্রশ্নকারী যুলইয়াদায়নের হাদীস থেকে ধারণা করেছেন যে, 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণযোগ্য দলীল হিসাবে বিবেচিত এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিব।

উত্তর ঃ আসলে এখানে যুলইয়াদায়ন (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খবর দিয়েছেন। তিনি তাঁর একজন সাহাবী, মিথ্যা থেকে নিরাপদ। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের পর তাঁর (অপরাপর) সাহাবীগণের দিকে লক্ষ্য করে পুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, (প্রকৃত-ই) কি সালাত কম হয়েছে ? অতএব আমাদের এই বিরোধী ব্যক্তির মাযহাব অনুযায়ী সালাতরত আছেন জেনেও যিনি এই বিষয়ে কথা বলেছেন, এটি তাঁকে সালাত থেকে বের করে দেয়নি। এতে তাঁর জন্য তাঁর নীতি মতে জরুরী হয়ে পড়েছে এই কথা বলা যে, উক্ত কথা বলার (ঘটনা) সালাতে কথা বলা রহিত হয়ে যাওয়ার পূর্বেকার।

আরেকটি দলীল

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'যুলইয়াদায়ন কি সত্য বলছে' ? তাঁরা বললেন, জী, হাঁ, (সত্য বলছে)। (অথচ এখানে) তাঁদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর প্রতি ইশারা করাও সম্ভবপর ছিল এবং তিনি তাদের থেকে সে বিষয়ে (ইশারার মাধ্যমে) জ্ঞাত হতে পারতেন। বরং তাঁরা সালাতে আছেন জেনেও তাঁর সাথে এই বিষয়ে যা কথা বলার ছিল, কথা বলেছেন। তখন তিনি এই বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি এবং তাঁদেরকে পুনঃ সালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি। এতে বুঝা গেল যে, যুলইয়াদায়নের হাদীসে ব্যক্ত আমরা যা উল্লেখ করেছি (সবই সালাতে) কথা বলা রহিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, এটি (যুলইয়াদায়নের হাদীস) সালাতে কথা বলা রহিত হওয়ার পূর্বে হওয়াটা কিভাবে সম্ভব ? যখন আবূ হুরায়রা (রা) যুলইয়াদায়নের ঘটনায় নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ এর ওফাতের তিন বছর পূর্বে (সপ্তম হিজরীতে) ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দলীল হিসাবে উল্লেখ করা হয়ঃ

٢٤٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَوارِيْرِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْنَا

حَدِّثْنَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثَلٰثَ سِنِيْنَ قَالُوْا فَاَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَ سِنِيْنَ وَهُوَ حَضَرَ تِلْكَ الصَّلٰوةَ وَنُسِخَ الْكَلَامُ فِي الصَّلٰوةِ كَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ـ

ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা আবূ হুরায়রা (রা) এর নিকট এসে বললাম, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে শোনান! তিনি বললেন, 'আমি তিন বছর নবী করীম ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছি। লোকেরা বললেন, 'আবূ হুরায়রা (রা) তিন বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সহচর্য লাভ করেছেন এবং তিনি সেই সালাতে (যাতে যুলইয়াদায়নের ঘটনা ঘটে ছিল) নিজে উপস্থিত ছিলেন। আর সালাতে কথা বলা রহিত হয়েছে তখন, যখন নবী করীম ﷺ মক্কায় অবস্থান করছিলেন।

এতে বুঝা গেল যে, সালাতে কথা বলা প্রসঙ্গে যুলইয়াদায়নের হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে এটি যদি সেটি থেকে পরবর্তীতে হয় তাহলে এটি (যুলইয়াদায়নের হাদীস রহিত হবে না)।

উত্তর ঃ তাঁকে বলা হবে, আপনি আবূ হুরায়রা (রা) এর ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন এটি তাই যা আপনি বলেছেন (অর্থাৎ স্বীকৃত বিষয়), কিন্তু সালাতে কথা বলা রহিত হওয়া প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য যে, তখন নবী করীম ﷺ মক্কায় ছিলেন, (অর্থাৎ তা মক্কায় রহিত হয়েছে, এটি স্বীকৃত নয়) এটি আপনাকে কে বর্ণনা করেছে ? সনদযুক্ত রিওয়ায়াত ব্যতীত আপনি দলীল দিতে পারেন না যেমন আপনার বিরোধী পক্ষের জন্য আপনার বিপক্ষে অনুরূপ সনদযুক্ত দলীল ব্যতীত কার্যকর হয় না। এটি কে আপনাকে বলেছে এবং কার থেকে এটি আপনি বর্ণনা করছেন ? (অর্থাৎ এটি দলীল ও সনদ বিহীন কথা)। লক্ষ্য করুন, যায়দ ইব্‌ন আরকাম আল-আনসারী (রা) বলেন ঃ আমরা সালাতে কথা-বার্তা বলতাম। শেষে আয়াত নাযিল হল ঃ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ – তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে নিশ্চুপ হয়ে (২ঃ ২৩৮)
তখন আমরা চুপ থাকতে নির্দেশিত হলাম। আর আমরা তাঁর থেকে এই হাদীসটি এই গ্রন্থের অন্যস্থানে রিওয়ায়াত করেছি। বস্তুত যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন মদীনায় (অর্থাৎ তিনি মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন)। অতএব তাঁর এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সালাতে কথা বলা মদীনায় রহিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা থেকে মদীনা আগমনের পর। তা সত্ত্বেও আবূ হুরায়রা (রা) সেই সালাতে (যুলইয়াদায়নের ঘটনায়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কোন মতেই উপস্থিত ছিলেন না। যেহেতু যুলইয়াদায়ন (রা) বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এটি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইস্‌হাক প্রমুখ উল্লেখ করেছেন।

আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٢٤٠٩– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ حَدِيْثَ ذِي الْيَدَيْنِ فَقَالَ كَانَ اِسْلَامُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ ذُوْ الْيَدَيْنِ وَاِنَّمَا قَوْلُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عِنْدَنَا صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ بِالْمُسْلِمِيْنَ وَهٰذَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ ـ

২৪০৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে যুলইয়াদায়নের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন যে, যুলইয়াদায়ন (রা) শহীদ হয়ে যাওয়ার পরে আবূ হুরায়রা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর আমাদের নিকট আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন" অর্থাৎ মুসলমানদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। আর এটি (এরূপ বলা) আভিধানিকভাবে বৈধ। নিযাল ইব্‌ন সাবুরা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٢٤١٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ وَاَبُوْ زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالاَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاِيَّاكُمْ كُنَّا نُدْعٰى بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ بَنُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَنَحْنُ بَنُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ لِقَوْمِ النَّزَّالِ -

২৪১০. ফাহাদ (র) ও আবূ যুর'আ দামেশ্‌কী (র) ..... নিযাল ইব্‌ন সাবুরা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আমাদেরকে' বলেছেন" (অর্থাৎ তিনি আমাদের গোত্রকে সম্বোধন করে বলেছেন) বস্তুত আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে আব্‌দে মানাফ এর গোত্র হিসাবে ডাকা হত। বর্তমানে তোমরা হলে 'বানূ আবদুল্লাহ' (আবদুল্লাহ্‌র বংশধর) এবং আমরা হলাম 'বানূ আবদুল্লাহ' (আবদুল্লাহ্‌র বংশধর)। অর্থাৎ নিযাল (র)-এর গোত্রকে তিনি সম্বোধন করে এ কথা বলেছেন।

এই নিযাল (র)-ই বলেছেন ঃ 'আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন'। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেননি। বস্তুত এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গোত্রকে লক্ষ্য করে একথা তিনি বলেছেন।

তাউস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমাদের নিকট মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) আগমন করেন"। তখন তিনি শাক-সবজি থেকে কোন কিছু (উশর) গ্রহণ করেননি। বস্তুত তাউস (র) তাঁর সাক্ষাত লাভ করেননি। কেননা মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে যখন ইয়ামানে আগমন করেন, তাউস (র) সে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেননি। অতএব "আমাদের নিকট তিনি আগমন করেছ" তাঁর এ কথার অর্থ হচ্ছে ঃ 'আমাদের শহরে আগমন করেন'।

হাসান (বসরী) (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "উত্‌বা ইব্‌ন গায্‌ওয়ান (রা) আমাদেরকে খুত্‌বা (ভাষণ) দান করেছেন"। অর্থাৎ তিনি বসরায় খুত্‌বা দান করেছেন। অথচ হাসান বসরী (র) তখন বসরায় বিদ্যমান ছিলেন না, কেননা তিনি জঙ্গে সিফ্‌ফীন-এর এক বছর পূর্বে বসরা আগমন করেছিলেন। (অথচ উতবা রা এর ইনতিকাল হয় ১৫ বা ১৭ হিজরী সনে ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ ৫খণ্ড)

٢٤١١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَتٰى قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ فَقَالَ قَبْلَ صِفِّيْنَ بِعَامٍ -

২৪১১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হাসান বসরী (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বসরায় কখন আগমন করেছেন'? তিনি বললেন, 'জঙ্গে সিফ্‌ফীনের এক বছর পূর্বে।

অতএব নিযালের উক্তি ঃ "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন," তাউস (র) এর উক্তি ঃ "আমাদের নিকট মু'আয (রা) আগমন করেন" ও হাসান বসরী (র) এর উক্তি ঃ "উত্বা (রা) আমাদেরকে খুত্বা প্রদান করেন" এসব বাক্যের অর্থ হচ্ছে ঃ তাঁরা এ দ্বারা তাঁদের কাওম ও শহরকে বুঝিয়েছেন। কারণ তাঁরা তাতে উপস্থিতও ছিলেন না এবং তা প্রত্যক্ষও করেননি। অনুরূপভাবে যুলইয়াদায়নের হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছে" এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি (রা) তাতে উপস্থিতও ছিলেন না এবং তা প্রত্যক্ষও করেন নি। অতএব যুলইয়াদায়নের হাদীসে তাঁর উক্তি, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন" এর দ্বারা এই কথা নাকচ হয়ে গেল যে, এটি (যুলইয়াদায়নের হাদীস) সালাতে কথা বলা রহিত হওয়ার পরের ঘটনা।

সালাতে কথা বলা যে মদীনায় রহিত হয়েছে, এর স্বপক্ষে কিছু দলীল ঃ

٢٤١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلٰوةِ حَتّٰى نُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ -

২৪১২. আলী ইব্ন আব্দুর রহমান (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা সালাতে সালামের উত্তর প্রদান করতাম। তারপর এর থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

আর আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) সম্ভবত বয়সের দিক দিয়ে যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) অপেক্ষা অনেক ছোট। বাস্তব ঘটনা এরূপই। মনে রাখুন, এই আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) নিজেই খবর দিচ্ছেন যে, তিনি সালাতে কথা বলার বৈধতার সময়কাল পেয়েছেন।

এ বিষয়ে ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٢٤١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِيْ الصَّلٰوةِ وَنَامُرُ بِالْحَاجَةِ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْحَبْشَةِ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَاَخَذَنِيْ مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاتَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَزَلَ فِيَّ شَيْئٌ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهٖ مَاشَاءَ -

২৪১৩. আবূ বাকরা (র) .....আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ আমরা সালাতে কথা-বার্তা বলতাম এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতাম। তারপর আমরা হাব্শা থেকে নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলাম তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। এতে আমি ভাবলাম, কোন ব্যাপার হলো নাকি, না কোন নতুন বিধান নাযিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষ করলে আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ব্যাপারে কোন কিছু নাযিল হয়েছে নাকি? তিনি বললেন, না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন

ইচ্ছা করেন নতুন বিধান নাযিল করেন। (অর্থাৎ সালাতে কথা বলা প্রসঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে)।

٢٤١٤- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى الْمُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَاِنَّ مِمَّا اَحْدَثَ قَضٰى اَنْ لَاتَتَكَلَّمُوْا فِى الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَسَخَ الْكَلَامَ فِى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ـ

২৪১৪. ইস্‌মাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল মুযনী (র) ..... আসিম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এতে বাড়তি বলেছেন যে, নতুন বিষয়ে তিনি ফয়সালা করেছেন, তোমরা সালাতে কথা বলবেনা। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সালাতে অবশ্যই সার্বিকভাবে সব ধরনের কথা বলা রহিত করেছেন; এতে কোন ব্যতিক্রম রাখেন নি।

অতএব এতে বুঝা গেল ঃ (সালাতে) সর্বপ্রকারের কথা বলা রহিত করা হয়েছে, যা তারা সালাতে বলত। আর এটি-ই হচ্ছে, রিওয়ায়াতের দিক থেকে এ অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের যথার্থ পন্থা।

ইমাম তাহাবী (র) -এর যুক্তিভিত্তিক দলীল বিশ্লেষণ

বস্তুত আলোচ্য বিষয়ে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে, আমরা বেশ কিছু ইবাদাতকে লক্ষ্য করেছি, বান্দাগণ এতে প্রবেশ করলে কতিপয় বস্তু থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত রাখা হয়। এগুলো থেকে একটি হলো সালাত ঃ তাদেরকে এতে কথা বলা এবং এরূপ কার্যাদি থেকে বিরত রাখা হয়, যা তাতে করা হয় না। আরেকটি হলো সিয়াম ঃ এটি তাদেরকে স্ত্রী সহবাস ও পানাহার থেকে নিবৃত্ত রাখে। আরেকটি হলো হজ্জ ও উমরা ঃ এ দু'টি ইবাদত তাদেরকে স্ত্রীসহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার ও বিশেষ পোশাক থেকে বিরত রাখে। আরেকটি হলো ই'তিকাফ ঃ এটি তাদেরকে স্ত্রীসহবাস ও লেনদেন (কেনাবেচা) থেকে বিরত রাখে। অতএব কেউ যদি নিজে সিয়াম পালন অবস্থায় ভুলে স্ত্রী সহবাস করে অথবা পানাহার করে তাহলে এর বিধান সম্পর্কে বিরোধ আছে। কতক 'আলিম বলেন ঃ এটি তাকে তাঁর সিয়াম থেকে বের করবে না (সিয়াম বিনষ্ট হবে না) সেই সমস্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে যা তাঁরা রিওয়ায়াত করেছেন। কতক 'আলিম বলেন ঃ এটি তাকে তাঁর সিয়াম থেকে অবশ্যই বের করে দিবে (সিয়াম বিনষ্ট হয়ে যাবে)। আর যে কেউ নিজের হজ্জ অথবা উমরা অথবা ই'তিকাফে ভুলে কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবে স্ত্রী সহবাস করবে, সে এ কারণে এইসব আমল থেকে বের হয়ে যাবে, (অর্থাৎ তাঁর এই সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে)। অতএব যখন উক্ত কার্যাদি ইচ্ছাকৃত ভাবে করার কারণে তাকে সেই সমস্ত আমল থেকে বের করে দেয় (বাতিল হয়ে যায়) সেগুলো অনিচ্ছাকৃত ভাবে করলেও তা থেকে তাকে বের করে দিবে (তা বাতিল হয়ে যাবে)। অনুরূপ ভাবে সালাতে ইচ্ছাকৃত ভাবে কথা বলার কারণে সালাত বিনষ্ট হয়ে যায়।

অতএব আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হলো ঃ ভুলে কথা বলার কারণেও সালাত বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এতে ভুল ও ইচ্ছাকৃত উভয় প্রকার কথা বলার বিধান অভিন্ন হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমনি ভাবে ই'তিকাফ, হজ্জ ও উমরায় ইচ্ছাকৃত ও ভুলে স্ত্রী সহবাসের বিধান এক ও অভিন্ন রূপে সাব্যস্ত।

বস্তুত এটি-ই হচ্ছে, এই অনুচ্ছেদের যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ এবং হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নির্ধারণে আমাদের যথার্থ বিশ্লেষণ। আর এটি-ই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, মু'আবিয়া ইব্‌নুল হাকাম (রা) যখন সালাতে কথা বলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (কথা বলার নিষেধাজ্ঞা আরোপের সাথে) তাকে পুন সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেননি কেন ?

উত্তর ঃ তাঁকে বলা হবে যে, ইতিপূর্বে সালাতে কথা বলার নিষেধাজ্ঞা আরোপ না হওয়ার কারণে তাঁর নিকট কোন দলীল (হুজ্জত) সাব্যস্ত হয় নি। (বরং নিষেধাজ্ঞা আরোপের সময়ে-ই দলীল সাব্যস্ত হচ্ছে)। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পুন সালাতের নির্দেশ দেন নি। পক্ষান্তরে কেউ যদি সালাতে কথা বলা রহিত হওয়া সম্পর্কিত দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অনুরূপ (কথা বলা কিংবা সালাত বিনষ্টকারী কাজে লিপ্ত হয়) কাজ করে তাহলে তাঁর জন্য পুনঃ সালাত আদায় করা জরুরী। অথবা এরূপও হতে পারে যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পুন সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেন নি।

অপর দিকে একদল 'আলিম বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলইয়াদায়নের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দিনে সিজ্‌দা (সাহো) করেননি। এই বিষয়ে রিওয়ায়াত বর্ণনা করছেন ঃ

٢٤١٥– حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَأَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا اَخْبَرَنِىْ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَنَّهُ صَلاَّهُمَا يَعْنِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ يَوْمَ ذِى الْيَدَيْنِ -

২৪১৫. রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি মদীনার অনেক 'আলিম (সাহাবা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁদের কেউ এই বিষয়ে আমাকে বলেননি যে, তিনি যুল ইয়াদায়নের ঘটনার দিনে দুই সিজ্‌দা সাহো করেছেন।

বস্তুত আমাদের নিকট এর অর্থ (আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন) হলো ঃ সালাতে সিজ্‌দা সাহো তখন ওয়াজিব হয় যখন তাতে অনুচিত কিছু করা হয়, যথা বসার স্থলে দাঁড়িয়ে যাওয়া কিংবা বসার স্থান নয় এমন স্থানে বসা ইত্যাদি সেই সমস্ত কাজ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ত্রুটিকারীরূপে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে মাকরূহ নয় এরূপ কিছু যদি তাতে করা হয় তাহলে এতে সিজ্‌দা সাহো (জরুরী) হবে না। আর যুলইয়াদায়নের ঘটনার দিনে সালাতের বিধান ছিলো যে, তাতে কথা বলা এবং হাঁটা-চলাতে কোন দোষ ছিলো না। কেউ তা ইচ্ছাকৃত ভাবে করলেও ত্রুটিকারী বিবেচিত হতো না। তাই যে তা ভুলে করবে তাঁর উপরে সিজ্‌দা সাহো ওয়াজিব হবে না। বস্তুত এটি-ই হচ্ছে সেই সমস্ত লোকদের ('আলিমদের) মাযহাব যাঁরা এইমত পোষণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই দিন তাতে সিজ্‌দা করেননি। এটি (দলীল) হচ্ছে সেই সমস্ত মত পোষণকারীদের যা আমি এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। আর যারা উল্লেখ করেন যে, তিনি ﷺ সেই দিন সিজ্‌দা (সাহো) করেছেন। তাঁদের মতে যদিও তখন সালাতে কথা বলা এবং হাঁটা-চলা মুবাহ (বৈধ) ছিলো, কিন্তু তখন সালাম ফিরানোর সময়ের পূর্বে সালাম ফিরানো মুবাহ ছিল না। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতকে পূর্ণ করে ফেলেছেন (তাঁর ধারণায়) এবং তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে তাতে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। বস্তুত এরূপ যদি কেউ ইচ্ছাকৃত করে তাহলে সে ত্রুটিকারী বিবেচিত হবে। কিন্তু যখন তিনি তা ভুলে করেছেন তাহলে তাতে সিজ্‌দা সাহো ওয়াজিব হবে। এটি হচ্ছে, এই হাদীসে (উল্লিখিত) মত পোষণকারীদের মাযহাব।

٦٧- بَابُ الْاِشَارَةِ فِي الصَّلٰوةِ

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ইশারা করা প্রসঙ্গ

٢٤١٦- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ.قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِي غَطْفَانَ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ وَمَنْ اَشَارَ فِىْ صَلَاتِهٖ اِشَارَةً تُفْهِمُ مِنْهُ فَلْيُعِدْهَا ـ

২৪১৬. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের ক্ষেত্রে হল সুবহানাল্লাহ পাঠ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হল হাত তালি দেয়া। কেউ যদি সালাতে এরূপ ইশারা করে যাতে উদ্দেশ্য বুঝা যায় তাহলে সালাত (বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে) সে যেন তা পুন আদায় করে।

বস্তুত একদল 'আলিম এ থেকে এ মর্ম গ্রহণ করেছেন যে, ইশারা দ্বারা উদ্দেশ্য বুঝা যায়, যখন তা পুরুষের সালাতে সংঘটিত হয়। এতে তাঁর সালাত বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তাঁরা এটি সালাতে কথা বলার বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁরা এ বিষয়ে এই (উল্লিখিত) হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ ইশারা সালাতকে বিনষ্ট করবে না। এই বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٤١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتٰى قُبَاءَ فَسَمِعَتْ بِهِ الْاَنْصَارُ فَجَاءَ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ بِيَدِهٖ بَاسِطٌ كَفَّهُ وَهُوَ يُصَلِّىْ ـ

২৪১৭. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুবায় তাশরীফ নিয়ে আসেন। এ সংবাদ আনসারগণ শুনে তাঁরা এসে তাঁকে সালাতরত অবস্থায় সালাম করতে লাগলেন। আর তিনি সালাতে থেকে হাতের ইশারায় হাতের তালু প্রসারিত করে তাঁদের উত্তর দিতে লাগলেন।

٢٤١٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ اَوْ صُهَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ قَالَ يُشِيْرُ بِيَدِهٖ ـ

২৪১৮. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (এই রিওয়ায়াতে) বলেছেন, আমি বিলাল (রা) অথবা সুহায়ব (রা) কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতরত অবস্থায় তাঁদের সালামের উত্তর কিভাবে প্রদান করতে আপনি দেখেছেন ? তিনি বললেন, নিজ হাতের ইশারায় (তিনি উত্তর প্রদান করতেন)।

٢٤١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ نُوحٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ أَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ -

২৪১৯. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... হিশাম ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আমি বিলাল (রা) কে বললাম, কিভাবে তিনি তাঁদের উত্তর প্রদান করতেন ?

٢٤٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً قَالَ ابْنُ مَرْزُوْقٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ لَيْثٌ أَحْسِبُهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ -

২৪২০. ইব্‌ন মারযূক (র) ও রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে ইশারায় জওয়াব দিলেন। ইব্‌ন মারযূক (র) তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে, লায়ছ (র) বলেছেন, আমার ধারণা যে, তিনি ﷺ অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করেছিলেন বলে তিনি (সুহায়ব) উল্লেখ করেছেন।

٢٤٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً وَقَالَ كُنَّا نَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلٰوةِ فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ -

২৪২১. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ কে সালাম করলে, তিনি ইশারায় তাঁর উত্তর প্রদান করেন। আর তিনি বলেন, আমরা সালাতরত অবস্থায় সালাম করতাম। তারপর এর থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ (উল্লিখিত) এই সমস্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ইশারা সালাতকে বিনষ্ট করে না। বস্তুত এই সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরোধী হাদীসটি এরূপ নয়। অতএব এগুলো সেটি অপেক্ষা উত্তম হিসাবে বিবেচিত হবে। আর ইশারা যুক্তির দিক দিয়ে (সালাতে) কিছুতেই কথা বলার মত নয়। যেহেতু ইশারা হচ্ছে এক অঙ্গের নড়া-চড়া, অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সালাতে হাত ব্যতীত অপরাপর সমস্ত অঙ্গের নড়া-চড়া সালাতকে বিনষ্ট করে না, অনুরূপ ভাবে হাতের নড়া-চড়া (সালাত কে বিনষ্ট করবে না)।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, যখন তোমাদের নিকট সালাতে ইশারা করা কথা বলার মত নয় এবং তা সালাতকে বিনষ্ট করে না, যেমনিভাবে সালাতকে কথা বলা বিনষ্ট করে দেয়। আর তোমরা এই বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাক যা তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছ, তাহলে তোমরা মুসল্লীর ইশারার দ্বারা সালামের জওয়ার দেয়াকে কেন মাকরূহ বলো ? অথচ

তোমাদের বর্ণনাকৃত এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করেছেন। যদি ইশারা করা সালাতকে বিনষ্ট করে না বিষয়ে এটি তোমাদের স্বপক্ষে দলীল সাব্যস্ত হয়, তাহলে সালাতে ইশারা করা দূষণীয় না হওয়ার ব্যাপারে এটি তোমাদের বিপক্ষে দলীল সাব্যস্ত হবে।

উত্তর ঃ তাঁকে বলা হবে যে, এই সমস্ত হাদীসের কারণে আমরা যে জিনিসটি প্রমাণ করেছি সেটি হচ্ছে, ইশারা করা সালাতকে বিনষ্ট করে না। আর এটি এই সমস্ত হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর সালামের জওয়াব দেয়ার ব্যাপারে সালাতে ইশারা করার বৈধতা নিয়ে আপনি যা উল্লেখ করেছেন, তাতে কিন্তু এই বিষয়টির প্রমাণ বহন করে না। তা এভাবে ঃ যে জিনিসটি তাতে এসেছে তা হচ্ছে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের দিকে ইশারা করেছেন"। যদি কিনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলতেন যে,উক্ত ইশারার দ্বারা আমি সেই ব্যক্তির সালামের জওয়াব দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি, যে ব্যক্তি আমাকে সালাম দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যে, অনুরূপভাবে যখন সালাতে মুসল্লীকে সালাম দেয়া হবে; কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কিছু বলেন নি। অতএব এতে সম্ভাবনা আছে যে, উক্ত ইশারা তিনি সালামের জওয়াবে প্রদান করেছেন, যেমনিভাবে আপনারা উল্লেখ করেছেন। আবার এটিরও সম্ভাবনা আছে যে, সালাতরত অবস্থায় তাঁকে সালাম দেয়ার প্রতি তাদেরকে ইশারার দ্বারা নিষেধ করাই উদ্দেশ্য। যখন এই সমস্ত হাদীসে এসব কিছুর উল্লেখ নেই এবং হাদীসের সেই ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে, যার দিকে উভয় দলের প্রত্যেকে গিয়েছেন। আর কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র দলীল বিরোধীদের উপরে প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত এক দলের ব্যাখ্যা অপর দলের ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রাধান্য পেতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি বলেন যে, এর (সালাতে ইশারায় সালামের জওয়াব দেয়া) মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের দলীল কি?

উত্তর ঃ তাঁকে বলা হবে ঃ

٢٤٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِيْ الصَّلٰوةِ وَنَاْمُرُ بِالْحَاجَةِ وَنَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَكُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ يَعْلَمُ اِسْمَهُ فِيْ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْحَبْشَةِ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَاَخَذَنِيْ مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَايَشَاءُ ـ

২৪২২. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ আমরা সালাতে কথাবার্তা বলতাম এবং প্রয়োজনীয় (কাজের) নির্দেশ দিতাম। আমরা বলতাম ঃ "আস্‌সালামু আলাল্লাহি ওয়া আ'লা জিব্‌রাঈলা ওয়া মিকাঈলা ওয়া কুল্লি আব্‌দিন সালিহিন ইয়া'লামু ইস্‌মাহু ফিস্‌সামায়ি ওয়াল আরদি" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা, জিব্‌রাঈল (আ), মিকাঈল (আ) ও এমন প্রত্যেক নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি, তিনি যার নাম সম্পর্কে অবহিত আছেন আকাশে ও যমীনে। তারপর আমি হাব্‌শা থেকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আগমন করলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। এতে আমাকে ভাবনায় ফেলে দিল যে, (সালাতে) কি

ব্যাপার ঘটেছে এবং নতুন কি কোন বিধান আরোপিত হয়েছে! তিনি সালাত শেষ করলে আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ব্যাপারে কিছু নাযিল হয়েছে ? তিনি বললেন, না তো; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন নতুন বিধান নাযিল করেন।

٢٤٢٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْتُ فِيْ حَاجَةٍ وَنَحْنُ يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الصَّلٰوةِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اِنَّ فِي الصَّلٰوةِ شُغْلًا ـ

২৪২৩. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার কোন এক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম এবং তখন আমরা একে অপরকে সালাতে সালাম করতাম। তারপর ফিরে এসে (তাঁকে) সালাম করলাম। তিনি আমার জওয়াব দিলেন না এবং বললেন ঃ সালাতে অবশ্যই ব্যস্ততা রয়েছে।

٢٤٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمْتُ مِنَ الْحَبْشَةِ وَعَهْدِيْ بِهِمْ وَهُمْ يُسَلِّمُوْنَ فِي الصَّلٰوةِ يَقْضُوْنَ الْحَاجَةَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ لِلنَّبِيِّ مِنْ اَمْرِهِ مَايَشَاءُ وَقَدْ اَحْدَثَ لَكُمْ اَنْ لَا تَتَكَلَّمُوْا فِي الصَّلٰوةِ وَاَمَّا اَنْتَ اَيُّهَا الْمُسْلِمُ فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

২৪২৪. আবূ বাক্রা (র) ..... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, আমি হাব্শা থেকে আগমন করলাম, তাঁদেরকে তখন আমি যেভাবে জানতাম তাঁরা সালাতে সালাম করত এবং এতে তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন পুরা করত। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সালাতরত অবস্থায় সালাম করলাম। তিনি আমায় জওয়াব দিলেন না। সালাত শেষে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নবীর জন্য যখন ইচ্ছা করেন নতুন বিধান সৃষ্টি করেন। আর তোমাদের জন্য নতুন বিধান সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা সালাতে কথা বলবে না, সুতরাং তুমি! হে মুস্লিম, তোমার উপরে সালাম ও আল্লাহ্র রহমত।

٢٤٢٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِي الْجَهْمِ عَنْ اَبِي الرَّضْرَاضِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ اُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلٰوةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَجَدْتُّ فِيْ نَفْسِيْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَايَشَاءُ ـ

২৪২৫. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সালাতে নবী করীম ﷺ কে সালাম করতাম এবং তিনি আমার সালামের জওয়াব দিতেন। একবার আমি তাঁকে সালাম করলে

তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। এতে আমি আন্তরিকভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন নতুন বিধান সৃষ্টি করেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আবূ দাঊদ (র) থেকে আবূ বাকরা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির (সালামের জওয়াব) সালাত থেকে অবসর হওয়ার পরে দিয়েছেন যে তাঁকে সালাতরত অবস্থায় সালাম করেছিল।

বস্তুত এটি প্রমাণ বহন করে যে, তিনি সালাতে তাঁর সালামের জওয়াব দেননি। যেহেতু তিনি যদি সালাতে জওয়াব দিতেন তাহলে তাঁকে সালাত থেকে অবসর হওয়ার পর জওয়াব দিতে হত না। যেমনটি সেই ব্যক্তি বলে, যে কিনা সালাতে ইশারার দ্বারা (সালামের) জওয়াব প্রদানের অভিমত ব্যক্ত করে। আর মুসল্লী যখন সেই ব্যক্তির সাথে এমনটি করবে যে ব্যক্তি তাকে সালাতে সালাম প্রদান করে, তাহলে তার উপরে সালাত থেকে অবসর হওয়ার পর জওয়াব দেয়া ওয়াজিব হবে না।

অনুরূপভাবে মু'আম্মিল (র) থেকে বর্ণিত আবূ বাক্‌রা (র) এর হাদীসেও ব্যক্ত হয়েছে যে, তখন তিনি আমার (সালামের) জওয়াব দেন নি। এতে আমাকে ভাবনায় ফেলে দিল যে, কি ব্যাপার ঘটেছে এবং নতুনভাবে কি সৃষ্টি (নাযিল) হয়েছে ?

বস্তুত এটা প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর থেকে কোন রূপ জওয়াব ছিল না, না ইশারার দ্বারা না অন্য কিছুর দ্বারা। যেহেতু যদি তিনি ইশারার দ্বারা তাঁর জওয়াব দিতেন তাহলে রাবী তিনি "আমার (সালামের) জওয়াব দেননি" বলতেন না। বরং বলতেন, তিনি ইশারার দ্বারা আমার জওয়াব প্রদান করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যখন তাঁর অন্তরে সেই জিনিসটি লাগল যা তিনি "কি ব্যাপার ঘটেছে এবং নতুন কি (বিধান) নাযিল হয়েছে" বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। আর আলী ইব্‌ন শায়বা (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নিশ্চয় সালাতে (বিশেষ এক) ব্যস্ততা বিদ্যমান রয়েছে"। বস্তুত এটি প্রমাণ বহন করে যে, মুসল্লী উক্ত ব্যস্ততার কারণে কোন মুসলিমকে সালামের জওয়ার প্রদান করায় অপারগ এবং অন্যকেও সালাম থেকে নিষেধ করা হলো।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (ইন্তিকালের) পর আবদুল্লাহ (রা) এর নিম্নোক্ত উক্তি বর্ণনা করা হয় ঃ

٢٤٢٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ -

২৪২৬. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সালাতরত অবস্থায় লোকদেরকে সালাম প্রদান মাকরূহ মনে করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে (উপরে) যা বর্ণিত হয়েছে, অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে।

٢٤٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَبَعَثَنِىْ فِىْ حَاجَةٍ فَانْطَلَقْتُ اِلَيْهَا ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَرَاَيْتُهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَلَمَّا سَلَّمَ رَدَّ عَلَىَّ -

২৪২৭. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ঃ একবার আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি আমাকে এক প্রয়োজনে পাঠালেন, আমি সেখানে গেলাম। তারপর আমি তাঁর নিকট ফিরে এলাম, তখন তিনি সওয়ারীর উপরে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি আমার (সালামের) জওয়াব দিলেন না; বরং আমি তাঁকে দেখছি রুকূ সিজ্‌দা করছিলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন (সালাত শেষে) তখন আমার সালামের জওয়াব দিলেন।

٢٤٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ مَا اَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اِلَّا اَنِّىْ اُصَلِّىْ ـ

২৪২৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'আমার (সালামের) জওয়াব দেননি' কথাটি বলেননি। এবং তিনি বলেছেন, সালাত শেষে তিনি ﷺ বললেন ঃ আমি সালাতরত থাকার কারণে তোমার (সালামের) জওয়াব দিতে পারিনি।

বস্তুত এই জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) ও বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর (সালামের) জওয়াব দেননি। তিনি সালাত শেষে তাঁর জওয়াব দিয়েছেন। এখানে সেইরূপ আলোচনা প্রযোজ্য হবে, যা ইতিপূর্বে আমরা ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছি। আর জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি সালাতরত থাকার কারণে তোমার (সালামের) জওয়াব দিতে পারিনি। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁকে কোন কিছু জওয়াব দেননি; বরং নিষেধ করেছিলেন। তিনি যে তাঁকে ইশারা কিংবা অন্য কিছুর মাধ্যমে জওয়াব দিয়েছেন এ বর্ণনায় তা রদ হয়ে যায়।

٢٤٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَجَاءَ وَهُوَ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ ثُمَّ اَوْمٰى بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ ثَلٰثًا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اَمَا اَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اِلَّا اَنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ ـ

২৪২৯. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন এক প্রয়োজনে তাঁকে (কোথাও) পাঠিয়েছিলেন। তারপর তিনি (ফিরে) এলেন, তখন তিনি সওয়ারীর উপরে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম করলে তিনি চুপ থাকলেন এবং হাত দ্বারা ইশারা করলেন। তারপর আবার তিনি তাঁকে সালাম করলেন। (এমনিভাবে) তিনি তিনবার চুপ থাকলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন ঃ আমি সালাতরত থাকার কারণে তোমার (সালামের) জওয়াব দিতে পারিনি।

বস্তুত এই জাবির (রা) এই হাদীসে বর্ণনা করছেন যে, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সালাম করেছেন তখন তিনি তাকে হাতে ইশারা করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষে তাঁকে বললেন ঃ আমি সালাতরত থাকার কারণে তোমার (সালামের) জওয়াব দিতে পারিনি। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খবর দিচ্ছেন যে, তিনি সালাতে তাঁর জওয়াব দেননি। এতে বুঝা যাচ্ছে, সালাতে তাঁর উক্ত ইশারা জওয়াব হিসাবে ছিলনা; বরং তা ছিল নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ। এই জাবির (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন, যেমনি ভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। তাঁর থেকে বর্ণনা আছে ঃ

٢٤٣٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ اَنْ اُسَلِّمَ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيَّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ -

২৪৩০. ফাহাদ (র) ..... আবূ সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি সালাতরত অবস্থায় কাউকে সালাম করতে পছন্দ করি না। তবে সে যদি আমাকে সালাম করে আমি তার জওয়াব দিব।

٢٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِشْكَابٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৪৩১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আর এই জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) মুসল্লীকে সালাম দেয়া অপছন্দ করেছেন (মাকরূহ করেছেন)। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতরত অবস্থায় সালাম করেছিলেন তিনি ﷺ তাঁকে ইশারা করেছেন। বস্তুত যদি নবী করীম ﷺ-এর ইশারা তাঁকে জওয়াবের উদ্দেশ্যে হতো তাহলে তিনি এটিকে মাকরূহ বলতেন না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে এর থেকে নিষেধ করেননি। কিন্তু তিনি এটিকে মাকরূহ বলেছেন এই জন্য, কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইশারা তাঁর নিকট তাঁকে সালাতরত অবস্থায় সালামের নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ ছিল।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, জাবির (রা) তোমাদের এই হাদীসে বলেছেন ঃ "কেউ যদি আমাকে সালাম দেয় তাহলে আমি অবশ্যই জওয়াব দিব" (তাহলে তোমরা মাকরূহ কিভাবে বল ?)।

উত্তর ঃ তাকে বলা হবে যে, জাবির (রা) কি বলেছেন, "আমি সালাতে অবশ্যই জওয়াব দিব"। হতে পারে "অবশ্যই আমি জওয়াব দিব" তাঁর এই উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝানো, সালাত থেকে আমার অবসর হওয়ার পর (জওয়াব দিব) তাঁর মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস প্রমাণ বহন করেন ঃ

٢٤٣٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَاَلَ سُلَيْمٰنُ بْنُ مُوْسَى عَطَاءً اَسَاَلْتَ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَاَنْتَ تُصَلِّيْ فَقَالَ لَاتَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْضِيَ صَلَاتَكَ فَقَالَ نَعَمْ -

২৪৩২. আলী ইব্ন যায়দ (র) ..... হাম্মাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সুলায়মান ইব্ন মূসা (র) আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি জাবির (রা)-কে সেই ব্যক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, যে আপনাকে সালাতরত অবস্থায় সালাম করে" ? তিনি বললেন, তুমি সালাত শেষ না করা পর্যন্ত তার জওয়াব দিবে না, তারপর তিনি বলেন, হাঁ।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম হাদীসে জাবির (রা) যে জওয়াবের কথা বুঝিয়েছেন তা হচ্ছে সালাত থেকে অবসর হওয়ার পর জওয়াব প্রদান করা। অতএব এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুকূলে হয়েছে এবং এর অর্থ আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার সাথে সংগতিপূর্ণ।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়ে অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٢٤٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُبْنُ حَازِمٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا غَمَزَهُ بِيَدِهِ -

২৪৩৩. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে সালাম করেন, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। এতে তিনি তার কোন জওয়াব না দিয়ে তাকে নিজ হাতের দ্বারা ইশারা করেন।

বস্তুত এই ইব্‌ন আব্বাস (রা) সালাতে সেই ব্যক্তির সালামের জওয়াব দেননি, যে তাকে সালাতরত অবস্থায় সালাম করেছিল। বরং তিনি তার একাজ মাকরূহ হওয়ার প্রতি নিজ হাতে ইশারা করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) যারা উভয়েই নবী করীম ﷺ -কে তাঁর সালাতরত অবস্থায় সালাম করেছিলেন, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (ইন্তিকালের) পরে মুসল্লীকে সালাম দেয়া মাকরূহ বলেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, নবী করীম ﷺ -এর যে ইশারা সম্পর্কে তারা অবহিত হয়েছিলেন সেটি জওয়াব হিসাবে ছিল না। বরং তা ছিল নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ। কারণ সালাত আদৌ সালামের স্থান নয়। যেহেতু সালাম হচ্ছে কথা বলার অনুরূপ, অতএব এর জওয়াবও অনুরূপ হবে। যখন সালাত কথা বলার স্থান নয়, অতএব সালামের জওয়াবও সালামের স্থান নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে অঙ্গসমূহকে স্থির রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ

٢٤٣٤- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَسْجِدَ فَرَاٰى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ وَقَدْ رَفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ تَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ -

২৪৩৪. ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন একদল লোক সালাত আদায় করছে এবং তাঁরা তাদের হাত উঠিয়েছে। তিনি বললেন, কি ব্যাপার, তোমাদেরকে দেখছি তোমাদের হাত উঠাচ্ছ, যেন তা অস্থির ঘোড়ার লেজ। তোমরা সালাতে স্থির থাকবে।

অতএব যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে স্থির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, আর ইশারার মাধ্যমে সালামের জওয়াব দেয়া এতে বিঘ্ন ঘটায়। কারণ এতে হাত উঠাতে এবং আঙ্গুল সঞ্চালন করতে হয়। এতে প্রমাণিত হল যে, ইশারা করা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ 'সালাতে অঙ্গসমূহ স্থির রাখা'র অন্তর্ভুক্ত (তাই ইশারা নিষিদ্ধ)। এই অনুচ্ছেদে আমরা যে অভিমত বর্ণনা করেছি এটি ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٦٨- بَابُ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ هَلْ يَقْطَعُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ صَلَاتَهُ أَمْ لاَ

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা, এটি তার সালাতকে বিনষ্ট করে কিনা?

٢٤٣٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ اِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَاخِرَةِ الرَّحْلِ وَقَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ وَالْاَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ سَأَلْتَنِيْ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْكَلْبَ الْاَسْوَدَ شَيْطَانٌ ـ

২৪৩৫. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসল্লীর সামনে যদি উটের পিঠের কাঠের আসনের মত কিছু বিদ্যমান থাকে তাহলে সালাতকে কোন কিছু বিনষ্ট করবে না। তিনি বলেছেন, (তবে) কালো কুকুর, স্ত্রী লোক এবং গাধা সালাত বিনষ্ট করে দিবে। আবদুল্লাহ ইব্ন সামিত (র) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আবূ যার! লাল বা সাদা কুকুর বাদ দিয়ে কালো কুকুঁরের কথা উল্লেখ করার কারণ কি ? তিনি বললেন ঃ হে ভাতিজা! তুমি যে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছ, আমিও সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন ঃ কালো কুকুর হলো শয়তান।

٢٤٣٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَايَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ـ

২৪৩৬. ইউনুস (র) ..... সাহ্ল ইব্ন আবী হাস্মা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সুতরা অভিমুখী সালাত আদায় করলে এর নিকটবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে শয়তান সালাতকে বিনষ্ট করতে পারবে না।

٢٤٣٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ اَلْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ـ

২৪৩৭. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে (শু'বা র এটি মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন) তিনি বলেছেন ঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও কুকুর সালাতকে বিনষ্ট করে দেয়।

٢٤٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَحْسِبُهُ قَدْ اَسْنَدَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ

الصَّلٰوةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْيَهُوْدِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَ الْخِنْزِيْرُ وَيَكْفِيْكَ اِذَا كَانُوْا مِنْكَ قَدْرَ رَمْيَةٍ لَمْ يَقْطَعُوْا عَلَيْكَ صَلَاتَكَ ـ

২৪৩৮. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাবী বলেন, এ হাদীসটি সম্পর্কে আমার ধারণা যে, তিনি সূত্র পরম্পরায় এটিকে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ ঋতুবর্তী স্ত্রীলোক, কুকুর, গাধা, ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও শূকর (সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করলে) সালাতকে বিনষ্ট করে দেয়। তোমার জন্য যথেষ্ট যদি তারা তোমার থেকে এক তীর সমপরিমাণ দূরত্বে (যাতায়াত করে) থাকে তবে তোমার সালাতকে বিনষ্ট করবে না।

٢٤٣٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ـ

২৪৩৯. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক (এর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত) সালাতকে বিনষ্ট করে দেয়।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করে বলেছেন যে, কালো কুকুর, স্ত্রীলোক ও গাধা যদি সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করে, তাহলে তা সালাত বিনষ্ট করে দিবে।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এইগুলোর কিছুই সালাতকে বিনষ্ট করবে না। এই বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٤٤٠– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جِئْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ وَنَحْنُ عَلٰى اَتَانٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى النَّاسَ بِعَرَفَةَ فَمَرَرْنَا عَلٰى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا ـ

২৪৪০. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার আমি এবং ফায্‌ল একটি গাধীর উপর আরোহণ করে (আরাফাতে অথবা মিনায়) আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন লোকদের নিয়ে আরাফাতে সালাত আদায় করছিলেন। আমরা কিছু কাতার অতিক্রম করে গাধীটি থেকে নামলাম। আর আমরা এটিকে ছেড়ে দিলে এটি চড়ে বেড়াতে থাকে। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে কিছু বললেন না।

٢٤٤١– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ بِمِنًا ـ

২৪৪১. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিনাতে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

٢٤٤٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَ رَوْحٌ وَوَهْبٌ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَأَنَا عَلٰى حِمَارٍ وَمَعِيْ غُلَامٌ مِّنْ بَنِيْ هَاشِمٍ فَلَمْ يَنْصَرِفْ -

২৪৪২. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ দিয়ে গাধার উপর আরোহণ করে যাতায়াত করেছি, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন এবং আমার সাথে বনূ হাশিম গোত্রের একটি তরুণও ছিল। এতে তিনি (সালাত) ছেড়ে দেন নি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁরা উভয়ে (কিছু) কাতার অতিক্রম করেছেন। সম্ভবত তাঁরা ইমাম ব্যতীত মুকতাদীদের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করেছেন, আর এটি মুকতাদীদের সালাতকে বিনষ্টকারী হয়নি। বস্তুত এতে ইমামের সম্মুখ দিয়ে গাধা যাতায়াতের বিধান সম্পর্কে কিছু নেই। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত সুহায়ব (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ (সম্মুখ) দিয়ে যাতায়াত করেছেন এতে তিনি (সালাত) ছেড়ে দেননি। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইমামের সম্মুখ দিয়ে গাধা যাতায়াত করলেও সালাতকে বিনষ্টকারী হয় না।

প্রথম দল 'আলিমদের দলীলের উত্তর

বস্তুত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস যা আমরা তাঁরই সূত্রে অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করে এসেছি, তাতে বলা হয়েছে যে, "গাধা (যাতায়াতে) সালাত বিনষ্ট করে দেয়" এর সাথে সেই হাদীসে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ করেছেন। আর রাবী বলেছেন ঃ আমার ধারণা যে তিনি হাদীসটি সূত্র পরম্পরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

অতএব এই হাদীস যা আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে উবায়দুল্লাহ (র) এবং সুহায়ব (র) থেকে বর্ণনা করেছি, এটি তাঁরই সূত্রে বর্ণিত ইকরামা (র)-এর হাদীসের পরিপন্থী। অতএব আমরা জানতে চাচ্ছি দুইটির কোন্‌টি অপরটিকে রহিত করেছে ? এই বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত হাদীসকে পেয়েছিঃ

আবূ বাকরা (র) ইক্‌রামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "কোন্ জিনিস সালাতকে বিনষ্ট করে" এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে লোকেরা বলল ঃ কুকুর এবং গাধা। এতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহর বাণী إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ - তাঁরই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কালাম" এটাকে তা নষ্ট করতে পারে না, তবে তা মাকরূহ।

বস্তুত এই ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে বলেছেন, গাধা সালাত বিনষ্ট করে না। এতে বুঝা যাচ্ছে ইব্‌ন আব্বস (রা) থেকে উবায়দুল্লাহ (র) ও সুহায়ব (র)-এর হাদীস তাঁরই সূত্রে এই বিষয়ে বর্ণিত ইকরামা (রা)-এর হাদীস থেকে পরবর্তী সময়ের। ফাযল ইব্‌ন আব্বাস(রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, গাধাও সালাত বিনষ্ট করে না।

٢٤٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ زَارَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارٌ تَرْعَيَانِ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزْجُرَا وَلَمْ يُؤَخِّرَا -

২৪৪৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ফায্‌ল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এক প্রান্তরে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করেন। আমাদের ছিল ছোট একটি কুকুর এবং একটি গাধা, যা সেখানে চরত। তিনি সেই দুইটি জন্তুকে সম্মুখে রেখে আসরের সালাত আদায় করলেন। তিনি তাদেরকে তাড়ালেন না বা পিছনে সরিয়ে দিলেন না।

٢٤٤٤– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ـ

২৪৪৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٤٤٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ فِىْ حَدِيْثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ زَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

২৪৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ও মুহাম্মদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন।

সুতরাং এই হাদীস অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে উল্লেখিত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত সুহায়ব (র) ও উবায়দুল্লাহ (র)-এর হাদীসের অনুকূলে প্রমাণিত হয়েছে।

তারপর আমরা ফিরে আসব মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে কুকুর যাতায়াতের ব্যাপারে, যে এটির বিধান কী এবং তা সালাতকে বিনষ্ট করে কি না ?

বস্তুত এ বিষয়ে একজন হচ্ছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে তা (কুকুর) সালাতকে বিনষ্ট করে দেয়। আমরা এটি তাঁরই সূত্রে এই অনুচ্ছেদের শুরু ভাগে রিওয়ায়াত করে এসেছি। তারপর ফায্‌ল (রা)-এর হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি, যা এর পরিপন্থী। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে তাঁর নিজস্ব অভিমত রিওয়ায়াত করেছি, যা তাঁরই সূত্রে ইকরামা (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, নিশ্চয় কুকুর সালাতকে বিনষ্ট করে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, এটি, তাঁর নিকট রহিত হয়ে গিয়েছে এবং ফায্‌ল (রা) এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ থেকে যে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তা ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা পরবর্তীকালের। তবে আবূ যার (রা) নবী করীম ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ﷺ কালো কুকুরকে অপরাপর কুকুর থেকে পার্থক্য করেছেন। কালো কুকুরকে সালাত বিনষ্টকারী হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন এবং অপরাপর কুকুরের ব্যাপারে এর বিপরীত বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন ঃ 'কালো (কুকুর) শয়তান'। এতে বুঝা যাচ্ছে, যে অর্থে সালাত বিনষ্ট হওয়া জরুরী হয় তা হচ্ছে কালো হওয়া, যেহেতু এটি শয়তান। আমরা তলিয়ে দেখছি এর বিরোধী কিছু আছে কি না ? নিম্নোক্ত হাদীসগুলো এর বিরোধী হিসাবে বিবেচিত ঃ

٢٤٤٦– فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلاَيَدَعْ اَحَدًا يُمُرُّبَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ۔

২৪৪৬. ইউনুস (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সালাত আদায়কালে সে যেন তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী কাউকে কস্মিনকালেও ছেড়ে না দেয় এবং যথাসম্ভব সে যেন তাকে প্রতিরোধ করে। এতে সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। যেহেতু সে হচ্ছে শয়তান।

٢٤٤٧– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ظَفْرٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

২৪৪৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٤٨– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

২৪৪৮. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যে কোন যাতায়াতকারী শয়তান এবং এতে মানুষ ও কালো কুকুরের মাঝে সমতা আরোপ করা হয়েছে; যখন তারা মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করবে।
তাঁরা ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রেও নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

٢٤٤٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلاَيَدْعَنَّ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنُ شَيْطَانٌ۔

২৪৪৯. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে সে যেন তার সম্মুখ দিয়ে কাউকে কখনো যাতায়াত করতে না দেয়। যদি সে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে সে যেন তার সাথে লড়াই করে; কারণ তার ঐ সঙ্গীটি শয়তান।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ হাদীসের অর্থ আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ। আর মানুষ তার মুসল্লী ভাইয়ের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করা মানে তার সম্মুখ দিয়ে তার সঙ্গীটিরও যাতায়াত করা, সে হচ্ছে শয়তান। তারপর এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, মানুষের মধ্যে কেউ কারো সালাতের সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করলে এতে সালাত বিনষ্ট করে না।

বস্তুত এ বিষয়টি নবী করীম ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ

٢٤٥٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ بَعْضِ اَهْلِهِ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبَ يَقُوْلُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ مِمَّا يَلِيْ بَابَ بَنِيْ سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْئٌ ـ

২৪৫০. ইউনুস (র) ..... মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ কে বনূ সাহ্‌ম (গোত্র)-এর দরজার সন্নিকটে সালাত আদায় করতে দেখেছি, লোকেরা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করছিল। তাঁর এবং কিব্‌লার মাঝখানে কোন কিছু (আড়াল) ছিল না।

٢٤٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ قَالَ سُفْيَانُ فَحَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرٍ بَعْدَ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ بَعْضُ اَهْلِيْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ اَبِيْ ـ

২৪৫১. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... মুত্তালিব ইব্‌ন আবী ওয়াদাআ (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ তাঁর ও তাওয়াফের মাঝখানে 'সুত্‌রা' (আড়াল) ছিল না। সুফ্‌ইয়ান (র) বলেন, আমি এই হাদীসটি ইব্‌ন জুরাইজ (র) থেকে শুনার পর আমাকে কাসীর ইব্‌ন কাসীর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে আমার পরিবারের একজন বর্ণনা করেছে এবং আমি তা আমার পিতা থেকে শুনিনি।

٢٤٥٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا هِشَامٌ أُرَاهُ عَنِ ابْنِ عَمِّ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ ـ

২৪৫২. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ...... মুত্তালিব ইব্‌ন আবী ওয়াদাআ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ قَالَ تَذَاكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالُوْا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَدَلْتُمُوْهُ بِالْكِلَابِ وَالْحَمِيْرِ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ اِلٰى وَسَطِ السَّرِيْرِ وَاَنَا عَلَيْهِ مُضْطَجِعَةٌ وَالسَّرِيْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَتَبْدُوْ لِيَ الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاُوْذِيْهِ فَاَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ اِنْسِلَالًا ـ

২৪৫৩. আবূ বিশ্‌র আল-রকী (র) ..... মাস্‌রূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ লোকেরা আয়েশা (রা)-এর নিকট কোন্ জিনিস সালাতকে বিনষ্ট করে দেয় সে বিষয়ে আলোচনা করল। তখন

লোকেরা বলল, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক সালাতকে বিনষ্ট করে দেয়। এতে আয়েশা (রা) বললেন ঃ তোমরা আমাদের কে (নারীদের) কুকুর ও গাধার সমতুল্য করেছ। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাটের মাঝখানের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন এবং আমি এতে শুয়ে থাকতাম। খাট থাকত তাঁর ও কিব্‌লা'র মাঝখানে। আমার প্রয়োজনে যেতে চাইলে, এবং তাঁর সম্মুখে বসা আমি পসন্দ করতাম না, এজন্য নিজের পায়ের দিক দিয়ে হেঁচ্‌ড়িয়ে বেরিয়ে পড়তাম।

٢٤٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَاِذَا اَرَدْتُّ اَنْ اَقُوْمَ كَرِهْتُ اَنْ اَقُوْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَانْسَلُّ انْسِلاَلاً -

২৪৫৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতেন, আমি তখন তাঁর ও কিব্‌লা'র মাঝখানে বিদ্যমান থাকতাম। আমি যখন উঠতে চাইতাম তখন তাঁর সম্মুখে উঠাকে আমি পসন্দ করতাম না, এই জন্য পায়ের দিক দিয়ে সরে পড়তাম।

٢٤٥٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ اَبِى النَّضْرِ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَمُدُّ رِجْلَىَّ قِبْلَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَرَفَعْتُهُمَا فَاِذَا اَقَامَ مَدَدْتُهُمَا -

২৪৫৫. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ও ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার পা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিব্‌লামুখী প্রসারিত করতাম, তখন তিনি সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজ্‌দা করতেন আমাকে ইশারা করতেন আমি পা দু'টি গুটিয়ে ফেলতাম। যখন তিনি দাঁড়াতেন আমি পা দু'টি প্রসারিত করতাম।

٢٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ اَمَامَهُ فِى الْقِبْلَةِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَغَمَزَهَا بِرِجْلِهِ فَقَالَ تَنَحَّىْ -

২৪৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর তিনি (আয়েশা রা) তাঁর সম্মুখে কিব্‌লার দিকে প্রস্থে শুয়ে থাকতেন। তিনি বিত্‌র আদায়ের ইচ্ছা করলে নিজ পা দিয়ে তাঁকে ইশারা করতেন এবং বলতেন 'সরে যাও'।

٢٤٥٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْنُسَ الْبَصْرِىُّ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهِ اَيَاسِ بْنِ عَامِرِ الْغَافِقِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ -

২৪৫৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তাস্‌বীহ (সালাত) আদায় করতেন এবং আয়েশা (রা) তাঁর ও কিব্‌লা'র মাঝখানে প্রস্থে শুয়ে থাকতেন।

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِىْ يَرْقُدُ عَلَيْهِ هُوَ وَاَهْلُهُ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ اَيْقَظَنِىْ فَاَوْتَرْتُ -

২৪৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে সালাত আদায় করতেন এবং আমি তাঁর ও কিব্‌লা'র মাঝখানে প্রস্থে বিছানায় শুয়ে থাকতাম, যাতে তিনি ও তাঁর পরিজন শয়ন করতেন। তিনি বিত্‌র আদায়ের ইচ্ছা করলে আমাকে জাগ্রত করতেন, তখন তিনি আমি বিতর আদায় করতাম।

٢٤٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَهِىَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ -

২৪৫৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করতেন আর তিনি তাঁর সম্মুখে প্রস্থে শুয়ে থাকতেন।

٢٤٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُفْرَشُ لِىْ حِيَالَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَاِنِّىْ حِيَالَهُ -

২৪৬০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... উম্মে সাল্‌মা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুসল্লার সম্মুখে বিছানা বিছান হত। তিনি সালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর সম্মুখে থাকতাম।

٢٤٦١- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا الشَّيْبَانِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِىْ حِيَالَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَىَّ وَهُوَ يُصَلِّىْ -

২৪৬১. সালিহ (র) ..... মায়মুনা বিন্‌তুল হারিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুসল্লার সম্মুখে আমার বিছানা ছিল। অনেক সময় তাঁর কাপড় আমার উপর এসে পড়ত যখন কিনা তিনি সালাত আদায় করতেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষ (যাতায়াত) সালাতকে বিনষ্ট করে না। আর নবী করীম ﷺ থেকে ইব্‌ন উমর (রা) ও আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে প্রত্যেক যাতায়াতকারীকে শয়তান সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবূ যার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কালো কুকুর সালাতকে বিনষ্ট করে দেয় কারণ এটি শয়তান।

বস্তুত যে কারণে সালাত বিনষ্ট হয় সেটি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে যে, এরা (মানুষের যাতায়াত) সালাতকে বিনষ্ট করে না। এতে বুঝা যাচ্ছে, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রতিটি যাতায়াতকারীও সালাতকে বিনষ্ট করবে না।

আমাদের উল্লিখিত দাবির বিশুদ্ধতার উপর এটিও দলীল হিসাবে বিবেচিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়াত সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে তাঁর উক্তি (ফাতাওয়া) ও বর্ণিত আছে ঃ

ইউনুস (র) সালিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) কে প্রশ্ন করা হয় যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আইয়াশ ইব্‌ন আবী রাবী'আ (র) বলেন ঃ কুকুর ও গাধা সালাতকে বিনষ্ট করে দেয়। এতে ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ মুসলমানের সালাতকে কোন কিছু বিনষ্ট করবে না।

٢٤٦٢– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَىْءٌ وَادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

২৪৬২. ইবন্ মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন কিছু সালাতকে বিনষ্ট করবে না, তোমরা যথাসম্ভব (যাতায়াতকারীদের) প্রতিহত কর।

٢٤٦٣– حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ـ

২৪৬৩. সালিহ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই ইব্‌ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে এটি বলেছেন এবং তিনি তা নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি পূর্বে যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন তা রহিত হয়ে গিয়েছে এবং সেটি অপেক্ষা তাঁর এই নিজস্ব অভিমত উত্তম বিবেচিত হবে।

পক্ষান্তরে ইব্‌ন উমর (রা) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে মুসল্লী কর্তৃক তার সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারীর সাথে লড়াই করার যে বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে. এটি সেই সময়কার ঘটনা যখন সালাতে আমলে কাসীরসহ কথা-বার্তা বৈধ ছিল। পরবর্তীতে সালাতে কাজকর্ম রহিত হয়ে যাওয়ার সাথে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। বস্তুত এটি-ই হচ্ছে রিওয়ায়াতের দিক থেকে এই অনুচ্ছেদের হাদীস সমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের যথার্থ পন্থা।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

আলোচ্য বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে কালো ব্যতীত অপরাপর রঙের কুকুর যাতায়াত যে সালাত বিনষ্ট করে না, এই বিষয়ে তাঁদের ('আলিম) মতবিরোধ

নেই। তাই আমরা কালো কুকুরের বিধানের দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়াস পাব যে, এটির বিধান অনুরূপ কিনা ? আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কালো ও অন্য সমস্ত কুকুরের গোশত আহার করা হারাম। এর গোশত আহারের অবৈধতা (হারাম হওয়া) বর্ণ ভেদের কারণে নয়; বরং এর সত্তাগত কারণে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক হিংস্র পশু ও হিংস্র পাখীর গোশত এবং গৃহপালিত গাধার গোশত যা খেতে নিষেধ করা হয়েছে; এই সমস্তের মধ্যে বর্ণ ভেদের কারণে বিধানগত কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। আর এই সমস্তের উচ্ছিষ্টও অনুরূপ।

অতএব উক্ত যুক্তির ভিত্তিতে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতে সমস্ত রকম কুকুরের বিধান অভিন্ন হবে। যেমনিভাবে অন্য কুকুর (কালো ব্যতীত) সালাত বিনষ্ট করে না, অনুরূপভাবে কালো কুকুর (সালাত বিনষ্ট করবে না)। যখন যুক্তির ভিত্তিতে কুকুরসমূহের বিষয়ে তা প্রমাণিত হলো, যা আমরা উল্লেখ করলাম; অতএব গাধার (বিধান) ও অনুরূপ হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা গৃহপালিত গাধার গোশত আহারের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। একদল 'আলিম এর বৈধতা ঘোষণা করেছে, পক্ষান্তরে অপর একদল মাকরূহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

যখন মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে যে, যে জন্তুর গোশত আহার করা হয় না তার যাতায়াত সালাতকে বিনষ্ট করে না। তাহলে গোশত আহারে বিরোধপূর্ণ জন্তুর যাতায়াত উত্তমরূপেই সালাতকে বিনষ্ট করবে না।

বস্তুত এটি-ই হচ্ছে, এই অনুচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং এটি-ই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনেক সাহাবা থেকেও বর্ণিত আছে, তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীস আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরু ভাগে বর্ণনা করে এসেছি। তাঁদের থেকে এই বিষয়ে বর্ণিত আরো কতিপয় হাদীস ঃ

٢٤٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ وَسَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالاَ لاَ يَقْطَعُ صَلٰوةَ الْمُسْلِمِ شَىْءٌ وَادْرَؤُا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ -

২৪৬৪. আবূ বাকরা (র) ..... সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) ও উসমান (রা) বলেছেন ঃ মুসলমানের সালাতকে কোন কিছু বিনষ্ট করবে না। তবে তোমরা যথাসম্ভব যাতায়াতকে প্রতিহত কর।

٢٤٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَيَقْطَعُ صَلٰوةَ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ وَلاَ الْحِمَارُ وَلاَ الْمَرْأَةُ وَلاَ مَاسِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الدَّوَابِّ وَادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ -

২৪৬৫. আবূ বাকরা (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক এবং এগুলো ব্যতীত অপরাপর জন্তুসমূহ মুসলমানের সালাতকে বিনষ্ট করবে না, তোমরা যথাসম্ভব যাতায়াতকে প্রতিহত কর।

٢٤٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ كَانَ يُصَلِّيْ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ قَالَ فَمَنَعْتُهٗ فَغَلَبَنِيْ اِلاَّ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنِ عَفَّانٍ وَكَانَ خَالُ اَبِيْهِ فَقَالَ لاَيَضُرُّكَ ـ

২৪৬৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সা'ঈদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) তাঁর পিতা ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার সালাত আদায়কালে তাঁর সম্মুখ দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করল। তিনি বলেন, আমি তাকে বাধা দিলাম। সে আমার সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতে আমার উপর প্রবল হয়ে গেল। তারপর বিষয়টি আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর নিকট উল্লেখ করলাম, আর তিনি ছিলেন তার পিতা ইব্‌রাহীমের মামা। তিনি বললেন ঃ এতে (যাতায়াতে) তোমার ক্ষতি হবে না।

٢٤٦٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ وَسُلَيْمٰنَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَاهُ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُمَا اَنَّهٗ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ فَمَرَّبِهٖ سُلَيْطُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْطٍ فَجَذَبَهٗ اِبْرَاهِيْمُ فَخَرَّ فَشَجَّ فَذَهَبَ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَاَرْسَلَ اِلَيَّ فَقَالَ لِيْ مَا هٰذَا فَقُلْتُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فَرَدَدْتُهٗ لِئَلاَّ يَقْطَعَ صَلاَتِيْ قَالَ وَيَقْطَعُ صَلاَتَكَ قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ اِنَّهٗ لاَيَقْطَعُ صَلاَتَكَ ـ

২৪৬৭. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার সালাতে ছিলেন। তাঁর সম্মুখ দিয়ে সুলাইত ইব্‌ন আবী সুলাইত যাতায়াত করল। এতে ইব্‌রাহীম (র) তাকে টেনে ধরলে সে পড়ে গেল এবং তার মাথা ফেটে গেল। উক্ত ব্যক্তি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর নিকট (নালিশ নিয়ে) গেল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমাকে বললেন, কি ব্যাপার ? আমি বললাম, সে আমার সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করলে আমি তাকে বাধা দিয়েছি, যেন আমার সালাত বিনষ্ট করে না দেয়। তিনি বললেন, তোমার সালাত বিনষ্ট করে দিবে ? আমি বললাম, আপনি ভাল জানেন। তিনি বললেন, এতে সে তোমার সালাত বিনষ্ট করবে না।

٢٤٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا الزِبْرِقَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ لاَيَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ ـ

২৪৬৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... কা'ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হুযায়ফা (রা) কে বলতে শুনেছি ঃ সালাতকে কোন কিছু বিনষ্ট করবে না।

٦٩- بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ يَنْسَاهَا كَيْفَ يَقْضِيْهَا

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত ভুলে ঘুমিয়ে পড়লে অথবা আদায় করতে ভুলে গেলে তা কিভাবে কাযা করবে?

٢٤٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ الدَّارِمِيُّ قَالَ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدِ عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى بَنِيْ هَاشِمٍ عَنْ ذِيْ مِخْبَرِ

ابْنِ اَخِي النَّجَاشِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَنِمْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ اِلاَّ بِحَرِّ الشَّمْسِ فَتَنَحَّيْنَا مِنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِحِيْنَ بَزَغَ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الصَّلٰوةَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ هٰذِهِ صَلاَتُنَا بِالاَمْسِ -

২৪৬৯. আবূ উমাইয়া (র) ..... নাজাশীর ভাতিজা যু-মিখবার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। (পথে এক স্থানে) আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর সূর্যের উত্তাপে আমরা জাগরিত হয়ে (উক্ত স্থান থেকে) সরে পড়লাম। রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে (কাযা) সালাত আদায় করলেন। পরে আগামী দিন সূর্য উদিত হলে তিনি বিলাল (রা) কে আযান ও ইকামতের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আযান দিলেন তারপর ইকামত দিলেন। তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত কাযা করার পর বললেন ঃ এটি হচ্ছে আমাদের গতকালের সালাত।

٢٤٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا مِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ -

২৪৭০. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই তা স্মরণ হবে পরের দিন (উক্ত) সময়ে আদায় করে নিবে।

٢٤٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَرْبِ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

২৪৭১. আবূ উমাইয়া (র) ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত ভুলে ঘুমিয়ে যায় অথবা তা আদায় করতে ভুলে যায়, সেই ব্যক্তি এমনটি-ই করবে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপরোক্ত এই দুই হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপর একদল 'আলিম তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং তা এর সাথে মিলিত (পরবর্তী) ফরয সালাতের সাথে আদায় করে নিবে। এছাড়া অন্য কিছু তার জন্য জরুরী নয়। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ السَّمُرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمٰنَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ

سُلَيْمٰنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى بَنِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ هُمْ اِذَا شَغَلَ اَحَدُهُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْنَسِيَهَا حَتّٰى يَذْهَبَ حِيْنُهَا الَّذِىْ تُصَلّٰى فِيْهِ اَنْ يُّصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِىْ تَلِيْهَامِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ ـ

২৪৭২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজ সন্তানদেরকে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে হুকুম করেছেন ঃ তাঁদের কেউ যদি সালাত থেকে অমনোযোগী হয়ে যায় কিংবা ভুলে যায় এবং সংশ্লিষ্ট সালাতের নির্দিষ্ট ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, সে যেন উক্ত সালাতকে এর সাথে মিলিত পরবর্তী ফরয সালাতের সাথে আদায় করে নেয়।

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপর আরেক দল 'আলিম তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং যখনই স্মরণ হবে তা আদায় করে নিবে। যদিও তা পরবর্তী সালাতের ওয়াক্ত আসার পূর্বে হোক না কেন। এছাড়া তার উপরে অন্য কিছু জরুরী নয়।

এ বিষয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবূ কাতাদা (রা), ইমরান (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। যখন তিনি ﷺ ফজরের সালাত (ভুলে) ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, যাতে সূর্য উদিত হয়ে যায়। তারপর সূর্যোদয়ের পর তা তিনি আদায় করেছেন। এবং তিনি যুহরের ওয়াক্ত আসার অপেক্ষা করেননি। বস্তুত আমরা এই হাদীসটি সনদসমূহসহ এই গ্রন্থের অন্যস্থানে উল্লেখ করেছি।

٢٤٧٣– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْوَاسِطِىُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ عَنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلّٰى بِهِمُ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

২৪৭৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী মারইয়াম তার পিতা আবূ মারইয়াম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ ফজরের সালাত ভুলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন যাতে সূর্যোদয় হয়ে যায়। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা) কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান দিলে তিনি দু'রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করলেন। তারপর তাঁকে ইকামত দিতে বললে, তিনি ইকামত দিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে নিয়ে ফরয সালাত আদায় করলেন।

٢٤٧٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَلَمَّا كُنَّا بِدِهَاسٍ مِّنَ الْاَرْضِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّكْلَأُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ بِلاَلٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا قَالَ اِذَنْ تَنَامُ فَنَامَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَقَالُوْا تَكَلَّمُوْا حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ افْعَلُوْا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُ مَنْ نَامَ اَوْ نَسِىَ ـ

২৪৭৩. আবূ উমাইয়া (র) ..... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাবূক যুদ্ধের (সফরে) ছিলাম। আমরা যখন নরম ও সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (আজ) রাতে আমাদেরকে (জাগাবার জন্য) কে পাহারা দিবে ? বিলাল (রা) বললেন, আমি! রাবী বলেন, যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন এমনকি সূর্যোদয় হয়ে গেল। পরে অমুক, অমুক (ব্যক্তি ঘুম থেকে) জাগরিত হলেন। তাঁরা বললেন, তোমরা কথা বলতে থাক যেন তিনি ﷺ জাগরিত হন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগরিত হলেন এবং বললেন, তোমরা যা করতে ছিলে তা-ই কর। আর সেই ব্যক্তি অনুরূপ করবে যে ব্যক্তি সালাত ভুলে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা সালাত আদায় করতে ভুলে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আলোচ্য বিষয়ে আরো বর্ণিত আছে ঃ

٢٤٧٥– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا قَالَ هَمَّامٌ ثُمَّ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهِ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَقَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ

২৪৭৫. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, তবে যখনই তা স্মরণ হবে আদায় করে নিবে। হাম্মাম বলেছেন, এর পরে উক্ত হাদীসের সাথে আমি কাতাদা (র) কে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ – আমার স্মরণার্থে (স্মরণের সময়) সালাত কায়েম কর। (২০ ঃ ১৪)

٢٤٧٦– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا ـ

২৪৭৬. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই তার স্মরণ হবে তা আদায় করে নিবে।

٢٤٧٧– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৪৭৭. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তার উপর এর কাযা ব্যতীত অন্য কিছু জরুরী নয়। যেহেতু তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে" তারপর তার উপর জরুরী বিষয় সম্পর্কে খবর পরিবেশন করেছেন, (অর্থাৎ যখনই তার স্মরণ হবে তা আদায় করে নিবে)। এই বিষয়ে তাঁর থেকে অন্য হাদীসে এই শব্দের উপর আরো অতিরিক্ত বর্ণিত আছে ঃ

٢٤٧٨– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوالْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ وَيَزِيْدُ فِيْهِ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ

২৪৭৮. ফাহ্‌দ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই তা স্মরণ হবে তা আদায় করে নিবে। এটি ব্যতীত এর অন্য কোন কাফ্‌ফারা নেই। রাবী বলেন, তারপর আমি তাঁকে অতিরিক্ত (এ আয়াত) বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ অর্থাৎ ঃ আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। (২০ ঃ ১৪)

٢٤٧٩– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ أَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا أَنْ يُصَلِّيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا ـ

২৪৭৯. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে অথবা ঘুমিয়ে পড়লে এর কাফ্‌ফারা হচ্ছে, যখনই তা স্মরণ হবে তা আদায় করে নিবে।

বস্তুত যখন তিনি বলেছেন ঃ "এটি ব্যতীত এর অন্য কোন কাফ্‌ফারা নেই" তার অতিরিক্ত এর সাথে অন্য কিছু যোগ হওয়া অসম্ভব। কেননা এর সাথে তার উপর যদি অন্য কিছু যোগ হয় তাহলে এটি তার জন্য কাফ্‌ফারা হতে পারে না।

হাসান (বসরী র) ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে সালাত ভুলে ঘুমিয়ে থাকায় সূর্যোদয় হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে নিয়ে তা (ফজরের সালাত) আদায় করেছেন। রাবী বলেন, এতে আমরা বললাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি তা আগামী দিন এটি তার ওয়াক্তে কাযা পড়বেন না ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাদেরকে (নির্দিষ্ট কর্জের উপর) বর্ধিত বস্তু (সুদ) থেকে নিষেধ করেননি, আর তিনি কি তোমাদের থেকে তা গ্রহণ করবেন ? বস্তুত আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে সনদসমূহ দ্বারা এই গ্রন্থের অন্যস্থানে উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি তাঁদেরকে সে উত্তরই দিলেন যা আমরা উল্লেখ করেছি।

অতএব এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইতিপূর্বে তা করতে না দেখে নিজেরা তা আগামী দিন কাযা করবেন কিংবা তাঁদেরকে তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশ করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যু-মিখমার (রা) ও সামুরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত রহিত হয়ে গেছে এবং এটি তা অপেক্ষা পরবর্তীকালের, তাই এটি তার থেকে উত্তম বিবেচিত হবে। যেহেতু এটি তার (পূর্বের হাদীসের) জন্য রহিতকারী হিসাবে সাব্যস্ত। এটি-ই হচ্ছে রিওয়ায়াতের দিক থেকে এই অনুচ্ছেদের হাদীস সমূহের বিশ্লেষণের যথার্থ পন্থা।

ইমাম তাহাবী (র) এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সালাতসমূহকে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে (সময়ে) ফরয করেছেন, (এমনিভাবে) সিয়াম পালনকে তার নির্ধারিত সময়ে রামাযান মাসে ফরয করেছেন। তারপর কোন ব্যক্তি রামাযান মাসে সিয়াম পালন করতে না পারলে তার জন্য অন্য মাসে ততদিনের সিয়াম পালনকে জরুরী করেছেন। এর কাযা করাকে এর বিপরীত অন্য মাসে জরুরী করেছেন। এই কাযা করার পরে পরবর্তীতে পুনর্বার (উক্ত নিয়মে) ততদিনের কাযা করাকে জরুরী করেননি।

অতএব আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, সালাতও অনুরূপ হবে। কোন ব্যক্তি যদি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা তার সালাত ছুটে যায় তাহলে পরবর্তীতে (যখনই তা স্মরণ হবে) এর কাযা করা ওয়াজিব। যদিও অনুরূপ ওয়াক্ত না আসে এবং একবার এটি কাযা করার পর দ্বিতীয় বার কাযা

করাও ওয়াজিব নয়। এটিই হচ্ছে সিয়ামের ব্যাপারে কিয়াস ও যুক্তির দাবি, যার বর্ণনা আমরা করে এসেছি। আর এটি-ই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। পূর্ববর্তী একদল আলিম থেকে এটি বর্ণিত আছে ঃ

٢٤٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَذَكَرَهَا مَعَ الْاِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّتِىْ نَسِىَ ثُمَّ لِيُصَلِّ الْاُخْرٰى بَعْدَ ذٰلِكَ .

২৪৮০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় আর তা যদি (পরবর্তী) সালাত ইমামের সাথে আদায়কালে স্মরণ হয় তাহলে ইমামের সাথে তার সালাত আদায় করে নিবে তারপর ভুলে যাওয়া সালাত কাযা করবে। তারপর ইমামের সাথে আদায়কৃত সালাতকে পুনঃ আদায় করে নিবে।

٢٤٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৪৮১. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٤٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَقَوْلُهُ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَذٰلِكَ مُحْتَمَلٌ عِنْدَنَا اَنْ يَّفْعَلَ ذٰلِكَ عَلٰى اَنَّهَا لَهُ تَطَوُّعٌ -

২৪৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তা মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। ইব্‌ন উমার (রা)-এর উক্তি "তার (ইমামের) সাথে তা আদায় করে নিবে" আমাদের নিকট এতে এই অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে যে, নফল হিসাবে এটি সে আদায় করে নিবে।

٢٤٨٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَجُلٍ نَسِىَ الظُّهْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِى الْعَصْرِ قَالَ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ -

২৪৮৩. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে সেই ব্যক্তির বিষয়ে বর্ণনা করেন, যে কিনা যুহরের সালাত আদায় করা ভুলে গিয়েছে তারপর সে আসরের সালাত আদায়কালে তা যদি তার স্মরণ হয়, (রাবী বলেন) তাহলে সে সালাত ছেড়ে দিয়ে যুহরের সালাত আদায় করবে তারপর আসর আদায় করবে।

٢٤٨٤- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا مَنْصُوْرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ يُتِمُّ الْعَصْرَ الَّتِىْ دَخَلَ فِيْهَا ثُمَّ يُصَلِّى الظُّهْرَ بَعْدَ ذٰلِكَ.

২৪৮৪. সালিহ (র) ..... হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন ঃ (উক্ত ব্যক্তি) আসরের সালাত পুরা করে নিবে যা সে শুরু করেছে। তারপর যুহরের সালাত আদায় করবে।

٧٠- بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ هَلْ يُطَهِّرُهَا اَمْ لاَ

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত পশুর চামড়া পাকা করলে পবিত্র হয় কি না?

٢٤٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ بِاَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ اَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ وَلاَعَصَبٍ.

২৪৮৫. আবূ বাকরা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উকাঈম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা জুহায়না গোত্রে অবস্থানকালে আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্র) পত্র পাঠ করা হল। আমি তখন তরুণ যুবক। তাতে লিখা ছিল ঃ তোমরা মৃত পশুর (কাঁচা) চামড়া ও শিরা থেকে উপকার গ্রহণ করবে না।

٢٤٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

২৪৮৬. আবূ বিশ্‌র আল-রকী (র) ..... হাকাম (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাতে এই বাক্যটি বলেছেন ঃ "আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র এসেছে"।

٢٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ الْحَكَمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

২৪৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... হাকাম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাতে "আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পত্র লিখেছেন" বাক্যটি বলেছেন।

٢٤٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو الدِّمَشْقِىّ اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَشْيَاخُ جُهَيْنَةَ قَالُوْا اَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْقُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَنْ لاَّتَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَئٍ.

২৪৮৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর দামেশকী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উকাঈম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে জুহায়না গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন ঃ আমাদের

নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র এসেছে অথবা তাঁরা বলেছেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র পাঠ করা হয়েছে, "তোমরা মৃত পশুর কোন কিছু থেকে কোনরূপ উপকার গ্রহণ কর না"।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, মৃত পশুর চামড়া পাকা করলেও পাক হয় না এবং এর উপর সালাত পড়া জায়িয নয়। এই বিষয়ে তাঁরা এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ মৃত পশুর চামড়া অথবা শিরা পাকা করা হলে অবশ্যই পাক হয়ে যায় এবং এটি বিক্রি করতে, এর দ্বারা উপকার গ্রহণ ও তাতে সালাত আদায় করতে (কোনরূপ) অসুবিধা নেই। প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁদের দলীল হচ্ছে আমাদের উল্লিখিত সেই ইব্ন আবী লায়লা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, যা তাঁরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পেশ করেছেন। যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উক্তি ব্যক্ত হয়েছে ঃ "তোমরা মৃত পশুর (কাঁচা) চামড়া ও শিরা থেকে উপকার গ্রহণ কর না" এতে সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি মৃত পশুর এরূপ চামড়ার কথা বুঝিয়েছেন যা পাকা করা হয়নি। যেহেতু তাঁকে মৃত পশুর চর্বি থেকে উপকার গ্রহণ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে এরূপ উত্তর প্রদান করেছিলেন।

٢٤٨٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَفِيْنَةً لَنَا انْكَسَرَتْ وَاِنَّا وَجَدْنَا نَاقَةً سَمِيْنَةً مَيْتَةً فَارَدْنَا اَنْ نَدْهَنَ بِهَا سَفِيْنَتَنَا وَاِنَّمَا هِىَ عُوْدٌ وَهِىَ عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَنْتَفِعُوْا بِشَىْءٍ مِّنَ الْمَيْتَةِ ـ

২৪৮৯. ইউনুস (র) ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট কিছু লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের নৌকা ভেঙ্গে গিয়েছে, আমরা একটি চর্বিযুক্ত মৃত উটনী পেয়েছি, এর দ্বারা আমরা আমাদের নৌকা মেরামত করতে চাচ্ছি। সেটি-তো কাঠের তৈরী এবং পানিতে ভাসছে। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ "তোমরা মৃত পশুর কোন কিছু থেকে কোনরূপ উপকার গ্রহণ কর না।"

٢٤٩٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا زَمْعَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَاَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالسُّوَالِ الَّذِىْ كَانَ قَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ لاَتَنْتَفِعُوْا بِالْمَيْتَةِ جَوَابًا لَهُ وَاَنْ ذٰلِكَ عَلَى النَّهْىِ عَنِ الاِنْتِفَاعِ لِشُحُوْمِهَا ـ

২৪৯০. ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... যামআ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সেই প্রশ্ন সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যার উত্তর হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি "তোমরা মৃত পশু থেকে উপকার গ্রহণ কর না"। আর এটি ছিল তার চর্বি থেকে উপকার গ্রহণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত মৃত পশুর চামড়া পাকা করার দ্বারা মৃতের অবস্থা থেকে বের হয়ে কাঁচা চামড়ার (যা পাকা করা হয়নি) অর্থ অতিক্রম করে অন্য অর্থ প্রকাশ করে সেটি এর (পাকা করার) দ্বারা পাক হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সহীহ এবং মুতাওয়াতির সনদ দ্বারা অনেক হাদীস অর্থের বিশ্লেষণসহ এসেছে, যাতে ব্যক্ত হয়েছে যে, পাকা করার দ্বারা তা (চামড়া) পাক হয়ে যায়। সে সমস্ত হাদীস থেকে কিছু নিম্নরূপ ঃ

٢٤٩١– حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِمَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ اَخَذُوْا اِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ -

২৪৯১. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার নবী করীম ﷺ মায়মূনা (রা)-এর ফেলে দেয়া মৃত বকরীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এতে তিনি বললেন ঃ এরা যদি এর চামড়া (অপসারিত করে) নিয়ে তা পাকা করত এবং এর দ্বারা উপকার গ্রহণ করত (তাহলে ভাল হত)।

٢٤٩٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنَا اُسَامَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَهْلِ شَاةٍ مَاتَتْ اَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ -

২৪৯২. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত বকরীর মালিকদেরকে বললেন, “কেন তোমরা এর চামড়া অপসারিত করে পাকা করলে না, তারপর এর দ্বারা তোমরা উপকার গ্রহণ করতে পারতে” ?

٢٤٩٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ مُنْذُ حِيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلَّا دَبَغْتُمْ اِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ -

২৪৯৩. আবূ বিশ্‌র আল-রকী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে মায়মূনা (রা) মৃত বকরী সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ “কেন তোমরা এর চামড়া পাকা করলে না, তারপর এর দ্বারা তোমরা উপকার গ্রহণ করতে পারতে” ?

٢٤٩٤– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَاَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَاتَتْ شَاةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِهَا اَلَا نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ -

২৪৯৪. রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... আতা ইব্‌ন আবী রিবাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে বলতে শুনেছি যে, একটি বকরী মারা গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মালিকদের বললেন ঃ কেন তোমরা এর চামড়া অপসারিত করে তা পাকা করলে না, যাতে তারপর এর দ্বারা তোমরা উপকার গ্রহণ করতে পারতে ?

٢٤٩٥– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُوْنَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلاَّ اِنْتَفَعْتُمْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ اِنَّ دِبَاغَ الْاَدِيْمِ طُهُوْرُهُ ـ

২৪৯৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মায়মূনা (রা)-এর একটি বকরী মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কেন তোমরা এর চামড়া থেকে উপকার গ্রহণ করলে না ? তাঁরা বললেন, এটি মৃত। তিনি বললেন ঃ চামড়া পাকা করলে তা পাক (হয়ে যায়)।

٢٤٩٦– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ـ

২৪৯৬. ইউনুস (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ "যে কোন চামড়া যদি পাকা করা হয় তা পাক হয়ে যায়"।

٢٤٩٧– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُبِغَ الْاَدِيْمُ فَقَدْ طَهُرَ ـ

২৪৯৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন চামড়া পাকা করা হয় তা পাক হয়ে যায়।

٢٤٩٨– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّا نَغْزُوْ اَرْضَ الْمَغْرِبِ وَاِنَّمَا اَسْقِيَتُنَا جُلُوْدُ الْمَيْتَةِ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا مَسْكٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ـ

২৪৯৮. রবি'উল জীযী (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ওয়া'লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) কে বললাম, আমরা তো 'মাগবিব' (পশ্চিম আফ্রিকা) এলাকায় জিহাদ করে থাকি এবং আমাদের পান পাত্রগুলো মৃত পশুর চামড়ার তৈরী। এতে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন চামড়া পাকা করা হয় তা পাক হয়ে যায়।

٢٤٩٩– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الْخَيْرِ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّا نَغْزُوْ هٰذِهِ الْمَغْرِبَ وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُوْنُ فِيْهَا الْمَاءُ هُمْ اَهْلُ وَثَنٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلدِّبَاغُ

طُهُوْرُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ وَعْلَةَ عَنْ رَأْيِكَ اَمْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৫৯৯. রবী'উল জীযী (র) ..... ইব্‌ন ওয়া'লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে প্রশ্ন করলেন, আমরা তো এই সব পশ্চিমের দেশে জিহাদ করি এবং তাদের রয়েছে পানপাত্র যাতে পানি থাকে। আর তারা হল পৌত্তলিক। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ পাকা করণই পাক করা। ইব্‌ন ওয়া'লা (র) তাঁকে বললেন, এটি কি আপনার নিজস্ব অভিমত না এরূপ কিছু যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন, বরং আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি।

٢٥٠٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمٰنَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ سَهْلِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ سَهْلِ الْكُوْفِيِّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى الْعَبَسِيُّ قَالاَ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ سَوْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَ شَنًّا .

২৫০০. রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ও ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক আল কুফী (র) ..... নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী সাওদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদের একটি বকরী মারা গেল। আমরা এর চামড়াকে পাকা করলাম এবং আমরা এতে সর্বদা নবীয (খেজুর ভেজানো পানীয়) প্রস্তুত করতাম তারপর তা মশকে পরিণত হয়ে গেল।

٢٥٠١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ فَهْدٌ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا هٰذَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ وَاَمَّا فَهْدٌ فَقَالَ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهَا .

২৫০১. মুহাম্মদ ইবন আলী ইব্‌ন দাঊদ (র) ও ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا মৃত পশুর (চামড়া) পাক করণই এর পাক হওয়া -এটি মুহাম্মদ (র) এর শব্দমালা। পক্ষান্তরে ফাহাদ (র) বলেছেন ঃ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهَا মৃত পশুর (চামড়া) পাকা করণই এর পাক হওয়া।

٢٥٠٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا .

২৫০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত পশুর (চামড়া) পাকা করণ এর পাক হওয়া।

٢٥٠٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ ثَنَا اَصْحَابُنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৫০৩. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٠٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ فَقَالَتْ لَعَلَّ دِبَاغَهَا يَكُوْنُ طُهُوْرُهَا ـ

২৫০৪. ফাহাদ (র) ..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মৃত পশুর (চামড়া) সম্পর্কে আয়েশা (রা) কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, সম্ভবত এর পাকা করণেই হয় এর পাক হওয়া।

٢٥٠٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا اَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ ـ

২৫০৫. ফাহাদ (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার কুরায়শের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ দিয়ে তাদের (মৃত) বকরীকে গাধার ন্যায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা যদি এর চামড়া (অপসারিত করে) নিয়ে নিতে। তারা বলল, "এটি-তো মৃত"। তিনি বললেন, "এটিকে পানি ও 'কারায' (সালাম গাছের পাতা) পাক করবে"।

٢٥٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৫০৬. ইউনুস (র) ..... কাসীর ইব্ন ফারকাদ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٥٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِّنْ عِنْدِ امْرَاَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَقَالَتْ اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَدَبَغْتَهَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا ـ

২৫০৭. ইব্ন আবী দাউদ ..... সালামা ইব্নুল মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈকা নারীর নিকট থেকে একটি মশক (পানপাত্র) চাইলেন, যাতে পানি ছিল। সে বলল, এটি-তো মৃত পশুর চামড়ার তৈরী। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ তুমি কি এটিকে পাকা করনি ? সে বলল, হাঁ! তিনি বললেনঃ এর পাকা করণই এর পাক হওয়া।

বস্তুত মৃত পশুর চামড়া পাকা করার দ্বারা তা পাক হয়ে যাওয়া সম্পর্কে এই সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির সনদে এসেছে এবং এগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট। অতএব আবদুল্লাহ ইব্‌ন উকাঈম (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা এই সমস্ত হাদীস উত্তম বিবেচিত হবে, যেটা এই সমস্ত হাদীসের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয় না।

প্রশ্ন ঃ কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, মৃত পশুর চামড়ার পাকা করণের বৈধতা এবং পাকা করণের দ্বারা এর পাক হওয়ার বিষয়টি মৃত (জন্তু) ভক্ষণ করা হারাম হওয়ার পূর্বেকার।

উত্তর ঃ এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দলীল হচ্ছে, এটি (পাকা করণের বৈধতা এবং এর পাক হওয়া) মৃত (জন্তু) ভক্ষণ করা হারাম হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা এবং এটি মৃত জন্তুর যে সমস্ত অংশ হারাম করা হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত নয়। (যেমন লক্ষ্য করুন) ঃ

٢٥٠٨– اَنَّ ابْنَ اَبِى دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ ثَنَا سَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَتْ فُلاَنَةُ تَعْنِى الشَّاةَ قَالَ فَلَوْلاَ اَخَذْتُمْ مَسْكَهَا فَقَالَتْ نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْمَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ قُلْ لاَّ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ اَلاٰيَةُ فَاِنَّهُ لاَبَاْسَ بِاَنْ تَدْبَغُوْهُ فَتَنْتَفِعُوْا بِهٖ قَالَتْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتّٰى تَخَرَّقَتْ ـ

২৫০৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা)-এর একটি বকরী মারা গেল। তিনি বললেন "হে আল্লাহর রাসূল! অমুক বকরীটি মারা গেছে"। তিনি বললেন, "যদি তোমরা এর চামড়াটি অপসারিত করে নিতে"। তিনি বললেন, "আমরা কি মরে যাওয়া বকরীর চামড়া অপসারিত করে নিব" ? নবী করীম ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

قُلْ لاَّ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ ـ

বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না.....। (৬ ঃ ১৪৫)

বস্তুত তা তোমরা পাকা করতে এবং এর থেকে উপকার গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি বলেন, আমি এর কাছে লোক পাঠালাম এবং এর চামড়া অপসারিত করা হলো। তারপর এটি আমি পাকা করলাম এবং এর থেকে একটি মশক (পান পাত্র) প্রস্তুত করলাম, অবশেষে এটি ফেটে গেছে।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, যখন নবী করীম ﷺ কে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, তখন তিনি তাঁকে সেই আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন যাতে মৃত জন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার কথা রয়েছে। এতে তিনি তাঁকে অবহিত করে দিলেন যে, উক্ত আয়াত দ্বারা তাদের উপরে মৃত বকরীর যা হারাম হয়েছে তা হচ্ছে তার সেই সমস্ত অংশ যা যবেহ করার পর আহার করা হয়, অন্য কিছু নয়। আর পাকা করার পর তার চামড়া থেকে উপকার গ্রহণ করা তার সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা হারাম বা নিষিদ্ধ হয়েছে।

উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়ে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেনঃ

٢٥٠٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً اُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حَرُمَ اَكْلُهَا ـ

২৫০৯. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি মৃত বকরী (নিক্ষিপ্ত অবস্থায়) পেলেন, যা কিনা মায়মূনা (রা)-এর দাসীকে সাদাকা হিসাবে দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এর চামড়া থেকে কেন তোমরা উপকার গ্রহণ করলে না ? তারা বলল, এটি তো মৃত! তিনি বললেন হারাম তো এর (গোশত) আহার করা।

এতে প্রমাণিত হয় যে, বকরীর মৃত্যুর কারণে তার গোশত আহার করা হারাম হয়, অন্য কিছু চামড়া, শিরা (হারাম) নয়। এটি-ই হচ্ছে রিওয়ায়াতের দিক থেকে এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র) এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সর্ববাদিসম্মত নিয়ম হচ্ছে, (বস্তুর বিধান পরিবর্তিত গুণাবলীর কারণে পরিবর্তিত হতে থাকে)-যেমন (আঙ্গুর ইত্যাদির) রস পান করা এবং এর দ্বারা উপকার গ্রহণ করাতে কোন রূপ দোষ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে মদের বৈশিষ্ট্যাবলী সৃষ্টি না হয়। যখন তাতে মদের বৈশিষ্ট্যাবলী সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন এটি এ কারণে হারাম হয়ে যায়। তারপর এটি এভাবে হারাম অবস্থায়-ই বিদ্যমান থাকে যতক্ষণ না এর মধ্যে সিরকার গুণাবলী সৃষ্টি হয়। যখন এতে সিরকার গুণাবলী সৃষ্টি হয় তখন এটি হালাল হয়ে যায়। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, একই বস্তু পরিবর্তিত গুণাবলীর কারণে হালাল ও হারামে পরিণত হয়। এক গুণ সৃষ্টির দ্বারা তা হালাল হয়, পক্ষান্তরে অন্য গুণ সৃষ্টির দ্বারা তা হারাম হয়, যদিও তা একই কায়ারূপ বিশিষ্ট হয়। এই যুক্তির উপরে ভিত্তি করে মৃতের চামড়ার বিধানও অনুরূপ হবে। এতে মৃত্যুর গুণ সৃষ্টির দ্বারা তা হারাম হবে এবং (পাকা করার দ্বারা) তাতে কাপড় ইত্যাদি সামগ্রীর গুণ সৃষ্টির দ্বারা তা হালাল হয়ে যাবে। যখন তা পাকা করা হবে তখন তা (পাকা) চামড়া এবং সামগ্রীর মত হয়ে যাবে। তাতে হালালের গুণ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হচ্ছে, উক্ত গুণ সৃষ্টি হওয়ার কারণে এটিও হালালে রূপায়িত হবে।

দ্বিতীয় দলীল

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবাগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে তাদের জুতা মোজা ও চামড়ার বিছানাসমূহ ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেননি; যা তাঁরা জাহিলিয়াতের (পৌত্তলিকতার) যুগে বানিয়ে ছিলেন। আর তা অবশ্যই মৃত জন্তু কিংবা যবাইকৃত পশুর (চামড়ার তৈরী) ছিলো। তাদের যবাইকৃত পশু তখন ছিলো পৌত্তলিকদের যবাইকৃত পশু। সেটি মুসলমানদের জন্য মৃতের মতই হারাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁদেরকে এই সমস্ত বস্তু ফেলে দেয়ার এবং এর দ্বারা উপকার গ্রহণ না করার নির্দেশ দেননি তাহলে এতে প্রমাণিত হল যে, এই সমস্ত বস্তু পাকা করার দ্বারা মৃত এবং নাপাকের বিধান থেকে বের হয়ে অপরাপর সামগ্রী এবং এর পাক হওয়ার বিধানের আওতাভুক্ত হয়েছে।

অনুরূপভাবে যখন তাঁরা (সাহাবা) পৌত্তলিকদের শহরসমূহ বিজয় করেছেন তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে পৌত্তলিকদের মোজা, জুতা ও চামড়ার বিছানাসহ তাদের অপরাপর চামড়ার সামগ্রী থেকে বিরত থাকতে এবং সেগুলো গ্রহণ না করতে নির্দেশ দেননি। বরং তিনি তাঁদেরকে এ সবের কিছুই নিষেধ করেননি। এটিও প্রমাণ বহন করে যে, চামড়া পাকা করার দ্বারা পাক হয়ে যায়।

এই বিষয়ে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٢٥١٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنَّا نُصِيْبُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَغْنَمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْاَسْقِيَةَ فَنَقْتَسِمُهَا وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ فَنَنْتَفِعُ بِذٰلِكَ -

২৫১০. ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম এবং আমরা আমাদের গনীমতের মালে পৌত্তলিকদের মশক (পানপাত্র) সমূহ পেতাম, আর এগুলো আমরা বন্টন করতাম। এগুলো সব হত মৃত জন্তুর চামড়ার তৈরী। এর থেকে আমরা উপকার গ্রহণ করতাম। এটাও আমাদের উল্লিখিত বিষয়বস্তুর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে।

বস্তুত এই জাবির (রা) এটি বলছেন। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﷺ বলেছেন ঃ "তোমরা মৃত পশুর চামড়া থেকে কোন রূপ উপকার গ্রহণ কর না"। ওটি কিন্তু এটির সাথে তার নিকট সাংঘর্ষিক নয়। এতে প্রমাণিত হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, "তোমরা মৃত পশুর চামড়া থেকে কোনরূপ উপকার গ্রহণ কর না" তাঁর এ হাদীসের অর্থ তাঁর অপর হাদীসের অর্থ থেকে ভিন্ন। সেই হাদীসে বর্ণিত মৃতের হারাম বস্তু এই হাদীসে বৈধ হিসাবে বিবেচিত নয়। (অর্থাৎ তাঁর পূর্বের হাদীসে চামড়া পাকা করা ব্যতীত উপকার গ্রহণ উদ্দেশ্য আর পরবর্তী হাদীসে পাকা করার পরে উপকার গ্রহণ উদ্দেশ্য)। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবদুল্লাহ ইব্ন উকাইম (রা) যে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, যাতে মৃত পশুর চামড়া থেকে উপকার গ্রহণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেটি কিন্তু এই সমস্ত হাদীসে বৈধ করা হয়নি অর্থাৎ এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে পাকা করা চামড়া সম্পর্কে। অতএব এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই সমস্ত হাদীস ঐকমত্য পর্যায়ে পৌঁছে পারস্পরিক সংঘর্ষ মুক্ত হবে। আর এই অনুচ্ছেদে ব্যক্ত এটি সেই মর্মার্থ, যা আমরা গ্রহণ করেছি যে, পাকা করার দ্বারা মৃত পশুর চামড়া পাক হয়ে যায়। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও অভিমত।

٧١- بَابُ الْفَخِذِ هَلْ هُوَ مِنَ الْعَوْرَةِ اَمْ لاَ

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত কি না ?

٢٥١١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَدِيْنِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ وَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنَ فَاَذِنَ

لَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ هَيْأَتِهٖ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمِثْلِ هٰذِهِ الصِّفَةِ ثُمَّ جَاءَ أُنَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ هَيْأَتِهٖ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لَهٗ ثُمَّ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَهٗ فَتَجَلَّلَهٗ فَتَحَدَّثُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَنَاسٌ مِنْ اَصْحَابِكَ وَاَنْتَ عَلَىٰ هَيْأَتِكَ فَلَمَّا جَاءَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَجَلَّلْتَ ثَوْبَكَ فَقَالَ اَوَلَا اَسْتَحْيِيْ مِمَّنْ يَسْتَحْيِيْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ قَالَتْ وَسَمِعْتُ اَبِيْ وَغَيْرَهٗ يُحَدِّثُوْنَ نَحْوًا مِنْ هٰذَا ـ

২৫১১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাফ্‌সা বিন্‌ত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের কাপড় (টেনে) উভয় উরুর মাঝখানে রেখে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আবূ বকর (রা) এসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে উক্ত অবস্থায় অনুমতি প্রদান করলেন। তারপর উমর (রা) অনুরূপ অবস্থায় আসলেন। তারপর তাঁর সাহাবীগণের অনেকেই এলেন এবং নবী করীম ﷺ পূর্বোক্ত অবস্থায় রইলেন। তারপর উসমান (রা) এসে তাঁর নিকট অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ কাপড় দিয়ে তা (উরুর খোলা অংশ) ঢেকে নিলেন। এরপর তাঁরা কথাবার্তা বলে বের হয়ে গেলেন। আমি বললাম! "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবূ বকর (রা), উমর (রা) আলী (রা) ও আপনার সাহাবীগণের অনেকে এলেন আর আপনি নিজ অবস্থায় বসে থাকলেন- যখন উসমান (রা) এলেন তখন আপনি আপনার কাপড় দিয়ে (উন্মুক্ত অংশ) ঢেকে নিলেন"। তিনি বললেন ঃ "আমি কি সেই ব্যক্তির ব্যাপারে লজ্জাবোধ করব না যাকে (দেখে) ফিরিশতাগণ লজ্জাবোধ করে। বর্ণনাকারিণী বলেন, আমি আমার পিতা ও অন্যদেরকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেনঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন (এবং তাঁরা বলেছেন) যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁরা এ বিষয়ে উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা বলেছেন যে, উক্ত হাদীসটি আহলে বায়তের একদল (বর্ণনাকারী) তাঁদের থেকে ভিন্নভাবে রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের রিওয়ায়াত দ্বারা আপনারা দলীল পেশ করেছেন। সেই সমস্ত রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি অন্যতম ঃ

٢٥١٢– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ اَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ لَابِسٌ مُرْطَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَذِنَ لَهٗ فَقَضٰى اِلَيْهِ حَاجَتَهٗ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ اسْتَاْذَنَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضٰى اِلَيْهِ حَاجَتَهٗ ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَاْذَنَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاسْتَوٰى جَالِسًا وَقَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهَا اَجْمَعِى عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مَالَكَ لَمْ تَفْزَعْ لِاَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَمَا فَزَعْتَ لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَجُلٌ كَثِيْرُ الْحَيَاءِ وَلَوْ اَذِنْتُ لَهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ خَشِيْتُ اَنْ لاَّ يَبْلُغَ فِىْ حَاجَتِهٖ -

২৫১২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আবূ বকর (রা) নবী করীম ﷺ -এর নিকট (আসতে) অনুমতি প্রার্থনা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন উম্মুল মু'মিনীনের চাদর পরিহিত ছিলেন। তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন এবং তিনি তাঁর কাছে নিজ প্রয়োজন সেরে বের হয়ে গেলেন। তারপর উমর (রা) তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং তিনি উক্ত অবস্থায়ই থেকে গেলেন। তারপর তিনি তাঁর কাছে প্রয়োজন সেরে বের হয়ে গেলেন। এরপর উসমান (রা) তাঁর নিকট অনুমতি চাইলেন এবং তিনি সোজা হয়ে বসলেন আর আয়েশা (রা) কে বললেন, তোমার (পরিধেয়) কাপড়গুলো ঠিকঠাক করে নাও। তিনি বের হয়ে গেলে আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, কি ব্যাপার! উসমান (রা)-এর জন্য আপনি যেমনটি ব্যস্ত সমস্ত হয়েছেন আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) এর জন্য তো তেমনটি হলেন না। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় উসমান (রা) অত্যন্ত লাজুক ব্যক্তি। আমি যদি তাঁকে উক্ত অবস্থায় অনুমতি প্রদান করতাম তাহলে আমি আশংকা করছিলাম যে, তিনি তাঁর প্রয়োজন সমাধা করতে পারতেন না।

٢٥١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৫১৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ ثَنَا سَلاَمَةُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ ثَنَا عُقَيْلُ حَدَّثَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدَ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

২৫১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আযীয আল-আইলী (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল আ'স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (আসার) অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥١٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اسْتَاذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

২৫১৫. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল আ'স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) ও উসমান (রা) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (আসার) অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এটি-ই হচ্ছে প্রকৃত হাদীস, যাতে উরুদ্বয় উন্মুক্ত হওয়ার মোটেও উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (এই বিষয়ে) সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ বর্ণিত আছে যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٢٥١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ ـ

২৫১৬. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥١٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَاٰى فَخِذَ رَجُلٍ فَقَالَ فَخِذُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَوْرَةِ ـ

২৫১৭. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে জনৈক ব্যক্তির উরু দেখতে পান। তখন তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তির উরু তার সতরের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥١٨- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى مَعْمَرٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ كَاشِفًا عَنْ طَرْفِ فَخِذِهٖ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمِّرْ فَخِذَكَ يَامَعْمَرُ اِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ـ

২৫১৮. বাহর ইব্‌ন নাসর (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন জাহাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের আঙ্গিনায় মা'মার (রা)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর উরুর প্রান্তভাগ উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ হে মা'মার! তোমার উরু ঢেকে রাখ। নিশ্চয় দুই উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥١٩- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ ـ

২৫১৯. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন জাহাশ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٥٢٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلاَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى كَثِيْرٍ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اَمْشِىْ فِى السُّوْقِ فَمَرَّ بِمَعْمَرٍ جَالِسًا عَلٰى بَابِهِ مَكْشُوْفَةٌ فَخِذُهُ فَقَالَ خَمِّرْ فَخِذَكَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ -

২৫২০. ফাহাদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বাজারে নবী করীম ﷺ-এর সাথে হাঁটছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি মা'মার (রা)-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। যিনি নিজ দরজার কাছে উরু উন্মুক্ত অবস্থায় বসেছিলেন। এতে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন ঃ তোমার উরু ঢেকে রাখ। তুমি কি অবহিত নও যে, তা সতরের অন্তর্ভুক্ত ?

٢٥٢١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فَخِذُ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ اَوْ قَالَ مِنَ الْعَوْرَةِ -

২৫২১. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... মুসলিম ইব্‌ন জারহাদ (রা) থেকে তিনি তদীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির উরু তার সতরের অন্তর্ভুক্ত (مِنْ عَوْرَتِهِ) অথবা বলেছেন ঃ (مِنَ الْعَوْرَةِ) সতরের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥٢٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْنُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا حَسَنٌ هُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَرْهَدٍ الْاَسْلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৫২২. ফাহাদ (র) ..... জারহাদ আল-আসলামী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٥٢٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ اَنَّهُ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِىْ وَفَخِذِىْ مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ خَمِّرْ عَلَيْكَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ -

২৫২৩. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন জারহাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন (এবং তিনি সুফ্‌ফাবাসী সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন) তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমার নিকট বসেছেন এবং আমার উরু উন্মুক্ত ছিল। এতে তিনি বললেন, তোমার উরু ঢেকে নাও! তুমি কি অবহিত নও, নিশ্চয় উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ عَمِّهِ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ قَالَ مَرَّبِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى بُرْدَةٌ قَدْ كَشَفَتْ عَنْ فَخِذِىْ فَقَالَ غَطِّ فَخِذَكَ اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ -

২৫২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... জারহাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমার কাছ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাচ্ছিলেন, তখন আমার পরনে একটি চাদর ছিল, যাতে আমার উরু থেকে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এতে তিনি বললেন, তোমার উরু ঢেকে নাও, (আর জেনে রাখ) উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

আবু জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই সমস্ত হাদীস ব্যক্ত করছে যে, নিশ্চয় উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং এই সমস্ত হাদীসের বিপরীত কোন সহীহ হাদীস নেই। অতএব এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, উরু অবশ্যই সতরের অন্তর্ভুক্ত, এটি উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সালাত বাতিল (বিনষ্ট) হয়ে যাবে, যেমনিভাবে অপরাপর সতর উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তা (সালাত) বাতিল (বিনষ্ট) হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে, এই রিওয়ায়াতের দিক থেকে এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের এটি-ই যথার্থ পন্থা।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ঃ বস্তুত এ বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হল নিম্নরূপঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোন ব্যক্তি কোন অপরিচিতা নারীর চেহারা এবং তার উভয় হাতের তালু দেখতে পারে (দেখা জায়িয আছে), কিন্তু এর উপরে তার মাথা এবং নিচে তার পেট, পিঠ, দুই উরু ও দুই পায়ের নলা দেখা যায় না (জায়িয নয়)। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, কোন ব্যক্তি তার মাহরাম নারীর বক্ষদেশ, চুল, চেহারা, মাথা ও পায়ের নলার প্রতি দৃষ্টি দেয়াতে কোন রূপ অসুবিধা নেই, কিন্তু এছাড়া তার শরীরের অন্য স্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া বৈধ নয়। এমনিভাবে লক্ষ্য করেছি কোন ব্যক্তি অন্যের দাসীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া (মাহরাম নারীর ন্যায়) বৈধ, যে দাসীর মালিকানা তার জন্য সাব্যস্ত নয় এবং সে তার মাহরামও নয়। অতএব তার মাহরাম নারী ও অন্যের মালিকানাভুক্ত দাসী, যে কিনা তার মাহরামও নয় এবং তার মালিকানাভুক্তও নয়; এদের উরু'র প্রতি দৃষ্টি দেয়া অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ, যেমনিভাবে তাদের গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং নারীদের উরু'র বিধান গুপ্তাঙ্গের অনুরূপ বিধান হবে, পায়ের নলার বিধানের অনুরূপ হবে না। এরই ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হচ্ছে, পুরুষের বিষয়টিও অনুরূপ হবে। অর্থাৎ দৃষ্টি দেয়ার ব্যাপারে পুরুষের উরুর বিধান তার গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অনুরূপ হবে, তার পায়ের নলার বিধানের মত হবে না। অতএব যখন তার গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম (অবৈধ) অনুরূপভাবে তার উরুর প্রতি দৃষ্টি দেয়াও হারাম বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে পুরুষের জন্য নিজের মাহরাম নারীর যে সমস্ত অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম, অনুরূপ অন্য পুরুষের জন্য একে অপরের ওই সমস্ত অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়াও হারাম। আর মাহরাম নারীর যে সমস্ত অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হালাল (বৈধ) অন্য পুরুষের জন্য একে অপরের ওই সমস্ত অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়াতেও কোন অসুবিধা নেই (হালাল)।

বস্তুত এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের প্রকৃত যুক্তি। আর এই যুক্তি সে সমস্ত হাদীসসমূহের অনুকূলে রয়েছে, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি। অতএব এটি-ই আমরা গ্রহণ করব এবং এটি-ই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٧٢– بَابُ الْاَفْضَلِ فِى الصَّلَوَاتِ التَّطَوُّعِ هَلْ هُوَ طُوْلُ الْقِيَامِ اَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সালাতে দীর্ঘ কিয়াম করা উত্তম না বেশি রুকূ-সিজদা করা ?

٢٥٢٥– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ وَحُدَيْجٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْمُخَارِقِ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَمَرَرْنَا بِالرَّبْذَةِ فَوَجَدْنَا اَبَا ذَرٍّ قَائِمًا يُصَلِّىْ

فَرَأَيْتُهُ لاَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَا أَلَوْتُ أَنْ أُحْسِنَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجْدَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ـ

২৫২৫. ফাহাদ (র) ..... মুখারিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। আমরা রাব্‌যা নামক স্থান হয়ে যাচ্ছিলাম। (সেখানে) আমরা আবূ যার (রা) কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি কিয়াম দীর্ঘ না করে রুকূ-সিজ্‌দা বেশি করছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁকে বললাম! তিনি বললেন, আমি সুন্দর করতে ত্রুটি করি না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে) রুকূ করে, সিজ্‌দা করে, আল্লাহ্ তা'আলা এতে তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন এবং গুনাহ মাফ করে দেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, নফল সালাতে দীর্ঘ কিয়াম ও কিরা'আত অপেক্ষা অধিক রুকূ সিজ্‌দা উত্তম। এ বিষয়ে তাঁরা উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে থাকেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেনঃ আলোচ্য ব্যাপারে দীর্ঘ কিয়াম করা উত্তম। আর এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হল যা আমরা পূর্বে আমাদের গ্রন্থেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করে এসেছি যে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ কোন্ ধরনের সালাত উত্তম ? তিনি বলেছেন ঃ দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা। আমরা দীর্ঘক্ষণ কিয়াম সম্পর্কিত কতক হাদীস বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেশি রুকূ-সিজ্‌দা করা অপেক্ষা দীর্ঘ কিয়াম করাকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেছেন। আর আমরা আবূ যার (রা) বর্ণিত যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি আমাদের নিকট তার সাথে এর কোন বৈপরিত্য নেই। যেহেতু হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইরশাদঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রুকূ করে এবং সিজ্‌দা করে" দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কিয়ামকে এর পূর্বে দীর্ঘক্ষণ করা হয়েছে, (এখানে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করাকে অস্বীকার করা হয়নি) আবার এটিও হতে পারেঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রুকূ করে ও সিজ্‌দা করে, আল্লাহ্ তা'আলা এতে তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন এবং গুনাহ মাফ করে দেন; যদি এর সাথে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা যুক্ত হয়, তাহ্‌লে এটি উত্তম হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এর উপর তাকে অধিক ছাওয়াব প্রদান করবেন।"

বস্তুত উক্ত হাদীসের এ অর্থ নেয়াই উত্তম হবে, যেন তা অপরাপর হাদীসসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, যা আমরা উল্লেখ করেছি। দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করার এই শেষ অভিমত যিনি ব্যক্ত করেছেন এবং এটি অধিক রুকূ-সিজ্‌দা অপেক্ষা উত্তম যিনি বলেছেন তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (শায়বানী র)। এটি আমাকে ইব্‌ন আবী ইমরান (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন সিমাহা (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং এটি ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٥٢٦– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلاَتَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْهَا قَالَ مَنْ يَعْرِفُ هٰذَا قَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ عَبْدُ

اللّٰهِ لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيْلَ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ يُصَلِّيْ أُتِيَ بِذُنُوْبِهٖ فَجُعِلَتْ عَلٰى رَأْسِهٖ وَعَاتِقَيْهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ ـ

২৫২৬. ফাহাদ (র) ..... যুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) একবার এক যুবককে দেখলেন, সে সালাত আদায় করছে এবং সালাত দীর্ঘ করছে। যখন সে সালাত শেষ করল তখন তিনি বললেন, এ ব্যক্তিকে কে চিনতে পার ? এক ব্যক্তি বলল, আমি চিনি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ আমি যদি তাকে চিনতাম তাহলে তাকে রুকূ-সিজ্দা দীর্ঘ করার নির্দেশ দিতাম। যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ বান্দা যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ায় তখন তার গুনাহসমূহ তার মাথা ও দুই কাঁধে রেখে দেয়া হয়। যখন সে রুকূ অথবা সিজ্দা করে তখন তার থেকে তার গুনাহ ঝরে পড়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন করেন যে, এই হাদীসে তো ব্যক্ত হয়েছে কিয়াম (দীর্ঘ) অপেক্ষা (অধিক) রুকূ-সিজ্দা উত্তম।

উত্তর ঃ তাকে বলা হবে যে, তুমি যা উল্লেখ করেছ তা এই হাদীসে নেই। বরং এতে বলা হয়েছে যে, (দীর্ঘ) রুকূ-সিজ্দা দ্বারা মুসল্লীর গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সম্ভবত দীর্ঘ কিয়াম দ্বারা মুসল্লীকে তার চাইতে উত্তম প্রতিদান দেয়া হয়।

দ্বিতীয় উত্তর ঃ এই হাদীসে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দীর্ঘ রুকূ-সিজ্দা উত্তম। পক্ষান্তরে নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে দীর্ঘ কিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, যা কিনা তা থেকে উত্তম বিবেচিত হবে।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় ঃ জানাযা

١- بَابُ فِي الْجَنَازَةِ كَيْفَ هُوَ -

১. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা নিয়ে কিভাবে চলতে হয় ?

٢٥٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ اَوْعُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ الْعَاصِ فَكَانُوْا يَمْشُوْنَ بِهَا مَشْيًا لَيِّنًا قَالَ فَكَأَنَّ اَبَا بَكْرَةَ اِنْتَهَرَهُمْ وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ صَوْتَهُ وَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَرْمُلُ بِهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -

২৫২৭. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... উয়ায়না ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) তাঁর পিতা আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আবদুর রহমান ইব্‌ন সামূরা (রা) অথবা উসমান ইব্‌নুল আস (রা)-এর জানাযা বহনকালে উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা জানাযা নিয়ে ধীরে ধীরে চলছিল। রাবী বলেন, মনে হয় যেন আবূ বাক্‌রা (র) তাদেরকে উঁচু আওয়াজে ধমকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ আমরা আমাদেরকে নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে জানাযা নিয়ে দ্রুত চলতে দেখেছি।

٢٥٢٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ بِالْبَقِيْعِ فَطَلَعَ عَلَيْنَا بِجَنَازَةٍ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا ابْنُ جَعْفَرَ يَتَعَجَّبُ مِنْ مَشْيِهِمْ بِهَا فَقَالَ عَجَبًا لِمَا تَغَيَّرَ مِنْ حَالِ النَّاسِ وَاللّٰهِ اِنْ كَانَ اِلاَّ الْجَمْزُوَانْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُلاَحِي الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِتَّقِ اللّٰهَ فَوَ اللّٰهِ لَكَاَنَّكَ قَدْ جَمَزْبِكَ -

২৫২৮. রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... ইব্‌ন আবিয্ যিনাদ (র) তৎপিতা আবুয্ যিনাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর সাথে 'বাকী' নামক স্থানে বসা ছিলাম। এমন সময় আমাদের সম্মুখে একটি জানাযা এল। জানাযা বহনে তাদের ধীরে চলা দেখে আশ্চর্য হয়ে ইব্‌ন জা'ফর (র) আমাদের সম্মুখে এসে বললেন ঃ আমি আশ্চর্যবোধ করছি লোকদের অবস্থার পরিবর্তনে। আল্লাহ্‌র শপথ! জানাযা বহনে দ্রুত চলা ব্যতীত কিছুই ছিল না। একজন আরেকজনের বিরোধিতা করে বলতঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি যেন নিজেকে দৌঁড়াচ্ছ।

٢٥٢٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوْهَا اِلَى الْخَيْرِ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ -

২৫২৯. ইউনুস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চল। যদি তা ভাল হয়ে থাকে তাহলে তা তোমরা কল্যাণের দিকে অগ্রসর করে দিলে। আর যদি তা অন্য রকম হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের কাঁধ থেকে মন্দকে রেখে দিলে।

٢٥٣٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৫৩০. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٣١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৫৩১. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٣٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ اَسْرِعُوْبِيْ فَاِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلٰى سَرِيْرِهِ قَالَ قَدِّمُوْنِيْ قَدِّمُوْنِيْ وَاِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ السُّوْءُ عَلٰى سَرِيْرِهِ قَالَ يَاوَيْلَتِيْ اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِيْ -

২৫৩২. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন মিহ্রান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা)-এর মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বলেছিলেন ঃ আমাকে নিয়ে (জানাযা বহনে) তোমরা দ্রুততা অবলম্বন করবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন নেককার ব্যক্তিকে তার খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে, তোমরা আমাকে অগ্রসর কর, অগ্রসর কর। পক্ষান্তরে যখন মন্দ ব্যক্তিকে তার খাটিয়ায় রাখা হয় তখন সে বলে ঃ হায় আমার ধ্বংস! আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, জানাযা নিয়ে ধীরে চলা অপেক্ষা দ্রুত চলা উত্তম। তাঁরা এই বিষয়ে উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে অপর একদল 'আলিম এই বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং জানাযা নিয়ে ধীরগতিতে চলবে। এটি অন্য কিছু (দ্রুততা) অপেক্ষা উত্তম। তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন ঃ

٢٥٣٣- حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ وَهُمْ يُسْرِعُوْنَ بِهَا فَقَالَ لِيَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ -

২৫৩৩. মুবাশ্‌শির ইব্‌নুল হাসান (র) ..... আবূ বুরদা তাঁর পিতা (আবূ মূসা রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তারা (বহনকারীরা) এটিকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমাদের জন্য ধীরভাবে চলা আবশ্যক।

আমাদের নিকট এই হাদীসে প্রথম মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে দলীল নেই। যেহেতু হতে পারে তাদের সেই চলাতে এত তীব্রতা ছিল, প্রথমোক্ত হাদীস সমূহে নির্দেশিত দ্রুততাকে যা অতিক্রম করে যায়। অতএব আমরা দৃষ্টি দেব এই বিষয়ে কোন দলীল পাই কিনা যা আমাদেরকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

٢٥٣٤- عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِىُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرَّ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ يُسْرِعُوْنَ بِهَا الْمَشْىَ وَهُوَ يَتَمَخَّضُ تَمَخُّضَ الزِّقِّ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ بِجَنَائِزِكُمْ -

২৫৩৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খাশীশ আল-বসরী (র) ..... লায়স ইব্‌ন আবী বুরদা (র)-এর পিতা আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার একটি জানাযা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, যা বহন করে তারা দ্রুত চলছিল এবং মৃত ব্যক্তিটি মাখন তোলার জন্য দুধ ভর্তি মশকের ন্যায় নড়াচড়া করছিল। এতে তিনি বললেন ঃ তোমাদের জন্য জানাযা বহনে মধ্যম (স্বাভাবিক) গতিতে চলা আবশ্যক।

এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিটি উক্ত দ্রুততার কারণে মাখন তোলার জন্য দুধ ভর্তি মশকের ন্যায় নড়াচড়া করছিল। সম্ভবত তিনি তাদেরকে স্বাভাবিক চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ উক্ত দ্রুততা এরূপ ছিল, যা মৃত ব্যক্তির কিছু একটা (দুর্ঘটনা) ঘটে যাওয়ার আশংকা করা হচ্ছিল। এই জন্য তিনি তাদেরকে এর থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং প্রথমোক্ত হাদীসসমূহে তাদেরকে যে দ্রুততার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন সেটি এই হাদীসে ব্যক্ত দ্রুততা অপেক্ষা স্বাভাবিক (মধ্যবর্তী পর্যায়ের)।

আমরা এই বিষয়ে আরো দৃষ্টি দেব, এ ব্যাপারে কিছু বর্ণিত আছে কিনা যা, আমাদেরকে এই অর্থের পথ নির্দেশ দেয়।

٢٥٣٥- أَبُوْ أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَىٰ قَالَ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ عَنْ أَبِى مَاجِدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنِ السَّيْرِ بِالْجَنَازَةِ فَقَالَ مَادُوْنَ الْخَبَبِ فَإِنْ يَكُ مُؤْمِنًا فَمَا عُجِّلَ فَخَيْرٌ وَإِنْ يَكُ كَافِرًا فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ-

২৫৩৬. আবূ উমাইয়া (র) ..... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা নবী করীম ﷺকে জানাযা নিয়ে চলার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, দৌড়ে চলার চেয়ে কিছুটা কম দ্রুত

চলবে। যদি সে মু'মিন হয়ে থাকে– তাহলে দ্রুততা অবলম্বন করা উত্তম। আর যদি সে কাফির হয়ে থাকে, তাহলে জাহান্নামীদের জন্য বিদূরিত হওয়াই শ্রেয়।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই হাদীসে ব্যক্ত করেছেন যে, জানাযা নিয়ে দৌড়ে চলার চেয়ে কিছুটা কম দ্রুত চলবে। অতএব এটি আমাদের নিকট আবূ মূসা (রা)-এর হাদীসে তারা যা করেছেন সেটি অপেক্ষা কম দ্রুত চলা হবে। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে এ বিষয়ে দ্রুততার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত যেরূপ দ্রুততার নির্দেশ তিনি তাঁদেরকে দিয়েছেন তাই আমরা গ্রহণ করি। বস্তুত এটি-ই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢- بَابُ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ اَيْنَ يَنْبَغِى اَنْ يَكُوْنَ مِنْهَا

২. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সাথে কোন্ দিক হয়ে চলা

٢٥٣٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ ـ

২৫৩৬. ইউনুস (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি।

٢٥٣٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَمْشِىْ اَمَامَ الْجَنَازَةِ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

২৫৩৭. ইউনুস (র) ..... সালিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) জানাযার আগে আগে চলতেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বকর (রা), উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) ও উসমান, ইব্ন আফ্ফান (রা) এরূপ করতেন।

٢٥٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزِ الْاَيْلِىْ قَالَ ثَنَا سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২৫৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন আযীযুল আয়লী (র) ..... ইব্ন শিহাব (র)-এর বরাতে সালিম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

২৫৩৯. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ..... উকায়ল ইব্ন খালিদ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٥٤٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوبَ قَالَ ثَنَا عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَمْشِىْ اَمَامَ الْجَنَازَةِ وَاَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْشِيْ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُثْمَانُ وَكَذٰلِكَ السُّنَّةُ فِيْ اِتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ـ

২৫৪০. রবী'উল জীযী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জানাযার আগে আগে চলতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা) জানাযার আগে আগে চলতেন এবং জানাযা অনুসরণের বিষয়ে এটাই সুন্নাত।

٢٥٤١– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ اَمَامَ الْجَنَازَةِ وَابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا اِلٰى يَوْمِنَا هٰذَا ـ

২৫৪১. ইব্‌ন মারযূক (র) ও ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযার আগে আগে চলতেন এবং ইব্‌ন উমার (রা) ও খলীফাগণ থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই (জানাযার আগে আগে চলা অব্যাহত রেখেছেন)।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, জানাযার পিছনে চলা অপেক্ষা আগে আগে চলা উত্তম। তাঁরা এ বিষয়ে এই সমস্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ জানাযার আগে চলা অপেক্ষা পিছনে চলা উত্তম।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁদের দলীল হল যে, ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর হাদীস যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি, যা তিনি যুহ্‌রী (র) থেকে, তিনি সালিম (র) থেকে, তিনি তাঁর পিতা ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি। বস্তুত এ বিষয়ে এটি ইব্‌ন উমর (রা)-এর পক্ষ থেকে খবর (বর্ণনা) যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) ও উসমান (রা) কে এই বিষয়ে তা করতে দেখেছেন। হতে পারে তাঁরা এরূপ কাজ করেছেন অথচ অন্যটি তাঁদের নিকট উত্তম রূপে বিবেচিত ছিল। শুধু বৈধতারও অবকাশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (এরূপ করেছেন)। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতিটি অঙ্গ একবার একবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন, অথচ দুই বার দুই বার করে ধুয়ে উযূ করা তার থেকে উত্তম এবং তিনবার করে ধুয়ে উযূ করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। কিন্তু তিনি যা করেছেন তা ছিল বৈধতার অবকাশ সৃষ্টির লক্ষ্যে। তারপর এই হাদীসের ইসনাদে ইব্‌ন উয়ায়না (র) যুহ্‌রী (র)-এর অপরাপর সমস্ত শিষ্যগণের বিরোধিতা করেছেন। বস্তুত এ হাদীসটিকে মালিক (র) যুহ্‌রী (র) থেকে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযার আগে আগে চলতেন, আর তিনি এখানেই হাদীসটিকে ছিন্ন করে দিয়েছেন (যুহ্‌রী র-এর ওপরে মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেন)। তারপর এ হাদীসটিকে উকায়ল (র) ও ইউনুস (র) ইব্‌ন শিহাব (র)-এর সূত্রে সালিম (র) থেকে (এভাবে) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা) জানাযার আগে আগে চলতেন। বস্তুত এটির বিষয়বস্তুও ওই হাদীসের ন্যায়, যদিও এর শব্দ অনুরূপ নয়। যেহেতু তাঁর হাদীসের প্রকৃত সূত্র হল, তা সালিম (র) থেকে ঃ তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) জানাযার আগে আগে চলতেন এবং অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর

(রা), উমর (রা) ও উসমান (রা) (অগ্রভাগে চলতেন)। অতএব প্রমাণিত হল যে, এই হাদীসে এই সমস্ত বাক্য সবগুলো সালিম (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইব্ন উমার (রা) থেকে নয়। তাই হাদীসটি 'মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন সনদ) রূপে সাব্যস্ত উকায়ল (র) সূত্রে ইয়াহইয়া ইব্ন আয়্যুব (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, "জানাযা অনুসরণে সুন্নাত এরূপই" এটি লায়স (র) ও সালামা (র) কর্তৃক উকায়ল (র) বর্ণিত হাদীসের (বিষয়বস্তুর) উপরে অতিরিক্ত। অনুরূপভাবে এতেও দলীল বিদ্যমান নেই। যেহেতু ওটি সালিম (র) অথবা যুহরী (র)-এর বাক্য থেকে (বর্ণিত)।

পক্ষান্তরে ইব্ন উমর (রা) থেকে উপরোক্ত রিওয়ায়াতের বিপরীত বর্ণিত আছে, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের যথাস্থানে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমগণ বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের অনেকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা জানাযার আগে আগে চলতেন এবং তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেনঃ

٢٥٤٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ رَبِيْعَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هُدَيْرٍ يَقُوْلُ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقَدِّمُ النَّاسَ اَمَامَ جَنَازَةِ زَيْنَبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ـ

২৫৪৩. ইউনুস (র) ..... ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাদীর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) কে দেখেছি, তিনি লোকদেরকে যায়নাব (রা)-এর জানাযার সম্মুখে অগ্রসর করছেন।

٢٥٤٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৫৪৩. ইউনুস (র) ..... ইব্নুল মুনকাদির (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٥٤٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَشْىِ اَمَامَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَمْشِىْ اَمَامَ الْجَنَازَةِ ـ

২৫৪৪. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবদুল আ'লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) কে জানাযার সম্মুখে চলার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন ঃ হাঁ, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) কে জানাযার সম্মুখে চলতে দেখেছি।

٢٥٤٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ اَبَا رَاشِدٍ مَوْلٰى مُعَيْقِيْبِ بْنِ اَبِىْ فَاطِمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ يَفْعَلُوْنَهُ ـ

২৫৪৫. ইউনুস (র) ..... মুআয়কীব ইব্‌ন আবী ফাতিমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাশিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা), তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) ও যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা) কে তা করতে দেখেছেন।

٢٥٤٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِبْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ اَنَّهُ رَأَى اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبَا اُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ وَاَبَا قَتَادَةَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ ـ

২৫৪৬. ইউনুস (র) ..... তাওয়ামা'র গোলাম-সালিহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা), আবূ উসাইদ আস্‌সাইদী (রা) ও আবূ কাতাদা (রা) কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছেন।

তাঁরা বলেছেন ঃ এতে বুঝা যাচ্ছে যে, জানাযার পিছনে চলা অপেক্ষা আগে আগে চলা উত্তম।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ঃ আপনারা যা উল্লেখ করেছেন তা আপনাদের বক্তব্যে প্রমাণিত হয় না। বরং তা জানাযার সম্মুখে চলার বৈধতা প্রমাণ করে। অথচ আপনাদের বিরোধী মত পোষণকারীরা জানাযার আগে আগে চলার বৈধতাকে অস্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে আপনারা ও তাঁরা জানাযার সম্মুখে চলা উত্তম, না পিছনে চলা উত্তম, এ সম্পর্কে বিরোধ করছেন। এ বিষয়ে যদি আপনাদের নিকট কোন সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকে যাতে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার পিছনে চলা অপেক্ষা আগে আগে চলা উত্তম, তাহলে এর দ্বারা আপনাদের বক্তব্য সাব্যস্ত হবে। অন্যথায় প্রতিপক্ষের উক্তি এখন পর্যন্ত আপনাদের উক্তির সমপর্যায়ের। তাঁদের বক্তব্যের উপরে আপনাদের বক্তব্য আদৌ প্রাধান্য পায় না।

আর তারা যদি এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٥٤٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ اَلْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ ـ

২৫৪৭. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ জানাযায় পিছনে চলা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেছেন ঃ জানাযার পিছনে চলা সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি।

উত্তরে তাঁদেরকে বলা হবে ঃ এটি হচ্ছে ইব্‌ন শিহাব (র)-এর বাক্য (উক্তি)। এই বিষয়ে তাঁর উক্তি আপনাদের উক্তির ন্যায়। যেহেতু তার বিরোধী ও তোমাদের বিরোধীদের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ও আপনাদের বিরুদ্ধে এরূপ দলীল রয়েছে যা আমরা ইনশাআল্লাহ্ এই অনুচ্ছেদে অতিসত্বর উল্লেখ করার প্রয়াস পাব।

অতঃপর আমরা সেই সমস্ত হাদীসের দিকে ফিরে যাব, যা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। দেখব তাতে এরূপ কোন হাদীস বিদ্যমান আছে কিনা, যা জানাযার পিছনে চলাকে বৈধ করে। এই বিষয়ে দেখছি ঃ

٢٥٤٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالاَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانُوْا يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا ـ

২৫৪৮. রবী'উল জীযী (র) ও ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) জানাযার অগ্রভাগে এবং পিছনে চলতেন।

٢٥٤٩– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَرْسَانِىُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৫৪৯. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেমনিভাবে জানাযার অগ্রভাগে চলতেন, তেমনি জানাযার পিছনে চলতেন। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর জানাযার সম্মুখ ভাগে চলা আপনাদের পক্ষে দলীলরূপে সাব্যস্ত হয় যে, এটি পিছনে চলা অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) কর্তৃক জানাযার পিছনে চলা আপনাদের বিরোধীদের জন্য আপনাদের বিপক্ষে দলীলরূপে সাব্যস্ত হবে যে, তার আগে আগে চলা অপেক্ষা পিছনে চলা উত্তম। অতএব আপনারা ও আপনাদের বিরোধীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এই বিষয়ে তা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপনাদের পক্ষের দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে না।

٢٥٥٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِىْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ـ

২৫৫০. আবূ বাকরা (রা) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরোহী জানাযার পিছনে চলবে এবং পদব্রজে গমনকারী যেভাবে ইচ্ছা চলবে।

এই হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযার পিছনে চলাকে বৈধ করেছেন, যেমনিভাবে বৈধ করেছেন আগে আগে চলাকে। কিন্তু উত্তম কোন্‌টি এ বিষয়ে আমাদের উল্লেখিত হাদীসে কিছুই উল্লেখ নেই। মুগীরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেননি।

٢٥٥١– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ قَالَ اِنَّمَا اَنْتُمْ مُشَيِّعُوْنَ لَهَا فَامْشُوْا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا ـ

২৫৫১. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে সেই ব্যক্তির বিষয়ে বর্ণনা করেন, যে জানাযার অনুসরণ করে। তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা তাকে বিদায় জানাবার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। অতএব তার অগ্রে-পশ্চাতে, ডানে-বামে (প্রত্যেক দিক দিয়ে) চল।

٢٥٥٢- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ـ

২৫৫২. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও (নিম্নোক্ত হাদীস) বর্ণিত আছে ঃ

٢٥٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِىِّ بْنِ رِفَاعَةَ اللَّخْمِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقْرِنٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ـ

২৫৫৩. আবদুল গনী ইব্‌ন রিফায়া আল-লখমী (র) ..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তাঁদেরকে জানাযা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর কোন বস্তুর অনুসরণকারী সে বস্তু অপেক্ষা পিছনেই হয়, অগ্রে হয় না। আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা যুহরী (র)-এর উক্তি "জানাযার পিছনে চলা সুন্নাতের বিচ্যুতি"-এর অসারতা প্রমাণিত হয়।

٢٥٥٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا تَقُوْلُ فِى الْمَشْىِ اَمَامَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلْمَشْىُ خَلْفَهَا اَفْضَلُ مِنَ الْمَشْىِ اَمَامَهَا كَفَضْلِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ قَالَ قُلْتُ فَانِّىْ رَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَانِ اَمَامَهَا فَقَالَ اِنَّهُمَا يَكْرَهَانِ اَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ ـ

২৫৫৪. রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... আমর ইব্‌ন হুরায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) কে বললাম! জানাযার আগে আগে চলার বিষয়ে আপনি কি বলেন ? আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) বললেন ঃ এর সম্মুখে চলা অপেক্ষা পিছনে চলা এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যেমনিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে ফরয সালাত নফল সালাতের উপরে। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমি তো আবূ বকর (রা) ও উমার (রা) কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি। তিনি বললেন, তাঁরা উভয়ে লোকদেরকে কষ্ট দেয়া অপছন্দ করতেন।

٢٥٥٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ الْهَمْدَانِىْ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ فِىْ جَنَازَةٍ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَمْشِيَانِ اَمَامَهَا وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَمْشِىْ خَلْفَهَا يَدِىْ فِىْ يَدِهٖ

فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَا اَنَّ فَضْلَ الرَّجُلِ يَمْشِيْ خَلْفَ الْجَنَازَةِ عَلَى الَّذِيْ يَمْشِيْ اَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ عَلٰى صَلٰوةِ الْفَذِّ وَاِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ مِنْ ذٰلِكَ مِثْلَ الَّذِيْ اَعْلَمُ لٰكِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَانِ عَلَى النَّاسِ -

২৫৫৫. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... ইব্ন আব্যা (র)-এর পিতা আব্যা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার এক জানাযায় চলছিলাম যাতে আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও আলী (রা) উপস্থিত ছিলেন। আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) জানাযার আগে আগে চলছিলেন। আর আলী (রা) পিছনে চলছিলেন। আমার হাত তাঁর হাতে ছিল, আলী (রা) বললেন, জেনে রেখ ঃ সেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যে কিনা জানাযার পিছনে পিছনে চলে ঐ ব্যক্তির উপরে যে আগে আগে চলে, যেমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে একাকি সালাত আদায়ের উপর জামাতে সালাত আদায়ের। তাঁরা উভয়ে এই বিষয়ে অবহিত আছেন, যেমনিভাবে আমি অবহিত রয়েছি। কিন্তু তাঁরা সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যেন লোকদের জন্য বিষয়টি সহজসাধ্য হয়।

এই হাদীসে আলী (রা) জানাযার আগে আগে চলা অপেক্ষা পিছনে চলাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁর উক্তি "নিশ্চয় আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তেমনি অবহিত আছেন, যেমনিভাবে আমি অবহিত রয়েছি। কিন্তু তাঁরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য বিষয়ের বিবেচনা করে তা পরিত্যাগ করেছেন। এজন্য নয় যে, অন্যটি অপেক্ষা এটি উত্তম। এটি আসলে এরূপ বিষয় যা রায় বা নিজস্ব সিদ্ধান্ত দ্বারা বলা যায় না। বরং এটি বলা এবং জানা যায় তা দ্বারা, যা তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবহিত করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আমরা যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছি এর সঠিক মর্ম নিরূপণ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, জানাযার আগে আগে চলা অপেক্ষা পিছনে চলা উত্তম।

٢٥٥٦– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَنَا مَعَهُ عَلٰى جَنَازَةٍ فَرَاٰى مَعَهَا نِسَاءً فَوَقَفَ ثُمَّ قَالَ رُدُّوْهُنَّ فَاِنَّهُنَّ فِتْنَةُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ثُمَّ مَضٰى فَمَشٰى خَلْفَهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَيْفَ الْمَشْيُ فِي الْجَنَازَةِ اَمَامَهَا اَوْ خَلْفَهَا فَقَالَ اَمَا تَرَانِيْ اَمْشِيْ خَلْفَهَا -

২৫৫৬. ইব্ন আবী দাঊদ (রা) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এক জানাযায় বের হলেন এবং আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি এর সাথে মহিলাদেরকে দেখে থেমে গিয়ে বললেন, এদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের জন্য ফিত্না। তারপর তিনি এর পিছনে চললেন। আমি বললাম! হে আবূ আবদুর রহমান! জানাযার ক্ষেত্রে (বহনকালে) কিভাবে চলা বিধেয়, এর আগে আগে না পিছনে পিছনে? তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না যে, আমি এর পিছনে পিছনে চলছি।

এই আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) যখন তাঁকে জানাযা'র (বহনকালে) চলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি প্রশ্নকারীকে উত্তর দিয়েছেন যে, এর পিছনে চলবে। আর এটিই আমরা তাঁর সূত্রে এ অনুচ্ছেদের শুরু ভাগে

রিওয়ায়াত করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানাযার আগে আগে চলতেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের জন্য সহজসাধ্য হওয়ার বিষয় বিবেচনা করে এমনটি করতেন। আর তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, জানাযার আগে আগে চলা অপেক্ষা পিছনে চলা যদিও উত্তম, কিন্তু এটি জরুরী কোন বিষয় নয় এবং তা পরিত্যাগকারীকে কষ্টে ফেলার মতও কিছু নয়। কিন্তু এটি এরূপ বিষয় যা করা যেতে পারে এবং অন্যটিও করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে এই বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত ঃ সালিম (র) তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি জানাযার অগ্রভাগে চলতেন। এতে অগ্রভাগে চলার বৈধতা বুঝা যাচ্ছে, এরূপ নয় যে, তা পিছনে চলা অপেক্ষা উত্তম। তারপর তাঁর থেকে নাফি' (র) বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি এর (জানাযার) পিছনে চলেছেন। এটির দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, জানাযার পিছনে চলা বৈধ, এজন্য নয় যে, এটি অন্যটি অপেক্ষা উত্তম। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তিনি তাকে সেই চলার কথাই বলেছিলেন, যা জানাযায় করা তার জন্য উচিত যে এর পিছনে (চলবে)। এই জন্য যে, এটিই অন্যটি অপেক্ষা উত্তম।

আমরা বারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রিওয়ায়াত করেছি যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের জানাযা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে সেই (জানাযার) পিছনে চলা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জানাযার হক হচ্ছে এর অনুসরণ করা এবং এর প্রতি দু'আ করা। সুতরাং এর মুসল্লী (জানাযার সালাত আদায়কারী) সালাতে সেটি অপেক্ষা পিছনে থাকবে। অতএব এর ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হচ্ছে, এর অনুসরণকারী অনুসরণে এর পিছনে থাকবে। বস্তুত এটিই হচ্ছে হাদীসসমূহের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ।

٢٥٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شُرَيْكٍ اَلْعَامِرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ اَبِى رَبِيْعَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ نَصْرَانِيَّةٍ مَاتَتْ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَأْمُرُ بِاَمْرِكَ وَاَنْتَ بَعِيْدٌ مِّنْهَا ثُمَّ تَسِيْرُ اَمَامَهَا فَاِنَّ الَّذِىْ يَسِيْرُ اَمَامَ الْجَنَازَةِ لَيْسَ مَعَهَا -

২৫৫৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... হারিস ইব্‌ন আবী রবী'আ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) কে তাঁর মৃত নাস্‌রাণী উম্মুওয়ালাদ দাসীর (সৎকারের) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি তার থেকে দূরে থেকে তোমার সিদ্ধান্ত মুতাবিক নির্দেশ দাও। তারপর এর আগে আগে চল। যেহেতু যে ব্যক্তি জানাযার আগে আগে চলে সে তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ইব্‌ন উমর (রা) খবর দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি জানাযার অগ্রভাগে চলে সে তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

সুতরাং তার নিকট বিষয়টি অনুরূপ হওয়া অসম্ভব, অথচ তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছেন। এতে প্রমাণিত হল যে, সালিম (র) বর্ণিত হাদীসের প্রকৃত (বক্তব্য) যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরু ভাগে বর্ণনা করে এসেছি, এটি সেই হাদীসের অনুরূপ যা মালিক (র), যুহরী (র) সূত্রে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অথবা সেই হাদীসের অনুরূপ, যা উকায়ল (র) ও ইউনুস (র) যুহরী (র) সূত্রে সালিম (র) থেকে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে তা সেই হাদীসের অনুরূপ নয় যা ইব্‌ন উয়ায়না (র) যুহরী (র) থেকে, তিনি সালিম (র) থেকে, তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ يَحْيى عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَالِسًا فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ قُمْ فَاِنِّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِىٍّ مَرَّتْ عَلَيْهِ فَقِيْلَ هَلْ لَكَ اَنْ تَتْبَعَهَا فَاِنَّ فِىْ اِتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ اَجْرًا فَانْطَلَقْنَا نَمْشِىْ مَعَهَا فَنَظَرَ فَرَاٰى نَاسًا فَقَالَ مَا اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ بَيْنَ يَدَىِ الْجَنَازَةِ قُلْتُ هُمْ اَهْلُ الْجَنَازَةِ فَقَالَ مَا هُمْ مَعَ الْجَنَازَةِ وَلٰكِنْ كَنَفَيْهَا اَوْوَرَاءَهَا فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِىْ اِذْ سَمِعَ رَانَّةً فَاسْتَدَارَنِىْ وَهُوَ قَابِضٌ عَلٰى يَدِىْ فَاسْتَقْبَلَهَا فَقَالَ لَهَا شَرًّا حَرَّمْتِنَا هٰذِهِ الْجَنَازَةَ اِذْهَبْ يَامُجَاهِدُ فَاِنَّكَ تُرِيْدُ الْاَجْرَ وَهٰذِهِ تُرِيْدُ الْوِزْرَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَهَانَا اَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَازَةَ مَعَهَا رَانَّةٌ -

২৫৫৮. ইব্‌ন আবী মারইয়াম (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম। (এমন সময়) একটি জানাযা অতিক্রম করছিল; এতে ইব্‌ন উমর (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি (আমাকে) বললেন, দাঁড়াও! যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর কাছ দিয়ে অতিক্রমকারী এক ইয়াহূদী জানাযার জন্য উঠে দাঁড়াতে দেখেছি। তাঁকে বলা হল আপনি কি এর অনুসরণ করার ইচ্ছা রাখেন ? জানাযার অনুসরণে তো ছওয়াব রয়েছে। তাই আমরা জানাযার সাথে চলতে লাগলাম। তারপর তিনি তাকিয়ে কিছু সংখ্যক লোকদের দেখতে পেলেন এবং বললেন ঃ জানাযার সম্মুখে এরা কারা ? আমি বললাম, তারা জানাযার পরিজন। তিনি বললেন ঃ জানাযার সাথে তাদের কি ? বরং তারা এর প্রান্ত (ডানে-বামে) অথবা পিছনে চলবে। তিনি চলছিলেন, হঠাৎ তিনি এক চিৎকার করে ক্রন্দনকারিণীর আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং আমার হাত ধারণপূর্বক উক্ত ক্রন্দনকারিণী স্ত্রীলোকটির সম্মুখে গিয়ে তাকে সম্বোধন করে দোষারোপ করলেন এবং বললেন, তুমি আমাদেরকে এই জানাযার (ছওয়াব থেকে) বঞ্চিত করে দিয়েছ। হে মুজাহিদ! যাও, তুমি নিশ্চয়ই ছওয়াব চাচ্ছ, আর এই মহিলাটি চাচ্ছে গুনাহ (পাপ)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যে জানাযার সাথে চিৎকার করে ক্রন্দনকারিণী থাকে তা অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, জানাযার অগ্রভাগে চলা অপেক্ষা পিছনে চলা কিভাবে উত্তম হতে পারে ? অথচ উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের উপস্থিতিতে যায়নাব (রা)-এর জানাযায় লোকদেরকে এর সম্মুখে অগ্রসর করে দিচ্ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এর পিছনে চলাকে মোটেও জায়িয মনে করতেন না। তা না হলে অবশ্যই তিনি তা সেই ব্যক্তির জন্য বৈধ করতেন যে ব্যক্তি জানাযার পিছনে চলে।

উত্তর ঃ উত্তরে তাঁকে বলা হবে ঃ আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা কিভাবে সম্ভব ? অথচ আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) বলেছেন ঃ তাঁরা অর্থাৎ আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) জানেন যে, জানাযার আগে আগে চলা অপেক্ষা এর পিছনে চলা উত্তম। তারপর তিনি (উমর রা) এই বিষয়টি করছেন, যা আপনি উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু আমাদের মতে তিনি তা করেছেন (আল্লাহ্ই ভাল জানেন) বিশেষ কারণে, যেহেতু এর পিছনে স্ত্রীলোকগণ ছিল, এই জন্য তিনি পুরুষদের জন্য মহিলাদের সাথে মিশে যাওয়াকে খারাপ মনে করেছেন। অতএব উক্ত কারণে তিনি তাদেরকে জানাযার সম্মুখভাগে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন; এজন্য নির্দেশ দেননি যে, তা (আগে চলা) পিছনে চলা অপেক্ষা উত্তম। আমি ইউনুস (র) কে ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে উল্লেখ করতে শুনেছি, তিনি শুনেছেন সেই ব্যক্তি থেকে যিনি এরূপ বলছেন। আর যে অর্থে এই হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এটি-ই উত্তম। যাতে আলী (রা), আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) থেকে যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

২৫৫৯- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْاَسْوَدُ اِذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ اَخَذَ بِيَدِىْ فَتَقَدَّمْنَا نَمْشِىْ اَمَامَهَا فَاِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نِسَاءٌ مَشَيْنَا خَلْفَهَا -

২৫৫৯. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন এর (জানাযার) সাথে স্ত্রী লোকগণ হত, আসওয়াদ (র) আমার হাত পাকড়াও করতেন। এতে আমরা অগ্রভাগে চলে যেতাম এবং এর আগে আগে চলতাম। আর যখন এর সাথে স্ত্রীলোকগণ না হত তখন আমরা এর পিছনে পিছনে চলতাম। **বস্তুত এই আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ** (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সু-দীর্ঘ সাহচর্য এবং উমর (রা)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছা থাকত জানাযার এর পিছনে চলতে। তবে কোন বিশেষ কারণের প্রেক্ষিতে এর আগে আগে চলতেন, এই জন্য নয় যে, তার নিকট তা অন্যটির চেয়ে উত্তম ছিল।

অনুরূপভাবে উমর (রা) যায়নাব (রা)-এর জানাযায় তিনি যা করেছেন, এ সম্পর্কে তাঁর থেকে যে রিওয়ায়াত আমরা বর্ণনা করেছি এটিও আমাদের মতে এ অর্থে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

২৫৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى السَّرِىِّ قَالَ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَيَاضٍ قَالَ ثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ السَّيْرَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ -

২৫৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও রূহ ইব্‌নুল ফারায (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাঁরা (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রা-এর শিষ্যগণ) জানাযার আগে আগে চলাকে মাকরূহ মনে করতেন।

এই ইব্‌রাহীম (র) এটি বলছেন। যখন তিনি বলেছেন- كَانُوْا -এর দ্বারা আবদুল্লাহ (রা)-এর শিষ্যগণকে বুঝিয়েছেন। তাঁরা অবশ্যই এটিকে মাকরূহ মনে করতেন। তারপর তাঁরা তা কোন ওজরের কারণে করছেন। যেহেতু এটা উত্তম ছিল নারীদের সাথে সহঅবস্থানে মিশে যাওয়া থেকে যখন তারা (নারীরা) জানাযায় নিকটবর্তী হয় (তখন) (আগে চলাই উত্তম হবে)। পক্ষান্তরে তারা যখন তা থেকে দূরে থাকবে অথবা তার সাথে স্ত্রীলোকগণ না থাকে তাহলে তার আগে ডানে, বামে চলা অপেক্ষা এর পিছনে চলা উত্তম হবে। এটিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

٣- بَابُ الْجَنَازَةِ تَمُرُّ بِالْقَوْمِ يَقُوْمُوْنَ لَهَا اَمْ لاَ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন জনগোষ্ঠীর কাছ দিয়ে জানাযা অতিক্রম করলে এর জন্য তারা দাঁড়াবে কি না?

٢٥٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ اَنَّ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ مَرَّتْ بِهٖ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا وَقَالَ اِنَّ عُثْمَانَ مَرَّتْ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ لَهَا وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ بِهٖ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا ـ

২৫৬১. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... মূসা ইবন ইমরান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আবান ইব্ন উসমান (র)-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করেছিল, এর জন্য তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি বললেন, একবার উসমান (ইব্ন আফ্ফান রা)-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে তিনি এর জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে তিনি এর জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

٢٥٦٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا دُحَيْمٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ اِلاَّ اَنَّهٗ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ـ

২৫৬২. ইয়াযীদ (র) ..... ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি (এতটুকু অতিরিক্ত) বলেছেন ঃ আমি উসমান (রা) কে এরূপ করতে দেখেছি এবং তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই রূপ করতেন।

٢٥٦٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتّٰى تُوْضَعَ اَوْ تَخْلُفَكُمْ ـ

২৫৬৩. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আমির ইব্ন রবী'আ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন জানাযা দেখবে তখন এর জন্য দাঁড়িয়ে যাবে; যতক্ষণ না তা (মাটিতে) রাখা হয় অথবা তোমাদেরকে (পিছনে ফেলে) অতিক্রম করে যায়।

٢٥٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

২৫৬৪. আবূ বাকরা (র) ..... সুফ্য়ান (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٥٦٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَقُمْ ـ

২৫৬৫. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আমির ইব্ন রবী'আ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি জানাযা দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে।

٢٥٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتّٰى تُوْضَعَ اَوْ تَخْلُفَكُمْ -

২৫৬৬. আবূ বাকরা (র) ..... আমির ইব্ন রবী'আ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমরা জানাযা দেখবে, এর জন্য দাঁড়িয়ে যাবে যতক্ষণ না তা মাটিতে রাখা হয় অথবা তোমাদেরকে (অতিক্রম করে) পিছনে রেখে যায়।

٢٥٦٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

২৫৬৭. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আমির ইব্ন রবী'আ (র) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٥٦٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِيْ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ سَيْفٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ فَنَقُوْمُ لَهَا قَالَ نَعَمْ فَاِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُوْمُوْنَ لَهَا اِنَّمَا تَقُوْمُوْنَ اِعْظَامًا لِلَّذِيْ يَقْبِضُ النُّفُوْسَ -

২৫৬৮. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কাছ দিয়ে (অনেক সময়) কাফিরের জানাযা অতিক্রম করে, আমরা কি এর জন্য দাঁড়াব ? তিনি বললেন, হাঁ, (দাঁড়াবে)। (মনে রেখ) নিশ্চয় তোমরা এর জন্য দাঁড়াচ্ছ না, বরং তোমরা দাঁড়াচ্ছ সেই (ফিরিশতার) সম্মানে, যিনি আত্মাসমূহ কব্য করেন।

٢٥٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ قَعَدَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اَيْ مَجُوْسِيٌّ فَقَالاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ اَلَيْسَ مَيِّتًا اَوَ لَيْسَ نَفْسًا -

২৫৬৯. আবূ বাকরা (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ (রা) ও কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) কাদিসিয়ায় বসা (অবস্থায়) ছিলেন। এমন সময় তাঁদের কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, এতে তাঁরা উভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদেরকে বলা হল, এটি-তো এ ভূখণ্ডের অধিবাসী অগ্নিপূজক (এর লাশ)। তাঁরা বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, এর জন্য তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতে তাঁকে বলা হল, এটি-তো ইয়াহূদীর (জানাযা)। তিনি বললেন, 'এটি কি মৃত নয়' অথবা বলেছেন– (আত্মা সম্বলিত) মানুষ নয় ?

٢٥٧٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ مَّعَهٗ لِجِنَازَةٍ حَتّٰى تَوَارَتْ ـ

২৫৭০. রবী'উল মু'আযযিন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার এক জানাযার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন; যতক্ষণ না তা অদৃশ্য হয়ে যায়।

٢٥٧١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ فَقُمْنَا لِنَحْمِلَهَا فَاِذَا جِنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ اَوْ يَهُوْدِيَّةٍ فَقُلْنَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ اَوْ يَهُوْدِيَّةٍ فَقَالَ اِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَاِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُوْمُوْا ـ

২৫৭১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। আমরা এটি বহন করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। (এরপরে দেখলাম এটি) এক ইয়াহূদী পুরুষ অথবা ইয়াহূদী নারীর জানাযা। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! এটি-তো ইয়াহূদী পুরুষ অথবা নারীর জানাযা। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় মৃত্যু হচ্ছে ভীতিকর বস্তু। যখন তোমরা জানাযা দেখবে, দাঁড়িয়ে যাবে।

٢٥٧٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

২৫৭২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইয়াহইয়া (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٥٧٣– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ عَلٰى مَرْوَانَ بِجِنَازَةٍ فَلَمْ يَقُمْ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ فَقَامَ مَرْوَانُ ـ

২৫৭৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার মারওয়ানের কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, এর জন্য তিনি দাঁড়াননি। আবূ সাঈদ (রা) বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা যেতে লাগলে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন মারওয়ান দাঁড়িয়ে গেলেন।

٢٥٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ -

২৫৭৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমরা জানাযা দেখবে তখন এর জন্য দাঁড়াবে। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে সে যেন না বসে, যতক্ষণ না তা মাটিতে রাখা হয়।

٢٥٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ ثَنَا اَبَانُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৫৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٥٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২৫৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ও আবূ বাকরা (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ عَلٰى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتّٰى تَغِيْبَ عَنْهُ وَاِنْ مَشٰى مَعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ -

২৫৭৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন সালাতুল জানাযা আদায় করার পর, এর সাথে না যায়, সে যেন তা তার থেকে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। আর যদি এর সাথে যায় তাহলে তা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোকে মৌলিক হাদীস রূপে সাব্যস্ত করে এগুলোর অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তির কাছ দিয়ে জানাযা গেলে তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না তা তার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর কোন ব্যক্তি এর সাথে গেলে তা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির কাছ দিয়ে কোন জানাযা অতিক্রম করলে এর জন্য দাঁড়ানোর বিধান নেই এবং এর অনুসরণকারী ব্যক্তি তা মাটিতে রাখার আগেও বসতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক ইয়াহূদীর জানাযার জন্য দাঁড়ানো যা কায়স ইব্ন সা'দ (রা) ও সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। সে সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন ঃ বস্তুত তা নবী করীম ﷺ -এর দাঁড়ানো জানাযার কোন বিধান হিসাবে ছিল না; বরং তা ছিল অন্য কারণে। তাঁরা ওই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

٢٥٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنَ الْحُسَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَوْ عَنْ اَحَدِهِمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ بِهٖ جَنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ فَقَامَ لَهَا وَقَالَ اٰذَانِىْ رِيْحُهَا -

২৫৭৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... হাসান (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অথবা তাঁদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ দিয়ে এক ইয়াহূদীর জানাযা যাচ্ছিল। তিনি এর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ "আমাকে এর দুর্গন্ধ কষ্ট দিচ্ছিল।"

এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর দাঁড়ানো ছিল এর থেকে দূরুত্বে অবস্থানের জন্য, যেহেতু এর দুর্গন্ধ তাকে কষ্ট দিচ্ছিল, অন্য কারণে নয়।

আর সালাতুল জানাযা'র জন্য তাঁর দাড়ানো সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত আছে তা নিম্নরূপ ঃ

٢٥٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَلَمْ يَقُمِ الْحَسَنُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلْحَسَنِ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ الْحَسَنُ لِلْعَبَّاسِ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ -

২৫৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (রা) ..... হাসান (বসরী) (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ও হাসান (রা)-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। এতে এর জন্য আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন এবং হাসান (রা) দাঁড়ালেন না। আব্বাস (রা) হাসান (রা)-কে বললেন, তুমি কি অবহিত নও! একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, সেখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, হাঁ, তারপর হাসান (রা) আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি কি অবহিত নন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতুল জানাযা পড়েছিলেন তিনি বললেন, 'হাঁ!

এই হাদীস ব্যক্ত করছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সেই দাঁড়ানো ছিল এর সালাতুল জানাযা আদায়ের জন্য। জানাযার জন্য দাঁড়ানো সুন্নাত হিসাবে তিনি দাঁড়াননি।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জানাযার জন্য দাঁড়ানো এবং জানাযা অনুসরণের প্রাক্কালে তা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসা পরিহার করার বিষয়ে যা উল্লিখিত হয়েছে, ওই সব (ইসলামের) প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে।

٢٥٨٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الْجَنَازَةِ حَتّٰى تُوْضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاَمَرَهُمْ بِالْقُعُوْدِ ـ

২৫৮০. ইউনুস (র) ..... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন, লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে থাকত, যতক্ষণ না তা মাটিতে রাখা হত। তারপর পরবর্তীতে তিনি বসে থাকতেন এবং তাঁদেরকেও বসার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٥٨١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَبَحْرٌ قَالاَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৫৮১. ইউনুস (র) ও বাহ্‌র (র) ..... আলী (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنُ الْحَكَمِ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِيَامِ فِى الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاَمَرَنَا بِالْجُلُوْسِ ـ

২৫৮২. ইউনুস (র) ..... মাসউদ ইব্‌নুল হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জানাযার ক্ষেত্রে (বহনকালে) দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর পরবর্তীতে তিনি বসে থাকতেন এবং আমাদেরকেও বসার নির্দেশ দিতেন।

٢٥٨٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِبْنِ الْحَكَمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ جَنَازَةً بِالْعِرَاقِ فَرَاَيْتُ رِجَالاً قِيَامًا يَنْتَظِرُوْنَ اَنْ تُوْضَعَ وَرَاَيْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يُشِيْرُ اِلَيْهِمْ اَنْ اِجْلِسُوْا فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ اَمَرَنَا بِالْجُلُوْسِ بَعْدَ الْقِيَامِ ـ

২৫৮৩. ফাহাদ (র) ..... ইসমাঈল ইব্‌নুল হাকাম ইব্‌ন মাসউদ আয্‌ যুরাকী (র) তার পিতা হাকাম ইব্‌ন মাসউদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ইরাকে এক জানাযায় উপস্থিত হই। তাতে কিছুসংখ্যক লোককে দেখলাম তা মাটিতে রাখার অপেক্ষায় অপেক্ষমান দাঁড়িয়ে আছে। আর আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-কে দেখলাম, তাদেরকে বসার জন্য ইশারা করছেন, যেহেতু নবী করীম ﷺ দাঁড়ানোর (বিধানের পর) পরবর্তীতে বসার জন্য হুকুম করেছেন।

٢٥٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ رَاَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُمْنَا وَرَاَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا ـ

২৫৮৪. ইব্‌ন মারযূক (র)..... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দাঁড়াতে দেখেছি, আমরাও দাঁড়িয়েছি এবং তাঁকে বসে থাকতে দেখেছি, আমরাও বসে থেকেছি।

আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, জানাযার জন্য দাঁড়ানো প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। এক দল বলেছেন ঃ আহ্‌লে কিতাবদের বিরোধিতার জন্য তা রহিত হয়েছে। এই বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٥٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمٰنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ذَكَرَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اتَّبَعَ جَنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ قَالَ فَعَرَضَ لِلنَّبِىِّ ﷺ حِبْرٌ مِّنْ اَحْبَارِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰكَذَا نَفْعَلُ قَالَ فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ خَالِفُوْهُمْ ـ

২৫৮৫. আবূ বাকরা (র) ..... উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ নবী করীম ﷺ যখন কোন জানাযার পেছনে যেতেন, তখন (কবরে) জানাযা না রাখা পর্যন্ত বসতেন না। রাবী বলেন, পরে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের এক পণ্ডিত নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে এসে বলল, হে মুহাম্মদ, আমরাও তো এরূপ করে থাকি। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযা রাখার আগেই বসে পড়তে লাগলেন এবং বললেন, তোমরা এদের বিরোধিতা করবে।

বস্তুত আমাদের মতে এই হাদীস তাঁদের মতের পক্ষে প্রমাণ বহন করে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٢٥٨٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسْدِلُ شَعْرَهٗ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يُسْدِلُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَيْئٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهٗ ـ

২৫৮৬. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চুল সোজা (ঝুলিয়ে) রাখতেন এবং পৌত্তলিকরা তাদের মাথায় (চুলে) (সিঁথী কেটে) বিভক্ত করে রাখত। আর আহ্‌লে কিতাবগণ তাদের মাথার (চুল) কে সোজা (ঝুলিয়ে) রাখত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যে বিষয়ে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি, সে বিষয়ে তিনি আহ্‌লে কিতাবদের সাদৃশ্য পছন্দ করতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাথার (চুল) (সিঁথী কেটে) রাখতেন।

٢٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزٍ الْاَيْلِىُّ قَالَ ثَنَا سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

২৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আযিযিল আয়লী (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনন্তর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ে বিপরীত নির্দেশ না দেয়া হতো তিনি ততক্ষণ আহলে কিতাবের অনুসরণ করতেন। সুতরাং উবাদা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত তাঁকে যে বসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়ে আহলে কিতাবের বিরোধিতার নির্দেশ আসার পূর্বে এটি তাদের বিপরীত হওয়া অসম্ভব। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিধান তাঁর পূর্ববর্তী নবী'র শরীয়তের হবে, যতক্ষণ না তাঁর জন্য শরীয়তের বিধান প্রবর্তন করা হয় যা পূর্ববর্তী শরীয়তকে রহিত করে দিবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ওদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর। (সূরা আন'আম-৬ ঃ ৯০)

কিন্তু আমাদের মতে তিনি তা তখন পরিত্যাগ করেছেন (আল্লাহ্ই ভাল জানেন) যখন আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়ে তাঁর জন্য শরীয়তের বিধান প্রবর্তন করেছেন। আর সেটি হচ্ছে বসা, পূর্ববর্তী দাঁড়ানোকে রহিত করার মাধ্যমে। এই অভিমত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٢٥٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا لَيْثُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةً فَمَرَّ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَقُمْنَا فَقَالَ مَا هٰذَا الْقِيَامُ فَقُلْتُ مَا تَأْتُوْنَا بِهِ يَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اَوْ يَهُوْدِىٍّ اَوْ نَصْرَانِىٍّ فَقُوْمُوْا فَاِنَّكُمْ لَسْتُمْ لَهَا تَقُوْمُوْنَ اِنَّمَا تَقُوْمُوْنَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا صَنَعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ يَتَشَبَّهُ بِاَهْلِ الْكِتَابِ فِى الشَّئِ فَاِذَا نُهِىَ عَنْهُ تَرَكَهُ ـ

২৫৮৮. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... ইব্‌ন সাখবারা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-এর সাথে কোন এক জানাযার অপেক্ষারত ছিলাম। এরপরে আরেকটি জানাযা যাচ্ছিল, আমরা দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, এই দাঁড়ানো কী ? (কেন)। আমি বললাম, যা আপনারা করেন, হে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ। আবূ মূসা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা মুসলিম অথবা ইয়াহূদী কিংবা খ্রিষ্টানের জানাযা দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। যেহেতু তোমরা এর জন্য দাঁড়াচ্ছ না, তোমরা দাঁড়াচ্ছ এর সাথে (উপস্থিত) ফিরিশতাদের জন্য। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ মাত্র একবার করেছেন। তিনি বিধানের মধ্যে আহলে কিতাবের সাদৃশ্য অবলম্বন করতেন। আর যখন এর থেকে নিষেধ করা হত, তা তিনি ছেড়ে দিতেন।

এই হাদীসে আলী (রা) বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার প্রাথমিক অবস্থায় আহলে কিতাবদের সাদৃশ্য এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীর অনুকরণের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য ওর বিপরীত (বিধান) প্রবর্তন করে দিয়েছেন, আর সেটি হচ্ছে বসা। এতে উবাদা (রা) এর হাদীসের যে ব্যাখ্যা আমরা করেছি, সেটিই প্রমাণিত হয়।

٢٥٨٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَصْبَهَانِىْ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ تَذَاكَرْنَا الْقِيَامَ اِلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ كُنَّا نَقُوْمُ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ذٰلِكَ وَاَنْتُمْ يَهُوْدٌ ـ

২৫৮৯. ফাহাদ (র) ..... যায়দ ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা আলী (রা)-এর সাথে জানাযার জন্য দাঁড়ানো সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আবু মাসউদ (রা) বললেন, আমরা দাঁড়াতাম। আলী (রা) বললেন, সেটি তো ছিল যখন তোমরা ইয়াহূদী ছিলে।

এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাঁরা তাদের (ইয়াহূদীদের) শরীয়ত অনুযায়ী দাঁড়াতেন, তারপর তা ইসলামী শরীআত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং এই অনুচ্ছেদে আমরা যা বর্ণনা করেছি এর দ্বারাও একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, অনুচ্ছেদের শুরুভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে সমস্ত হাদীস জানাযার জন্য দাঁড়ানো সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছি, এগুলো আমাদের পরবর্তী রিওয়ায়াতকৃত হাদীস সমূহ দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

٢٥٩٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ اُنَيْسِ بْنِ اَبِيْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَجْلِسُوْنَ قَبْلَ اَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ -

২৫৯০. ইউনুস (র) ..... আবু ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন উমর (রা) ও নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ জানাযা মাটিতে রাখার পূর্বেই বসে পড়তেন।

এই ইব্ন উমর (রা) এমনটি করছেন, অথচ আমির ইব্ন রাবী'আ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। বস্তুত তিনি যা করতেন তা তাঁর পরিহার করায় বুঝা যাচ্ছে যে, আমির ইব্ন রাবী'আ (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন- তা রহিত হয়ে গিয়েছে। ইউনুস (র) আরো বর্ণনা করেছেন।

٢٥٩١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ اَيْضًا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَجْلِسُ قَبْلَ اَنْ تُوْضَعَ الْجَنَازَةُ وَلَا يَقُوْمُ لَهَا -

২৫৯১. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কাসিম (র) জানাযা মাটিতে রাখার পূর্বেই বসে যেতেন এবং এর জন্য দাঁড়াতেন না।

তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ জাহিলিয়্যাতের (যুগের) লোকেরা জানাযার জন্য দাঁড়াত যখন তারা তা দেখত এবং তারা বলত, তুমি আর এখন পরিবারের (বন্ধু-বান্ধবদের) অন্তর্ভুক্ত নও, তুমি আর এখন তোমার পরিবারের (বন্ধু-বান্ধবদের) অন্তর্ভুক্ত নও। এই আয়েশা (রা) জানাযার জন্য দাঁড়ানো কে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন যে, ওটি জাহিলী যুগের লোকদের কার্যাদির অন্যতম।

ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এই অনুচ্ছেদে আমাদের উল্লেখকৃত প্রত্যেক সেইসব (হাদীস) গ্রহণ করেছেন যেগুলো এর বিরোধী হাদীসের জন্য রহিতকারী, যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আর এটি-ই আমরা গ্রহণ করছি।

٤- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيْ عَلَى الْمَيِّتِ اَيْنَ يَنْبَغِيْ اَنْ يَقُوْمَ مِنْهُ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের সালাতুল জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

٢٥٩٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى اُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلصَّلٰوةِ عَلَيْهَا وَسْطَهَا -

২৫৯২. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর পিছনে উম্মু কা'ব (রা)-এর সালাতুল জানাযা আদায় করেছি, যিনি 'নিফাস' (প্রসূতি)-অবস্থায় ইনতিকাল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উপর সালাতুল জানাযা আদায়ের জন্য তার মাঝামাঝি (বুক বরাবর) দাঁড়িয়েছিলেন।

٢٥٩٣– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৫৯৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হুসায়নুল মুআল্লিম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম উক্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ এটি-ই হচ্ছে পুরুষ বা মহিলা'র সালাতুল জানাযায় দাঁড়ানোর স্থান।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, মহিলা'র সালাতুল জানাযায় অনুরূপ (বুক বরাবর মাঝামাঝি) দাঁড়াবে, আর পুরুষের ক্ষেত্রে দাঁড়াবে মাথার নিকট (বরাবর)। তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٥٩٤– حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحٰقِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَالِبٍ قَالَ رَأَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهٖ وَجِيْئَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ عِنْدَ وَسْطِهَا فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ قَالَ نَعَمْ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ احْفَظُوْا ـ

২৫৯৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ গালিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে এক ব্যক্তির সালাতুল জানাযার সালাত আদায় করতে দেখেছি, এতে তিনি তার মাথার নিকটে (বরাবর) দাঁড়িয়েছেন। এরপরে জনৈকা মহিলার জানাযা নিয়ে এলে তিনি তার মাঝামাঝি (বুক বরাবর) দাঁড়িয়েছেন। এতে আলা ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে বললেন, হে আবূ হাম্‌যা! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এইরূপ করতেন ? তিনি বললেন, হাঁ! এরপর আলা ইব্‌ন যিয়াদ (র) আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ এই বিষয়টি তোমরা সংরক্ষণ কর।

٢٥٩٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ وَزَادَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ الْمَرْأَةَ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ قَالَ نَعَمْ ـ

২৫৯৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... হাম্মাম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি নিম্নোক্ত বাক্যটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন ঃ এরপর আলা ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে বললেন, হে আবূ হামযা! যেভাবে আপনি মহিলার জানাযায় দাঁড়িয়েছেন আর যেভাবে পুরুষের জানাযায় দাঁড়িয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এভাবে দাঁড়াতেন ? তিনি বললেন, হাঁ।

٢٥٩٦– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ غَالِبٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ ـ

২৫৯৬. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষের মাথার নিকটে ও মহিলার পশ্চাদভাগে (কোমর বরাবর) দাঁড়াতেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষের (জানাযায়) তার মাথার নিকটে এবং মহিলার (জানাযায়) তার মাঝামাঝি (বুক বরাবর) দাঁড়াতেন, যা কিনা সামুরা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এতে মহিলার সালাতুল জানাযায় দাঁড়ানোর বিধান কি হবে, এ সম্পর্কে সামুরা (রা)-এর হাদীসের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। আর এর উপরে পুরুষের সালাতুল জানাযায় দাঁড়ানোর বিধান সম্পর্কীয় বিষয়টি অতিরিক্ত রয়েছে। অতএব ওটি (আনাস রা এর হাদীস) সামুরা (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা উত্তম হবে। এই অভিমত নিম্নোক্ত সনদে ইউসুফ (র) ব্যক্ত করেছেন ঃ

٢٥٩٧- حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ أَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ أَبُوْ يُوْسُفَ وَأَمَّا قَوْلُهُ الْمَشْهُوْرُ عَنْهُ فِيْ ذٰلِكَ فَمِثْلُ قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رح -

২৫৯৭. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ..... আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে তার থেকে বর্ণিত তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে– আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তির অনুরূপ। এটি আমাকে নিম্নোক্ত সনদে মুহাম্মদ ইব্‌নুল আব্বাস (র) বর্ণনা করেছেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌নুল আব্বাস (র) আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, পুরুষ ও মহিলার সালাতুল জানাযায় বুক বরাবর দাঁড়াবে। এ বিষয়ে মুহাম্মদ (র) আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মধ্যে মতবিরোধের উল্লেখ করেন নি। এই বিষয়ে ইব্‌রাহীম নখঈ (র) থেকে আরো বর্ণিত আছে ঃ

٢٥٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَقُوْمُ الرَّجُلُ الَّذِيْ يُصَلِّي الْجَنَازَةَ عِنْدَ صَدْرِهَا -

২৫৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সালাতুল জানাযা আদায় করলে এর বুক বরাবর দাঁড়াবে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ প্রথমোক্ত অভিমত আমাদের নিকট পছন্দনীয়, যেহেতু এটিকে সেই সমস্ত হাদীস শক্তিশালী করে দিয়েছে, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি।

٥- بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ هَلْ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ أَوْلَا

৫. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করা উচিত কিনা ?

٢٥٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حِيْنَ تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَتْ أَدْخُلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتّٰى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ -

২৫৯৯. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আবূ সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ইন্তিকাল করেন তখন আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ তাঁকে মসজিদে নিয়ে যাও, যাতে আমি তার সালাতুল জানাযা পড়তে পারি। লোকেরা এ ব্যাপারে আপত্তি জ্ঞাপন করল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ল ইব্নুল বায়যা-এর সালাতুল জানাযা মসজিদে আদায় করেছেন।

٢٦٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ -

২৬০০. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূন নযর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٦٠١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَتْ بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يُمَرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِ عَنْ يَعْقُوبَ -

২৬০১. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর জানাযা মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর তিনি ইয়াকূব (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করতে অসুবিধা নেই। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেন ঃ

٢٦٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنَ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ -

২৬০২. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) তার সালাতুল জানাযা মসজিদে আদায় করা হয়েছিল।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায়কে মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন ঃ

٢٦٠٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي مَسْجِدٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ -

২৬০৩. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ও আহমদ ইব্ন দাউদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করলে সে কিছুই (ছাওয়াব) পাবে না।

এই বিষয়ে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পরস্পর বিরোধী হাদীস সমূহ বর্ণিত হয়েছে এবং (অনুচ্ছেদের) প্রথম অংশে আমরা মসজিদে সালাতুল জানাযার বৈধতার হাদীস রিওয়ায়াত করেছি, আর দ্বিতীয় অংশে রিওয়ায়াত

করেছি তার মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে। অতএব বিষয়টিতে আমরা অনুসন্ধানের প্রয়াস পাব, যেন অবহিত হতে পারি যে, পরবর্তীকালের (হাদীস) কোনটি এবং সেটিকে পূর্ববর্তীটির জন্য রহিতকারী সাব্যস্ত করতে পারি। বস্তুত আয়েশা (রা)-এর হাদীস প্রমাণ বহন করে যে, লোকেরা মসজিদে সালাতুল জানাযা অবশ্যই ত্যাগ করেছিলেন, তবে এক সময়ে তা মসজিদে আদায় করা হত। তারপর তা তাদের আমল থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল এবং সাধারণ লোকদের ধারণা থেকেও মুছে গিয়েছিল। সেটি তাঁর (আয়েশা রা এর) নিকট নতুনভাবে মাকরূহ হওয়ার দরুন ছিল না; বরং তাঁর নিকট তা ছিল এই জন্য যে, লোকদের জন্য মসজিদে এবং অন্য জায়গায় সালাতুল জানাযা আদায় করা জায়িয ছিল। তাদের অন্য স্থানে সালাতুল জানাযা আদায় করা মসজিদে তা আদায় করা মাকরূহ হওয়ার দলীল নয়। যেমনিভাবে মসজিদে তাদের সালাতুল জানাযা আদায় করা অন্য স্থানে সালাত আদায় মাকরূহ হওয়ার প্রমাণ নয়। পরে তিনি (আয়েশা রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পরে যেদিন সা'দ (রা) ইন্তিকাল করেন, এই বিষয়ে যা বলার বলেছেন এবং লোকেরা এ ব্যাপরে প্রতিবাদ করেছেন, অথচ তাঁরা হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী এবং সাহাবীদের অনুসারী তাবেঈ।

আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি থেকে মসজিদে সালাতুল জানাযা রহিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অবশ্যই জেনেছেন, যা তিনি তাঁর থেকে এ বিষয়ে শুনেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুকাল সালাতুল জানাযা মসজিদে আদায় করার পর, তা পরিহার করাটা ছিল তা রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে। সুতরাং সেটি আয়েশা (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে। যেহেতু আয়েশা (রা) এর হাদীস হল বৈধতার অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কার্য সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা, যার পূর্বে নিষেধাজ্ঞা ছিল না। আর আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস হল বৈধতা পরবর্তী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার সংবাদ প্রদান। অতএব আয়েশা (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস উত্তম বিবেচিত হবে। যেহেতু এটি তার জন্য রহিতকারী। আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে যারা আপত্তি জ্ঞাপন করেছিলেন এবং তখন তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী, তাঁদের আপত্তি জ্ঞাপন প্রমাণ বহন করে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আয়েশা (রা) যা জানতেন, তাঁরা অবশ্যই তার বিপরীত তথ্য জানতেন। এমনটি না হলে তাঁরা এ বিষয়ে তাঁর প্রতি আপত্তি জ্ঞাপন করতেন না। মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করার নিষেধাজ্ঞা ও মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে আমরা যা উল্লেখ করেছি, এটি হচ্ছে আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত এবং এটি আবূ ইউসুফ (র)-এরও অভিমত। তবে লেখকগণ এই বিষয়ে তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মসজিদে যদি সালাতুল জানাযা আদায় করার পৃথক স্থান থাকে তাহলে এতে সালাতুল জানাযা আদায় করাতে অসুবিধা নেই।

٦- بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمْ هُوَ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল জানাযা-এর তাকবীর সংখ্যা কত ?

٢٦٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ يُصَلِّىْ عَلٰى جَنَائِزِنَا فَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا فَكَبَّرَ يَوْمًا خَمْسًا فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ حَدَّثَهُ فَقَالَ كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسًا اَوْ قَالَ ابْنُ مَرْزُوْقٍ فِىْ حَدِيْثِهٖ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا اَوْ كَبَّرَهَا -

২৬০৪. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... (আবদুর রহমান) ইবন্ আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) আমাদের সালাতুল জানাযা পড়াতেন। তিনি এতে চার তাকবীর পাঠ করতেন। তিনিই একবার এক জানাযায় পাঁচ তাকবীর দেন। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে আবূ বাকরা তার হাদীসে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ তাকবীর পাঠ করেছেন। ইব্‌ন মারযূক তাঁর হাদীসে বলেছেন, তারপর তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ তাকবীর দিতেন অথবা এরূপ তাকবীর দিয়েছেন।

٢٦٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى اَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى فَاَخَذَ بِيَدِهٖ فَقَالَ اَنَسِيْتَ قَالَ لاَ وَلٰكِنِّىْ صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ الْقَاسِمِ خَلِيْلِىْ ﷺ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَلاَ اَتْرُكُهُ اَبَدًا.

২৬০৫. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আবদুল আ'লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর পিছনে জানাযার সালাত পড়েন, তিনি এতে পাঁচ তাকবীর দিলেন। তাঁকে আবদুর রহমান ইব্‌ন লায়লা (এই বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁর হাত ধরে বললেন, আপনি কি ভুল করেছেন ? তিনি বললেন, না, বরং আমি আমার বন্ধু আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে সালাতুল জানাযা আদায় করেছি, তিনি পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন। আমি তা কখনো ত্যাগ করব না।

٢٦٠٦- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ التَّيْمِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عِيْسَى مَوْلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَا وَهِمْتُ وَلاَ نَسِيْتُ وَلٰكِنِّىْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ مَوْلاَئِىْ وَلِىُّ نِعْمَتِىْ يَعْنِىْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَا وَهِمْتُ وَلاَنَسِيْتُ وَلٰكِنِّىْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২৬০৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ আত্ তায়মী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা)-এর (মুক্ত) গোলাম ঈসা (র)-এর সাথে জানাযার সালাত আদায় করি, এতে তিনি পাঁচটি তাকবীর পাঠ করেন। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি সন্দিহানও হইনি এবং ভুলেও যাইনি; বরং আমি তাকবীর দিয়েছি, যেমনি ভাবে তাকবীর দিয়েছেন আমার মনিব ও আমার নিয়ামতের মালিক অর্থাৎ হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা)। একবার তিনি সালাতুল জানাযা আদায় করেন এবং এতে তিনি পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন, তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেনঃ আমি সন্দিহানও হইনি, ভুলেও যাইনি; বরং আমি তাকবীর দিয়েছি যেমনিভাবে তাকবীর দিয়েছেন– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করে বলেন যে, সালাতুল জানাযায় পাঁচ তাকবীর রয়েছে। তাঁরা এই বিষয়ে এই সমস্ত (উক্ত) হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ বরং (সালাতুল জানাযায়) তাক্বীর হল চারটি। এর থেকে কম-বেশি করা ঠিক হবে না। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٦٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هُدْبَةُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلٰى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا ـ

২৬০৭. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক কোন এক মৃতের সালাতুল জানাযা আদায় কালে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন। এতে তিনি চার তাকবীর দিয়েছেন।

٢٦٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَيْنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ اَرْبَعًا ـ

২৬০৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজাশী-এর সালাতুল জানাযায় চার তাকবীর দিয়েছেন।

٢٦٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلٰى قَبْرِ قِلَابَةَ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا ـ

২৬০৯. ইব্ন মারযূক (র), সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ও আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিলাবা (রা)-এর কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন এবং এতে তিনি চার তাকবীর দিয়েছেন।

٢٦١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ اَبُوْ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ اَرْبَعًا ـ

২৬১০. আহমদ ইব্ন দাঊদ (রা) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সালাতুল জানাযায়) চার তাকবীর দিয়েছেন।

٢٦١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ سَلْمَانَ الْمُؤَذِّنِ قَالَ تُوُفِّيَ اَبُوْ سَرِيْحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا فَقُلْنَا مَا هٰذَا فَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ـ

২৬১১. আহমদ (র) ..... সাল্‌মানুল মুআযযিন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবূ ছরায়রা (র) ইন্তিকাল করলে যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করেন এবং এতে তিনি চার তাকবীর পাঠ করেন। আমরা বললাম এটি কী ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ করতে দেখেছি।

٢٦١٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعُوْدُ فُقَرَاءَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَاَنَّهُ اُخْبِرَ بِامْرَاَةٍ مَاتَتْ فَدَفَنُوْهَا لَيْلاً فَلَمَّا اَصْبَحَ اُذْنُوْهُ فَمَشَى اِلَى قَبْرِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ اَرْبَعًا -

২৬১২. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... সাহল্ ইব্‌ন্ হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসী অভাবী গরীব লোকদের দেখতে যেতেন। একবার তাঁকে এক স্ত্রীলোক সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হল যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে, তারপর তাঁরা তাকে রাতে দাফন করে ফেলেছেন। সকাল বেলা তাঁরা তাঁকে (তার দাফনস্থল সম্পর্কে) অবগত করলে তিনি তাঁর কবরের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তার সালাতুল জানাযা চার তাকবীরের সাথে আদায় করেন।

٢٦١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا اَبِى قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ -

২৬১৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... কতেক সাহাবী সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٦١٤- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِىِّ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ اَبِىْ اَوْ فِى عَلَى ابْنَةٍ لَّهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ثُمَّ وَقَفَ فَانْتَظَرْنَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ تَسْلِيْمَهُ حَتَّى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اَرَاكُمْ ظَنَنْتُمْ اَنِّى سَاُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَلَمْ اَكُنْ ظَنَنْتُمْ لاَفْعَلَ ذٰلِكَ وَهٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ -

২৬১৪. ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... ইব্‌রাহীম আল-হিজরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে নিয়ে ইব্‌ন আবী আওফা (রা) তাঁর মেয়ের সালাতুল জানাযা পড়ালেন এবং এতে তিনি চার তাকবীর দিলেন। তারপর তিনি থামলেন, আমরা চতুর্থ তাকবীরের পরে তাঁর সালামের অপেক্ষা করলাম, (তাঁর দেরী হওয়াতে) আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি অতিসত্বর পঞ্চম তাকবীর দিবেন। এরপর তিনি সালাম দিলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে দেখছি, তোমরা ধারণা পোষণ করেছ যে, আমি পঞ্চম তাকবীর দিব। আমি কিন্তু তা করতাম না, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি।

٢٦١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْهَجَرِىِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৬১৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... (ইব্‌রাহীম) আল হিজরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْهِجْرِيِّ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৬১৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... (ইব্‌রাহীম) আল-হিজরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٦١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ـ

২৬১৭. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেদিন নাজাশী ইন্তেকাল করেছেন, সেদিন লোকদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেন। তারপর (তার সালাতুল জানাযা পড়ার জন্য) তিনি ময়দানে বেরিয়ে গেলেন, লোকদের কাতারবন্দী করলেন এবং চার তাকবীর পাঠ করে তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করেন।

٢٦١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ـ

২৬১৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৬১৯. আবূ বিশর আর-রকী (র) ..... কতেক সাহাবী সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٦٢٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ عَلَى الْمَيِّتِ ـ

২৬২০. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ মৃতের সালাতুল জানাযায় চারবার তাকবীর পাঠ করতেন।

আলিমগণ যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর হাদীস প্রসঙ্গে বলেছেন, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের সূচনাতে উল্লেখ করে এসেছি। তিনি সালাতুল জানাযায় পাঁচবার তাকবীর পাঠের পূর্বে চারবার তাকবীর পাঠ করতেন। সুতরাং এটি হতে পারে না যে, তিনি এমনটি করতেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনি এর বিপরীত করতে দেখেছেন। অবশ্যই এরূপ কোন কারণ রয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁকে উক্তরূপ করতে দেখেছেন। আর তা হচ্ছে সেই হাদীস, যা সালমানুল মুআয্‌যিন (র) তাঁর থেকে আবূ শুরায়হা (রা)-এর উপর তাঁর সালাতুল জানাযা ও তাতে তাঁর চার তাকবীর পাঠ করা সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন। উক্ত জানাযায় তাঁর পাঁচ বার তাকবীর পাঠ করায়, সেই কারণ নিহিত থাকতে পারে। যেহেতু সেই মৃতের বিধান ছিল, তাঁর প্রতি পাঁচ

বার তাকবীর পাঠ করা। কারণ তিনি ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী। তাঁদের সালাতুল জানাযায় তাকবীরের ব্যাপারে অন্যদের অপেক্ষা তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।

٢٦٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ خَمْسٌ وَاَرْبَعٌ فَاَمَرَ عُمَرُ النَّاسَ بِاَرْبَعٍ يَعْنِيْ فِيْ الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ ـ

২৬২১. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন ঃ পাঁচ বার তাকবীর পাঠ করা ও চার বার তাকবীর পাঠ করা। উভয়টির বিধান ছিল। এরপর উমর (রা) লোকদেরকে সালাতুল জানাযায় চার বার তাকবীর পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

٢٦٢٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ يَعْنِيْ ابْنَ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُوْنَ فِي التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَائِزِ لَاتَشَاءُ اَنْ تَسْمَعَ رَجُلاً يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ سَبْعًا وَاٰخَرُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ خَمْسًا وَاٰخَرُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا اِلاَّ سَمِعْتَهُ ـ

২৬২২. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর লোকেরা সালাতুল জানাযার তাকবীরের ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত ছিলেন। এটা বিব্রতকর ছিল যে কাউকে বলতে শোনা যেত যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (সালাতুল জানাযায়) সাত বার তাকবীর বলতে শুনেছি। অপর জন বলছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পাঁচবার তাকবীর বলতে শুনেছি। আবার কেউ বলছে ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে চার বার তাকবীর বলতে শুনেছি।

এই বিষয়ে তাঁরা আবূ বাকর (রা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত মতবিরোধ করতে থাকেন। যখন উমর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, এবং তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লোকদের মতবিরোধ প্রত্যক্ষ করেন, এটা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর বিষয় ছিল, যার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিছু সংখ্যক (বিশিষ্ট) সাহাবীকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা হচ্ছ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী গণের অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠি। তোমরা লোকদের মধ্যে মতবিরোধ করলে তোমাদের পরবর্তীরাও মতবিরোধ করবে। পক্ষান্তরে তোমরা কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করলে তোমাদের পরবর্তীরাও এর উপর ঐকমত্য পোষণ করবে। অতএব তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর যে, কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করবে। এ অবস্থায় যেন তিনি তাঁদেরকে জাগরিত করলেন, তাঁদের চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। তাঁরা বললেন, হাঁ! হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি কি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আমাদেরকে পরামর্শ দিন।

উমর (রা) বললেন ঃ বরং তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ! তাঁরা এ বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে স্থির সিদ্ধান্ত ও ঐকমত্যে পৌছালেন যে, সালাতুল জানাযা'র তাকবীর সংখ্যা হবে (ঈদুল) আযহা ও (ঈদুল) ফিত্‌রের তাকবীর সংখ্যার অনুরূপ, চার তাকবীর। এ ব্যাপারে তাঁদের ইজ্‌মা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত এই উমর (রা) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের পরামর্শক্রমে সালাতুল জানাযায় চার তাকবীরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাজ সম্পাদনের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। যা হুযায়ফা (রা) ও যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বর্ণনা করেছেন। এ

বিষয় তাঁরা যা জানতেন তা অপেক্ষা তাঁরা যা (আমল) করেছেন তাঁদের নিকট উত্তম বিবেচিত হয়। অতএব তাঁরা যা জানতেন সেটিকে এটি রহিত করে দিয়েছে। যেহেতু তাঁরা যা করেছেন তাতে তাঁরা নিরাপদ (নির্ভরযোগ্য) যেমনি ভাবে তাঁরা তাঁদের রিওয়ায়াতের ব্যাপারে নিরাপদ। আর এটি হচ্ছে সেই রূপ, যেমনি ভাবে সাহাবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে মদ পানের শাস্তি নির্ধারণে এবং উম্মুল ওয়ালাদ এর কেনাবেচা পরিহার করার বিষয়ে ইজ্মা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর তাঁরা যে বিষয়ে ইজ্মা (ঐকমত্য) পোষণ করেছেন, তাঁদের সেই ঐকমত্য দলীল হিসাবে বিবেচিত। যদিও তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে এর বিপরীত আমল করেও থাকেন অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে সালাতুল জানাযার তাকবীর সংখ্যার ব্যাপারে তাঁরা যে ইজ্মা (ঐকমত্য) পোষণ করেছেন, সেটি দলীল রূপে সাব্যস্ত। যদিও তাঁরা নবী করীম ﷺ থেকে ওর বিপরীত বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে এই বিষয়ে যা করেছেন এবং যার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন, এটি নবী করীম ﷺ যা করেছিলেন তার জন্য রহিতকারী হিসাবে সাব্যস্ত।

প্রশ্ন ঃ কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, ওটি কিভাবে রহিতকারীরূপে সাব্যস্ত হতে পারে ? অথচ আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে চারের অধিক তাকবীর দিয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

٢٦٢٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلّٰى عَلٰى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا ـ

২৬২৩. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কিল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ (রা)-এর সালাতুল জানাযা আদায় করেন এবং তিনি এতে ছয় বার তাকবীর পাঠ করেন।

٢٦٢٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَلِيًّا صَلّٰى عَلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا ـ

২৬২৪. ইয়াযীদ (র) ..... মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) আবূ কাতাদা (রা)-এর সালাতুল জানাযা পড়ান এবং এতে তিনি সাত বার তাকবীর পাঠ করেন।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে, আলী (রা) তা এই জন্য করেছেন, যেহেতু বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সালাতুল জানাযার বিধান অনুরূপ ছিল। অপরাপর লোকদের অপেক্ষা তাঁদের সালাতে তাকবীর অতিরিক্ত করা হত। এর দলীল নিম্নরূপ ঃ

٢٦٢٥- اَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِىَّ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا ثُمَّ اِلْتَفَتَ فَقَالَ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَنَائِزَ كُلَّ ذٰلِكَ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ـ

২৬২৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আস সায়রাফী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'কিল (রা) থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা)-এর সাথে একবার সালাতুল জানাযা আদায় করেছি। তিনি এতে পাঁচ বার তাকবীর পাঠ করেছেন। তারপর তিনি ফিরে তাকিয়ে বললেন, উক্ত জানাযা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী (সাহাবীর)। তারপর আলী (রা)-এর সাথে আরো অনেক জানাযার সালাত আদায় করেছি, প্রত্যেকটিতে তিনি চার বার তাকবীর পাঠ করতেন।

٢٦٢٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ -

২৬২৭. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন মা'কিল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলী (রা) সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা)-এর সালাতুল জানাযা পড়িয়েছেন; এতে তিনি ছয় বার তাকবীর পাঠ করেছেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ উক্ত জানাযা'র ব্যক্তি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন।

٢٦٢٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ اَرْبَعًا فَهٰكَذَا كَانَ حُكْمُ الصَّلٰوةِ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ -

২৬২৮. ফাহাদ (র) ..... আব্‌দে খায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলী (রা) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সালাতুল জানাযায় ছয় তাকবীর, অপরাপর সাহাবীদের জানাযায় পাঁচ তাকবীর এবং অপরাপর লোকদের বেলায় চার তাকবীর দিতেন। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সালাতুল জানাযার বিধান এরূপ ছিল।

٢٦٢٩- حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ الطَّائِىُّ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْاَسْوَدِبْنِ يَزِيْدَ وَهَمَّامَ بْنِ الْحَارِثِ وَاِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىْ فَكَانُوْا يُكَبِّرُوْنَ عَلَى الْجَنَائِزِ اَرْبَعًا قَالَ هَمَّامٌ وَجَمِيعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَى اَرْبَعٍ اِلاَّ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا يُكَبِّرُوْنَ عَلَيْهِمْ خَمْسًا وَسَبْعًا وَتِسْعًا -

২৬২৯. কাসিম ইব্‌ন জা'ফর (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন বাশীর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র), হাম্মাম ইব্‌নুল হারিস (র) ও ইব্‌রাহীম নখ্‌ঈ (র)-এর পিছনে সালাতুল জানাযা আদায় করেছি। তাঁরা (সকলে) সালাতুল জানায় চার বার তাকবীর পাঠ করতেন। হাম্মাম (র) বলেনঃ উমার (রা) বদরে অংশ গ্রহণকারীগণ ব্যতীত অন্যান্য লোকদের ব্যাপারে চার তাকবীর হওয়ার বিষয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু তাঁরা বদরে অংশ গ্রহণকারীগণের উপরে পাঁচ, সাত ও নয় বার তাকবীর পাঠ করতেন।

সুতরাং আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা যে উমর (রা)-এর খিলাফতের যুগে তাকবীরের সংখ্যা চার হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, বস্তুত এটি বদরে অংশ গ্রহণকারী ব্যতীত অন্যদের ব্যাপারে ছিল। তাঁরা বদরে অংশ গ্রহণকারীদের বিধানকে চার (তাকবীরের)-এর অধিক হওয়ার উপর রেখে দিয়েছেন।

আর যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা, আমাদের মতে, এই অভিমতকেই প্রমাণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা ভাল জানেন।

٢٦٣. – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمَ اُنَاسٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ فَمَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ فَكَبَّرُوْا عَلَيْهِ خَمْسًا فَاَرَدْتُّ اَنْ اُلاحِيَهُمْ فَاَخْبَرْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ مَعْلُوْمٌ -

২৬৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আল কামা ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক সিরিয়াবাসীদের আগমণ করে। তারপর তাদের এক ব্যক্তি ইনতিকাল করলে তারা তার সালাতুল জানাযায় পাঁচ বার তাকবীর পাঠ করে। আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতিবাদ করি এবং বিরোধে লিপ্ত হই। এই বিষয়ে আমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা) কে বললে তিনি বললেন ঃ এতে কোন নির্দিষ্ট বস্তু (তাকবীর) নেই।

বস্তুত এতে বদরে অংশ গ্রহণকারী ও অন্যদের সালাতুল জানাযার বিধান সম্পর্কিত মতবিরোধের ব্যাপার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। আবদুল্লাহ (রা) "এতে কোন নির্দিষ্ট বস্তু নেই।" তাঁর এই উক্তির উদ্দেশ্য হলো যে, এতে এরূপ কোন সুবিদিত ও নির্দিষ্ট বস্তু (তাকবীর) নেই। যে সমস্ত লোকদের সালাতুল জানাযায় নির্দিষ্ট তাকবীর দেয়া হবে, যা তাকে অতিক্রম করবে না। এই হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত আছে।

٢٦٣١ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِذَا تَقَدَّمَ الاِمَامُ فَكَبِّرُوْا بِمَا كَبَّرَ فَاِنَّهُ لاَوَقْتَ وَلاَعَدَدَ -

২৬৩১. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উক্ত বিষয়টি আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা)-এর নিকট উল্লেখ করলে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যখন ইমাম অগ্রসর হন তখন তোমরা তাঁর তাকবীরের সাথে তাকবীর দাও, যেহেতু এতে নির্ধারিত সময়ও নেই, সংখ্যাও নেই।

আমাদের মতে এটিরও সেই অর্থ যা আমরা উল্লেখ করেছি। যেহেতু ইমাম হয়ত তখন বদরে অংশ গ্রহণকারী বা অন্যদের সালাতুল জানাযা আদায় করবেন। যদি তিনি বদরে অংশ গ্রহণকারীদের সালাত পড়েন এবং তাদের উপর অনুরূপ তাকবীর দেন। যেরূপ তাকবীর বদরে অংশ গ্রহণকারীদের উপরে দেয়া হয়, আর তা হচ্ছে-চার তাকবীরের (অধিক), তাহলে তোমরা তাকবীর প্রদান কর যা তিনি (ইমাম) প্রদান করেন। আর যদি তিনি বদরে অংশ গ্রহণকারী ব্যতীত অন্যদের সালাত পড়ান এবং চার তাকবীর দেন যেরূপ তাদের উপরে তাকবীর দেয়া হয়, তাহলে তোমরা তাকবীর প্রদান কর যেভাবে তিনি তাকবীর প্রদান করেন। বদরে অংশ গ্রহণকারী ও অন্য সমস্ত লোকদের সালাতুল জানাযায় তাকবীরের বিষয়ে এমন নির্ধারিত সময়ও নেই, সংখ্যাও নেই, তার চাইতে অধিককে অতিক্রম করবে না। এই হাদীসটিও আবদুল্লাহ (রা) থেকে অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে যেমন ঃ

٢٦٣٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَلتَّكْبِيْرُ عَلَى الْجَنَازَةِ لاَوَقْتَ وَلاَ عَدَدَ اِنْ شِئْتَ اَرْبَعًا وَاِنْ شِئْتَ خَمْسًا وَاِنْ شِئْتَ سِتًّا ـ

২৬৩২. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সালাতুল জানাযার তাকবীরের বিষয়ে নির্দ্ধারিত কোন সময় ও সংখ্যা নেই। (অর্থাৎ সালাতের জন্য নির্ধারিত কোন সময় নেই)। চার বার, পাঁচ বার ও ছয় বার তাকবীর বলতে পার।

বস্তুত এর এই অর্থ আলকামা (র) থেকে আমির (র) কর্তৃক বর্ণিত অর্থ অপেক্ষা ভিন্ন। আর এই বিষয়ে আলকামা (র) থেকে আমির (র) যা উদ্ধৃত করেছেন, সেটি অধিক সুদৃঢ়। যেহেতু আমির (র) অবশ্যই আলকামা (র)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর আবূ ইস্‌হাক (র)-এর তাঁর সাথে সাক্ষাতও হয়নি এবং তাঁর থেকে হাদীসও গ্রহণ করেননি। এবং যেহেতু আবদুল্লাহ (রা) থেকে অন্যভাবে চার তাকবীরের বিষয়ে বর্ণিত আছে ঃ

٢٦٣٣- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَلتَّكْبِيْرُ عَلَى الْجَنَائِزِ اَرْبَعٌ كَالتَّكْبِيْرِ فِىْ الْعِيْدَيْنِ ـ

২৬৩৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ আতিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, দুই ঈদের তাকবীরের ন্যায় সালাতুল জানাযার তাকবীর চারটি।

٢٦٣٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ التَّكْبِيْرُ فِى الْعِيْدَيْنِ اَرْبَعٌ كَالصَّلٰوةِ عَلَى الْمَيِّتِ ـ

২৬৩৪. ফাহাদ (র) ও আবূ বাকরা (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মৃতের উপরে সালাতুল জানাযার ন্যায় দুই ঈদে তাকবীর চারটি।

٢٦٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৬৩৫. আবূ বাকরা (র) ..... আলী ইব্‌নুল আকমার (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

এই আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা)-কে যখন সালাতুল জানাযার তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখন তিনি খবর দিয়েছেন যে, তাকবীর হল চারটি এবং তিনি আলকামা (র)-এর হাদীসে তাদেরকে তাঁদের ইমামের অনুরূপ তাকবীর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত কথা যদি এতেই সমাপ্ত হত, তাহলে আমাদের মতে তাঁর হাদীসের মর্ম হতো এই যে, তাকবীর মূলত তাঁর (মতে) চারটি। এবং কোন ব্যক্তি যদি এরূপ ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে যে, চার তাকবীরের অধিক প্রদান করে তাহলে সে ব্যক্তি নিজ ইমামের অনুরূপ তাকবীর দিবে। যেহেতু তিনি (ইমাম) তাই করেছেন যা কতেক আলিম বলেছেন। আবূ ইউসুফ (র) এই অভিমতই গ্রহণ করছেন। কিন্তু কথা এতে সমাপ্ত হয়নি, এবং তিনি (রা) বলেছেন ঃ "কোন রূপ সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই।" এটি প্রমাণ বহন করছে যে, এই বিষয়ে এর অর্থ হচ্ছে, সালাতুল জানা যায় আমার মতে

তাকবীর প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট সময় নেই এবং সংখ্যাও নেই, এটি সেই অর্থে যা আমরা বদরে অংশ গ্রহণকারী ও অন্যদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ সমাপ্ত লোকদের সালাতুল জানাযার তাকবীরের বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ও নেই, সংখ্যাও নেই। কিন্তু সার্বিকভাবে বলা যায়, যদি বদরে অংশ গ্রহণকারী হয় তাহলে এর নির্দিষ্ট সময়ও নেই, নির্দিষ্ট সংখ্যাও নেই। তাঁদের সালাতুল জানাযা আদায়ের বিধান এরূপই। আর অন্যদের সালাতুল জানাযা হবে তাঁর সূত্রে বর্ণিত আবূ আতিয়া (র) যা রিওয়ায়াত করেছেন (চার তাকবীর)। সে মতে, যাতে এ বিষয়ে বর্ণনাগুলো সাংঘর্ষিক ও পরস্পর বিরোধী না হয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিকাংশ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা তাঁদের সালাতুল জানাযায় চার তাকবীর দিতেন। এ বিষয়ে তাঁদের থেকে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٢٦٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ فَاَخْبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِمَا رَاٰى وَبِمَا سَمِعَ فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى اَرْبَعِ تَكْبِيْرَاتٍ كَاَطْوَلِ الصَّلَوَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ -

২৬৩৬. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণকে একত্রিত করে তাঁদেরকে সালাতুল জানাযার তাকবীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেখা ও শুনামতে অভিমত ব্যক্ত করলেন। তারপর উমার (রা) তাঁদের সকলকে দীর্ঘতম সালাত যুহরের সালাতের ন্যায়, চার তাকবীরের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছালেন।

٢٦٣٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنِ الْخَطَّابِ عَلٰى زَيْنَبَ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا -

২৬৩৭. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে মদীনায় যায়নাব (রা)-এর সালাতুল জানাযা আদায় করেছি। এতে তিনি তাঁর উপর চার বার তাকবীর বলেছেন।

٢٦٣٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى يَزِيْدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا -

২৬৩৮. ইয়াযীদ (র) ..... উমায়র ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা)-এর সাথে ইয়াযীদ ইব্নুল মকাফ্‌ফাফ (র)-এর সালাতুল জানাযা আদায় করেছি, তিনি তাঁর উপর চার বার তাকবীর পাঠ করেছেন।

٢٦٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ -

২৬৩৯. আবূ বাকরা (র) ..... উমায়র (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٦٤٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২৬৪০. আলী ইব্‌ন শায়বা (রা) ..... উমায়র ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦٤١- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ ـ

২৬৪১. আলী (র) .... আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِي حَصِيْنٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلّٰى عَلٰى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيْهِ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِمْ اَرْبَعًا ـ

২৬৪২. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... মূসা ইব্‌ন তালহা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি একাধিক নারী-পুরুষের সালাতুল জানাযা আদায় করলেন। পুরুষদেরকে তিনি নিজের নিকটবর্তী রেখে, নারীদেরকে তাদের নিকটবর্তী কিব্‌লার দিকে করে তাদের উপর চার বার তাকবীর পাঠ করলেন।

٢٦٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ـ

২৬৪৩. আবূ বাকরা (র) ..... যায়দ ইব্‌ন তালহা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পিছনে কোন এক সালাতুল জানাযা আদায় করেছি। তিনি এতে চার বার তাকবীর পাঠ করেছেন।

٢٦٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الْاَنْصَارِ وَعُلَمَائِهِمْ وَاَبْنَاءِ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يُكَبِّرَ الْاِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ ثُمَّ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ فِي التَّكْبِيْرَاتِ الثَّلَاثِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ الَّذِيْ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اُمَامَةَ مِنْ ذٰلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْفِهْرِيِّ فَقَالَ وَاَنَا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ الَّذِيْ حَدَّثَكَ اَبُوْ اُمَامَةَ ـ

২৬৪৪. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, (তিনি আনসারদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও তাঁদের আলিমদের এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যারা বদরের যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সন্তানদের অন্যতম ছিলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক সাহাবী তাঁকে খবর দিয়েছেন ঃ সালাতুল জানাযার সুন্নাত হল, ইমাম তাকবীর বলবেন, তারপর নিঃশব্দে মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়বেন। এরপর (আরো) তিন তাকবীরের মাধ্যমে সালাত সমাপ্ত করবে। যুহ্রী (র) বলেন, উক্ত ব্যক্তি থেকে আবূ উমামা (র) আমাকে যা খবর দিয়েছেন, আমি তা মুহাম্মদ ইব্ন সুয়াইদ আল-ফিহ্রী (র)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি যাহ্হাক ইব্ন কায়স (র)-কে সালাতুল জানাযা সম্পর্কে হাবীব ইব্ন মাসলামা (র) থেকে তা-ই বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আবূ উমামা (র) তোমাকে বর্ণনা করেছেন।

٢٦٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَبَّرَ عَلٰى عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِبْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَرْبَعًا ـ

২৬৪৫. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ ইস্হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, হাসান ইব্ন আলী (রা) আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর সালাতুল জানাযায় চার বার তাকবীর পাঠ করে।

বস্তুত এটি উমার (রা) ও আলী (রা) যা করেছেন তার বিপরীত, তাঁরা উভয়ে বদরে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁদের সালাতুল জানাযায় এমন তাকবীর দেয়া হবে যা চারকে অতিক্রম করে। (অর্থাৎ চারের অধিক)।

٢٦٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مِسْعَرُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ـ

২৬৪৬. আবূ বাকরা (র) ..... সাবিত ইব্ন উবায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর পিছনে সালাতুল জানাযা আদায় করেছি, তিনি এতে চার বার তাকবীর পাঠ করেছেন। আরেক বার আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে সালাতুল জানাযা আদায় করেছি, তিনি এতে চার বার তাকবীর দিয়েছেন।

٢٦٤٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ـ

২৬৪৭. ফাহাদ (র) ..... শুরাহ্বীল ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) আমাদেরকে নিয়ে সালাতুল জানাযা পড়লেন। তিনি এতে চার বার তাকবীর পাঠ করেছেন।

٢٦٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُهَاجِرٍ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَالَ اجْتَمَعْتُمْ فَقُلْنَا نَعَمْ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا ـ

২৬৪৮. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... মুহাজির আবীল হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি কোন এক সালাতুল জানাযা বারা'ইব্‌ন আ'যিব (রা)-এর পিছনে আদায় করেছি। তিনি বললেন, তোমরা সমবেত হয়েছ ? আমরা বললাম হাঁ। তিনি চার বার তাকবীর পাঠ করেন।

٢٦٤٩– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَنَائِزَ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَسَوّٰى بَيْنَهُمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا ـ

২৬৪৯. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে একাধিক পুরুষ ও নারীর সালাতুল জানাযা আদায় করেছি। তিনি তাদের মধ্যে সমতা বিধান করলেন এবং চার বার তাকবীর পাঠ করলেন।

সুতরাং এই সমস্ত হাদীসে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই সকল সাহাবাগণ সালাতুল জানাযায় চার বার তাকবীর দিতেন এবং এই বিষয়ে অন্যরা তাঁদের প্রতিবাদ করেননি। এতে প্রমাণিত হল যে, সেটিই সালাতুল জানাযার তাকবীরের বিধান। চার তাকবীরের অতিরিক্ত তাকবীর বিশেষ কারণে ছিল তা ছিল কতেক মৃতের বৈশিষ্ট্য, যাদের বিষয়ে আমরা উল্লেখ করেছি, তাঁরা ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী।

অতএব আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত লোকদের উপরে সালাতুল জানাযার তাকবীর (সংখ্যা) হল চারটি। ইমাম আবূ হানীফা (র), সুফ্য়ান (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর মাযাহাবও তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি, (অর্থাৎ চার তাকবীর)। ওই বিষয়টি মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়া (র) থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٢٦٥٠– حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عِمْرَانُ بْنُ اَبِى عَطَاءٍ قَالَ شَهِدْتُ وَفَاةَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا ـ

২৬৫০. সালিহ (র) ..... আবূ হামযা ইমরান ইব্‌ন আবী আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি তায়িফে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ইন্তিকালের সময় উপস্থিত ছিলাম। মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়া (র) তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করেন। এতে তিনি চার তাকবীর পাঠ করেন।

٢٦٥١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِى عَطَاءٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا ـ

২৬৫১. আবূ বাকরা (র) ..... ইমরান ইব্‌ন আবী আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সালাতুল জানাযায় ইব্‌নুল হানাফিয়্যার পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি (এতে) চারবার তাকবীর দিয়েছেন।

٧- بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদদের উপর সালাতুল জানাযা প্রসঙ্গে

٢٦٥٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَىٰ اُحُدٍ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَغْسِلُوْا ـ

২৬৫২. ইউনুস (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধে নিহত (শহীদ)দের রক্ত সহই দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের জন্য সালাতুল জানাযাও আদায় করা হয়নি এবং তাঁদেরকে গোসলও দেওয়া হয়নি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ যুদ্ধের ময়দানে নিহত শহীদদের উপর সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে না। (অনুরূপভাবে) তাঁদের থেকে যে ব্যক্তি আহত হয়ে নিজ স্থান থেকে উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে ইনতিকাল করে তার জন্যও সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে না। যেমনিভাবে গোসল দেওয়া হয় না। এটি হলো মদীনাবাসী আলিমগণের অভিমত।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ বরং শহীদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধীদের বিপক্ষে তাঁদের দলীল হল সেটি, যা জাবির (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ তাঁদের উপর সালাতুল জানাযা আদায় করেননি। সম্ভবত তিনি তা (সালাত) এই জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন যে, তাদের জন্য সুন্নাত তরীকা হল, তাঁদের সালাতুল জানাযা আদায় না করা। যেমনিভাবে তাঁদেরকে গোসল দেয়া ব্যতীত দাফন করা সুন্নাত। আর এটিও হতে পারে যে, তিনি নিজে তাঁদের সালাতুল জানাযা আদায় করেননি; বরং অন্যরা তাঁদের সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন। যেহেতু সেদিন তিনি জখমের যন্ত্রণা ও দান্দান মুবারক শহীদ হওয়াসহ পৌত্তলিকদের বিভিন্ন আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। (যার কারণে নিজে তাঁদের সালাত আদায় করতে পারেন নি)। যেহেতু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস সমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٢٦٥٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمْحِيُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَعِيْدٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ بِاَىِّ شَيْءٍ دُوْوِىَ قَالَ سَهْلٌ كُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهٖ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَجُرِحَ وَجْهُهُ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَغْسِلُهُ وَكَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْمَاءَ لَايَزِيْدُ الدَّمَ اِلَّا كَثْرَةً اَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَاَلْصَقَتْهَا عَلٰى جُرْحِهٖ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ يَخْتَلِفُ لَفْظُ ابْنِ اَبِىْ حَازِمٍ وَسَعِيْدٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَالْمَعْنٰى وَاحِدٌ ـ

২৬৫৩. ইউনুস (র) ..... সাহ্ল (ইব্ন সা'দ) (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা মুবারকে কি দিয়ে ঔষধ দেয়া হয়ে ছিল ? সাহ্ল (রা) বলেন ঃ তাঁর (লৌহ) শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল, তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়ে গিয়েছিল এবং চেহারা মুবারক জখম হয়ে গিয়েছিল। ফাতিমা (রা) তা ধৌত করছিলেন এবং আলী (রা) ঢাল দ্বারা পানি এনে তা ঢালছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন পানিতে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, বরং রক্ত আরো অধিক প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তিনি একটি চাটাইর টুক্‌রা নিয়ে তা জ্বালিয়ে এর ছাই তাঁর ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, যাতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। এই হাদীসে ইব্ন আবী হাযিম (র) ও সাঈদ (র)-এর শব্দ ভিন্ন; কিন্তু অর্থ অভিন্ন।

٢٦٥٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُصِيْبَ يَوْمَ أُحُدٍ فِى وَجْهِهٖ فَجُرِحَ وَاَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ اَحْرَقَتْ قِطْعَةً مِّنْ حَصِيْرٍ فَجَعَلَتْهُ رَمَادًا وَاَلْصَقَتْهُ عَلٰى وَجْهِهٖ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلٰى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৬৫৪. ইউনুস (র) ..... সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধে চেহারা মুবারকে জখমপ্রাপ্ত হন। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) এক টুকরা চাটাই জ্বালিয়ে তা ভস্ম করে তাঁর চেহারায় প্রলেপ দিয়ে দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন ঃ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রোষ কঠোর রূপ ধারণ করেছে, যে কাওম আল্লাহ্‌র রাসূলের চেহারাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

٢٦٥٥- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْنُ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ هَشَمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ وَكَسَرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ وَجُرِحَ وَجْهُهُ -

২৬৫৫. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (লৌহ) শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল, তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর চেহারা জখমপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

٢٦٥٦- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَانُوْا دَمَّوْا وَجْهَهُ يَوْمَئِذٍ وَهَشَمُوْا عَلَيْهِ الْبَيْضَةَ وَكَسَرُوْا رَبَاعِيَّتَهُ -

২৬৫৬. ইব্ন আবী দাউদ (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ সেই সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ্‌র গযব কঠোর রূপ ধারণ করেছে, যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র রাসূলের চেহারাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। সেদিন তারা (কাফিরগণ) তাঁর চেহারাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, তারা তার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ করে দিয়েছিল ।

٢٦٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَشُجَّ وَجْهُهُ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَكَسَرُوْا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ـ

২৬৫৭. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর চেহারা জখম হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে তাঁর চেহারা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন ঃ সেই সম্প্রদায় সফলতা লাভ করবে কিভাবে, যারা তাদের নবীর চেহারাকে জখম করে দিয়েছে এবং ভেঙ্গে দিয়েছে তাঁর দান্দান মুবারককে। তিনি তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ –এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই। (৩ ঃ ১২৮)

অতএব এই সম্ভাবনা থাকছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের উপর সালাতুল জানাযা পড়া থেকে বিরত থেকেছেন, তাঁর সে দিনকার আঘাত জনিত জ্বালা যন্ত্রণার কারণে এবং তাঁদের উপর তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সালাত পড়েছেন।

٢٦٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِىِّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ شُهَدَاءَ اُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوْا وَدُفِنُوْا بِدِ مَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ـ

২৬৫৮. ইউনুস (র) .....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয়নি তাঁদেরকে তাঁদের রক্তসহই দাফন করা হয়েছিল, এবং তাদের সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়নি।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও অন্যদের পক্ষ থেকে তাঁদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। এই হাদীসের মর্ম সম্পর্কে আমরা বিচার বিবেচনা করেছি যে, এটির বক্তব্য কী ? এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইব্‌ন ওহাব (র) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতের উপর কোন কিছু অতিরিক্ত করা হয়েছে কিনা ? এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

٢٦٥٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عُثْمٰنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ اَنَا اُسَامَةُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ يَوْمَ اُحُدٍ بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا اَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتّٰى يَحْشُرَهُ اللّٰهُ مِنْ بُطُوْنِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ كَفَنَهُ فِىْ نَمِرَةٍ اِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِذَا خَمَّرَ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

২৬৫৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের (যুদ্ধের) দিন হামযা (রা)-এর (লাশের) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (দেখলেন) তাঁর নাক-কান কেটে

চেহারা বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। তিনি বললেন, সাফিয়্যার (হামযা রা)-এর বোন ধৈর্য হারা হওয়ার আশংকা না থাকলে আমি তাঁর লাশ এভাবেই ফেলে রাখতাম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিংস্রজন্তু ও পাখীদের পেট থেকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করতেন। এরপর তিনি তাঁকে একটি সাদা-কাল ডোরা যুক্ত চাদরে কাফন দেন। এটি এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে তাঁর দুই পা খুলে যেত, আর পা ঢেকে দিলে তাঁর মাথা খুলে যেত। এরপর তিনি তাঁর মাথা ঢেকে দিলেন। তাঁকে ব্যতীত অন্য আর কোন শহীদের উপরে তিনি সালাতুল জানাযা আদায় করেননি। তিনি বললেন, "আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য সাক্ষী হব"।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ সেই দিন হামযা (রা) ব্যতীত অন্য কোন শহীদের উপর সালাতুল জানাযা আদায় করেননি। তিনি ﷺ তাঁর উপরে নিজে সালাত পড়েছেন এবং তিনি উহুদের শহীদের মধ্যেকার শ্রেষ্ঠ শহীদ। যদি শহীদদের উপর সালাতুল জানাযা আদায় না করাই সুন্নাত হত, তাহলে তিনি ﷺ হামযা (রা)-এর সালাতুল জানাযা পড়তেন না, যেমনিভাবে তাঁকে গোসল দেননি, যেহেতু শহীদদের জন্য সুন্নাত হল তাঁদেরকে গোসল না দেয়া। তাহলে এ হাদীস দ্বারা এটিই প্রমাণিত হল যে, নবী করীম ﷺ হামযা (রা)-এর উপর সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন এবং অন্যদের উপরে সালাত আদায় করেননি।

অতএব এতে সম্ভাবনা থাকছে যে, তাঁর কঠিন অবস্থার কারণে যা আমরা উল্লেখ করেছি, তিনি অন্যদের জানাযার সালাত পড়েননি এবং অন্য লোকেরা তাঁদের (অপরাপর শহীদদের) জানাযার সালাত পড়েছেন।

অন্য হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই (উহুদের) দিন হামযা (রা) সহ অপরাপর শহীদদের সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন ঃ

٢٦٦٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ عَشَرَةٌ فَيُصَلِّىْ عَلَيْهِمْ وَعَلٰى حَمْزَةَ ثُمَّ يَرْفَعُ الْعَشَرَةَ وَحَمْزَةُ مَوْضُوْعٌ ثُمَّ يُوْضَعُ عَشَرَةٌ فَيُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَعَلٰى حَمْزَةَ مَعَهُمْ -

২৬৬০. ইব্রাহীম ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখে দশজন করে শহীদের লাশ রাখা হত, তিনি হামযা (রা) সহ তাঁদের সালাতুল জানাযা আদায় করতেন। তারপর হামযা (রা)-এর লাশ রেখে দশজনের (নয় জনের) লাশ উঠিয়ে নেয়া হত। এরপর (আবার) দশজন শহীদের (লাশ) রাখা হত, তিনি তাঁদের উপরে সালাতুল জানাযা পড়তেন এবং তাঁদের সাথে হামযা (রা) ও।

٢٦٦١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ بِالْقَتْلٰى فَجَعَلَ يُصَلِّىْ عَلَيْهِمْ فَيُوْضَعُ تِسْعَةٌ وَحَمْزَةُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَرْفَعُوْنَ وَيُتْرَكُ حَمْزَةُ ثُمَّ يُجَاءُ بِتِسْعَةٍ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعًا حَتّٰى فَرَغَ عَنْهُمْ -

২৬৬১. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের দিন শহীদদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন (সালাতের জন্য তাদেরকে যেন সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়)। নয় জন করে রাখা হত এবং হামযা (রা) সহ (দশজন), তিনি তাঁদের উপরে সাতবার তাকবীর পাঠ করে সালাত আদায় করতেন। তারপর হামযা (রা)-এর লাশ রেখে অন্য সকলের লাশ সরিয়ে ফেলা হত। তারপর আরো নয়জন আনা হত, তিনি তাঁদের উপরে সাত তাকবীর দিয়ে সালাত আদায় করতেন, এভাবে তিনি তাঁদের সকলের সালাত শেষ করেন।

٢٦٦٢– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ يَعْنِيْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ يَوْمَ اُحُدٍ بِحَمْزَةَ فَسُبِّحَ بِبُرْدِهٖ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ اُتِيَ بِالْقَتْلٰى يُصَفُّوْنَ وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ -

২৬৬২. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের দিন হামযা (রা)-কে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁকে তাঁর চাদরে ঢেকে দেয়ার পর তিনি নয় বার তাকবীর পাঠ করে তার সালাতুল জানাযা পড়লেন। তারপর অপরাপর নিহতদের সারিবদ্ধ ভাবে আনা হত, তিনি তাঁদের উপরে এবং তাঁদের সাথে তাঁর উপরে সালাত আদায় করতেন।

বস্তুত এই ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্নুয্ যুবায়র (রা) উভয়ে আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর হাদীসের বিরোধিতা করেছেন, যা আমরা তাঁরই সূত্রে ইতিপূর্বে রিওয়ায়াত করে এসেছি।

আবূ মালিক আল-গিফারী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٢٦٦٣– حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اَيَاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَالِكٍ الْغِفَارِيَّ قَالَ كَانَ قَتْلٰى اُحُدٍ يُؤْتٰى بِتِسْعَةٍ وَعَاشِرُهُمْ حَمْزَةُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُحْمَلُوْنَ ثُمَّ يُؤْتٰى بِتِسْعَةٍ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِمْ وَحَمْزَةُ مَكَانَهٗ حَتّٰى صَلّٰى عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৬৬৩. বকর ইব্ন ইদ্রিস (র) .....হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ মালিক আল-গিফারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, উহুদের (যুদ্ধে) নিহতদের নয়জন করে আনা হত এবং তাঁদের দশম জন হতেন হামযা (রা)-এর পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সালাতুল জানাযা আদায় করতেন। তারপর তাঁদেরকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর আবার নয় জন আনা হত, তিনি তাদের সালাত পড়তেন এবং হামযা (রা)-এর লাশ স্ব-স্থানে বিদ্যমান থাকত। এমনি ভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সালাতুল জানাযা পড়েছেন।

উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ উহুদের (শহীদদের) উপরে তাঁদের নিহত হওয়ার আট বছর পরে সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন।

٢٦٦٤– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ اِنَّ اٰخِرَ مَا خَطَبَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى عَلٰى شُهَدَاءِ اُحُدٍ ثُمَّ رَقٰى عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لَكُمْ فَرَطٌ وَاَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ ـ

২৬৬৪. ইউনুস (র) ..... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সর্বশেষ যে খুত্‌বা দেন , তাহল, তিনি উহুদের শহীদদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করেন, তারপর মিম্বারে আরোহণ পূর্বক আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করেন। তারপর বললেন ঃ আমি তোমাদের জন্য অগ্রবর্তী এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী।

٢٦٦٥– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ـ

২৬৬৫. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন, তারপর তিনি উহুদের শহীদদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করলেন।

উকবা (রা) এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের শহীদদের উপরে তাদের নিহত হওয়ার আট বছর পরে সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন। বস্তুত সে সময়ে তাঁদের উপরে তাঁর সালাত আদায় করার মধ্যে তিন সম্ভাবনার কোন একটি বিদ্যমান থাকতে পারে। (ক) শহীদদের ব্যাপারে (প্রথম অবস্থায়) হয়ত এই নীতি ছিল যে, তাঁদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করা যাবে না। তারপর পরবর্তীতে সেই বিধান রহিত হয়ে গিয়ে তাঁদের উপরে সালাত পড়ার বিধান প্রবর্তিত হয়। (খ) অথবা তাঁদের উপরে তিনি যে সালাত পড়েছেন তা নফল হিসাবে ছিল, ওয়াযিব বা সুন্নাত হিসাবে ছিল না, (গ) অথবা তাঁদের সালাতের ব্যাপারে সুন্নাত হল দাফনের সময় তাদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় না করা বরং (দাফনের পরে) সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তাঁদের উপরে সালাত পড়া হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলা এই তিন সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়, (একটি অবশ্যই হবে)।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ

অতএব আমরা আলোচ্য বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পেয়েছি যে, সমস্ত মৃতের সালাতুল জানাযার বিধান হল তাদের দাফনের পূর্বে সালাত আদায় করা। তারপর আলিমগণ মৃতের উপরে দাফন করার পূর্বে অথবা পরে সালাতুল জানাযা নফল হিসাবে আদায় করা সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। কেউ তা জায়িয বলেছেন, আবার কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন। এতে সুন্নাতের বিষয়টি নফল অপেক্ষা অত্যন্ত গুরুত্ববাহী। যেহেতু তাঁরা তা সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ, আর তা নফল হওয়ার ব্যাপারে বিরোধে লিপ্ত।

যদি উহুদের শহীদগণ এরূপ হয় যে, তাদের উপরে সালাতুল জানাযা নফল হিসাবে পড়া হয়েছে, তাহলে উক্ত নফল প্রমাণিত হওয়ার কারণে তাঁদের উপরে যে সময়ে নফল পড়া হয়েছে, সে সময়ের পূর্বে তাঁদের উপরে সালাতুল জানাযা সুন্নাত হওয়া সাব্যস্ত হবে। কারণ প্রত্যেক নফলের জন্য ফরযের মধ্যে কোন উৎস থাকা

বাঞ্ছনীয়। যদি [(উকবা ইব্ন আমির (রা) বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত)] উক্ত সালাত নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ থেকে নফল হিসাবে সাব্যস্ত হয়, তাহলে সমস্ত মৃতদের ন্যায় শহীদদের সালাতুল জানাযা সুন্নাত হওয়াটা সাব্যস্ত হবে। আর যদি তাঁদের উপরে (আটবছর পর) তাঁর সালাত পড়াটা তাঁর প্রথম কার্য (তথা শহীদদেরকে সালাত ব্যতীত দাফন করে দেয়া) রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে ছিল। তাঁদের উপরে তাঁদের (আট বছর পর) এই সালাত আদায় করা আবশ্যক রূপে প্রমাণ করছে যে, তাঁদের (শহীদদের) উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করা সুন্নাত; তাঁদের দাফনের সময়ে তাদের জন্য তাঁর সালাতুল জানাযা পরিত্যাগ করার (বিধান) রহিত হয়ে গিয়েছে।

আর যদি (আট বছর পর) তাঁদের উপরে তাঁর সালাত পড়াটা এজন্য হয়ে থাকে যে, তাঁদের (শহীদদের) জন্য সালাত পড়ার সুন্নাত তরীকাই হল তাঁদের জন্য এই (দীর্ঘ) সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর (কবরের নিকট গিয়ে) সালাত পড়া হবে। এবং এটি অন্য শহীদদের ব্যতীত একমাত্র উহুদের শহীদদের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে, তাহলে এরূপ অবস্থায় এ সম্ভাবনা জরুরী যে, অপরাপর সমস্ত শহীদদের বিধানও উহুদের শহীদদের অনুরূপ হবে যে, এরূপ দীর্ঘ (সাত আট বছর) সময় অতিবাহিত হওয়ার পর (কবরের নিকট) সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। আবার এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, উহুদের শহীদদের ব্যতীত অপরাপর সমস্ত শহীদদের সালাতুল জানাযা (দাফনের পূর্বে) তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা হবে। (ওরূপ বিলম্ব করার বিধান প্রযোজ্য হবে না)। যেহেতু উহুদের শহীদদের সালাতের বিষয়ে সুন্নাত তরীকা হল তাঁদের সালাতকে বিলম্বিত করা। তবে (উল্লিখিত) এই তিন (সম্ভাবনার) প্রত্যেকটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের (শহীদদের) ব্যাপারে সুন্নাত তরীকায় সালাতুল জানাযার বিধান সাব্যস্ত রয়েছে, চাই সেটি এক নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে হোক, কিংবা দাফনের পূর্বে হোক।

তারপর আমাদের এই সময়ে বিরোধকারীদের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু এটিই থাকছে যে, শহীদদের উপরে দাফনের পূর্বে সালাতুল জানাযার বিধান রয়েছে, না তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। (উকবা রা)-এর এই হাদীসে যখন তাঁদের উপরে দাফনের পরে সালাতুল জানাযার বিধান সাব্যস্ত হয়েছে তাহলে দাফনের পূর্বে তাঁদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করার বিষয়টি উত্তম সাব্যস্ত হবে।

নবী করীম ﷺ থেকে উহুদ ব্যতীত অপরাপর শহীদদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন। সেই সমস্ত (হাদীস) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি অন্যতম ঃ

٢٦٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا جُرَيْجُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عِكْرَمَةُ بْنُ خَالِدٍ اَنَّ ابْنَ اَبِىْ عَمَّارٍ اَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَعْرَابِ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاٰمَنَ بِهٖ وَاتَّبَعَهُ وَقَالَ اُهَاجِرُ مَعَكَ فَاَوْصٰى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ بَعْضَ اَصْحَابِهٖ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا اَشْيَاءَ فَقَسَّمَ وَقَسَّمَ لَهٗ فَاَعْطٰى اَصْحَابَهٗ مَا قَسَّمَ لَهٗ وَكَانَ يَرْعٰى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوْهُ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا قَسْمٌ قَسَمَهٗ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَهٗ فَجَاءَ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا هٰذَا قَالَ قَسَمْتُهٗ لَكَ قَالَ مَا عَلٰى هٰذَا اتَّبَعْتُكَ وَلٰكِنِّىْ اِتَّبَعْتُكَ اَنْ اَرْمٰى هٰنَا وَاَشَارَ اِلٰى حَلْقِهٖ بِسَهْمٍ فَاَمُوْتَ وَاَدْخُلَ الْجَنَّةَ

فَقَالَ اِنْ تَصْدُقِ اللّٰهَ يَصْدُقْكَ فَلَبِثُوْا قَلِيْلاً ثُمَّ نَهَضُوْا اِلَى الْعَدُوِّ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ يُحْمَلُ قَدْ اَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ اَشَارَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَهُوَ هُوَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ فَصَدَقَهُ وَكَفَّنَهُ ﷺ فِىْ جُبَّةِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِىْ سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا اَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْهِ ـ

২৬৬৬. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... শাদ্দাদ ইব্নুল হা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে ঈমান গ্রহণ করে তাঁর অনুসরণ (শুরু) করলেন। তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে হিজরত করে মুহাজির হিসাবে জীবন অতিবাহিত করব। নবী করীম ﷺ (তাঁর আবেদন গ্রহণ করে) তাঁর কোন এক সাহাবীর সাথে তাকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। তারপর কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক গনীমতের সম্পদ লাভ করলেন। তিনি তা বন্টন করলেন এবং তাঁর জন্যও বন্টন করলেন। তাঁর জন্য বন্টনকৃত সম্পদ তাঁর সাথীদের কাছে দিয়ে দিলেন। সেই (বেদুঈন) তাদের উট চরাতে গিয়েছিলেন। যখন আসল তখন তাঁরা তাঁকে তা দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এগুলো কি ? তাঁরা বললেন, (গনীমাতের মাল) বন্টন করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তোমার জন্য বন্টন করেছেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে এসে বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ এগুলো কি ? তিনি বললেন, আমি তোমার জন্য তা বন্টন করে দিয়েছে। তিনি বললেন, এর জন্য তো আমি আপনার অনুসরণ করিনি। বরং নিজ কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে বললেন, এই স্থানে তীরের আঘাতে শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আপনার অনুসরণ করেছি। তিনি বললেন, তুমি যদি আল্লাহকে সত্য করে দেখাও তাহলে তিনিও তোমাকে সত্য করে দেখাবেন। তারপর তাঁরা অল্প সময় অবস্থান করে শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন, এরপর তাঁকে নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ অবস্থায় বহন করে নিয়ে আসা হল যে যেখানে তিনি ইশারা করেছিলেন সেখানে তাঁকে তীর আঘাত হেনেছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, এ কি সেই ব্যক্তি ? তাঁরা বললেন, জী হাঁ! তিনি বললেন, সে আল্লাহকে সত্য করে দেখিয়েছে, তাই আল্লাহও তাকে সত্য করে দেখিয়েছেন। এরপর নবী করীম ﷺ তাঁকে নিজের জুব্বায় কাফন পরালেন, তারপর সম্মুখে রেখে তার সালাতুল জানাযা আদায় করলেন। তাঁর জন্য তিনি যে দু'আ করেন তা ছিল এরূপঃ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় এ হচ্ছে তোমার বান্দা, তোমার রাস্তায় মুহাজির হয়ে বের হয়েছে। তারপর শহীদ হিসাবে নিহত হয়েছে। আমি তার সাক্ষ্যদাতা"।

বস্তুত এই হাদীসে শহীদদের উপরে সালাতুল জানাযার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, যাদেরকে গোসল দেয়া হয় না। যেহেতু এই হাদীসে নবী করীম ﷺ উক্ত বেদুঈন ব্যক্তিকে গোসল না দিয়ে সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন। অতএব এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধের ময়দানে নিহত শহীদের বিধান অনুরূপ যে, তার সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে এবং গোসল দেয়া হবে না। এটিই হচ্ছে রিওয়ায়াতের দিক থেকে এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের অর্থাবলীর সঠিক মর্ম নিরূপণের যথার্থ পন্থা।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

এ বিষয়ে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে এই, আমরা লক্ষ্য করছি যে, স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির গোসল দেয়া হয় এবং তার উপরে সালাতুল জানাযাও পড়া হয়। আর তার ব্যাপারে এটিও লক্ষ্য করেছি যে, যদি

তাকে গোসল না দিয়ে সালাত পড়া হয় তাহলে সে সেই ব্যক্তির বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে, যার সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়নি। সুতরাং তার সালাত গোসলের অধীন করা হয়েছে, যা সালাতের পূর্ববর্তী হবে। যদি তাকে গোসল ব্যতীত সালাত পড়া হয় তাহলে তার সালাতুল জানাযা জায়িয হবে না।

তারপর আমরা শহীদের ব্যাপারটি দেখছি যে, তাকে গোসল দেয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অতএব যুক্তির দাবি হচ্ছে, সেই বস্তু (সালাত) থেকেও তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে, যা গোসলের বিধানের অধীন। বস্তুত এতে শহীদের উপরে সালাতুল জানাযা পরিহার করার বিষয়টি অপরিহার্য হল। তবে সালাত পরিহার করার বিষয়ে (বিশেষ) কারণ নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে যে, আমরা লক্ষ্য করেছি, শহীদ ব্যতীত অপরাপর (মৃত)দেরকে পবিত্র করার নিমিত্ত গোসল দেয়া হয় এবং তাকে গোসল দেয়ার পূর্বে নাপাকের বিধানের অন্তর্ভুক্ত (অপবিত্র থাকে) যে অবস্থায় তার সালাতুল জানাযা এবং দাফন কার্য সঠিক হবে না, যতক্ষণ না তাকে গোসল দ্বারা উক্ত (নাপাক) অবস্থা থেকে পরিবর্তিত করা হয়। আর শহীদের ব্যাপারটি আমরা দেখছি যে, গোসলের পূর্বে তাকে উক্ত নিজস্ব অবস্থায় দাফন করতে কোনরূপ অসুবিধা নেই এবং সে অপরাপর সেই সমস্ত মৃতদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে গোসল দেয়া হয়েছে।

সুতরাং যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, গোসল ব্যতীত (শহীদদের) সালাতুল জানাযা আদায় করা এরূপ হবে যেমনিভাবে অপরাপর মৃতদেরকে গোসল দিয়ে সালাতুল জানাযা আদায় করার বিধান রয়েছে। এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ, হাদীসসমূহ যার সাক্ষ্য বহন করছে এবং এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٦٦٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمٰنَ الْفَوْزِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُوْلاً يَسْئَالُ عُبَادَةَ بْنِ اَوْفَى النُّمَيْرِىَّ عَنِ الشُّهَدَاءِ يُصَلّٰى عَلَيْهِمْ فَقَالَ عُبَادَةُ نَعَمْ ـ

২৬৬৭. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... মাকহুল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উবাদা ইব্ন আওফা আন্নুমায়রী (রা)-কে শহীদদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উবাদা (রা) বললেন, হাঁ, (তাদের উপরে সালাত পড়া হবে)।

বস্তুত এই উবাদা ইব্ন আওফা (রা) এমনটি বলছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পরে তাঁর সাহাবীদের বড় বড় যুদ্ধাভিযানগুলো সিরিয়া অভিমুখে সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে সিরিয়াবাসীদের উপরে গোপন ছিল না যে, তাঁরা তাঁদের শহীদদের গোসল, সালাতুল জানাযা ইত্যাদির ব্যাপারে কী করতেন।

٨. بَابُ الطِّفْلِ يَمُوْتُ اَيُصَلّٰى عَلَيْهِ اَمْ لاَ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ শিশু মারা গেলে তার সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে কিনা ?

٢٦٦٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَفَنَ اِبْنَهُ اِبْرَاهِيْمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ـ

২৬৬৮. ইব্ন আবী ইমরান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (রা)-কে দাফন করেছেন; কিন্তু তার সালাতুল জানাযা তিনি আদায় করেননি।

٢٦٦٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيْ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৬৬৯. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... ইয়াকূব (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, শিশুর উপর সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে না। আর তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন এবং তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকেও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٢٦٧٠ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُثْمٰنُ بْنُ جَحَّاشٍ وَكَانَ ابْنُ اَخِيْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِسَمُرَةَ قَدْ كَانَ سَقِيَ فَسَمِعَ بُكَاءً فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا عَلٰى فُلاَنٍ مَاتَ فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ دَعَا بِطَسْتٍ اَوْ نَقِيْرٍ فَغُسِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكُفِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِمَوْلاَهُ فُلاَنٍ اِنْطَلِقْ بِهِ اِلٰى حُفْرَتِهِ فَاِذَا وَضَعْتَهُ فِيْ لَحْدِهِ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَطْلِقْ عُقَدَ رَأْسِهِ وَعُقَدَ رِجْلَيْهِ وَ قُلْ اَللّٰهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ قَالَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ـ

২৬৭০. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... উসমান ইব্ন জাহ্হাশ (র) তিনি সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা)-এর ভাতিজা ছিলেন তিনি বলেন, একবার সামুরা (রা)-এর এক পুত্র ইনতিকাল করে, যে কি না পিপাসা নিবৃত্ত করেছিল। তারপর তিনি কান্নার আওয়াজ শুনে বললেন, এটি কি? (উপস্থিত) লোকেরা বলল, উমুকের মৃত্যুর কারণে। তিনি এর থেকে নিষেধ করলেন। তারপর তিনি গামলা অথবা কাঠের খোদাই করা পাত্র আনতে বললেন। এরপর তাকে তাঁর সম্মুখে গোসল দেয়া হল এবং কাফন পরানো হল। তারপর তিনি তাঁর জনৈক গোলামকে বললেন, তাকে তার কবরের দিকে নিয়ে যাও। যখন তাকে তার কবরে রাখবে তখন নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ তারপর তার মাথা ও দুই পায়ের (কাফনের) গিরা মুক্ত করে দিবে। আর বলবে ঃ হে আল্লাহ! তার ছওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত কর না এবং তার পরবর্তীতে আমাদেরকে ফেতনায় ফেল না। রাবী বলেন, তার সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়নি।

٢٦٧١ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ يَعْنِيْ عَنْ خُلاَسٍ عَنْ ابْنِ حِجَاشٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ صَبِيًّا لَهُ مَاتَ فَقَالَ ادْفِنُوْهُ وَلاَ تُصَلُّوْا عَلَيْهِ فَاِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ اِثْمٌ اُدْعُوا اللّٰهَ لاَبَوَيْهِ اَنْ يَّجْعَلَهُ لَهُمَا فَرَطًا وَسَلَفًا ـ

২৬৭১. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর এক শিশু পুত্র ইনতিকাল করলে তিনি বললেন, তাকে দাফন করে দাও, তার সালাতুল জানাযা আদায় করবে না। কারণ

তার কোন গোনাহ নেই। তারপর তোমরা তার মাতা-পিতার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর যেন তাকে তাদের জন্য অগ্রগামী করেন।

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং (মৃত) শিশুর সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন ঃ

٢٦٧٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتِ الْاَنْصَارُ بِصَبِيٍّ لَهُمْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اَوْ قِيْلَ لَهُ هَنِيْئًا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ يَعْمَلْ سُوْءًا قَطُّ وَلَمْ يُدْرِكْهُ عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ خَلَقَ لَهَا اَهْلاً وَهُمْ فِيْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا اَهْلاً وَهُمْ فِيْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ -

২৬৭২. ইউনুস (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার আনসারগণ তাঁদের এক শিশু নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসেছিল, যেন তিনি তার সালাতুল জানাযা আদায় করেন। আমি বললাম অথবা বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তার জন্য সুসংবাদ সে কখনো কোন গোনাহ করেনি এবং গোনাহও তাকে পায়নি! সে তো জান্নাতের পাখিসমূহের একটি পাখি। তিনি বললেন, নাকি অন্য কিছু। আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করেন তখন এর জন্য অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন অথচ তখনও তারা তাদের পিতাদের পিঠে রয়েছে এবং যখন জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন তখন এর জন্য অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন অথচ তখনও তারা তাদের পিতাদের পিঠে রয়েছে।

٢٦٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلَى عُمَيْرِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ حِيْنَ تُوُفِّيَ فَاَتَاهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَرَاءَهُ وَاُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ اَبِيْ طَلْحَةَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَاِنَّمَا كَانَ تَزَوَّجَ اَبِيْ طَلْحَةَ اُمَّ سُلَيْمٍ بَعْدَ قُدُوْمِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ بِمُدَّةٍ وَعُمَيْرٌ وَلَدُهُ مِنْهَا فِيْ ذٰلِكَ النِّكَاحِ تُوُفِّيَ وَهُوَ طِفْلٌ -

২৬৭৩. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবী তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমায়র ইব্ন আবী তাল্হা যখন ইন্তিকাল করে তখন তার সালাতুল জানাযা আদায়ের জন্য আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আহ্বান জানালেন। তিনি আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের এখানে এসে তার সালাতুল জানাযা আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইমামতির জন্য) সম্মুখে অগ্রসর হলেন। আর আবূ তালহা (রা) ছিলেন তাঁর পিছনে এবং উম্মুল সুলায়ম ছিলেন আবূ তালহা (রা)-এর পিছনে। তাঁদের সাথে অন্য কেউ ছিল না। নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরতের বেশ কিছুকাল পরে আবূ তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বিবাহ

করেছিলেন। আর আবূ তালহা (রা)-এর সেই বিবাহের উক্ত স্ত্রীর পক্ষের সন্তান হচ্ছে উমায়র। সে শিশু অবস্থায় ইন্তেকাল করে।

তারই ভাই এই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী তালহা (র) উল্লেখ করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন।

٢٦٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ سَعِيْدِ الْجُبَيْرِىُّ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ فِيْمَا يَحْسِبُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَشُكُّ فِىْ اَبِيْهِ خَاصَّةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطِّفْلُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ -

২৬৭৪. আবদুল আযীয ইব্‌ন মুআ'বিয়া (র) ..... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঃ শিশুর উপরে সালাতুল জানাযা পড়া হবে।

٢٦٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ مَنْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ اَطْفَالُكُمْ -

২৬৭৫. আবূ উমাইয়া (র) ..... বা'রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যাদের সালাতুল জানাযা আদায় কর তাদের মধ্যে অত্যন্ত উপযোগী হল তোমাদের শিশুগণ। আমির শা'বী (র) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশ্যই তাঁর পুত্র ইব্‌রাহীম (রা)-এর সালাতুল জানাযা আদায় করেছিলেন। তাঁর নিকট এটা প্রমাণিত না হলে তিনি তা বলতেন না।

٢٦٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَصَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ -

২৬৭৬. ইব্‌ন মারযূক (রা) ..... শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পুত্র ইব্‌রাহীম (রা) ষোল মাস বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করেছেন।

٢٦٧٧- حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَلْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شُرَيْكٌ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ بِاِسْنَادِهٖ غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا -

২৬৭৭. আল হাসান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... জাবির (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ষোল মাস অথবা আঠার মাস।

এই সমস্ত হাদীসে শিশুদের উপর সালাতুল জানাযা আদায় করার প্রমাণ সাব্যস্ত হয়েছে। এই বিষয়ে যদি হাদীসসমূহ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হয় তাহলে আমাদের মুস্‌লিম (উম্মাহর) আমলের দিকে দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে, যা তাঁদের স্বাভাবিক আমলরূপে চলে আসছে। সুতরাং ওর উপর আমল করা হবে এবং তা এর বিরোধী (হাদীসের) রহিতকারী হিসাবে পরিগণিত হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, মুসলমানদের

স্বাভাবিক আমল হচ্ছে তাদের শিশুদের সালাতুল জানাযা আদায় করা। সুতরাং যে সমস্ত হাদীস এর অনুকূলে তা সাব্যস্ত হবে এবং এর বিপরীত হাদীসগুলো রহিত বলে গণ্য হবে। এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের বিশ্লেষণগত দিক।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

এ বিষয়ে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে এই ঃ বস্তুত আমরা দেখছি যে, মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, শিশুদেরকে গোসল দেয়া হবে। আর (এদিকে) আমরা লক্ষ্য করছি, প্রাপ্ত বয়স্কদের যাদেরকে গোসল দেয়া হয় তার সালাতুল জানাযা পড়া হয়। পক্ষান্তরে যাদের গোসল দেয়া হয় না অর্থাৎ শহীদদের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কতেক আলিম বলেন, তাদের সালাতুল জানাযা পড়া হবে আবার কতেক আলিম বলেন পড়া হবে না। তার উপরে বস্তুত গোসলের বিষয়টি এরূপ যে, এর পরে অবশ্যই সালাতুল জানাযা বিদ্যমান থাকে। আবার কখনো এরূপ হয় যে, সালাতুল-জানাযা বিদ্যমান থাকে কিন্তু এর পূর্বে গোসল দেয়া হয়, যেমনিভাবে দেয়া হয় প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে। এতে সাব্যস্ত হয় প্রাপ্ত বয়স্কদের অনুরূপ তাদের সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। আর এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। শিশুদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করার বিষয়টি এরূপ যে, এর উপরে মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বাভাবিক আমল অব্যাহতভাবে চলে আসছে। সুতরাং উক্ত বিশ্লেষণ তার অনুকূলে রয়েছে। এটি হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

উক্ত বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একদল সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٢٦٧٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ صَلّٰى فِيْ الدَّارِ عَلٰى مَوْلُوْدٍ لَهُ ثُمَّ اَمَرَ بِهٖ فَحُمِلَ فَدُفِنَ ـ

২৬৭৮. ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বাড়িতে তাঁর (নবজাতক) শিশু সন্তানের 'সালাতুল জানাযা' আদায় করেছেন। তারপর তিনি তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, সেমতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দাফন করা হয়।

٢٦٧٩ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ـ

২৬৭৯. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জন্মের পর যখন শিশু কান্নাকাটি করবে তখন সে ওয়ারিছও হবে এবং তার সালাতুল জানাযাও পড়া হবে।

٢٦٨٠ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ اَبِيْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اُسْتُفْتِيَ فِيْ صَبِيٍّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ اَيُصَلّٰى عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ـ

২৬৮০. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিকট নবজাতক শিশুর মৃত্যু হলে তার জানাযার বিষয়ে সিদ্ধান্ত চাওয়া হলে তিনি বললেন, হাঁ, (পড়া হবে)।

٢٦٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى مَنْفُوْسٍ لَّمْ يَحْمَلْ خَطِيْئَةً قَطُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

২৬৮১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি তিনি এরূপ (মৃত) শিশুর উপরে সালাতুল জানাযা পড়েছেন, যে কিনা কোন গোনাহ্ করেনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ্! তাকে কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দান কর"।

٩- بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ بِالنِّعَالِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ কবরসমূহের মাঝখান দিয়ে জুতা পরিধান করে চলা প্রসঙ্গে

٢٦٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ ثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَشِيْرُ بْنُ نَهِيْكٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَمْشِىْ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فِىْ نَعْلَيْنِ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ اَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ -

২৬৮২. আবূ বাকরা (র) ..... বাশীর ইব্‌নুল খাসাসিয়্যা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন সে দুই সাব্‌তী জুতা পরে কবর সমূহের মাঝে হাঁটছে। তিনি বললেন, হে দুই সাবতী জুতাওয়ালা! তোমার জন্য আফসোস! তোমার সাব্‌তী জুতা খুলে ফেল।

٢٦٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الاَسْوَدِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

২৬৮৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আসওয়াদ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন। তারা জুতা পরিধান করে কবরের মাঝে হাঁটা-চলাকে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন।

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সম্ভবত নবী করীম ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে তার দুই জুতা খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এই জন্য নয় যে, জুতা পরে কবরসূহের মাঝে হাঁটা চলা মাকরূহ; বরং অন্য কারণে তিনি তাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি উক্ত জুতায় নাপাক বস্তু দেখেছেন যা কবর সমূহকে নাপাক করছিল। আর এটি এরূপ, যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুতা দুটি পরিধান করে সালাত আদায় করছিলেন। তারপর তাঁকে তা খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি সালাতরত অবস্থায় তা খুলে ফেলেন। বস্তুত ওটি দুই জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা মাকরূহ হওয়ার কারণে ছিল না, বরং তা ছিল সেই নাপাকীর কারণে, যা তাতে লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে কবরসূহের মাঝে জুতা পরিধান করে হাঁটা-চলার বৈধতা বুঝা যায় ঃ

٢٦٨٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً فِى الْمُؤْمِنِ اِذَا دُفِنَ فِى قَبْرِهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِيْنَ تَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ـ

২৬৮৪. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তিকে যখন তার কবরে দাফন করা হয়, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় (মৃত মু'মিন ব্যক্তি) তাদের (জীবিতদের) জুতার আওয়াজ শুনতে পায় যখন তারা তার থেকে ফিরে যায়।

٢٦٨٥ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৬৮৫. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٦٨٦ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَفَعَهُ مِثْلَهُ ـ

২৬৮৬. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ হিসাবে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এই হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক, যদি কিনা ওর সেই অর্থ নেয়া হয়, যেই অর্থ প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমগণ নিয়েছেন। কিন্তু আমরা এটিকে সাংঘর্ষিক অর্থে নিব না এবং আমরা বর্ণিত হাদীসদ্বয়কে সহীহ সাব্যস্ত করব। আমরা বাশীর ইব্‌ন খাসাসিয়্যা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত নিষেধাজ্ঞাকে নাপাকীর কারণে সাব্যস্ত করব, যা জুতাদ্বয়ে লেগে ছিল, যেন কবরসমূহ নাপাক হয়ে না যায়। যেমনিভাবে কবরসমূহের উপরে পেশাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস, যাতে জুতা পরিহিত অবস্থায় কবরসমূহের মাঝে হাটা-চলার বৈধতা বুঝা যায়, এটি সেই জুতা, যাতে নাপাকী নেই।

বস্তুত এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের যথার্থ পন্থা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনেক হাদীস মুতাওয়াতির সূত্রে এসেছে, যা আমরা তাঁর থেকে উল্লেখ করেছি যে, তিনি নিজের জুতা দুটি পায়ে দিয়ে সালাত আদায় করেছেন, আবার তা কোন সময় খুলেও ফেলেছেন। তা তিনি খুলে ফেলেছেন উক্ত জুতাদ্বয়ে নাপাকী লেগে থাকার কারণে। লোকদের জন্য জুতা পরে সালাত আদায়ের বৈধতা সম্পর্কিত হাদীসও উল্লেখ করেছি। সেই সমস্ত হাদীস থেকে কিছু হাদীস ঃ

٢٦٨٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَلَعَ النَّبِىُّ ﷺ نَعْلَيْهِ وَ هُوَ يُصَلِّىْ فَخَلَعَ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى خَلْعِ نِعَالِكُمْ قَالُوْا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا فَقَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ فِىْ اَحَدِهِمَا قَذَرًا فَخَلَعْتُهُمَا لِذٰلِكَ فَلَاتَخْلَعُوْا نِعَالَكُمْ ـ

২৬৮৭. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতরত অবস্থায় নিজের জুতা জোড়া খুলে ফেলেন। এতে তাঁর পিছনে যারা ছিলেন তারাও খুলে ফেলেন। তিনি বললেন, তোমাদের জুতা খুলতে তোমাদেরকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে ? তারা বললেন, আমরা আপনাকে খুলতে দেখেছি তাই আমরাও খুলে ফেলেছি। তিনি বললেন, জিব্রাঈল (আ) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এর একটিতে নাপাকী রয়েছে, এই জন্য আমি উভয়টি খুলে ফেলেছি। তোমরা তোমাদের জুতা খুলবে না।

٢٦٨٨۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ مَسْلَمَةَ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ الاَزْدِىِّ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ النَّعْلَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ ـ

২৬৮৮. ইব্‌ন আবী আকীল (র) ..... আবূ মাসলামা সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-আয্‌দী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করেছি যে, নবী করীম ﷺ জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতেন ? তিনি উত্তরে বলেছেন, হাঁ!

٢٦٩٠۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَتٰى اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى تَقَدَّمْ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاِنَّكَ اَقْدَمُ سِنًّا وَاَعْلَمُ فَقَالَ تَقَدَّمْ اَنْتَ فَاِنَّمَا اَتَيْنَاكَ فِىْ مَنْزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ فَاَنْتَ اَحَقُّ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ مُوْسٰى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ مَا اَرَدْتَ اِلٰى خَلْعِهِمَا اَبِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوٰى اَنْتَ لَقَدْ رَاَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى الْخُفَّيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ـ

২৬৮৯. ফাহাদ (র) ..... আলকামা ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) একবার আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা)-এর নিকট গেলেন। সালাতের সময় হলে আবূ মূসা (রা) বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান (ইমামতির জন্য) অগ্রসর হোন। যেহেতু আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও অধিক জ্ঞানী। তিনি বললেন, আপনি অগ্রসর হোন, আমি আপনার বাড়িতে ও মস্‌জিদে এসেছি, আপনিই অধিক উপযুক্ত। তখন আবূ মূসা (রা) অগ্রসর হলেন এবং নিজের জুতা জোড়া খুলে ফেললেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, তখন তিনি [(ইব্‌ন মাসঊদ (রা)] বললেন, কোন্ উদ্দেশ্যে আপনি জুতা জোড়া খুলেছেন ? আপনি কি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় অবতরণ করছেন ? আমরা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জুতা ও মোজা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٦٩١۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ نَعَامَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِىْ نَعْلَيْهِ فَاِنْ كَانَ فِيْهِمَا اَذًى اَوْقَذَرٌ فَلْيَمْسَحْهُمَا ثُمَّ لِيُصَلِّىْ فِيْهِمَا ـ

২৬৯০. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন মসজিদে আসে, সে যেন নিজের জুতা জোড়া দেখে নেয়, যদি তাতে নাপাকী লেগে থাকে তাহলে জুতা মুছে নিবে তারপর তাতে সালাত আদায় করবে।

٢٦٩١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ اَنْ يُصَلُّوْا فِىْ نِعَالِهِمْ فَقَالَ مَا فَعَلْتُ غَيْرَ اَنِّىْ وَرَبِّ هٰذِهِ الْحُرْمَةِ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِلٰى هٰذَا الْمَقَامِ وَاِنَّ نَعْلَيْهِ عَلَيْهِ ـ

২৬৯১. ইব্ন মারযূক (র) ..... বনুল হারিস ইব্ন কা'ব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি বলল, হে আবূ হুরায়রা! আপনি লোকদেরকে জুতা পরে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন ? তিনি বললেন, আমি করিনি। তবে আমি (এই হারাম-শরীফের শপথ)! নবী করীম ﷺ -কে এই মাকামে ইব্রাহীম অভিমুখে জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٦٩٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ نَعْلَيْهِ ـ

২৬৯২. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুতা পরে সালাত আদায় করেছেন।

٢٦٩٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২৬৯৩. ফাহাদ (র) ..... যিয়াদুল হারিসী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে বলতে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٦٩٤ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوْبَ الاَنْصَارِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ مَاتَذْكُرُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ نَعْلَيْهِ ـ

২৬৯৪. রবী'উল জীযী (র) ও সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আবী হাবীবাহকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কী বিষয় স্মরণ রেখেছেন ? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি, তিনি জুতা পরে সালাত আদায় করেছেন।

٢٦٩٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى حَافِيًا وَمُتَنَعِّلاً ـ

২৬৯৫. ফাহাদ (র) ..... শু'আয়ব এর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুতা পরে এবং জুতা বিহীন খালি পায়ে সালাত আদায় করেছেন।

٢٦٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ ابْنَ حُرَيْثٍ يَقُوْلُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ نَعْلَيْنِ مَخْصُوْفَتَيْنِ -

২৬৯৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন হুরায়স (রা)- থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলছেন, আমি নবী করীম ﷺ কে সেলাই করা জুতা পরে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٦٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ وَاَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ فِيْ حَدِيْثِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً جَدُّهُ اَوْسُ بْنُ اَبِيْ اَوْسٍ قَالَ كَانَ جَدِّيْ يُصَلِّيْ فَيَأْمُرُنِيْ اَنْ اُنَاوِلَهُ نَعْلَيْهِ فَيَنْتَعِلُ وَيَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ نَعْلَيْهِ -

২৬৯৭. আবূ বাকরা (র) ..... জনৈক ব্যক্তি থেকে (যার পিতামহ হলেন আউস ইব্‌ন আউস রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার পিতামহ সালাত আদায় করতেন এবং আমাকে তাঁর জুতা জোড়া দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন। এরপর তিনি জুতা পরতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٦٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ فَذَكَرَ مِثْلَ مَاذَكَرَ اَبُوْ بَكْرَةَ عَنْ وَهْبٍ -

২৬৯৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ওহাব (র) থেকে আবূ বাকরা (র) ওহাব (র) থেকে যা উল্লেখ করেছেন অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٦٩٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِيْ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ الطَّائِفِيْ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ اَوْ اَوْسِ بْنِ اُوَيْسٍ قَالَ قُمْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِصْفَ شَهْرٍ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيْ وَعَلَيْهِ نَعْلاَنِ مُقَابَلَتَانِ -

২৬৯৯. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আউস ইব্‌ন আউস (র) অথবা আউস ইব্‌ন উয়াইস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি অর্ধ মাস (পনের দিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অবস্থান করেছি, আমি তাঁকে ফিতা বিশিষ্ট জুতা পরে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٧٠٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ رَبِيْعَةَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا فَرَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْ وَعَلَيْهِ نَعْلاَنِ مُقَابَلَتَانِ -

২৭০০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ফায়রূযে-দায়লামী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করেছিলেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা তাঁকে ফিতা বিশিষ্ট জুতা পরে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

অতএব যখন জুতা পরে মসজিদে প্রবেশ করা মাকরূহ নয় এবং এতে সালাতও মাকরূহ নয় তাহলে কবর সমূহের মাঝ দিয়ে জুতা পরে চলা মাকরূহ না হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আর এটিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٠- بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিতে দাফন করা

٢٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ ثَنَا نَصْرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ عُذْرَةَ دُفِنَ لَيْلاً وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَنَهٰى عَنِ الدَّفْنِ لَيْلاً -

২৭০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বনূ উয্‌রার জনৈক ব্যক্তিকে রাত্রে দাফন করা হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সালাতুল জানাযা আদায় করেননি। এরপর তিনি রাত্রে দাফন করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧٠٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ -

২৭০২. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মৃতদেরকে রাত্রে দাফন করবে না।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল আলিম রাত্রে মৃতদেরকে দাফন করা মাকরূহ বলেছেন। তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা রাত্রে দাফন করতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। এই বিষয়ে তাদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

٢٧٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رُوِىَ فِى الْمَقْبَرَةِ لَيْلاً نَارٌ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ قَبْرٍ وَهُوَ يَقُوْلُ نَاوِلُوْنِىْ صَاحِبَكُمْ -

২৭০৩. আবূ বাকরা (রা) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার রাত্রে কবরস্থানে আগুন (আলো) দেখা যায়। নবী করীম ﷺ তখন কবরের ভিতরে অবস্থান করে বলছেন, "তোমরা তোমাদের মৃতকে আমার নিকট দাও"।

٢٧٠٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ وَزَادَ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ ـ

২৭০৪. ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এতে এতটুকু অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, ঐ ব্যক্তি ছিলেন উঁচু আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াতকারী।

এই হাদীসে রাত্রে দাফন করার বৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে যে নিষেধের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সম্ভবত তা রাত্রে দাফন করা মাকরূহ হওয়ার কারণে নয়; বরং তা ছিল এই জন্য যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমস্ত মৃত মুসলমানদের সালাতুল জানাযা আদায় করতে পারেন। কারণ তাদের জন্য তাঁর সালাত আদায় এক বিশেষ ফযীলত ও কল্যাণ বয়ে আনবে। যেহেতু এ বিষয়ে বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٠٥ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْاَنْصَارِيْ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ اَعْرِفَنَّ اَحَدًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَاتَ اِلاَّ اٰذَنْتُمُوْنِيْ لِلصَّلٰوةِ عَلَيْهِ فَاِنَّ صَلاَتِيْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ ـ

২৭০৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার অজান্তে যদি কোন মু'মিন ইনতিকাল করে তাহলে আমাকে তোমরা সালাতুল জানাযার জন্য অবহিত করবে। কারণ আমার সালাত তাদের জন্য রহমত। যেমনিভাবে বর্ণিত আছেঃ

٢٧٠٦ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ فَصَلّٰى عَلٰى رَجُلٍ بَعْدَ مَادُفِنَ وَقَالَ مُلِئَتْ هٰذِهِ الْمَقْبَرَةُ نُوْرًا بَعْدَ اَنْ كَانَتْ مُظْلِمَةً عَلَيْهِ ـ

২৭০৬. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার এক কবরস্তানে প্রবেশ করেন এবং জনৈক ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার সালাতুল জানাযা আদায় করেন। তিনি বলেন, তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসার পর এই কবরস্তানকে নূর দ্বারা পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য হল যেন তিনি নিজে তাদের সালাতুল জানাযা আদায় করতে পারেন এবং তারা তার সালাতের দ্বারা সেই ফযীলত লাভ করতে পারে যা আমরা (পূর্বে) বর্ণনা করেছি।

কেউ কেউ বলেছেন, অন্য কারণে রাত্রে দাফন করতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ

٢٧٠٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ قَوْمًا كَانُوْا يَسِيْئُوْنَ اَكْفَانَ مَوْتَاهُمْ فَيَدْفِنُوْنَهُمْ لَيْلاً فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ دَفْنِ اللَّيْلِ ـ

২৭০৭. আবূ বাকরা (র) ..... হাসান (বসরী র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক সম্প্রদায় তাদের মৃতদের কাফন পরাতে ভুল করত এবং রাত্রে তাদেরকে দাফন করত। এই জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে দাফন করতে নিষেধ করেছেন।

বস্তুত হাসান (র) সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাত্রে দাফন করার নিষেধাজ্ঞা এই কারণেই ছিল। রাত্রে দাফন করা মাকরূহ হওয়ার কারণে নয়। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٠٨ـ حَدَّثَنَا رَوْحٌ هُوَ اِبْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِهٖ قُبِضَ فَكُفِّنَ غَيْرَ طَائِلٍ وَدُفِنَ لَيْلاً فَزَجَرَ اَنْ يُقْبَرَ رَجُلٌ لَيْلاً لِكَيْ يُصَلَّى عَلَيْهِ اِلاَّ اَنْ يُضْطَرَّ اِلَى ذٰلِكَ وَقَالَ اِذَا وَلِّى اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ـ

২৭০৮. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা নবী করীম ﷺ খুত্বা দেন। তিনি তাঁর ভাষণে জনৈক সাহাবীর বিষয় উল্লেখ করেন যে, তিনি ইনতিকাল করলে তাঁকে অসম্পূর্ণ দাফন দেয়া হয় এবং রাত্রে দাফন করা হয়। তাই তিনি কোন ব্যক্তিকে রাত্রে দাফন করা থেকে সতর্ক করে দিলেন, যাতে তিনি তার উপর সালাতুল জানাযা আদায় করতে পারেন। তবে রাত্রে দাফন করতে বাধ্য হলে ভিন্ন কথা। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের দায়িত্বশীল হয় সে যেন তাকে সুন্দরভাবে কাফন পরায়।

সুতরাং এই হাদীসে উভয় কারণকে একত্রিত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, উক্ত দুই কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তাই রাত্রে মৃতদের উপরে সালাতুল জানাযা আদায় করতে এবং তাতে তাদের দাফন করতে কোন অসুবিধা নেই। এটি হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যাপারে তা করা হয়েছে, তাঁকে রাত্রে দাফন করা হয়েছে।

٢٧٠٩ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاعَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِيْ فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ الْاَرْبِعَاءِ ـ

২৭০৯. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাফন (এর সময়) সম্পর্কে জানতাম না। তারপর আমরা শেষ রাত্রে কোদালের শব্দ শুনতে পেলাম। তা ছিল বুধবার রাত্রি।

আর এটি ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের উপস্থিতিতে, তাঁদের কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাত্রে দাফন করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা ছিল বিশেষ কারণবশত এই জন্য নয় যে, রাত্রে দাফন করা মাকরূহ; যখন কিনা তা কোন বিশেষ কারণে না হয়।

উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেছেন ঃ তিনটি সময় এমন, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সালাত আদায় করতে বা মৃতদের কবরে রাখতে নিষেধ করতেন, সূর্য যখন উঠে পূর্ণভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত, ঠিক মধ্যাহ্নের সময় পশ্চিম দিকে সূর্য না হেলা পর্যন্ত, অস্তমিত হওয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার সময় পূর্ণভাবে অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। আমরা অবশ্যই এটি এর সনদসহ এই গ্রন্থে পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি। তাতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত (তিন) সময় ব্যতীত মৃতের সালাতুল জানাযা ও দাফন মাকরূহ হবে না।

٢٧١٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ الضَّيْفِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالاَ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَفَنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا لَيْلاً -

২৭১০. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ও আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) (তাঁর স্ত্রী ও নবী দুলালী) ফাতিমা (রা)-কে রাত্রে দাফন করেছেন।

٢٧١١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৭১১. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) ও ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এই আলী (রা) রাত্রে দাফন করতে কোন অসুবিধা মনে করতেন না। আর তাঁর প্রতি আবূ বাকরা (রা) ও উমার (রা) সহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন সাহাবী আপত্তি জ্ঞাপন করেননি।

٢٧١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دُفِنَ اَبُوْ بَكْرٍ لَيْلاً -

২৭১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবূ বাকর (রা)-কে রাত্রে দাফন করা হয়েছে।

٢٧١٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِيْ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ عَنْ عُقْبَةَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَهُ يُقْبَرُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ قُبِرَ اَبُوْ بَكْرٍ بِاللَّيْلِ -

২৭১৩. বাকর ইব্‌ন ইদ্‌রীস (র) ..... উকবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করে, রাত্রে দাফন করা যায় ? তিনি বললেন, হাঁ, আবূ বকর (রা)-কে রাত্রে দাফন করা হয়। আমরা রাত্রে দাফন করতে (কোন রূপ) অসুবিধা মনে করি না। আর এটি ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١١- بَابُ الْجُلُوْسِ عَلَى الْقُبُوْرِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ ক্বরের উপর বসা প্রসঙ্গে

٢٧١٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَلاَنِيْ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنْ اَبِيْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا -

২৭১৪. ইউনুস (র) ..... আবূ মারছাদ আল-গানাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে না এবং এর উপর বসবে না।

٢٧١٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِيَّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৭১৫. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... বিশর ইব্ন উবায়দুল্লাহ আল-হাযরামী (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٧١٦- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِيَّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৭১৬. বাহ্র ইব্ন নাসর (র) ..... ওয়াছিলা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٧١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الاَسْقَعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَرْثَدِ الْغَنَوِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ -

২৭১৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাশীশ (র) ..... আবূ মারছাদ আল-গানাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা বলতে শুনেছি।

٢٧١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيِّ ثُمَّ الاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ اَنْزِلْ عَنِ الْقَبْرِ لاَ تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ فَلاَ يُؤْذِيْكَ -

২৭১৮. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আমর ইব্ন হায্ম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এক কবরের উপর (বসা) দেখেন। তিনি বললেন, কবর থেকে নেমে যাও, কবরস্থ ব্যক্তিকে কষ্ট দিও না, তা হলে তোমাকেও কষ্ট দেয়া হবে না।

٢٧١٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا وَالْجُلُوْسِ عَلَيْهَا وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا -

২৭১৯. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরে চুনের প্লাস্টার করতে, তাতে লিখতে, এর উপর বসতে ও ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧٢. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৭২০. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٧٢١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ نَجْلِسَ عَلَى الْقُبُوْرِ ـ

২৭২১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

٢٧٢٢ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ حَتّٰى تَحْرُقَ ثِيَابَهُ وَتَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ ـ

২৭২২. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো জন্য কবরের উপর বসা অপেক্ষা জ্বলন্ত অঙ্গারে বসা উত্তম যাতে তার কাপড় জ্বালিয়ে দেয় এবং তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা এগুলোকে অনুসরণ করেছেন আর এগুলোর কারণে তাঁরা কবরের উপর বসাকে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কবরের উপর বসা মাকরূহ হওয়ার কারণে এর থেকে নিষেধ করা হয়নি বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পেশাব বা পায়খানার জন্য বসা থেকে নিষেধ করা। আভিধানিকভাবে তো 'বসা' শব্দটির এরূপ প্রয়োগ রয়েছে। যেমন বলা হয় ঃ অমুক (ব্যক্তি) পায়খানার জন্য বসেছে, অমুক (ব্যক্তি) পেশাবের জন্য বসেছে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্মোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٧٢٣ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ هَلُمَّ يَا اِبْنَ اَخِىْ اُخْبِرُكَ اِنَّمَا نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى الْقُبُوْرِ لِحَدَثِ غَائِطٍ اَوْبَوْلٍ ـ

২৭২৩. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার তাঁর ভাতিজাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার ভাতিজা এস, তোমাকে আমি (হাদীস) বর্ণনা করব। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেশাব-পায়খানা'র জন্য কবরের উপর বসা থেকে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং এই হাদীসে যায়দ (রা) সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমোক্ত হাদীসগুলোতে ব্যক্ত নিষিদ্ধ বসা কোন্‌টি। আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٢٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي حُمَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اِنَّمَا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ عَلٰى قَبْرٍ يَبُوْلُ عَلَيْهِ اَوْ يَتَغَوَّطُ فَكَاَنَّمَا جَلَسَ عَلٰى جَمْرَةِ نَارٍ ـ

২৭২৪. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কবরের উপর পেশাব কিংবা পায়খানার জন্য বসে, সে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসল।

٢٧٢٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي حُمَيْدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَعَدَ عَلٰى قَبْرٍ فَتَغَوَّطَ عَلَيْهِ وَبَالَ فَكَاَنَّمَا قَعَدَ عَلٰى جَمْرَةٍ ـ

২৭২৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কবরের উপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করে সে যেন (জ্বলন্ত) অঙ্গারের উপর বসল।

বস্তুত এতে প্রমাণিত হল যে, প্রথমোক্ত হাদীসগুলোতে ব্যক্ত নিষিদ্ধ বসার দ্বারা উদ্দেশ্য হল এইরূপ (মল মূত্রের জন্য) বসা। পক্ষান্তরে অন্য কারণে (কবরের উপর) বসা উক্ত নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এটিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

আলী (রা) ও ইব্‌ন উমার (রা) থেকে তা বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٢٦ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ يَحْيَى بْنَ اَبِي مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ مَوْلًى لِاٰلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُوْرِ وَقَالَ الْمَوْلٰى كُنْتُ اَبْسُطُ لَهُ فِي الْمَقْبَرَةِ فَيَتَوَسَّدُ قَبْرًا ثُمَّ يَضْطَجِعُ ـ

২৭২৬. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আলী (রা)-এর পরিবারে জনৈক আযাদকৃত গোলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) কবরের উপর বসতেন। আযাদকৃত গোলাম বলেন, আমি তাঁর জন্য কবরস্থানে চাদর বিছিয়ে দিতাম, তিনি এক কবরের উপর হেলান দিয়ে বসতেন, তারপর শুয়েও যেতেন।

٢٧٢٧ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُوْرِ ـ

২৭২৭. আলী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) কবরের উপর বসতেন।

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

যাকাত অধ্যায়

١۔بَابُ الصَّدَقَةِ عَلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ

১. অনুচ্ছেদ ঃ বনূ হাশিম-এর জন্য সাদাকা প্রসঙ্গ

٢٧٢٨۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَتْ عِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَاشْتَرٰى مِنْهَا النَّبِىُّ ﷺ مَتَاعًا فَبَاعَهُ بِرِبْحِ اُوَاقٍ فِضَّةٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلٰى اَرَامِلِ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ لَا اَعُوْدُ اَنْ اَشْتَرِىَ بَعْدَهَا شَيْئًا اَبَدًا وَلَيْسَ ثَمَنُهُ عِنْدِىْ۔

২৭২৮. ইব্রাহীম ইব্ন দাউদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) মদীনার ব্যবসায়ী কাফেলা আগমন করলে নবী করীম ﷺ তাদের থেকে কিছু সামগ্রী খরিদ করে. তা তিনি কয়েক উকিয়া রৌপ্যের মুনাফা গ্রহণ করে বিক্রি করে দিলেন। তারপর তা (মুনাফা ও পুঁজি) বনূ আবদুল মুত্তালিবের অভাবীদের উপর সাদাকা করে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আগামীতে আর আমি কখনো কোন বস্তুই খরিদ করব না যার মূল্য আমার নিকট থাকবে না।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বনূ হাশিমের উপর সাদাকা প্রদানকে বৈধ বলেছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ ফরয যাকাত ও নফল সাদাকা ইত্যাদি বনূ হাশিম-এর জন্য জায়িয নয়। বস্তুত তারা ধনীদের ন্যায়, ধনীদের উপরে যে সমস্ত সাদাকা হারাম তা বনূ হাশিমের উপরেও হারাম, তাঁরা ধনী হোন কিংবা গরীব (অসহায়) হোন। পক্ষান্তরে বনূ হাশিম ব্যতীত অন্য ধনীদের জন্য যা হালাল তা বনূ হাশিমের ধনী কিংবা ফকীরদের জন্যও হালাল বলে গণ্য।

বস্তুত আমাদের মতে প্রথম হাদীসে প্রথম দল আলিমদের জন্য দলীল বহন করে না। যেহেতু হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ আবদুল মুত্তালিবের অসহায় (ও বিধবা) দের যে সাদাকা দান করেছেন ওটি এরূপ (ওয়াজিব) সাদাকা ছিল না যা বনূ হাশিমের উপর হারাম, তাদের মতে যারা তা তাদের জন্য হারাম মনে করেন। বরং তিনি তা এরূপ (নফল দান, হিবা, হাদিয়া) সাদাকা হিসাবে দান করেছেন যা তাদের জন্য হালাল। যেহেতু আমরা লক্ষ্য করছি যে, বনূ হাশিম ব্যতীত অন্য ধনীগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি তাদের

অন্য কাউকে নিজ বাড়ি অথবা গোলাম (হিবা, হাদিয়া রূপে) প্রদান করে তাহলে তা জায়িয ও হালাল বিবেচিত হয় এবং তার জন্য তার সম্পদ (গ্রহণ করা) হারাম হয় না। বস্তুত তার জন্য ওই ধনী ব্যক্তির যে সমস্ত সম্পদ হারাম বিবেচিত তা হচ্ছে, যাকাত, কাফ্ফারা ও (ওয়াজিব) সাদাকা সমূহ, যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যতা অর্জন করা হয়।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত সাদাকা হিবা (অনুদান) করার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়; যদিও তাকে সাদাকা নামে আখ্যায়িত করা হয়, তা হারাম বিবেচিত হবে না। অনুরূপ ভাবে বনূ হাশিম-এর উপর তাঁদের আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে সাদাকা হারাম যেমনিভাবে ধনীদের উপর তাদের সম্পদের কারণে (সাদাকা) হারাম। অতএব ধনীদের উপর তাঁদের সম্পদের কারণে যা হারাম নয়, তা বনূ হাশিমের উপর তাঁদের আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে হারাম হবে না।

এ জন্যই আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক তাদের বিধবা ও অসহায়দেরকে প্রদত্ত সাদাকাকে আমরা হিবা (অনুদান) হিসাবে সাব্যস্ত করেছি, যদিও তাকে 'সাদাকা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর প্রথমোক্ত ওই হাদীস-এর এরূপ ব্যাখ্যাই শ্রেয়। যেহেতু ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٢٩- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ وَحَمَّادٌ ابْنَا زَيْدٍ عَنْ اَبِى جَهْضَمَ مُوْسَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا اخْتَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَىْءٍ دُوْنَ النَّاسِ اِلاَّ بِثَلْثِ اَشْيَاءَ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ وَاَنْ لاَّنَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَاَنْ لاَّنُنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ -

২৭২৯. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমরা একবার ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গেলাম, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনটি বিষয় ছাড়া তিনি অপরাপর লোকদের অপেক্ষা আমাদেরকে কোন বিষয়ে 'খাস' (বিশেষ) কোন হুকুম করেন নি। আর তা হল– উযূ পূর্ণভাবে করা, সাদাকা ভক্ষণ না করা এবং গাধার মাধ্যমে ঘোটকীর প্রজনন না ঘটানো।

٢٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ جَهْضَمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৭৩০. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আবূ জাহ্যাম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٧٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ مُرَجَّا بْنُ رَجَاءٍ عَنْ اَبِىْ جَهْضَمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৭৩১. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ জাহ্যাম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই ইব্ন আব্বাস (রা) এই হাদীসে খবর দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট করেছেন যে, তাঁরা সাদাকা ভক্ষণ করবেন না। সুতরাং প্রথমোক্ত হাদীস যা আমরা অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে উল্লেখ করেছি তার আওতা মুক্ত হবে না। উক্ত (প্রথম) হাদীসে তাঁদের জন্য

যা বৈধ করা হয়েছে এই দ্বিতীয় হাদীসে তাঁদের জন্য তা হারাম করা হয় নি এবং হাদীসদ্বয়ের প্রত্যেকটির অর্থ তাই হবে যা আমরা উল্লেখ করেছি (অর্থাৎ প্রথম হাদীসে হিবা, হাদিয়া এবং দ্বিতীয় হাদীসে যাকাত ও ওয়াজিব সাদাকা বুঝানো হয়েছে) অথবা প্রথম হাদীস সেই বস্তুকে বৈধ করছে যা কিনা দ্বিতীয় এই হাদীস নিষেধ করছে। সুতরাং দ্বিতীয় এই হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসের জন্য রহিতকারী সাব্যস্ত হবে। যেহেতু আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পর এতে খবর দিচ্ছেন যে, অপরাপর লোকদের অপেক্ষা তাঁরা ওর সাথে (সাদাকা গ্রহণ না করা) বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট ছিলেন। অতএব এই নিষেধাজ্ঞা তাঁর সময়ে অব্যাহত থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রশ্ন ঃ যদি তাঁদের উপর সাদাকার বৈধতার ব্যাপারে কোন প্রমাণ উপস্থাপনকারী প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে সাদাকা প্রদান করেছেন ঃ এই বিষয়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেন ঃ

٢٧٣٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ وَفَاطِمَةُ حِيْنَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّا لَا نُوْرِثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ فِيْ هٰذَا الْمَالِ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لَا اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَاَعْمَلَنَّ فِيْ ذٰلِكَ بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

২৭৩২. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা) আবূ বাকর (রা)-এর নিকট এই বলে লোক পাঠালেন যে, তিনি তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তাঁর মীরাছ দাবি করছেন। সেই সম্পদ থেকে যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ কে দান করেছেন। ফাতিমা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মদীনা ও ফাদাকের সাদাকা এবং খায়বারের পঞ্চমাংশের অবশিষ্ট অংশ দাবি করছিলেন। আবূ বাকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের (নবীগণের) কেউ ওয়ারিছ হয় না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা হিসাবে গণ্য। এই সম্পদে মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার পরিজন আহার করবে। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাদাকার মধ্যে সেই অবস্থা থেকে কোন রূপ পরিবর্তন করব না, যা তাঁর যুগে বিদ্যমান ছিল এবং এতে আমি রাসূলুল্লাহ্ যা করেছিলেন তা-ই করব।

٢٧٣٣ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৭৩৩. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র), ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٧٣٤ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَوْسِ بْنِ الْحَدْثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَدِيْنَةَ اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِّنْ قَوْمِكَ وَقَدْ اَمَرْنَا لَهُمْ بِرَضْخٍ فَاَقْسِمْهُ فِيْهِمْ فَبَيْنَا اَنَا كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَهُ يَرْفَا فَقَالَ هٰذَا عُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدٌ وَالزُّبَيْرُ وَلاَ اَدْرِيْ اَذْكَرَ طَلْحَةَ اَمْ لاَ يَسْتَأْذِنُوْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ اِيْذَنْ لَّهُمْ قَالَ ثُمَّ مَكَثْنَا سَاعَةً فَقَالَ هٰذَا الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْتَأْذِنَانِ عَلَيْكَ فَقَالَ اِيْذَنْ لَّهُمَا فَلَمَّا دَخَلَ الْعَبَّاسُ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا الرَّجُلِ وَهُمَا حِيْنَئِذٍ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ اَمْوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ فَقَالَ الْقَوْمُ اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَرِحْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اُنْشِدُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالُوْا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالاَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّيْ سَاُخْبِرُكُمْ عَنْ هٰذَا الْفَيْءِ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ نَبِيَّهُ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ فَقَالَ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَرِكَابٍ فَكَانَتْ هٰذِهِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ خَاصَّةً ثُمَّ وَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ وَلَقَدْ قَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَكُمْ وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلٰى اَهْلِهِ رِزْقَ سَنَةٍ يَجْمَعُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْمَعَ مَالِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَهُ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

২৭৩৪. আবূ বাকরা (র) ..... মালিক ইব্ন আওস ইব্ন হাদাছান আল-নাসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) আমার কাছে লোক পাঠিয়ে এই বলে সংবাদ দেন যে, তোমার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক পরিবার মদীনায় উপস্থিত হয়েছে আমরা তাদের জন্য সামান্য কিছু অনুদানের হুকুম দিয়েছি, তুমি তা তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আমি এই অবস্থায় রয়েছি, এমন সময় তাঁর নিকট (তাঁর খাদেম) ইয়ারফা এসে বলল, 'উসমান (রা), আবদুর রহমান (রা), সা'দ (রা) ও যুবায়র (রা) (আর তিনি বলেন, তালহা রা-এর কথা উল্লেখ করেছে কি-না জানি না) তাঁরা আপনার নিকট আসার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি তাকে বললেন, তাঁদেরকে অনুমতি দাও। তিনি বলেন, তারপর আমরা কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম, খাদেম বলল, এই তো আব্বাস (রা) ও আলী (রা) আপনার নিকট (আসার জন্য) অনুমতি চাচ্ছেন, তিনি বললেন, তাদের উভয়কে অনুমতি দাও। আব্বাস (রা) প্রবেশ করে বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার ও এই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করে দিন। তাঁরা উভয়ে তখন বনূনাযীরের সে সম্পদ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হন, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ কে দান করেছিলেন। লোকেরা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন!

তাঁদের উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিন এবং তাঁদের প্রত্যেককে অপর থেকে আশ্বস্ত করুন। উমর (রা) বললেন, যে আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কসম দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের কেউ ওয়ারিছ হয় না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হয় ? তাঁরা বলেন, (হাঁ) তিনি অবশ্যই তা বলেছেন। তারপর তিনি তাঁদের উভয়কে অনুরূপ (প্রশ্ন রেখে) বললেন এবং তাঁরা হাঁ সূচক উত্তর দিলেন। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই আপনাদেরকে অতিসত্বর এই 'ফায়' (সম্পদের) বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ কে এরূপ কিছু বস্তু (সম্পদ) দানে 'খাস' করেছেন, যা অন্য কাউকে দেননি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ ـ

'আল্লাহ (তা'আলা) ইয়াহূদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ কর নি। (সূরা ৫৯ ঃ ৬)

বস্তুত এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এঁর জন্য খাস ছিল। তারপর আল্লাহ্র কসম, আপনাদের থেকে তা আটকে রাখব না এবং এতে আপনাদের উপরে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা আপনাদের মাঝে বন্টন করেছেন এবং সম্প্রসারিত করেছেন। তারপর তার থেকে এই সম্পদ অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি এর থেকে তাঁর পরিবারের এক বছরের খোরপোশ (বাবদ) খরচ করতেন। তারপর এর অবশিষ্ট সম্পদ জমা হতো। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার সম্পদকে জমা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আবূ বকর (রা) বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ থেকে মুতাওয়াল্লী। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে যা করতেন আমি তাই করব। তারপর (অবশিষ্ট) হাদীস উল্লেখ করেছেন।

٢٧٣٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ بِاِسْنَادِهٖ وَاَثْبَتَ اَنَّ طَلْحَةَ كَانَ فِى الْقَوْمِ وَلَمْ يَقُلْ وَبَثَّهَا فِيْكُمْ ـ

২৭৩৫. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি সাব্যস্ত করেছেন যে, তাল্হা (রা) আগন্তুকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি 'তা তোমাদের মধ্যে সম্প্রসারিত করেছেন' বলেননি।

٢٧٣٦ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَاَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَا ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ وَقَالَ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلٰى اَهْلِهٖ ـ

২৭৩৬. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ও আবূ উমাইয়া (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি (নিম্নোক্ত বাক্যটি) বলেছেন ঃ তিনি ﷺ-এর থেকে পরিবারের জন্য খরচ করতেন।

٢٧٣٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ سُفْيَانَ وَوَرْقَاءَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَاتَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ اَهْلِىْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ ـ

২৭৩৭. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন একটি দীনারও আমার মীরাছে বন্টন হবে না। আমার পরিবার ও কর্মচারীদের খরচ নির্বাহের পর (যা থাকবে) তা (সাধারণ মুসলমানদের জন্য) সাদাকা স্বরূপ।

তাঁরা বলেছেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে সাদাকা রূপে বিবেচিত ছিল বলে তাঁর এই উক্তিতে প্রকাশ পায়, "আমার কর্মচারীদের খরচ নির্বাহের পরে" কেননা তাঁর কর্মচারী তাঁর জীবিত থাকাকালেই ছিল।

তাঁরা বলেছেন ঃ এই সমস্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বনূ হাশিমের জন্য সাদাকা হালাল (বৈধ), যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং তাঁদের মধ্যে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় এই সাদাকা থেকে আহার করতেন। এতে তাঁদের জন্য সর্বপ্রকার সাদাকার বৈধতা প্রমাণিত হল।

উত্তর ঃ বস্তুত এই বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দলীল হল এই যে, উক্ত সাদাকা (এর বিধান) ওয়াক্‌ফ -এর সাদাকার ন্যায়। আর আমরা দেখছি যে, তা ধনীদের জন্য হালাল। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না ? কোন ব্যক্তি যদি নিজ বাড়ি কোন ধনী ব্যক্তিকে ওয়াক্‌ফ করে দেয় তাহলে এটি জায়িয, তার ধনাঢ্যতা তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত রাখবে না। ওর হুকুম যাকাত, কাফ্‌ফারা এবং এরূপ দান, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা হয়, অপরাপর সমস্ত সাদাকার হুকুমের বিপরীত। অনুরূপ ভাবে যে সব ব্যক্তি বনূ হাশিমের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা তাদের জন্য হালাল হবে এবং সেটার হুকুম অপরাপর সমস্ত সাদাকার হুকুমের পরিপন্থী হবে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

তারপর এই সমস্ত হাদীস পরে বনূ হাশিমের উপরে সাদাকা হারাম হওয়া বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত আছে ঃ সেই সমস্ত হাদীস থেকে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

٢٧٣٨ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ السَّعْدِىِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا تَحْفَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَذْكُرُ اِنِّىْ اَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلْتُهَا فِىْ فِىَّ فَاَخْرَجَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلُعَابِهَا فَاَلْقَاهَا فِى التَّمْرِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ التَّمْرَةِ لِهٰذَا الصَّبِىِّ قَالَ اِنَّا اٰلُ مُحَمَّدٍ لاَيَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ـ

২৭৩৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবুল জাওযা সা'দী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কী স্মরণ রেখেছেন ? তিনি বললেন, আমি এক বারের ঘটনা স্মরণ করছি, একবার আমি সাদাকার (যাকাত) খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে তা মুখে দিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা মুখের লালাসহ বের করে অন্য খেজুর গুলোর মধ্যে ফেলে দিলেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই খেজুর এই শিশুর জন্য দিতে আপনার জন্য কোন রূপ অসুবিধা নেই। তিনি বললেন, আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার আমাদের জন্য সাদাকা হালাল নয়।

٢٧٣٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ وَلاَ لِاَحَدٍ مِّنْ اَهْلِهٖ ـ

২৭৩৯. আবূ বাকরা (র) ও ইবন মারযূক (র) ..... রবী'আ ইব্ন শায়বান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হাসান (রা)-কে বললাম, এরপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি হাদীসের শেষে বলেছেন ঃ এবং তাঁর পরিবারের কারো জন্য (বৈধ) নয়।

٢٧٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ لَيْلَىٰ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمِقْسَمِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُسْتُعْمِلَ اَرْقَمُ اِبْنُ اَبِىْ اَرْقَمَ الزُّهْرِىُّ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاسْتَتْبَعَ اَبَا رَافِعٍ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا اَبَا رَافِعٍ اِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -

২৭৪০. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আরকাম ইব্ন আরকাম যুহরী (রা)-কে যাকাত আদায় করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হল। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম) আবূ রাফি' (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। আবূ রাফি' (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, হে আবূ রাফি', নিশ্চয় সাদাকা (যাকাত) মুহাম্মদ ﷺ ও মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের উপরে হারাম, আর (জেনে রাখ) কোন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

٢٧٤١- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ اِجْتَمَعَ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالاَ لَوْ بَعَثْنَا هٰذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ لِىْ وَلِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَاَدَّيَا مَا يُؤَدِّى النَّاسُ وَاَصَابَا مَا يُصِيْبُ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَمَاهُمَا فِىْ ذٰلِكَ جَاءَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَالَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَتَفْعَلاَ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَقَالَ رَبِيْعَةُ بْنُ الْحَارِثِ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ هٰذَا اِلاَّ نَفَاسَةً عَلَيْنَا فَوَاللّٰهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا نُفِسْنَاهُ عَلَيْكَ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا اَبُوْ حَسَنٍ الْقَوْمِ اَرْسِلاَهُمَا فَانْطَلَقَا وَاَضْطَجَعَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ اِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَ بَابِهَا حَتّٰى جَاءَ فَاَخَذَ بِاٰذَانِنَا وَقَالَ اَخْرِجَا مَا تُصَرِّ اِنْ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ اَحَدُنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْتَ اَبَرُّ النَّاسِ وَاَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ وَقَدْ جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلٰى بَعْضِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّىْ اِلَيْكَ كَمَا يُؤَدُّوْنَ وَنُصِيْبُ كَمَا يُصِيْبُوْنَ فَسَكَتَ حَتّٰى اَرَدْنَا اَنْ نُكَلِّمَهُ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تَلْمَعُ اِلَيْنَا

مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ اَنْ لاَتُكَلِّمَاهُ فَقَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَيَنْبَغِيْ لاَلِ مُحَمَّدٍ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ اُدْعُوْلِي مَحْمِيَةَ وَكَانَ عَلَى الْخُمْسِ وَنُوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَجَاءَهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ لِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَنْكَحَهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ اَنْكِحْ هٰذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ فَاَنْكَحَنِيْ وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ اَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمْسِ كَذَا وَكَذَا ـ

২৭৪১. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রবী'আ ইব্নুল হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রবী'আ ইব্নুল হারিস (রা) ও আব্বাস ইব্নুল মুত্তালিব (রা) একত্রিত হয়ে বললেন, আমরা যদি আমাদের এই দুই ছেলে আবদুল মুত্তালিব এবং ফযল ইব্ন আব্বাসকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করতাম, অপর লোকেরা যা আদায় করে তারাও তা আদায় করত এবং লোকেরা যা বিনিময় হিসাবে পায় তারাও তা পেত। রাবী বলেন, তাঁরা উক্ত আলোচনায়রত আছেন, এমন সময় আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) এসে তাঁদের নিকট থামলেন। তাঁরা এ বিষয় তাঁকে জানালেন, এতে আলী (রা) বললেন, আপনারা এমনটি করবেন না, আল্লাহ্র কসম, তিনি (ﷺ) তা করতেন না। রবী'আ ইব্নুল হারিস (রা) বললেন, আপনি আমাদের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করেই এতে বাধা প্রদান করছেন, আল্লাহ্র কসম, আপনি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন, এতে তো আমরা আপনার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইনি। আলী (রা) বললেন, আমি আবুল হাসান, (আবুল হাসান কারো প্রতি বিদ্বেষী হয় না) তোমরা তাদেরকে (ইচ্ছা করলে) পাঠাতে পার। তারপর তাঁরা উভয়ে প্রস্থান করলেন এবং তিনি শুয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করলে আমরা তাঁর পূর্বেই হুজরার কাছে চলে গিয়ে এর দরজার নিকট দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর তিনি আসলেন এবং আমাদের কান ধরে বললেন, যা তোমরা নিজেদের অন্তরে পোষণ করছ, প্রকাশ করে দাও। তারপর তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন এবং আমরাও তাঁর কাছে গেলাম। তিনি তখন যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা)-এর গৃহে অবস্থান করছিলেন। তারপর আমরা একে অপরকে কথা বলার স্বাধীনতা দিলাম। তারপর আমাদের মধ্যেকার একজন কথা বলল। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সদাচারী ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, আমরা তো অবশ্যই বিবাহের উপযোগী (বয়ঃপ্রাপ্ত) হয়ে গিয়েছি। আমরা আপনার নিকট এসেছি যেন আপনি আমাদেরকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন, লোকেরা যেভাবে আদায় করে আমরা অনুরূপ আপনার নিকট আদায় করে দিব এবং লোকেরা যেভাবে বিনিময় পায় আমরাও পাব। তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন, এমনকি আমরা তাঁর সাথে কথা বলতে উদ্যত হলাম। আর যায়নাব (রা) পর্দার আড়াল থেকে কাপড় বা হাত দিয়ে আমাদের দিকে ইশারা করছিলেন যে, তোমরা তাঁর সাথে কথা বলবে না। তিনি (ﷺ) বললেন, মুহাম্মদ-এর পরিবারের জন্য সাদাকা (যাকাত) শোভনীয় (জায়িয) নয়, এটি হচ্ছে লোকদের ময়লা। তোমরা আমার নিকট মাহমিয়া (রা) (যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে খুমুস অর্থাৎ একপঞ্চমাংশ সম্পদের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন) ও নওফল ইব্নুল হারিস ইব্নুল মুত্তালিব (রা)-কে ডেকে আন। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট এলেন। তিনি মাহমিয়া (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, এই যুবকের নিকট তোমার কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দাও অর্থাৎ ফযল ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট। তিনি (নির্দেশ মুতাবিক) বিবাহ দিয়ে দিলেন এবং নওফল ইব্নুল হারিস (রা)-কে

বললেন, এই যুবকের নিকট তোমার কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দাও। তারপর তিনি আমার নিকট (তাঁর কন্যাকে) বিবাহ দিয়ে দিলেন। আর তিনি মাহমিয়া (রা)-কে বললেন, তুমি এই উভয় যুবকের (স্ত্রীদের) মাহর খুমুসের মাল থেকে এত এত পরিমাণ আদায় করে দাও।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, তিনি তো 'খুমুস' থেকে তাঁদের মাহর আদায় করেছেন আর এর বিধান তো সাদাকার (যাকাত) বিধানের অনুরূপ ?

তাঁকে বলা হবে যে, সম্ভবত তা ছিল বায়তুল মালের খুমুসে (এক-পঞ্চমাংশে) (তাঁর) স্বজনদের জন্য নির্দিষ্ট হিস্যা। আর তা তাঁদের উপর সাদাকা হারামের আওতা বহির্ভূত। যেহেতু তাঁদের উপর মানুষের ময়লা হারাম করা হয়েছে, 'খুমুস' (এক পঞ্চমাংশ) অনুরূপ নয়, (বরং এটি হিবা ও হাদিয়ার ন্যায়)।

٢٧٤٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ وَعَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا وَاَتَيْتُهُ بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَهَا ـ

২৭৪২. ফাহাদ (র) ..... সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সাদাকা নিয়ে এলে তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন এবং হাদিয়া নিয়ে এলে তা গ্রহণ করলেন।

٢٧٤٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مُحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْفَارِسِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً ذَكَرَ فِيْهِ اَنَّهُ كَانَ عَبْدٌ قَالَ فَلَمَّا اَمْسَيْتُ جَمَعْتُ مَا كَانَ عِنْدِىْ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِقُبَاءَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقُلْتُ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّهُ لَيْسَ بِيَدِكَ شَىْءٌ وَاِنَّ مَعَكَ اَصْحَابًا لَكَ وَاَنْتُمْ اَهْلُ حَاجَةٍ وَغُرْبَةٍ وَقَدْ كَانَ عِنْدِىْ شَىْءٌ وَضَعْتُهُ لِلصَّدَقَةِ فَلَمَّا ذُكِرَ لِىْ مَكَانُكُمْ رَأَيْتُكُمْ اَحَقَّ بِهٖ ثُمَّ وَضَعْتُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَاَمْسَكَ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بَعْدَ اَنْ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَدْ جَمَعْتُ شَيْئًا فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَقَدْ كَانَ عِنْدِىْ شَىْءٌ اَحْبَبْتُ اَنْ اُكْرِمَكَ بِهٖ كَرَامَةً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ فَاَكَلَ وَاَكَلَ اَصْحَابُهُ ـ

২৭৪৩. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেছেন এবং এক দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি যখন সন্ধ্যার সময় আমার নিকট যা কিছু ছিল তা একত্রিত করে বের হলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে আসলাম, তিনি তখন কুবায় অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁর সাথে তখন তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীও ছিলেন। আমি বললাম যে, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনার হাতে কিছু নেই এবং আপনার সাথে আপনার সাহাবীগণও রয়েছেন, আর আপনারা

হলেন প্রবাসী ও অভাবী। আমার নিকট কিছু বস্তু ছিল, যা আমি সাদাকার জন্য রেখে দিয়েছি। যখন আমাকে আপনার অবস্থা সম্পর্কে বলা হল তখন আপনাদেরকে আমি এর উপযোগী মনে করলাম। তারপর আমি তা তাঁর খিদমতে পেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা খেয়ে নাও অথবা রেখে দাও। তারপর তিনি মদীনায় যাওয়ার পর আরেক বার তাঁর নিকট আসলাম। তখন আমি কিছু বস্তু জমা করে রেখেছি। আমি বললাম, দেখছি আপনি সাদাকা ভক্ষণ করেন না। আমার নিকট কিছু বস্তু রয়েছে, যা দিয়ে আমি আপনাকে সম্মানিত করতে পসন্দ করছি, যা সাদাকা নয়। তখন তিনি তা আহার করলেন এবং তাঁর সাহাবারাও আহার করলেন।

٢٧٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ مَوْلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِاَبِىْ رَافِعٍ اِصْحَبْنِىْ كَيْمَا تُصِيْبُ مِنْهَا فَقَالَ حَتّٰى اِسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّ اٰلَ مُحَمَّدٍ لاَيَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَاِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -

২৭৪৪. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি‘ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ মাখযুমের জনৈক ব্যক্তিকে সাদাকা (যাকাত) উসূল করার জন্য প্রেরণ করেন। সে ব্যক্তি আবূ রাফি‘ (রা)-কে বলল, আমার সাথে চল, তাহলে যাকাতের অংশ তুমিও লাভ করবে। তিনি বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে তা তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের জন্য সাদাকা হালাল নয়। আর স্মরণ রাখ, কোন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

٢٧٤٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ اِنَّ مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ هُرْمُزُ اَوْ كَيْسَانُ اَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَدَعَانِىْ فَجِئْتُ فَقَالَ يَا اَبَا فُلاَنٍ اِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ قَدْ نُهِيْنَا اَنْ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَاِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَلاَ تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ -

২৭৪৫. রবী‘উল মুআয্‌যিন (র) ..... আতা ইব্‌নুছ্ছায়িব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উম্মু কুলসূম বিন্‌ত আলী (র)-এর নিকট গেলাম, তিনি বলেন, হুরমুয বা কায়সান নামক আমাদের এক আযাদকৃত গোলাম আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি আসলাম। তিনি বললেন, হে অমুকের পিতা, আমরা আহলে বায়ত, আমাদেরকে সাদাকা খেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর জেনে রেখ, কোন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত (তাদের মধ্যে গণ্য), অতএব সাদাকা খাবে না।

٢٧٤٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالُوْا ثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَاَدْخَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَخٍ كَخٍ اَلْقِهَا اَلْقِهَا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ ـ

২৭৪৬. হুসায়ন ইব্‌ন নাসর (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার হাসান ইব্‌ন আলী (রা) সাদাকার (যাকাতের) খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে তা নিজের মুখে দিয়ে দিলেন। এতে নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, ছি! ছি! তা ফেলে দাও, তা ফেলে দাও, তুমি কি জান না, আমরা সাদাকা (যাকাত) আহার করি না।

٢٧٤٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِالشَّىْءِ سَاَلَ اَهَدِيَّةٌ هُوَ اَمْ صَدَقَةٌ فَاِنْ قَالُوْا هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَيْهِ وَاِنْ قَالُوْا صَدَقَةٌ قَالَ لاَصْحَابِهِ كُلُوْا ـ

২৭৪৭. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... বাহ্‌য ইব্‌ন হাকীম –এর পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কোন কিছু আনা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করতেন এ কি হাদিয়া না সাদাকা ? যদি লোকেরা বলত হাদিয়া তাহলে তিনি তা গ্রহণ করার জন্য হাত প্রসারিত করে দিতেন। আর যদি বলত সাদাকা তাহলে তিনি তাঁর সাথীদেরকে বলতেন, তোমরা আহার কর।

٢٧٤٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ اِبِلٍ سَائِمَةٍ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاَنَا اٰخِذُوْهَا مِنْهُ وَشَطْرُ اِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَيَحِلُّ لِاَحَدٍ مِّنَّا مِنْهَا شَيْئٌ ـ

২৭৪৮. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... বাহ্‌য ইব্‌ন হাকীম এর পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মুক্ত মাঠে বিচরণকারী উটের যাকাতের ব্যাপারে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক চল্লিশটির মধ্যে 'বিন্‌তে লাবূন' (তৃতীয় বর্ষে পদার্পনকারী উটনী) ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি বিনিময় প্রত্যাশী হয়ে তা দান করবে, সে এর বিনিময় (সওয়াব) পাবে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে আমি তার থেকে তা গ্রহণ করব। আর তার অর্ধেক উট (সম্পদ) আমাদের প্রতিপালকের হকসমূহের একটি হক[১], আমাদের কারো জন্য তা থেকে কিছু হালাল নয়।

٢٧٤٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَمُرُّ فِىْ الطَّرِيْقِ بِالتَّمْرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ اَخْذِهَا اِلاَّ مَخَافَةَ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً ـ

---

১. এ বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, পরে এ হার রহিত হয়ে যায়।

২৭৪৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ কোন কোন সময় এমন অবস্থায় পথ অতিক্রম করতেন যে, পথে একটি খেজুর পড়ে আছে, সেটি সাদাকার খেজুর হওয়ার আশংকায় তিনি তা ধরতেন না।

٢٧٥٠۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لَاَكَلْتُهَا ـ

২৭৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি খেজুর দেখতে পেয়ে বললেন, আমি যদি এটি সাদাকা হওয়ার আশংকা না করতাম তাহলে অবশ্যই আমি তা খেয়ে ফেলতাম।

٢٧٥١۔ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ الضَّرِيْرُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَا ثَنَا مَعْرُوْفُ بْنُ وَاصِلِ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ سَنَةِ تِسْعِيْنَ قَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِهِ ابْنَةُ طَلْقٍ تَقُوْلُ ثَنَا رَشِيْدُ بْنُ مَالِكٍ اَبُوْ عُمَيْرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاُتِىَ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ اَصَدَقَةٌ اَمْ هَدِيَّةٌ قَالَ بَلْ صَدَقَةٌ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىِ الْقَوْمِ وَالْحَسَنُ يَتَعَفَّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَخَذَ الصَّبِىُّ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَاَدْخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْبَعَهُ وَجَعَلَ يَتَرَفَّقُ بِهِ فَاَخْرَجَهَا فَقَذَفَهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّا اٰلُ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ـ

২৭৫১. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... রশীদ ইব্‌ন মালিক আবূ উমায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট ছিলাম এমন সময় তাঁর সম্মুখে খেজুরের একটি থাকা নিয়ে আসা হল। তিনি বললেন, সাদাকা না হাদিয়া ? লোকটি বলল, বরং সাদাকা তখন তিনি তা লোকদের সম্মুখে রেখে দিলেন। শিশু হাসান (রা) তাঁর সম্মুখে মাটিতে হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন তিনি একটি খেজুর নিয়ে তা তাঁর মুখে দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের আঙ্গুলী ঢুকিয়ে তাঁর সাথে কোমলতা অবলম্বন করে তা বের করে তা ফেলে দিলেন। তারপর বললেন ঃ আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার, আমরা সাদাকা খাইনা।

٢٧٥٢۔ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِىُّ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بَيْتَ الصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ تَمْرَةً فَاَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ وَقَالَ اِنَّا اَهْلُ الْبَيْتِ لَاتَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ اَوْلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ـ

২৭৫২. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী লায়লা এর পিতা আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাদাকার ঘরে প্রবেশ করলাম।

হাসান (রা) একটি খেজুর মুখে দিলেন। তিনি ﷺ তা তাঁর মুখ থেকে বের করে ফেলে দিয়ে বললেন, আমরা আহ্লে বায়ত, আমাদের জন্য সাদাকা হালাল নয় অথবা বললেন, আমরা সাদাকা খাই না।

٢٧٥٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ لاَيَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَلَمْ يَشُكَّ ـ

২৭৫৩. ফাহাদ (র) ..... শরীক (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আমরা আহ্লে বায়ত, আমাদের জন্য সাদাকা হালাল নয়, এবং তিনি বক্তব্যে সন্দেহের উল্লেখ করেন নি।

٢٧٥٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لاَ نْقَلِبُ اِلَى اَهْلِىْ فَاَجِدَ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِىْ فِىْ بَيْتِىْ فَاَرْفَعُهَا لاٰكُلَهَا ثُمَّ اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَاُلْقِيْهَا ـ

২৭৫৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একবার আমি আমার পরিবারের নিকট (গৃহে) ফিরে গিয়ে আমার বিছানায় একটি খেজুর দেখতে পাই। সেটি খাওয়ার জন্য উঠানোর পর সাদাকা হওয়ার আশংকায় তা ফেলে দেই।

٢٧٥٥ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْخُرَاسَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذَا يَا سَلْمَانُ قَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَصْحَابِكَ قَالَ ارْفَعْهَا فَاِنَّا لاَنَاْكُلُ الصَّدَقَةَ فَرَفَعَهَا فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهٖ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا سَلْمَانُ قَالَ هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهٖ اِنْبَسِطُوْا ـ

২৭৫৫. আহমদ ইব্ন আবদুল মু'মিন আল-খুরাসানী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতা বুরায়দা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনা আগমন করেন তখন সালমান ফারসী (রা) তাঁর নিকট তাজা খেজুরের একটি খাঞ্চা নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে সালমান। এটি কী ? তিনি বললেন, আপনার জন্য এবং আপনার সাহাবীদের জন্য সাদাকা। তিনি বললেন, ‘এটি উঠিয়ে নাও, আমরা সাদাকা খাইনা। তিনি তা উঠিয়ে নিলেন। এরপর তিনি পরের দিন অনুরূপভাবে তাঁর নিকট আসলেন এবং তা তাঁর সম্মুখে রাখলেন। তিনি বললেন, ‘হে সালমান! এটি কী ? তিনি বললেন, হাদিয়া’। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, (‘খাওয়ার জন্য হাত) প্রসারিত কর’।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই সমস্ত হাদীস বনূ হাশিমের উপরে সাদাকা হারাম (নিষিদ্ধ) হওয়ার বিষয়টি ব্যক্ত করছে। আমাদের জানা মতে এমন কোন হাদীস নেই, যা এই সমস্ত হাদীস কে রহিত করে দিয়েছে এবং এইগুলোর বিরোধী হয়েছে। তবে সেই হাদীস যা আমরা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যাতে এরূপ কিছু নেই যা এই গুলোর বিরুদ্ধে প্রমাণ বহন করে।

প্রশ্ন ঃ কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, (বনূ হাশিমের জন্য যে সাদাকা হারাম) উক্ত সাদাকা দ্বারা তো বিশেষ করে যাকাত উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে যাকাত ব্যতীত অপরাপর (ওয়াজিব) সাদাকা সমূহতে কোন অসুবিধা নেই (অর্থাৎ তা বনূ হাশিমের জন্য হালাল হওয়া উচিত)।

উত্তর ঃ উত্তরে তাঁকে বলা হবে যে, আপনি যা সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন উক্ত হাদীসগুলোতে তা রোধ করা হয়েছে। আর তা এভাবে ঃ বাহ্য ইব্ন হাকীম (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-এর নিকট কোন কিছু আনা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করতেন 'এটি হাদিয়া না সাদাকা' ? যদি লোকেরা বলত সাদাকা তাহলে তিনি তাঁর সাহাবীদের বলতেন, তোমরা খেয়ে নাও। সাদাকা নিয়ে আগন্তুক জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উক্তির 'এটা সাদাকা'-এর পরে যাকাত না অন্য কিছু তিনি এই প্রশ্নের প্রয়োজন মনে করতেন না। অতএব এতে প্রমাণিত হল যে, এ ব্যাপারে অপরাপর (যাকাত, ফিৎরা কাফফারা সহ) সমস্ত সাদাকার বিধান অভিন্ন। সালমান (ফারসী রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ এরপর আরেক বার আমি তার দরবারে আসলাম, তিনি বললেন, একি হাদিয়া না সাদাকা ? আমি বললাম বরং সাদাকা। যেহেতু আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনারা একদল অভাবী লোক। সুতরাং তিনি এই (সাদাকা হওয়ার) কারণে তা খেতে বিরত থেকেছেন। আর সালমান (ফারসী রা) তখন গোলাম ছিলেন যার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। সুতরাং এতে প্রমাণিত হল, নফল এবং অন্য সাদাকা ভক্ষণ করা রাসূলুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সমস্ত বনূ হাশিমের (বংশের) উপরে হারাম ।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণও প্রমাণ করে যে, উক্ত বিষয়ে ফরয ও নফল-এর বিধান অভিন্ন। আর তা এভাবে ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, বনূ হাশিম ব্যতীত অপরাপর ধনী ও ফকীরগণ ফরয ও নফল সাদাকার ব্যাপারে সমান ও অভিন্ন। যার জন্য ফরয সাদাকা গ্রহণ করা হারাম তার জন্য অন্য (নফল) সাদাকা গ্রহণ করাও হারাম। সুতরাং যখন বনূ হাশিমের জন্য ফরয সাদাকা গ্রহণ করা হারাম তখন তাঁদের জন্য ফরয ব্যতীত অন্য (নফল) সাদাকা গ্রহণ করাও হারাম। এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং এটিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বিভিন্ন রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ তাঁর থেকে এক রিওয়ায়াত এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, বনূ হাশিমের জন্য সমস্ত (রকমের) সাদাকা গ্রহণে অসুবিধা নেই (জায়িয আছে)। আমাদের মতে তা এই জন্য যে, বায়তুল মালের খুমুসে (তাঁর ﷺ) স্বজনদের নির্ধারিত অংশের কারণে তাঁদের (হাশেমীদের) উপরে সাদাকা হারাম ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের কারণে যখন তা তাঁদের থেকে বন্ধ হয়ে অন্যদের দিকে চলে যায় এতে তাঁদের জন্য যা হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যায়।

٢٧٥٦ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِىْ ذٰلِكَ مِثْلَ قَوْلِ اَبِىْ يُوْسُفَ ـ

২৭৫৬. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... আবূ হানীফা (র) থেকে এই বিষয়ে আবূ ইউসুফ (র)-এর অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন। আর এটিই আমরা গ্রহণ করছি।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন করে যে, তোমরা কি বনূ হাশিমের আযাদকৃত গোলামদের উপরে তা (ওয়াজিব সাদাকা) হারাম সাব্যস্ত কর ?

উত্তরে বলব, হ্যাঁ, আমরা তা আবূ রাফি' (রা)-এর হাদীস দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করব যা আমরা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আর আবূ ইউসুফ (র) 'আল-ইমলা' গ্রন্থে তা বলেছেন এবং আমাদের ফকীহদের কারো ব্যাপারে আমার জানা নেই যে, এ বিষয়ে তারা (জায়িয না হওয়ার) বিরোধিতা করেছেন।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন করেন যে, হাশেমীদের জন্য সাদাকা (যাকাত) উসূল করার বিনিময়ে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করা কি হারাম ?

উত্তরে বলব যে, না (হারাম নয়)।

প্রশ্ন ঃ যদি বলা হয় যে, সাদাকা (যাকাত) উসূলকারী হয়ে বিনিময়ে ওয়াজিব সাদাকা গ্রহণ করা হারাম হবে না কেন ? অথচ (পূর্বে) রবী'আ ইব্‌নুল হারিস ও ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁদের দুই জনকে এর থেকে নিষেধ করেছেন।

উত্তরে বলব যে, এতে তা থেকে নিষেধাজ্ঞা নেই। যেহেতু তাঁরা তাঁর নিকট সাদাকা উসূলকারী হয়ে এর বিনিময়ে সাদাকা গ্রহণ করার আবেদন করেছিলেন যেন এর দ্বারা তাঁরা নিজেদের অভাব-অনটন দূর করতে সক্ষম হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্যভাবে (বায়তুলমালে খুমুস দ্বারা) তাঁদের অভাব দূর করেছেন। অথবা এমনটিও হতে পারে যে, তিনি তাঁদেরকে নিষেধ করার উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের ময়লার বিনিময়ে তাদেরকে কাজ দেয়া তিনি পসন্দ করেননি। তাদের জন্য তা হারাম হওয়ার কারণে নিষেধ করেন নি। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত পেয়েছি ঃ

٢٧٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةُ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَزِيْنٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ سَلِ النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِاَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوْبِ النَّاسِ-

২৭৫৭. আবূ উমাইয়া (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আব্বাস (রা)-কে একবার বললাম, আপনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট সাদাকা উসূলের কাজে আপনাকে নিয়োগ দানের জন্য আবেদন করুন। তিনি তাঁর নিকট আবেদন করলে তিনি বললেন, আমি আপনাকে মানুষের গোনাহের এঁটো পানির ব্যাপারে কর্মচারী নিয়োগ করা পসন্দ করি না।

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, তিনি তাঁর জন্য মানুষের গোনাহের এঁটো পানির ব্যাপারে নিয়োগ দানকে পসন্দ করেন নি। তা (উক্ত মজুরি) তাঁর জন্য হারাম হওয়ার কারণে তা অপসন্দ করেছেন, এমনটি নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বনূ হাশিমের জন্য সাদাকা উসূলের কাজে নিয়োজিত হয়ে তার থেকে মজুরি গ্রহণ করা মাকরূহ মনে করতেন। তিনি বলেছেন, যেহেতু সাদাকা (যাকাত) দাতার সম্পদ থেকে সাদাকা বের হয়ে সেই (আট) খাতের লোকদের দিকে স্থানান্তরিত হয় যেগুলোর নাম আল্লাহ্ তা'আলা (কুরআন শরীফে) উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে সাদাকা দাতা স্বয়ং এর কতক অংশের মালিক হয়ে যায় যা তার জন্য হালাল নয়। তিনি (আবূ ইউসুফ র) এই বিষয়ে আবূ রাফি' (রা)-এর হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেন, যখন মাখযুমী (ব্যক্তি) তাঁর নিকট আবেদন করল, যেন তিনি তার সাথে সাদাকা উসূল করার কাজে বের হন এর থেকে বিনিময় পাওয়ার প্রত্যাশায়। আর এর থেকে কিছু একটা পাওয়া বিনিময় ও মজুরি ব্যতীত অসম্ভব।

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ আবূ ইউসুফ (র)-এর বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, সাদাকা থেকে বিনিময় হিসাবে গ্রহণ করায় হাশেমীদের জন্য অসুবিধা নেই। যেহেতু সে তাঁর কাজের উপর বিনিময় গ্রহণ করছে, আর তা ধনীদের জন্য হালাল হিসাবে বিবেচিত। যখন এটি ধনীদের উপরে হারাম হয় না, যাদের ধনাঢ্যতার কারণে তাদের উপরে সাদাকা হারাম। অনুরূপভাবে যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, তা বনূ হাশিমের উপরেও হারাম হবে না, যাদের বংশমর্যাদার কারণে তাঁদের জন্য সাদাকা গ্রহণ করা হারাম।

বারীরা (রা)-এর সাদাকার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তা থেকে আহার করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটি তার জন্য সাদাকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া-এটিই নিম্নোক্ত সনদে ফাহাদ (র) আমাকে বর্ণনা করেছেন ঃ

٢٧٥٨- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ اَنَا شُرَيْكُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَفِى الْبَيْتِ رِجْلُ شَاةٍ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ مَاهٰذِهِ فَقُلْتُ تَصَدَّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَاَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَشُوِيَتْ -

২৭৫৮. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ঘরে একটি বকরীর ঝুলন্ত পা বিদ্যমান ছিল। তিনি বললেন, এটি কী? আমি বললাম, এটি বারীরা (রা)-কে সাদাকা দেয়া হয়েছে, সে আমাদেরকে তা হাদিয়া দিয়েছে। তিনি বললেন, এটি তার জন্য সাদাকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। তারপর তিনি ভুনা করার নির্দেশ দিলে তা ভুনা করা হয়।

٢٧٥٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ وَاَدَمٍ مِنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ اَرَبُرْمَةً فِيْهَا لَحْمٌ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ وَاَنْتَ لَاتَاْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ -

২৭৫৯. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘরে) প্রবেশ করলেন। (তখন ঘরে) গোশত ও তরকারী ভর্তি ডেকচি উতরাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, আমি কি ডেকচি দেখছি না, যাতে গোশত রয়েছে? তাঁরা (গৃহবাসী) বললেন, জী হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিন্তু তা বারীরা (রা)-এর প্রতি সাদাকাকৃত গোশত; কিন্তু আপনি তো সাদাকা খান না। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি তার জন্য সাদাকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

٢٧٦٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيْعَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৭৬০. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... রবী'আ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٧٦١- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيرَةَ بِصَدَقَةٍ فَاَهْدَتْ مِنْهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَلَهَا صَدَقَةٌ -

২৭৬১. আলী (রা) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বারীরা (রা)-কে সাদাকা দেয়া হয়, তিনি তা থেকে আয়েশা (রা)-এর জন্য হাদিয়া পাঠান। আয়েশা (রা) তা নবী করীম ﷺ কে বললে তিনি বললেন ঃ এটি আমাদের জন্য হাদিয়া এবং তার জন্য সাদাকা।

٢٧٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ تُصُدِّقَ عَلٰى مَوْلَاةٍ لِيْ بِعُضْوٍ مِنْ لَحْمٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عَشَاءٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَوْلَاتِيْ فُلَانَةُ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِعُضْوٍ مِنْ لَحْمٍ فَاَهْدَتْهُ لِيْ وَاَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا فَهَاتِيْهِ فَاَكَلَ مِنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২৭৬২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... জুওয়ায়রীয়া বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার জনৈক দাসীকে কিছু গোশত সাদাকা দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমাদের কাছে কি রাতের খাবার আছে ? আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অমুক দাসীকে কিছু গোশত সাদাকা দেয়া হয়েছে, সে তা আমাকে হাদিয়া দিয়েছে, আপনি তো সাদাকা খান না। তিনি বললেন, তা তো লক্ষ্য স্থানে পৌঁছে গেছে। অতএব তা নিয়ে এসো, এবং এর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহার করেছেন।

٢٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ السَّبَّاقِ عَنْ جُوَيْرِيَةَ مِثْلَهُ -

২৭৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... জুওয়ায়রীয়া (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا اِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ اِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِيْ بُعِثَتْ اِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا -

২৭৬৪. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... উম্মু-আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, "তোমাদের নিকট (খাওয়ার) কিছু আছে" ? তিনি বললেন, না, তবে কিছু বকরীর গোশত আমাদের জন্য নুসায়বা (উম্মু আতিয়্যা রা) প্রেরণ করেছেন যা তাঁর নিকট সাদাকা হিসাবে প্রেরিত হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, নিশ্চয় তা তো লক্ষ্য স্থানে (বৈধতায়) পৌঁছে গেছে।

٢٧٦٥ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِي مَعْنٍ يَزِيْدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَّمَ غَنَمًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَاَرْسَلَ اِلٰى زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ بِشَاةٍ مِّنْهَا فَاَهْدَتْ زَيْنَبُ مِنْ لَحْمِهَا لَنَا فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُوْنَا قُلْنَا لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَلَمْ اَرَ لَحْمًا اٰنِفًا اُدْخِلَ عَلَيْكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَاكَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي اُرْسِلَتْ بِهَا اِلٰى زَيْنَبَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَاَنْتَ لَاتَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَلَمْ نُحِبُّ اَنْ نُمْسِكَ مَا لَاتَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَدْرَكْتُهُ لَاَكَلْتُ مِنْهُ ـ

২৭৬৫. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদকার কিছু বকরী বণ্টন করেন। তিনি এর থেকে একটি বকরী যায়নাব সাকাফিয়্যা (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। সে এর কিছু গোশত আমাদের জন্য হাদিয়া পাঠান। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদের কাছে খাওয়ার কিছু আছে ? আমরা বললাম, না, আল্লাহ্র কসম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আমি কি এই মাত্র গোশত দেখিনি, যা তোমাদের নিকট এসেছে ? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটি বকরীর গোশত যা আপনি যায়নাব (রা)-এর নিকট সাদাকা হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু আপনিতো সাদাকা খান না ; আর যা আপনি খান না তা আমরা উঠিয়ে রাখতে পসন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি যদি তা পেতাম তাহলে তা থেকে অবশ্যই খেতাম।

বস্তুত বারীরা (রা)-এর প্রতি সাদাকাকৃত বস্তু যখন নবী করীম ﷺ-এর জন্য তা আহার করা জায়িয যেহেতু তা তিনি হাদিয়ার মাধ্যমে মালিক হয়েছেন। তাহলে হাশেমীদের জন্যও সাদাকা থেকে মজুরি ও বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয হবে। যেহেতু নিজের কাজ ও শ্রমের মাধ্যমে (তাঁরা তার) মালিক হন, সাদাকা দ্বারা নয়, এটিই হচ্ছে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। আর এটি এ বিষয়ে আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অপেক্ষা বিশুদ্ধতর।

٢ـ بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيْرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ اَمْ لَا

২. অনুচ্ছেদ ঃ সুস্থ-সবল দরিদ্র ব্যক্তির জন্য সাদাকা হালাল কি-না ?

٢٧٦٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ رَيْحَانَ بْنَ يَزِيْدَ وَكَانَ اَعْرَابِيًّا صَدُوْقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَّلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ـ

২৭৬৬. আবূ বাকরা (র) ..... রায়হান ইব্ন ইয়াযীদ (র) (তিনি একজন সত্যভাষী বেদুইন ছিলেন) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেছেন ঃ ধনী ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা গ্রহণ হালাল নয়।

٢٧٦٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُوْلُ ذٰلِكَ ـ

২৭৬৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরূপ বলেছেন।

٢٧٦٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَيْحَانِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৭৬৮. ইব্‌ন মারযূক(র) ও ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٦٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارِ الْيَمَامِىُّ عَنْ سِمَاكٍ اَبِىْ زَمِيْلٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ هِلاَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২৭৬৯. আবূ বাকরা (র) ..... বনী হিলাল এর জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٧٧٠ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৭৭০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٧١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৭৭১. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٧٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৭৭২. ফাহাদ (র) ..... আবূ বাকর ইব্‌ন আইয়্যাশ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম বলেছেন, সুস্থ সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা গ্রহণ হালাল নয় এবং তাঁরা তাকে এ ব্যাপারে ধনীর ন্যায় সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা এই বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা বলেছেন, শক্তিশালী , পঙ্গু প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তির জন্য সাদাকা গ্রহণ করা হালাল।

বস্তুত তাঁরা পূর্বোল্লেখিত এই সমস্ত হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এভাবে করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি "সুস্থ সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা গ্রহণ হালাল নয়"' অর্থাৎ তা তার জন্য তেমনভাবে হালাল নয় যেমনিভাবে সাদাকা গ্রহণ করা অক্ষম-পঙ্গু, দরিদ্র ব্যক্তির জন্য হালাল। যে কিনা সাদাকা ব্যতীত অন্য কিছুর সামর্থ্য রাখে না, অপরাগ হয়ে প্রয়োজনের তাগিদে তা গ্রহণ করে এবং সার্বিকভাবে সাদাকা গ্রহণের ব্যাপারে তার প্রয়োজন প্রমাণিত। পক্ষান্তরে সুস্থ-সবল অন্য কিছু কামাই করার উপর শক্তিমান ব্যক্তি, তার জন্য সাদাকা হালাল

হওয়ার ব্যাপারে সে পঙ্গু-দরিদ্র ব্যক্তির অনুরূপ নয়। যেহেতু পঙ্গু-দরিদ্র ব্যক্তির জন্য (সাদাকা) হালাল হয় পঙ্গুত্ব ও সাদাকা ব্যতীত অন্য কিছুর উপর তার অক্ষমতার দিক দিয়ে। আর সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য (সাদাকা) হালাল নয় বিশেষত দরিদ্রতার দিক দিয়ে। যদিও তাদের দুই জনের জন্য তা গ্রহণ করা হালাল, কিন্তু সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য উত্তম হচ্ছে তা পরিত্যাগ করা এবং নিজ উপার্জন ও কামাই থেকে আহার করা। আর এসব অনুত্তম বস্তুকে কখনো কঠোরতা অবলম্বন করে 'হালাল নয়' অথবা 'এরূপ হবে না' শব্দে ব্যক্ত করা হয়; এই জন্য যে, এতে উপকরণের পরিপূর্ণতা বিদ্যমান নেই যার দ্বারা উক্ত অর্থ (সাদাকা) বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে। যদিও এই অর্থ ঐ সমস্ত উপকরণের পরিপূর্ণতা ব্যতীতও হালাল বিবেচিত হয়। বস্তুত সুস্থ-সবলকে মিসকীন সাব্যস্ত করে সাদাকাকে হালাল করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি (প্রকৃত) মিসকীন নয় যে ব্যক্তি দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং সেই ব্যক্তিও মিসকীন নয় যাকে একটি খেজুর, দু'টি খেজুর, একটি লোকমা, দু'টি লোকমা দ্বারে দ্বারে ঘুরায়। কিন্তু প্রকৃত মিসকীন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কারো কাছে সওয়াল করে না এবং তার থেকে দরিদ্রতা ও অভাবগ্রস্ততা প্রকাশিত হয় না যে, তার উপর লোকেরা সাদাকা করবে।

সুতরাং সওয়ালকারী মিসকীন দরিদ্রতার উপকরণ ও বিধানাবলী থেকে এরূপ বহির্ভূত নয় যে, যার দ্বারা তার জন্য সাদাকা গ্রহণ হালাল হবে না এবং কেউ তাকে সাদাকা প্রদান করলে তা জায়িয হবে না, এমনটি নয়। বরং তা এই অর্থে বলা হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি মিসকীন হওয়ার সমস্ত উপকরণের সাথে বা উপকরণ নিয়ে মিসকীন নয়। অনুরূপভাবে তাঁর উক্তি "সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা হালাল নয়" অর্থাৎ যে সমস্ত কারণে সাদাকা হালাল হয় সেই সব কারণ ও উপকরণ নিয়ে তার জন্য সাদাকা হালাল নয়। যদিও কতক উপকরণের সাথে তা তার জন্য হালাল হয়। প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমগণ তাঁদের মাযহাবের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করেন ঃ

٢٧٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِىْ اَنَّهُمَا اَتَيَا النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَاٰهُمَا جَلْدَيْنِ قَوِيَّيْنِ فَقَالَ اِنْ شِئْتُمَا فَعَلْتُ وَلاَ حَقَّ فِيْهَا لِغَنِىٍّ وَلاَ لِقَوِىٍّ مُكْتَسِبٍ -

২৭৭৩. আবূ উমাইয়া (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌নুল খিয়ার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার সম্প্রদায়ের দুই (সবল যুবক) ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে তাঁর নিকট সাদাকার জন্য সওয়াল করলেন। তখন তিনি সাদাকা বণ্টন করছিলেন। তিনি দৃষ্টি উঁচু-নিচু করলেন এবং তাদের দুই জনকে তিনি শক্তিশালী হিসাবে দেখলেন। তিনি বললেন, তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, তবে এতে ধনী উপার্জনের উপযোগী শক্তিশালী (ব্যক্তির) জন্য হক তথা অধিকার নেই।

٢٧٧٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৭৭৪. ইউনুস (র) ..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٧٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

২৭৭৫. আবূ বাকরা (র) ..... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, তিনি তাদের উভয়কে বললেন, উপার্জনের উপযোগী শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য এতে হক (অধিকার) নেই। এটি প্রমাণ বহন করছে যে, উপার্জনের উপযোগী শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য সাদাকাতে (কোন) হিস্যা নেই এবং কেউ তাকে সাদাকা থেকে কিছু দিলে দাতার দায়িত্ব মুক্তির জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে না।

বস্তুত এই বিষয়ে তাদের (প্রথমোক্ত আলিমদের) বিরুদ্ধ অপরাপর আলিমদের দলীল ঃ তাঁর উক্তি "তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদের দিয়ে দেব, তবে এতে ধনীর হক নেই" অর্থাৎ তোমাদের ধনাঢ্যতা আমার কাছে গোপন রয়েছে, যদি তোমারা দুই জন ধনী ও সম্পদশালী হও তাহলে এতে তোমাদের হক নেই। আর যদি তোমরা চাও যে আমি তোমাদেরকে (সাদাকা থেকে) দিয়ে দেই, তাহলে তোমাদের ধনাঢ্যতার ব্যাপারে অনবহিত হওয়ার দরুণ আমার জন্য তা প্রদান করা বৈধ হবে, কিন্তু আমি যা দেব তা তোমাদের জন্য গ্রহণ করা হারাম হবে। যেহেতু আমি তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা যা দেখছি যার দ্বারা তোমাদের দরিদ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে এর বিপরীত তোমরা তোমাদের নিজেদের ধনাঢ্যতার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত রয়েছ। সুতরাং "তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদের দিয়ে দেব, তবে এতে ধনীর হক নেই" এটিই তাঁর উল্লিখিত (যথার্থ) বিশ্লেষণ। তাঁর উক্তি ঃ "এবং উপার্জনের উপযোগী শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য (সাদাকাতে) হক নেই" এটি এই অর্থে যে, এতে উপার্জনের উপযোগী শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য সমস্ত দিক দিয়ে হক নেই, যার দ্বারা তাতে হক ওয়াজিব হয়। অতএব এর সেই অর্থই হবে যে অর্থ আমরা 'সাদাকা হালাল নয় সুস্থ-সবল, শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য' বাক্যের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি।

বলা হয় ঃ 'অমুক ব্যক্তি নিশ্চিত আলিম' বস্তুত এটি তখন বলা হবে যখন তার মধ্যে সেই সমস্ত কারণ ও উপকরণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান হবে, যাতে উক্ত ব্যক্তি আলিমরূপে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম হলে 'সে নিশ্চিতরূপে আলিম' বলা হয় না, যদিও সে 'আলিম হিসাবে বিবেচিত। অনুরূপভাবে 'সে নিশ্চিত ফকির' বলা হয় না, যদিও সে ফকীর হয়। তবে সেই ব্যক্তিকে তা বলা যাবে, যার মধ্যে সেই সমস্ত উপকরণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকবে যার দ্বারা ফকির, ফকির হিসাবে বিবেচিত হয়। এ কারণে উক্ত দুই ব্যক্তিকে তিনি বলেছেন এবং এতে উপার্জন উপযোগী শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য অধিকার নেই। অর্থাৎ এতে তার হক নেই যতক্ষণ না তার সাথে নিশ্চিতভাবে সাদাকা গ্রহণের উপযুক্ততা পাওয়া যায়, আর তা হচ্ছে উপার্জন উপযোগী শক্তিশালী হওয়া। যদি উপার্জন উপযোগী শক্তিশালী ফকিরকে নবী করীম ﷺ কর্তৃক সাদাকা প্রদান করা জায়িয না হত তাহলে তিনি তাদের দুই জনকে বলতেন না যে, যদি তোমরা চাও (আমি তোমাদেরকে সাদাকা দিয়ে দেই) তাহলে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসের এই অর্থ ও বিশ্লেষণই উত্তম। কারণ প্রথমোক্ত আলিমগণ এই সমস্ত হাদীসের যে অর্থ ও বিশ্লেষণ করেছেন যদি সেই অর্থ নেয়া হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত অপরাপর হাদীসের সাথে এগুলোর সাংঘর্ষিক হওয়া অনিবার্য হবে। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস অন্যতম ঃ

٢٧٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ حِصْنٍ قَالَ نَزَلْتُ دَارَ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ بِالْمَدِيْنَةِ فَضَمَّنِيْ وَ اِيَّاهُ الْمَجْلِسَ فَقَالَ

أَصْبَحُوْا ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبُوْا عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا مِنَ الْجُوْعِ فَقَالَتْ لَهُ اِمْرَأَتُهُ اَوْ أُمُّهُ لَوْ اَتَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتَهُ فَقَدْ اَتَاهُ فُلاَنٌ فَسَأَلَهُ فَاَعْطَاهُ وَاَتَاهُ فُلاَنٌ فَسَأَلَهُ فَاَعْطَاهُ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ حَتَّى اَطْلُبَ فَطَلَبْتُ فَلَمْ اَجِدْ شَيْئًا فَاسْتَبَقْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَغْنَى اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ اِسْتَعَفَّ اَعَفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ سَأَلَنَا اِمَّا اَنْ يُبْذَلَ لَهُ وَاِمَّا اَنْ نُوَاسِيَهُ وَمَنِ اسْتَعَفَّ عَنَّا اَوِ اسْتَغْنَى اَحَبُّ اِلَيْنَا مِمَّنْ سَأَلَنَا قَالَ فَرَجَعْتُ فَمَا سَأَلْتُ اَحَدًا بَعْدُ فَمَا زَالَ اللّٰهُ يَرْزُقُنَا حَتَّى مَا اَعْلَمُ بَيْتًا فِى الْمَدِيْنَةِ اَكْبَرَ مَالاً مِنَّا ـ

২৭৭৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হিলাল ইব্‌ন হুসাইন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি মদীনায় আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর গৃহে মেহমান হিসাবে এলাম। তিনি এবং আমি এক মজলিসে মিলিত হলাম। তিনি বললেন, তাঁরা একদিন সকালে ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাধা অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে তাঁর স্ত্রী অথবা তাঁর মা বললেন, যদি নবী করীম ﷺ-এর নিকট যেতে এবং তাঁর কাছে (কিছু) চাইতে। তাঁর নিকট অমুক ব্যক্তি এসে চাইল, তিনি তাকে দান করলেন, এবং অমুক ব্যক্তি এসে চাইল, তিনি তাঁকে দান করলেন। আমি বললাম, 'না আল্লাহ্‌র কসম, গৃহে তালাশ না করা ব্যতীত সওয়াল করব না। তারপর গৃহে তালাশ করলাম কিন্তু পেলাম না। এরপর তাঁর নিকট এগিয়ে গেলাম, তিনি তখন খুত্‌বা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, যে ব্যক্তি (মানুষ থেকে) অমুখাপেক্ষী থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন এবং যে ব্যক্তি (নিজেকে) পবিত্র রাখতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি আমাদের নিকট চায়, হয় তো তার জন্য আমরা খরচ করি বা তাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করি। যে ব্যক্তি পবিত্র এবং অমুখাপেক্ষী থাকে সে আমাদের নিকট সাওয়ালকারী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। তিনি বলেন, এরপর আমি ফিরে চলে গেলাম। আজ পর্যন্ত আর আমি কারো কাছে সওয়াল করিনি। আল্লাহ্ তা'আলা অব্যাহতভাবে আমাদেরকে রিযিক দিচ্ছেন যে, মদীনায় আমাদের অপেক্ষা অধিক সম্পদশালী কোন ঘর আছে বলে আমার জানা নেই।

٢٧٧٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَعْوَزْنَا مَرَّةً فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ اسْتَعَفَّ اَعَفَّهُ اللّٰهُ وَمَنِ اسْتَغْنَى اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ سَأَلَنَا اَعْطَيْنَاهُ قَالَ قُلْتُ فَلاَ سْتَعِفُّ فَيَعْفِنِىَ اللّٰهُ وَلاَسْتَغْنِىْ فَيُغْنِيْنِى اللّٰهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا كَانَ اِلاَّ اَيَّامٌ حَتَّى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَّمَ زَبِيْبًا فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَسَّمَ شَعِيْرًا فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا مِنْهُ ثُمَّ سَالَتْ عَلَيْنَا الدُّنْيَا فَغَرَّقَتْنَا اِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ ـ

২৭৭৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে তা উল্লেখ করলাম। এতে

নবী করীম ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি (নিজেকে) পবিত্র রাখতে চাইবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পবিত্র রাখবেন, আর যে ব্যক্তি (মানুষ থেকে) অমুখাপেক্ষী থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অমুখাপেক্ষী রাখবেন। যে ব্যক্তি আমাদের নিকট চাইবে আমরা তাকে দেব। তিনি বলেন, আমি বললাম, তাহলে আমি অবশ্যই পবিত্র থাকতে সচেষ্ট হব, আল্লাহ্ আমাকে পবিত্র রাখবেন, অমুখাপেক্ষী থাকতে সচেষ্ট হব আল্লাহ্ আমাকে অমুখাপেক্ষী রাখবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, মাত্র কয়েক দিন পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিশমিশ বণ্টন করেন, এর থেকে কিছু আমাদের জন্য পাঠিয়ে দেন, তারপর যব বণ্টন করেছেন, এর থেকে কিছু আমাদের জন্য পাঠিয়ে দেন। তারপর আমাদের উপর দুনিয়া (পার্থিব সম্পদ) প্রবাহিত হতে লাগল এবং আমাদেরকে নিমজ্জিত করে দিল; তাকে ব্যতীত যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন।

٢٧٧٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ حِصْنٍ اَخِىْ بَنِىْ مُرَّةَ بْنِ عُبَادٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ ـ

২৭৭৮. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ সাঈদ সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আবী দাঊদ (র) বলেছেন, এটিই বিশুদ্ধ।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন, (উক্ত-রিওয়ায়াতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের নিকট সওয়াল করবে আমরা তাকে দিব, বস্তুত এর দ্বারা তিনি তার সাহাবীগণকে সম্বোধন করছেন, আর তাঁদের অধিকাংশই সুস্থ ছিলেন, কারো পঙ্গুত্ব ছিল না তবে (কেউ কেউ) দরিদ্র ছিলেন তাঁদেরকে তিনি সুস্থতার কারণে সাদাকা থেকে বঞ্চিত করেন নি। এর দ্বারা আমরা যা উল্লেখ করেছি তা প্রমাণিত হয় এবং প্রমাণিত হয় সেই ব্যক্তির ফযীলত যে কিনা সাওয়াল না করে পবিত্রতা অবলম্বন করে, সেই ব্যক্তির উপর যে সওয়াল করে। এ কারণেই আবূ সাঈদ (রা) তাঁর কাছে সওয়াল করেন নি। যদি তিনি তাঁর কাছে সওয়াল করতেন অবশ্যই তিনি তাঁকে দান করতেন। যেহেতু তিনি তা তাঁর জন্য ও তাঁর মত তাঁর অন্যান্য সাহাবীর জন্য খরচ করছিলেন।

আমাদের উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অন্য সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٧٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِىْ يَقُوْلُ اَمَّرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَوْمِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ فَفَعَلَ وَكَتَبَ لِىْ بِذٰلِكَ كِتَابًا فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِىٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِى الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ مِنْهَا ـ

২৭৭৯. ইউনুস (র) ..... যিয়াদ ইব্নুল হারিস সুদাঈ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আমার সম্প্রদায়ের আমীর মনোনীত করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে

তাদের সাদাকা থেকে দান করুন। তিনি মঞ্জুর করে তাদের সাদাকা থেকে দিলেন এবং এ ব্যাপারে আমাকে লিপি লিখে দিলেন। তারপর তাঁর কাছে আরেক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে সাদাকা থেকে দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকার ব্যাপারে কোন নবী এবং অন্য ব্যক্তির বিধানে সন্তুষ্ট না হয়ে আকাশ থেকে এ বিষয়ে হুকুম (নাযিল) করেছেন। তিনি সাদাকার খাতকে আট প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং তুমি যদি উক্ত (আট) প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হও তাহলে তা থেকে আমি তোমাকে প্রদান করব।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই সুদাঈ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সম্প্রদায়ের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আর এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, তিনি তাঁকে পঙ্গু অবস্থায় আমীর নিযুক্ত করবেন। তারপর তিনি তাঁর নিকট নিজ কাওমের সাদাকা চেয়েছেন অথচ তা ছিল তাঁদের যাকাত। তারপর তিনি তা থেকে তাঁকে প্রদান করেন এবং তিনি তাঁর শরীরের সুস্থতার কারণে তা থেকে বঞ্চিত করেন নি। তারপর অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট সওয়াল করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি যদি সেই (আট) প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হও যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকা দেয়ার জন্য বণ্টন করে দিয়েছেন, তাহলে তা থেকে আমি তোমাকে দিব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এভাবে সাদাকার বিধানকে সেই দিকে নিয়োজিত করেছেন যে দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (নিম্নোক্ত) বাণী দ্বারা নির্ধারিত করে দিয়েছেন ঃ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ الاية। সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের জন্য। (৯ঃ ৬০)

অতএব যে ব্যক্তিই উক্ত (আট) প্রকারের কোন এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সাদাকা গ্রহণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাঁর রাসূল তাঁর সুন্নায় যা তাদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, চাই তারা পঙ্গু হোক কিংবা সুস্থ। আর সেই সমস্ত হাদীসের ব্যাপারে যা আমারা এ অনুচ্ছেদের শুরু ভাগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি যেমন, তাঁর উক্তি "সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা হালাল নয়" আমাদের জন্য উত্তম হচ্ছে তাই যা আমরা সে সমস্ত হাদীসের থেকে গ্রহণ করেছি। যেন ওগুলোর অর্থ সেই সুস্পষ্ট আয়াতের আওতা বহির্ভূত না হয়ে যায়, যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং এই সমস্ত অপরাপর হাদীসকে অতিক্রম করে না যায়, যা আমরা রিওয়ায়াত করেছি এবং যেন সকল বর্ণনায় অভিন্ন অর্থ হয়ে যায়; যা পরস্পরকে সত্যায়ন করবে। তারপর কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক (রা) ও নবী করীম ﷺ থেকে উক্ত বিষয়ের সমর্থনে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٢٧٨ ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هُرُوْنَ بْنِ رِيَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ اَنَّهُ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فِيْهَا فَقَالَ تَخْرُجُهَا عَنْكَ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ اَوْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ يَا قَبِيْصَةُ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ اِلاَّ فِىْ ثَلْثٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْسِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ حَاجَةٌ حَتّٰى تَكَلَّمَ ثَلْثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجٰى مِنْ قَوْمِهِ اَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ يُصِيْبُ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ سُحْتٌ ـ

২৭৮০. ইউনুস (র) ..... কাবীসা ইব্নুল মুখারিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কারো দিয়ত ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপর তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে সওয়াল করলেন। তিনি বললেন, তা তুমি তোমার সাদাকার উট থেকে বের করে নাও। হে কাবীসা! তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত সওয়াল করা হারাম। (ক) যে ব্যক্তি (কারো দিয়ত ইত্যাদি বিষয়ে) দায়িত্ব গ্রহণ করে তার জন্য তা আদায় করা পর্যন্ত সওয়াল করা হালাল তারপর (তা আদায় হয়ে গেলে) বিরত থাকবে। (খ) কোন ব্যক্তির (ক্ষেত বা বাগানে) প্রাকৃতিক বা আসমানী দুর্যোগ নেমে এসে তার সম্পদ বিনষ্ট করে ফেললে তার জন্য জীবিকার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সওয়াল করা হালাল তারপর তা থেকে বিরত থাকবে। (গ) অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যাকে কিনা নিজ সম্প্রদায়ের তিন জন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই মর্মে প্রত্যায়ন করেছেন, তার জন্য জীবিকার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সওয়াল করা হালাল। তারপর তা থেকে বিরত থাকবে। এ ছাড়া অন্য সমস্ত সওয়াল অবৈধ (হারাম)।

٢٧٨١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ قَالَ حَمَّادُ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ رِيَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نَعِيْمٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

২৭৮১. ইব্ন মারযূক (র) ..... কাবীসা ইব্নুল মুখারিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٨٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ رِيَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ عَنْ قَوْمِهٖ اَرَادَ بِهَا الْاِصْلَاحَ ـ

২৭৮২. আবূ বাকরা (র) ..... হারূন ইব্ন রি'আব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি নিম্মোক্ত বাক্য অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের কারো দিয়ত ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি স্থাপন।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য নিজ অভাবের কারণে সওয়াল করাকে বৈধ করেছেন। যতক্ষণ না তার জীবিকার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রমাণিত হল যে, সুস্থতার কারণে সাদাকা হারাম হয় না; যখন কিনা এর দ্বারা তার নিজের দারিদ্র রোধ করা উদ্দেশ্য হয়, তবে যখন এর দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধিসহ অন্য কিছু উদ্দেশ্য হয় তখন তা তার জন্য হারাম বিবেচিত হয়। যে ব্যক্তি এর দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য করে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে যে উক্ত তিন কারণ ব্যতীত তা তালাশ করে, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কর্তৃক কাবীসা ইব্ন মুখারিক (রা)-এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। যা আমরা বর্ণনা করেছি এবং তা তার জন্য অবৈধ (হারাম)।

সামুরা (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٢٧٨٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَسَائِلُ كَدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ اَبْقٰى عَلٰى وَجْهِهٖ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ اِلاَّ اَنْ يَسْاَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ اَوْ يَسْاَلَ فِىْ اَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ـ

২৭৮৩. ইব্ন মারযূক (র) ..... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ভিক্ষা হল (আঘাতের) ক্ষত চিহ্ন, যার দ্বারা মানুষ নিজ চেহারাকেই আঘাতপ্রাপ্ত করে ফেলে। সুতরাং কেউ যদি চায় নিজ চেহারায় তা বাকি রাখুক, আর কেউ যদি চায় তা পরিত্যাগ করুক। তবে শাসকের নিকট কেউ কিছু যাচনা (দাবি) করা বা এমন অবস্থায় চাওয়া, যা ছাড়া গত্যন্তর নেই তবে তা কথা ভিন্ন কথা।

٢٧٨٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৭৮৪. ইব্ন মারযূক (র) ..... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٧٨٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৭৮৫. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই হাদীসে এমন প্রত্যেক অবস্থায় যাচনা করা যা ছাড়া গত্যন্তর নেই, বৈধ করে দেয়া হয়েছে। কাবীসা (রা)-এর হাদীসে যেই যাচনা করা বৈধ করা হয়েছে তা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এ হাদীসে তা ছাড়া অপরাপর বিষয়সমূহ অতিরিক্ত ব্যক্ত হয়েছে যা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এতে বিশেষ করে প্রয়োজন (অভাব) -এর কারণে যাচনা করার বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে, পঙ্গুত্বের কারণে নয়।

আনাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

٢٧٨٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْاَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الْحَنَفِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ اِلَّا لِثَلَاثٍ لِغُرْمٍ مُوْجِعٍ اَوْدَمٍ مُفْظِعٍ اَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ ـ

২৭৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর কাছে যাচনা করল। তিনি বললেন ঃ তিন ব্যক্তি ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তি জায়িয নয়। দায়ভারে অতিষ্ঠ, খুনের বদলায় (প্রদানে) ভারাক্রান্ত কিংবা চরম দরিদ্র ব্যক্তির জন্য তা জায়িয আছে।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যেকটি এরূপ যার থেকে গত্যন্তর নেই। এটিও সামুরা (রা)-এর হাদীসের মর্মভুক্ত।

আবূ দাউদ খুদরী (রা) সূত্রেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٨٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِىِّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ ابْنِ السَّبِيْلِ اَوْ يَكُوْنَ لَهُ جَارٌ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَهْدِىَ لَهُ اَوْ يَدْعُوْهُ ـ

২৭৮৭. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ধনী ব্যক্তির জন্য সাদাকা হালাল নয়। তবে আল্লাহ্র রাস্তায় নিয়োজিত মুজাহিদ ব্যক্তি, বা মুসাফিরদের জন্য কিংবা তার কোন প্রতিবেশী সাদাকা গ্রহণের পর সে তাকে হাদিয়া প্রদান করল অথবা দাওয়াত দিল (এদের জন্য তা হালাল)।

٢٧٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْجَارُوْدِ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِبْنُ اَبِى لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৭৮৮. আবদুর রহমান ইব্নুল জারূদ (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্র রাস্তায় নিয়োজিত মুজাহিদ বা মুসাফিরের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদাকা হালাল করেছেন। বস্তুত এটি সুস্থ এবং অসুস্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, অভাবগ্রস্ত হওয়ার কারণে সাদাকা গ্রহণ হালাল হয়, তার সাথে পঙ্গুত্ব থাকুক অথবা না থাকুক। ওহাব ইব্ন খাম্বাশ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ وَهْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ رِدَاءَهُ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَذَهَبَ بِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَاتَحِلُّ اِلاَّ مِنْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِىَ بِهِ مَالَهُ فَاِنَّهُ خُمُوْشٌ فِىْ وَجْهِهٖ وَرَضْفٌ يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ اِنْ قَلِيْلٌ فَقَلِيْلٌ وَاِنْ كَثِيْرٌ فَكَثِيْرٌ -

২৭৮৯. আবূ উমাইয়া (র) ..... ওহাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এল, তখন তিনি আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন, সে তাঁর নিকট তাঁর চাদরটি যাচনা করল। তিনি তাকে তা দিয়ে দিলেন, লোকটি তা নিয়ে চলে গেল। তারপর নবী করীম ﷺ বললেন ঃ ভিক্ষাবৃত্তি হালাল নয়; তবে চরম দরিদ্র কিংবা দায়ভারে অতিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য জায়িয আছে। অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যদি কেউ ভিক্ষা করে তবে কিয়ামতের দিন সে তার চেহারা খামচানো অবস্থায় নিয়ে আসবে এবং সে খাবে জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর। যদি কম হয় তাহলে কম, যদি বেশি হয় তাহলে বেশি।

বস্তুত এই হাদীসেও নবী করীম ﷺ সংবাদ দিয়েছেন ঃ ভিক্ষাবৃত্তি দারিদ্র্য ও দায়ভারের কারণে হালাল হয়। এটি প্রমাণ বহন করে যে, ভিক্ষা বৃত্তি বিশেষত এই দুই কারণে বৈধ এবং এতে পঙ্গুত্ব ও অন্য অবস্থার কারণে ভিন্নতা হবে না।

٢٧٩٠- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ مُخَوَّلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حُبْشِىِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ -

২৭৯০. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... হুব্শী ইব্ন জুনাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি দারিদ্র্য ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে সে জ্বলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করে।

٢٧٩١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا أَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৭৯১. ফাহাদ (র) ..... ইস্রাঈল (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই হুব্শী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি যা রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে অপরাপর বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে যে, ভিক্ষাবৃত্তি দারিদ্র্যের কারণে বৈধ সাব্যস্ত হয়।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও (অনেক) হাদীস মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٩٢- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالاَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ النَّخْعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَسْأَلُ عَبْدٌ مَسْأَلَةً وَلَهُ مَايُغْنِيْهِ اِلاَّ جَاءَتْ شَيْئًا أَوْ كُدُوْحًا أَوْ خُدُوْشًا فِيْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَا غِنَاهُ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ -

২৭৯২. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ও নাস্র ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কারো প্রয়োজন মিটাবার মত কিছু বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি সে ভিক্ষা করে তবে কিয়ামতের দিন সে এভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় বিকৃতি বা আঘাতের ক্ষতচিহ্ন থাকবে। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে একজন অমুখাপেক্ষী হবে ? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম, (রৌপ্য মুদ্রা) বা সেই হিসাব অনুযায়ী সোনা।

٢٧٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُدُوْحًا فِيْ وَجْهِهِ وَلَمْ يَشُكَّ وَزَادَ فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ لَوْ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ حَكِيْمٍ فَقَالَ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ مِثْلَهُ -

২৭৯৩. আহমদ ইব্ন খালিদ আল-বাগদাদী (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ তার চেহারায় আঘাতের ক্ষতচিহ্ন থাকবে। তিনি এ পাঠে সন্দেহ পোষণ করেননি। আর তিনি অতিরিক্ত বলেছেন যে, সুফিয়ান (র)-কে বলা হলো, যদি তা হাকীম (র) ব্যতীত অন্য থেকে বর্ণিত হয়ে থাকে। তিনি বললেন, আমার নিকট এটি যুবাইদ (র)-মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٧٩٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَاِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا ظَهْرُ غِنًى قَالَ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ عِنْدَ اَهْلِهِ مَا يُغَدِّيْهِمْ اَوْمَا يُعَشِّيْهِمْ ـ

২৭৯৪. আবূ বিশ্‌র আররকী (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌নুল হানযালিয়্যা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ যদি প্রয়োজন মিটাবার মত কিছু থাকা সত্ত্বেও লোকের কাছে ভিক্ষা চায় তাহলে সে জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গারকেই অধিক গ্রহণ করেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রয়োজন মিটাবার মত কিছু থাকা (অর্থ) কী ? তিনি বললেন ঃ কারো এ কথা জানা থাকা যে, তার পরিবারের নিকট সকালের বা বিকালের (রাতের) খাবার বিদ্যমান আছে।

٢٧٩٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ شَيْئًا فِىْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

২৭৯৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কারো কাছে যদি প্রয়োজন মিটাবার মত কিছু থাকে তা সত্ত্বেও সে ভিক্ষা চায়, তবে কিয়ামতের দিন সে তার চেহারা বিকৃত অবস্থায় উপস্থিত হবে।

٢٧٩٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ اُوْقِيَةٍ فَقَدْ اَلْحَفَ ـ

২৭৯৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কারো কাছে এক উকিয়ার (চল্লিশ দিরহাম রৌপ্য) মূল্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি সে ভিক্ষা চায় তাহলে সে অবশ্যই ভিক্ষাবৃত্তিতে বাড়াবাড়ি করল।

٢٧٩٧ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَالِحِ الْاَزْدِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا هُوَ جَمْرٌ فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ـ

২৭৯৭. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (সম্পদ) বৃদ্ধির জন্য লোকদের কাছে তাদের সম্পদ যাচনা করে তবে প্রকৃতপক্ষে সেটি হচ্ছে জ্বলন্ত অঙ্গার। অতএব সে তা কম করুক কিংবা বেশি করুক।

٢٧٩٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى اَسَدٍ قَالَ نَزَلْتُ اَنَا وَاَهْلِىْ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِىْ اَهْلِىْ اِذْهَبْ اِلٰى رَسُوْلِ

اللّٰه ﷺ فَاسْأَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ وَجَعَلُوْا يَذْكُرُوْنَ حَاجَتَهُمْ فَذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ لَا اَجِدُ مَا اُعْطِيْكَ فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لَعَمْرِىْ اِنَّكَ لَتُفَضِّلُ مَنْ شِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَىَّ اَنْ لَا اَجِدَ مَا اُعْطِيْهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَعِنْدَهُ اُوْقِيَةٌ اَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافًا قَالَ الْاَسَدِىُّ فَقُلْتُ لَمُلْحَقَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ اُوْقِيَةٍ قَالَ وَالْاُوْقِيَةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ بِشَعِيْرٍ وَزَبِيْبٍ وَزُبْدٍ فَقَسَّمَ لَنَا مِنْهُ حَتّٰى اَغْنَانَا اللّٰهُ ـ

২৭৯৮. ইউনুস (র) ..... বনূ আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার পরিবার নিয়ে বাকীউল গারকাদে অবতরণ করি। তখন আমাকে আমার পরিবার বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যাও এবং তাঁর কাছে আমাদের জন্য কিছু যাচনা কর, যেন তা আহার করতে পারি এবং তারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করতে লাগল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং দেখতে পেলাম তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি যাচনা করছে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন, তোমাকে দেবার মত কিছু নেই। লোকটি রাগান্বিত হয়ে ফিরে চলল এবং বলতে লাগল, আল্লাহ্র কসম, অবশ্যই আপনি যাকে ইচ্ছা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে আমার প্রতি রাগান্বিত হচ্ছে, আমার কাছে তাকে দিবার মত কিছু নেই বলে। তোমাদের কেউ যদি যাচনা করে অথচ তার কাছে এক উকিয়া (চল্লিশ দিরহাম রৌপ্য) বা এর সমপরিমাণ বিদ্যমান থাকে তাহলে সে সওয়ালের মধ্যে বাড়াবাড়ি করল। আসাদী (লোকটি) বলল, আমি বললাম, অবশ্যই আমাদের গর্ভবতী উটনী আমাদের জন্য এক উকিয়া অপেক্ষা উত্তম। আর উকিয়া হচ্ছে, চল্লিশ দিরহাম রৌপ্য। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট সওয়াল না করে ফিরে গেলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট (সাদাকার) যব, কিশমিশ ও মাখন এলে তা থেকে কিছু আমাদের জন্য বন্টন করে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন।

٢٧٩٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الْهَجَرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ الْاَيْدِىْ ثَلٰثٌ فَيَدُ اللّٰهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِىْ تَلِيْهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلٰى اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاسْتَعْفِفْ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ وَلَا تُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَاِذَا اٰتَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ ـ

২৭৯৯. আবূ বাকরা (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হাত তিনটি (তিন প্রকারের) আল্লাহ্র হাত সুউচ্চ, দাতার হাত, যা তার নিকটবর্তী ও যাচনাকারীর হাত কিয়ামত পর্যন্ত নিচু। যথাসম্ভব তুমি (সওয়াল থেকে) বিরত থাকবে, তোমার ব্যাপারে তুমি অক্ষম হবে না, জরুরী খরচ পরিমাণ রাখার জন্য তোমার উপরে ভর্ৎসনা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাকে সম্পদ দান করেন, তখন এর নিদর্শন তোমার উপরে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই সমস্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দারিদ্র্যের কারণে ভিক্ষা বৃত্তিকে বৈধ করেছেন, অন্য কারণে নয়। আমাদের মতে এই সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্ম বিশ্লেষণ অপরিহার্য করে যে, নবী

করীম ﷺ তাঁর নিম্নোক্ত বাণী "সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা হালাল নয়" দ্বারা যে ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন, সে অন্য ব্যক্তি, যাকে আমরা তা থেকে ওহাব ইব্ন খাম্বাশ (রা)-এর হাদীসে নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারা বাদ দিয়েছি-"তবে চরম দারিদ্র্য কিংবা দায়ভারে অতিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য জায়িয আছে"। আর যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সওয়াল করে এবং সাদাকার সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়, সে ব্যতিক্রম, যাতে এই সমস্ত হাদীস সহীহ হয়ে যায়, এর অর্থ ও মর্ম সাংঘর্ষিক না হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসের যে মর্ম আমরা গ্রহণ করেছি-এটি হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের মর্ম সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপনকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে আর সেই হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

٢٨٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ثَنَا السَّائِبُ ابْنُ يَزِيْدَ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ السَّعْدِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ خِلَافَتِهٖ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَلِيْ مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَا تُرِيْدُ اِلٰى ذٰلِكَ قُلْتُ اِنَّ لِيْ اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا اَتَّجِرُ وَاُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عُمَالَتِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّيْ قَدْ كُنْتُ اَرَدْتُ الَّذِيْ اَرَدْتَ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهٖ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّيْ حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ -

২৮০০. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্নুস্ সা'দী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফত যুগে তাঁর নিকট এলেন। উমর (রা) তাকে বললেন, আমি কি বর্ণনা করব না ? তুমি নিশ্চয় লোকদের কাজের দায়িত্বশীল হয়েছ, তোমাকে যখন কাজের বিনিময় প্রদান করা হয় তুমি তা অপসন্দ কর। তিনি বললেন, হাঁ, আমি অপসন্দ করি। উমর (রা) বললেন, এতে তোমার কি উদ্দেশ ? (এমনটি কেন কর ?)। আমি বললাম, আমার নিকট অনেক ঘোড়া ও গোলাম বিদ্যমান আছে এবং আমি নিজে ব্যবসাও করি। আমি চাচ্ছি আমার বিনিময় (বেতন-ভাতা) মুসলমানদের জন্য সাদাকা হয়ে যাক। এতে উমর (রা) বললেন, তুমি এমনটি করবে না। (বরং নিয়ে নাও)। তুমি যা চাচ্ছ আমিও তা চেয়ে ছিলাম। নবী করীম ﷺ আমাকে বিনিময় (ভাতা) দিচ্ছিলেন, আমি (এতে) বলছিলাম, আমার চাইতে যে ব্যক্তি অধিক অভাবগ্রস্ত তাকে তা দান করুন। তারপর একবার তিনি আমাকে কিছু সম্পদ দান করলেন, আমি তাঁকে সে কথাই বললাম। নবী করীম ﷺ বললেন ঃ ওটি নিয়ে নাও এবং নিজ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করে নাও। সুতরাং এরূপ সম্পদ থেকে যা তোমার কাছে আসবে অথচ তুমি তা প্রত্যাশা করনি এবং যাচনাও করনি, তাহলে তা নিয়ে নেবে। আর যা এরূপভাবে না আসে, তার পিছনে ছুটবে না।

তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসেও যাচনা করা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

তাকে বলা হবে যে, এটি সাদাকা-এর সম্পদ ছিল না, বরং তা ছিলো সেই সমস্ত সম্পদ, যা ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) লোকদের জন্য বন্টন করতেন। তা ধনী-দরিদ্র (সকলের জন্য) বন্টন করতেন। যেমনিভাবে উমর (রা) যখন দফতরসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের জন্য ভাগ নির্ধারণ করেছেন। তিনি ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য তা নির্ধারণ করেছেন। উক্ত সম্পদসমূহ যা লোকদেরকে দিয়েছিলেন তা দারিদ্র্যের কারণে দেননি, বরং তাতে তাদের অধিকার থাকার কারণে দিয়েছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর (রা)-এর জন্য যখন তাঁকে তা থেকে দান করেছিলেন তাঁর সেই উক্তিকে অপসন্দ করেছেন, যাতে তিনি বলেছিলেনঃ "আমার চাইতে যে ব্যক্তি অধিক অভাবগ্রস্ত তাকে তা দান করুন।" অর্থাৎ আমি ﷺ তোমাকে তা এই জন্য দিচ্ছি না যে তুমি অভাবগ্রস্ত, বরং আমি তোমাকে তা অন্য কারণে দিয়েছি। তারপর তিনি তাঁকে বলেছেন ঃ তুমি তা নিয়ে নাও এবং তা তোমার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এতেও প্রমাণিত হয় যে, তা সাদাকার সম্পদ থেকে ছিল না। যেহেতু ফকীরের জন্য সাদাকা থেকে এরূপ বস্তু নেয়া উচিত নয়, যা সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তার সওয়াল দ্বারা হোক বা সওয়াল ব্যতীত। তারপর তিনি বলেছেন ঃ "সুতরাং এরূপ সম্পদ থেকে যা তোমার কাছে আসবে" যার হুকুম এটি। "অথচ তুমি তার 'মুশরিফ' অর্থাৎ প্রত্যাশাকারী ছিলে না" অর্থাৎ তা তুমি প্রত্যাশা ব্যতীত গ্রহণ করছ। আর 'ইশরাফ' বলা হয় "যা থেকে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে তার ইচ্ছা পোষণ করা।" আবার তাঁর উক্তি- وَلاَمُشْرِفْ -এর মধ্যে এ সম্ভাবনাও আছে যে, তুমি মুসলমানদের সম্পদ থেকে প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করবে না তাহলে তা হবে তাতে লোভ করা। তা থেকে এমন কিছু যাচনা করনি, যা তোমার প্রাপ্য নয়। আমাদের মতে এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের সঠিক বিশ্লেষণ। আল্লাহ্ উত্তম জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে সাদাকার সম্পদ সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস এসেছে তার অর্থাবলী আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরু ভাগে উল্লেখ করে এসেছি।

٣ـ بَابُ الْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوْزُ لَهَا اَنْ تُعْطِيَ زَوْجَهَا مِنْ زَكوٰةِ مَالِهَا اَمْ لاَ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ নারীর জন্য তার সম্পদের যাকাত আপন স্বামীকে দেয়া বৈধ কি-না ?

٢٨٠١ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِاِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهٗ سَوَاءُ قَالَتْ كُنْتُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَرَاٰنِيْ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلْيِكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْتَامٍ فِيْ حَجْرِهَا فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ سَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِّيْ اَنْ اَنْفَقْتُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِيْ حَجْرِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ سَلِيْ اَنْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِيْ فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْتُ سَلْ لَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ يُجْزِيْ عَنِّيْ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَلٰى زَوْجِيْ وَاَيْتَامٍ فِيْ

تُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا قَالَتْ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ نَعَمْ يَكُوْنُ لَهَا أَجْرًا لِقَرَابَةِ وَأَجْرًا لِصَدَقَةِ ـ

২৮০১. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা)-এর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি মসজিদে ছিলাম এবং নবী করীম ﷺ আমাকে মসজিদে দেখলেন এবং বললেন ঃ "তোমরা সাদাকা দাও, তোমাদের অলংকার থেকে হলেও"। যায়নাব (রা) (তাঁর স্বামী) আবদুল্লাহর (রা) ও কিছুসংখ্যক ইয়াতীম যা তাঁর প্রতিপালনে ছিল, তাদের খরচ ও ব্যয়ভার চালাতেন। তিনি আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা কর, আমি আমার মালের সাদাকা থেকে যদি তোমার ও সেই সব ইয়াতীমদের খরচ ও ব্যয়ভার গ্রহণ করি যারা আমার প্রতিপালনে রয়েছে তাহলেও জায়িয হবে কিনা ? তিনি বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে নিজে জিজ্ঞাসা কর। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমি গিয়ে দরজায় এক আনসারী মহিলাকে পেলাম। তিনিও আমার মত অভিন্ন মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন। (এমন সময়) বিলাল (রা) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা কর-- আমি আমার সাদাকা থেকে যদি আমার স্বামী ও আমার প্রতিপালনে যেসব ইয়াতীম রয়েছে তাদের খরচ ও ব্যয়ভার গ্রহণ করি তাহলে তা জায়িয হবে কিনা ? আর আমরা বললাম আমাদের পরিচয় জানাবে না (আমরা কারা)। তিনি বলেন, বিলাল (রা) প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তাঁরা দুইজন কাঁরা ? তিনি বললেন, যায়নাব। তিনি বললেন, সে কোন্ যায়নাব ? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ (রা)-এর স্ত্রী। তিনি (উত্তরে) বললেন, হাঁ, তাঁর জন্য (দ্বিগুণ) সাওয়াব। (একটি) আত্মীয়তা রক্ষার সাওয়াব আরেকটি সাদাকার।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, নারীর জন্য নিজ স্বামীকে নিজের সম্পদের যাকাত প্রদান করা জায়িয আছে। তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) অন্যতম। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) অন্যতম। তাঁরা বলেছেন ঃ নারীর জন্য নিজ মালের যাকাত স্বামীকে প্রদান করা জায়িয নয়। যেমনিভাবে স্বামীর জন্য নিজ মালের যাকাত স্ত্রীকে দেয়া জায়িয নয়।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দলের দলীল এই যে, যায়নাব (রা)-এর হাদীসে প্রথম দলের দলীল, যা তাঁরা দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে পেশ করেছিলেন, তাতে উক্ত সাদাকা যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ হাদীসে তাঁর উপর নির্দিষ্ট করেছেন, বস্তুত তা ছিল যাকাত ব্যতীত অন্য নফল সাদাকা। আর তা নিম্নোক্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

٢٨٠٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَابِطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنْعَاءَ وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَالٌ فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْهَا فَقَالَتْ لَقَدْ شَغَلْتَنِي وَاللّٰهِ أَنْتَ وَ وَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ فَمَا اسْتَطِيْعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ

بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِي ذَٰلِكَ أَجْرَانِ تَفْعَلِي فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هِيَ وَهُوَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيْعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِوَلَدِيْ وَلَا لِزَوْجِيْ شَيْءٌ فَشَغَلُوْنِيْ فَلَا أَتَصَدَّقُ فَهَلْ لِيْ فِيْهِمْ أَجْرٌ فَقَالَ لَكِ فِيْ ذَٰلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقِيْ عَلَيْهِمْ ـ

২৮০২. ইউনুস (র) ..... রাবিতা বিন্ত আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একজন হস্ত শিল্পী ছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন সম্পদ ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, রাবিতা (যায়নাব রা) তা থেকে তাঁর ও তার সন্তানের উপর ব্যয় করতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি এবং তোমার সন্তান আমাকে সাদাকা থেকে বিরত রেখেছে। তোমাদের সাথে আমি কোন কিছু সাদাকা করতে সক্ষম হই না। একবার তিনি (ইব্ন মাসঊদ রা) বল্লেন, আমি পসন্দ করি না যে, তুমি আমার জন্য ব্যয় কর, যদি এতে তোমার সাওয়াব না হয় তাহলে খরচ করবে না। তারপর রাবিতা (রা) ও তাঁর স্বামী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাবিতা (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন হস্ত-শিল্পী মহিলা, এর থেকে আমি বিক্রয় করি। আর আমার স্বামী-সন্তানের কোন সম্পদ নেই। তাঁরা আমাকে সাদাকা থেকে বিরত রেখেছেন, আমি সাদাকা করতে পারি না। (বলুন) তাদের জন্য যা খরচ করি তাতে আমার সাওয়াব হবে ? তিনি বললেন, "এতে তোমার সাওয়াব রয়েছে, যা তুমি তাদের জন্য খরচ করছ। অতএব তুমি তাদের জন্য খরচ কর।"

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হচ্ছে যে, উক্ত সাদাকা যাকাত খাতের ছিল না। আর এই রাবিতা (রা)-ই আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে তিনি ব্যতীত আবদুল্লাহ (রা)-এর অন্য কোন স্ত্রী ছিলো বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত উক্ত সাদাকা যে নফল সাদাকা ছিলো, এর প্রমাণ হলো যেমনিভাবে আমরা তাঁর উক্তি উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি একজন হস্তশিল্পী মহিলা ছিলাম, হাতের কাজ করি, এর থেকে উৎপাদিত বস্তু বিক্রয় করে আবদুল্লাহ (রা)-এর উপর (জন্য) ব্যয় করি। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি এবং প্রথম হাদীসে তাঁর প্রশ্নের উত্তর, এটি এবং রাবিতা (রা)-এর এই হাদীসে যে, আমি এর থেকে আবদুল্লাহ (রা) ও তার সন্তানের উপর ব্যয় করি। (এই সমস্ত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তা নফল সাদাকা ছিলো)।

আলিমগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মহিলার জন্য তার সন্তানের উপর নিজ মালের যাকাত খরচ করা জায়িয নয়। তিনি (রাবিতা) যখন নিজ সন্তানের জন্য যা খরচ করেছেন তা যাকাত নয়, অনুরূপভাবে নিজ স্বামীর জন্য যা খরচ করেছেন সেটিও যাকাত নয়।

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত সাদাকা যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই মহিলার স্বামীর উপরে খরচ করা তাঁর জন্য বৈধ ঘোষণা দিয়েছেন– তা ছিলো যাকাত ব্যতীত অন্য নফল সাদাকা।

٢٨٠٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرِ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ الْكَعْبِيِّ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ

مِنَ الصُّبْحِ يَوْمًا فَاَتَى عَلَى النِّسَاءِ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عُقُوْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ بِعُقُوْلِ ذَوِى الْاَلْبَابِ مِنْكُنَّ وَاِنِّى قَدْ رَأَيْتُ اَنَّكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقَرَّبْنَ اِلَى اللّٰهِ بِمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَكَانَ فِى النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَانْقَلَبَتْ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيْنَ تَذْهَبِيْنَ بِهٰذَا الْحُلِىِّ فَقَالَتْ اَتَقَرَّبُ بِهٖ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ لاَّيَجْعَلَنِىْ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالَ هَلُمِّىْ بِذٰلِكَ وَيْلَكِ تَصَدَّقِىْ بِهٖ عَلَىَّ وَعَلٰى وَلَدِىْ فَقَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى اَذْهَبَ بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اَىُّ الزَّيَانِبِ هِىَ قَالُوْا امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً فَرَجَعْتُ اِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَحَدَّثْتُهُ فَاَخَذْتُ حُلِيًّا اَتَقَرَّبُ بِهٖ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِلَيْكَ رَجَاءً اَنْ لاَ يَجْعَلْنِىَ اللّٰهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَصَدَّقِىْ بِهٖ عَلَىَّ وَعَلٰى بُنَىَّ فَاِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ فَقُلْتُ لَهٗ حَتّٰى اَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقِىْ بِهٖ عَلَيْهِ وَعَلٰى بَنِيْهِ فَاِنَّهُمْ لَهٗ مَوْضِعٌ ـ

২৮০৩. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় শেষে মসজিদে (যেদিকে মহিলারা ছিলেন) মহিলাদের নিকটে আসলেন এবং বললেন, "হে মহিলা সমাজ, আমি তোমাদের অপেক্ষা কাউকে জ্ঞান ও দীনের দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ দেখিনি। আমি নিশ্চয় দেখেছি যে, কিয়ামতের দিন তোমরা অধিক সংখ্যায় জাহান্নামী হবে। সুতরাং যথাসম্ভব তোমরা আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর।" (তখন) মহিলাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছেন তা তাঁকে বললেন এবং (সাদাকা দেয়ার জন্য) নিজ অলংকার খুলে নিয়ে যেতে লাগলেন। এতে ইব্ন মাসউদ (রা) বললেন, এ অলংকার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? তিনি বললেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল-এর নৈকট্য অর্জন করব, সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। তিনি বললেন, এটি নিয়ে এসো, তোমার জন্য আফসোস! এ দিয়ে আমার এবং আমার সন্তানদের জন্য সাদাকা কর। তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র কসম, যতক্ষণ না আমি এ বিষয়ে (জিজ্ঞাসার জন্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাই। তারপর তিনি গেলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। (উপস্থিত) লোকেরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! যায়নাব (রা) অনুমতি প্রার্থনা করছে। তিনি বললেন, সে কোন্ যায়নাব ? তাঁরা বললেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী। তারপর তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আমি আপনার বক্তব্য শুনেছি, তারপর ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট ফিরে গিয়ে তার নিকট তা বর্ণনা করেছি। আমি আমার অলংকার নিয়ে যেতে চেয়েছি, যেন

এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ও আপনার নৈকট্য অর্জন করতে পারি এ আশায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বললেন তুমি আমার এবং আমার সন্তানের জন্য তা সাদাকা কর। আমি এর উপযুক্ত স্থান। আমি তাঁকে বললাম, যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করি (তা করব না)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তাঁর ও তাঁর সন্তানের উপর তা সাদাকা কর– যেহেতু তাঁরা এর জন্য উপযুক্ত খাত হিসাবে বিবেচিত।

٢٨٠٤- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَرِيُّ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২৮০৪. হুসাইন ইব্নুল হাকাম আল-হিবারী (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উক্তি 'সাদকা কর' এর উদ্দেশ্য ছিল, নফল সাদাকা গুনাহের কাফ্ফারাস্বরূপ। তাঁর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে, তিনি বলেন, যায়নাব (রা) তার অলংকার নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি গ্রহণ করুন, এর দ্বারা আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নৈকট্য অর্জন করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, এর দ্বারা তুমি আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর সন্তানদের উপরে সাদাকা কর, যেহেতু তাঁরা এর জন্য উপযুক্ত খাত হিসাবে বিবেচিত। সমস্ত অলংকার দ্বারা সাদাকা প্রদান ছিল নফল (সাদাকা), যাকাত থেকে নয়। কেননা যাকাত সমস্ত সম্পদ দ্বারা সাদাকা করাকে জরুরী (ওয়াজিব) করে না বরং এর অংশ দ্বারা সাদাকা করাকে ওয়াজিব করে।

অতএব এটিও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও তাঁর মতের অনুসারীদের প্রথমোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার অসারতার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং যায়নাব (রা)-এর হাদীস দ্বারা এই কথা প্রমাণ করে যে, নারী তার সম্পদের যাকাত তার স্বামীকে দিতে পারবে, যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় এটি আমাদের উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বাতিল হয়ে গিয়েছে। বস্তুত আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিধান পরবর্তীতে যুক্তির নিরিখে ও নীতিমালার ভিত্তিতে খুঁজে নেয়ার প্রয়াস পাব।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ঃ আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে, আলিমগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, স্ত্রীকে তার স্বামী তার মালের যাকাত দিবে না (দেয়া জায়িয নয়) যদিও স্ত্রী অভাবগ্রস্ত হয়। আর এ ব্যাপারে সে অন্যের মত নয়। যেহেতু আমরা দেখছি যে, ভাই তার অভাবগ্রস্ত বোনকে তার যাকাত দিচ্ছে (দেয়া জায়িয) যদিও ভাইয়ের উপরে তার ব্যয়ভার জরুরী হয়ে থাকে। এতে কিন্তু সে সেই ব্যক্তির হুকুম থেকে বের হবে না যাকে কিনা যাকাত প্রদান করা হয়। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে কারণে স্বামীর জন্য নিজ স্ত্রীকে নিজের সম্পদের যাকাত প্রদান করা নিষিদ্ধ তা কিন্তু এটি নয় যে, স্বামীর উপরে স্ত্রীর ব্যয়ভার ওয়াজিব বরং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যখানে যে কারণ (দাম্পত্য বন্ধন) বিদ্যমান রয়েছে তার কারণে এটি না জায়িয। বস্তুত এটি পিতা-মাতা সন্তানের মাঝখানে বংশগত সম্পর্কের ন্যায়, যে কারণে মাতা-পিতা ও সন্তানকে পরস্পরে যাকাত প্রদান করা নিষিদ্ধ। আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা যখন সাব্যস্ত হলো যে, স্ত্রীকে যে কারণে তার স্বামী নিজ মালের যাকাত প্রদান করা নিষিদ্ধ যদিও স্ত্রী অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে। এটি সেই

কারণের অনুরূপ যা সন্তান এবং মাতা-পিতার মাঝখানে বিদ্যমান। যে কারণে সন্তানের জন্য নিষিদ্ধ নিজের মাতা-পিতাকে তার যাকাত প্রদান করা যদিও মাতা-পিতা অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে মাতা-পিতাও নিজেদের সন্তানকে নিজেদের যাকাত প্রদান করবে না যদিও সে অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং সন্তান ও মাতা-পিতার মাঝখানে বংশ সম্পর্কের কারণে সন্তান কর্তৃক মাতা-পিতাকে যাকাত প্রদান করা তার জন্য নিষিদ্ধ এবং মাতা-পিতা কর্তৃক তাকে যাকাত (সন্তানকে) যাকাত দেয়া নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে দাম্পত্য বন্ধনের কারণে স্বামীর জন্য নিষিদ্ধ স্ত্রীকে যাকাত প্রদান করা এবং স্ত্রীর জন্যও নিষিদ্ধ স্বামীকে যাকাত প্রদান করা।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে এই দাম্পত্য বন্ধনের কারণে একজনের সাক্ষ্য অপর জনের ব্যাপারে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে তাদের উভয়কে মাহ্রাম আত্মীয় (মাতা-পিতা ও সন্তান)-এর তুল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাদের একজনের সাক্ষ্য অপর জনের ব্যাপারে বৈধ নয়। (গ্রহণযোগ্য নয়)। আরো লক্ষ্য করেছি যে, তাদের প্রত্যেকেই একজন অপরজন থেকে হিবা (দান) এর পর তা ফিরিয়ে নেয়া জায়িয নয় সেই ব্যক্তির বক্তব্য অনুযায়ী যে কিনা দুই আত্মীয়ের মাঝে হিবা সংক্রান্ত বিষয়ে ফিরিয়ে নেয়াকে জায়িয বলে। স্বামী-স্ত্রীকে যখন সাক্ষ্য গ্রহণ করা ও হিবার পর ফিরিয়ে নেয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মাহ্রাম আত্মীয়ের ন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে অতএব যুক্তির চাহিদা মতেও পরস্পরে যাকাত প্রদান করাও অনুরূপ (নিষিদ্ধ) হবে। আর এটিই হচ্ছে, এ অনুচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ, আর এটি হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

٤- بَابُ الْخَيْلِ لِسَائِمَةٍ هَلْ فِيْهَا صَدَقَةٌ أَمْ لَا

৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তভাবে বিচরণকারী ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাত আছে কি-না ?

٢٨٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ الْخَيْلَ فَقَالَ هِيَ لِثَلٰثَةٍ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِيْ هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسٰى حَقَّ ظُهُوْرِهَا وَبُطُوْنِهَا فِيْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا -

২৮০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার ঘোড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, তা তিন প্রকার। (ক) (ঘোড়া) মানুষের জন্য সাওয়াবের উপায় (খ) মানুষের (অভাবের) জন্য পর্দা (ঘ) এবং মানুষের গুনাহ্ (ও শাস্তির কারণ)।

বস্তুত সে ঘোড়া তার জন্য পর্দা (স্বরূপ) যে ব্যক্তি তা অনুগ্রহ করা ও সৌন্দর্যের জন্য পালন করে এবং কঠিন ও সহজ (সর্বাবস্থায়) তার পেট-(খাদ্য) ও পিঠের (অতিরিক্ত ভার বহনে বিরত থাকা) হক সম্পর্কে ভুলে যায় না।

٢٨٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ رِقَابِهَا وَلَا فِيْ ظُهُوْرِهَا فَقَطْ -

২৮০৬. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেন ঃ তার গর্দান ও পিঠের ব্যাপারে আল্লাহ্র হক ভুলে না শুধু এতটুকু বলেছেন।

٢٨٠٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৮০৭. ইউনুস (র) ..... যায়দ ইব্ন আসলাম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত পোষণ করেন। যখন তা পুরুষ (ঘোড়া) ও স্ত্রী (ঘোড়া) হবে এবং এর মালিক-এর বংশ বৃদ্ধির প্রত্যাশা করে। তাঁরা তাতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْهَا (এবং তাতে আল্লাহ্র হক ভুলে না) দ্বারা দলীল পেশ করেন। তারা বলেছেন যে, এটা প্রমাণ করে যে, এতে আল্লাহ্র হক (যাকাত) রয়েছে। আর এটি অপরাপর সমস্ত সম্পদের হকের (যাকাতের) ন্যায় যাতে যাকাত ওয়াজিব হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٨٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ اَبِي يُقَوِّمُ الْخَيْلَ وَيَدْفَعُ صَدَقَتَهَا اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

২৮০৮. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার পিতাকে দেখেছি তিনি ঘোড়ার মূল্য নির্ধারণ করে এর যাকাত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে প্রদান করতেন।

٢٨٠٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْفَرَسِ عَشَرَةً وَمِنَ الْبِرْذَوْنِ خَمْسَةً -

২৮০৯. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) (আরবী) ঘোড়া থেকে দশ দিরহাম এবং (ইরানী কিংবা তুর্কী ঘোড়া) থেকে পাঁচ দিরহাম আদায় করতেন।

٢٨١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৮১০. আবূ বাকরা (র) ..... হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এই অভিমত যাঁরা ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র) ও অন্যতম। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) অন্যতম। তাঁরা বলেছেন ঃ মুক্তভাবে বিচরণকারী ঘোড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই যাকাত নেই।

প্রথমোক্ত আলিমদের পেশকৃত দলীলের উত্তর ঃ প্রথমোক্ত বক্তব্য পেশকারীদের বিরুদ্ধে তাঁদের (দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের) দলীল। তাঁরা যে তাদের মতের স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা দলীল দিয়েছেন ঃ وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْهَا [এবং তাতে আল্লাহ্র হক (যাকাত) ভুলে না] বস্তুত হতে পারে, উক্ত হক দ্বারা যাকাত ব্যতীত অন্য হক (নফল সাদাকা) উদ্দেশ্য। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত আছে ঃ

٢٨١١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكٰوةِ وَتَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ -

২৮১১. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যাকাত ছাড়াও ধন-সম্পদে অবশ্যই আরো হক রয়েছে। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (অর্থ) ঃ কোন পুণ্য নেই তোমাদের মুখ ফিরানোতে ..... শেষ পর্যন্ত (২ বাকারা ঃ ১৭৭)

সুতরাং যখন আমরা দেখছি যে, সম্পদে যাকাত ব্যতীত অন্য হক সাব্যস্ত করা হয়েছে তাহলে সম্ভাবনা থাকছে যে, সেই হক যা কিনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন, সেটি এই দ্বিতীয় হক।

আরেকটি দলীল ঃ হাদীসে ব্যক্ত যাকাত, যা আমরা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি, তা আবদ্ধ ঘোড়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, মুক্তভাবে বিচরণকারী ঘোড়ার ক্ষেত্রে বলা হয়নি।

আরেকটি দলীল ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুক্তভাবে বিচরণকারী উটের (বিষয়টি) ও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এতে হক রয়েছে। এ হক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তা কিরূপ ? তিনি বলেনঃ নর উটকে (মাদী উটের সাথে) প্রজননেব জন্য দেয়া, উটকে পানি পান করানোর জন্য বালতি ধার দেয়া ও দুগ্ধবতী উটনীকে (নিজের অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশীকে দুধ পান করার নিমিত্ত কিছু দিনের জন্য) প্রদান করা।

٢٨١٢- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

২৮১২. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। যখন কিনা উটের ক্ষেত্রেও যাকাত ভিন্ন অন্য হক রয়েছে তাহলে সম্ভাবনা থাকছে যে, ঘোড়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে।

তাঁরা যে সেই রিওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যা আমরা উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছি, আমাদের মতে এতেও তাঁদের জন্য দলীল নেই। যেহেতু উমর (রা) তা তাদের থেকে (ঘোড়ার ক্ষেত্রে) ওয়াজিব হওয়ার কারণে গ্রহণ করেননি।

বস্তুত যে কারণে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) তা গ্রহণ করেছেন, তা হারিসা ইব্ন মুযাররিব (র) নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

٢٨١٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَعْرُوْفُ بِسُحَيْمِ الْحَرَّانِىِّ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ

اللّٰهُ عَنْهُ فَاَتَاهُ اَشْرَافُ مِّنْ اَشْرَافِ اَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوْا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّا قَدْ اَصَبْنَا دَوَابَّ وَاَمْوَالاً فَخُذْ مِنْ اَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُوْنُ لَنَا زَكٰوةً فَقَالَ هٰذَا شَئٌ لَمْ يَفْعَلِ اللَّذَانِ كَانَا قَبْلِى وَلٰكِنِ انْتَظِرُوْا حَتّٰى اَسْاَلَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَاَلَ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالُوْا حَسَنٌ وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَاكِتٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مَعَهُمْ فَقَالَ مَالَكَ يَا اَبَا الْحَسَنِ لاَتَتَكَلَّمُ قَالَ قَدْ اَشَارُوْا عَلَيْكَ وَلاَبَأْسَ بِمَا قَالُوْا اِنْ لَّمْ يَكُنْ اَمْرًا وَاجِبًا وَلاَ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُوْنَ بِهَا قَالَ فَاَخَذَ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ عَشَرَةً وَمِنْ كُلِّ فَرَسٍ عَشَرَةً وَمِنْ كُلِّ هَجِيْنٍ ثَمَانِيَةً وَمِنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ اَوْ بَغْلٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِى السَّنَةِ وَرَزَقَهُمْ كُلَّ شَهْرٍ الْفَرَسَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَالْهَجِيْنَ ثَمَانِيَةً وَالْبَغْلَ خَمْسَةً وَالْمَمْلُوْكَ جَرِيْبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ ـ

২৮১৩. ফাহাদ (র) ..... হারিসা ইব্ন মুযাররিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে হজ্জ পালন করেছি। সে সময়ে তাঁর নিকট সিরিয়ার অভিজাত লোকেরা এলেন এবং তাঁরা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমরা জন্তু এবং সম্পদ লাভ করেছি। সুতরাং আমাদের সম্পদ থেকে সাদ্কা (যাকাত) গ্রহণ করুন, এর দ্বারা আমাদেরকে পবিত্র করুন এবং আমাদের জন্য যাকাত (পবিত্রতা) হবে। তিনি বললেন, এটি এমন বস্তু যা আমার পূর্ববর্তী দুই ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বাকর রা) করেন নি। বরং তোমরা অপেক্ষা কর, আমি মুসলমানদেরকে (বিষয়টি সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা (পরামর্শ) করি। তারপর তিনি সাহাবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের মধ্যে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) বিদ্যমান ছিলেন। তাঁরা তা উত্তম বলে মন্তব্য করলেন। আলী (রা) চুপ রইলেন, তাঁদের সাথে মন্তব্য করলেন না। উমার (রা) বললেন, হে আবুল হাসান! আপনার কি হলো, কথা বলছেন না যে ? তিনি বললেন, লোকরা আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছেন তাতে কোন অসুবিধা নেই যদি তা ওয়াজিব বা নিয়মিত জিযয়া হিসাবে না হয় (বরং নফল হিসাবে হয়)। রাবী বলেন, তারপর তিনি বার্ষিক প্রত্যেক গোলামের ক্ষেত্রে দশ (দিরহাম), প্রত্যেক ঘোড়ার ক্ষেত্রে দশ (দিরহাম), প্রত্যেক এরূপ ঘোড়ার ক্ষেত্রে আট (দিরহাম) যার মা আরবী এবং বাপ অনারবী, প্রত্যেক ফারসী বা অনারবী ঘোড়ার ক্ষেত্রে অথবা খচ্চরের ক্ষেত্রে পাঁচ (দিরহাম) করে আদায় করতেন। তারপর (বায়তুল মাল থেকে) মাসিক রিযিক হিসাবে ঘোড়ার ক্ষেত্রে দশ দিরহাম, এরূপ ঘোড়ার ক্ষেত্রে যার মা আরবী এবং বাপ অনারবী আট (দিরহাম), খচ্চরের ক্ষেত্রে পাঁচ (দিরহাম) ও গোলামের ক্ষেত্রে দুই জারিব (গম)॥

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উমর (রা) তাদের থেকে যা গ্রহণ করেন তা যাকাত ছিলো না; বরং যাকাত ব্যতীত (নফল) সাদাকা ছিলো। উমার (রা) তাঁদেরকে বলেছিলেন ঃ এটি সেই দুই ব্যক্তি করেন নি যারা আমার পূর্বে ছিলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বাকর (রা)। এটি প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বাকর (রা) তাঁদের কালে উপস্থিত ঘোড়া থেকে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করেন নি। আর এ বিষয়ে উমর (রা) যা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন সাহাবী এর প্রতিবাদ করেননি, আবার উমর (রা)-এর উদ্দেশ্যে আলী (রা)-এর উক্তি "লোকেরা তো আপনাকে পরামর্শ দিয়েছে, যদি তা জিযয়া (কর)

এবং ওয়াজিব খারাজ (ভূমিকর) হিসেবে না হয়" এবং উমর (রা) কর্তৃক তা গ্রহণ করাতে বুঝা যাচ্ছে যে, উমর (রা) তাঁদের থেকে যা গ্রহণ করেছেন তা তাদের প্রস্তাবের কারণে এবং তা সাদাকার মধ্যে খরচ করার জন্য। আর তারা যখন ইচ্ছা করে তা তাঁকে দেয়া বন্ধ করে দিতে পারত। তারপর উমর (রা) উক্ত বিষয়ে গোলামের ব্যাপারে ও ঘোড়ার অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেছেন। আর এটি একথার দলীল নয় যে, সেই সমস্ত গোলাম যেগুলো ব্যবসায়ের জন্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে সাদাকা ওয়াজিব হবে। তা ছিলো তাদের গোলামদের ক্ষেত্রে নফল দান।

দ্বিতীয় পক্ষের আলিমগণের দলীল ঃ আলী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য ঘোড়া ও গোলামদের যাকাত মাফ করে দিলাম।

٢٨١٤- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا أَبِيْ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ ثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৮১৪. এটি ফাহাদ (র) ..... আলী (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٨١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ وَشُرَيْكٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৮১৫. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আলী (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨١٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِسْحٰقَ بْنِ أَبِيْ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৮১৬. রবী'উল জীযী (র) ..... আলী (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এটিও ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাতের বিষয়টি অস্বীকার করছে।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, এতে তো গোলামকেও একত্র করা হয়েছে। যখন ব্যবসায়িক গোলামের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে তা অস্বীকার করে না। অনুরূপভাবে তা মুক্তভাবে বিচরণকারী ঘোড়ার ক্ষেত্রেও যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করবে না। অনুরূপভাবে তাঁর উক্তি ঃ "আমি তোমাদের জন্য গোলামের ক্ষেত্রে যাকাতকে মাফ করে দিলাম" এর দ্বারা বিশেষভাবে খিদমতের গোলামকে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর উক্তি ঃ "আমি তোমাদের জন্য ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাতকে মাফ করে দিলাম" এর দ্বারা বিশেষ ভাবে সাওয়ারীর ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন, এটি তার সম্ভাবনা রাখছে। তবে এই হাদীস দ্বারা যাকাত নাকচ হওয়াটা যখন বাতিল হয়ে যাবে, তাহলে এর পূর্বে আমাদের উল্লেখ করা হাদীস দ্বারা যাকাত নাকচ হয়ে যাবে, যা হারিসা (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। যেহেতু তাতে আলী (রা) উমার (রা)-কে তাই বলেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং তা প্রমাণ বহন করে যে, আলী (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই উক্তির মর্ম হচ্ছে তা থেকে যাকাত নাকচ হওয়া। যদিও তা বিচরণকারী (ঘোড়া) হয়ে থাকে।

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, যার মর্ম আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত আসিম (র) ও হারিস (র)-এর হাদীসের মর্মের নিকটবর্তী।

٢٨١٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمٰنَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهٖ وَلاَ فِيْ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ -

২৮১৭. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মুসলিমের ঘোড়া ও দাসের উপর কোন যাকাত নেই।

٢٨١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৮১৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৮১৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٢٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৮২০. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ فُلَيْحٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الاَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُلَمَانَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ بِلاَلِ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৮২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٢٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عِرَاكٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৮২২. ইউনুস (র) ..... ইরাক (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٢٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ اَبِيْهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৮২৩. রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... খায়সাম ইব্‌ন ইরাক (র)-এর পিতা ইরাক (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

অতএব যখন আমাদের উল্লিখিত এই সমস্ত হাদীস থেকে কোন হাদীসেই মুক্তভাবে বিচরণকারী ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল নেই, উপরন্তু তাতে রয়েছে এমন বক্তব্য, যা তা থেকে যাকাতকে নাকচ করে দেয়, তাহলে এই সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্ম নিরূপণ দ্বারা সেই সমস্ত আলিমদের অভিমত সাব্যস্ত

হলো যাঁরা তাতে যাকাত (ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে) অভিমত ব্যক্ত করেন না। বস্তুত এটিই হচ্ছে, রিওয়ায়াতের দিক থেকে এই অনুচ্ছেদের হাদীস সমূহের সঠিক বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

সুতরাং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যারা তাতে যাকাত ওয়াজিব করেন, তাঁরা নর ও মাদী মিলিত ঘোড়ার ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব বলেন এবং তাঁর মালিক তা থেকে বংশ বিস্তারের প্রত্যাশা করে। পক্ষান্তরে শুধু নর ঘোড়ার ক্ষেত্রে এবং শুধু মাদী ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হয় না। আমরা সেই সমস্ত মুক্তভাবে বিচরণকারী জন্তুদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছি যেগুলোর ক্ষেত্রে সর্ববাদিসম্মত ভাবে যাকাত ওয়াজিব হয়, যেমন উট, গরু ও বকরী (ইত্যাদি), চাই সবগুলো নর হোক কিংবা মাদী। যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধু নর জন্তু, শুধু মাদী জন্তুর বিধান এবং মিলিত ভাবে নর ও মাদী জন্তুর বিধান অভিন্ন, তাই যখন শুধু নর ঘোড়া ও শুধু মাদী ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হয় না। অনুরূপ ভাবে যুক্তির চাহিদা মুতাবিক মিলিতভাবে নর ও মাদী ঘোড়ার ক্ষেত্রেও যাকাত ওয়াজিব হবে না।

আরেকটি দলীল ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, খচ্চর ও গাধার ক্ষেত্রে (ঐকমত্যভাবে) যাকাত নেই, যদিও তা মুক্তভাবে বিচরণকারী হয়ে থাকে। আর উট, গরু ও বকরীর ক্ষেত্রে (ঐকমত্যভাবে) যাকাত রয়েছে, যদি তা মুক্তভাবে বিচরণকারী হয়। আর মত বিরোধ হচ্ছে ঘোড়ার ক্ষেত্রে। অতএব আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাচ্ছি যে, উক্ত দুই প্রকার জন্তুর মধ্যে কোনটি ঘোড়ার সাথে অধিক সাদৃশ্য পূর্ণ। তাহলে আমরা এটির হুকুমকে সেটির সাথে মিলাব। সুতরাং আমরা ঘোড়াকে দেখছি ক্ষুর (হাফির) বিশিষ্ট (জন্তু) অনুরূপভাবে গাধা ও খচ্চরও ক্ষুর বিশিষ্ট (জন্তু)। আর গরু, বকরী ও উট এরূপ জন্তু যা 'খুফ' বিশিষ্ট (অর্থাৎ উটের পায়ে তো ক্ষুরের কোন আকৃতি নেই, গরু ও বকরীতে তো ক্ষুর হয় কিন্তু মাঝখানে কাটা বিদ্যমান থাকে) সুতরাং 'খুফ' বিশিষ্ট জন্তু অপেক্ষা ক্ষুর (হাফিব) বিশিষ্ট জন্তু, ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তুর সাথে অধিক সাদৃশ্য পূর্ণ। এতে প্রমাণিত হলো যে, ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাত নেই যেমনি ভাবে যাকাত নেই গাধা ও খচ্চরের ক্ষেত্রে। এটি হচ্ছে-ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত, আর এটি আমাদের নিকট দুই অভিমতের মধ্যে অধিক পসন্দনীয় অভিমত। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র) থেকে বিষয়টি বর্ণিত আছে ঃ

٢٨٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَعَلَى الْبَرَاذِيْنَ صَدَقَةٌ فَقَالَ اَوَ عَلَى الْخَيْلِ صَدَقَةٌ -

২৮২৪. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ফারসী বা তুর্কী ঘোড়াসমূহের ক্ষেত্রে কি যাকাত আছে? তিনি বললেন, ঘোড়ার ক্ষেত্রে কি যাকাত আছে?

٥- بَابُ الزَّكٰوةِ هَلْ يَأْخُذُ هَا الْاِمَامُ اَمْ لَا

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম (শাসনকর্তা) যাকাত উসূল করবেন কি-না?

٢٨٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُحْشَرُوْا وَلَاتُعْشَرُوْا -

২৮২৫. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... উসমান ইব্ন আবীল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, (যখন) সাকীফ প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ যাকাত উসূলকারীর নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে না এবং তোমাদের থেকে তোমাদের ভূমির 'উশর' আদায় করা যাবে না।

٢٨٢٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنَ يُوْنُسَ عَنْ اِبْرَاهِيْمِ بْنِ مُهَاجِرِ الْبَجَلِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الْعَرَبِ اَحْمِدُوْا اللّٰهَ اِذْ رَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُوْرَ ـ

২৮২৬. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আরব সমাজ! আল্লাহ্র প্রশংসা কর, যেহেতু তিনি তোমাদের থেকে উশর (রাজকীয় কর) উঠিয়ে নিয়েছেন।

٢٨٢٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

২৮২৭. আবূ বাকরা (র) ..... সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٢٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَالْحِمَّانِىُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدَّةِ اَبِىْ اُمِّهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى اَهْلِ الذِّمَّةِ ـ

২৮২৮. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... হারব ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র)-এর পিতামহ, তিনি তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমদের উপরে উশর নেই, উশর তো হচ্ছে যিম্মীদের উপরে।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, ইমামের জন্য বৈধ নয় মুসলমানদের উপর যাকাত উসূলকারী নিয়োগ করা, যে তাদের যাকাত উসূল করবে। বরং মুসলমানদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার, যদি তারা চায় ইমামের নিকট তা আদায় করে দিবে এবং ইমাম তা তার খাতসমূহে (অভাবগ্রস্তদের মধ্যে) খরচ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন, যে খাতসমূহের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। আর যদি তারা চায় তাহলে তা ঐ সমস্ত খাতসমূহে তাদের এলাকায় (অভাবগ্রস্তদের মাঝে) ভাগ করে দিবে এবং তাদের সম্মতি ব্যতীত জবরদস্তি মূলকভাবে তা তাদের থেকে আদায় করা ইমামের জন্য জায়িয নয়। তাঁরা এই বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি এবং সেই হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যা উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٢٨٢٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ اَكَانَ عُمَرُ يَعْشِرُ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ لاَ -

২৮২৯. ফাহাদ (র) .....মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, উমার (রা) কি মুসলমানদের থেকে উশর আদায় করতেন ? তিনি বললেন, না।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইমামের জন্য ইখ্‌তিয়ার রয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে সম্পদের মালিকদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দিতে পারেন যেন তারা তাদের সম্পদের যাকাত খাত অনুযায়ী আদায় করে দেয়। আর ইমাম ইচ্ছা করলে যাকাতের জন্য উসূলকারী প্রেরণ করতে পারেন, তারা তাদের থেকে উশর ও যাকাত আদায় করবে।

বস্তুত প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁদের দলীল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদের থেকে যে উশর উঠিয়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে, জাহিলিয়্যাতের যুগে যে উশর নেয়া হতো, যেটি যাকাত পরিপন্থী এবং যেটিকে তারা ট্যাক্স (মুকস) হিসাবে আখ্যায়িত করত। আর সেই ট্যাক্স সম্পর্কে উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٢٨٣٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِىْ عَاشِرًا -

২৮৩০. ফাহাদ (র) ..... উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায়কারী (উশর আদায়কারী) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

বস্তুত এটিই হচ্ছে মুসলিমদের থেকে উঠিয়ে নেয়া উশর, পক্ষান্তরে যাকাত উঠিয়ে নেয়া হয়নি নিম্নোক্ত হাদীসেও বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

٢٨٣١- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخُصَيْبُ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَخْوَالِهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَهٗ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَّمَهُ الْاِسْلاَمَ وَاَخْبَرَهٗ بِمَا يَأْخُذُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ الْاِسْلاَمِ قَدْ عَلِمْتُهٗ اِلاَّ الصَّدَقَةَ اَفَاَعْشُرُ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَعْشُرُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى -

২৮৩১. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... হারব ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র)-এর কোন এক মামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে যাকাত উসূলকারী নিয়োগ করেছিলেন এবং তাকে ইসলামের (বিধান) সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর তাকে কী আদায় করবেন তাও বলে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাদাকা (যাকাত) ব্যতীত ইসলামের সমস্ত কিছু (বিধান) আমি শিক্ষা করেছি। (বলুন!) মুসলিমদের উপর থেকে উশর নেয়া হবে কিনা ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের থেকে উশর আদায় করা হবে।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন মুসলিমদের থেকে উশর আদায় করা না হয়। আর তাঁকে বলেছেন উশর একমাত্র ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর (থেকে নেয়া হবে)।

এতে প্রমাণিত হলো যে, মুসলিমদের থেকে উঠিয়ে নেয়া উশর তা যাকাত ভিন্ন (অর্থাৎ তা যাকাত নয়)। নিম্নোক্ত হাদীসেও এটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

٢٨٣٢- حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ خَالٍ لَّهُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْاِبِلِ وَالْغَنَمِ اَعْشُرُهُنَّ قَالَ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ -

২৮৩২. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... হারব ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আস্সাকাফী (র)-এর মামা বাকর ইব্ন ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে এলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, উট এবং বকরীতে উশর আছে কি না ? তিনি বললেন, উশর একমাত্র ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর, মুসলিমদের উপর নয়।

এটিও প্রমাণ বহন করছে যে, মুসলিমদের উপর (থেকে) যে উশর নেয়া হয় না (বরং) ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের থেকে যে উশর নেয়া হয় সেটি যাকাত থেকে ভিন্ন। যেহেতু ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যা নেয়া হয় তা মুসলমানদের হক তাদের উপর ওয়াজিব জিয্য়া'র ন্যায় তা ওয়াজিব। আর যাকাত অনুরূপ নয়। যেহেতু যাকাত নেয়া হয় সম্পদের মালিকের পবিত্রতার জন্য এবং তা আদায়ের জন্য সে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। আর ইয়াহূদীও খ্রিষ্টানদের থেকে যে ট্যাক্স নেয়া হয় এটি তাদের জন্য পবিত্রতা নয় এবং এতে তারা সাওয়াব প্রাপ্তও নয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থেকে যা নেয়া হত এবং যা তাদের জন্য সাওয়াব বয়ে আনত না তা মুসলিমদের থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন এবং তা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর বহাল রেখেছেন।

٢٨٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ اِلٰى اَيُّوْبَ بْنِ شُرَحْبِيْلَ اَنْ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارًا وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارًا اِذَا كَانُوْا يُدِيْرُوْنَهَا ثُمَّ لَا تَأْخُذْ مِنْهُمْ شَيْئًا حَتّٰى رَأْسِ الْحَوْلِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ -

২৮৩৩. আবূ বাকরা (র) ও ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল রহমান ইব্ন মিহরান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) আয়্যুব ইব্ন শুরাহবিল (র)-কে এই মর্মে লিখলেন যে, মুসলিমদের থেকে প্রতি চল্লিশ দিনারে (স্বর্ণ মুদ্রায়) এক দিনার এবং আহলে কিতাবদের থেকে তারা ইচ্ছুক হলে প্রতি বিশ দিনারে এক দিনার গ্রহণ করবে। তারপর বর্ষপূর্তি ব্যতীত তাদের থেকে কিছু নিবে না। যেহেতু আমি তা সেই ব্যক্তি থেকে শুনেছি যিনি নবী করীম ﷺ কে তা বলতে শুনেছেন। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাত উশূল কারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা মুসলিমদের সেই সম্পদ গ্রহণ করেন যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং যিম্মীদের সেই সম্পদ গ্রহণ করেন যা আমরা ব্যক্ত করেছি।

উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে এর অনুকূলে বর্ণিত আছে ঃ

٢٨٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ اِنْ كُنْتُ اَرٰى اَنِّيْ لَوْ اَمَرْتُكَ اَنْ تَعَضَّ عَلٰى حَجَرٍ كَذَا وَكَذَا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ لَفَعَلْتَ اخْتَرْتُ لَكَ عَمَلاً فَكَرِهْتَهُ اَوْ اَكْتُبُ لَكَ سُنَّةَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ اُكْتُبْ لِيْ سُنَّةَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَكَتَبَ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِمَّنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ قَالَ الرُّوْمُ كَانُوْا يَقْدِمُوْنَ مِنَ الشَّامِ -

২৮৩৪. আবূ বিশর আররক্কী (র) ..... আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর কাছে আমার আসতে বিলম্ব হলো। তারপর তিনি আবারো আমাকে ডেকে পাঠালেন, আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, আমি জানতাম, আমি যদি তোমাকে আমার সন্তুষ্টির নিমিত্ত অমুক অমুক পাথর কামড়ে ধরার নির্দেশ দেই অবশ্যই তুমি তা করতে। আমি তোমার জন্য একটি কাজের ব্যবস্থা করেছি, তারপর তা আমি অপসন্দ করেছি। তারপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে উমার (রা)-এর সুন্নাত লিখে দিব ? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমাকে উমার (রা)-এর সুন্নাত লিখে দিন। তিনি বলেন, এরপর তিনি লিখলেন ঃ "মুসলমানের থেকে প্রতি চল্লিশ দিরহাম থেকে এক দিরহাম করে আর যিম্মীদের থেকে প্রতি বিশ দিরহাম থেকে এক দিরহাম করে আদায় কর এবং যিম্মী ব্যতীত (অন্য কাফির)দের থেকে প্রতি দশ দিরহামে এক দিরহাম করে আদায় কর। তিনি বলেন, আমি বললাম, যিম্মাদারী কার জন্য নেই ? (অর্থাৎ কে যিম্মী নয়) তিনি বলেন, রোমানরা (ব্যবসার উদ্দেশ্যে) সিরিয়া থেকে আসা যাওয়া করে।

বস্তুত যখন উমার (রা) এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের উপস্থিতিতে করেছেন, তাঁদের থেকে কেউ তাঁর এ কাজের প্রতি আপত্তি জ্ঞাপন করেন নি। তাহলে এটি দলীল এবং এর প্রতি তাঁদের ইজ্‌মা (ঐকমত্য) বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এটি এ অনুচ্ছেদের হাদীস সমূহের সঠিক বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

এ বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ইমামের জন্য বৈধ রয়েছে মুক্তভাবে বিচরণকারী পশুমালিকদের নিকট যাকাত উশূলকারীকে প্রেরণ করা, যাতে সে তাদের থেকে তাদের পশুগুলোর যাকাত আদায় করে যখন তাতে যাকাত ওয়াজিব হয়। অনুরূপভাবে তাদের ফলাদির ব্যাপারে করবেন। তারপর তা যাকাতের খাতসমূহে ব্যয় করবেন, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। এর প্রতি মুসলমানদের মধ্যেকার কেউ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেনি। সুতরাং যুক্তির দাবি অনুযায়ী স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসায়িক সম্পদ সহ অপরাপর সম্পদ (এর বিধান) অনুরূপ হবে।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তির "মুসলিমদের উপর উশর নেই, উশর হচ্ছে একমাত্র ইয়াহূদীও খ্রিষ্টানদের উপর"-এর অর্থ সেটি, যা আমি পূর্ব অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করে এসেছি।

আমি আবূ বাকরা (র)-কে শুনেছি, তিনি তা আবূ উমার আয্যরির (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। (উল্লিখিত) এই সবই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) -এর অভিমত।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম (র) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (নিম্নোক্ত) উক্তির ব্যাখ্যায় আমাদের উল্লেখ করা অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ বর্ণিত আছে ঃ "মুসলিমদের উপর উশর নেই, উশর হচ্ছে কেবল মাত্র ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর"। আর তা হচ্ছে, তিনি বলেছেন, মুসলিমদের উপর তাদের উশর উসূলকারীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করার কারণে তার সম্পদের উপর উশর (দেয়া) ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ না তাদের উপর উশর ওয়াজিব হয়, যদি তারা তা নিয়ে তার কাছ দিয়ে অতিক্রম না করে। যেহেতু তাদের উপর যাকাত সর্বাবস্থায় ওয়াজিব হয় যদি কিনা বর্ষপূর্তি হয়, উশর উসূলকারীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করুক বা না করুক। পক্ষান্তরে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা যদি তাদের সম্পদ নিয়ে উশর উসূলকারীর কাছ দিয়ে অতিক্রম না করে তাহলে তাতে তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। মুসলিমদের থেকে যে উশর উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সেটিই অপরিহার্য হয় উশর উসূলকারীর কাছ দিয়ে সম্পদ নিয়ে অতিক্রম করায়। আর ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের থেকে তা (উশর) উঠিয়ে নেয়া হয়নি।

٦– بَابُ ذَوَاتِ الْعَوَارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِيْ صَدَقَاتِ الْمَوَاشِيْ اَمْ لاَ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ পশুর যাকাতের ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত (পশু) নেয়া যাবে কি-না ?

٢٨٣٥ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ مُصَدِّقًا فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ خُذِ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ وَ ذَوَاتِ الْعَيْبِ وَلاَ تَأْخُذْ حَزَرَاتِ النَّاسِ قَالَ هِشَامٌ اُرٰى ذٰلِكَ لِيَسْتَاْلِفَهُمْ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

২৮৩৫. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইসলামের প্রাথমিক যুগে যাকাত উসূলকারী প্রেরণ করেছেন। (প্রেরণের প্রাক্কালে) তিনি (উসূলকারীকে লক্ষ্য করে) বলেছেন ঃ অধিক বয়স্কা উটনী যুবক উট ও ত্রুটিযুক্ত (পশু) গ্রহণ করবে এবং মানুষের উত্তম সম্পদ গ্রহণ করবে না। হিশাম (র) বলেন, আমার ধারণা মতে তা এই জন্য যে, যেন তাদেরকে আকৃষ্ট করা হয়। তারপর পরবর্তীতে এ সুন্নাত চালু হয়ে গিয়েছে।

٢٨٣٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

২৮৩৬. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... হিশাম (র)-এর পিতা উরওয়া (র) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম অনুসরণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ অনুরূপভাবে যাকাত উসূলকারীর জন্য গ্রহণ করা উচিত।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ যাকাতের ক্ষেত্রে ত্রুটি যুক্ত (সম্পদ) গ্রহণ করবে না। বরং মধ্যম পর্যায়ের সম্পদ গ্রহণ করবে। এই বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٢٨٣٧- حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ هٰذِهِ فَرِيْضَةُ يَعْنِي الصَّدَقَةَ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُوْلَهُ ﷺ فَمَنْ سَئَلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَايُعْطِهِ فَذَكَرَ فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ وَقَالَ لَايُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَاتَيْسُ الْغَنَمِ-

২৮৩৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) যখন খলীফা হলেন, তখন তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বাহরাইন অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে (নিম্নোক্ত) লিপি লিখেছিলেন এই সাদাকা (যাকাত) ফরয। যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদের উপর নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ কে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর মুসলমানদের থেকে যে ব্যক্তির নিকট থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তা (যাকাত) যথাযথভাবে চাওয়া হবে সে যেন তা দিয়ে দেয়। আর যার নিকট উৎকৃষ্ট সম্পদ চাওয়া হয় সে যেন তাকে তা না দেয়। এরপর তিনি সাদাকার বিধানাবলী উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, সাদাকার (যাকাতের) ক্ষেত্রে সঠিক বয়স্ক জন্তু, ত্রুটি যুক্ত (পশু) ও প্রজননকারী পাঁঠা গ্রহণ করবে না।

٢٨٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابًا اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ فَكَتَبَ فِيْهِ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَاتَيْسُ الْغَنَمِ-

২৮৩৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আমর ইব্‌ন হায্‌ম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামান অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি ফরমান লিখে পাঠান, যাতে ফরয ও সুন্নাত সমূহ লিপিবদ্ধ ছিলো। তাতে তিনি লিখে ছিলেন ঃ যাকাতের ক্ষেত্রে বুড়া জন্তু, ত্রুটিযুক্ত জন্তু ও প্রজননকারী পাঁঠা নেয়া হবে না।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা) এটি লিখেছেন এবং তা তাঁর পরে চালু ছিলো। পরবর্তীতে আলী (রা)ও তা লিখেছেন। অতএব আমরা যা উল্লেখ করেছি এতে প্রমাণিত হয় যে, আয়েশা (রা)-এর হাদীসে যা ব্যক্ত হয়েছে তা রহিত হয়ে গিয়েছে; আয়েশা (রা)-এর যে হাদীসটি আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরু ভাগে উল্লেখ করেছি। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, আয়েশা (রা)-এর হাদীস পূর্ববর্তী এবং যা তাকে রহিত করেছে তা পরবর্তীকালের। আর তা হচ্ছে আয়েশা (রা)-এর উক্তি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইসলামের প্রাথমিক যুগে যাকাত উসূলকারীকে প্রেরণ করতেন এবং তিনি তাকে তাঁর নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাকে রহিত করে দিয়েছে আনাস (রা)-এর উদ্দেশ্যে আবূ বাকরা (রা)-এর লিপি এবং আমর ইব্‌ন হায্‌ম (রা)-এর লিপি যা আমরা উল্লেখ করেছি। এই সবই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٧- بَابُ زَكْوٰةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যমীন থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত

٢٨٣٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ -

২৮৩৯. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াসাক (এক ওয়াসাক = ৬০ সা')-এর কম শস্যের যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়া (এক উকিয়া = ৪০ দির্‌হাম)-এর কম রৌপ্য মুদ্রায় যাকাত নেই।

٢٨٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৮৪০. আবূ বাকরা (র) ..... আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৮৪১. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আম্‌র (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٤٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَىٰ حَدَّثَهُمْ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৮৪২. ইউনুস (র) ..... আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৮৪৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٤٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২৮৪৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨٤٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৮৪৫. ইউনুস (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٨٤٦ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ اَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصَدَقَةَ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الزَّرْعِ اَوِ الْكَرْمِ حَتّٰى يَكُوْنَ خَمْسَةُ اَوْسُقٍ وَلاَ فِى الرِّقَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ مِئَتَىْ دِرْهَمٍ ـ

২৮৪৬. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত কৃষিজ ফসলে ও আঙ্গুর ফলের কোনটিতে যাকাত নেই, দুইশত দিরহাম না হওয়া পর্যন্ত রৌপ্য মুদ্রায় যাকাত নেই।

٢٨٤٧ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ـ

২৮৪৭. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াসাক এর কম শস্যে যাকাত নেই।

٢٨٤٨ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلاَ خَمْسِ اَوَاقٍ وَلاَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ ـ

২৮৪৮. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়া রৌপ্য মুদ্রায় ও পাঁচ ওয়াসাক শস্যের ক্ষেত্রে যাকাত নেই।

٢٨٤٩ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا لَيْثٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৮৪৯. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... লায়স (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٥٠ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ـ

২৮৫০. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি এটি 'মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেননি।

٢٨٥١ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৮৫১. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٨٥٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ فَكَتَبَ فِيْهِ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ اَوْ كَانَ سَيْحًا اَوْ بَعْلًا فِيْهِ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَمَا سُقِىَ بِالرِّشَاءِ اَوْ بِالدَّالِيَةِ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ اِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ ـ

২৮৫২. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আমর ইব্ন হায্ম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামান বাসীদের উদ্দেশ্যে একটি ফরমান লিখে প্রেরণ করেছিলেন, তাতে ফরয ও সুন্নাত সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। তাতে তিনি লিখেন ঃ বৃষ্টি নদী-নালার পানি দিয়ে যা উৎপাদিত হয় অথবা খেজুর ইত্যাদি বৃক্ষ নদী-নালার কিনারায় হওয়ার কারণে তার কান্ড পানি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যাতে সেচের প্রয়োজন হয় না তাতে হল উশর (দশ ভাগের এক ভাগ) যদি তা পাঁচ ওয়াসাক পর্যন্ত পৌঁছে এবং আর পানি সেচ অথবা পানি উঠানোর চরকির মাধ্যমে যা উৎপাদিত হয় তাতে হল নিসফ্ উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) যদি পাঁচ ওয়াসাক পর্যন্ত পৌঁছে।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই সমস্ত হাদীস সমূহের মর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, গম, যব, খেজুর ও কিসমিসের কোন কিছুতে পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত যাকাত (উশর) ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ ভাবে যমীন থেকে উৎপন্ন প্রতিটি বস্তু যেমন মটর কলাই, ডাল ইত্যাদি কিছুতেই যাকাত নেই যতক্ষণ না উক্ত পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে। এই উক্ত অভিমত যাঁরা পেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র) ও মদীনাবাসী আলিমগণ অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা উৎপন্ন দ্রব্যের কম ও বেশির ক্ষেত্রে সাদাকা (উশর) ওয়াজিব বলেন, (কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই)। তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٢٨٥٣ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَاصِمُ بْنُ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِىَ بَعْلًا الْعُشْرَ وَمَا سُقِىَ بِالدَّوَالِىْ نِصْفَ الْعُشْرِ ـ

২৮৫৩. রবী'উল মু'আযযিন (র) ..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (শাসকরূপে) ইয়ামান প্রেরণ করেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি বৃষ্টির পানির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য থেকে উশর (দশভাগের এক ভাগ) এবং আর যা কান্তদেশ দিয়ে সিঞ্চিত হয় তার থেকে নিসফ উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) গ্রহণ করি।

٢٨٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৮৫৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ বাকর ইব্‌ন আইয়্যাশ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا عَمِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُوْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ -

২৮৫৫. আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ওহাব (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "বৃষ্টির পানির মাধ্যমে যা উৎপাদিত হয় তাতে হল উশর $\frac{১}{১০}$ আর উট দিয়ে সেচ দেওয়ার মাধ্যমে যা উৎপাদিত হয় তাতে নিস্‌ফ উশর" ($\frac{১}{২০}$)।

٢٨٥٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُوْ الْأَسْوَدِ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عُشْرِيًّا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ الْعُشُوْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ -

২৮৫৬. রবী'উল জীযী (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নালা ও ঝর্ণার পানি দিয়ে যা উৎপাদিত হয় অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা যা উৎপদিত হয় তার উপর উশর $\frac{১}{১০}$ ফরয (ধার্য) করেছেন, আর সেচের মাধ্যমে যা উৎপাদিত হয় তার উপর নিস্‌ফ উশর ($\frac{১}{২০}$)।

٢٨٥٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২৮৫৭. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨٥٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২৮৫৮. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨٥٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ -

২৮৫৭. ইউনুস (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ নালা ও বৃষ্টির পানি দ্বারা যা উৎপাদিত হয় তাতে উশর আর উটের মাধ্যমে যা সেচ দেয়া হয় তাতে নিসফ উশর।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃষ্টির পানি দ্বারা যা উৎপাদিত হয় তাতে তাই ধার্য করেছেন যা এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করেন নি। এতে প্রমাণিত হলো যে, যমীন থেকে উৎপন্ন প্রতিটি বস্তুতে যাকাত (উশর) ওয়াজিব তা কম হোক বা বেশি।

প্রশ্ন ঃ মদীনাবাসী আলিমদের মত পোষণকারীদের কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, এই সমস্ত হাদীস যা তুমি এই মাত্র অনুচ্ছেদের শেষ ভাগে রিওয়ায়াত করেছ এগুলো সেই সমস্ত হাদীসের পরিপন্থী নয় যা তুমি অনুচ্ছেদের শুরুভাগে রিওয়ায়াত করেছ। তবে প্রথমোক্ত হাদীসগুলো মুফাস্‌সির (ব্যাখ্যাকারী) আর এই শেষোক্ত হাদীস গুলো মুজমাল (সংক্ষিপ্ত)। সুতরাং মুফাস্‌সির (হাদীসগুলো) মুজমাল (হাদীসগুলো) অপেক্ষা উত্তম। (অতএব পাঁচ ওয়াসাক এর কমে উশর ওয়াজিব হবে না)।

উত্তর ঃ তাঁকে উত্তরে বলা হবে যে, এটি অসম্ভব। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত করেছেন যে, উক্ত উশর বা নিস্‌ফ উশর ওয়াজিব হওয়াকে প্রত্যেক ঐ উৎপন্ন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যাকে বৃষ্টি, নালা, ঝর্ণা, পানি প্রক্ষেপন ও পানি উঠানোর চরকি ইত্যাদি মাধ্যমে সিঞ্চন করা হয়। সুতরাং সারাংশ বিষয় হলো প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তু যা উক্ত পানির মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। (উৎপন্ন বস্তু কম হোক অথবা বেশি, এর কোন পার্থক্য নেই)। অথচ আপনারাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি মাইয (রা)-কে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি তাঁর কাছে এসে ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর কাছে ব্যভিচারের চার বার স্বীকারোক্তি করলেন। তারপর পরবর্তীতে তাঁকে 'রজম' করেন। এবং আপনারা রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উনায়স (রা)-কে বললেন, হে উনায়স, তুমি ভোরে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটির কাছে যাবে। যদি সে তার অপরাধ স্বীকার করে, তবে তাকে রজম দন্ড দেবে।

বস্তুত আপনারা এটিকে প্রমাণ হিসাবে সাব্যস্ত করছেন যে, ব্যভিচারের (দন্ডের) জন্য একবার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য। যেহেতু এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তির প্রকাশিত মর্ম "যদি সে (মহিলা) তার অপরাধ স্বীকার করে, তবে তাকে রজম দন্ড দেবে" আপনারা মাইয (রা)-এর হাদীসকে (যাতে চারবার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে) যা কিনা মুফাস্‌সির (ব্যাখ্যাকারী) উনায়স (রা)-এর এই মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) হাদীসের জন্য ব্যাখ্যাকারী সাব্যস্ত করছেন না। যাতে উনায়স (রা)-এর মুজমাল হাদীসে উল্লিখিত স্বীকারোক্তিই সেই স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হয় যা মাইয (রা)-এর মুফাস্‌সির হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং আপনারা যখন আমাদের উল্লিখিত বিষয়ে তা করছেন (অর্থাৎ উনায়স রা-এর হাদীসের ভিত্তিতে একবার স্বীকারোক্তিকে যথেষ্ট মনে করছেন, মাইয রা-এর ব্যাখ্যাকে যথেষ্ট মনে করছেন, মাইয রা-এর ব্যাখ্যাকারী হাদীসকে গ্রহণ করছেন না) তাহলে আপনারা কেন! তাদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছেন, যারা যাকাতের হাদীস সমূহে অনুরূপ আমল করে যা আমরা বর্ণনা করেছি। বরং উত্তম হচ্ছে উনায়স (রা)-এর হাদীসকে মাইয (রা)-এর হাদীসের উপর যুক্ত করা (অর্থাৎ মাইয রা-এর হাদীসকে ব্যাখ্যাকারী সাব্যস্ত করা)। যেহেতু তাতে এক বার স্বীকারোক্তি উল্লেখ হয়েছে, যা আপনাদের বিরোধী পক্ষের জন্য ব্যভিচারের এমন স্বীকারোক্তি নয় যা দন্ডকে অপরিহার্য করে। আর যাকাতের বিষয়ে মু'আয (রা), ইব্‌ন উমার (রা) ও জাবির (রা)-এর হাদীস প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তু যা এমনি ভাবে উৎপাদিত হয়, এমনি ভাবে উৎপাদিত তা ওয়াজিব হওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

অতএব এটি ওয়াসাক-এর হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়ে তা থেকে উত্তম হবে। যেহেতু তাতে ওয়াসাক-এর উল্লেখ রয়েছে। উনায়স (রা)-এর হাদীস মাইয (রা)-এর হাদীসের জন্য যেমনটি হয়েছে। আর মু'আয (রা), জাবির (রা) ও ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীস সেই মর্মে নেয়া হয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। ইব্রাহীম নাখ্ঈ (র) ও মুজাহিদ (র) আমাদের উল্লিখিত অর্থের অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন ঃ

٢٨٦٠ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الاِسْبَهَانِي قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ اَخْرَجَتِ الاَرْضُ الصَّدَقَةُ ـ

২৮৬০. ফাহাদ (র) ..... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যমীন থেকে প্রত্যেক উৎপাদিত বস্তুতে সাদাকা (উশর) রয়েছে।

٢٨٦١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ زَكوٰةِ الطَّعَامِ فَقَالَ فِيْمَا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ الْعُشْرُ اَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ ـ

২৮৬১. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি তাকে খাদ্যদ্রব্যের যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, তা কম হোক কিংবা বেশি তাতে উশর অথবা নিসফ উশর রয়েছে।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ ঃ বস্তুত বিশুদ্ধ যুক্তিও এর প্রমাণ বহন করে। আর তা এভাবে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সম্পদ এবং জন্তুদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট সময় তথা বর্ষপূর্তির পরে যাকাত ওয়াজিব হয়। উক্ত বস্তুগুলোতে (যাকাত) ওয়াজিব হয় নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং নির্দিষ্ট সময়ে। তারপর আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যমীন থেকে উৎপাদিত পণ্য থেকে যাকাত গ্রহণ করা হয়, যখনই তা উৎপাদিত হয় সময়ের অপেক্ষা করা হয় না। যখন কিনা তার জন্য (নির্দিষ্ট) সময় রহিত হয়ে গেল, যাতে প্রবেশের দ্বারা যাকাত ওয়াজিব হয়। অতএব তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ হওয়াটাও রহিত হয়ে যাবে, যে পরিমাণ পৌঁছলে যাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং এতে পরিমাণ ও সময়ের হুকুম (বিধান) একই। একটি রহিত হওয়া দ্বারা অপরটি রহিত হয়ে যায়। যেমনিভাবে উভয়টি (পরিমাণ ও সময়) একই রয়েছে, সেই সম্পদের ব্যাপারে যা আমরা উল্লেখ করেছি। যখন একটি সাব্যস্ত হবে তখন অপরটিও সাব্যস্ত হবে। আর এটিই হচ্ছে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। আর এটি হচ্ছে, আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

٨ـ بَابُ الْخَرْصِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ (যাকাতের জন্য) ফসলাদি অনুমান করা

٢٨٦٢ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرٰى عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنَّ لِرَبِّ الْاَرْضِ مَا عَلَى السَّقِيِّ مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ التِّبْنِ لاَ اَدْرِىْ كَمْ هُوَ قَالَ نَافِعٌ فَجَاءَ رَافِعُ بْنُ خُدَيْجٍ وَاَنَا مَعَهُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى خَيْبَرَ يَهُوْدَ عَلٰى اَنَّهُمْ يَعْمَلُوْنَهَا وَيَزْرَعُوْنَهَا

عَلٰى اَنَّ لَهُمْ نِصْفُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ عَلٰى اَنْ نَقِرَّكُمْ فِيْهَا مَا بَدَا لَنَا قَالَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَصَاحُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَرْصِهِ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ اَنْتُمْ بِالْخِيَارِ اِنْ شِئْتُمْ فَهِىَ لَكُمْ وَاِنْ شِئْتُمْ فَهِىَ لَنَا نَخْرُصُهَا وَنُؤَدِّ اِلَيْكُمْ نِصْفَهَا فَقَالُوْا بِهٰذَا قَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ ـ

২৮৬২. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে এই ভিত্তিতে জমি চাষাবাদ করা হতো যে, জমি মালিকের জন্য ফসলের সেই অংশ নির্দিষ্ট হবে যা নালার কিনারায় অবস্থিত। এবং ভুষির কিছু অংশ, যার পরিমাণ আমি জানি না। নাফি' (র) বলেন, তারপর রাফি' ইব্‌ন খাদিজ (রা) এলেন এবং আমি তাঁর সাথে রয়েছি। তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াহূদীদেরকে খায়বার (যমীন) এই শর্তে প্রদান করলেন যে, তারা তা চাষাবাদ করবে, তারা তা থেকে উৎপাদিত ফলাদি ও ফসলের অর্ধেক পাবে এবং এই শর্তে, আমরা তোমাদেরকে সেখানে যত দিন ইচ্ছা বহাল রাখব। রাবী বলেন, এরপর তাদের উপর সেই ফসলাদির অনুমান করলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)। তারা তাঁর অনুমানে (অসন্তুষ্ট হয়ে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আওয়াজ (অভিযোগ) তুলল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) তাদেরকে বললেন, তোমাদের ইচ্ছা, যদি তোমরা চাও তাহলে এই অংশ তোমাদের, আর যদি চাও তবে তা আমাদের, আমরা তা অনুমান করব এবং তার অর্ধেক তোমাদেরকে আদায় করে দেব। তারা বলল, এই (ইনসাফের) কারণেই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

٢٨٦٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوْنِ الزِّيَادِىُّ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَفَاءَ اللّٰهُ خَيْبَرَ فَاَقَرَّهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا كَانُوْا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ يَامَعْشَرَ الْيَهُوْدِ اَنْتُمْ اَبْغَضُ الْخَلْقِ اِلَىَّ قَتَلْتُمْ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ كَذَّبْتُمْ عَلَى اللّٰهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِىْ بُغْضِىْ اِيَّاكُمْ اَنْ اَحِيْفَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ خَرَصْتُ عَلَيْكُمْ بِعِشْرِيْنَ اَلْفَ وَسَقٍ مِنْ تَمْرٍ فَاِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَاِنْ شِئْتُمْ فَلِىْ ـ

২৮৬৩. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা খায়বার দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কে (ইয়াহূদী) তারা যেভাবে ছিলো সেভাবে বহাল রেখেছেন এবং তা (খায়বার) তাঁর ও তাদের মাঝে সমান অংশ সাব্যস্ত করেছেন। এরপর তিনি (তাদের সম্পদ অনুমানের জন্য) আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-কে প্রেরণ করেন, তিনি গিয়ে তাদের তা অনুমান করেন। তারপর তিনি বললেন, হে ইয়াহূদী সমাজ, তোমরা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয় সৃষ্টি, তোমরা আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করেছ, আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করেছ। তোমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণের কারণে আমাকে উৎসাহিত করেনি যে, আমি তোমাদের প্রতি জুলুম ও অবিচার করি। বরং আমি তোমাদের উৎপাদিত পণ্যের অনুমান করেছি। তাতে আমি বিশ হাজার ওয়াসাক খেজুর পেয়েছি। অতএব যদি তোমরা ইচ্ছা কর তা তোমাদের আর যদি চাও তবে তা আমাদের।

٢٨٦٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ زَبِيبًا كَمَا يَخْرُصُ الرُّطَبَ.

২৮৬৪. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন, আঙ্গুরকে কিসমিস হিসাবে নির্ণয়ের (অর্থাৎ এ থেকে যাকাত হিসাবে কিসমিস দেয়া হবে)। যেমনি ভাবে তাজা খেজুর নির্ণয় করা হয়। (এর পরিবর্তে শুকনো খেজুর যাকাত 'উশর' হিসাবে নেয়া হয়)।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যে ফলাদিতে উশর ওয়াজিব হয় তার হুকুম হচ্ছে অনুরূপ। তাজা খেজুর নির্ণয় করে শুকনো খেজুর উশর হিসাবে নেয়া হবে। এতে তার পরিমাণ জ্ঞাত হয়ে মালিকের কাছে সোপর্দ করে দিবে এবং এর দ্বারা তাতে আল্লাহ্ হকের (যাকাতের) মালিকানা লাভ করবে। আর তার উপর অনুরূপ পরিমাপে শুকনো খেজুর জরুরী হবে। অনুরূপ ভাবে আঙ্গুরের বেলায় করা হবে। তাঁরা এই বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা তা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ এই সমস্ত হাদীসে কোন একটিতে একথা নেই যে, ইব্‌ন উমার (রা) ও জাবির (রা)-এর হাদীসে নির্ণয়ের সময়ে খেজুর তাজা ছিলো। আর সে সময়ে তাজা হওয়াটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে, এর পরে এর মালিকের জন্য তাতে আল্লাহর হক (যাকাত) সাব্যস্ত করা তাজা খেজুরের পরিমাপে শুকনো খেজুর প্রদান করে। বস্তুত এটি তার জন্য বাকী হয়ে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাছে থাকা খেজুরকে তুলে ফেলা খেজুরের বিনিময়ে পরিমাপ করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং তাজাপাকা খেজুর শুকনো খেজুরের বদলে বাকীতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর (ﷺ) থেকে এ সম্পর্কীয় সহীহ্ হাদীস সমূহ বর্ণিত রয়েছে, যা আমরা আমাদের এই গ্রন্থের অন্য স্থানে উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে কোন কিছু বাদ দেন নি।

সুতরাং আমাদের মতে নির্ণয় সম্পর্কিত রিওয়ায়াতে সেই কারণ নয় যা আপনারা উল্লেখ করেছেন। বরং আমাদের মতে এর কারণ হলো ঃ (আল্লাহ্ই ভাল জানেন) ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর নির্ণয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে করে প্রত্যেক লোকের হাতে (আয়ত্তে) কি পরিমাণ ফলাদি রয়েছে তা জ্ঞাত হয়ে, ফল কাটা বা উঠানোর সময় (উশর হিসাবে) সেই পরিমাণে (অনুপাতে) গ্রহণ করা যায়। এমনটি নয় যে, তারা ওর থেকে এমন বস্তুর মালিকানা লাভ করবে যা আল্লাহ্র জন্য বদল সহকারে ওয়াজিব হয়, যেই বদল তাদের থেকে বিদূরিত হয় না। আর তা কিভাবে সম্ভব ? হতে পারে (নির্ণয়ের) পরবর্তীতে কোন দুর্যোগে ফসলকে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলো অথবা আগুন জ্বালিয়ে দিলো। সুতরাং এর মালিক থেকে যা গ্রহণ করা হবে সেটি তাতে আল্লাহ্র হকের বদল হিসাবে বিবেচিত হবে, তার থেকে এরূপ বদল গ্রহণ করা হবে যা তাকে সোপর্দ করা হয় নি।

অতএব উক্ত নির্ণয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি। অনুরূপভাবে আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা)-এর হাদীসে, সেটিতেও সেই মর্মব্যক্ত হয়েছে যা আমরা বর্ণনা করেছি। নিম্নোক্ত হাদীসও উক্ত বিষয় বস্তুর প্রমাণ বহন করে ঃ

٢٨٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بْنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوْا الثُّلُثَ فَاِنْ لَمْ تَدْعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوْا الرُّبُعَ -

২৮৬৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাহল ইব্‌ন আবী হাসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (যাকাত আদায়কারী) যদি ফসলাদির অনুমান কর, তবে সে মতে (যাকাত) গ্রহণ করবে এবং (যাকাত পরিমাণ থেকেও) এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ (যাকাত দাতার জন্য) ছেড়ে দিবে। যদি এক তৃতীয়াংশ না ছাড় তবে এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিবে।

এতে আমরা অবগত হলাম যে, তা যাকাত সংগ্রহের সময়ে হবে না। যেহেতু তার ফসলাদি, যদি তাতে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণে পৌঁছে, তাহলে তাতে যা ওয়াজিব হয়েছে তার থেকে কোন কিছু হ্রাস পাবে না। সুতরাং তার উপর যা ওয়াজিব হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে তার থেকে সংগ্রহ করা হবে। এটি মুসলমানদের ঐকমত্যের বিষয়। কিন্তু এই হাদীসে উল্লিখিত কমতি তা তখন গ্রহণযোগ্য হবে, যখন ফলাদির মালিকগণ তার থেকে যাকাত সংগ্রহের পূর্বে আহার করবে। সুতরাং অনুমানকারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা যা অনুমান করেছে তার থেকে এই হাদীসে উল্লিখিত পরিমাণ যেন ছেড়ে দেয়। যাতে ফল মালিকদের উপর যাকাত সংগ্রহের সময় এর হিসাব করা না হয়। উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনিও অনুমানকারীদেরকে এর নির্দেশ দিতেন।

٢٨٦٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَهْلَ بْنَ اَبِى حَثْمَةَ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ فَاَمَرَهُ اِذَا وَجَدَ الْقَوْمَ فِىْ نَخْلِهِمْ اَنْ لَا يَخْرُصَ عَلَيْهِمْ مَا يَاْكُلُوْنَ -

২৮৬৬. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) সাহল ইব্‌ন আবী হাসমা (রা)-কে লোকদের (ফলাদি) অনুমান করার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। তিনি তাকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, লোকদেরকে যখন তাদের বাগানে পাওয়া যাবে, তখন তারা যা (উশর উসূল করা পর্যন্ত) আহার করবে তা যেন তাদের উপর অনুমান করা না হয়।

এটিও আমরা যা উল্লেখ করেছি তার প্রমাণ বহন করে।

আবূ হুমায়দ আস্‌ সাঈদী (রা) থেকেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক অনুমান করার বিবরণ বর্ণিত আছে, যা আমাদের বর্ণনাকৃত বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে ।

٢٨٦٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِىُّ قَالَا ثَنَا الْوُحَاظِىُّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَا ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِىُّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ فَاَتَيْنَا وَادِىَ الْقُرٰى عَلٰى حَدِيْقَةِ امْرَاَةٍ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْرِصُوْهَا فَخَرَصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَخَرَصْنَاهَا عَشَرَةَ اَوْسُقٍ وَقَالَ اَحْصِيْهَا حَتّٰى اَرْجِعَ اِلَيْكِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا سَأَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حَدِيْقَتِهَاكَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا قَالَتْ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ ـ

২৮৬৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দাঊদ (র), আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর আদ্‌দামেশকী (র), আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ও আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আবূ হুমায়দ আস্‌ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাল্লামের সাথে তাবুক অভিযানে বের হই। আমরা (চলতে চলতে) এক পর্যায়ে 'ওয়াদিল কুরা'য় জনৈকা মহিলার (ফল) বাগানে উপনীত হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এটার অনুমান কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা অনুমান করলেন এবং তা আমরা দশওয়াসাক (এক ওয়াসাক = ৬০ সা') অনুমান করলাম। আর তিনি (মহিলাকে) বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্ আমি তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করে রেখ। (প্রত্যাবর্তন কালে) আমরা যখন তার কাছে এলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তার বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার ফলের পরিমাণ কতটুকু দাঁড়িয়েছে? সে বলল, দশ ওয়াসাক।

বস্তুত এই হাদীসেও ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁরা তা অনুমান করেছেন এবং যতক্ষণ না তাঁরা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবেন তাঁরা তাকে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত মহিলা তাঁদের কর্তৃক অনুমান করার কারণে বাগানের মালিকানা লাভ করেনি, যদি না সে তার অনুমানের পূর্বে মালিকানা লাভ করে থাকে। অবশ্য এর দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, বিশেষত তার খেজুর বাগানের উৎপাদিত ফলাদির পরিমাণ অবগত হওয়া। তারপর ফলকাটার সময় তাতে ওয়াজিব অনুযায়ী তাঁরা তা থেকে যাকাত সংগ্রহ করবেন। আমাদের মতে এই সমস্ত হাদীস সমূহের মর্ম এটিই। আল্লাহ্ উত্তম ভাবে জ্ঞাত আছেন।

অনুমান সংক্রান্ত বিষয়ে একদল 'আলিম অন্য বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ তা প্রথম যুগে ছিলো, প্রথমোক্ত বক্তব্য প্রদানকারীরা যা বলেছেন তা করা হতো, অর্থাৎ অনুমানকারীরা ফল মালিকদের তাতে আল্লাহ্‌র হকের মালিক বানিয়ে দেয়া আর তা হচ্ছে তাজা খেজুরের বদলে তাদের থেকে তাঁরা শুকনো খেজুর সংগ্রহ করবেন। তারপর সুদ রহিত হয়ে যাওয়ার সাথে তা রহিত হয়ে যায়। এরপর বিষয়টি এই দিকে প্রত্যাবর্তিত হলো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যা বৈধ কেবল মাত্র তাই যাকাতের ক্ষেত্রে নেয়া হবে। তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন ঃ

٢٨٦٨ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَرْصِ وَقَالَ اَرَاَيْتُمْ اِنْ هَلَكَ الثَّمَرُ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ مَالَ اَخِيْهِ بِالْبَاطِلِ ـ

২৮৬৮. রবী'উল মু'আয্‌যিন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমান করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ (এই বিষয়ে) তোমাদের ধারণা কি? যদি ফল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়, তোমাদের কেউ কি চাইবে যে, নিজের ভাইয়ের সম্পদ বাতিল (অবৈধ) পন্থায় আহার করবে?

সুতরাং এটি হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের হাদীস সমূহের সঠিক বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র) এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যাকাত বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়। তার মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, যমীন থেকে উৎপাদিত ফলাদি, খেজুর গাছ ও মুক্তভাবে বিচরণকারী জন্তু

অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, কারো স্বর্ণ বা রৌপ্য বা মুক্তভাবে বিচরণকারী জন্তুর ক্ষেত্রে যদি তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। তারপর যাকাত উসূলকারী তা তাকে এমন বস্তুর বিনিময়ে সোপর্দ করে যা ক্রয়-বিক্রয়ে তার জন্য জায়িয নয়, তাহলে তা তার জন্য জায়িয হবে না। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ? যদি কারো উপর তার দিরহামের ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হয় এবং তা তার কাছে যাকাত উসূলকারী স্বর্ণের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রয় করে, তাহলে এটি জায়িয হবে না। অনুরূপ ভাবে যদি তা তার কাছে স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করে তারপর তা হস্তগত করার পূর্বে তার থেকে পৃথক হয়ে যায় তবে তা জায়িয হবে না। অনুরূপ ভাবে তার জন্তুর ক্ষেত্রে তার উপর যদি যাকাত ওয়াজিব হয়। তারপর যাকাত উসূলকারী তা তাকে অজ্ঞাত বস্তুর বিনিময়ে অথবা জ্ঞাত বস্তুর বিনিময়ে অজ্ঞাত মেয়াদ পর্যন্ত সোপর্দ করে, এই সমস্ত সব কিছু হারাম। সুতরাং যখন উল্লিখিত ক্রয়-বিক্রয় হারাম সাব্যস্ত হলো, যা লোকেরা কতক কতকের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে (হারাম-বিবেচিত)। তাতে সম্পদ মালিকের সাথে যাকাত উসূলকারীর বিক্রয়ের বিধান অন্তর্ভুক্ত হবে। যে সম্পদে যাকাত রয়েছে এবং যে যাকাত তার থেকে সংগ্রহের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলো যাকাত উসূলকারী।

অতএব আমরা যা উল্লেখ করেছি, অনুরূপ ভাবে সেই সমস্ত সম্পদে যা আমরা বর্ণনা করেছি। উপরোক্ত যুক্তির চাহিদা মুতাবিক ফলাদির বিধানও অনুরূপ হবে। যেমনি ভাবে যাকাত ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বাকীতে তাজাপাকা খেজুর বিক্রয় করা জায়িয নয়। অনুরূপ ভাবে যাকাতের ক্ষেত্রে যা যাকাত উসূলকারী ও সম্পদের মালিকের মাঝে (বাকীতে) হয় জায়িয নয়। এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। আর তার সেই মর্মই গৃহীত হবে যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহের মর্ম রূপে গ্রহণ করেছি। যে সমস্ত হাদীসের আলোচনা আমরা পূর্বে করে এসেছি। তাই আমরা গ্রহণ করি। আর তা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٩ـ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকাতুল ফিত্‌র এর পরিমাণ

٢٨٦٩ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُعْطِي زَكٰوةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ـ

২৮৬৯. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রামাযানে সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে (মাথা পিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্য বা এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব বা এক সা' পরিমাণ পনির প্রদান করতাম।

٢٨٧٠ـ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ـ

২৮৭০. ইউনুস (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্য বা এক সা' পরিমাণ যব বা এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ পনির, এক সা' পরিমাণ কিশমিশ আদায় করতাম।

٢٨٧١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اِمَّا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَاِمَّا صَاعًا مِنْ تَمرٍ وَاِمَّا صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ وَاِمَّا صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ وَاِمَّا صَاعًا مِنْ اَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًا اَوْ مُعْتَمِرًا فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ فَقَالَ اَدُّوْا مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ -

২৮৭১. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদের মাঝে ছিলেন, তখন আমরা সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্য বা এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব বা এক সা' পরিমাণ কিসমিস বা এক সা' পরিমাণ পনির আদায় করতাম। এভাবেই আমরা সাদাকা ফিত্‌র আদায় করছিলাম। অবশেষে এক বার মু'আবিয়া (রা তাঁর খিলাফত কালে) হজ অথবা উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে এলেন এবং (বিভিন্ন বিষয়) লোকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ঃ শামের (সিরিয়ার) দুই মুদ্ (অর্ধ সা') পরিমাণ গম যা এক সা' পরিমাণ যবের সমান, তোমরা আদায় কর।

٢٨٧٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَّاضٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৮৭২. ইউনুস (র) ..... ইয়ায (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَمَّا اَنَا فَلَا اَزَالُ اُخْرِجُ كَمَا كُنْتُ اُخْرِجُ -

২৮৭৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... দাউদ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। আর তিনি (নিম্নোক্ত বাক্যটি) অতিরিক্ত (উল্লেখ) করেছেন ঃ আবূ সাঈদ (রা) বলেছেন, কিন্তু আমি এর পূর্বে থেকে এই বিষয়ে যা আদায় করতাম পরেও সেই ভাবেই আদায় করতে থাকব।

٢٨٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانُوْا فِىْ صَدَقَةِ رَمْضَانَ مَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ اَقِطٍ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ جَاءَ بِصَاعٍ مِنْ زَبِيْبٍ قُبِلَ مِنْهُ -

২৮৭৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রামাযানের সাদাকা (ফিত্র)-এর বিষয়ে তাঁরা এরূপ ছিলেন যে, কেউ যদি (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ যব নিয়ে আসত তা তার থেকে গ্রহণ করা হত, কেউ যদি এক সা' পরিমাণ পনির নিয়ে আসত তা তার থেকে গ্রহণ করা হত; কেউ যদি এক সা' পরিমাণ খেজুর নিয়ে আসত তা তার থেকে গ্রহণ করা হত এবং কেউ যদি এক সা' পরিমাণ কিসমিস নিয়ে আসত তা তার থেকে গ্রহণ করা হত।

٢٨٧٥- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ قَالَ اِنَّمَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ لاَ نُخْرِجُ غَيْرَهُ فَلَمَّا كَثُرَ الطَّعَامُ فِيْ زَمَنِ مُعَاوِيَةَ جَعَلُوْهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ -

২৮৭৫. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ও ইউনুস (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে (সাদাকা ফিত্র হিসাবে মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব বা এক সা' পরিমাণ পনির আদায় করতাম। অন্য কিছু আদায় করতাম না। যখন মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফত কালে খাদ্যদ্রব্যের আধিক্য হয়ে গেল, তাঁরা (সাহাবা রা) তা দুই মুদ্ (অর্ধ'সা') গম সাব্যস্ত করেন।

٢٨٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ وَهُوَ يُسْاَلُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ لاَ اُخْرِجُ اِلاَّ مَا كُنْتُ اُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لاَ تِلْكَ قِيْمَةُ مُعَاوِيَةَ لاَ اَقْبَلُهَا وَلاَ اَعْمَلُ بِهَا -

২৮৭৬. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আয়ায ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ সাঈদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তাঁকে সাদাকাতুল ফিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। তিনি বললেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে যা আদায় করতাম কেবল মাত্র তাই আদায় করব। (মাথা পিছু) এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব বা এক সা' পরিমাণ কিসমিস বা এক সা' পরিমাণ পনির (আদায় করব)। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল, দুই মুদ্ গম ? (আদায় করব ?) তিনি বললেন, না, সেটি তো মু'আবিয়া (রা) কর্তৃক মূল্য নির্ধারণ, তা আমি গ্রহণ করব না এবং সে অনুযায়ী আমলও করব না।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই সমস্ত হাদীস সমূহের মর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সাদাকা ফিত্র বিষয়ে কেউ যদি চায় তা গম হিসাবে আদায় করবে তাহলে (মাথা পিছু) এক সা' পরিমাণ গম প্রদান করবে। অনুরূপ ভাবে কেউ যদি চায় তা যব বা খেজুর বা কিসমিস হিসাবে আদায় করবে তাহলে (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ তা প্রদান করবে।

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে (মাথাপিছু) গম নিস্‌ফ সা' পরিমাণ প্রদান করবে। আর গম ব্যতীত অপরাপর প্রকারের বস্তু যা আমরা উল্লেখ করেছি তা এক সা' পরিমাণ প্রদান করবে।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁদের দলীল ঃ আবূ সাঈদ (খুদরী রা) এর যে হাদীসে দ্বারা তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে দলীল দিয়েছেন, বস্তুত তাতে এ বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে যে, তাঁরা (সাহাবা রা) কি প্রদান করতেন। হতে পারে তাঁরা তাঁদের উপর যা ওয়াজিব তা প্রদান করতেন এবং তাঁদের ওয়াজিব নয় এমন কিছু অতিরিক্ত (মুসতাহাব হিসাবে) আদায় করতেন। গমের বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা) ব্যতীত অন্যদের থেকে তাঁর হাদীসের পরিপন্থী বর্ণিত আছে, তার থেকে কিছু নিম্নরূপ ঃ

٢٨٧٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَسَدٌ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ كُنَّا نُؤَدِّىْ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ -

২৮৭৭. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ও ফাহাদ (র) ..... আসমা বিন্‌ত আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে দুই মুদ গম[১] (অর্ধ সা) আদায় করতাম।

٢٨٧٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ وَعَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ اَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوْكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ اَوْ بِالصَّاعِ الَّذِىْ يَقْتَاتُوْنَ بِهِ -

২৮৭৮. ফাহাদ (র) ও আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে নিজ পরিবারের আযাদ ও দাস-দাসীদের পক্ষ থেকে সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে দুই মুদ্ পরিমাণ গম বা এক সা' পরিমাণ খেজুর, সেই মুদ্ বা সা' দ্বারা আদায় করতেন, যা দ্বারা লোকেরা ক্রয়-বিক্রয় করত।

٢٨٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزٍ قَالَ ثَنَا سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ مُدَّيْنِ -

২৮৭৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর যুগে সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে দুই মুদ্ পরিমাণ আদায় করতাম।

এই আসমা (রা) বলছেন যে, তাঁরা নবী করীম ﷺ-এর যুগে সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে দুই মুদ্ পরিমাণ গম আদায় করতেন। আর এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, তাঁরা এমনটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ ব্যতীত করবেন।

১, ১ মুদ = $\frac{১}{৪}$ সা'; ২ মুদ = নিসফ সা' বা অর্ধ সা'।

যেহেতু এটি সে সময়ে তাদের উপর যে পরিমাণ ওয়াজিব তা তিনি ﷺ কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়ার পর আদায় করা হত।

অতএব আসমা (রা) ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের সঠিক মর্ম নিরূপণের উপায় হলো এই যে, আসমা (রা) বর্ণিত হাদীসে তাঁরা যা আদায় করতেন তা হচ্ছে ফরয (পরিমাণ) আর আবূ সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসে তাঁরা যা আদায় করতেন তা হচ্ছে ফরয অপেক্ষা অতিরিক্ত নফল।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা যা উল্লেখ করেছি এর বিশুদ্ধতার প্রমাণ ঃ

٢٨٨. ابو بكرة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن يونس عن الحسن ان مروان بعث الى ابى سعيد ان ابعث الى بزكوة رقيقك فقال ابو سعيد للرسول ان مروان لا يعلم انما علينا ان نعطى لكل رأس عند كل فطر صاعا من تمر او نصف صاع من بر ـ

২৮৮০. আবূ বাকরা (র) ..... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার মারওয়ান (ইব্‌নুল হাকাম) আবূ সাঈদ (রা)-এর নিকট এই বলে লোক পাঠালেন যে, আপনি আপনার গোলামের যাকাত আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আবূ-সাঈদ (রা) প্রেরিত দূতকে বললেন, মারওয়ান জানে না, আমাদের উপর জরুরী হচ্ছে, সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে মাথাপিছু এক সা' পরিমাণ খেজুর বা নিস্‌ফ সা' (অর্ধ সা') পরিমাণ গম আমরা আদায় করব।

এই আবূ সাঈদ (রা) এতে তা-ই বলছেন, যা তাঁর উপর জরুরী ছিল নিজ গোলামের সাদাকা ফিত্‌র আদায় করা। এতে তাই প্রমাণিত হচ্ছে যা আমরা উল্লেখ করছি আর তাঁর থেকে যে হাদীস বর্ণিত যাতে এ হাদীস অপেক্ষা অধিক পরিমাণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেটি তাঁর পক্ষ থেকে ইখতিয়ার (ইচ্ছাধীন) ছিলো, ফরয নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এমন সব হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে সাদাকা ফিত্‌র-এর ফরয পরিমাণ ব্যক্ত হয়েছে এবং যা এই উল্লিখিত ব্যাখ্যার অনুকূলে ঃ

٢٨٨١ـ حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم ح وحدثنا ابن ابى داؤد قال ثنا سليمن بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال امر النبى ﷺ بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من شعير او صاعا من تمر قال فعدله الناس بمدين ـ

২৮৮১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ বড়-ছোট, আযাদ-গোলাম প্রত্যেকের উপর এক সা' পরিমাণ যব বা এক সা' পরিমাণ খেজুর সাদাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাবী বলেন, পরে লোকেরা তা দুই মুদ্‌ গমের পরিমাণ-এর সমান বলে মেনে নিয়েছে।

٢٨٨٢ـ حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى ﷺ مثله ـ

২৮৮২. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٨٨٣۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ۔

২৮৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨٨٤۔ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ وَبِشْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّعْدِيلَ ۔

২৮৮৪. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সমতার উল্লেখ করেন নি।

٢٨٨٥۔ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَاُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۔

২৮৮৫. ইউনুস (র) ও সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ আযাদ গোলাম, নর-নারী প্রত্যেক মুসলিমের (উপর)।

٢٨٨٦۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ اِنْسَانٍ ذَكَرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ جَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ۔

২৮৮৬. ফাহাদ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযাদ-গোলাম প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব 'ফরয' (নির্ধারণ) করে দিয়েছেন। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) বলতেন, লোকেরা তা গমের ক্ষেত্রে দুই মুদ্ পরিমাণ এর সমান বলে মেনে নিয়েছেন।

সুতরাং ইব্‌ন উমর (রা)-এর উক্তি ঃ "লোকেরা তা গমের ক্ষেত্রে দুই মুদ্ পরিমাণ এর সমান বলে মেনে নিয়েছে"-তিনি এর দ্বারা সাহাবা (রা) কে বুঝিয়েছেন, যাদের উক্ত সমতা- জায়িয এবং তাঁদের বক্তব্য মেনে নেয়া ওয়াজিব। কাফ্‌ফারা ইয়ামীন (কসমের কাফ্‌ফারা) সম্পর্কে উমার (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছেঃ তিনি একবার ইয়াসার ইব্‌ন নুমায়রকে বললেন, যখন আমি কোন সম্প্রদায়কে কিছু না দেয়ার কসম করি। তারপর এর পরিপন্থী কোন কিছু কল্যাণকর হয়ে আমার জন্য দেখা দেয় তাহলে আমি সেটি করে নেই। তুমি যদি আমাকে এমনটি করতে দেখ তাহলে আমার পক্ষ থেকে দশজন মিসকীনকে খাবার আহার করিয়ে দিবে। প্রত্যেক মিসকীনের জন্য নিস্‌ফ সা' পরিমাণ গম বা এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা যব। আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তা আমরা এই গ্রন্থের যথাস্থানে শিগগিরই বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্। তা ছাড়াও উমর (রা) ও আবূ বকর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে সাদাকাতুল ফিত্‌র সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তা গম হলে নিস্‌ফ সা'। তাও আমরা এই অনুচ্ছেদে শিগগিরই বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা-ই (সাহাবা রা) গমের নিস্ফ সা' পরিমাণকে যা আমরা উল্লেখ করেছি যব ও খেজুরের উল্লিখিত পরিমাণের সমান হিসাবে স্থির করেছেন। আর তাঁরা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের পরামর্শে ও এতে তাঁদের ঐকমত্যে করেছেন। সাদাকা ফিত্র-এর ক্ষেত্রে কি পরিমাণ গম প্রদান করা হবে উক্ত সমতার রিওয়ায়াত ব্যতীত যদি আমাদের পক্ষে কোন কিছু বিদ্যমান নাও থাকে, তবে গমের উক্ত নিস্ফ সা' পরিমাণ (সাহাবাদের ঐকমত্যে) সাব্যস্ত হওয়া এক বিরাট প্রমাণ। কিন্তু তা কেন ? এদিকে আসমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে উক্ত পরিমাণ মুতাবিক আদায় করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমরা যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করেছি তা ব্যতীত অন্যান্য হাদীস ও বর্ণিত হয়েছে যা উক্ত বিষয়ের (নিসফ সা'র) অনুকূলে ও সমর্থনে বিদ্যমান রয়েছে, তার থেকে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٢٨٨٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِىْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى اَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطٰى ـ

২৮৮৭. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... ছালাবা (র)-এর পিতা আবূ সুয়াইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আযাদ-গোলাম, নর-নারী প্রত্যেক দুইজনের ক্ষেত্রে (সাদাকা ফিত্র হিসাবে) এক সা' পরিমাণ (আদায় করা হবে)। সুতরাং তোমাদের ধনীগণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে (এর দ্বারা) পবিত্র করবেন আর তোমাদের দরিদ্ররা তাকে যা দেয়া হয়েছে তার চাইতে অধিক তার উপর (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) ফিরিয়ে দেয়া হবে।

٢٨٨٨ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِىْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَدُّوْا زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ قَالَ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اِنْسَانٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ غَنِىٍّ اَوْ فَقِيْرٍ ـ

২৮৮৮. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ছালাবা ইব্ন আবূ সুয়াইর (র)-এর পিতা আবূ সুয়াইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ছোট-বড়,নর-নারী, আযাদ-গোলাম ও ধনী-দরিদ্র প্রত্যেক মানুষের উপর (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব বা নিস্ফ সা' পরিমাণ গম তোমরা সাদাকাতুল ফিত্র হিসাবে আদায় করবে।

٢٨٨٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ زَكٰوةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ غَنِىٍّ اَوْ فَقِيْرٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ اَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ قَالَ مَعْمَرُ وَبَلَغَنِىْ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُهُ ـ

২৮৮৯. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আযাদ-গোলাম, নর-নারী, ছোট-বড় ও ধনী-গরীব প্রত্যেকের উপর সাদাকা ফিতর হিসাবে এক সা' পরিমাণ খেজুর বা নিস্‌ফ সা' পরিমাণ গম। মা'মার (র) বলেছেন, ইমাম যুহ্‌রী (র) থেকে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি এই হাদীসকে 'মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করতেন।

٢٨٩٠ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنِ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدٍ وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ الْفِطْرَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ـ

২৮৯০. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে দুই মুদ্ পরিমাণ প্রদান অবশ্য কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٢٨٩١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৮৯১. ইউনুস (র) ..... লায়স (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٨٩٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ قَالَ اَنَا عَقِيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَاَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ يَقُوْلُوْنَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ اَوْ بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ـ

২৮৯২. রবী'উল জীযী (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (যুহ্‌রী র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়াব (র), আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উত্‌বা (র) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সা' পরিমাণ খেজুর বা দুই মুদ্ পরিমাণ গম সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে (আদায়ের) নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٨٩٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ قَالُوْا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ـ

২৮৯৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র), উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা (র), কাসিম (র) ও সালিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সা' পরিমাণ যব বা দুই মুদ্ পরিমাণ গম সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে (আদায়ের) নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٨٩٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৮৯৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... সাঈদ (র), উবায়দুল্লাহ্‌র (র), কাসিম (র) ও সালিম (র) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨٩٥ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُعْطٰى عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ـ

২৮৯৫. আহমদ ইবন্ দাউদ (র) ..... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-এর যুগে নিস্ফ সা' গম সাদাকাতুল ফিত্র হিসাবে প্রদান করা হত।

এই সমস্ত হাদীস যা আমরা উল্লেখ করেছি গম সম্পর্কে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সেইরূপ বর্ণিত হয়ে এসেছে যা তাঁর পরবর্তীতে লোকেরা তার সমান মনে করেছে। আর আবূ সাঈদ (রা) তাঁর থেকে নিজস্ব অভিমত রিওয়ায়াত করেছেন যা উক্ত বিষয়ের অনুকূলে সাব্যস্ত হয়েছে এবং তা তাঁর সেই বর্ণনার পরিপন্থী হবে না যা তাঁর থেকে আয়ায ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে উল্লেখ করেছেন ঃ "সেটি মু'আবিয়া (রা) কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য যা আমি গ্রহণ করব না ও সে অনুযায়ী আমলও করব না"। যেহেতু তিনি তাতে মূল্যকে অস্বীকার করেননি বরং মূল্য নির্ধারণকারীর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। বস্তুত এটি সাদকাতুল ফিত্র সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস। আর এই বিষয়ে আবূ বাকর (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা) থেকে বর্ণিত কিছু রিওয়ায়াত আমরা (পূর্বে) উল্লেখ করে এসেছি। এই বিষয়ে আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা) থেকে আরো হাদীস বর্ণিত আছে, যা আলোচ্য বিষয়ের অনুকূলে রয়েছে ঃ

٢٨٩٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ وَهِلَالُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ دَفَعَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ صَاعَ بُرٍّ بَيْنَ اِثْنَيْنِ ـ

২৮৯৬. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে সেই ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছেন, যিনি আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর নিকট দুইজনের সাদকাতুল ফিত্র হিসাবে এক সা' পরিমাণ গম প্রদান করেছেন।

٢٨٩٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو قَالَ اَنَا حَمَّادُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ قَالَ ذَهَبْتُ اَنَا وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ اِلٰى زِيَادِ بْنِ النَّضْرِ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ اَنَّ اَبَاهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّيْ رَجُلٌ مَمْلُوْكٌ فَهَلْ فِيْ مَالِيْ زَكٰوةٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا زَكَاتُكَ عَلٰى سَيِّدِكَ اَنْ يُؤَدِّىَ عَنْكَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ـ

২৮৯৭. আবূ বাকরা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তাঁর পিতা নাফি' (র) উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন যে, আমি একজন ক্রীতদাস, আমার সম্পদে কি যাকাত (সাদাকাতুল ফিত্র) আছে? উমর (রা) বললেন, তোমার যাকাত তোমার মনিবের উপর (জরুরী) তোমার পক্ষ থেকে প্রত্যেক সাদাকাতুল ফিত্রের সময় এক সা' পরিমাণ যব বা খেজুর অথবা নিস্ফ সা' পরিমাণ গম আদায় করবে।

٢٨٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمٌ عَنْ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ صُعَيْرٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ -

২৮৯৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন আবী সুয়াইর (ছা'লাবা র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর (খিলাফত) যুগে সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে নিস্‌ফ সা' পরিমাণ আদায় করতাম।

٢٨٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ قَالَ خَطَبَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهٖ اَدُّوْا زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى -

২৮৯৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবুল আশআস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) আমাদেরকে খুত্‌বা প্রদান করেন। তিনি তাঁর খুতবায় বলেন ঃ ছোট-বড়, আযাদ-গোলাম ও নর-নারী প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব তোমরা আদায় করবে।

٢٩٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو الدِّمَشْقِىُّ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ اَدُّوْا زَكٰوةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا سِوٰى ذٰلِكَ مِمَّا ذَكَرَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ -

২৯০০. আবূ যুর'আ আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর আদদামেশ্‌কী (র) ..... কাওয়ারিরী (র) উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে খুত্‌বা প্রদান করেন এবং বলেন ঃ তোমরা দুই মুদ্ পরিমাণ গম সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে আদায় করবে। তবে তিনি এ ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করেননি, যা ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) উল্লেখ করেছেন।

(অতএব বুঝা গেল যে,) আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা) আমরা যা উল্লেখ করেছি তার উপর (নিস্‌ফ সা') ইজ্‌মা তথা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অনুরূপভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٢٩٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى عَنْ اِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرْتُ اَهْلَ الْبَصْرَةِ اِذْ كُنْتُ فِيْهِمْ اَنْ يُّعْطُوْا عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ -

২৯০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বস্‌রাবাসীদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, আমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করি, তারা যেন ছোট-বড় ও আযাদ-গোলাম প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে দুই মুদ্ পরিমাণ গম প্রদান করে।

অনুরূপ উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) ও অপরাপর তাবেঈন থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٢٩٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَوْفُ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلَى عَدِيِّ بْنِ اَرْطَاةَ كِتَابًا فَقَرَأَهُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ وَاَنَا اَسْمَعُ اَمَّا بَعْدُ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يُخْرِجُوْا زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ -

২৯০২. আবূ বাকরা (র) ..... 'আউফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) আদী ইব্ন আরতাত (র) এর নিকট ফরমান পাঠালেন। তিনি তা বসরার মিম্বারের উপর পাঠ করেছেন এবং আমি তা শুনেছি। তা ছিল এরূপ ঃ হামদ ও সালাতের পর, তোমার পক্ষ থেকে নির্দেশ কর, যেন প্রত্যেক মুসলিম সাদাকাতুল ফিত্র হিসাবে এক সা' পরিমাণ খেজুর বা নিস্‌ফ সা' পরিমাণ গম আদায় করে।

٢٩٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو قَالَ اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَمُجَاهِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ -

২৯০৩. আবূ বাকরা (র) ..... ইবরাহীম (র) ও মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٩٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِىْ زَكٰوةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ سِوَى الْحِنْطَةِ وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ -

২৯০৪. ইব্ন মারযূক (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, গম ব্যতীত সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে সমস্ত কিছুতে এক সা' পরিমাণ আর গম হচ্ছে নিস্‌ফ সা' পরিমাণ।

٢٩٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِىْ زَكٰوةِ رَمَضَانَ قَالَ صَاعُ تَمْرٍ اَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

২৯০৫. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাশিশ (র) .....সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র) থেকে রামাযানের সাদাকা (ফিতর) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক সা' পরিমাণ খেজুর বা নিস্‌ফ সা' পরিমাণ গম।

٢٩٠٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَرَاهُ عَفَّانُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالُوْا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ -

২৯০৬. ইব্‌রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হাকাম (র), হাম্মাদ (র) ও আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম (র) কে সাদাকাতুল ফিত্র (-এর পরিমাণ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা বলেছেন, নিসফ সা' পরিমাণ গম (প্রদান করতে হবে)।

এই অনুচ্ছেদে এই সমস্ত হাদীস যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, তাঁর পরবর্তীতে তাঁর সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারী তাবেঈদের থেকে বর্ণনা করেছি, সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে গম প্রদান করা হলে নিস্‌ফ সা' পরিমাণ আর গম ব্যতীত অন্য কিছুতে এক সা' পরিমাণ দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ থেকে কোন সাহাবী এবং তাবেঈদের থেকে কোন তাবেঈ-এর আমাদের জানা নেই যে, কেউ এর পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং কারো জন্য সমীচীন নয় তার বিষয়ের) বিরোধিতা করা। যেহেতু আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর যুগ আমাদের উল্লিখিত তাবেঈনদের যুগ পর্যন্ত উক্ত বিষয়ের উপর ইজ্‌মা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ইমাম তাহাবী (র) এর যুক্তিভিত্তিক দলীলঃ এটিও লক্ষ্য করুন যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রমাণ বহন করে। আলিমদেরকে লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন (গম ব্যতীত) যব, খেজুর অপরাপর বস্তুতে এক সা' পরিমাণ সাদাকা ফিত্‌র ওয়াজিব হয়। সুতরাং আমরা সেই সমস্ত বস্তুতে খেজুর, যব আদায় করা হয় গমের বিধানকে দেখব তা কিরূপ ? কাফ্‌ফারা ইয়ামীন (কসমের কাফ্‌ফারা ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, তাতে আহার করানো এই সমস্ত বস্তু দ্বারাও আদায় হয়। তারপর এগুলোর পরিমাণের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। একদল 'আলিম বলেছেন, কাফ্‌ফারা ইয়ামীনের ক্ষেত্রে খেজুর ও যবের পরিমাণ হচ্ছে নিস্‌ফ সা' (অর্ধ সা') আর গমের পরিমাণ হচ্ছে এক অর্ধ সা'র অর্ধেক অপরাপর আলিমগণ বলেন, বরং তা গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা', গম ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে সা'। তারা সকলেই গমকে খেজুর ও যবের দ্বিগুণের সমান হিসাবে ধরে নিয়েছেন। এরই উপর ভিত্তি যুক্তির দাবি হচ্ছে এই যে, যখন সাদাকাতুল ফিত্‌র এ খেজুর ও যব এক সা' পরিমাণ দেয়া (ঐকমত্যভাবে) তাহলে গম তার অর্ধেক হবে, আর তা হচ্ছে অর্ধ সা'। এটি-ই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক দলীল ও বিশ্লেষণ, আর তা অনুকূলে রয়েছে সেই সমস্ত হাদীসের যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণিত হয়ে এসেছে এবং যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং এটি আমরা গ্রহণ করছি। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٠- بَابُ وَزْنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সা'-এর ওজন কতটুকু ?

٢٩٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ وَسُلَيْمٰنُ بْنُ بَكَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الرَّمَادِيُّ قَالُوْا ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَاسْتَسْقَى بَعْضُنَا فَأُتِيَ بِعُسٍّ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هٰذَا قَالَ مُجَاهِدُ فَحَزَرْتُهُ فِيمَا أَحْزَرُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ تِسْعَةَ أَرْطَالٍ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ -

২৯০৭. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার আয়েশা (রা)-এর খিদমতে হাজির হলাম। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ পানি চাইল, তারপর পানির বড় পাত্র নিয়ে আসা হল। তখন আয়েশা (রা) বললেন, নবী করীম ﷺ এরূপ পাত্রে গোসল করতেন। মুজাহিদ (র) বলেন, আমি সেটিকে মেপে অনুমান করলাম। (তো সেটির পমিাণ ছিলো) আট রতল বা নয় বা দশ রতল।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম মত গ্রহণ করেছেন যে, সা'-এর ওজন হচ্ছে আট রতল। এই বিষয়ে তাঁরা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন এবং তাঁরা বলেছেন, মুজাহিদ (র) (সেটির পরিমাণ) আট রতল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করেননি বরং তিনি তার অতিরিক্ত নয় বা দশ রতল হওয়ার ব্যাপারে

সন্দেহ করেছেন। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা আট রতল হওয়া প্রমাণিত হলো এবং অতিরিক্ত হওয়া নাকচ হয়ে গেল। এই অভিমত যারা ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁদের অন্যতম।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর 'আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তার ওজন হচ্ছে পাঁচ রতল ও এক রতলের এক তৃতীয়াংশ। এই অভিমত যারা ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁরা বলেছেন, এই সেই পরিমাণ যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসল করেছেন তা হচ্ছে (দেড় সা') পরিমাণ। এই বিষয়ের তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেছেন ঃ

٢٩٠٨ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

২৯০৮. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক পাত্র থেকে গোসল করতাম আর তা হচ্ছে 'ফারাক' (তিন সা' পরিমাণ)।

٢٩٠٩ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدْحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ ـ

২৯০৯. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাঠ নির্মিত এক পাত্র থেকে গোসল করেছি যাকে 'ফারাক' বলা হতো।

٢٩١٠ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ـ

২৯১০. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, যখন এই হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো, যা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনি ও আয়েশা (রা) 'ফারাক' থেকে গোসল করেন। আর ফারাকের পরিমাণ হচ্ছে, তিন সা', তাহলে উভয়ের প্রত্যেক এক সা' ও অর্ধ সা' (দেড় সা') দ্বারা গোসল করেছেন। যখন তার পরিমাণ আট রতল, তাহলে সা' হবে তার দুই তৃতীয়াংশ, তা হচ্ছে পাঁচ রতল ও এক রতলের এক তৃতীয়াংশ। এটি মদীনাবাসী আলিমদেরও অভিমত।

দ্বিতীয় মত পোষণকারী আলিমদের বিরুদ্ধে প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমদের দলীল

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত উরওয়া (র)-এর হাদীসে ফারাকের উল্লেখ রয়েছে যার থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আয়েশা (রা) গোসল করেছেন। কিন্তু তাতে সেই পাত্রের পানির পরিমাণ সম্পর্কে উল্লেখ নেই। তাতে পানি কি ভর্তি ছিলো, না তার থেকে কম ? হতে পারে তিনি এবং আয়েশা (রা) ভর্তি পাত্র থেকে গোসল করেছেন। আবার এটিও হতে পারে যে, তিনি এবং আয়েশা (রা) ভর্তি থেকে কম পানি দ্বারা গোসল করেছেন যার পরিমাণ ছিলো দুই সা'। সুতরাং (বুঝা গেল) প্রত্যেকেই এক সা' পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করেছেন। আর এই হাদীসের মর্ম সেই সমস্ত হাদীসসমূহের মর্মের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে

যে, তিনি ﷺ এক সা' পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٢٩١١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الاصْبَهَانِىْ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنِ سُلَيْمٰنَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ-

২৯১১. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٢٩١٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىْ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ-

২৯১২. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٩١٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِىْ الْمَلاَئِىْ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِا لصَّاعِ-

২৯১৩. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করেছেন।

٢٩١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِقَدْرِ الْمُدِّ-

২৯১৪. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সা' পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল এবং এক মুদ পরিমাণ পানি দ্বারা উযূ করতেন।

٢٩١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ-

২৯১৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল এবং এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ করতেন।

٢٩١٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ بِالْمُدِّ وَنَحْوِهِ-

২৯১৬. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'মুদ পরিমাণ এবং অনুরূপ বলেছেন।

٢٩١٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بِنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اُمِّي عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ـ

২৯১৭. মুহাম্মদ ইব্নুল আব্বাস ইব্ন রাবী' (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺএক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করেছেন।

٢٩١٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ اَبِي حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيْكٍ قَالَ سَأَلْنَا اَنَسًا عَنِ الْوَضُوْءِ الَّذِي يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِنْ مُدٍّ فَيُسْبِغُ الْوَضُوْءَ وَعَسٰى اَنْ يَفْضُلَ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ كَمْ يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ الصَّاعُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ اَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرَ الصَّاعَ قَالَ نَعَمْ مَعَ الْمُدِّ ـ

২৯১৮. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র ইব্ন আতিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আনাস (রা)কে জিজ্ঞাসা করেছি উযূ'র পানি সম্পর্কে যা একজন মানুষের জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺএক মুদ পরিমাণ পানি দ্বারা উযূ করতেন এবং উযূ পূর্ণরূপে করতেন। সম্ভবত তা থেকে (কিছু) অতিরিক্ত হত। তিনি বলেন, আমরা তাঁকে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, (তাতে) কতটুকু পানি যথেষ্ট ? তিনি বললেন, এক সা' পরিমাণ (পানি)। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ থেকে সা'র উল্লেখ করা হয়েছে ? তিনি বললেন হাঁ! মুদ এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٩١٩ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ـ

২৯১৯. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺএক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٢٩٢٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ وَيُوَضِّيْهِ الْمُدُّ مِنَ الْمَاءِ ـ

২৯২০. আবূ বাকরা (র) ..... উম্মু সালামা (রা) এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ কে এক সা' পরিমাণ পানি উত্তমভাবে গোসল করাতো এবং এক মুদ পরিমাণ পানি উযূ করাতো।

এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺএক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন। কিন্তু তাতে সা'র ওজনের পরিমাণ কতটুকু তার উল্লেখ নেই। আর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত মুজাহিদ (র)-এর হাদীসে

কতটুকু পানি দিয়ে তিনি গোসল করতেন তার ওজন উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে আট রতল। আর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত উরওয়া (র)-এর হাদীসে এসেছে যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ﷺ এক পাত্র থেকে গোসল করেছেন, তা হচ্ছে 'ফারাক'। আর এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা উভয়ে বিশেষভাবে ঐ পাত্র থেকে গোসল করেছেন। কিন্তু তাতে যে পানি দিয়ে তাঁরা গোসল করেছেন তার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে অপরাপর হাদীসে পানির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে যা দিয়ে তিনি গোসল করেছেন। তা ছিলো এক সা' পরিমাণ। এতে এই সমস্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হলো এবং এগুলোর মর্মাবলী সমন্বিত ও উদ্ভাসিত হওয়া সাব্যস্ত হলো যে, তিনি যে পাত্র থেকে গোসল করতেন তা হচ্ছে 'ফারাক' এবং সা' পরিমাণ পানি দিয়ে এবং যার ওজন হচ্ছে আট রিতল। এতে সেই বিষয় বস্তু স্থির হলো যা ইমাম আবূ হানীফা (র) গ্রহণ করেছেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকেও বর্ণিত আছে, যা এই মর্মের প্রমাণ বহন করে ঃ

٢٩٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِىْ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسَى عَنْ ابْنِ جَبْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَهُوَ رَطْلاَنِ -

২৯২১. ইব্ন আবী ইমরান (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺএক মুদ্ পরিমাণ পানি দ্বারা উযূ করতেন আর তা হচ্ছে দু' রিতল পরিমাণ।

٢٩٢٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ ابْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ -

২৯২২. ফাহাদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ দু' রিতল পরিমাণ পানি দ্বারা উযূ এবং এক সা' পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

এই আনাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর মুদ দু' রিতল পরিমাণ এবং সা' চার মুদ পরিমাণ। যেহেতু মুদের পরিমাণ দু'রিতল প্রমাণিত হলো, তাই সা'র পরিমাণ আট রিতল সাব্যস্ত হবে।

কোন প্রশ্ন উত্থাপনকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে এর পরিপন্থী হাদীস বর্ণিত আছে, যা নিম্নরূপ ঃ

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُوْكِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِىَّ -

২৯২৩. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ﷺ এক মুদ্ (মাককুক) পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং পাঁচ মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

প্রশ্নকারী বলেছে ঃ এই হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসের পরিপন্থী।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে যে, আমাদের মতে এটা তার পরিপন্থী নয়। যেহেতু শরীক (র)-এর হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ করতেন। এর সাথে উত্বা ইব্ন আবী হাকীম (র) এর সাথে তার অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। যখন কি-না শু'বা (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি, এতে সম্ভাবনা থাকছে যে 'মাক্কুক' দ্বারা মুদ্ বুঝিয়েছেন। যেহেতু তাঁরা মুদকে মাক্কুক হিসাবে আখ্যায়িত করতেন। অতএব যা দ্বারা তিনি উযূ করেছেন তা হচ্ছে এক মুদ্ এবং যা দ্বারা গোসল করেছেন তা হচ্ছে পাঁচ মুদ পরিমাণ। আর থেকে চার মুদ দ্বারা গোসল করেছেন আর যা এক সা' পরিমাণ এবং অপর এক মুদ দ্বারা উযূ করেছেন। সুতরাং এই হাদীসে সমন্বয় সাধিত হয়ে গেল যে, যে পানি দ্বারা তিনি উযূ করেছেন, তা ছিলো জানাবাতের (গোসলের পূর্বে উযূ) এবং যে পানি দ্বারা তিনি গোসল করেছেন তা ছিলো জানাবাতের (গোসল)। আর পক্ষান্তরে উত্বা (র)-এর হাদীসে পৃথক করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে পানি দ্বারা তিনি গোসল করেছেন, তা ছিলো বিশেষ করে জানাবাতের গোসল, এর দ্বারা তিনি (গোসল পূর্ব) উযূ করেননি। তবে তাঁর জন্য উক্ত উযূও (অন্য পানি দ্বারা) থাকত।

আমি ইব্ন আবী ইমরান (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইব্নুস্ ছালাযী (র)-কে বলতে শুনেছি সা'র অনুমান করা হয়েছে সেই বস্তুর ওজনের উপর যার, পরিমাপ ও ওজন কিসমিস ও ডাল ইত্যাদির সমপরিমাণ। যেহেতু বলা হয়ে থাকে ঃ সেটির পরিমাপ ও ওজন সমান।

٢٩٢٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عِمْرَانَ قَالَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ وَبِشْرُ بْنُ الْوَلِيْدِ جَمِيْعًا عَنْ أَبِى يُوْسُفَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ مَنْ أَثِقُ بِهِ صَاعًا فَقَالَ هٰذَا صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدَّرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثَ رِطْلٍ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ يَقُوْلَ يُقَالُ إِنَّ الَّذِى أَخْرَجَ هٰذَا لِأَبِى يُوْسُفَ هُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَذْكُرُ أَنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ هُوَ تَحَرِّىُّ عَبْدِ الْمَلِكِ لِصَاعِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ مَالِكًا لَمَّا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ تَحَرَّى ذٰلِكَ مِنْ صَاعِ عُمَرَ وَصَاعُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ قَدَرَ صَاعُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى خِلَافِ ذٰلِكَ ـ

২৯২৪. ইব্ন আবী ইমরান (র) ..... আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি মদীনা গিয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে সা'বের করিয়ে নিলাম। তিনি বললেন, এটি নবী করীম ﷺ -এর সা'। তারপর আমি ওটিকে মেপে দেখতে পেলাম পাঁচ রিতল ও এক রিতলের এক তৃতীয়াংশ। আমি ইব্ন আবী ইমরান (র)-কে বলতে শুনেছি, বলা হয়ে থাকে যে, আবূ ইউসুফ (র)-এর জন্য এটি (সা') যিনি বের করে দেখান, তিনি হচ্ছেন ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র)। আমি আবূ হানীফা (র)-কে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, ইমাম মালিক (র)-কে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, ইমাম মালিক (র)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, তা তো উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর সা'র ব্যাপারে আবদুল মালিক (র)-এর সুচিন্তিত অনুমান। যখন মালিক (র)-এর নিকট প্রমাণিত হলো যে, আবদুল মালিক (র) উমর (রা)-সা'র ব্যাপারে অনুসন্ধানলব্ধ অনুমান। আর উমর (রা)-এর সা' যেটি ছিলো-সেটিই নবী করীম ﷺ-এর সা' ছিল। অথচ উমর (রা)-এর সা' পরিমাপ করা হলে দেখা গেল তার পরিপন্থী।

٢٩٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ اَلْحَجَّاجِيْ صَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -

২৯২৫. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) . .. মুসা ইব্‌ন তালহা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর সা' ছিলো হাজ্জাজী।

٢٩٢٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَا حَجَاجِيًّا وَالْحَجَاجِيُّ عِنْدَهُمْ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ -

২৯২৬. আহমদ (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ অমরা উমর (রা)-এর সা' অনুমান করে তা হাজ্জাজী পেলাম, আর তাদের নিকট হাজ্জাজী হলো বাগদাদী আট রিতল-এর সমপরিমাণ।

٢٩٢٧- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُغِيْرَةَ وَعُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ وَضَعَ الْحَجَّاجُ قَفِيْزَهُ عَلٰى صَاعِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

২৯২৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্‌রাহীম (র)-থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হাজ্জাজ তাঁর কাফীয (পরিমাপ বিশেষ) উমর (রা)-কর্তৃক প্রচলিত সা'র উপর ভিত্তি করে স্থাপন করেছেন।

অতএব এটি মালিক (র) কর্তৃক উল্লিখিত আবদুল মালিকের অনুসন্ধান ভিত্তিক অনুমান অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত। যেহেতু অনুমানের সাথে বাস্তবতা থাকে না।

পক্ষান্তরে ইব্‌রাহীম (র) ও মূসা ইব্‌ন তালহা (র) যে অনুমানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, তার সাথে বাস্তবতা রয়েছে। সুতরাং এটি উত্তম। আল্লাহ্‌র সাথেই তাওফিক চাচ্ছি। যাকাত অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি।

كِتَابُ الصِّيَامِ
সিয়াম অধ্যায়

١ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِىْ يَحْرُمُ فِيْهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ
১. অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালনকারীর জন্য যে সময়ে আহার করা হারাম

٢٩٢٨ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ تَسَحَّرْتُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَمَرَرْتُ بِمَنْزِلِ حُذَيْفَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَاَمَرَ بِلِقْحَةٍ فَحُلِبَتْ وَبِقِدْرٍ فَسُخِنَتْ ثُمَّ قَالَ كُلْ فَقُلْتُ اِنِّىْ اُرِيْدُ الصَّوْمَ قَالَ وَاَنَا اُرِيْدُ الصَّوْمَ قَالَ فَاَكَلْنَا ثُمَّ شَرِبْنَا ثُمَّ اَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ صَنَعْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ بَعْدَ الصُّبْحِ قَالَ بَعْدَ الصُّبْحِ غَيْرَ اَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ ـ

২৯২৮. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... যির ইব্ন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সাহ্‌রী খেলাম। তারপর মসজিদের দিকে চললাম, পথে হুযায়ফা (রা) এর গৃহের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমি তার গৃহে প্রবেশ করলাম। হুযায়ফা (রা) উটনীর দুধ দোহনের জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তা দোহন করা হলো। খাদ্যের হাড়ি গরম করার নির্দেশ দিলেন এবং তা গরম করা হলো। তারপর তিনি বললেন, খাও, আমি বললাম, 'আমি তো সিয়ামের নিয়াত করেছি। তিনি বললেন, আমিও সিয়ামের নিয়াত করেছি। রাবী বলেন, তারপর আমরা খাবার খেয়ে নিলাম এবং (দুধ) পান করলাম। এরপর মসজিদে আসলাম এবং সালাতের ইকামত হলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সাথে অনুরূপ করছেন অথবা বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (অনুরূপ) করেছি। আমি (প্রশ্নকরে) বললাম! সুব্‌হি সাদিকের পরে এরূপ করেছেন ? তিনি বললেন, (হাঁ) সুব্‌হি সাদিকের পরে, তবে সূর্য উদিত হয় নি (সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে)।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ হুযায়ফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি সুব্‌হি সাদিকের পরে আহার করেছেন; অথচ তিনি সিয়ামের নিয়ত করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করেছেন বলে উদ্ধৃত করেছেন।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত বিষয়বস্তুর পরিপন্থী বর্ণিত আছে; আর তা হচ্ছে, সেই হাদীস যা আমরা তাঁর সূত্রে পূর্বে রিওয়ায়াত করেছি। আমরা আমাদের এই গ্রন্থে উল্লেখ করে এসেছি যে, তিনি

বলেছেন ঃ বিলাল (রা) রাত্রে আযান দিয়ে থাকেন, যতক্ষণ না ইব্‌ন উম্মু মাকতুম (রা) আযান দেন, তোমরা পানাহার কর। তিনি বলেছেন ঃ বিলাল (রা)-এর আযান তোমাদের কাউকে যেন সাহ্‌রী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। যেহেতু তিনি তোমাদের ঘুমন্তদেরকে জাগরিত এবং দাঁড়িয়ে থাকা (জাগরিত) দেরকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আযান দেন। তারপর তিনি ফজরের সঠিক বর্ণনা প্রদান করেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত ফজরই সিয়াম পালনকারীর জন্য পানাহার ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তু থেকে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীস যা আমরা উল্লেখ করেছি, এগুলো হুযায়ফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী। আমাদের মতে হুযায়ফা (রা)-এর হাদীসে সম্ভাবনা রয়েছে (আল্লাহ অধিক জ্ঞাত) যে, তা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ ـ

আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। তারপর নিশাগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। (২ ঃ ১৮৭)

٢٩٢٩ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُصَيْنٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ اَنَا عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ عَمَدْتُ اِلىٰ عِقَالَيْنِ اَحَدُهُمَا اَسْوَدُ وَالاٰخَرُ اَبْيَضُ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنَ لِىْ الاَبْيَضُ مِنَ الاَسْوَدِ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ صَنَعْتُ فَقَالَ اِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيْضٌ اِنَّمَا ذٰلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ ـ

২৯২৯. আহ্‌মদ ইব্‌ন দাঊদ ইব্‌ন মূসা (র) ..... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন (নিম্নোক্ত) আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ ـ

তখন আমি (বালিশের নিচে) দু'টি রশি নিলাম, একটি কালো অপরটি সাদা এবং উভয়টির দিকে দৃষ্টি দিতে লাগলাম; কিন্তু সাদা কালো থেকে আমার জন্য স্পষ্ট হলো না (পার্থক্য হলো না)। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে আমার কৃতকাজ সম্পর্কে তাঁকে বললাম। তিনি (কৌতুক করে) বললেন, তোমার বালিশ তো অত্যন্ত প্রশস্ত (যে, প্রভাত তার নিচে চলে আসে) উক্ত আয়াতে তো দিনের শুভ্রতা এবং রাতের কৃষ্ণতা বুঝানো হয়েছে।

٢٩٣٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৯৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আদী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٩٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ الاَوْدِيُّ عَنْ حُصَيْنٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৯৩১. মুহাম্মদ (র) ..... হুসায়ন (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٩٣٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا اَبْيَضَ وَ خَيْطًا اَسْوَدَ فَيَضَعُهُمَا تَحْتَ وِسَادَةٍ فَيَنْظُرُ مَتٰى يَسْتَبِيْنُهُمَا نَيَتْرُكُ الطَّعَامَ قَالَ فَبَيَّنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ذٰلِكَ وَنَزَلَتْ مِنَ الْفَجْرِ -

২৯৩২. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ আস্ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ -

তখন লোকেরা একটি সাদা রশি, একটি কালো রশি নিয়ে বালিশের নিচে রেখে দিত এবং দেখত কখন এই দু'টি স্পষ্ট হবে এরপর খাদ্য গ্রহণ পরিহার করবে। তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তা বর্ণনা করে দিলেন এবং অবতীর্ণ হলো ঃ مِنَ الْفَجْرِ উষার (শুভ্রতা)। যখন এই আয়াতের হুকুম (অনুধাবন) সাহাবা (রা) দের উপর মুশকিল হয়ে পড়ল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য এ ব্যাপারে যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার বর্ণনা করে দিলেন এবং حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ অবতীর্ণ করার পরে مِنَ الْفَجْرِ অবতীর্ণ করলেন।

সুতরাং আয়াতের হুকুম হলো ঃ তাঁরা পানাহার করবে যতক্ষণ না তাঁদের জন্য উষার শুভ্রতা উদ্ভাসিত হয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণীর مِنَ الْفَجْرِ। যা আমরা উল্লেখ করেছি, এর দ্বারা সাহল (রা) বর্ণিত হাদীসে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন তাকে রহিত করে দিয়েছেন। আর সম্ভবত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হুযায়ফা (রা) যা রিওয়ায়াত করেছেন, তা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। যখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে উক্ত বিষয়কে সুদৃঢ় করেন এবং আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের দিকে হুকুমকে ফিরিয়ে দেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٢٩٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْنُعَيْمٍ وَالْخَضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ قَالاَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ السُّحَيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ قَيْسُ بْنُ طَلَقٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الاَحْمَرُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ وَاَعْرَضَهَا -

২৯৩৩. আবূ উমাইয়া (র) ..... তাল্‌ক ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (সাহ্‌রীর সময়) পানাহার করতে থাকবে। ভোরের লম্বালম্বি আলো যেন তোমাদের

ঘাবড়িয়ে না দেয়। প্রস্থে বিস্তৃত লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে থাক। আর তিনি নিজ হাতে প্রস্থে বিস্তৃত হওয়ার দিকে ইশারা করলেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের সুস্পষ্ট আয়াতকে পরিত্যাগ করা জরুরী হয় না এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীস সমূহকে, যা উম্মত কবুল করেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত উম্মত যেমন আমল করে আসছে। ফলে এরূপ হাদীসের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না যা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি আমরা এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। এটি হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢ـ بَابُ الرَّجُلِ يَنْوِى الصِّيَامَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ

২. অনুচ্ছেদ ঃ সুবৃহি সাদিকের পরে সিয়াম পালনের নিয়্যত প্রসঙ্গে

٢٩٣٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ ـ

২৯৩৪. ইউনুস (র) ..... হাফসা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি ফজরের পূর্বে রাতে সিয়ামের নিয়াত না করে তার সিয়ামই নেই।

٢٩٣٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৯৩৫. ইউনুস (র) ..... ইব্ন লাহিয়্যা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٩٣٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرَّعِيْنِىْ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৯৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন হিশাম আররঈনী (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, কেউ যদি ফজর শুরু হওয়ার পূর্বে সিয়ামের শুরুর নিয়াত না করে, তাহলে তার জন্য পরবর্তীতে নতুন নিয়াতের দ্বারা সেই দিনের সিয়াম পালন করা জায়িয নয়। তাঁরা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন :

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ ইব্ন শিহাব (যুহরী র) থেকে যে সমস্ত হাফিয রাবীগণ এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তাঁরা তা 'মারফূ' হিসাবে রিওয়ায়াত করেননি এবং তাঁরা তাঁর থেকে এতে এরূপ বিরোধ করেছেন যা হাদীসের 'ইয্তিরাব' (তথ্যবিভ্রাট) হওয়াটাকে অপরিহার্য করে, বরং তার চাইতে নিচু পর্যায়ের। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এটাকে বিশেষ সিয়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে সাব্যস্ত করি। আর তা হচ্ছে, সেই সমস্ত ফরয সিয়াম যা নির্দিষ্ট দিনে পালন করা হয় না। যেমনঃ কাফ্ফারার সিয়াম, রামাযানের কাযা সিয়াম ইত্যাদি। যুহরী (র) থেকে এই হাদীসের হাফিযদের রিওয়ায়াত যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং এই হাদীসের মধ্যে তাঁর সূত্রে তাঁদের মতবিরোধ রয়েছে।

٢٩٣٧- فَاِنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَحَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِذٰلِكَ الَّذِىْ ذَكَرْنَاهُ فِى اَوَّلَ هٰذَا الْبَابِ -

২৯৩৭. যেহেতু ইবরাহীম ইবন মারযূক (র) ..... ইবন শিহাব (যুহ্রী র) সূত্রে আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) থেকে (মাওকূফ হিসাবে) এই রূপ বর্ণনা করেছেন, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি।

٢٩٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ -

২৯৩৮. আবূ বাকরা (র) ..... হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ (র)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এটিকে 'মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেননি।

٢٩٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِذٰلِكَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ -

২৯৩৯. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে হাফসা (রা) থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন এবং তা মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। (বর্ণনাকারী) এই মালিক (র), ইব্ন উয়ায়না (র) ও মা'মার (র) তাঁরাই হচ্ছেন যুহরী (র) থেকে রাবী হিসাবে হুজ্জত (নির্ভরযোগ্য প্রমাণ) তাঁরা এই হাদীসের সনদে মতবিরোধ করেছেন, যেমনিভাবে আমরা উল্লেখ করেছি।

উক্ত হাদীসটিকে যুহ্রী (র) থেকে তাঁরা ব্যতীত অন্যরা আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (র)-এর বিপরীত রূপেও রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٢٩٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ اَبِىْ الْاَخْضَرِ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَلَمْ يَرْفَعْهُ -

২৯৪০. আবূ বাকরা (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি হাফ্সা (রা)-এর উল্লেখও করেননি এবং এটিকে 'মারফূ' রূপেও বর্ণনা করেননি।

٢٩٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ اَبِىْ الْاَخْضَرِ قَالَ ثَنَا اِبْنُ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِذٰلِكَ لَمْ يَرْفَعْهُ ثُمَّ قَدْ رَوَاهُ نَافِعُ اَيْضًا عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَيْضًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ -

২৯৪১. আবূ বাকরা (র) ..... মুত্তালিব ইব্ন আবী ওয়াদায়া (র) হাফ্সা (রা) থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি তা মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। তারপর এটিকে নাফি' (র) ও ইব্ন উমর (রা) থেকে এই রকম রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি হাফ্সা (রা)-এরও উল্লেখ করেন নি এবং এটিকে 'মারফূ' হিসাবেও বর্ণনা করেন নি।

٢٩٤٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ـ

২৯৪২. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং এটিই হচ্ছে এই হাদীসের মৌলিক বিষয় (অর্থাৎ এটি মাওকূফ)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ফজর শুরু হওয়ার পর সিয়াম শুরু করার বৈধতা সম্পর্কেও বর্ণিত আছে ঃ

٢٩٤٣ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالُوْا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ طَعَامًا فَجَاءَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَانِّي صَائِمٌ ـ

২৯৪৩. আবূ বাকরা (র), ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ও আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ এক বিশেষ প্রকারের খাদ্য ভালবাসতেন। একদা তিনি এসে বললেন, তোমাদের কাছে উক্ত খাদ্য থেকে কিছু বিদ্যমান আছে ? আমি বললাম, জী না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি।

٢٩٤٤ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ طَلْحَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৯৪৪. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... তালহা (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত এটিও আমাদের মতে বিশেষ সিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত, তা হচ্ছে নফল সিয়াম, মানুষ যার নিয়াত করবে সুব্‌হি সাদিকের পর দিবসের প্রথমভাগে। এভাবেই তাঁর পরবর্তীতে সাহাবা (রা) আমল করেছেন, (যে, দিন শুরু হওয়ার পর সূর্য হেলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত সিয়ামের নিয়াত জায়িয আছে)।

٢٩٤٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ وَرَوْحٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ ثُمَّ اَرَادَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا اَصْبَحَ فَانَّهُ بِاَحَدِ النَّظَرَيْنِ ـ

২৯৪৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি সকাল করার পর যদি সিয়াম পালনের ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে দুই বিষয়ের (সিয়াম পালন ও ভঙ্গ করার) মধ্যে তার ইখতিয়ার রয়েছে।

٢٩٤٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَتَى اَصْبَحْتَ يَوْمًا فَاَنْتَ عَلَى اَحَدِ النَّظَرَيْنِ مَالَمْ تَطْعَمْ اَوْ تَشْرَبْ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ ـ

২৯৪৬. আবূ বাকরা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কখনো তুমি সকাল করলে যতক্ষণ না পানাহার করবে দুই বিষয়ে তোমার ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তুমি সিয়াম পালন করতে পার আর ইচ্ছা করলে সিয়াম ভঙ্গ করতে পার।

٢٩٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ الاَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ -

২৯৪৭. আবূ বাকরা (র) ..... আলী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٤٨- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَالَهُ الصَّوْمُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ -

২৯৪৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হুযায়ফা (রা) সূর্য হেলে পড়ার পর সিয়াম পালনের ইচ্ছা করেন এবং তিনি সিয়াম পালন করেন।

٢٩٤٩- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنَّه لَزِمَ غَرِيْمًا لَه فَاَتٰى اِبْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنِّىْ لَزِمْتُ غَرِيْمًا لِّىْ مِنْ مُرَادٍ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنَ الظُّهْرِ وَلَمْ اُفْطِرْ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ -

২৯৪৯. ইব্ন মারযূক (র) ..... বনূ আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার সে তার দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে আঁকড়ে ধরে। তারপর ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের উদ্দেশ্য (পাওনা) পূরণে যুহরের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রেখেছি এবং আমি সিয়ামও পালন করিনি এবং ভঙ্গও করিনি। তিনি বললেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে সিয়াম পালন কর আর ইচ্ছা করলে ভঙ্গ কর।

٢٩٥٠- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اِنِّىْ تَسَحَّرْتُ ثُمَّ بَدَا لِىْ اَنْ اُفْطِرَ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَجِيْئُ فَيَقُوْلُ هَلْ عِنْدَ كُمْ مِنْ طَعَامٍ فَاِنْ قَالُوْا لاَ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ -

২৯৫০. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ বিশর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি আনাস ইব্ন মালিক (রা) কে বলল, আমি সাহ্রী খেয়েছি, এরপর আমার সিয়াম ভঙ্গ করার মনস্থ করেছি, (বলুন, বিধান কি?) তিনি বললেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে সিয়াম ভঙ্গ করতে পার। আবূ তালহা (রা) আসতেন এবং বলতেন, তোমাদের কাছে কি কোন খাবার আছে? তারা যদি বলত, না, তিনি বলতেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি।

٢٩٥١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الرَّحْبِيُّ عَنْ سَهْمِ بْنِ حُبَيْشٍ وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِمَّنْ شَهِدَ قَتْلَ عُثْمٰنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ غَيْرُهُ اَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَصْبَحَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ قُتِلَ فِيْهِ فَقَالَ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتَيَانِيْ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَالاَ لِيْ يَا عُثْمٰنُ اِنَّكَ مُفْطِرٌ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ وَاِنِّيْ اُشْهِدُكُمْ اِنِّيْ قَدْ اَوْجَبْتُ الصِّيَامَ -

২৯৫১. রবী'উল জীযী (র) ..... শাহ্‌র ইব্‌ন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ব্যতীত উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডে উপস্থিতদের মধ্য থেকে অন্য কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। যেদিন উসমান (রা) নিহত হন, সেদিন তিনি সকাল বেলা বললেন, এই রাতে আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা) আমার কাছে এসেছেন এবং তাঁরা আমাকে বলেছেন, হে উসমান! আজ রাত তুমি আমাদের কাছে সাওম ভঙ্গ করবে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি, আমি অবশ্যই সিয়াম পালনকে ওয়াজিব করেছি।

٢٩٥٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ حَتّٰى يَظْهَرَ ثُمَّ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَصْبَحْتُ وَمَا اُرِيْدُ الصَّوْمَ وَمَا اَكَلْتُ مِنْ طَعَامٍ وَلاَ شَرَابٍ مُنْذُ الْيَوْمِ وَلاَصُوْمَنَّ يَوْمِيْ هٰذَا -

২৯৫২. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার সকাল করলেন এবং যুহরের সময় হয়ে গেল। তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই সকাল থেকে সিয়াম পালনের নিয়াত করি নি, এখন পর্যন্ত পানাহার করি নি। আমি অবশ্যই আমার এই দিনের সিয়াম পালন করব।

٢٩٥٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِيْ اَهْلَهُ مِنَ الضُّحٰى فَيَقُوْلُ هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ فَاِنْ قَالُوْا لاَ صَامَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

২৯৫৩. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রা) চাশ্‌ত (পূর্বাহ্নে)-এর সময় নিজ পরিবারের কাছে আসতেন এবং বলতেন, তোমাদের কাছে (সকালের) কিছু খাবার আছে কি? তারা যদি বলত 'না' তাহলে তিনি সেই দিনের সিয়াম পালন করতেন।

٢٩٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَيَّارٍ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ سَاوَمَ اَبُو الدَّرْدَاءِ رَجُلاً بِفَرَسٍ فَحَلَفَ الرَّجُلُ اَنْ لاَيَبِيْعَهُ فَلَمَّا مَضٰى قَالَ تَعَالْ اِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اُوْثِمَكَ اِنِّيْ لَمْ اَعِدِ الْيَوْمَ مَرِيْضًا وَلَمْ اُطْعِمْ مِسْكِيْنًا وَلَمْ اُصَلِّ الضُّحٰى وَلٰكِنِّيْ بَقِيَّةَ يَوْمِيْ صَائِمٌ -

২৯৫৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাইয়ার আদ্‌দামেশ্‌কী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবুদ দারদা (রা) জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ঘোড়ার দরদাম করেন। কিন্তু লোকটি তাঁর

কাছে তা বিক্রি করতে কসম করে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। সে যখন চলে গেল, তিনি বললেন, এসো! আমি তোমাকে গোনাহ্‌তে লিপ্ত করতে চাই না। আমি আজকে কোন অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা করি নি, কোন মিসকীনকে খাওয়াই নি এবং পূর্বাহ্নের সালাত আদায় করিনি। তবে আমি অবশিষ্ট দিন সিয়াম পালন করছি।

٢٩٥٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَتْنَا اُمُّ الدَّرْدَاءِ اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَجِيْءُ فَيَقُوْلُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ فَاِنْ قَالُوْا لاَ قَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ -

২৯৫৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে উম্মুদ দারদা বর্ণনা করেছেন যে, আবুদ দারদা (রা) আসতেন এবং বলতেন, তোমাদের কাছে খাবার কিছু আছে ? তাঁরা যদি বলতেন, না, তবে তিনি বলতেন, তাহলে আমি সিয়াম পালন করছি।

٢٩٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اَيْضًا -

২৯৫৬. আলী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উত্‌বা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ আয়্যুব (রা)ও অনুরূপ করতেন।

٢٩٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءُ اَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ -

২৯৫৭. আলী (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আতা (র) ধারণা করেন যে, তিনি তা করতেন।

বস্তুত এই সিয়াম যাতে ফজর শুরু হওয়ার পর নিয়াত করা যথেষ্ট এবং যে ব্যাপারে হাদীস এসেছে যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উল্লেখ করেছি এবং তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর সাহাবাগণ (রা) যে আমল করেছেন, তা হচ্ছে নফল সিয়াম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি আশুরার দিবসে লোকদেরকে সকালের পর সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন তা (আশুরার সিয়াম পালন) তাঁদের উপর ফরয ছিলো। যেমনিভাবে তারপর লোকদের উপর রামাযানের সিয়াম পালন ফরয করা হয়েছে। এই বিষয়ে তাঁর থেকে হাদীসসমূহ বর্ণিত আছে, যা আমরা ইনশাআল্লাহ্ এই গ্রন্থের পরবর্তী অনুচ্ছেদ 'আশুরা দিবসে সিয়াম পালন' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করব।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যখন এই সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা আমরা উল্লেখ করেছি, তার কতেককে অপর কতকের বিরোধী সাব্যস্ত করা, যাতে পারস্পরিক বিপরীত হওয়া প্রমাণিত হয়, বৈধ হবে না; যাতে কতক কতককে প্রতিরোধ করে এভাবে এ সমস্ত হাদীসে সঠিক মর্ম নিরূপণের পন্থা আমরা খুঁজে পাব না। সুতরাং আয়েশা (রা)-এর হাদীস যা আমরা তাঁরই সূত্রে এই অনুচ্ছেদে নফল সিয়াম পালনের ব্যাপারে উল্লেখ করেছি, অনুরূপভাবে আমাদের মতে এটির কারণ এবং নির্দিষ্ট দিনে ফরয সিয়াম সংক্রান্ত আশুরা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস, অনুরূপ ভাবে সেরূপ দিনে ফরয সিয়ামের বিধান হলো ঃ তার জন্য ফজর শুরু হওয়ার পর নিয়াত করা জায়িয। এর অন্তর্ভুক্ত রামাযান মাস। আশুরা দিবসের মত তা নির্দিষ্ট দিবসে ফরয। কেননা আশুরা

দিবসের সিয়াম পালন নির্দিষ্ট দিবসে ফরয ছিলো। অতএব যেমনি ভাবে আশুরার সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি সকাল শুরু হওয়ার পর উক্ত সিয়ামের নিয়াত করে তবে তা যথেষ্ট তথা বৈধ হবে। অনুরূপ ভাবে রামাযান মাসের সিয়ামের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি সকাল হওয়ার পর নিয়াত করে তবে তা যথেষ্ট হবে। এরপর বাকী থাকল সেই বিষয় যা আমরা রিওয়ায়াত করেছি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত হাফসা (রা)-এর হাদীসে। তা আমাদের মতে সেই সিয়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা এই দুই সিয়ামে থেকে ভিন্ন যেমন কাফ্ফারা ও রামাযান মাসের কাযা সিয়াম। যাতে করে তা অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না সেই সমস্ত হাদীস থেকে যা আমরা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

বস্তুত যেই নিয়াতের দ্বারা সিয়াম পালন শুরু করা হয়, তার বিধান হলো তিন প্রকার ঃ (ক) যে সমস্ত সিয়াম পালন নির্দিষ্ট দিবসে ফরয এই সমস্ত সিয়ামের ক্ষেত্রে দিবস আসার পূর্বে রাতে যেমনিভাবে নিয়াত যথেষ্ট, দিনের বেলায়ও যথেষ্ট। (খ) আর যে সমস্ত সিয়াম পালন করা অনির্দিষ্ট দিবসে ফরয (যেমন কাফ্ফারা, রামাযানের কাযা ইত্যাদি) এই ক্ষেত্রে দিবসের পূর্বে রাতের মধ্যেই নিয়াত করে নেয়া বিধেয়, যেই নিয়াতের দ্বারা সিয়াম শুরু করা হয়। তবে দিবস এসে যাওয়ার পর নিয়াত করা জায়িয হবে না। (গ) যে সমস্ত সিয়াম পালন নফল হিসাবে বিবেচিত, এই সব ক্ষেত্রে যেই নিয়াতের দ্বারা সিয়াম পালন শুরু করা হয় তা দিবসের পূর্বে রাতে করা এবং রাতের পরে দিবসের মধ্যে করা (উভয়টি) বিধেয়।

সুতরাং এটিই হচ্ছে কারণ যার উপর ভিত্তি করে হাদীসসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়, যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং এভাবে সেগুলো সাংঘর্ষিক হবে না। আর উল্লিখিত ব্যাখ্যাই উত্তম বিবেচিত হবে, এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁরা বলেন, যে ক্ষেত্রে ফজর শুরু হওয়ার পর নিয়াত করা যথেষ্ট, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তা যথেষ্ট হবে দিবসের প্রথম (শুরু) ভাগে (সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে) তার পরে যথেষ্ট হবে না।

٣- بَابُ مَعْنَى قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَهْرَا عِيْدٍ لَايَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُوْ الْحِجَّةِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি "দুই ঈদের মাস কম হয় না"-এর মর্ম

٢٩٥٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ عَنْ سَالِمٍ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ شَهْرَا عِيْدٍ لَايَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُوْ الْحِجَّةِ-

২৯৫৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ও আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ দুই ঈদের মাস রামাযান ও যুল হিজ্জা এক সঙ্গে হ্রাস পায় না।

٢٩٥٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمٰنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِثْلَهُ-

২৯৫৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, এই দুই মাস হ্রাস পায় না। আলিমগণ এর মর্ম উদ্ধারে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদল 'আলিম বলেছেন ঃ হ্রাস পায় না অর্থাৎ একই বছরে উভয়

(মাস) একত্রে হ্রাস পায় না। তবে এমনটি হতে পারে যে, দুইটির একটি কম হলো। এটি এরূপ অভিমত যা স্পষ্টতই প্রত্যাখাত। যেহেতু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উক্ত দুই মাস বিভিন্ন বছরে কম হয়, আবার কখনো প্রত্যেকটিতে একই সাথে তা কম হয়। এর দ্বারা একদল 'আলিম তা প্রত্যাখান করেছেন এবং নবী করীম ﷺ -এর হাদীস দ্বারা প্রত্যাখান করেছেন, যা আমরা অন্যস্থানে উল্লেখ করেছি যে, তিনি রামাযান মাস সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমরা রামাযানের চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করবে এবং আবার চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ করবে। যদি মেঘের কারণে তা আড়াল হয় তাহলে ত্রিশ দিন পূরণ করবে। আর তাঁর এই উক্তি দ্বারাও আলোচ্য বিষয় প্রত্যাখান করেছেন ঃ নিশ্চয় মাস কখনো ঊনত্রিশ দিনেও হয় আবার কখনো ত্রিশ দিনেও হয়। সুতরাং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, (কম হওয়া) সমস্ত মাসের ক্ষেত্রে জায়িয আছে। আমরা তা অতিসত্বর সনদসহ আমাদের এই কিতাবের যথা স্থানে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

পক্ষান্তরে অপর একদল 'আলিম এই সমস্ত সকল হাদীসের সঠিক মর্ম নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। এবং তাঁরা বলেছেন, তাঁর ﷺ উক্তি ঃ তোমরা রামাযানের চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করবে এবং আবার চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ করবে। যেহেতু মাস কখনো ঊনত্রিশ দিনেও হয় আবার কখনো ত্রিশ দিনে হয়। বস্তুত এই সব যেমনটি তিনি বলেছেন, সমস্ত মাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তাঁর উক্তি ঃ "দুই ঈদের মাস রামাযান ও যুলহিজ্জা হ্রাস পায় না। এটি কিন্তু আমাদের মতে সংখ্যার দিক দিয়ে হ্রাস পাওয়া অর্থে নয়। ওই দু'টি মাসে এরূপ দু'টি বস্তু বিদ্যমান রয়েছে যা অন্য কোন মাসে নেই, একটিতে রয়েছে সিয়ামব্রত পালন অপরটিতে রয়েছে হজ্জব্রত পালন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দু'টি হ্রাস পাবে না যদিও এই দু'টি ঊনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে। এই দু'টি মাস পূর্ণ মাস চাই তা ত্রিশ (দিনে) ত্রিশ (দিনে) হোক বা ঊনত্রিশ (দিনে) ঊনত্রিশ (দিনে) হোক। এর দ্বারা এই বিষয় জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য যে, যদিও ঐ দু'টি মাস ঊনত্রিশ, ঊনত্রিশ হয়ে থাকে তাতে আহকামের (বিধানসমূহ) দিয়ে হবে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ, আহকামের দিক দিয়ে অপূর্ণাঙ্গ হবে না, যেভাবে উভয়টি ত্রিশ ত্রিশ (দিন) হলে আহকাম তাতে পূর্ণাঙ্গ হত অনুরূপ ঊনত্রিশ দিনে হলেও তা পূর্ণাঙ্গ হবে। এটি হচ্ছে এই সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্ম নিরূপণের যথার্থ পন্থা, যা আমরা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

٤ـ بَابُ الْحُكْمِ فِيْمَنْ جَامَعَ اَهْلَهُ فِيْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

৪. অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার বিধান

٢٩٦٠ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ اَنَّهُ احْتَرَقَ فَسَأَلَهُ عَنْ اَمْرِهِ فَقَالَ وَقَعْتُ عَلٰى امْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعِرْقُ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا ـ

২৯৬০. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে বলল, সে জ্বলে পুড়ে গেছে। তিনি তাকে তার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি

রামাযানে আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। এরপর নবী করীম ﷺ -এর কাছে বড় এক থলে বা টুকরি, যাকে 'আরক' বলা হয়, খেজুর এল। তিনি বললেন, দগ্ধ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিটি কোথায় ? লোকটি দাঁড়াল। তিনি বললেন, এটি সাদকা করে দাও।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম মত গ্রহণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি রামাযানে স্ত্রী সঙ্গম করে তাহলে তার উপর (কিছু) সাদাকা করে দেয়া জরুরী। সাদাকা ব্যতীত তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। তাঁরা এই বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ বরং তার উপর গোলাম আযাদ করা বা এক নাগাড়ে দুই মাস সিয়াম পালন বা ষাট মিসকীনকে আহার করানো ওয়াজিব। অর্থাৎ সে এর থেকে যে কোন একটি করতে পারে।

এ বিষয়ে তাঁরা নিম্মোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٢٩٦١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ اَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ اِطْعَامِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا فَقَالَ لاَ اَجِدُ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرْقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَ اَجِدُ اَحَدًا اَحْوَجَ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ كُلْهُ -

২৯৬১. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর যুগে রামাযানে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কাফ্ফারা হিসাবে একটি গোলাম আযাদ বা এক নাগাড়ে দুই মাস সিয়াম পালন বা ষাট মিসকীনকে আহার করানোর নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত ব্যক্তি বলল, আমি সক্ষম নই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে 'আরক' (বড় এক টুকরি) খেজুর এল। তিনি লোকটিকে বললেন, এগুলো নিয়ে সাদাকা করে দাও। লোকটি বলল, এগুলোর ব্যাপারে আমার চাইতে অধিক অভাবগ্রস্ত আর কাউকে আমি (খুঁজে) পাই না। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে উঠলেন; এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁত (বিষদাঁত) প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি তা আহার কর।

٢٩٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً اَفْطَرَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ اَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً اَوْصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ اِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالُوْا فَاِنَّمَا اَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَعْطَاهُ مِمَّا اَمَرَهُ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهٖ بَعْدَ اَنْ اَخْبَرَهُ بِمَا عَلَيْهِ فِيْ ذٰلِكَ مِمَّا بَيَّنَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِهٖ -

২৯৬২. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক বার নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে, যে কিনা রামাযান মাসে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেছিল নির্দেশ দিলেন, যেন সে একটি গোলাম আযাদ

করে বা এক নাগাড়ে দুই মাস সিয়াম পালন করে বা ষাট মিসকীনকে আহার করায়। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে যা দান করার তা দান করেছেন, সেই বস্তু থেকে যা তাকে সাদাকা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এই বিষয়ে তার উপর কি জরুরী তা তাকে অবহিত করার পর, যা আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর এই হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে আরেক দল আলিমগণও তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ বরং একটি গোলাম আযাদ করবে যদি এর সামর্থ্য থাকে বা লাগাতার দুই মাস সিয়াম পালন করবে, যদি গোলাম আযাদে সমর্থ না হয়; আর যদি তাতে (লাগাতার দুই মাস সিয়াম পালনে) সক্ষম না হয় তাহলে ষাট মিসকীনকে আহার করাবে। (অর্থাৎ ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও জরুরী) এ বিষয়ে তাঁদের প্রমাণ হলো যে, আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস যা আমরা এই অনুচ্ছেদের পূর্বের অংশে উল্লেখ করেছি, যাতে আয়েশা (রা)-এর হাদীসের মর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমনি ভাবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের মূল হলো ঃ তাতে একটি গোলাম আযাদ করার দ্বারা সূচনা করা হয়েছে, যদি স্ত্রী সঙ্গমকারী তার সামর্থ্য রাখে। তার পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে আনা হয়েছে সিয়াম পালন, যদি সঙ্গমকারী গোলাম আযাদের সামর্থ্য না রাখে। এ দু'টির পরে তৃতীয় পর্যায়ে আনা হয়েছে আহার করানোকে, যদি সঙ্গমকারী ঐ দু'টির সামর্থ্য না রাখে। এরূপ হচ্ছে মূল হাদীস যা এ বিষয়ে যুহ্‌রী (র) রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপভাবে মালিক (র) ও ইব্‌ন জুরায়জ (র) ব্যতীত তা তাঁর থেকে অপরাপর রাবীগণ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁরা তাতে দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন যে, তা কিরূপ ছিলো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি এই বিষয়ে কিভাবে কাফ্‌ফারার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٩٦٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلَكَ مَالَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَأَتِىْ وَاَنَا صَائِمٌ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ طَعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ السَّائِلُ اٰنِفًا خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِ اَفْقَرَ مِنِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَفْقَرَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ قَالَ فَصَارَتِ الْكَفَّارَةُ اِلٰى عِتْقِ رَقَبَةٍ اَوْصِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ اِطْعَامِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ـ

২৯৬৩. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জন্য আক্ষেপ, তোমার কি হয়েছে ? সে বলল, আমি রামাযানে সিয়াম পালনরত অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেছেন ঃ তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম ? লোকটি বলল, 'না'। তিনি বললেন ঃ তুমি কি লাগাতার দুই মাস সিয়াম পালনে সক্ষম ? লোকটি বলল, না, আল্লাহ্র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ ষাট জন মিসকীনকে তুমি আহার করাতে কি সক্ষম ? লোকটি বলল, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এরপর রাসূলাল্লাহ্ ﷺ (কিছুক্ষণ) চুপ রইলেন। আমরা এ অবস্থায় রয়েছি, এমন সময় রাসূলাল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক 'আরক' খেজুর এল। 'আরক' হলো বড় থলে বা টুকরি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "এই মাত্র প্রশ্নকারী লোকটি কোথায় ? এগুলো নিয়ে সাদাকা করে দাও"। লোকটি বলল, আমার চাইতে অধিক অভাবগ্রস্ত পরিবারের উপর ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, মদীনার দুই প্রান্তের (তার উদ্দেশ্য দুই কংকরময় এলাকা) মাঝে আমার পরিবার অপেক্ষা অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে উঠলেন; এমনকি তাঁর চোয়ালের দাঁত প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন, তা তোমার পরিবারবর্গকে আহার করাও। রাবী বলেন, কাফ্ফারার বিধান হলো ঃ গোলাম আযাদ বা লাগাতার দুই মাস সিয়াম পালন বা ষাট মিসকীনকে আহার করানো।

٢٩٦٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৯৬৪. ফাহাদ (র) ..... যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত এটিই হচ্ছে হাদীসটির প্রকৃত বর্ণনা। আর এই বিষয়ে যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত মালিক (র) ও ইব্ন জুরায়জ (র)-এর হাদীস উক্ত হাদীসে যুহরী (র)-এর উক্তি সম্বলিত শব্দে এসেছে। সুতরাং কাফ্ফারার বিধান হলো গোলাম আযাদ বা লাগাতার দুইমাস সিয়াম পালন বা ষাট মিসকীনকে আহার করানো। অতএব ইখতিয়ার প্রদান এটি যুহরী (র)-এর বক্তব্য, যা তাঁর ভুল ধারণা ঐ রাবী সম্পর্কে যিনি হুমায়দ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে এরূপ সিদ্ধান্ত দেননি।

٢٩٦٥ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ فَصَارَتْ سُنَّةً اِلَى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ـ

২৯৬৫. ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মুযুনী (র) ..... যুহরী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'সুতরাং সুন্নাতে পরিণত হয়েছে' তাঁর এই উক্তিটি উল্লেখ করেন নি হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

٢٩٦٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ سُفْيَانُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৯৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... সুফ্ইয়ান (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٩٦٧ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৯৬৭. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... যুহরী (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٩٦٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৯৬৮. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (যুহরী র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٩٦٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا تَمْرًا وَلَمْ يَشُكَّ ـ

২৯৬৯. আবূ বাকরা (র) ..... যুহরী (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ পনের সা' খেজুর এবং তিনি সন্দেহ করেন নি।

٢٩٧٠ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْقُفَاعَ ـ

২৯৭০. রবী'উল-মুআয্‌যিন (র) ..... আওযাঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যুহরী (র)-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে কিনা রামাযান মাসে স্ত্রী সঙ্গম করেছে। তিনি বললেন, আমাকে হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আবূ হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সা'সমূহের উল্লেখ করেন নি।

সুতরাং আমরা এই হাদীসে যা রিওয়ায়াত করেছি তাতে প্রথমোক্ত দুই হাদীসের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেহেতু তাতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি গোলাম (আযাদের) সামর্থ্য রাখ ? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস সিয়াম পালন কর। লোকটি বলল, আমি সামর্থ্য রাখি না। তিনি বললেন, তাহলে ষাট মিসকীনকে আহার করাও। দেখা যাচ্ছে নবী করীম ﷺ তাকে (লোকটিকে) এই তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকারের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তিনি সেই প্রকার পাননি যা এর পূর্বে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। লোকটি যখন তাকে জানিয়ে দিল যে, সে এর কোন একটি বস্তুরও সক্ষমতা রাখে না তখন নবী করীম ﷺ-এর কাছে খেজুরের 'আরক' (বড় টুকরি) এল।

সুতরাং 'আরক'-এর উল্লেখ এবং নবী করীম ﷺ তা লোকটিকে প্রদান করা এবং তাকে তা সাদাকার নির্দেশ দেয়া-এটিই আয়েশা (রা) তাঁর হাদীসে রিওয়ায়াত করেছেন, যে রিওয়ায়াত আমরা শুরুতে বর্ণনা করেছি। আর আবূ হুরায়রা (রা)-এর এই হাদীস সেটি অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এতে আয়েশা (রা)-এর হাদীসের পূর্ববর্তী ঘটনার এরূপ (অতিরিক্ত) বস্তু বিদ্যমান রয়েছে যা আবূ হুরায়রা (রা) সংরক্ষণ করেছেন, তা কিন্তু আয়েশা (রা) সংরক্ষণ করেননি। সুতরাং আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে অতিরিক্ত বিষয় সংযোজনের কারণে তা উত্তম বিবেচিত হবে। আর মালিক (র) ও ইব্‌ন জুরায়জ (র)-এর হাদীস তাঁরা উভয়ে যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং এই অনুচ্ছেদে পূর্বে এ ব্যাপারে কারণ বর্ণনা করেছি। সুতরাং আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা সাব্যস্ত হলো, রামাযান মাসে স্ত্রী সঙ্গমের দ্বারা সিয়াম ভেঙ্গে ফেললে কাফ্‌ফারা প্রদান করতে হবে, যা মানসূর (র), ইব্‌ন উয়ায়না (র) ও তাদের উভয়ের সাথে যারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যুহরী (র) হুমায়দ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। আর এটি ইমাম আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٥- بَابُ الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সিয়াম পালন প্রসঙ্গে

٢٩٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَرَجُلٌ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَصُوْمُوْا فِى السَّفَرِ -

২৯৭১. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বার সফরে ছিলেন, তারপর এক পর্যায়ে তিনি (লোকদের) ভিড় দেখলেন। সেখানে জনৈক ব্যক্তির উপর (প্রচণ্ড গরমের কারণে) ছায়া দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ? লোকেরা বলল, সে সায়িম (সিয়াম পালন করছে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ "সফরে তোমাদের সিয়াম পালনে নেকি নেই"।

٢٩٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৯৭২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٩٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنِ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا الاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ فِىْ سَفَرٍ فِىْ ظِلِّ شَجَرَةٍ تُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا صَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ الَّتِىْ رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوْهَا -

২৯৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মুন আল-বাগদাদী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাছের ছায়ায় অবস্থানরত এমন এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন (প্রচণ্ড গরমের কারণে) যার উপর পানি ছিটানো হচ্ছে। তিনি বললেন, এর কী হয়েছে ? লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে-সিয়াম পালন করছে। তিনি বললেনঃ "সফরে সিয়াম পালনে নেকি নেই। তোমাদের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত অবকাশ গ্রহণ করা আবশ্যক, অতএব তা তোমরা গ্রহণ কর"।

٢٩٧٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الاَبْرَشُ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ -

২৯৭৪. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "সফরে সিয়াম পালনে নেকি নেই"।

٢٩٧٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَخْبَرَهُ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الاَشْعَرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَنْ تَصُوْمُوْا فِى السَّفَرِ -

২৯৭৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... কা'ব ইব্‌ন আসিম আল-আশ্‌য়ারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "সফরে তোমাদের সিয়াম পালনে নেকী নেই"।

٢٩٧٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى حَفْصَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ -

২৯৭৬. আলী (র) ..... কা'ব ইব্‌ন আসিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "সফরে সিয়াম পালনে নেকি নেই"।

٢٩٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِىُّ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى صَفْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرَ لِىْ اَنَّ الزُّهْرِىَّ كَانَ يَقُوْلُ وَلَمْ اَسْمَعْ اَنَا مِنْهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِىْ سَفَرٍ -

২৯৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন নু'মান আস্‌সাক্‌তী (র) ..... সফওয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। সুফ্‌ইয়ান (র) বলেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুহরী (র) বলতেন ঃ কিন্তু আমি তাঁর থেকে শুনিনি, "সফরে সিয়াম পালনে নেকি নেই"।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, রামাযান মাসে সফর অবস্থায় সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং তাঁরা বলেছেন যে, সিয়াম অপেক্ষা (সফরে) সিয়াম ভঙ্গ করা উত্তম। তাঁরা এই বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। এমন কি তাঁদের কতক 'আলিম বলেছেন, যদি কেউ সফরে সিয়াম পালন করে তাহলে তার সিয়াম জায়িয হবে না এবং নিজ বাড়িতে গিয়ে তার কাযা তার জন্য জরুরী। তাঁরা তা উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

٢٩٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَقِيْلٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَرَ رَجُلاً صَامَ فِى السَّفَرِ اَنْ يُعِيْدَ وَ رَوَوْهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيْضًا -

২৯৭৮. ইব্‌ন আবী আকীল (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার উমর (রা) সফরে সিয়াম পালনকারী এক ব্যক্তিকে পুন সিয়াম আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

তাঁরা তা আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন ঃ

٢٩٧٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ النَّهْدِىُّ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صُمْتُ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ فَاَمَرَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ اُعِيْدَ الصِّيَامَ فِىْ اَهْلِىْ -

২৯৭৯. ফাহাদ (র) ..... মুহাররার ইব্ন আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রামাযান মাসে সফরে সিয়াম পালন করেছি। এতে আমাকে আবূ হুরায়রা (রা) নিজ বাড়িতে পুন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ যদি ইচ্ছা করে, তবে সিয়াম পালন করবে, আর যদি ইচ্ছা করে তাহলে সিয়াম ভঙ্গ করবে। তাঁরা এ বিষয়ে সিয়াম ভঙ্গ করাকে সিয়াম পালনের উপর এবং সিয়াম পালনকে সিয়াম ভঙ্গের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেননি।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রমাণ ঃ বস্তুত নবী করীম ﷺ-এর উক্তিঃ "সফরে সিয়াম পালন করায় কোন নেকী নেই" এতে তাঁরা যে অর্থ নিয়েছেন, তা থেকে ভিন্ন অর্থেরও সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে সম্ভাবনা থাকছে যে, যদিও সফরে সিয়াম পালন করায় নেকী রয়েছে কিন্তু সফর অবস্থায় সিয়াম পালনের দ্বারা উঁচু পর্যায়ের নেকী পাওয়া যাবে না বরং তাতে সিয়াম ভঙ্গের দ্বারা উঁচু পর্যায়ের নেকী পাওয়া যাবে। (অর্থাৎ এখানে উঁচু পর্যায়ের নেকীকে অস্বীকার করা হয়েছে)। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্যত্র বলেছেন ঃ প্রকৃত মিসকীন সে নয় যাকে একটি খেজুর, দু'টি খেজুর, একটি লোকমা, দু'টি লোকমা (মানুষের) দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়ে তাড়ায়। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (প্রকৃত) মিসকীন কে ? তিনি বললেন, যে সওয়াল করতে লজ্জাবোধ করে, প্রয়োজন মিটাবার মত কিছু পায় না এবং তার দারিদ্র্য প্রকাশ পায় না যে তাকে দান করা হবে।

٢٩٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْهَجَرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

২৯৮০. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা)-সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٨١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِىِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

২৯৮১. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... ইব্রাহীম আল হিজরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٩٨٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهٗ -

২৯৮২. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٩٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا ثَوْبَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২৯৮৩. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٨٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

২৯৮৪. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

অতএব لَيْسَ لِلْمِسْكِيْنِ بِالطَّوَافِ তাঁর এই উক্তির অর্থ এই নয় যে, তাকে নিঃস্বতার সমস্ত উপকরণের আওতামুক্ত করে দেয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সে এরূপ মিসকীন নয় যার নিঃস্বতা পরিপূর্ণ। বরং নিঃস্বতা পরিপূর্ণ মিসকীন হচ্ছে, যে লোকদের কাছে সাওয়াল করে না এবং তার অভাবগ্রস্ততা বুঝা যায় না, যাতে তাকে সাদাকা প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে তাঁর উক্তিঃ "সফরে সিয়াম পালন করায় কোন নেকী নেই" এর অর্থ এই নয় যে, সফরে সিয়াম পালন করা নেকী নয়। বরং সফরে সিয়াম পালন উঁচু পর্যায়ের নেকী নয়। যেহেতু কখনো সফর অবস্থায় সিয়াম অপেক্ষা ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ করা) উঁচু পর্যায়ের নেকী হওয়া সাব্যস্ত হয়, যখন শত্রুর মুকাবেলা ইত্যাদির জন্য শক্তি অর্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং এটি হচ্ছে (হাদীসের) বিশুদ্ধ অর্থ ও মর্ম। আর এখানে যে অর্থে এই সমস্ত হাদীসকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই হচ্ছে উত্তম। যাতে করে এ সমস্ত হাদীস এবং এই বিষয়ে অপরাপর হাদীসগুলোর মাঝে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি না হয়। যেহেতু নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

٢٩٨٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ ثُمَّ اَفْطَرَ فَاَنْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَانُوْا يَأْخُذُوْنَ بِالاَحْدَثِ فَالاَحْدَثِ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৯৮৫. ইউনুস (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামযান মাসে মক্কা বিজয়ের বছরে যখন মক্কার দিকে বের হন এবং 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছেন। তারপর তিনি সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন। সাহাবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল থেকে নতুন এবং পরবর্তী আমলকে গ্রহণ করতেন।

٢٩٨٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ قَالاَ اَنَا ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

২৯৮৬. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٩٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ حَتّٰى اَتٰى عُسْفَانَ -

২৯৮৭. আলী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এই সূত্রে বলেছেন, তারপর তিনি উস্‌ফান নামক স্থানে পৌঁছান।

٢٩٨٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

২৯৮৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٨٩ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২৯৮৯. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٩٠ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ فَبَلَغَهُ اَنَّ النَّاسَ شَقَّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَاَمْسَكَهُ فِىْ يَدِهِ حَتّٰى رَاٰهُ النَّاسُ وَهُوَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَوْلَهُ ثُمَّ شَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفْطَرَ فَنَاوَلَهُ رُجُلاً اِلٰى جَنْبِهِ فَشَرِبَ فَصَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ وَاَفْطَرَ ـ

২৯৯০. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযান মাসে মক্কা বিজয় বছরে (মক্কার উদ্দেশ্যে) বের হন। 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি সিয়াম পালন করেন। এরপর তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, লোকদের জন্য সিয়াম পালন করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক পেয়ালা দুধ চেয়ে আনালেন এবং তা নিজ হাতে ধারণ করলেন, আর লোকেরা তা দেখছিলেন, তখন তিনি তাঁর পার্শ্বের বাহনের উপর সওয়ার ছিলেন। তারপর তিনি তা পান করলেন- এবং সিয়াম ভেঙ্গে ফেললেন। তিনি পান করার পর তা তাঁর পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন তিনিও তা পান করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে সিয়াম পালন করেছেন এবং সিয়াম ভঙ্গও করেছেন।

٢٩٩١ـ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَافَرَ فِىْ رَمَضَانَ فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلٰى رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيْمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرِ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ بِاَمْرِهِ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فَلَمَّا رَاٰهُ النَّاسُ عَلٰى يَدِهِ اَفْطَرُوْا ـ

২৯৯১. আলী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার রামাযান মাসে সফর করেন। (এক পর্যায়ে) তাঁর জনৈক সাহাবীর উপর সিয়াম পালন করা কষ্টকর হয়ে গেল এবং তাঁর সাওয়ারী তাঁকে গাছের নিচে যেতে লাগল, (তিনি সিয়ামের কারণে সেটিকে রাস্তার দিকে ফিরাতে সক্ষম হলেন না)। তার বিষয়টি নবী করীম ﷺ কে অবহিত করা হলে তিনি একটি পেয়ালা চেয়ে আনালেন। লোকেরা যখন তা তাঁর হাতে দেখলেন, তখন সকলে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন।

٢٩٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ اَنْ قَالَ خَرَجَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَبَلَغَهُ اَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلَ فَدَعَا بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ فَبَلَغَه اَنَّ نَاسًا صَامُوْا بَعْدُ فَقَالَ اُوْلٰئِكَ الْعُصَاةُ ـ

২৯৯২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ও ফাহাদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয় বছরে রামাযান মাসে যখন মক্কার দিকে বের হন, তখন 'কুরা উল-গামীম' নামক স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত সিয়াম পালন করেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে সিয়াম পালন করেন। তখন তাঁর কাছে খবর পৌঁছল যে, লোকদের জন্য সিয়াম পালন করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তিনি কী করেন তার দিকে লোকেরা তাকিয়ে আছেন। তিনি আসরের পর এক পেয়ালা পানি চেয়ে আনালেন এবং তা পান করলেন। লোকেরা তখন (তাঁর দিকে) দেখছিলেন। কিছু লোকে এখনো সিয়াম পালন করছে–একথা তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেনঃ এরা হল অবাধ্য।

٢٩٩٣- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِىْ السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ وَنَصُوْمُ حَتّٰى بَلَغَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ اِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوٰى لَكُمْ فَاَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ اِنَّكُمْ تُصْبِحُوْنَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ اَقْوٰى لَكُمْ فَاَفْطِرُوْا فَكَانَتْ عَزِيْمَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَصُوْمُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ ـ

২৯৯৩. বাহর ইব্ন নাসর (র) ..... কাযআ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ সাঈদ (রা)-কে রামাযান মাসে সফর অবস্থায় সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রামাযান মাসে মক্কা বিজয় বছরে (মক্কার উদ্দেশ্যে) বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম পালন করছেন, আমরাও সিয়াম পালন করছি। তারপর তিনি কোন এক মান্যিলে পৌঁছে বললেনঃ তোমরা তোমাদের শত্রুর নিকটবর্তী হয়েছ, তোমাদের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণ। সুতরাং সকালে আমরা কেউ কেউ সিয়াম পালনকারী আর কেউ কেউ সিয়াম ভঙ্গকারী হয়ে থাকলাম। তারপর আমরা সফর করে কোন এক মানযিলে অবতরণ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা সকালবেলা তোমাদের শত্রুর মুকাবেলা করবে আর তোমাদের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণ, সুতরাং তোমরা সিয়াম ভঙ্গ কর।
বস্তুত তা ছিলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে 'আযীমত' (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত)। তারপর মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে আমি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সিয়াম পালন করতে দেখেছি।

٢٩٩٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُنِ الطَّوِيْلُ اَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ سَفَرٍ وَمَعَهُ اَصْحَابُهُ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاِنَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ ـ

২৯৯৪. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর সাহাবাগণও ছিলেন। তাঁদের উপর সিয়াম পালন কষ্টকর হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি পেয়ালা চেয়ে আনালেন এবং তিনি সাওয়ারীর উপর আরোহী অবস্থায় তা পান করলেন। আর তখন লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

٢٩٩٥ـ حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَرْجِ فِىْ الْحَرِّ وَهُوَ يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِّنَ الْعَطْشِ اَوْ مِنَ الْحرِّ ثُمَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ ـ

২৯৯৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... জনৈক সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে গরমের মধ্যে 'আরজ' পাহাড়ের কাছে দেখেছি, তিনি তখন তাঁর মাথায় সিয়াম পালন অবস্থায় গরম বা পিপাসা'র কারণে পানি ঢালছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন 'কাদীদ' পৌঁছলেন তখন সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন।

٢٩٩٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ ثَنَا عَطِيَّةُ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيىٰ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلَيْلَتَيْنِ مَضَيَاتَا مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَوَّامًا حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ فَاَمَرَنَا بِالْاِفْطَارِ فَاَصْبَحْنَا وَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَمَّا بَلَغْنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ اُعْلِمْنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَاَمَرَنَا بِالْاِفْطَارِ ـ

২৯৯৬. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে রামাযান মাসের দ্বিতীয় দিনে সিয়াম পালন অবস্থায় বের হলাম। তারপর তিনি 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছান। তিনি আমাদেরকে সিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ প্রদান করেন, এরপর আমরা সকালে কেউ কেউ সিয়াম পালনকারী আর কেউ কেউ সিয়াম ভঙ্গকারী হিসাবে রয়ে গেলাম। আমরা যখন 'মাররুয্যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমরা শত্রুর মোকাবেলা সম্পর্কে জ্ঞাত হলাম এবং তিনি ﷺ আমাদেরকে সিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ প্রদান করেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই সমস্ত হাদীসে সফরে সিয়াম পালনের বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের শক্তি বহাল রাখার নিমিত্তে তা পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং কারো জন্য কি

উক্ত সিয়ামের ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করা বৈধ হবে যে, তা নেকী নয় ? এটি জায়িয নয় ? হাঁ, এটি নেকী। কখনো ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ করা) তার চাইতে উঁচু পর্যায়ের নেকী হিসাবে বিবেচিত হয় যখন এর দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর শক্তি অর্জন উদ্দেশ্য হয়। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে সিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই মর্মেই নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে বলেছেন ঃ "সফরে সিয়াম পালন করায় কোন নেকী নেই" এই অর্থেই বলেছেন-যা আমরা উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত।

প্রশ্ন ঃ কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক সিয়াম পালনের পর ভেঙ্গে ফেলা এবং সাহাবাগণকে সিয়াম পালনের পর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করা, যার থেকে তাঁদেরকে নিষেধ করাটাই সফরে সিয়াম পালনের (সাবেক)হুকুমের জন্য রহিতকারী হিসাবে বিবেচিত হবে।

উত্তর ঃ উত্তরে তাঁকে বলা হবে যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন এর স্বপক্ষে আপনার প্রমাণ কি ? আর আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যা আমরা এর পূর্বের অংশে উল্লেখ করেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সফরে নিষেধাজ্ঞার পর সিয়াম পালন করতেন। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম ﷺ-এর ইফতারের (সিয়াম ভঙ্গের) পর, যা এই সমস্ত হাদীসে উল্লেখ হয়েছে সফরে সিয়াম পালন করা মুবাহ তথা বৈধ। উপরন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন এবং নবী করীম ﷺ কর্তৃক সিয়াম ভঙ্গ করা সংক্রান্ত রাবীদের তিনি অন্যতম। তাঁর উক্তি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

٢٩٩٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّمَا اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْفِطْرِ فِيْ السَّفَرِ التَّيْسِيْرَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَسُرَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ فَلْيَصُمْ وَمَنْ يَسُرَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ فَلْيُفْطِرْ -

২৯৯৭. ইউনুস (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সফরে সিয়াম ভঙ্গ করার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। সুতরাং যার জন্য (সফরে) সিয়াম পালন সহজ হয় সে যেন সিয়াম পালন করে, আর যার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা সহজ হয় (সিয়াম পালন কষ্টকর হয়) সে যেন তা ভঙ্গ করে।

٢٩٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ -

২৯৯৮. আবূ বাক্রা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, চাইলে সিয়াম পালন করবে আর ইচ্ছা করলে সিয়াম ভঙ্গ করবে।

বস্তুত এই ইব্ন আব্বাস (রা) সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিয়াম পালনের পর ভঙ্গ করাকে সফরে সিয়াম পালনের জন্য রহিতকারী সাব্যস্ত করেননি, বরং তাকে সহজকরণ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, তাহলে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিম্নোক্ত উক্তির কি মর্ম ? যা আমি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)-এর হাদীসে তাঁরই সূত্রে উল্লেখ করেছি ? "তাঁরা (সাহাবা রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলের মধ্য থেকে নতুন ও পরবর্তী আমলকে গ্রহণ করতেন"।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে ঃ আমাদের মতে এর মর্ম এই যে, (আল্লাহ্-ই উত্তমভাবে জ্ঞাত আছেন) তাঁরা (সাহাবা রা) ইতিপূর্বে জানতেন না যে, যেমনিভাবে মুকীম অবস্থায় সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয নয় ঠিক তেমনি

সফরে মুসাফিরের জন্য সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয আছে। তাঁদের নিকট এই বিষয়ে মুকীম তথা বাড়িতে অবস্থান করার বিধান এবং সফরের বিধান অভিন্ন ছিলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের জন্য সেই আমল করে দেখালেন যার জন্য তাঁদের সফরে সিয়াম ভঙ্গ করাকে মুবাহ (বৈধ) করে দিয়েছে এবং তাঁরা তা গ্রহণ করেন। বৈধতার উপর তাঁদের জন্য ইফতার এবং ইফতার পরিত্যাগ (সিয়াম-পালন) করা জায়িয। এটি-ই হচ্ছে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই হাদীসের মর্ম। এতে সেই ব্যাখ্যাই প্রতীয়মান হয়, যা আমরা তাঁরই সূত্রে তাঁর সেই উক্তি বর্ণনা করেছি। আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছি এর কাছাকাছি বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছি। তারপর আনাস (রা) থেকে তা বর্ণিত আছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর নিকট এর মর্ম অনুরূপ, যে মর্ম আমরা ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে উল্লেখ করেছি।

٢٩٩٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ الْاَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ السَّفَرِ فَقَالَ اَلصَّوْمُ اَفْضَلُ-

২৯৯৯. ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... আসিম আহওয়াল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে রামাযান মাসে সফর অবস্থায় সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন ঃ (তাতে) সিয়াম পালন উত্তম।

٣٠٠٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنْ اَفْطَرْتَ فَرُخْصَةٌ وَاِنْ صُمْتَ فَالصَّوْمُ اَفْضَلُ-

৩০০০. ফাহাদ (র) ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তুমি যদি ইফ্তার তথা সিয়াম ভঙ্গ কর তাহলে এটি অবকাশ। আর যদি সিয়াম পালন কর, তাহলে সিয়াম পালন হচ্ছে উত্তম।

٣٠٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعَ عَاصِمًا يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ وَالصَّوْمُ اَفْضَلُ-

৩০০১. আবূ বাকরা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তুমি যদি চাও তাহলে সিয়াম পালন কর আর যদি ইচ্ছা কর, তাহলে ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ) কর। (তবে) সিয়াম পালন উত্তম।

প্রশ্ন ঃ প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের সফরে সিয়াম পালনের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পর্কে একটি প্রমাণ যা আমরা অন্যস্থানে সিয়াম-এর উক্তি থেকে উল্লেখ করেছি ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ মুসাফিরের উপর থেকে সিয়াম পালন মাফ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ মুসাফির থেকে যখন সিয়াম পালনকে মাফ করে দেয়া হয়েছে, তাহলে কেউ সিয়াম পালন করলে ফরয আদায় হবে না, (যেহেতু তার উপর তা ফরয-ই নয়)।

উত্তর ঃ এই বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে অপরাপর আলিমদের প্রমাণ ঃ সম্ভবত মুসাফিরের উপর থেকে যে সিয়াম পালন মাফ করে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে তার জন্য রামাযানে সেই সিয়ামের অপরিহার্যতা। যেমনিভাবে মুকীমের জন্য তা অপরিহার্য। এই হাদীসে এই মর্মের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে।

তুমি কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না যে, তিনি বলছেন ঃ "আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের জন্য সিয়াম পালন মাফ করে দিয়েছে।" তুমি কি দেখছ না যে যদি গর্ভবতী ও দুগ্ধকারিণী মহিলা রামাযানের সিয়াম পালন

করে, তাহলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তারা উভয়ে সেই ব্যক্তির ন্যায় হবে না যে ব্যক্তি তার উপর সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে সিয়াম পালন করে নেয়। বরং আমরা তাদের উভয়ের উপর সিয়াম পালনকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করব (রামাযানের) মাস উপস্থিত হওয়ার কারণে। সুতরাং তাদের জন্য সিয়াম পালনের বিলম্বকে প্রয়োজনের কারণে সাব্যস্ত করা হবে। আর মুসাফির এ বিষয়ে তাদের উভয়ের ন্যায়। বস্তুত এই হাদীসকে যে মর্মে এখানে ব্যাখ্যা করা হলো এটিই উত্তম। যাতে অপরাপর হাদীস সাংঘর্ষিক না হয় যা আমরা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে (যা আমরা উল্লেখ করেছি) দ্বিতীয়মত পোষণকারীদের প্রমাণ ঃ (যা আমরা বর্ণনা করেছি)। আমরা তাঁদের (সাহাবা রা) দিকে লক্ষ্য করে দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের জন্য সফরে ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ করা) মুবাহ (বৈধ) করে দেয়ার পর তারা তাঁর সঙ্গে তাতে সিয়াম পালন করেছেন। এর থেকে এ বিষয়ে কিছু হাদীসঃ

٣٠٠٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَرَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانِ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَالَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَامِنَّا صَائِمٌ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ -

৩০০২. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র), রবী'উল জীযী(র) ও সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... উম্মুদারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আবূ দারদা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে প্রচণ্ড গরমের দিনে তাঁর কতক সফরে আমরা সফর করছি। এমন কি কোন কোন ব্যক্তি প্রচণ্ড গরমের কারণে নিজ হাত মাথার উপর ফেলে রাখত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের (কাফেলা) থেকে কেউ সিয়াম পালনকারী ছিলেন না।

٣٠٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَمْ يَكُنْ يَعِيْبُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ -

৩০০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে (কোন এক) সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকতেন সিয়াম পালনকারী আর কেউ কেউ সিয়াম ভঙ্গকারী। এতে আমাদের কেউ কারো প্রতি দোষারোপ করত না।

٣٠٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لِتِسْعَ عَشَرَةَ اَوْ لِسَبْعَ عَشَرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُوْنَ وَافْطَرَ مُفْطِرُوْنَ فَلَمْ يَعِبْ هٰؤُلاَءِ عَلٰى هٰؤُلاَءِ وَلاَ هٰؤُلاَءِ عَلٰى هٰؤُلاَءِ -

৩০০৪. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে রামাযানের উনিশ বা সতের তারিখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সিয়াম পালনকারীরা সিয়াম পালন করেন এবং সিয়াম ভঙ্গকারীরা তা ভঙ্গ করেন। এরা ওদেরকে এবং ওরা এদেরকে দোষারোপ করেন নাই।

٣٠٠٥ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اثْنَيْ عَشَرَةَ ـ

৩০০৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... কাতাদা (র) থেকে উল্লেখ করেন। তবে তিনি বার (রামাযান) বলেছেন।

٣٠٠٦ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لِثَمَانَ عَشَرَةَ ـ

৩০০৬. আলী (র) ..... কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি আঠার (রামাযান) বলেছেন।

٣٠٠٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩০০৭. আবূ বাকরা (র) ..... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٠٠٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فَتْحَ مَكَّةَ ـ

৩০০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি মক্কা বিজয়ের উল্লেখ করেননি।

٣٠٠٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَنَزَلْنَا فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا فِيْ يَوْمٍ حَارٍّ وَاَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَّسْتَتِرُ الشَّمْسَ بِيَدِهِ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوْا الْاَبْنِيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ بِالْاَجْرِ الْيَوْمَ ـ

৩০০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সফরে বের হলাম। আমরা প্রচণ্ড গরমের দিনে এক স্থানে অবতরণ করলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সিয়াম পালনকারী আর কেউ কেউ সিয়াম ভঙ্গকারী। আমরা প্রচণ্ড গরমের দিনে অবতরণ করলাম এবং আমাদের অধিকাংশই চাদর দিয়ে ছায়া গ্রহণ করছিলেন। আর কেউ কেউ নিজ হাতের দ্বারা সূর্যের তাপ প্রতিরোধ করছিলেন। সিয়াম পালনকারীরা (দুর্বলতার কারণে) পড়ে যেতে লাগলেন

এবং সিয়াম ভঙ্গকারীরা (নিজ নিজ অবস্থায়) সুদৃঢ় থাকলেন। তাঁরা তাঁবু টানালেন এবং সাওয়ারী জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আজকে সিয়াম ভঙ্গকারীরা ছাওয়াবের দিক দিয়ে অগ্রগামী হয়ে গেল।

٣٠١٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ-

৩০১০. ইউনুস (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রামাযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সফর করেছি। সিয়াম পালনকারী সিয়াম ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে এবং সিয়াম ভঙ্গকারী পালনকারীর বিরুদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই।

সুতরাং এই সমস্ত হাদীসে আমরা যা উল্লেখ করেছি তাতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ করা) এবং এর সাথে সাহাবা (রা) গণকে তাঁর নির্দেশ দেয়া এটি কিন্তু সফরে সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞা নয়। বরং তা হচ্ছে ইফতারের বৈধতা বুঝাবার নিমিত্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সফরে সিয়াম পালন করেছেন এবং সিয়াম ভঙ্গ করেছেন।

٣٠١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ-

৩০১১. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ সফরে সিয়াম পালন এবং সিয়াম ভঙ্গও করতেন।

٣٠١٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا الْمُعَافِى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَاَفْطَرَ-

৩০১২. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে সিয়াম পালন এবং সিয়াম ভঙ্গ করেছেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরের জন্য সিয়াম পালন করা এবং সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয আছে।

হামযা আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সফরে সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে (উত্তরে) বলেন ঃ যদি তুমি চাও সিয়াম পালন করতে পার, আর ইচ্ছা করলে ভঙ্গ করতে পার।

٣٠١٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ وَهِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيِّ-

৩০১৩. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... হামযা ইব্ন আমর আসলামী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠١٤ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىِّ مِثْلَهُ ـ

৩০১৪. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (রা) ..... হামযা ইব্ন আম্র আসলামী (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠١٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىَّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرُ الصِّيَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ ـ

৩০১৫. ইউনুস (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হামযা ইব্ন আম্র আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বললেন, আমি সফরে সিয়াম পালন করি। আর তিনি অধিক সিয়াম পালনকারী ছিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি যদি চাও সিয়াম পালন কর, আর ইচ্ছা করলে ভঙ্গ কর।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে সিয়াম পালনকে মুবাহ (বৈধ) করে দিয়েছেন। যার ইচ্ছা সিয়াম পালন করবে আর যার ইচ্ছা সিয়াম ভঙ্গ করবে। সুতরাং এর দ্বারা এবং আমাদের পূর্ববর্তী বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, সফরে রামাযানের সিয়াম পালন করা জায়িয।

একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, রামাযান মাসে সফরে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করেছে সিয়াম ভঙ্গকারীর উপর তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ভেঙ্গে ফেললে পরবর্তীতে এর কাযা করবে। তাঁরা বলেছেন ঃ (সিয়াম ও ইফতারে) একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম নয়। তাঁরা এই বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন, নবী করীম ﷺ কর্তৃক হামযা ইব্ন আম্র (রা)-কে সফরে সিয়াম এবং ইফতারের মাঝে ইখতিয়ার প্রদান করা এবং তিনি তাঁকে দুইটির একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি নির্দেশ দেননি।

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ রামাযান মাসে সফর অবস্থায় সিয়াম ভঙ্গ করা অপেক্ষা সিয়াম পালন করা উত্তম। তাঁরা সেই মত পোষণকারীদেরকে বলেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তোমরা যা উল্লেখ করেছ, নবী করীম ﷺ কর্তৃক হামযা (রা)-কে সফরে সিয়াম এবং ইফতারের মাঝে ইখতিয়ার প্রদানে প্রমাণ বহন করে না যে, দুইটির একটি অপরটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। বরং তিনি তাঁকে ইফতার এবং সিয়ামের মধ্যে থেকে যে কোন একটির ইখতিয়ার দিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রামাযান মাস উপস্থিত হওয়ার দ্বারা মুসাফির ও মুকীম সকলের উপর সিয়াম ওয়াজিব (ফরয) হয়ে যায়। যদি তারা মুকাল্লাফ (যার উপর শরীয়তের বিধান প্রয়োগ হয়, এরূপ ব্যক্তি) দের অন্তর্ভুক্ত হয়। যখন রামাযানের উপস্থিতিই তাদের সকলের উপর সিয়ামকে ওয়াজিব করে। তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের উপর ওয়াজিব হুকুম আদায় করার ব্যাপারে অগ্রগামী হবে সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে যে তা বিলম্বে আদায় করবে। অতএব আমরা যা উল্লেখ করলাম এতে সাব্যস্ত হলো যে, সফরে সিয়াম পালন করা ভঙ্গ করা অপেক্ষা উত্তম। আর এটি ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

এ বিষয়টি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) ও একদল তাবেঈনদের থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٣٠١٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَلصَّوْمُ اَفْضَلُ وَالْاِفْطَارُ رُخْصَةٌ يَعْنِيْ فِيْ السَّفَرِ -

৩০১৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সফরে সিয়াম পালন হল উত্তম আর ইফতার (সিয়াম ভঙ্গ করা) হল অবকাশ।

٣٠١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ اَنَّهُمْ قَالُوْا فِيْ الصَّوْمِ فِيْ السَّفَرِ اِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَاِنْ شِئْتَ اَفْطَرْتَ وَالصَّوْمُ اَفْضَلُ -

৩০১৭. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র), সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) ও মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা সফরে সিয়াম পালন সম্পর্কে বলেছেন ঃ যদি তুমি ইচ্ছা কর সিয়াম পালন করতে পার আর যদি ইচ্ছা কর সিয়াম ভঙ্গ করতে পার। (তবে) সিয়াম পালন উত্তম।

٣٠١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَبِيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِيْ السَّفَرِ فَقَالَ يَصُوْمُ مَنْ شَاءَ اِذَا كَانَ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ مَالَمْ يَتَكَلَّفْ اَمْرًا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَاِنَّمَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْاِفْطَارِ التَّيْسِيْرَ عَلٰى عِبَادِهِ -

৩০১৮. আবূ বাকরা (র) ..... আমর ইব্‌ন হারম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জাবির ইব্‌ন যায়দ (র)-কে সফরে রামাযানের সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে সিয়াম পালন করবে যদি এর সামর্থ্য রাখে এবং তার উপর কষ্টকর না হয়। যেহেতু ইফতার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় হলো তাঁর বান্দাদের উপর সহজিকরণ।

٣٠١٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تَصُوْمُ فِيْ السَّفَرِ فِيْ الْحَرِّ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّهَا كَانَتْ تُبَادِرُ -

৩০১৯. ইউনুস (র) ..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি সফরে গরমের মধ্যে সিয়াম পালন করতেন। আমি বললাম, এ বিষয়ে তাঁকে কিসে উৎসাহিত করেছে ? তিনি বললেন, তিনি ত্বরিত সম্পন্ন করেছেন।

এই আয়েশা (রা) মুকীম অবস্থায় রামাযানের সিয়াম পালনে বিলম্ব করা অপেক্ষা সফরে তা ত্বরিতভাবে সম্পন্ন করাকে উত্তম মনে করতেন।

যারা সফরে সিয়াম পালনকে মাক্রূহ তথা অপছন্দনীয় মনে করেন তাঁদের নিম্নোক্ত হাদীসটিও অন্যতম প্রমাণঃ

٣٠٢٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثُ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ الْخَيْرِ عَنْ مَنْصُوْرِ الْكَلْبِىْ اَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيْفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهٖ بِدَمِشْقَ اِلٰى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ فِىْ رَمَضَانَ فَاَفْطَرَ وَمَعَهُ اُنَاسٌ وَكَرِهَ اٰخَرُوْنَ اَنْ يُّفْطِرُوْا فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى قَرْيَتِهٖ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنْ اَرَاهُ اَنَّ قَوْمًا رَغِبُوْا عَنْ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهٖ يَقُوْلُ ذٰلِكَ لِلَّذِيْنَ صَامُوْا ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ -

৩০২০. ইউনুস (র) ও রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... মানসূর কালবী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দিহ্ইয়া ইব্ন খলীফা (রা) এক বার রামাযানে দামেশ্কের নিজ পল্লী থেকে উক্বা (রা)-এর পল্লীতে গমন করেন। পথে তাঁর সাথে কিছুসংখ্যক লোক ইফতার করল এবং অপর কিছুসংখ্যক লোক ইফতারকে মাকরূহ মনে করল। তিনি তাঁর পল্লীতে ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আজকে আমি এরূপ কাজ দেখেছি যা দেখার ধারণা আমি করিনি। (এতে) একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণ থেকে বিরত থেকেছে। তিনি তা বলছেন তাদেরকে যারা সিয়াম পালন করেছে। তারপর তিনি বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার কাছে নিয়ে নাও।

বস্তুত এই হাদীসে যারা সফরে সিয়াম পালনকে মুস্তাহাব তথা পছন্দনীয় মনে করেন তাঁদের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু দিহইয়া (রা) তাদের নিন্দাবাদ করেছেন, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণ থেকে বিরত থেকেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ সফরে অনুরূপভাবে (অবকাশকে উপেক্ষা করে) সিয়াম পালন করবে তাহলে তা নিন্দনীয় বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজ সফরে তাঁর পদাংক অনুসরণকে উপেক্ষা না করে বরং তাঁর পদাংক অনুসরণে দৃঢ়তা অবলম্বন করে সিয়াম পালন করবে, তাহলে তা হবে প্রশংসনীয়।

٣٠٢١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ قَالَ اَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مُرَاوِحِ الْاَسْلَمِىِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْرُدُ الصِّيَامَ اَفَاَصُوْمُ فِىْ السَّفَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هِىَ رُخْصَةٌ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعِبَادِ مَنْ قَبِلَهَا فَحَسَنٌ وَجَمِيْلٌ وَمَنْ تَرَكَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ قَالَ وَكَانَ حَمْزَةُ يَصُوْمُ الدَّهْرَ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَكَانَ اَبُوْ مُرَاوِحٍ كَذٰلِكَ وَكَانَ عُرْوَةُ كَذٰلِكَ -

৩০২১. রবী'উল জীযী (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী হামযা ইব্ন আম্র আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি লাগাতার সিয়াম পালন করি। আমি কি সফরে সিয়াম পালন করতে পারব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা হচ্ছে বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবকাশ। যে ব্যক্তি উক্ত অবকাশকে গ্রহণ করবে তবে তা ভাল ও চমৎকার, আর যে ব্যক্তি তা

পরিত্যাগ করবে তার কোন গোনাহ নেই। আর হামযা (রা) সফরে ও মুকীম অবস্থায় সারা বছর সিয়াম পালন করতেন। আবূ মুরাবিহ (র) ও উরওয়া (র)ও অনুরূপ ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমরা যা উল্লেখ করেছি তাতে প্রতীয়মান হয় যে, সফরে ইফতার অপেক্ষা সিয়াম পালন উত্তম। আর ইফতার হচ্ছে অবকাশ ঃ

٣٠٢٢- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ قَالَ اَنَا الْاَسْوَدُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَصُوْمُ الدَّهْرَ فِىْ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ -

৩০২২. রবী'উল জীযী (র) ..... উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) সফরে ও মুকীম অবস্থায় সারা বছর সিয়াম পালন করতেন।

٦- بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফা দিবসে সিয়াম পালন

٣٠٢٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىُّ قَالُوْا ثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ وَقَالَ بَكْرٌ وَصَالِحٌ فِىْ حَدِيْثِهِمَا قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَيَّامَ الْاَضْحٰى وَاَيَّامَ التَّشْرِيْقِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ عِيْدِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ -

৩০২৩. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র), ফাহাদ (র), বাকর ইব্ন ইদরীস (র) ও সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... উক্‌বা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আয্হা, তাশ্রিক ও আরাফার দিবসগুলো মুসলিমদের জন্য ঈদের দিবস, পানাহারের দিবস।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই হাদীসের এ মর্ম গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা এর দ্বারা আরাফা দিবসের সিয়াম পালনকে মাকরূহ বলেছেন এবং তাঁরা এর সিয়াম পালনকে 'ইয়াওমুন্নাহর' তথা কুরবানী দিবসের সিয়াম পালনের অনুরূপ সাব্যস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ আরাফা দিবসের সিয়াম পালনে কোন রূপ অসুবিধা নেই।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের দলীল ঃ সম্ভবত নবী করীম ﷺ কর্তৃক আরাফা দিবসে সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আরাফাতের ময়দানে সিয়াম পালন থেকে নিষেধ। যেহেতু সেখানে ঈদ সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু অপরাপর স্থান অনুরূপ নয়। আবূ হুরায়রা (রা) এই বিষয়টি (নিম্নোক্ত হাদীসে) বর্ণনা করেছেন ঃ

٣٠٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الْمَكِّىْ وَابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالاَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالاَ ثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عُقَيْلٍ عَنْ مَهْدِىٍّ الْهَجْرِىِّ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ -

৩০২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস মক্কী (র), ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও আবূ বাকরা (র) ..... ইক্‌রামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে তাঁর গৃহে ছিলাম। তিনি আমাদেকে হাদীস বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফা দিবসে আরাফাতে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন ঃ আরাফা দিবসের সিয়াম পালনের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা বিশেষ করে আরাফাতের ময়দানে সিয়াম পালন সম্পর্কে। প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমগণ তাদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন ঃ

٣٠٢٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَصُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلاَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلاَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلاَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ عَرَفَةَ ـ

৩০২৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আরাফা দিবসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম পালন করেননি। (অনুরূপভাবে) না আবূ বাকর (রা), না উমর(রা), না উসমান (রা), না আলী (রা) (আরাফা দিবসে সিয়াম পালন করেছেন)।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ঃ আমাদের মতে এটিও আরাফার ময়দানে অবস্থানরত আরাফা দিবসে সিয়াম পালনে নিষেধ করাই উদ্দেশ্য। ইব্‌ন উমার (রা) বিষয়টি অন্য হাদীসে ব্যক্ত করেছেন ঃ

٣٠٢٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَصُمْهُ وَاَنَا لاَ اَصُوْمُهُ وَلاَ اٰمُرُكَ وَلاَ اَنْهَاكَ فَاِنْ شِئْتَ فَصُمْهُ وَاِنْ شِئْتَ فَلاَ تَصُمْهُ ـ

৩০২৬. আবূ বাক্‌রা (র) ..... জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমার (রা)-কে আরাফার দিনে আরাফাতের ময়দানে সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) বের হয়েছি, তিনি সে দিন সিয়াম পালন করেননি; আবূ বাকর (রা)-এর সঙ্গেও বের হয়েছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি, উমার (রা)-এর সঙ্গে ও বের হয়েছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি; উসমান (রা)-এর সঙ্গেও বের হয়েছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি। আমি নিজেও এই সিয়াম পালন করিনি এবং তা পালন করতে তোমাকে বলিও না আবার তোমাকে নিষেধও করি না। তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে ঐ সিয়াম পালন করতে পার, আর যদি চাও, ঐ সিয়াম পালন করবে না।

সুতরাং এই হাদীস ব্যক্ত করছে যে, ইব্‌ন উমর (রা) থেকে নাফি‘ (র) যে সিয়ামের বিষয় রিওয়ায়াত করেছেন, তা আরাফাতের ময়দানে সিয়াম পালন সম্পর্কিত।

ইব্‌ন উমর (রা) থেকে আরাফার দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ ثَنَا رَقَبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ فَاَمَرَ بِصِيَامِهِمَا -

৩০২৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... জাবালা ইব্‌ন সাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি, ইব্‌ন উমর (রা)-কে জুমু'আ ও আরাফা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। তিনি উক্ত দুই দিনের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আরাফার দিনের সিয়াম পালনের ছাওয়াব (ফযীলত) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ইব্‌ন উমর (রা) ও আবূ কাতাদা আনসারী (রা)-এর হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ -

৩০২৮. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আরাফা দিনের সিয়াম পালন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছর এবং পরবর্তী বছরের (গুনাহ্‌সমূহের) কাফ্‌ফারা (মাফ) করে দিবেন।

٣٠٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِىْ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ فِىْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهٗ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهٗ -

৩০২৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরাফা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছর এবং পরবর্তী বছরের গুনাহ্‌সমূহের কাফ্‌ফারা (মাফ) করে দিবেন।

٣٠٣٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ قَالَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَرِيْزٍ اَنَّهٗ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَاَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَعْدِلُهٗ بِصَوْمِ سَنَةٍ -

৩০৩০. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন উমার (রা)-কে আরাফা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে রয়েছি, তখন আমরা আরাফার সাওমকে এক বছরের সিয়ামের সমতুল্য মনে করতাম।

অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই হাদীস দ্বারা আরাফা দিবসে সিয়াম পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান সাব্যস্ত হলো। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রথমোক্ত হাদীসসমূহে তার সিয়াম পালন যে মাকরূহ ব্যক্ত হয়েছে,

তা আরাফাতের ময়দানে তাঁদের অবস্থানগত অত্যন্ত কষ্ট-ক্লেশের কারণে। যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এটি হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٧ـ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ আশূরা দিবসের সিয়াম পালন প্রসঙ্গে

٣٠٣١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ هِنْدِ بْنِ اَسْمَاءَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَوْمِىْ مِنْ اَسْلَمَ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ فَلْيَصُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ وَجَدْتَّ مِنْهُمْ قَدْ اَكَلَ مِنْ صَدْرِ يَوْمِهٖ فَلْيَصُمْ اٰخِرَهُ ـ

৩০৩১. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... হিন্দ ইব্ন আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আমার সম্প্রদায় 'আসলাম' অভিমুখে প্রেরণ করেন। আর তিনি বললেন ঃ যাও তাদেরকে গিয়ে বল, যেন তারা আশূরা দিবসের সিয়াম পালন করে। তাদের কাউকে যদি তুমি দিনের শুরু ভাগে খেয়ে ফেলেছে দেখতে পাও তাহলে সে যেন দিনের শেষ ভাগে সিয়াম পালন করে।

٣٠٣٢ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَلَمَةَ الْخُزَاعِىِّ هُوَ ابْنُ الْمِنْهَالِ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ غَدَوْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صُبَيْحَةَ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَقَدْ تَغَدَّيْنَا فَقَالَ اَصُمْتُمْ هٰذَا الْيَوْمَ فَقُلْنَا قَدْ تَغَدَّيْنَا فَقَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ ـ

৩০৩২. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন সালামা খুযাঈ (র)-এর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার আশূরা দিবসের সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম আর আমরা সকালের খানা খেয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, তোমরা কি (আজকের) এই দিনের সিয়াম পালন করছ ? আমরা বললাম, আমরা তো সকালের খানা খেয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, তোমাদের অবশিষ্ট দিনের (সিয়াম) পূর্ণ কর।

٣٠٣٣ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهٖ وَكَانَ مِنْ اَسْلَمَ اَنَّ نَاسًا اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ اَوْ بَعْضُهُمْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ اَصُمْتُمُ الْيَوْمَ فَقَالُوْا لَا وَقَدْ اَكَلْنَا فَقَالَ فَصُوْمُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ ـ

৩০৩৩. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... আবুল মিনহাল (র)-এর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনি আসলাম গোত্রভুক্ত ছিলেন, এক দল লোক অথবা তাদের কিছুসংখ্যক লোক আশূরার দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি বললেন তোমরা কি আজকে সিয়াম পালন করছ ? তাঁরা বললেন, জী না, আমরা তো খেয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের অবশিষ্ট দিন সিয়াম পালন কর।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই সমস্ত হাদীসে আশূরা দিবসে সিয়াম পালন ওয়াজিব হওয়া ব্যক্ত হয়েছে। আর তাদের সকাল করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সেই দিনের সিয়াম পালনের নির্দেশ প্রদান করাতে প্রমাণ বহন করে যে, কারো উপর যদি নির্দিষ্ট দিনের সিয়াম পালন ওয়াজিব হয় এবং সে যদি রাত

থেকে সিয়াম পালনের নিয়াত না করে থাকে তাহলে তার জন্য সকাল হওয়ার পর সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে উক্ত সিয়ামের নিয়াত করা যথেষ্ট বিবেচিত হবে, যেমনটি এই বিষয়ে আলিমগণ বলেছেন।

আশূরা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা অপেক্ষা আরও বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الْاَمْصَارِ مَنْ كَانَ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَقُمْ عَلٰى صَوْمِهٖ وَمَنْ كَانَ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ اٰخِرَ يَوْمِهٖ فَلَمْ نَزَلْ نَصُوْمُهُ بَعْدُ وَ نُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا وَهُوَ صِغَارٌ وَ نَتَّخِذُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَاِذَا سَأَلُوْنَا الطَّعَامَ اَعْطَيْنَا هُمُ اللُّعْبَةَ -

৩০৩৪. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... রুবাই বিন্‌ত মুআওবিয (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে আশূরা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন এলাকাকায় লোকদেরকে এই বলে প্রেরণ করেন, যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী অবস্থায় সকাল করবে সে যেন তার সিয়ামের উপর বহাল থাকে, আর যে ব্যক্তি সিয়াম ভঙ্গকারী অবস্থায় সকল করবে সে যেন দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত সাওম পূর্ণ করে। সুতরাং এরপর থেকে আমরা সর্বদা এর সিয়াম পালন করতাম এবং আমাদের ছোট শিশুদেরকে এর সিয়াম পালন করাতাম। আর আমরা তাদের জন্য রঙিন পশমের খেলনা প্রস্তুত করে/ রাখতাম। তারা যখন আমাদের কাছে আহার চাইত তখন তাদেরকে (আহার থেকে ভুলাবার নিমিত্ত) খেলনা প্রদান করতাম।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের শিশুদেরকে আহার থেকে বিরত রাখতেন এবং শিশুদেরকে দিয়ে আশূরা দিবসের সিয়াম পালন করাতেন। বস্তুত এটি আমাদের মতে না জায়িয। যেহেতু শিশুরা সিয়াম, সালাত ইত্যাদি ইবাদত সম্পাদনের আওতাভুক্ত নয়। আর তারা এর আওতাভুক্ত হবেই বা কিভাবে ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে কলমকে উঠিয়ে নিয়েছেন, (দায়িত্বমুক্ত করেছেন) ঃ

٣٠٣٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ ظَبْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَكْبُرَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ -

৩০৩৫. ইউনুস (র) ..... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি থেকে (হিসাব-নিকাশের) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে-শিশু থেকে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে, জাগরিত হওয়া পর্যন্ত ও পাগল থেকে জ্ঞান ফিরে পাওয়া পর্যন্ত।

٣٠٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩০৩৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আশূরা দিবসের সিয়াম রহিত হওয়া সম্পর্কে সহীহ্ (বিশুদ্ধ) হাদীস সমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَعِنْدَهُ رُطَبٌ فَقَالَ اُدْنُهُ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْيَوْمَ اُمِرْنَا بِصِيَامِهٖ قَبْلَ رَمَضَانَ -

৩০৩৭. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... শাকীক ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আশুরার দিনে ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর কাছে তাজা খেজুর বিদ্যমান ছিলো। তিনি বললেন, (আহারের জন্য) কাছে এস। আমি বললাম, আজকে তো আশূরার দিন, আমি সিয়াম পালনরত। তিনি বললেন, রামাযানের (বিধান অবতীর্ণ হওয়ার) পূর্বে আমাদেরকে এই দিনে সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

٣٠٣٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ يَاْكُلُ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ فَقَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نَصُوْمُهُ ثُمَّ تُرِكَ يَعْنِىْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ -

৩০৩৮. সুলায়মনা ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ তিনি আহাররত অবস্থায় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসল। তিনি তাকে বললেন, 'এস, সে বলল, আমি সিয়াম পালন করছি। আবদুল্লাহ্ (রা) তাকে বললেন, আমরা আশূরা দিনের সিয়াম পালন করতাম, তারপর তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

٣٠٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ اَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ عَاشُوْرَاءَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ -

৩০৩৯. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ও ইব্ন আবী দাউদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে আশূরা দিবসের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। যখন রামাযানের সিয়াম ফরয হল তখন তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করবে আশূরার সিয়াম পালন করবে,আর যে ব্যক্তি চাইবে ইফতার (ভঙ্গ) করবে।

٣٠٤٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ وَشُعَيْبٌ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ عِرَاكًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عُرْوَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩০৪০. রবী'উল মুআয্যিন (র) .... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠٤١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ فَقَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَيُحِثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عَلَيْهِ ـ

৩০৪১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আশূরার সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিতেন এবং এর প্রতি আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন আর তা সংরক্ষণের তাগিদ করতেন। যখন রামাযান (সিয়াম) ফরয হল তখন আমাদেরকে এর নির্দেশ করেন নি আর নিষেধও করেন নি এবং তা সংরক্ষণের তাগিদও করেন নি।

٣٠٤٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ اُمِرْنَا بِصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ اَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ ـ

৩০৪২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রামাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে আশূরার সিয়াম পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যখন রামাযানের বিধান অবতীর্ণ হয় তখন আমাদেরকে নির্দেশও দেয়া হয়নি এবং তা থেকে নিষেধও করা হয়নি, আর আমরা তা করতাম।

٣٠٤٣ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ ـ

৩০৪৩. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٤٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩০৪৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... কাসিম ইব্‌ন মুখায়মারা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এই সমস্ত (উল্লিখিত) হাদীসে আশূরা দিবসের সিয়াম পালন ওয়াজিব হওয়ার বিধান রহিত হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং (এই সমস্ত হাদীস) প্রমাণ বহন করে যে, এর (আশূরার) সিয়াম পালন ফরয থাকার পর নফল করে দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অপরাপর হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, আশূরার সিয়ামের পালন ইচ্ছাধীন বিষয় ছিলো ফরয ছিলো না। সেগুলো থেকে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٣٠٤٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَعَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ

الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ اَظْهَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيْهِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى فِرْعَوْنَ فَقَالَ اَنْتُمْ اَوْلٰى بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُمْ فَصُوْمُوْهُ ـ

৩০৪৫. আবূ বাকরা (র) ও আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি দেখতে পেলেন, ইয়াহূদীরা আশূরা'র সিয়াম পালন করছে। তিনি তাদেরকে (কারণ) জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলল, এইদিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) কে ফির'আউনের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন। তিনি বললেন, তাদের অপেক্ষা তোমরা (মুসলিমরা) মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা এর সিয়াম পালন কর।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার শুকর আদায়ের জন্য এর সিয়াম পালন করেছেন, তিনি যে মূসা (আ) কে ফির'আউনের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন। সুতরাং এই সিয়াম পালন ইচ্ছাধীন বিষয়, ফরয নয়।

٣٠٤٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَا ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَرّٰى صِيَامَ يَوْمٍ عَلٰى غَيْرِهِ اِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ اَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ ـ

৩০৪৬. আবূ বাকরা (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশূরা দিনের সিয়াম পালন বা রামাযান মাসের সিয়াম পালন ব্যতীত অন্য কোন দিনের সিয়ামের জন্য অনুসন্ধান ও গুরুত্ব প্রদান করতেন বলে আমার জানা নেই।

٣٠٤٧ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْرَقِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرَدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِيَوْمٍ فَضْلٌ عَلٰى يَوْمٍ فِى الصِّيَامِ اِلَّا شَهْرُ رَمَضَانَ وَيَوْمُ عَاشُوْرَاءَ ـ

৩০৪৭. রবী'উল জীযী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ সিয়াম পালনের ব্যাপারে রামাযান মাস ও আশূরা দিবস ব্যতীত কোন দিন কোন দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না।

٣٠٤٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَا ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ الْاَعْرَجَةَ يَقُوْلُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبِرْنِىْ عَنْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ قَالَ عَنْ اَىِّ بَالِهِ تَسْأَلُ قُلْتُ اَسْأَلُ عَنْ صِيَامِهِ اَىَّ يَوْمٍ اَصُوْمُ قَالَ اِذَا اَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعَةٍ فَاَصْبِحْ صَائِمًا قُلْتُ كَذٰلِكَ كَانَ يَصُوْمُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ نَعَمْ ـ

৩০৪৮. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাকাম ইবনুল আ'রাজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আশূরা দিবস সম্পর্কে আমাকে বলুন তো। তিনি বললেন, কি সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসা করছ ? আমি বললাম, এর সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি, কোন দিন সিয়াম পালন করব। তিনি বললেন, যখন (মুহাররমের) নবম তারিখ ভোর হবে তখন ভোর থেকেই সিয়াম পালন করবে। আমি বললাম, মুহাম্মদ ﷺ কি এভাবেই সিয়াম পালন করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এই ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আশূরা দিবসের সিয়াম পালন করতেন। বস্তুত তাঁর এই সিয়াম পালনে বুঝা যাচ্ছে যে, তা ছিলো ইচ্ছাধীন বিষয়, ফরয নয়। যা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে সেই কারণ রিওয়ায়াত করেছেন, যে কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই দিনের সিয়াম পালন করেছেন ঃ

٣٠٤٩ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَمِيْلٍ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ ـ

৩০৪৯. হাসান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশূরা দিবসের সিয়াম পালন করতেন। সম্ভবত এটিও সেই কারণে, যা ইব্‌ন আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছেন।

٣٠٥٠ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ ثُوَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَصُوْمُوْهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِصَوْمِهِ ـ

৩০৫০. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ এটি আশূরা দিবস। সুতরাং তোমরা এর সিয়াম পালন কর। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিয়াম পালনের নির্দেশ দিতেন। সম্ভবত এটিও সেই কারণে যা আমরা উল্লেখ করেছি।

٣٠٥١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ ثَنَا مَزِيْدَةُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ عُثْمٰنَ اسْتَعْمَلَ اَبَا مُوْسٰى عَلَى الْكُوْفَةِ فَقَالَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ صُوْمُوْا هٰذَا الْيَوْمَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُهُ ـ

৩০৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (রা) ..... মাযিদা ইব্‌ন জাবির (রা)-এর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) আবূ মূসা (আশ্‌য়ারী রা)-কে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করেন। তিনি বলেন ঃ আশূরা দিবস, তোমরা এই দিনে সিয়াম পালন করবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিয়াম পালন করতেন। এই হাদীসটিও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত বিষয়ের সম্ভাবনা রাখছে।

٣٠٥٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ تِسْعَ ذِى الْحَجَّةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَهٰذَا اَيْضًا مِثْلُ الَّذِىْ قَبْلَهُ ـ

৩০৫২. রবী'উল জীযী (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈকা সহধর্মিনী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অর্ধ যিলহাজ্জ, আশূরা দিবস ও প্রতি মাসের তিন দিন সিয়াম পালন করতেন। সুতরাং এটিও পূর্বের অনুরূপ।

٣٠٥٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا يَصُوْمُهُ الْيَهُوْدُ وَيَتَّخِذُوْنَهُ عِيْدًا فَصُوْمُوْهُ أَنْتُمْ ـ

৩০৫৩. ফাহ্দ (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আশূরা এরূপ দিবস যাতে ইয়াহূদীরা সিয়াম পালন করে এবং তারা একে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা এর সিয়াম পালন করবে। এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু ইয়াহূদীরা এর সিয়াম পালন করত।

আর বস্তুত ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর হাদীসে কারণ বলেছেন, যে কারণে ইয়াহূদীরা এর সিয়াম পালন করত। তা হচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন। যেহেতু তিনি মূসা (আ)-কে ফির'আউনের উপর বিজয়ী করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও অনুরূপভাবে এর সিয়াম পালন করেছেন। পক্ষান্তরে শুকরিয়া জ্ঞাপনের নিমিত্ত সিয়াম পালন করা এটি ইচ্ছাধীন বিষয়, ফরয নয়।

٣٠٥٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَّصُوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ فَلْيَدَعْهُ ـ

৩০৫৪. ইউনুস (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি আশূরা দিবসের সিয়াম পালন করতে চায়, সে যেন এর সিয়াম পালন করে। আর যে চায় না, সে যেন তা পরিত্যাগ করে।

٣٠٥٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ إِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُوْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَّصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ ـ

৩০৫৫. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আশূরা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ এটি (আশূরা) এমন একটি দিন যেদিন কুরাইশরা জাহেলী যুগেও সিয়াম পালন করত। সুতরাং যে ইচ্ছা পোষণ করে এই দিনে সিয়াম পালন করতে সে সিয়াম পালন করতে পারে, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে এই দিনের সিয়াম পালন না করার, সে তা পরিত্যাগ করতে পারে।

٣٠٥٦۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ سَمِعْتُ غَيْلاَنَ بْنَ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قُلْتُ لِلاَنْصَارِىِّ قَالَ الاَنْصَارِىُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِىْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ ۔

৩০৫৬. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ কাতাদা আনসারী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আশূরা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, এর মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহ্র) কাফ্ফারা করে দিবেন।

٣٠٥٧۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ غَيْلاَنَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ۔

৩০৫৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... গায়লান (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٠٥٨۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ۔

৩০৫৮. আবূ বাকরা (র) ..... গায়রান (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তাঁদের কে উল্লিখিত (গুনাহ্র) কাফ্ফরার আশায় এই দিনের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি আমাদের মতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী নয়। যেহেতু হতে পারে, তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে এর সিয়াম পালন করেছেন। কারণ মূসা (আ)-কে ফির'আউনের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন। সুতরাং যার দ্বারা তিনি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন তার দ্বারা আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হবে এবং এর মাধ্যমে তাঁর থেকে বিগত বছরের (গুনাহ্র) কাফ্ফারা করে দেয়া হবে।

٣٠٥٩۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ ۔

৩০৫৯. আবূ বাকরা (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হজ্জের বছর মিম্বারের উপর উপবিষ্ট (অবস্থায়) মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছেন, হে মদীনাবাসী, কোথায় তোমাদের 'আলিম সম্প্রদায়। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এই দিন সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ এটি আশূরা দিবস, তোমাদের উপর এর সিয়াম পালন ফরয করা হয়নি, (কিন্তু) আমি সিয়াম পালন করছি। সুতরাং যার ইচ্ছা এর সিয়াম পালন করতে পারে আর যার ইচ্ছা ইফতার (ভঙ্গ)ও করতে পারে।

সম্ভবত তাঁর উক্তি ঃ "এর সিয়াম পালন তোমাদের উপর ফরয করা হয়নি" দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই বছরের সেই দিনের সিয়াম পালন। এতে কিন্তু তা যে তাদের উপর কোন এক সময় ফরয ছিলো না বুঝা যায় না। তারপর পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায় যা প্রথমোক্ত হাদীস সমূহতে ব্যক্ত হয়েছে।

সুতরাং আশূরা দিবসের সিয়াম পালন রহিত হওয়াটা সাব্যস্ত হলো। যা (পূর্বে) ফরয ছিলো এবং ইচ্ছাধীন বিষয় হিসাবে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তাতে যে ছাওয়াব রয়েছে এর খবর দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর সিয়াম পালন উত্তম হিসাবে বিবেচিত। আর তা হচ্ছে (মুহাররমের) দশম তারিখ। যা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হাকাম ইব্‌নুল আ'রাজ (র)-এর হাদীসে বলেছেন এবং তাও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٦٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَئِنْ عُشْتُ الْعَامَ الْقَابِلَ لَاَصُوْمَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ يَعْنِىْ عَاشُوْرَاءَ -

৩০৬০. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি যদি আগামী বছর জীবিত থাকি তাহলে অবশ্যই আশূরা'র সিয়াম পালনে নবম তারিখে থেকে সিয়াম পালন করব।

٣٠٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لَاَصُوْمَنَّ عَاشُوْرَاءَ يَوْمَ التَّاسِعِ -

৩০৬১. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন আবী যি'ব (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ আমি অবশ্যই আশূরাতে নবম তারিখের সিয়াম পালন করব।

٣٠٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَعَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ سُلَيْمٰنَ -

৩০৬২. ইব্‌ন মারযূক (র) ও আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আবী যি'ব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সুলায়মান (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং তাঁর উক্তি ঃ "আমি অবশ্যই আশূরাতে নবম তারিখের সিয়াম পালন করব" এটি তাঁর পক্ষ থেকে এই বিষয়ের সংবাদ প্রদান যে, উক্ত (নবম) দিন আশূরা দিবস। আর তাঁর উক্তি ঃ "আমি অবশ্যই নবম তারিখের সিয়াম পালন করব" এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, আমি দশম তারিখের সঙ্গে নবম তারিখের সিয়াম পালন করব। অর্থাৎ যেন আমি আমার সিয়াম পালনের দ্বারা নির্দিষ্ট আশূরা দিবসের ইচ্ছা না করি, যেমনিভাবে ইয়াহূদীরা করে থাকে। বরং আমি তা অন্য দিনের সঙ্গে মিলিত করব এবং আমি এর সিয়াম এমনভাবে পালন করব যা ইয়াহূদীদের সিয়াম পালনের অনুরূপ নয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا يَوْمَ التَّاسِعِ وَالْعَاشِرَ -

৩০৬৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলছেন, ইয়াহূদীদের বিরোধিতা কর আর নবম ও দশম তারিখের সিয়াম পালন কর।

এতে প্রতীয়মান হয় যে,ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি ঃ "আমি যদি আগামী বছর জীবিত থাকি তাহলে অবশ্যই নবম তারিখের সিয়াম পালন করব" কে সেই অর্থে নিয়েছেন যে অর্থে আমরা নিয়েছি। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٦٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ صُوْمُوْهُ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا اَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا وَلاَ تَتَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ ـ

৩০৬৪. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে আশূরা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে ঃ (তিনি বলেছেন) তোমরা এর সিয়াম পালন কর, তোমরা এর পূর্বে এক দিন বা এর পরে এক দিন সিয়াম পালন কর। ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না।

٣٠٦٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ لَيْلَى فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩০৬৫. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত এই হাদীস দ্বারা আমরা যা উল্লেখ করেছি তা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নবম তারিখের সিয়াম পালনের দ্বারা তাঁর আশূরা'র সিয়ামকে অন্য সিয়ামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাই উদ্দেশ্য। যেন তাঁর নির্দিষ্ট দিনের সিয়াম পালন উদ্দেশ্য না হয়। যেমনিভাবে তাঁর থেকে জুমু'আ দিনের সিয়াম পালন সম্পর্কে বর্ণিত আছে।

٣٠٦٦ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَصْبَهَانِىْ قَالَ اَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ سَعِيْدٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى جُوَيْرِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا اَصُمْتِ اَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ اَفَتَصُوْمِيْنَ غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَاَفْطِرِىْ اِذًا ـ

৩০৬৬. ফাহাদ (র) ...... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি, বলেছেন, একবার নবী ﷺ জুমু'আর দিনে জুওয়াইরিয়া (রা)-এর কাছে গেলেন। তখন তিনি (জুওয়াইরিয়া রা) সিয়াম পালন করছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, গতকালকে সিয়াম পালন করেছ ? তিনি বললেন জী না। তিনি বললেন, আগামী দিন সিয়াম পালন করবে ? তিনি বললেন, জী না। তিনি বললেন, তাহলে এখন ইফতার তথা সিয়াম ভঙ্গ করে ফেল।

٣٠٦٧ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اَيُّوْبَ الْعَتَكِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ جُوَيْرِيَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩০৬৭. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ...... জুওয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী করীম ﷺ তাঁর কাছে গিয়েছেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٠٦٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩০৬৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... কাতাদা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ اَنْ تَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا اَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا -

৩০৬৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আগের দিন বা পরের দিনের সিয়াম পালন না করে তোমাদের কেউ যেন কেবল জুমু'আর দিনের সিয়াম পালন না করে।

٣٠٧٠- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِّنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ -

৩০৭০. বাকর ইব্‌ন ইদ্‌রিস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ মর্মে বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩০৭১. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمِ بْنِ مِسْكِيْنٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نُهِىَ عَنْهُ اِلاَّ فِىْ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اِلاَّ فِىْ اَيَّامٍ قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ -

৩০৭২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... সাল্লাম ইব্‌ন মিসকীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জুমু'আ'বারের সিয়াম পালন সম্পর্কে হাসান (র) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আগের দিন পরের দিন অনুসরণ ব্যতীত তার থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর তিনি বলেছেন, আমাকে আবূ রাফি' (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগের দিন বা পরের দিন সিয়াম পালন ব্যতীত কেবল জুমু'আ'বারের সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٠٧٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ حُذَيْفَةَ الْبَارِقِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ جُنَادَةَ بْنَ اَبِيْ اُمَيَّةَ الاَزْدِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُمْ دَخَلُوْا

عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَرَّبَ اِلَيْهِمْ طَعَامًا فَقَالَ كُلُوْا فَقَالُوْا نَحْنُ صِيَامٌ فَقَالَ اَصُمْتُمْ اَمْسِ قَالُوْا لاَ قَالَ فَصَائِمُوْنَ اَنْتُمْ غَدًا قَالُوْا لاَ قَالَ فَاَفْطِرُوْا ـ

৩০৭৩. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... জুনাদা ইব্ন আবূ উমাইয়া আল-আযদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একবার জুমু'আবারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে গেলেন। তিনি তাঁদের নিকট খাবার এগিয়ে দিয়ে বললেন, আহার কর। তাঁরা বললেন, আমরা সিয়ামব্রত পালন করছি। তিনি বললেন, তোমরা গত কালকে সিয়াম পালন করেছ ? তাঁরা বলেন, জী না, তিনি বললেন, তোমরা আগামীকাল কি সিয়াম পালন করবে ? তাঁরা বললেন, জী না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরা ইফতার কর তথা সিয়াম ভেঙ্গে ফেল।

٣٠٧٤ـ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنِ الْاَشْعَرِىِّ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيْرِ وَقَعْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيْدُكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوْا يَوْمَ عِيْدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ اِلاَّ اَنْ تَصُوْمُوْا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ ـ

৩০৭৪. বাহার ইব্ন নাসর (র) ..... আমের ইব্ন লাদীন আল-আশয়ারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) কে জুমু'আ'বারের সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞের কাছেই এসেছ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ জুমু'আ'বার তোমাদের ঈদ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ঈদ দিবসকে আগের দিন বা পরের দিনের সিয়াম পালন ব্যতীত সিয়াম দিবস বানাবে না।

অতএব যেমনিভাবে নির্দিষ্ট করে জুমু'আ'বারের সিয়াম পালন এর আগের দিন বা পরের দিন সিয়াম পালন ব্যতীত মাকরূহ। যাতে সে সিয়াম অবস্থায় এর অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুরূপভাবে আমাদের মতে অপরাপর দিনগুলোর ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে সিয়াম পালন সঠিক নয়। যেমনিভাবে আশূরা দিবস ও জুমু'আ'বারের নির্দিষ্টরূপে সিয়াম পালন সঠিক নয়। বরং অনির্দিষ্টভাবে যে কোন দিনের সিয়াম পালন করা যেতে পারে। আর আমরা যে মাকরূহ হওয়া উল্লেখ করেছি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রামাযান মাসের মাঝে এবং অন্য মাসে লোকেরা যে সিয়াম পালন করে সেই সমস্ত সিয়ামের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা। যেহেতু রামাযান মাসে নির্দিষ্ট মাসের সিয়াম পালন হলো উদ্দেশ্য। কারণ বান্দাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার ফরয হলো তারা নির্দিষ্টভাবে (মাসে) এর সিয়াম পালন করবে তবে তাদের অসুস্থতা বা সফর উযর হলে ভিন্ন ব্যাপার। অপরাপর মাস কিন্তু অনুরূপ নয়।

বস্তুত এটিই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আশূরার সিয়াম সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ যা আমরা এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছি।

٨. بَابُ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ শনিবারের সিয়াম পালন

٣٠٧٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ هُوَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ اُخْتِهِ الصَّمَّاءَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَصُوْمَنَّ يَوْمَ السَّبْتِ فِىْ غَيْرِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُنَّ وَلَوْ لَمْ تَجِدْ اِحْدَاكُنَّ اِلاَّ لِحَاءَ شَجَرَةٍ اَوْ عُوْدَ عِنَبٍ فَلْتَمْضِغْهُ ـ

৩০৭৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুসরের বোন (আস্-সাম্মা রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ ফরয সিয়াম ব্যতীত শনিবারে তোমরা কোন সিয়াম পালন করবে না। যদি তোমাদের কেউ গাছের ছাল বা আঙ্গুরের কাঠি ছাড়া আর কিছু (সে দিন আহারের জন্য) না পায় তবে তাই যেন সে চিবিয়ে নেয়।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা নফল হিসাবে শনিবারের সিয়াম পালনকে মাকরূহ বলেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা এর সিয়াম পালনে কোন অসুবিধা মনে করেন নি। এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হলো নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আগের দিন বা পরের দিনের সিয়াম পালন ব্যতীত জুমু'আ'বারের সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন। আর আমরা তা সনদ সহকারে এই গ্রন্থের পূর্বভাগে উল্লেখ করেছি। সুতরাং জুমু'আ'বারের পরে যে দিন সেটি হচ্ছে শনিবার। অতএব এই সমস্ত বর্ণিত হাদীসসমূহের নফল হিসাবে শনিবারের সিয়াম পালনের বৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। যা কিনা মুহাদ্দিস আলিমগণের নিকট এই বিচ্ছিন্ন হাদীস অপেক্ষা যা সেগুলোর বিরোধী অধিক প্রসিদ্ধ ও অধিক সুস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশূরা দিবসের সিয়াম পালনের অনুমতি দিয়েছেন এবং এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি এমনটি বলেননি যে, যদি শনিবার হয়, তাহলে তোমরা এর সিয়াম পালন করবে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত দিন এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং একদিন তা ছাড়তেন। শিগগিরই আমরা তা সনদ সহকারে আমাদের এই গ্রন্থের যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ উল্লেখ করব। এতেও শনিবারের মাঝে ও অপরাপর দিনগুলোর মাঝে সমতার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আইয়ামে বিয' তথা মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁর থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٧٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَكِيْمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اَمَرَهُ بِصِيَامِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ -

৩০৭৬. ইউনুস (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে (মাসের) তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٠٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اَنْ نَصُوْمَ لَيَالِىَ الْبِيْضِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ وَقَالَ هِىَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ -

৩০৭৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল মালিক ইব্‌ন কাতাদা ইব্‌ন মিলহান আল-কায়সী (র)-এর পিতা (কাতাদা রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে 'বিযের রাত' তথা তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের সিয়াম পালনের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি বলেছেন ঃ এগুলোর (সিয়াম) সারা বছর সিয়াম পালনের তুল্য।

আর এগুলোর মাঝে শনিবার অন্তর্ভুক্ত, যেমনিভাবে তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অপরাপর দিনগুলো। আর এতেও নফল হিসাবে শনিবারের সিয়াম পালনের বৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম যুহরী (র) শনিবারের সিয়াম পালন মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে সাম্‌মা বিন্‌ত বুসর (র)-এর হাদীসকে অস্বীকার করেছেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট হাদীসের বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর এটিকে মুহাদ্দিস আলিমদের হাদীস বলে গণ্য করেননি।

٣٠٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ فَقَالَ لَابَأْسَ بِهٖ فَقِيْلَ لَهُ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ كَرَاهَتِهٖ فَقَالَ ذَاكَ حَدِيْثُ حِمْصِيٌّ فَلَمْ يَعُدَّهُ الزُّهْرِيُّ حَدِيْثًا يُقَالُ بِهٖ وَ ضَعَّفَهُ ـ

৩০৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... লায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার ইমাম যুহরী (র)-কে শনিবারের সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। তাঁকে বলা হলো নবী করীম ﷺ থেকে তো এর মাকরূহ হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত আছে ? তিনি বললেন, এটি হিমসী বর্ণিত হাদীস। এটিকে ইমাম যুহরী (র) গ্রহণযোগ্য হাদীস হিসাবে গণ্য করেননি এবং তিনি এটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

যদি তা প্রমাণিতও হয় তাহলে আমাদের মতে তার মর্ম এরূপ হতে পারে ঃ আল্লাহ্ই সম্যক অবগত, সেই ব্যক্তির জন্য এই দিনের সিয়াম পালন নিষেধ করা হয়েছে যে কিনা এর সম্মানার্থে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকে যেমনিভাবে ইয়াহূদীরা করে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই দিনের সম্মানের ইচ্ছাপোষণ ব্যতীত এবং ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন ব্যতীত সিয়াম পালন করবে তাহলে তা মাকরূহ বিবেচিত হবে না।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, 'আইয়ামুল বিয' তো এমন যে এতে নির্দিষ্ট দিনে সিয়াম পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে যা নির্দিষ্ট সিয়ামের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, নির্দিষ্ট দিনে সিয়াম পালনে কোন অসুবিধা নেই।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে যে, বলা হয়ে থাকে 'আইয়ামুল বিয' এ সিয়াম পালনের নির্দেশ এই জন্য দেয়া হয়েছে, যেহেতু এতে চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে, অন্য সময়ে হয় না। আর এ সময়ে সালাত, গোলাম আযাদ ইত্যাদি নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত দিনে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তা চন্দ্র গ্রহণের পরে নেক আমল হিসাবে বিবেচিত হয়। অতএব তা এরূপ সিয়াম যা প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট দিনে পালন হয় না। বরং তা এরূপ সিয়াম যা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপনের নিমিত্ত এমন সময় পালন করা হয় যাতে কোন (গ্রহণের মত) কারণ প্রকাশিত হয়। সুতরাং এতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে জুমু'আ'বারের সিয়াম পালন। কোন ব্যক্তি যদি সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ বা অন্য কোন কারণ দৃশ্যমান হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপনের নিমিত্ত তাতে সিয়াম পালন করে তাহলে এতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। যদিও এর আগের দিন বা পরের দিন সিয়াম পালন করা না হয়।

٩- بَابُ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلٰى رَمَضَانَ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধ শা'বানের পর রামাযান পর্যন্ত সিয়াম পালন প্রসঙ্গে

٣٠٧٩- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْقَاصُّ قَالَ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَصَوْمَ بَعْدَ النِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتّٰى رَمَضَانَ-

৩০৭৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ অর্ধ শা'বানের পর রামাযান পর্যন্ত (আর কোন) সিয়াম নেই।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম অর্ধ শা'বানের পর রামাযান পর্যন্ত সিয়াম পালন মাকরূহ হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ পুরা শা'বান মাসব্যাপী সিয়াম পালনে কোন অসুবিধা নেই, (বরং) তা উত্তম, নিষিদ্ধ নয়। তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেনঃ

٣٠٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرِنُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ-

৩০৮০. আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বানকে রামাযানের সঙ্গে মিলিত করতেন।

٣٠٨١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ-

৩০৮১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে শা'বান ও রামাযান ব্যতীত দুই মাস লাগাতার সিয়াম পালন করতে দেখিনি।

٣٠٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْغُصْنِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ لاَ يَدَعُهُمَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْتُكَ لاَ تَدَعُ صَوْمَ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ اَىَّ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ قَالَ ذَاكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيْهِمَا الاَعْمَالُ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ-

৩০৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতি সপ্তাহে দুই দিন সিয়াম পালন করতেন, উক্ত সিয়ামদ্বয় তিনি ছাড়তেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি প্রতি সপ্তাহের দুই দিন সিয়াম পালন ত্যাগ করেন না। তিনি বললেন, কোন দুই দিন ? আমি বললাম, সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তিনি বললেন, এই দুই দিনে রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমি ভালবাসি যে সিয়ামরত অবস্থা আমার আমলসমূহ পেশ করা হোক।

٣٠٨٣ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ مَا يَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْتُكَ تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ مَالاَ تَصُوْمُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُوْرِ قَالَ هُوَ شَهْرٌ يَغْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيْهِ الْاَعْمَالُ اِلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَاُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَاَنَا صَائِمٌ ـ

৩০৮৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... সাবিত (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে শা'বান মাসে যত পরিমাণ সিয়াম পালন করতে দেখেছি আর অন্য কোন মাসে তত পরিমাণ (নফল) সিয়াম পালন করতে দেখিনি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে দেখছি, শা'বান মাসে যত পরিমাণ সিয়াম পালন করছেন অন্য কোন মাসে তত পালন করছেন না। তিনি বললেন, এটি রজব ও রামাযানের মধ্যবর্তী-এমন মাস যা থেকে লোকেরা গাফিল। এটি এরূপ মাস যাতে রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে (বান্দার) আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমি ভালবাসি যে সিয়ামরত অবস্থায় আমার আমলসমূহ পেশ করা হোক।

٣٠٨٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ الْهَادِ يَعْنِيْ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ فِيْ شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُوْمُ فِيْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ اِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ ـ

৩০৮৪. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বান মাসের মত এত (অধিক) সিয়াম আর অন্য কোন মাসে পালন করতেন না। এ মাসের কিছু অংশ ব্যতীত পুরো মাসটাই বলতে গেলে সারা মাসটাই তিনি (নফল) সিয়াম পালন করতেন।

٣٠٨٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ اَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِيْ شَعْبَانَ فَاِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ ـ

৩০৮৫. আবূ বাকরা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শা'বান মাসের মত বছরে এত অধিক (নফল) সিয়াম পালন করতেন না। তিনি এর পুরা অংশই সিয়াম পালন করতেন।

٣٠٨٦ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا بِشْرٌ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَائِشَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩০৮৬. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٠٨٧ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّيْ قَالَ ثَنَا أُسَامَةُبْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَيُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ وَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اَوْعَامَّةَ شَعْبَانَ ـ

৩০৮৭. আহমদ ইব্‌ন আবদুল রহমান (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তিনি এভাবে সিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতে লাগতাম যে তিনি তো আর সিয়াম ছাড়বেন না। আবার তিনি সিয়াম পালন ছেড়ে দিতেন তখন আমরা বলতে থাকতাম, তিনি বুঝি আর সিয়াম পালন করবেনই না। আর তিনি (পুরা) শা'বান বা অধিকাংশ শা'বান সিয়াম পালন করতেন।

٣٠٨٨ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ الرِّشْكُ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَئَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهَامِنْ اَيَّةٍ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِيْ مِنْ اَيِّ الشَّهْرِ صَامَهَا ـ

৩০৮৮. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... মুআযাহ্ আল-আদবীয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে বলা হলো, কোন্ তারিখ থেকে, (তিনি এই সিয়াম পালন করতেন)? তিনি বললেন, মাসের কোন্ তিন দিন এই সিয়াম পালন করবেন, এই বিষয়ে তিনি কোন পরওয়া করতেন না।

তাঁরা বলেছেন ঃ এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুরা শা'বান মাসে সিয়াম পালনে কোন অসুবিধা নেই।

তাঁদের বিরুদ্ধে প্রথমোক্ত আলিমদের প্রমাণ ঃ বস্তুত এই সমস্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমল সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসসমূহে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করেছেন তা তাঁর নিজের জন্য মুবাহ (বৈধ) বলে সাব্যস্ত করা হবে। আর যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা হবে অন্যের (উম্মতের) জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং এই বিষয়ে অন্যের বিধান তাঁর বিধান থেকে ভিন্ন হিসাবে বিবেচিত হবে। যাতে করে উভয় হাদীস বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় এবং পারস্পরিক সাংঘর্ষিক সাব্যস্ত না হয়।

এই বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত উসামা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি শা'বান মাস সম্পর্কে বলেছেন ঃ এটি এমন মাস যার সিয়াম পালন থেকে লোকেরা গাফিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাতে তাঁদের সিয়াম পালন ইফতার (ভঙ্গ) অপেক্ষা উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে যা আমাদের বর্ণনাকৃত ব্যাখ্যার স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ

٣٠٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَعْبَانُ ـ

৩০৮৯. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ রামাযান (মাসের) সিয়ামের পর সবচেয়ে ফযীলতের সিয়াম হল শা'বানের সিয়াম।

٣٠٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَالِحِ الْاَزْدِىُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ صَدَقَةِ بْنِ مُوْسٰى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الصَّوْمِ اَفْضَلُ يَعْنِى بَعْدَ رَمَضَانَ قَالَ صَوْمُ شَعْبَانَ تَعْظِيْمًا لِرَمَضَانَ ـ

৩০৯০. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ রামাযানের পরে কোন্ সিয়াম উত্তম ? তিনি বলেন ঃ রামাযানের সম্মানার্থে শা'বানের সিয়াম।

٣٠٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِىُّ قَالَ اَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ ـ

৩০৯১. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি শা'বানের শেষাংশে সিয়াম পালন করেছ ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি যখন রামাযানের সিয়াম ভঙ্গ (শেষ) করবে তখন দু'টি সিয়াম পালন করে নিবে।

٣٠٩٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَنَا حَمَّادُ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِمْرَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ صُمْ يَوْمًا ـ

৩০৯২. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... ইমরান (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, 'একদিন সিয়াম পালন কর'।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এটি হলো শা'বানের শেষাংশে। এই সমস্ত হাদীসে উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে যা তাঁর কার্যের অনুকূলে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর থেকে আরো বর্ণিত আছে ঃ

٣٠٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقَدِّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ رَجُلًا كَانَ يَصُوْمُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ ـ

৩০৯৩. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (রামাযান মাসের পূর্বের লাগোয়া দিনগুলোর) একদিন বা দুই দিন সিয়াম পালন করে তোমরা রামাযানকে এগিয়ে নিবে না। তবে কোন ব্যক্তি সিয়াম পালন করতে থাকলে ভিন্ন কথা, সে যেন ঐ দিনের সিয়াম পালন করে।

٣٠٩٤۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩০৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٠٩٥۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩০৯৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٠٩٦۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِىَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ـ

৩০৯৬. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠٩٧۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَهِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيىٰ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩০৯৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠٩٨۔ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوُحَاظِىُّ يَعْنِىْ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩০৯৮. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠٩٩۔ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩০৯৯. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আম্র (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বলেছেন ঃ তবে তোমাদের কারো নির্ধারিত সিয়াম পালনের দিনগুলোর কোন সিয়ামের সঙ্গে এই দিনের সিয়ামের মিল হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। সুতরাং যেন সে উক্ত দিনের সিয়াম পালন করে। এতে প্রথমোক্ত মতপোষণকারীদের বক্তব্যের খণ্ডন বুঝা যাচ্ছে এবং আরো বুঝা যাচ্ছে যে, অর্ধ

শা'বানের পর থেকে রামাযান পর্যন্ত তার সিয়ামের বিধান অপরাপর সারা বছর সিয়ামের বিধানের অনুরূপ অর্থাৎ তার সিয়াম পালন মুবাহ। যখন এই বিষয়টি সাব্যস্ত হলো, যা আমরা উল্লেখ করেছি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরু ভাগে উল্লেখ করেছি।

বস্তুত এই নিষেধাজ্ঞা তাঁর পক্ষ থেকে রামাযানের সিয়াম পালনকারীদের জন্য দয়া পরবশ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। অন্য অর্থে নয়।

অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিকে আমরা রামাযানের নিকটবর্তী সিয়াম পালন না করার জন্য হুকুম করব, যার সিয়াম পালনের দ্বারা এমন দুর্বলতা এসে যায়, যা রামাযানের সিয়াম পালনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তারপর সে রামাযানের সিয়াম পালন করবে যেহেতু তার জন্য জরুরী নয় এমন (নফল) সিয়াম পালন অপেক্ষা রামাযানের সিয়াম পালন উত্তম হিসাবে পরিগণিত।

আর এটিই হচ্ছে (হাদীসের) সঠিক মর্ম এবং উক্ত হাদীসের এই মর্ম গ্রহণ করাই শ্রেয় যাতে অপরাপর হাদীসসমূহের সাথে এটা সাংঘর্ষিক না হয়।

উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আরো হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা)-কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন ঃ

٣١٠٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا -

৩১০০. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সিয়াম হল দাউদ (আ)-এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং একদিন তা বাদ দিতেন।

٣١٠١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ ح وَحَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩১০১. বাকর ইব্‌ন ইদরীস (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَعَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ عَمْرَوبْنَ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُوْمُ نِصْفَ الدَّهْرِ -

৩১০২. আবূ বাকরা (র) ও আলী ইব্‌ন শায়বা (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সিয়াম হলো দাঊদ (আ)-এর সিয়াম। তিনি অর্ধ বছর সিয়াম পালন করতেন।

٣١٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ يَعْنِى اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَعْنِى فَسَاَلَهُ عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَ لَهُ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ عَشَرَةُ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ بِى قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ تِسْعَةُ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ بِى قُوَّةً قَالَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَكَ ثَمَانِيَةُ اَيَّامٍ -

৩১০৩. ইব্‌ন মারযূক (ইব্‌রাহীম র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার নবী করীম ﷺ-এর নিকট এলেন অর্থাৎ তাঁকে তিনি সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে বললেন, এক দিনের সিয়াম পালন কর তুমি পাবে দশ দিনের ছাওয়ার, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার জন্য অতিরিক্ত করুন, আমার শক্তি রয়েছে। তিনি বললেন, দুই দিন সিয়াম পালন কর, তুমি নয় দিনের ছাওয়াব লাভ করবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য অতিরিক্ত করুন, আমার শক্তি রয়েছে। তিনি বললেন, তিন দিন সিয়াম পালন কর, তুমি আট দিনের ছাওয়াব পাবে।

٣١٠٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ حَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشَرَةُ اَمْثَالِهَا فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَشُدِّدَ عَلَىَّ فَقُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ غَيْرَ ذٰلِكَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صُمْ صَوْمَ نَبِىِّ اللّٰهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ نَبِىُّ اللّٰهِ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ -

৩১০৪. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রতিটি নেক কাজের প্রতিদান হলো দশগুণ। আর এটি হলো সারা বছরই সিয়াম পালন করার ন্যায়। তারপর আমি আমার উপর কঠোরতা অবলম্বন করলাম এবং আমার উপর কঠোরতা করা হলো। আমি বললাম, আমি তো এর চাইতে অধিক সিয়াম পালনের শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ)-এর সিয়াম পালন কর। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ)-এর সিয়াম পালন কিরূপ ? তিনি বললেন, অর্ধ বছর।

٣١٠٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩১০৫. ইউনুস (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١٠٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ اَقُوْلُ لَاَصُوْمَنَّ الدَّهْرَ فَقَالَ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ فَاِنِّىْ

أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ فَانِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذٰلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ ـ

৩১০৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, আমি নাকি বলে থাকি ঃ "আমি অবশ্যই সারা বছর সিয়াম পালন করব"। তিনি বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন কর। আমি বললাম, আমি তো তার চাইতে অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, একদিন সিয়াম পালন কর, আর দুই দিন তা ছাড়' আমি বললাম, আমি তো তার চাইতে অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন সিয়াম পালন কর আর একদিন তা ছাড়। তা হলো দাউদ (আ)-এর সিয়াম এবং তা ভারসাম্য পূর্ণ সিয়াম।

٣١٠٧ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدًا أَخْبَرَهُ وَأَبَا سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩১০৭. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খবর দিয়েছেন। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣١٠٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩১০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٠٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ وَ رَوْحٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ هِلاَلٍ أَوْ هِلاَلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ صُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا قُلْتُ انِّيْ أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ـ

৩১০৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন কর। مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا কেউ যদি একটি নেক কাজ করে তবে তার প্রতিদান হলো এর দশগুণ। (সূরা আন'আম ৬ ঃ ১৬০) আমি বললাম, আমি তার চাইতে অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, দাউদ (আ)-এর সিয়াম পালন কর, তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন আর একদিন তা ছাড়তেন।

٢١١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْكَ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَلَهُ صَوْمَهُ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَقَالَ لِيْ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَخَمْسَةُ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَسَبْعَةُ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَتِسْعَةُ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَظُنُّهُ قَالَ ثَلٰثَةَ عَشَرَ يَوْمًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ صِيَامَ فَوْقَ صِيَامِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَاِفْطَارُ يَوْمٍ -

৩১১০. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবুল মালিহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তোমার পিতা যায়দ ইব্ন আম্র (র)-এর সঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্নুল আ'স (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁর সিয়াম পালনের বিষয়ে উল্লেখ করা হলে তিনি আমার কাছে এলেন। আমি তাঁর জন্য চামড়ার বালিশ পেশ করলাম যার ভিতরে ছিলো খেজুর গাছের ছাল। তিনি এসে মাটিতে বসে পড়লেন এবং আমাকে বললেন, তোমার জন্য প্রতি মাসে তিন দিন (সিয়াম পালন করা) যথেষ্ট। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্'! তিনি বললেন, 'তবে পাঁচ দিন'। আমি বললাম 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্'! তিনি বললেন, তাহলে সাত দিন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্'! তিনি বললেন, তাহলে নয় দিন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্'! তিনি বললেন, তাহলে এগার দিন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্'! রাবী বলেন আমার ধারণা তিনি তের দিন বলেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, দাউদ (আ)-এর সিয়ামের উপরে কোন সিয়াম নেই। (তাঁর সিয়াম ছিলো) অর্ধ বছর, একদিন সিয়াম, একদিন ইফ্তার।

٢١١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تَصُوْمُ قُلْتُ اَصُوْمُ فَلاَ اُفْطِرُ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قُلْتُ اِنِّي اَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُنَاقِضُنِيْ وَاُنَاقِضُهُ حَتّٰى قَالَ فَصُمْ اَحَبَّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ صَوْمُ دَاوُدَ صَوْمُ يَوْمٍ وَاِفْطَارُ يَوْمٍ -

৩১১১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে সিয়াম পালন কর ? আমি বললাম, আমি (অবিরাম) সিয়াম পালন করি ইফতার করি না। তিনি বললেন, প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন কর। আমি বললাম, আমি তো এর চাইতে (অধিক) সামর্থ্য রাখি। তিনি বলেন, তিনি আমার এবং আমি তাঁর পাল্টাপাল্টি বক্তব্য প্রদান করতে থাকলাম। তারপর তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সিয়াম দাউদ (আ)-এর সিয়াম পালন কর (অর্থাৎ) একদিন সিয়াম একদিন ইফ্তার।

٣١١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ اُنْبَأْ اَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ قَالَ قُلْتُ اِنِّيْ اَقْوٰى قَالَ اِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ نَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ وَهَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ قَالَ قُلْتُ اِنِّيْ اَقْوٰى قَالَ فَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ اِنِّيْ اَقْوٰى قَالَ فَصُمْ صَوْمَ اَخِيْ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ اِذَا لَاقٰى -

৩১১২. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি সংবাদ পাইনি যে, তুমি সিয়ামুদ্দাহর (সারা বছর সিয়াম পালন করা) এবং কিয়ামুল লায়ল (সারা বছর রাত জাগরণ) পালন করে থাক ? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি এর সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তুমি যখন তা করবে তখন এর কারণে শরীর পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে এবং চোখ কোটরে চলে যাবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, সুতরাং প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন কর। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তার চাইতে অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে আমার ভাই দাউদ (আ)-এর সিয়াম পালন কর। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং একদিন তা ছাড়তেন। আর (যুদ্ধে শত্রুর) সম্মুখীন হলে তিনি সেখান থেকে পলায়ন করতেন না।

٣١١٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩১১৩. ইউনুস (র) ..... হাবিব ইব্ন আবূ সাবিত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবুল আব্বাস (র) থেকে শুনেছি। রাবী আবুল আব্বাস (র) মক্কার একজন কবি ছিলেন এবং তিনি হাদীস বর্ণনায় অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা)-কে বলতে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا سُرَيْجُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا حُصَيْنُ وَمُغِيْرَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩১১৪. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন ঃ প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন কর। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيْ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمَّنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّيْ طُوِّقْتُ عَلٰى ذٰلِكَ -

৩১১৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, যে একদিন সিয়াম পালন করে আর একদিন তা ছেড়ে দেয় ? তিনি বললেন, তা হলো দাঊদ (আ)-এর সিয়াম। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই ব্যক্তির সিয়াম কিরূপ ? যে একদিন সিয়াম পালন করে আর দুই দিন ইফ্‌তার (ভঙ্গ) করে। তিনি বললেন, আমি আকাংক্ষা পোষণ করি যে, আমি এর উপর সামর্থ্যবান হই।

বস্তুত যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সমস্ত মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ সারা বছর (ব্যাপী) একদিন সিয়াম পালন করা আর একদিন তা ছেড়ে দেয়াকে মুবাহ করেছেন, তাহলে এতে প্রমাণিত হলো যে, অর্ধ শা'বানের পর সিয়াম পালন করা নবী করীম ﷺ কর্তৃক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা)-এর জন্য বৈধ করার অন্তর্ভুক্ত। আর এটি হলো ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٠ـ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করা

٣١١٦ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ اِسْرَائِيْلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ يَزِيْدِ الضَّنِّىِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ اَفْطَرَا جَمِيْعًا ـ

৩১১৬. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... মায়মূনা বিন্‌ত সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ কে সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ সকলের (উভয়ের) সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সিয়াম অবস্থায় কারো জন্য (স্ত্রীকে) চুম্বন করা জায়িয নয়। আর যদি চুম্বন করে তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এই বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٣١١٧ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ اُسَامَةَ اَحَدَّثَكُمْ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْمَنَامِ فَرَأَيْتُهُ لاَ يَنْظُرُنِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَأْنِىْ قَالَ اَلَسْتَ الَّذِىْ تَقَبَّلَ وَ اَنْتَ صَائِمٌ فَقُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّىْ لاَ اُقَبِّلُ بَعْدَ هٰذَا وَاَنَا صَائِمٌ فَاَقَرَّبِهِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ ـ

৩১১৭. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ কে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁকে দেখেছি তিনি আমার দিকে দৃষ্টি দেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কি অপরাধ ? তিনি বললেন, তুমি সেই ব্যক্তি নও, যে সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করেছে ? আমি বললাম, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এর পরে আর আমি সিয়াম অবস্থায় চুম্বন করব না। তিনি তাতে সম্মতি দিয়ে বললেন, হ্যাঁ।

তাঁরা এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٣١١٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ هَانِئٍ وَكَانَ يُسَمَّى الْهَزْهَازَ قَالَ سُئِلَ عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ يَقْضِى يَوْمًا اُخَرَ ـ

৩১১৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হানী (হায্‌হায র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ (রা)-কে সিয়াম অবস্থায় চুম্বন করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, (এর পরিবর্তে) অপর একদিন কাযা করে নিবে (অর্থাৎ সিয়াম বিনষ্ট হয়ে যাবে)।

٣١١٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنِ الْهَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ـ

৩১১৯. আবূ বাকরা (র) ..... হায্‌হায (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাঁরা আরো প্রমাণ পেশ করেছেন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তাঁর বক্তব্য দ্বারা ঃ

٣١٢٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهٰى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ـ

৩১২০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রী) চুম্বনকে নিষেধ করেছেন।

٣١٢١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زَاذَانَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لاَنْ اَعَضَّ عَلٰى جَمْرَةٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُقَبِّلَ وَاَنَا صَائِمٌ ـ

৩১২১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... যাযান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন ঃ সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রী) চুম্বন করা অপেক্ষা আমার কাছে জ্বলন্ত অঙ্গার চিবানো অধিক প্রিয়।

সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন ঃ

٣١٢٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ يَنْقُضُ صَوْمَهُ ـ

৩১২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র) থেকে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত আছে, যে কিনা সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করে। তিনি বলেন, তার সিয়াম বিনষ্ট হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করায় কোন রূপ অসুবিধা মনে করেন না। যদি এতে চুম্বন ব্যতীত সিয়াম পরিপন্থী স্ত্রী সহবাসের মত নিষিদ্ধ বস্তুর আশংকা করা না হয়। তাঁদের প্রমাণ, যা দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমগণ দলীল উপস্থাপন করেছেন। তাদের উল্লিখিত পাঁচটি প্রমাণের উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সিয়াম অবস্থায়

(স্ত্রী) চুম্বনের বৈধতা বিষয়ে (হাদীস) বর্ণিত আছে। যা মায়মূনা বিন্ত সা'দ (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট আর এটিকে গ্রহণ করাই উত্তম হবে। হাদীসটি হলো নিম্নরূপ ঃ

٣١٢٣- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ فَعَلْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ لَوتَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَاَنْتَ صَائِمٌ فَقُلْتُ لَاَبَاْسَ بِذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفِيْمَ -

৩১২৩. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন আমি অত্যন্ত আনন্দে বিভোর হয়ে সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করলাম। তারপর (ব্যাকুলতা নিয়ে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, আমি আজকে বিরাট (গুনাহ্) করে ফেলেছি, আমি সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করেছি। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বল দেখি, তুমি যদি সিয়াম অবস্থায় পানি দিয়ে কুলি করতে ? বললাম, এতে অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে কিসে বিরাট গুনাহ্ হলো ?

٣١٢٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩১২৪. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... লায়স ইব্ন সা'দ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত (উমার রা-এর) এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এবং প্রসিদ্ধ রাবীদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। এটি কিন্তু মায়মূনা বিন্ত সা'দ (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ নয়, যা আবূ ইয়াযীদ আল-দাব্বী ন্যায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং এরূপ হাদীসের সঙ্গে আমাদের উল্লিখিত সেই সমস্ত সিকাহ্ তথা নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলা হতে পারে না।

অথবা সম্ভবত তাঁর উক্ত হাদীসটির মর্ম উমার (রা)-এর এই হাদীসের মর্ম পরিপন্থী এবং নবী করীম ﷺ -এর উত্তর যাতে সেই প্রশ্নের উত্তর বিদ্যমান রয়েছে যে তাঁকে এরূপ দুই (যুবক) সিয়াম পালনকারীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে যাদের নিজেদের প্রবৃত্তি উপর নিয়ন্ত্রণ শক্তির স্বল্পতার কারণে তাদেরকে তিনি তা বলেছেন। অর্থাৎ যখন তাদের চুম্বনের সাথে অন্য ক্ষতিকর (স্ত্রী সহবাস) বস্তু থাকবে, (তখন তথা চুম্বন নিষিদ্ধ হবে)। এ ব্যাখ্যাই উত্তম অপর ব্যাখ্যা অপেক্ষা, যাতে করে তা অন্য হাদীসের পরিপন্থী হবে না।

আর উমার ইব্ন হামযা (র)-এর হাদীস -এর ইসনাদেও বুকায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ যা আমরা উল্লেখ করেছি শক্তি ও নির্ভরযোগ্যতা বিদ্যমান নেই। যেহেতু উমার ইব্ন হামযা (র) মহত্ত্ব, প্রজ্ঞা ও সুদৃঢ় হওয়ার দিক দিয়ে বুকায়র ইব্ন আবদুল্লাহ (র)-এর অনুরূপ নন। তাঁরা উভয়ে যদি মর্যাদার দিক দিয়ে সমানও হন তা সত্ত্বেও বুকায়র (র)-এর হাদীস অপেক্ষাকৃত উত্তম হবে। যেহেতু বুকায়র (র)-এর হাদীসে জাগরিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বক্তব্য ব্যক্ত হয়েছে। আর তা এমন বক্তব্য যা দিয়ে উমর (র)-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়। আর উমার ইব্ন হামযা (র)-এর হাদীস এমন উক্তি যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে স্বপ্নে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা এমন যা দিয়ে প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যা দিয়ে প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না এটি অপেক্ষা

যা দিয়ে প্রমাণ সাব্যস্ত হয় তা উত্তম হিসাবে বিবেচিত। তারপর এই ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে সেই হাদীস বর্ণনা করেছেন যা উমার ইব্‌ন হামযা (র) তাঁর হাদীসে উদ্ধৃত করেছেন। তারপর তিনি তার পিতার ইন্তিকালের অব্যবহিত পরে তার পরিপন্থী বক্তব্য পেশ করেছেন।

٣١٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَارْخَصَ فِيْهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ -

৩১২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা বৃদ্ধের জন্য অনুমতি দিয়েছেন এবং যুবকের জন্য তা মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এটি তাঁর নিকট উমার (রা) যা বর্ণনা করেছেন তা অপেক্ষা উত্তম। যা উমার ইব্‌ন হামযা (র) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

তাঁরা যে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যেহেতু তাঁর থেকে এর পরিপন্থীও বর্ণিত আছে ঃ

٣١٢٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ طَارِقٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ -

৩১২৬. ফাহাদ (র) ..... হাকিম ইব্‌ন জাবির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে আলিঙ্গন করতেন।

সুতরাং এই হাদীস এবং আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে হাযহায (র) যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তা সমান সমান হয়ে গেল। তাঁরা যে সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, চুম্বন তার সিয়ামকে বিনষ্ট করে দেয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি চুম্বনকে কুলি করার সাথে তুলনা করেছেন। বস্তুত এটি সাঈদ (র)-এর বক্তব্য অপেক্ষা উত্তম।

তারপর এরই সাথে (চুম্বনে সিয়াম বিনষ্ট হয় না) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একদল সাহাবা (রা) মত পোষণ করেছেন। যা আমরা শিগগিরই তাঁদের সূত্রে এই অনুচ্ছেদের শেষ ভাগে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির হাদীসে (বর্ণিত হয়ে) এসেছে যে, তিনি সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করতেন। তা থেকে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٣١٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عُرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصِيْبُ مِنَ الرُّؤْسِ وَهُوَ صَائِمٌ -

৩১২৭. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় মাথার অংশ (চেহারা ইত্যাদি) থেকে উপভোগ (চুম্বন) করতেন।

٣١٢٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ فَمَا دَرَيْتُ مَا هُوَ حَتّٰى قِيْلَ الْقُبْلَةَ -

৩১২৮. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। (তিনি বলেন) তা কী আমি তা বুঝতে পারি নি, তখন বলা হলো, চুম্বন।

٣١٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ هُوَ اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ -

৩১২৯. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন।

٣١٣٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَىْ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৩১৩০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣١٣١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ قَبَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ -

৩১৩১. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় আমাকে চুম্বন করেছেন।

٣١٣٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَرُّوْخَ قَالَ اَتَتْ اُمُّ سَلَمَةَ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجِىْ يُقَبِّلُنِىْ وَاَنَا صَائِمَةٌ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُنِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَاَنَا صَائِمَةٌ -

৩১৩২. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন ফাররোখ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে জনৈকা মহিলা এসে বল্‌ল, আমি সিয়ামরত অবস্থায় আমার স্বামী আমাকে চুম্বন করে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে চুম্বন করতেন। অথচ তিনি এবং আমি সিয়ামরত ছিলাম।

٣١٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَالٍ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَبَّلَ وَهُوَ صَائِمٌ -

৩১৩৩. আবূ বিশ্‌র আররক্কী (র) ..... হাফ্‌সা বিন্‌ত উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন করেছেন।

٣١٣٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُسْلِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৩১৩৪. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... মুসলিম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي اَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ اَخْبَرَه عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ -

৩১৩৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ সিয়াম অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন।

٣١٣٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَه -

৩১৩৬. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ الْمُبَارَكُ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَه -

৩১৩৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَنَا سَعِيْدُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَه -

৩১৩৮. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣١٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

৩১৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣١٤٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ وَزَادَ وَكَانَتْ تَقُوْلُ وَاَيُّكُمْ اَمْلَكُ لِاَرْبِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩১৪০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি অতিরিক্ত (এটিও) বর্ণনা করেছেন ঃ এবং তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে নাকি নিজেকে অধিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম ?

٣١٤١- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى الْمُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ اَحَدَّثَكَ اَبُوْكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ فَطَاْطَاَ رَاْسَهُ وَاسْتَحْيٰى قَلِيْلاً وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ -

৩১৪১. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া মুযুনী (র) ..... সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌নুল কাসিম (র) কে বললাম, তোমার পিতা (কাসিম র) কি আয়েশা (রা) থেকে হাদীস

বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন ? রাবী বলেন, তখন আবদুর রহমান তাঁর মাথা নিচু করে ফেলেন এবং কিছুটা লজ্জিত হয়ে চুপ করে থাকার পর বললেন, হাঁ (চুম্বন করেছেন)।

٣١٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ مَيْمُوْنٍ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا الاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ -

৩১৪২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন-বাগদাদী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন।

٣١٤٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ هُوَ ابْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا شِهَابُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩১৪৩. ইউনুস (র) ..... আওযাঈ(র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١٤٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَذَكَرَ مِثْلَه -

৩১৪৪. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ সালাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلَىٰ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ لِىَّ اَبِىْ اَهْلِىْ فِىْ رَمَضَانَ فَاَدْخَلَهُمْ عَلَىَّ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْقُبْلَةِ يَعْنِىْ لِلصَّائِمِ فَقَالَتْ لَيْسَ بِذٰلِكَ بَأْسٌ قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ يُقَبِّلُ -

৩১৪৫. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রামাযানে আমার পিতা (উমর রা) আমার জন্য আমার পরিবারকে একত্রিত করেন এবং তিনি তাঁদেরকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এতে (কোনরূপ) অসুবিধা নেই। তোমাদের অপেক্ষা যিনি উত্তম ছিলেন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তিনি চুম্বন করতেন।

٣١٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ -

৩১৪৬. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করতেন।

٣١٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُعْمَرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُّقَبِّلَنِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ صَائِمَةٌ فَقَالَ اَنَا صَائِمٌ فَقَبَّلَنِيْ۔

৩১৪৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ একবার আমাকে চুম্বন করতে চাইলেন, আমি বললাম, আমি সিয়ামব্রত পালন করছি। তখন তিনি বললেন, আমিও সিয়াম ব্রত পালন করছি এরপর তিনি আমাকে চুম্বন করলেন।

٣١٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجُوْهِنَا وَهُوَ صَائِمٌ۔

৩১৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় আমাদের চেহারা (চুম্বন) থেকে বিরত থাকতেন না।

٣١٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا نَسْأَلُهَا عَنِ الْمُبَاشَرَةِ ثُمَّ خَرَجْنَا وَلَمْ نَسْأَلْهَا فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاَرْبِهِ۔

৩১৪৯. আবূ বাকরা (র)..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) স্ত্রীকে আলিঙ্গন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তারপর আমরা বের হলাম কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম না। তারপর ফিরে আসার প্রাক্কালে আমরা বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি সিয়ামরত অবস্থায় (স্ত্রীকে) আলিঙ্গন করতেন ? তিনি বললেন, হাঁ, এবং তিনি নিজের প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবদুল্লাহ্ (রা) আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করায় প্রমাণিত হয় যে, এই বিষয়ে তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত কোন হাদীস নেই। অবশেষে আয়েশা (রা) তাঁকে, তাঁর ﷺ সূত্রে এই বিষয়ে খবর দিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর থেকে বর্ণিত সেই সমস্ত হাদীস যা এ বিষয়ের অনুকূলে রয়েছে এগুলো পরবর্তীকালের তাঁর থেকে বর্ণিত ঐ সমস্ত হাদীস অপেক্ষা যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিরোধী।

٣١٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ قَالَا سَأَلْنَا عَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلٰكِنَّهُ كَانَ اَمْلَكَ مِنْكُمَا اَوْ لِاَمْرِهِ اَلشَّكُّ مِنْ اَبِيْ عَاصِمٍ۔

৩১৫০. ইব্ন মারযূক (র) ..... আসওয়াদ (র) ও মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেছেন, আমরা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়ামরত অবস্থায় কি (স্ত্রীকে) আলিঙ্গন

করতেন ? তিনি বললেন, হাঁ। তবে তিনি তোমাদের অপেক্ষা 'নিজের প্রয়োজনকে' নিয়ন্ত্রণে রাখতে অধিক সক্ষম ছিলেন অথবা বলেছেন, 'তাঁর বিষয়ে'। আবূ আসিমের পক্ষ থেকে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে।

٣١٥١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعٌ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رُبَّمَا قَبَّلَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبَاشَرَنِي وَهُوَ صَائِمٌ اَمَّا اَنْتُمْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ الضَّعِيْفِ ـ

৩১৫১. আবূ বিশর আররকী' (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক সময় সিয়াম অবস্থায় আমাকে চুম্বন করেছেন এবং আলিঙ্গন করেছেন। অবশ্য তোমাদের ব্যাপার অত্যন্ত দুর্বল বৃদ্ধের জন্য এতে কোন অসুবিধা নেই।

٣١٥٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ هُوَ الاَوْدِيُّ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ـ

৩১৫২. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আম্র ইব্ন মায়মূন আওদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আয়েশা (রা)-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করতেন।

٣١٥٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُنِيْ وَاَنَا صَائِمَةٌ ـ

৩১৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সিয়ামব্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে চুম্বন করতেন।

٣١٥٤ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ اَبُوْقَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلْهَا اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَاِنْ قَالَتْ فَقُلْ اَنَّ عَائِشَةَ تُخْبِرُ النَّاسَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَتَيْتُ اُمَّ سَلَمَةَ فَاَبْلَغْتُهَا السَّلاَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لاَ فَقُلْتُ اِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تُخْبِرُ النَّاسَ اَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لِعَلَّةٍ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبًّا اَمَّا اِيَّايَ فَلاَ ـ

৩১৫৪. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আম্র ইব্নুল আস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ কায়স থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট এই বলে পাঠালেন যে, গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে)

চুম্বন করতেন ? যদি তিনি না সূচক উত্তর প্রদান করেন, তাহলে বলবে যে, আয়েশা (রা) লোকদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাকি সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করতেন। তখন আমি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা)-এর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছালাম। আর জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রী) চুম্বন করেছেন ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আয়েশা (রা) লোকদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি নাকি সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করেছেন। তিনি বললেন, সম্ভবত তাঁর ভালবাসায় তাঁর নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে (চুম্বন করেছেন)। পক্ষান্তরে আমার বিষয় এমনটি নয়।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সিয়াম অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুম্বন করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, (স্ত্রীকে) চুম্বন সিয়ামকে বিনষ্ট করে না।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি (চুম্বনে সিয়াম বিনষ্ট না হওয়া) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য ছিলো। তুমি কি আয়েশা (রা)-এর উক্তিকে দেখতে পাচ্ছ না ? (লক্ষ্য করছ না ?) ঃ "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা তোমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রণে অধিক সমর্থ"? **তাঁকে বলা হবে যে,** আয়েশা (রা)-এর এই উক্তির মর্ম হলো ঃ তিনি লোকদের (ব্যাপারে নিজে) নিশ্চিন্ত ছিলেন না আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে যতটুকু সমর্থ ছিলেন ততটুকু লোকেরা নিজেদের প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে সক্ষম ছিলো না, যেহেতু তিনি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সংরক্ষিত ছিলেন।

আয়েশা (রা)-এর নিকট যে চুম্বন সিয়ামকে বিনষ্ট করে না-এর প্রমাণ হলো, তাঁরই সূত্রে আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি ঃ তিনি বলেন, "অবশ্য তোমাদের ব্যাপারে, অত্যন্ত দুর্বল বৃদ্ধের জন্য এতে কোন অসুবিধা নেই। এতে তাঁর উদ্দেশ্য হলো যে, বৃদ্ধ নিজ খায়েশের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে না। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো, যে ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায় চুম্বন দ্বারা অন্য কিছুর (সহবাসের) আশংকা করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, তার জন্য চুম্বন করা মুবাহ।

এই সমস্ত কিছু হাদীসে আমরা তাঁরই সূত্রে উল্লেখ করেছি যে, একবার আয়েশা (রা) কে সিয়াম অবস্থায় চুম্বন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে ঃ "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় চুম্বন করতেন"। বস্তুত এই বিষয়ে তাঁর নিকট যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হুকুম অপরাপর লোকদের (উম্মতের) হুকুমের ভিন্নতর হতো, তাহলে নবী করীম ﷺ-এর কার্য থেকে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তা সেই বিষয়ের উত্তর হতো না, যা তিনি অন্যের (সাধারণ মুসলমানের) কার্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন। যখন তাঁর পিতা (উমার রা) তাঁর জন্য তাঁর পরিবারকে রামাযান মাসে অনুরূপ বিষয়ে একত্রিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নিজে) তা করতেন। আর তা আমাদের মতে যেহেতু তিনি তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর নিকট চুম্বনের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ও অপরাপর লোকদের হুকুম অভিন্ন, যখন চুম্বন পরবর্তী বস্তুর (সহবাসের) আশংকা বিদ্যমান না থাকে।

তা যুক্তির নিরিখেও অনুরূপ। যেহেতু আমরা লক্ষ্য করছি যে, সিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস ও পানাহার সবই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপর হারাম ছিলো, অনুরূপভাবে সিয়াম অবস্থায় তা তাঁর উম্মতের উপরও হারাম হবে। তারপর এই চুম্বন, সিয়াম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর হালাল (বৈধ) ছিলো। সুতরাং আমাদের উল্লিখিত বর্ণনা মতে যুক্তির দাবি হলো, তা সিয়াম অবস্থায় তাঁর উম্মতের জন্যও হালাল বিবেচিত হবে। আর

এতে তাঁর ও তাঁদের হুকুম অভিন্ন হবে যেমনিভাবে অভিন্ন হবে অপরাপর সেই সমস্ত জিনিসে যা আমরা উল্লেখ করেছি।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে তাঁর ও তাঁর উম্মতের বিধান অভিন্ন প্রমাণিত হয় ঃ

٣١٥٥۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَوَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ وَجْدًا شَدِيْدًا فَاَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَدَخَلَتْ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهَا فَاَخْبَرَتْهَا اُمُّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ فَاَخْبَرَتْ بِذٰلِكَ زَوْجَهَا فَزَادَهُ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُحِلُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُوْلِهِ مَا شَاءَ ثُمَّ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَوَجَدَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ الْمَرْأَةِ فَاَخْبَرَتْهُ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ لِىْ اَلاَ اَخْبَرْتِهَا اِنِّىْ اَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ قَدْ اَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ اِلٰى زَوْجِهَا فَاَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ شَرًّا وَقَالَ يُحِلُّ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ مَاشَاءَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنِّىْ لاَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَعْلَمُكُمْ بِحُدُوْدِهِ ۔

৩১৫৫. ইউনুস (র) ..... আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি সিয়াম অবস্থায় তার স্ত্রীকে চুম্বন করেছে। এতে তার অনুভূতিতে ভীষণভাবে নাড়া দিল। তাই সে তার স্ত্রীকে এই বিষয়ে মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করার নিমিত্ত পাঠাল। তাঁর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেল এবং তাঁকে তা (খুলে) বলল। উম্মু সালামা (রা) তাকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন করতেন। সে ফিরে এসে তার স্বামীকে তা বলল। এতে তার উদ্বিগ্নতা আরো বেড়ে গেল এবং বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ন্যায় নই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য যা ইচ্ছা হালাল (বৈধ) করেন। (অর্থাৎ এটি রাসূলের বৈশিষ্ট্য)। তারপর মহিলা পুন উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেল, গিয়ে সে তাঁর কাছে (গৃহে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে পেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই মহিলার কি অবস্থা ? উম্মু সালামা (রা) তাঁকে (ঘটনা সম্পর্কে) অবহিত করলেন, তিনি বললেন, তুমি কি তাকে বলনি যে, আমি (আমার স্ত্রীদের সঙ্গে) তা করি। উম্মু সালামা (রা) বললেন, আমি তাকে (মাস্‌আলা) বলে দিয়েছি। তারপর সে তার স্বামীর নিকট গিয়ে তাকে (বিষয়টি) অবহিত করলে তার পেরেশানী (আরো) বেড়ে যায় এবং সে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য যা ইচ্ছা হালাল করেন। তারপর (তা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, "আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক আল্লাহ্‌কে ভয় করি এবং তাঁর হুদুদ (সীমা) সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছি"।

এতে তা-ই প্রমাণিত হয় যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এটি-ই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ। আর তা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী মনীষীদের থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٣١٥٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسِيْ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ اَتُبَاشِرُ وَ اَنْتَ صَائِمٌ فَقَالَ نَعَمْ -

৩১৫৬. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, আপনি সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) আলিঙ্গন করেন ? তিনি বললেন, হাঁ, করি।

٣١٥٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَه عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ فِيْهَا لِلشَّيْخِ وَ كَرِهَهَا لِلشَّابِّ -

৩১৫৭. ইউনুস (র) ..... আতা ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে সিয়াম অবস্থায় চুম্বন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (তা) বৃদ্ধের জন্য অনুমতি প্রদান করেন এবং যুবকের জন্য (তা) মাক্রূহ বলেছেন।

٣١٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَه عَنْ اَبِي النَّضْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ طَلْحَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْنُوَمِنْ اَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا قَالَ اُقَبِّلُهَا وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا نَعَمْ -

৩১৫৮. ইউনুস (র) ..... আয়েশা বিনত তালহা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট অবস্থান করছিলেন, এমন সময়ে সিয়াম অবস্থায় তার কাছে তার স্বামী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (র) এলেন। আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের (স্ত্রীর) নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে চুম্বন করতে তোমাকে কিসে বাধা প্রদান করছে ? তিনি বললেন, সিয়াম অবস্থায় আমি তাকে (স্ত্রীকে) চুম্বন করব ? আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, হাঁ।

٣١٥٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ اَبِيْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ عِقَالٍ اَظُنُّه قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْ اِمْرَأَتِيْ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَتْ فَرْجُهَا -

৩১৫৯. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... হাকীম ইব্ন ইকাল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, সিয়াম অবস্থায় আমার উপরে আমার স্ত্রীর কি বস্তু হারাম ? তিনি বললেন, তার লজ্জাস্থান (অর্থাৎ সহবাস করা হারাম)।

বস্তুত এই আয়েশা (রা) সিয়াম পালনকারীর জন্য সিয়াম অবস্থায় নিজ স্ত্রীর কি হারাম আর কি হালাল তা বলছেন। সুতরাং এতে প্রমাণিত হলো যে, আয়েশা (রা)-এর নিকট সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন করা সেই ব্যক্তির জন্য মুবাহ (বৈধ) যে নিজের নাফসের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। আর অন্যের জন্য (যে নিশ্চিন্ত নয়) মাকরূহ। এজন্য নয় যে, তা তার উপর হারাম, বরং এই জন্য যে, যেহেতু যখন সে চুম্বন করবে তখন তার খাহেশ প্রবল হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত নয়। তারপর সে তার উপর হারাম এরূপ বস্তুর (সহবাস) মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

٣١٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ الْعُذْرِىِّ هٰكَذَا قَالَ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَوْنَ الصَّائِمَ عَنِ الْقُبْلَةِ وَيَقُوْلُوْنَ اَنَّهَا تَجُرُّ اِلٰى مَا هُوَ اَكْبَرُ مِنْهَا -

৩১৬০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... সা'লাবা ইব্‌ন সু'আঈর আল-উয্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইব্‌ন আবী মারইয়াম (র) অনুরূপ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর (সা'লাবা রা) চেহারায় হাত বুলিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবা (রা)-কে সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন থেকে নিষেধ করতে শুনেছেন এবং তাঁরা এও বলেছেন, চুম্বন তাকে তার চাইতে মারাত্মক বস্তুর (সহবাস) দিকে নিয়ে যাবে।

সুতরাং এই হাদীসে সেই মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, যে কারণে সিয়াম অবস্থায় একে মাকরূহ সাব্যস্তকারী মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। আর এতে তাদেরকে চুম্বন অপেক্ষা মারাত্মক বস্তুর দিকে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

এতে প্রমাণ বহন করে যে, যে কারণে তাঁরা চুম্বন থেকে তাকে নিষেধ করেছেন, তা যখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন তার জন্য তা মুবাহ্ (বৈধ) হয়ে যাবে।

٣١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الدِّمَشْقِىُّ الْعَطَّارُ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَقَالَ عَلِىٌّ يَتَّقِى اللّٰهَ وَلَا يَعُوْدُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنْ كَانَتْ هٰذِهِ الْقَرِيْبَةُ مِنْ هٰذِهِ -

৩১৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ হাইয়ান তায়মী (র)-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)-কে সিয়াম অবস্থায় সিয়াম পালনকারীকে (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকবে পুন (এমনটি) করবে না। উমর (রা) বললেন, এটি এটির নিকটবর্তী। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকবে এবং পুন (এমনটি) করবে না।

আলী (রা)-এর এই উক্তি ঃ এতে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

(ক) (একবারের পর) পুন চুম্বনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। অর্থাৎ যেহেতু তা তার জন্য সিয়ামের কারণে মাকরূহ।

(খ) পুন (এমনটি) করবে না, অর্থাৎ পুন পুন চুম্বন করতে থাকবে না, তাহলে তা তার থেকে অধিক হয়ে যাওয়ার কারণে তার প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এতে তার জন্য স্ত্রী সহবাসের আশংকা দেখা দিবে, যা তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন। আর "এটি এটির নিটবর্তী" উমার (রা)-এর এই উক্তির মর্ম হলো ঃ অর্থাৎ আপনার এই উক্তি যা আপনি তার জন্য মাকরূহ মনে করেছেন, তার নিকটবর্তী যা আমি তার জন্য মুবাহ সাব্যস্ত করেছি। অথবা আপনার এই উক্তি যা আপনি তার জন্য মুবাহ সাব্যস্ত করেছেন, তার নিকটবর্তী যা আমি তার জন্য মাকরূহ মনে করেছি।

অতএব এই হাদীসে চুম্বন বিষয়ক মাস্আলার ক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে কোন প্রমাণ নেই। বরং প্রমাণসমূহ বিদ্যমান রয়েছে আমাদের পূর্ববর্তী বর্ণনায়।

١١- بَابُ الصَّائِمِ يَقِيءُ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম অবস্থায় বমি করা প্রসঙ্গে

٣١٦٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو الاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَعِيْشِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَ قَالَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَ فَقَالَ صَدَقَ اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ -

৩১৬২. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সিয়ামকালে) বমি করলেন এবং সিয়াম ছেড়ে দিলেন। রাবী বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে সাওবান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তিনি বললেন, ঘটনা সত্য, আমি তাঁর জন্য পানি ঢেলে দিয়েছি।

٣١٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَعِيْشِ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ هٰكَذَا قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو-

৩১৬৩. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ দারদা (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। ইব্ন আবী দাঊদ (র) বলেন, আবূ মা'মার (র) বলেন, আবদুল ওয়ারিস আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (র) অনুরূপ বলেছেন।

٣١٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْجَوْدِىْ عَنْ بَلْجٍ رَجُلٍ مِنْ مَهْرَةَ عَنْ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَهْرِىْ قَالَ قُلْتُ لِثَوْبَانَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاَفْطَرَ -

৩১৬৪. আবূ বাক্রা (র) ..... আবূ শায়বা মাহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ছাওবান (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি তিনি (সিয়ামরত অবস্থায়) বমি করলেন এবং সিয়াম ছেড়ে দিলেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, সিয়াম পালনকারী বমি করলে তার সিয়াম ভেঙ্গে যাবে। তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি (সিয়ামরত অবস্থায়) ইচ্ছাকৃত বমি করে তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে যাবে আর অনিচ্ছাকৃত বমি হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। "একবার তিনি (সিয়ামকালে) বমি করলেন এবং সিয়াম ছেড়ে দিলেন" ঃ তাঁরা বলেন, সম্ভবত এ উক্তির মর্ম হলো, তাঁর বমি হওয়ার পর দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন। আভিধানিকভাবে এরূপ অর্থ গ্রহণ বিশুদ্ধ। প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমগণ তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ দিয়েছেন ঃ

٣١٦٥- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوْ مَرْزُوْقٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَابٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا اَلَمْ تُصْبِحْ صَائِمًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ قِئْتُ -

৩১৬৫. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানীয় কিছু চাইলেন। এতে আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি না সকাল থেকে সিয়ামরত অবস্থায় আছেন ? তিনি বললেন, 'হাঁ, কিন্তু আমি বমি করেছি।

٣١٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالُوْا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ مَرْزُوْقٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩১৬৬. আবূ বাক্রা (র), মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ও হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... ফাযালা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

উত্তরে তাঁদেরকে বলা হবে এটিও প্রথমোক্ত হাদীসের অনুরূপ। হতে পারে (তাঁর উক্তি) "এবং আমি বমি করেছি" এর ফলে সাওম পালন থেকে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেছি। এই দুই হাদীস বমির কারণে তাঁর সিয়াম ভেঙ্গে যাওয়ার প্রমাণ বহন করে না। বরং এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি একবার (সিয়ামকালে) বমি করলেন এবং এর পরে সিয়াম ছেড়ে দিলেন।

সিয়ামরত ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি বা ইচ্ছাকৃত বমির বিধান সম্পর্কে নবী করীম ﷺ থেকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে ঃ

٣١٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ -

৩১৬৭. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কারো সিয়ামকালে অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তাকে কাযা করতে হবে না। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে তবে সে কাযা করবে।

সিয়ামরত ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হলে অথবা ইচ্ছাকৃত বমি করলে (এর) বিধান কিরূপ হবে এই হাদীস (তা) ব্যক্ত করে দিয়েছে। আর আমাদের জন্য উত্তম পন্থা হলো, হাদীসসমূহের এমন মর্ম গ্রহণ করা যাতে হাদীসসমূহের (পারস্পরিক) ঐক্য ও বিশুদ্ধতা বিদ্যমান থাকে। এরূপ মর্ম গ্রহণ না করা, যাতে হাদীসসমূহের (পারস্পরিক) বিরোধিতা ও অসঙ্গতি প্রমাণিত হয়। (অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহকে স্ব-স্ব-স্থানে প্রয়োগ করা)। অতএব প্রথমোক্ত দুই হাদীসের মর্ম তা-ই হবে যা আমরা বর্ণনা করেছি। যাতে উক্ত দুই হাদীসের মর্ম এই হাদীসের মর্মের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ না হয়। আর এটি হলো এই অনুচ্ছেদের হাদীসসূহের সঠিক মর্ম।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কতক আলিমের মতে বমি 'হাদাস' বা উযূ ভঙ্গকারী এবং অপর কতক আলিমের মতে 'হাদাস' নয় বা উযূ ভঙ্গকারী নয়। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, রক্ত বের হওয়ার বিষয়টিও অনুরূপ। সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য যে, সিয়ামরত ব্যক্তি যদি শিঙ্গা লাগায় তাহলে এর দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে তার কোন রোগের কারণে যদি শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় (সিয়াম ভঙ্গ হবে না)।

সুতরাং তার শরীর থেকে রক্ত বের হওয়া এবং উল্লিখিত রক্ত বের করা (সিয়াম ভঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারে) উভয়টি সমান যা আমরা উল্লেখ করেছি। অনুরূপভাবে তাহারাতের (পবিত্রতার) ব্যাপারে উভয়টি সমান ও অভিন্ন। কারো অনিচ্ছাকৃত বমি সিয়ামকে ভঙ্গ করবে না। অনুরূপভাবে যুক্তির চাহিদা মতে কেউ ইচ্ছাকৃত বমি করলে এতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। সুতরাং যখন যুক্তির আলোকে ইচ্ছাকৃত বমি সিয়ামকে ভঙ্গ করে না, তাহলে কারো অনিচ্ছাকৃত বমির অনুরূপ বিধান হওয়া অধিক সমীচীন। যুক্তির নিরিখে এটিও এই অনুচ্ছেদের সঠিক মীমাংসা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত বিষয়ের অনুসরণ করা শ্রেয়। আর এটি ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র) সহ অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পূর্ববর্তী একদল 'আলিম থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٣١٦٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ـ

৩১৬৮. আবূ বাক্রা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কেউ যদি সিয়াম অবস্থায় (ইচ্ছাকৃত) বমি করে তবে সে কাযা করবে। আর কারো অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তাকে কাযা করতে হবে না।

٣١٦٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ـ

৩১৬৯. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣١٧٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ مِثْلَهُ ـ

৩১৭০. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্রাহীম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٧١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ـ

৩১৭১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... হাসান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٧٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ حِبَّانِ السَّلَمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ ـ

৩১৭২. মুহাম্মদ (র) ..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢ـ بَابُ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালনকারী শিংগা লাগাতে পারে

٣١٧٣ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَزَنِيِّ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِيْ مُوْسٰى وَهُوَ يَحْتَجِمُ لَيْلاً فَقُلْتُ لَوْ لاَكَانَ هٰذَا نَهَارًا فَقَالَ اَتَأْمُرُنِيْ اَنْ اُهْرِيْقَ دَمِيْ وَاَنَا صَائِمٌ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ ـ

৩১৭৩. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... আবূ রাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আবূ মূসা (আশ'আরী রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন রাতের বেলায় শিংগা লাগাচ্ছিলেন। আমি বললাম, এটি যদি দিনের বেলায় হতো! তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ যে, আমি যেন সিয়াম অবস্থায় আমার রক্ত প্রবাহিত করি ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে গেল।

٣١٧٤ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ ـ

৩১৭৪. রবী'উল জীযী (র) ..... উরওয়া (র), আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়।

٣١٧٥ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدَ عِنْدِيْ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ اَبِي الْحَسَنِ عَلٰى مَعْقِلِ الاَشْجَعِيِّ اَنَّهُ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَحْتَجِمُ لِثَمَانَ عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ ـ

৩১৭৫. ফাহাদ (র) ..... মা'কিল আল আশযাঈ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি শিংগা লাগাতে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন রামাযানের আঠার দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়।

٣١٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْاَرْعَرِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ -

৩১৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়।

٣١٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩১৭৭. আবূ বাক্‌রা (র) ..... সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١٧٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَابْلُتِّيُّ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِيْ رَمَضَانَ فِيْ ثَمَانَ عَشْرَةَ فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ -

৩১৭৮. ফাহাদ (র) ..... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযানের আঠার তারিখে (কোন এক স্থানের উদ্দেশে) বের হন। তারপর এরূপ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যে শিংগা লাগাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়।

٣١٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ قِلَابَةَ اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ حَدَّثَهُ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩১৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١٨٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ -

৩১৮০. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَوْنٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ فِيْ رَمَضَانَ عَلٰى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ -

৩১৮১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... সাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ একবার রামাযান (মাসে) জনৈক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যিনি শিংগা লাগাচ্ছিলেন। এতে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়।

٣١٨١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩১৮২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আবূ কিলাবা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣١٨٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُسْتَحْجِمُ -

৩১৮৩. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়।

٣١٨٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ -

৩১৮৪. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, শিংগা ব্যবহার সিয়ামকে বিনষ্ট করে দেয়, চাই সে শিংগা লাগাক বা তাকে শিংগা লাগান হোক। তাঁরা এই বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ শিংগা ব্যবহার সিয়ামকে বিনষ্ট করে না। চাই সে শিংগা লাগাক বা তাকে শিংগা লাগান হোক। তাঁরা বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি "যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়"। তোমাদের রিওয়ায়াতকৃত এই হাদীসে শিংগা লাগানোর কারণে সিয়াম বিনষ্ট হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। সম্ভবত নবী করীম ﷺ তাদের উভয়ের সিয়াম বিনষ্টের খবর অন্য অর্থে দিয়েছেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কে এ খবর দেয়ার প্রাক্কালে তাঁরা যা করছিলেন তাই বর্ণনা করেছেন। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ "দাঁড়ানো ব্যক্তি ফাসিকী কর্ম করেছে" এর এ অর্থ নয় যে সে তার দাঁড়ানোর কারণে ফাসিকী কর্ম করেছে। বরং সে দাঁড়ানো ব্যতীত অন্য কারণে ফাসিকী কর্ম করেছে।

আবুল আশ'আস আস সান'আনী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি উক্ত হাদীস এই অর্থে বর্ণনাকারীদের অন্যতম ঃ

٣١٨٥- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رَبِيْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ اِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ لِاَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ -

৩১৮৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আবুল আশআস আস্‌ সান'আনী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়" যেহেতু তারা উভয়েই সে সময়ে গীবত করছিলেন।

এটি একটি বিশুদ্ধ মর্ম। আর তাদের উক্ত (সিয়াম) বিনষ্ট হওয়া পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের কারণে বিনষ্ট হওয়ার অনুরূপ নয়। বরং তাদের গীবতের কারণে ছাওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তারা উভয়ে এর কারণে সিয়াম (ভঙ্গকারী)র ন্যায় হবে, এরূপ ইফতার বা ভঙ্গ নয় যে, যা তাদের উপর কাযাকে অপরিহার্য করে। আর এটি সেইরূপ যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ

"মিথ্যা সিয়ামকে বিনষ্ট করে দেয়"-এর দ্বারা সেই ভঙ্গ উদ্দেশ্য নয়, যা কাযাকে জরুরী করে। বরং তা হলো- এর দ্বারা ছাওয়াব বিনষ্ট হওয়া। যেমনিভাবে পানাহারের কারণে বিনষ্ট হয়। আর এটি আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যার নজির বা উদাহরণ, এ বিষয়ে একদল সাহাবী থেকে অন্য মর্ম বর্ণিত আছে ঃ

٣١٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اِنَّمَا كَرِهْنَا اَوْ كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مِنْ اَجْلِ الضُّعْفِ -

৩১৮৬. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব কায়সানী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা অথবা আমি সিয়াম অবস্থায় শিংগা ব্যবহারকে দুর্বলতার কারণে মাকরূহ মনে করি।

٣١٨٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْمٍ قَالَ سَأَلَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلْ كُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ اَجْلِ الضُّعْفِ -

৩১৮৭. সুলায়মান (র) ..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন, যে, তিনি বলেছেন, সাবিত বা নানী (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনারা সিয়াম অবস্থায় শিংগা ব্যবহারকে মাকরূহ মনে করেন? তিনি বললেন, না। তবে দুর্বলতার কারণ (থাকলে ভিন্ন কথা)

٣١٨٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ مَاكُنْتُ اَرَى الْحِجَامَةَ تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ اِلاَّ مِنَ الْجَهْدِ -

৩১৮৮. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... হুমায়দ-তাবলী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে সিয়াম অবস্থায় শিংগা লাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি সিয়াম অবস্থায় শিংগা লাগানকে মাকরূহ মনে করি না, তবে (দুর্বলতা হেতু) কষ্টের কারণে (মাকরূহ মনে করি)।

٣١٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ اِلاَّ كَرَاهَةَ الْجُهْدِ -

৩১৮৯. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি (সিয়াম অবস্থায়) শিংগা লাগানকে পরিত্যাগ করি না। তবে (দুর্বলতা হেতু) কষ্টের কারণে।

٣١٩٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ وَسَالِمُ عَنْ سَعِيْدٍ وَمُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَلَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضُّعْفِ -

৩১৯০. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সিয়াম অবস্থায় দুর্বলতার আশংকায় শিংগা লাগানকে মাকরূহ মনে করি।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সিয়াম অবস্থায় শিংগা লাগান যে কারণে মাকরূহ তাহলো সিয়ামরত ব্যক্তির দুর্বলতা, আর এই কারণেই সে পানাহারের দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ করে ফেলে। আবুল আলিয়া (র) থেকে অনুরূপ (বিষয়বস্তু) বর্ণিত আছে ঃ

٣١٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا عَاصِمُ الاَحْوَلِ اَنَّ اَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ اِنَّمَا كُرِهَتْ مَخَافَةَ يُغْشِىَّ عَلَيْهِ قَالَ فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ اَبَا قِلاَبَةَ فَقَالَ لِىْ اِنْ غُشِىَ عَلَيْهِ يُسْقِىَ الْمَاءُ -

৩১৯১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি মূর্ছা যাওয়ার আশংকায় সিয়াম অবস্থায় শিংগা লাগানকে মাকরূহ মনে করি। আমি এ সম্পর্কে আবূ কিলাবা (র)-কে বললে তিনি আমাকে বললেন, যদি তার মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয় তা হলে সে পানি পান করবে। সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকেও হুবহু এই মর্ম বর্ণিত আছে ঃ

٣١٩٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْيِىَ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيِىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّاسِ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ فَقَالَ الْقَاسِمُ لَوْ اَنَّ رَجُلاً حَجَمَ يَدَهُ اَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مَا يُفْطِرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ سَالِمُ اِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ اَنْ يُغْشِىَ عَلَيْهِ فَيُفْطِرُ -

৩১৯২. ফাহাদ (র) ..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি লোকদের উক্তি উল্লেখ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিংগা লাগায় এবং যাকে শিংগা লাগান হয় উভয়ের সিয়ামই বিনষ্ট হয়ে যায়। কাসিম (র) বললেন, কেউ যদি নিজ হাতে বা কোন অঙ্গে শিংগা লাগায় এতে তার সিয়াম ভঙ্গ হবে না। সালিম (র) বললেন, আমি মূর্ছা যাওয়ার আশংকায় সিয়াম অবস্থায় শিংগা লাগানকে মাকরূহ মনে করি যার কারণে সে সিয়াম ভঙ্গ করে ফেলবে।

এ বিষয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আবুল আশআস (র) থেকে যে মর্ম বর্ণিত আছে তা এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা যদি নিষেধাজ্ঞার কারণ শুধু দুর্বলতাই উদ্দেশ্য হত তাহলে যে শিংগা লাগায় সে এর-অন্তর্ভুক্ত হত না। সুতরাং যখন এতে যার শিংগা লাগান হয় এবং যে শিংগা লাগায় উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত অতএব সেটিই সর্বাপেক্ষা সাদৃশ্যপূর্ণ বিবেচিত হবে যা উভয়ের মাঝে অভিন্নরূপে বিদ্যমান। যেমন গীবত যা উভয়ের মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান, যেমনটি আবুল আশআস (র) বলেছেন।

শা'বী (র) ও ইব্রাহীম (র) থেকেও বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন ঃ এটা দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হিসাবেও এটাকে মাকরূহ (মনে করছি)।

٣١٩٣ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ هُوَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ سَأَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ اِنَّمَا كُرِهَتْ مِنْ اَجْلِ الضُّعْفِ ـ

৩১৯৩. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সিয়াম পালনকারীর জন্য শিংগা ব্যবহারের বিষয়ে ইব্রাহীম (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি দুর্বলতার কারণে (ওটাকে) মাকরূহ মনে করি।

٣١٩٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمُ وَ قَالَ الشَّعْبِيُّ اِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِاَنَّهَا تُضْعِفُهُ ـ

৩১৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, হাসান ইব্ন আলী (রা) সিয়াম পালনরত অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন। শা'বী (র) বলেন, আমি শিংগা লাগানকে এজন্য মাকরূহ মনে করি যে, এটা তাকে দুর্বল করে দেয়।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সিয়াম পালনকারীর জন্য শিংগা লাগানোর বৈধতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٣١٩٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ ـ

৩১৯৫. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম পালনরত অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٣١٩٦ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَسْوَدِ وَهُوَ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩১৯৬. রবী'উল জীযী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣١٩٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩১৯৭. ইউনুস (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়াত করেছেন।

٣١٩٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ ـ

৩১৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্রাম এবং সিয়াম পালনরত অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٣١٩٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ سَعْدِ الْجُعْفِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ -

৩১৯৯. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা-মদীনার মাঝে ইহ্‌রাম এবং সিয়াম পালনরত অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٣٢٠٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَاَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৩২০০. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইয়াযীদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ -

৩২০১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম পালনরত অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٣٢٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ -

৩২০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী জিয়াদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সিয়াম পালনরত এবং ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন।

٣٢٠٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَنَّهُ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ -

৩২০৩. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কা-মদীনার মাঝে সিয়াম পালনরত এবং ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।

٣٢٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَعْطَاهُ اَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا اَعْطَاهُ -

৩২০৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ তায়বা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তার সিয়াম পালনরত অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং তিনি তাঁকে বিনিময়ও প্রদান করেছেন। যদি এটা হারাম হত তাহলে তিনি তাকে তা প্রদান করতেন না।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই আমল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিংগা লাগান দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ হয় না। যদি এটা সিয়ামকে ভঙ্গকারী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে তিনি সিয়ামরত অবস্থায় শিংগা লাগাতেন না। সুতরাং এটাই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক অর্থ নিরূপণের যথার্থ পন্থা। আর যুক্তিভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণার দিক থেকে পর্যালোচনা নিম্নরূপ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রক্ত বেরোবার কঠিনতর অবস্থা হলো 'হাদাস' হওয়া যাতে উযূ ভেঙ্গে যায় এবং আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, পেশাব-পায়খানা বেরোবার দ্বারাও হাদাস হয় যাতে উযূ ভেঙ্গে যায় কিন্তু সিয়াম ভঙ্গ হয় না। অতএব যুক্তির দাবি হলো রক্তের বিধানও অনুরূপ হবে। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, ধমনী থেকে নির্গত রক্ত বেরোবার অবস্থায় সিয়াম ভঙ্গ হয় না। সুতরাং যুক্তির আলোকে শিংগা লাগানোর বিধানও অনুরূপ হবে। আর এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٣٢٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَا لَايَرَيَانِ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا وَقَالَا اَرَأَيْتَ لَوِاحْتَجَمَ عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ اَكَانَ ذٰلِكَ يُفْطِرُهُ -

৩২০৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ও কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) সিয়াম পালনকারীর জন্য শিংগা লাগানোতে কোনরূপ দোষ রয়েছে বলে মনে করতেন না। তাঁরা বলেছেন, তোমার কি ধারণা? যদি কোন ব্যক্তি হাতের তালুর পিঠ থেকে (শিংগা দ্বারা) রক্তে বের করে, তবে কি তার সিয়াম ভঙ্গ করে দিবে? (না ভঙ্গ করবে না)।

١٣- بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ فِيْ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ جُنُبًا هَلْ يَصُوْمُ اَمْ لَا

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ রামাযান মাসে ভোরে জানাবাত (গোসল ফরয) অবস্থায় থাকলে সে সিয়াম পালন করবে কি-না ?

٣٢٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَاَبِىْ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَذَكَرَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا اَفْطَرَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ مَرْوَانُ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لِتَذْهَبَنَّ اِلٰى اُمَّىِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَتَسْأَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذَكَرَ لَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا اَفْطَرَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِئْسَ مَا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ قَالَتْ فَاَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ

جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَخَرَجْنَا حَتّٰى جِئْنَا اِلٰى مَرْوَانَ فَذَكَرَ لَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَا قَالَتَا فَقَالَ مَرْوَانُ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِىْ فَاِنَّهَا بِالْبَابِ فَلْتَذْهَبَنَّ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاِنَّهٗ بِاَرْضِهٖ بِالْعَقِيْقِ فَلْتُخْبِرَنَّهٗ بِذٰلِكَ فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَرَكِبْتُ مَعَهٗ حَتّٰى اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَتَحَدَّثَ مَعَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَاعَةً ثُمَّ ذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ عِلْمَ لِىْ بِذٰلِكَ اِنَّمَا اَخْبَرَنِيْهِ مُخْبِرٌ ـ

৩২০৬. ইউনুস (র) ..... আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সুমাই (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছেন যে একবার আমি এবং আমার পিতা মদীনার আমীর মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর নিকট উল্লেখ করা হলো যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলে থাকেন ঃ যে ব্যক্তি ভোরে জানাবাতের (গোসল ফরয) অবস্থায় থাকবে সে ঐ দিনের সিয়াম পালন করবে না। মারয়ান বললেন, "আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি যে, তুমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) এবং উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট যাবে এবং তাঁদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে"। আবূ বকর বলেন, তখন আবদুর রহমান (রা) গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। আমরা আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আবদুর রহমান (রা) তাঁকে সালাম করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমরা মারওয়ান-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তাঁর নিকট উল্লেখ করা হলো যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলে থাকেন ঃ যে ব্যক্তি ভোরে জানাবত (গোসল ফরয) অবস্থায় থাকবে সে ওইদিনের সিয়াম পালন করবে না। এতে আয়েশা (রা) বললেন, হে আবদুর রহমান! আবূ হুরায়রা (রা) ভাল বক্তব্য প্রদান করেননি। তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে ? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম না'। উম্মুল মু'মিনীন বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (কোন কোন সময়) স্ত্রী সহবাসের কারণে জানাবাতগ্রস্ত হয়ে সকাল করতেন, স্বপ্নদোষের কারণে নয়। তারপরও ঐদিনের সিয়াম পালন করতেন'। রাবী বলেন, এরপর আমরা বের হয়ে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম, তাঁকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনিও সেইরূপ বললেন যা আয়েশা (রা) বলেছিলেন। তারপর আমরা বের হয়ে পড়লাম এবং মারওয়ান এর নিকট এলাম। আবদুর রহমান তার নিকট তাঁদের উভয়ের বক্তব্য উল্লেখ করলেন। মারওয়ান বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি, তুমি দরজার (সম্মুখে) দাঁড়িয়ে থাকা আমার সাওয়ারীতে আরোহণ করে অবশ্যই আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট যাবে। তিনি আকীক নামক স্থানে তাঁর খামারে রয়েছেন। তাঁকে গিয়ে বিষয়টি অবহিত কর'। তখন আবদুর রহমান সাওয়ার হলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে সাওয়ার হলাম। অবশেষে আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আবদুর রহমান (রা) তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। এরপর তাঁকে বিষয়টি উল্লেখ করলে আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, এ বিষয়ে আমার সম্যক জ্ঞান নেই, আমাকে এ সম্পর্কে এক সংবাদদাতা সংবাদ পরিবেশন করেছিল।

٣٢٠٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ يَعْلَى عُقْبَةَ قَالَ اَصْبَحْتُ جُنُبًا وَاَنَا اُرِيْدُ الصَّوْمَ فَاَتَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ

اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِىْ اَفْطِرْ فَاَتَيْتُ مَرْوَانَ فَسَالْتُهُ وَاَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَبَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ جِمَاعٍ ثُمَّ يَصُوْمُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَرَجَعَ اِلٰى مَرْوَانَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ ايْتِ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبِرْهُ فَاَتَاهُ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَمَا اَنِّىْ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّمَا حَدَّثَنِيْهِ الْفَضْلُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৩২০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইয়া'লা ইব্‌ন উকবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার ভোরে জানাবাত অবস্থায় ছিলাম, অথচ আমি সিয়াম পালন করতে ইচ্ছুক ছিলাম। আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'সিয়াম ভঙ্গ করে ফেল'। এরপর আমি মারওয়ানের নিকট এলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর তাঁকে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিসকে আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। জওয়াবে তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হতেন অথচ তাঁর মাথা মুবারক থেকে (গোসলের কারণে পানির) ফোঁটা টপ টপ করে পড়ত। এরপর তিনি সেই দিনের সিয়াম পালন করতেন। তারপর তিনি (আবদুর রহমান) মাওয়ানের নিকট ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে এটা অবহিত কর। তিনি গিয়ে তা অবহিত করলে তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ থেকে কিছু শুনিনি। বরং বিষয়টি আমাকে নবী করীম ﷺ থেকে ফযল (রা) বর্ণনা করেছেন।

٣٢٠٨ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا ابْنُ عَوْنٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ اَنَا ابْنُ عَوْنٍ فَقُلْتُ لِرَجَاءٍ مَنْ حَدَّثَكَ عَنْ يَعْلٰى قَالَ اِيَّاىَ حَدَّثَ يَعْلٰى ـ

৩২০৮. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আওন (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্‌ন আওন (র) বলেন, আমি রাজা'কে জিজ্ঞাসা করেছি ইয়া'লা (র)-এর রিওয়ায়াত আপনাকে কে বর্ণনা করেছে ? তিনি বললেন, ইয়া'লা (র) নিজে আমাকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেনঃ একদল 'আলিম এ বিষয়ে সেই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন যা আবূ হুরায়রা (রা) ফজল (রা)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা উক্ত হাদীসের মর্মের অনুকূলে মত পোষণ করেছেন ও অনুসরণ করেছেন।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, সেই ব্যক্তি (জুনুবী) গোসল করবে এবং সেই দিনের সিয়াম পালন করবে। এ বিষয়ে তাঁরা সেই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যা আমরা অনুচ্ছেদের প্রথমাংশে আয়েশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছি। আর তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন।

٣٢٠٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوْحٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ

اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَتْنِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَغْدُوْ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ثُمَّ يَصُوْمُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَاَخْبَرْتُهُ مَرْوَانَ فَقَالَ ائْتِ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبِرْهُ بِذٰلِكَ فَقُلْتُ اِنَّهُ لِىْ صَدِيْقٌ فَاَعْفِنِىْ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَأْتِيَنَّهُ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَ اَبِىْ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَعْلَمُ مِنِّىْ قَالَ شُعْبَةُ وَفِى الصَّحِيْفَةِ اَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّىْ ـ

৩২০৯. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশামের পিতা (আবদুর রহমান রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে সংবাদ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (কোন্ কোন্ সময়) ভোরে জানাবত অবস্থায় থাকতেন, এরপর গোসল করতেন এবং মসজিদের দিকে রওয়ানা হতেন অথচ তাঁর মাথা মুবারক থেকে (পানির) ফোটা টপ টপ করে পড়ত। তারপর সেই দিনের সিয়াম পালন করতেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি বিষয়টি মারওয়ানকে অবহিত করলে তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট গিয়ে ব্যাপারটি তাঁকে বল। আমি বললাম! তিনি আমার বন্ধু, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি যে, তুমি তাঁর নিকট অবশ্যই যাবে। (আবূ বকর বলেন) তারপর আমি এবং আমার পিতা আবূ হুরায়রা (রা)-এর খিদমতে গেলাম এবং এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করলাম। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ আয়েশা (রা) আমার চাইতে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। (বর্ণনাকারী) শু'বা (র) বলেন, আমার সহীফায় (পাণ্ডুলিপিতে) রয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ তিনি (আয়েশা রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে আমার চাইতে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন।

٣٢١٠ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَنَا دَاؤُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَخِيْهِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ وَلاَ يُفْطِرُ فَدَخَلَ عَلٰى اَبِيْهِ يَوْمًا وَهُوَ مُفْطِرٌ فَقَالَ لَهُ مَاشَانُكَ الْيَوْمَ مُفْطِرًا قَالَ اِنِّىْ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ فَلَمْ اَغْتَسِلْ حَتّٰى اَصْبَحْتُ فَاَفْتَانِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ اَفْطِرَ فَاَرْسَلُوْا اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَسْأَلُوْنَهَا فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَغْتَسِلُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ ثُمَّ يَخْرُجُ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَيُصَلِّىْ لاَصْحَابِهِ ثُمَّ يَصُوْمُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ـ

৩২১০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... উমার ইব্‌ন আবদুর রহমানের ভাই আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক নাগাড়ে সিয়ামব্রত পালন করে যেতেন, সিয়াম ভঙ্গ করতেন না। একবার তিনি তাঁর পিতার নিকট গেলেন সেদিন তিনি সিয়াম পালন করছিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আজকে তোমার সিয়াম পালন নেই কেন ? তিনি বললেন, আমি জানাবতগ্রস্ত ছিলাম এবং সকাল পর্যন্ত গোসল করিনি। আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে সিয়াম পালন ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর তাঁরা আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন যেন তারা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। আয়েশা (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবতগ্রস্ত হতেন এবং সকাল হওয়ার পর গোসল করতেন। তারপর বের হয়ে পড়তেন

এবং তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানির ফোটা টপ টপ করে পড়ত, আর তিনি সাহাবাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তারপর সেই দিনের সিয়াম পালন করতেন।

٣٢١١- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ اَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ فَلَقِيْتُ غُلَامَهَا نَافِعًا يَعْنِيْ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ فَارْسَلْتُ اِلَيْهَا فَرَجَعَ اِلَيَّ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ اَتٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَارْسَلَ اِلَيْهَا غُلَامَهَا ذَكْوَانَ اَبَا عَمْرٍو فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا فَاَتَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَاَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَاْتِيَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَتُخْبِرَنَّهُ بِقَوْلِهِمَا فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هُنَّ اَعْلَمُ -

৩২১১. আলী (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মাওয়ান ইব্ন হাকাম তাঁকে আয়েশা (রা) এবং উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর গোলাম নাফি'র সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। আমি তাঁকে উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর নিকট পাঠালাম। সে ফিরে এসে আমাকে বলল যে, তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম ﷺ (কোন কোন সময়) ভোরে জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় থাকতেন। কিন্তু এটা (জানাবত) স্বপ্নদোষের কারণে হত না। এরপর তিনি সিয়ামরত অবস্থায় সকাল করতেন। তারপর তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট এলেন এবং তিনি তাঁর নিকট তার গোলাম আবূ আম্র যাকওয়ানকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে বললেন, নবী করীম ﷺ (কোন সময়) স্বপ্ন দোষ ব্যতীত জানাবতগ্রস্ত হতেন এবং সিয়াম পালনরত অবস্থায় সকাল করতেন। এরপর আমি মারওয়ান ইব্ন হাকাম-এর নিকট এসে তাঁকে তাঁদের উভয়ের বক্তব্য অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি, তুমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে তাদের উভয়ের বক্তব্য অবহিত কর। তখন আমি তাঁর নিকট এসে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তাঁরা অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন।

٣٢١٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُوْمُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

৩২১২. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোরে জানাবতগ্রস্ত অবস্থায় থাকতেন। এরপর সেই দিনের সিয়াম পালন করতেন।

٣٢١٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ اِلٰى صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَصُوْمُ يَوْمَهُ -

৩২১৩. ফাহাদ (র) ..... আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (কোন সময়) ফজরের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন এবং ফরয গোসলের কারণে তাঁর মাথা মুবারক থেকে (পানির) ফোটা টপটপ করে পড়ত। এরপর ওই দিনের সিয়াম পালন করতেন।

٣٢١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يَصُوْمُ -

৩২১৪. আবূ বাক্রা (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) এবং উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ (কোন সময়) ফজর শুরু হওয়ার সময় জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় থাকতেন। তারপর তিনি সিয়াম পালনও করতেন।

٣٢١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُمَا حَدَّثَتَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩২১৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমানের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) এবং উম্মু সালামা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তাঁরা উভয়ে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢١٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهٖ وَزَادَ فِيْ رَمَضَانَ -

৩২১৬. ইউনুস (র) ..... আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) থেকে এবং তারা নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি "রামাদানে" শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٣٢١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ -

৩২১৭. ইউনুস (র) ..... সুমাই (র) আবূ বকর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢١٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ -

৩২১৮. ফাহাদ (র) ..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢١٩۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمٰنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ ۔

৩২১৯. ফাহাদ (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢٢٠۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ ۔

৩২২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ সালিহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢٢١۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِذٰلِكَ ۔

৩২২১. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) আয়েশা (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢٢٢۔ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ اَبِى اُمَيَّةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ اَيْضًا ۔

৩২২২. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আমের ইব্‌ন আবী উমাইয়া (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢٢٣۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ۔

৩২২৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাম্মাম (র) কাতাদা (র) থেকে, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٢٤۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ۔

৩২২৪. আবূ বাক্‌রা (র) ..... কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٢٢٥۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ هُوَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَرَدَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فُتْيَاهُ عَلٰى هٰذَا الْخَبَرِ ۔

৩২২৫. আবূ বাক্‌রা (র) ও যায়দ ইব্‌ন সিনান (র) ..... কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটি অতিরিক্ত করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) এ সংবাদের ভিত্তিতে নিজ ফাতাওয়া থেকে মত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

Contents

বস্তুত তাঁরা (হাদীস বিশেষজ্ঞগণ) বলেছেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই সমস্ত উল্লিখিত রিওয়ায়াত মুতাওয়াতির হিসাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে তখন আমাদের জন্য এর পরিপন্থী অন্য কিছু গ্রহণ করা বৈধ নয়। এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের দলীল হলো যে, তাঁরা বলেছেন, উম্মু সালামা (রা) এবং আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতে বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমল সম্পর্কে তাঁরা খবর দিয়েছেন। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ থেকে ফজল (রা) এর বরাতে বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াত তার পরিপন্থী। সম্ভবত নবী করীম ﷺ -এর জন্য সেই বিধান প্রযোজ্য যা আয়েশা (রা), ও উম্মু সালামা (রা) তাঁদের রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন। আর অপরাপর সাধারণ লোকদের জন্য সেই বিধান প্রযোজ্য যা ফজল (রা) নবী করীম ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং হাদীসসমূহের মর্মের এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উভয় হাদীস পরস্পর বিরোধী হবে না। কিন্তু অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত প্রমাণ পেশ করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) যিনি ফজল (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন, তিনি তাঁর ফাতাওয়া থেকে আয়েশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা)-এর বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং এই হাদীসকে ফজল-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করেছেন। বস্তুত এ বিষয়ে এটাই হলো প্রমাণ। দ্বিতীয় দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমরা সেই মর্মের বর্ণনা পাচ্ছি যাতে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিষয়ে সাধারণ লোকদের জন্য সেই বিধান-ই প্রযোজ্য যা কিনা তাঁর জন্য প্রযোজ্য।

٣٢٢٦ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَاَنَا اَسْمَعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُصْبِحُ جُنُبًا وَاَنَا اُرِيْدُ الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اُصْبِحُ جُنُبًا وَاَنَا اُرِيْدُ الصَّوْمَ فَاَغْتَسِلُ وَ اَصُوْمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِىْ ـ

৩২২৬. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ ইউনুস (র) এর বরাতে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলল তখন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং আমি শুনছিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ভোরে জানাবতগ্রস্ত অবস্থায় ছিলাম এবং আমি সিয়াম পালন করতে ইচ্ছা করছি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমিও ভোরে জানাবত অবস্থায় ছিলাম এবং সিয়ামব্রত পালনেরও ইচ্ছা ছিল। সুতরাং আমি গোসল করেছি এবং সিয়াম পালন করেছি। লোকটি বলল! হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো আমাদের মত নন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্ব ও পরবর্তী ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আশা পোষণ করছি যে, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি আল্লাহ্কে ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি তাকওয়া সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন।

বস্তুত যখন নবী ﷺ কর্তৃক উক্ত প্রশ্নকারীকে যে উত্তর দেন, তা ছিল তাঁর নিজের আমলে ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ বিষয়ে তাঁর বিধান এবং অন্যদের বিধান অভিন্ন। এটাই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক অর্থ নিরূপণের পন্থা। আর যুক্তি ও গবেষণার দিক থেকে এর পর্যালোচনা

নিম্নরূপ ঃ আমরা ফিকাহ্বিদদেরকে লক্ষ্য করছি যে, তাঁরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যদি সিয়াম পালনরত ব্যক্তি দিনের বেলায় ঘুমায় তারপর সে জুনুবী হয়ে পড়ে তাহলে এতে তার সিয়াম ভঙ্গ হয় না। সুতরাং আমরা দেখতে প্রয়াস পাব যে, যে ব্যক্তি জানাবতগ্রস্ত অবস্থায় সিয়াম আরম্ভ করে এর বিধান কি ঐ ব্যক্তির বিধানের পরিপন্থী যে কিনা সিয়াম পালন অবস্থায় জুনুবী হয় ? তাই আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে দেখছি যা সিয়াম পালনে প্রতিবন্ধক। যেমন হায়য (মাসিক ঋতু) ও নিফাস, যদি তা সিয়াম অবস্থায় আরম্ভ হয় কিংবা সিয়াম পালনের পূর্বে বিদ্যমান থাকে উভয় অবস্থায় অভিন্ন।

আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, হায়যগ্রস্ত নারী সিয়াম পালন করতে পারে না, যদি সে পবিত্র অবস্থায় সিয়াম পালন করে তারপর তার হায়য শুরু হয়ে যায়, তাহলে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই যে যে কারণে সিয়াম আরম্ভ করা জাইয নেই, যদি তা সিয়াম অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে তা সিয়ামকে বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে সিয়াম অবস্থায় জানাবত দ্বারা সিয়াম বিনষ্ট হবে না। অতএব যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি যুক্তির দাবিও এটা যে, সিয়ামব্রত পালনের পূর্বে জানাবত বিদ্যমান হওয়া সিয়াম আরম্ভের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। এতে সেই কথাই প্রমাণিত হলো, যা উম্মু সালামা (রা) ও আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতের অনুকূলে রয়েছে। আর এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٤ـ بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِى الصِّيَامِ تَطَوُّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ নফল সিয়াম আরম্ভ করে ভেঙ্গে ফেলা

٣٢٢٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالُوْا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ هُرُوْنَ بْنِ اُمِّ هَانِىٍ اَوْ ابْنِ بِنْتِ اُمِّ هَانِىٍ عَنْ اُمِّ هَانِىٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا صَائِمَةٌ فَنَا وَلَنِىْ فَضْلَ شَرَابِهٖ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ صَائِمَةً وَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَرُدَّ سُوْرَكَ فَقَالَ اِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَصُوْمِىْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَاِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَاِنْ شِئْتِ فَاقْضِيْهِ وَاِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيْهِ ـ

৩২২৭. ইব্ন মারযূক (র) ও আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... উম্মুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে গেলাম। এবং আমি সিয়াম পালনকারী ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর অবশিষ্ট শরবত প্রদান করেন, আমি তা পান করলাম, তারপর বললাম! হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো সিয়াম পালনকারী ছিলাম, কিন্তু আমি আপনার উচ্ছিষ্টকে ফিরিয়ে দেওয়া পসন্দ করিনি। তিনি বললেন, তা যদি রামাযানের কোন দিনের কাযা সিয়াম হয়ে থাকে তাহলে এর স্থলে অন্য একদিনের সিয়াম পালন করবে। আর যদি নফল সিয়াম হয়ে থাকে তাহলে যদি ইচ্ছা কর, তা কাযা করবে আর ইচ্ছা করলে কাযা করবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের ধারণা, কোন ব্যক্তি যদি নফল সিয়াম পালনের পরে তা ওজরের কারণে কিংবা ওজর ব্যতীত ভঙ্গ করে ফেলে, তাহলে তার

উপর এর কাযা নেই। তাঁরা এ বিষয়ে উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, তার উপর এর স্থলে অন্য এক দিনের কাযা আবশ্যক।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁদের দলীল হলো যে, উম্মুহানী (রা)-এর হাদীস যা হাম্মাদ ইব্ন সাল্মা বর্ণনা করেছেন, যেমনটি তাঁরা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে অন্যরা যাঁরা তাঁর অপেক্ষা স্মরণশক্তির দিক দিয়ে কম নন তাঁরা এর পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَقْدِمِىُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ اُمِّ هَانِئٍ عَنْ جَدَّتِهٖ اُمِّ هَانِئٍ سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِشَرَابٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَنَاوَلَنِىْ فَشَرِبْتُهُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ اَنْ اَرُدَّ فَضْلَ سُؤْرِهٖ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا تَقْضِيْنَ عَنْكِ شَيْئًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ -

৩২২৮. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... উম্মুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে শরবত পেশ করা হয়। তিনি আমাকে দিলেন, আমি তা পান করলাম। অথচ আমি সিয়াম পালনকারী ছিলাম। আমি তাঁর উচ্ছিষ্ট ফিরিয়ে দেওয়াটা পসন্দ করলাম না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো সিয়াম পালনকারী ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার কোন সিয়ামের কাযা করছিলে ? আমি বললাম, জী না। তিনি বললেন, তাহলে তোমার কোন অসুবিধা নেই।

٣٢٢٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৩২২৯. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) আবূ আওয়ানা থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢٣٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ جَدَّتِهٖ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلْتُ اَنَا وَفَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَلَسْتُ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِىْ فَشَرِبْتُ وَاَنَا صَائِمَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اُرَانِىْ اِلاَّ قَدْ اَثِمْتُ اَوْ اَتَيْتُ حِنْثًا عَرَضْتَ عَلَىَّ وَاَنَا صَائِمَةٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ فَقَالَ هَلْ كُنْتِ تَقْضِيْنَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ بَأْسَ -

৩২৩০. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং ফাতিমা (রা) মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁর ডান দিকে বসে পড়লাম। তিনি শরবত আনতে বললেন এবং তা পান করলেন। এরপর আমাকে দিলেন, আমি তা পান করলাম, অথচ আমি সিয়াম পালন করছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ধারণা, আমি

অপরাধ করে ফেলেছি। আপনি আমাকে শরবত দিয়েছেন এবং আমি সিয়ামরত অবস্থায় ছিলাম। আমি তা ফিরিয়ে দিতে পসন্দ করিনি। তিনি বললেন, তুমি কি রামাদানের কোন দিনের সিয়াম কাযা করছিলে ? আমি বললাম, জী না। তিনি বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

٣٢٣١ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ اِبْنِ اُمِّ هَانِئٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلاَيَضُرُّكَ ـ

৩২৩১. ফাহাদ (র) ..... উম্মুহানী (র)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ তাহলে তোমার অসুবিধা হবে না।

সুতরাং যা কিছু আবূ কায়স (র), আবূ আওয়ানা (র) ও আবুল আহওয়াস (র) রিওয়ায়াত করেছেন তা হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা (র)-এর রিওয়ায়াতের পরিপন্থী কেননা হাম্মাদ (র) তাঁর রিওয়ায়াতে বলেছেন যে, যদি তা রামাদান মাসের কাযা সিয়াম হয়, তাহলে এর স্থলে অন্য একদিনের সিয়াম পালন করবে। আর যদি নফল সিয়াম হয়, তাহলে ইচ্ছা হয়, তা কাযা কর, ইচ্ছা হয় কাযা না কর। বস্তুত এর মর্ম হলো এই যে, নফল সিয়ামের কাযা নেই।

অপরাপর আলিমগণ তাঁদের হাদীসে বলেছেন ঃ (তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন) তুমি কি রামাদানের সিয়াম কাযা করছ ? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে তোমার কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ এ নফল সিয়াম ভঙ্গ করার ব্যাপারে তুমি অপরাধী হবে না। এই হাদীসে তার দায়িত্বে এর স্থলে অন্যদিনের কাযা সিয়াম হওয়ার অস্বীকৃতি নেই। সুতরাং সিমাক (র)-এর এই হাদীসে 'ইয্‌তিরাব' (তথ্য বিভ্রাট) রয়েছে।

তারপর আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অন্য কারো থেকেও কি এরূপ কোন হাদীস বর্ণিত আছে কিনা, যা এ বিষয়ের অনুকূলে প্রমাণ বহন করে ? আমরা নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হাদীস দেখতে পাচ্ছি ঃ

٣٢٣٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَصْبَحْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَاُهْدِىَ لَنَا طَعَامٌ فَاَفْطَرْنَا عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ ـ

৩২৩২. রবী'উল জীযী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ও হাফ্‌সা (রা) ভোরে নফল সিয়াম অবস্থায় ছিলাম। তারপর আমাদের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য হাদিয়া এলো। আমরা এতে সিয়াম ভঙ্গ করে ফেল্‌লাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ এর স্থলে অন্য কোন দিন সিয়াম কাযা (পালন) করে নিবে।

এতে প্রমাণ বহন করে যে নফল সিয়াম ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হয়। বস্তুত এই হাদীসের অগ্রহণযোগ্যতার উপর প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা হলো এই যে, মূলত এই হাদীস উরওয়া (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নয়। আসলে হাদীসটি উরওয়া (র)-এর পূর্বের বর্ণনা কারীর উপর 'মওকুফ'। আর তা হলো নিম্নরূপ ঃ

٣٢٣٣- يُوْنُسَ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَحَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩২৩৩. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) উভয়ে ভোরে সিয়াম অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ এটাই হলো মূল হাদীস।

তাঁরা বলেন, এ সম্পর্কে ইমাম যুহ্‌রী (র) -কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কি উরওয়া (র) থেকে কিছু শুনেছেন ? তিনি বললেন, না। তাঁরা নিম্নোক্ত সনদগুলো উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٢٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ سُئِلَ الزُّهْرِىُّ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَصْبَحْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا صَائِمَتَيْنِ فَقِيْلَ لَهُ اَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ فَقَالَ لاَ ـ

৩২৩৪. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্‌ন উয়ায়না (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইমাম যুহ্‌রী (র)-কে আয়েশা (রা)-এর হাদীস "আমি এবং হাফসা (রা) ভোরে সিয়াম অবস্থায় ছিলাম" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উরওয়া (র) কি আপনাকে (হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, না।

٣٢٣٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ اَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَفْطَرَ مِنْ تَطَوُّعِهِ فَلْيَقْضِهِ فَقَالَ لَمْ اَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ حَدَّثْتُ فِىْ خِلاَفَةِ سُلَيْمٰنَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ـ

৩২৩৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ইব্‌ন শিহাব (ইমাম যুহ্‌রী)-কে জিজ্ঞাসা করলাম উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) কি আয়েশা (রা) সূত্রে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আপনাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নফল সিয়াম রেখে ভঙ্গ করে ফেলে সে যেন তা কাযা করে নেয়।" তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে উরওয়া (র) থেকে কিছু শুনিনি। কিন্তু সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক-এর খিলাফতকালে আমাকে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

٣٢٣٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلٰكِنْ حَدَّثَنِىْ فِىْ خِلاَفَةِ سُلَيْمٰنَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اُنَاسٌ عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَسْاَلُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَصْبَحْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا صَائِمَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ يَعْنِىْ نَحْوَ حَدِيْثِ رَبِيْعٍ الْجِيْزِىِّ ـ

৩২৩৬. আবূ বাক্‌রা (র) রাওহ (র) এর বরাতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ "কিন্তু সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক এর খিলাফতের যুগে আমাকে সেই সমস্ত লোকদের কতকে

বর্ণনা করেছে, যারা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং হাফসা (রা) ভোরে সিয়াম অবস্থায় ছিলাম। এরপর তিনি রবীউল জীযী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং হাদীসটি সনদগতভাবে সঠিক নয়। কারণ এর সনদে সেই বস্তুর (দুর্বলতার) অনুপ্রবেশ ঘটেছে যা আমরা (ইতিপূর্বে) উল্লেখ করেছি।

এ বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে উক্ত সনদ ব্যতীত অন্যভাবেও (নিম্নোক্তরূপ) বর্ণিত আছে ঃ

٣٢٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ رَبِيْعٍ الْجِيْزِيِّ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَبَدَرَتْنِيْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِالْكَلَامِ وَكَانَتْ اِبْنَةُ اَبِيْهَا -

৩২৩৭. আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি রবী'উল জীযী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, হাফসা (রা) বক্তব্যের ব্যাপারে আমার থেকে অগ্রণী ছিলেন (আর এরূপ কেনইবা হবে না)। তিনি ছিলেন বাপের বেটি (পিতা উমর ইব্‌ন খাত্তাব রা এর মত সাহসী)

٣٢٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩২৩৮. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ..... ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত প্রথমোক্ত মত পোষণকারী আলিমগণ এই হাদীসের অগ্রহণযোগ্যতার উপর নিম্নোক্ত প্রমাণ ও পেশ করেছেন যে, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) এটিকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ থেকে 'মওকূফ' হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে রাবী আমরার উল্লেখ নেই।

٣٢٣٩- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِذٰلِكَ يَعْنِيْ وَلَمْ يَذْكُرْ عَمْرَةَ -

৩২৩৯. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ..... আলী ইব্‌ন মাদিনী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অর্থাৎ রাবী আমরার উল্লেখ করেননি।

অতএব এটাই হলো মূল হাদীস। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে অন্য সনদেও বর্ণিত আছে, যা নিম্নরূপ ঃ

٣٢٤٠- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا فَقَالَ اَمَا اِنِّيْ كُنْتُ اُرِيْدُ الصَّوْمَ وَلٰكِنْ قَرِّبِيْهِ سَاَصُوْمُ يَوْمًا مَكَانَ ذٰلِكَ -

৩২৪০. ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া মুযানী (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট এলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার জন্য 'হায়স' (ঘি, পনির ও খেজুর অথবা আটা মিশ্রিত এক প্রকার খাদ্য) প্রস্তুত করে রেখেছি। তিনি বললেন, আমি সিয়াম পালনের ইচ্ছা করেছি। তবে তা আন, এস্থলে অন্য একদিন সিয়াম পালন করব।

মুহাম্মদ (ইব্ন ইদ্রিস র) বলেন, আমি সুফইয়ান (র)-এর সাথে তাঁর মজলিসে শুনেছি, তিনি একথা উল্লেখ করতেন না যে, (তিনি বলেছেন) আমি এস্থলে অন্য একদিন সিয়াম পালন করে নিব। তারপর আমি এ হাদীসটি তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাঁর সম্মুখে পেশ করলে তিনি এতে আমাকে উক্ত বাক্য সংযোজনেরও অনুমতি প্রদান করেন যে, "আমি এস্থলে অন্য একদিন সিয়াম পালন করে নিব।"

বস্তুত এই হাদীসে কাযা ওয়াজিব হওয়ার উল্লেখ রয়েছে এবং আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতও-এর অনুকূলে রয়েছে, পক্ষান্তরে উম্মুহানী (রা)-এর রিওয়ায়াতে আমরা যা উল্লেখ করেছি এর পরিপন্থী কিছু নেই।

সুতরাং আয়েশা (রা) থেকে উরওয়া (র) ও 'আম্‌রা' (র)-এর রিওয়ায়াত বেশির চাইতে বেশি তাঁর পূর্বের রাবীর উপর মওকূফ-ই হবে, যখন কিনা মুত্তাসিল হাদীস-এর অনুকূলে রয়েছে। আর তাহলো আয়েশা বিন্ত তালহা (রা)-এর রিওয়ায়াত। অতএব হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা এর পরিপন্থী উক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হবে।

এ বিষয়ে যুক্তিভিত্তিক পর্যালোচনা হলো এই যে, আমরা লক্ষ্য করছি, কিছু বিষয় এরূপ যা বান্দা নিজের উপর ওয়াজিব করার দ্বারা ওয়াজিব হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সালাত, সাদাকা, সিয়াম, হজ্জ ও উমরা। তাই যে ব্যক্তি এগুলো থেকে কোন বিষয়কে নিজের উপর অপরিহার্য করে বলে যে, আমার উপর আল্লাহ্‌র জন্য অমুক অমুক ওয়াজিব, তাহলে তার উপর সেটি পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আর কিছু বিষয় এরূপ লক্ষ্য করছি যে, যা বান্দা আরম্ভ করার দ্বারা নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয় যেমন সালাত, সিয়াম ও হজ্জ ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরা আরম্ভ করার পর তা বাতিল করার এবং এর থেকে বের হয়ে আসার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে এরূপ করা তার জন্য বৈধ নয় এবং একাজ আরম্ভ করার দ্বারা সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়, যে কিনা বলে আল্লাহ্‌র জন্য আমার উপর হজ্জব্রত পালন ওয়াজিব এবং পূর্ণ করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে যায়।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, আমাদেরকে এই দুই কাজ (হজ্জ ও উমরা) থেকে বের হতে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, এগুলো পূর্ণ করা ব্যতীত এগুলো থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়, পক্ষান্তরে সালাত ও সিয়াম অনুরূপ নয়। যেহেতু এগুলো কোন কোন সময় বাতিল হয়ে যায়- এবং কথাবার্তা, পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের কারণে তা থেকে বের হওয়া যায়।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে যে, যদিও নাকি হজ্জ ও উমরা সেইরূপ যা আপনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনার ধারণা হলো, যে ব্যক্তি তাতে স্ত্রী সহবাস করবে, তার উপর এর কাযা অপরিহার্য হবে। এবং কাযাকে সে তখনই আরম্ভ করবে যখন সে তা (ভেঙ্গে তা) থেকে বের হয়ে যায়। তাহলে আপনি এই দু'টাকে ভেঙ্গে দেয়ার কারণে ঐ ব্যক্তির উপর কাযা করাকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন, সে চাক বা না চাক। সুতরাং এখন যেটা কাযা করা হচ্ছে এটা সেই আমলের বদল বা পরিবর্তে যা আরম্ভ করার দ্বারা তার উপর ওয়াজিব হয়েছিল। এরূপ নয় যে, ওটা পূর্ব থেকে তার উপর ওয়াজিব ছিল। (শুধু মৌখিকভাবে বলার দ্বারা)। যদি ইহ্‌রাম বাঁধার পর তার উপর হজ্জ এবং উমরা ওয়াজিব হওয়া এবং তা থেকে পৃথক না হওয়ার কারণ সেটাই হয় যা আপনি উল্লেখ করেছেন যে, সে তা পরিত্যাগ করতে পারে না। যদি তা না হত তাহলে তার জন্য এর থেকে অবসর হওয়া বৈধ ছিলো। যেমনিভাবে সে সালাত, সিয়াম এবং অপরাপর আমলসমূহ

পরিত্যাগ করতে পারে। তাই এ অবস্থায় তার উপর এগুলোর কাযা ওয়াজিব হবে না। যেহেতু সে ওটা (কাযা) কে আরম্ভ করার শক্তি রাখে না। যখন এটা (শক্তি না রাখা) কাযা ওয়াজিব হওয়াকে বাতিল করে না এবং সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেই ব্যক্তির ন্যায় যার দায়িত্বে এরূপ হজ্জের কাযা জরুরী হয় যা সে নিজে মৌখিকভাবে নিজের উপর জরুরী করে নিয়েছে। অতএব যুক্তির দাবি হলো এটাই যে, যে ব্যক্তি সালাত ও সিয়ামকে আরম্ভ করবে এবং সে তা আরম্ভ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজের উপর জরুরী করে নিবে, এর পর তা পরিত্যাগ করবে তাহলে তার উপর এর কাযা অপরিহার্য হবে।

উক্ত প্রশ্নকারীকে আরও বলা হবে যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, উমরা এরূপ বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত যা আমাদেরও আপনাদের (সকলের) নিকট আরম্ভ করার পর পরিত্যাগ করা জায়িয আছে। নবী করীম ﷺ আয়েশা (রা)-কে বলেছেন ঃ তোমার উমরা পরিত্যাগ করে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ। তাই তাঁর বক্তব্য মুতাবিক এই আমল সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আমরা এই রিওয়ায়াতকে সনদসহ এই গ্রন্থের যথাস্থানে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্‌। সুতরাং বিষয়টি এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি উমরা পালন করে, এরপর তা পরিত্যাগ করার শক্তি রাখে এবং পরিত্যাগও করে দেয় তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। আর যে ব্যক্তি ওয়াজিব হওয়া ব্যতীত তা আরম্ভ করবে তাহলে সে তা পূর্ণ করা ব্যতীত ওজর বিহীন পরিত্যাগ করতে পারবে না, যদি কোন ওজর কিংবা ওজরবিহীনভাবে তা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার উপর কাযা অপরিহার্য। অতএব যুক্তির দাবি মুতাবিক সালাত ও সিয়ামের বিধানও অনুরূপ। যে ব্যক্তি তা আরম্ভ করবে তার জন্য তা ওজরবিহীনভাবে পরিত্যাগ করা জায়িয নেই। আর যদি কোন ওজর কিংবা ওজর বিহীনভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে তার উপর এর কাযা আদায় করা অপরিহার্য হবে। এ অনুচ্ছেদে এটাই হচ্ছে যুক্তিভিত্তিক পর্যালোচনা। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনেক সাহাবী থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٣٢٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَ اَصْحَابَهُ اَنَّهُ صَائِمٌ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالُوْا اَوَلَمْ تَكُ صَائِمًا قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ مَرَّتْ بِىْ جَارِيَةٌ لِّىْ فَاَعْجَبَتْنِىْ فَاَصَبْتُهَا وَكَانَتْ حَسَنَةً هَمَمْتُ بِهَا وَاَنَا قَاضِيْهَا يَوْمًا اُخَرَ -

৩২৪১. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর শিষ্যকে বলেছেন যে, তিনি একবার সিয়ামব্রত পালন করছিলেন। তারপর তিনি তাদের কাছে বের হয়ে এলেন অথচ তার মাথা থেকে পানির ফোঁটা টপ টপ করে পড়ছিল। তাঁরা বললেন, আপনি কি সিয়ামরত নন ? তিনি বললেন, হাঁ। তবে আমার নিকট দিয়ে আমার দাসী অতিক্রম করছিল, তাকে আমার কাছে ভাল লেগেছে, সে ছিল সুন্দরী, আমি তার সঙ্গে সহবাস করেছি। সুতরাং আমি অন্য কোন দিন এর কাযা আদায় করব।

٣٢٤٢- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زِيَادُ بْنُ الْجَصَّاصِ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ صُمْتُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَجَهَدَنِى الصَّوْمُ فَاَفْطَرْتُ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ اقْضِ يَوْمًا اٰخَرَ مَكَانَهُ -

৩২৪২. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... আনাস ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আরাফার দিন সিয়াম পালন করছি। কিন্তু তা আমার উপর কষ্টকর হলে আমি তা ভঙ্গ করে ফেলি। তারপর আমি বিষয়টি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, এর স্থলে অন্য কোনদিন কাযা করে নিবে।

١٥ـ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহের দিনে সিয়াম পালন

٣٢٤٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سُلَيْمٰنَ بْنُ حَيَّانَ الاَزْدِىُّ الاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّادٍ فَاُتِىَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوْا فَتَنَحّٰى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَقَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يَشُكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ ـ

৩২৪৩. ফাহাদ (র) ..... সিলা (ইব্‌ন যুফার র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন একটি ভুনা বকরী হাজির করা হয়। তিনি লোকদেরকে বললেন, 'সকলে আহার কর'। কিন্তু একজন দূরে সরে বলল, 'আমি রোযাদার'। আম্মার (রা) বললেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে সিয়াম পালন করল, সে আবুল কাসিম ﷺ -এর অবাধ্য হল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম সন্দেহের দিনে সিয়াম পালনকে মাকরূহ মনে করেন। তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা সেই (সন্দেহের) দিনে নফল সিয়াম পালনে কোন অসুবিধা মনে করে না। তাঁরা বলেন, এই হাদীসে যে মাকরূহ সিয়ামের উল্লেখ রয়েছে, তা দ্বারা সেই সিয়ামকে বুঝানো হয়েছে-যা রামাযানের সিয়াম মনে করে রাখা হয়। নফল সিয়াম পালনে কোন অসুবিধা নেই। তাঁরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যা আমরা অন্যস্থানে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ রামাযান (মাস) আগমনের একদিন বা দুই দিন পূর্ব থেকে তোমরা (নফল) সিয়াম পালন করবে না। হাঁ, যদি তা তোমাদের কারো পূর্ব (অভ্যাস অনুসারে) সিয়াম পালনের দিনে পড়ে যায়, তবে সে তা পালন করতে পারে।

كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

অধ্যায় ঃ হজ্জের আহকাম

١ـ بَابُ الْمَرْأَةِ لاَ تَجِدُ مَحْرِمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ اَمْ لاَ

১. অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী মাহরাম না পায় তার উপর হজ্জ ফরয কি-না

٣٢٤٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ فَقَالَ لاَتُسَافِرُ امْرَأَةٌ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَيَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ اُكْتُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ اَرَدْتُّ اَنْ اَحُجَّ بِامْرَأَتِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُحْجُجْ مَعَ اِمْرَأَتِكَ ـ

৩২৪৪. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ মা'বাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, কোন নারী মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নিকট কোন মাহ্‌রাম না থাকবে, কোন অপরিচিত লোক তার নিকট যাবে না। জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে, অথচ আমি নিজ স্ত্রীকে নিয়ে হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জব্রত পালন কর।

٣٢٤٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

৩২৪৫. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... ইব্‌ন জুরাইজ (র), আম্‌র (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٤٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ ـ

৩২৪৬. আবূ বাকরা বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢٤٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ-

৩২৪৭. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, নারী মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না, নিকটবর্তী সফর হোক কিংবা দূরবর্তী। তাঁরা এ বিষয়ে এ সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে অপরাপর 'আলিম তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, এক বারীদ (প্রায় বার মাইল) অপেক্ষা কম সফর মাহরাম ব্যতীত করা যেতে পারে। যখন এক বারীদ বা তার চাইতে অধিক সফর মাহরাম ব্যতীত জায়িয নয়। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٢٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ هُوَ الضَّرِيْرُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيْدًا اِلاَّ مَعَ زَوْجٍ اَوْذِىْ رَحْمٍ مَحْرَمٍ-

৩২৪৮. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী এক 'বারীদ' (দূরত্বের) সফরে স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত যাবে না।

٣٢٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ-

৩২৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... সুহাইল (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, নবী করীম ﷺ কর্তৃক এক 'বারীদ' নির্ধারণ করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, এর চাইতে কমের বিধান এর থেকে ভিন্ন।

অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, একদিনের কম (দূরত্বের) সফর হলে (কোন স্ত্রীলোক) মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে। কিন্তু যদি এক দিন বা তার চাইতে অতিরিক্ত দূরত্বের সফর হলে মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে না। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٢٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ يَوْمًا فَمَا فَوْقَهُ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ حُرْمَةٍ-

৩২৫০. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবূ সাঈদ (র) এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী'র জন্য মাহরাম ব্যতীত একদিন বা তার চাইতে বেশি (দূরত্বের) সফর করা জায়িয নয়।

٣٢٥١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَه غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَمَا فَوْقَهُ -

৩২৫১. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'তার চাইতে বেশি' শব্দটি বলেননি।

٣٢٥٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبِرِىِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩২৫২. ইউনুস (র) ..... সাঈদ মাকবুরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٥٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَرُوْنَ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩২৫৩. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ও রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁরা বলেন, নবী করীম ﷺ কর্তৃক 'একদিন' নির্ধারণ প্রমাণ বহন করে যে, এর কম দূরত্বের সফরের বিধান তা থেকে ভিন্ন।

অপরাপর কিছুসংখ্যক 'আলিম তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, মাহরাম ব্যতীত সে দুই রাত অপেক্ষা কম সময়ের সফর করতে পারবে। কিন্তু মাহরাম ব্যতীত দুই রাত বা তার চাইতে বেশি সময়ের সফর তার জন্য জায়িয নয়। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٣٢٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلٰى زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ لاَتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيْرَةَ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ مَعَ زَوْجٍ اَوْذِىْ مَحْرَمٍ -

৩২৫৪. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, 'কোন নারী স্বামী কিংবা মাহরাম ব্যতীত দুই রাত দূরত্বের সফর করতে পারবে না'।

٣٢٥٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩২৫৫. ইউনুস (র) ..... আবদুল মালিক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁরা বলেন, বস্তুত এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক দু'রাতের সময় নির্ধারণ একথার প্রমাণ বহন করে যে, এর চাইতে কম সময়ের সফরের বিধান এর পরিপন্থী। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ কোন নারী তিন দিন বা তার চাইতে বেশি (দূরত্বের) সফর মাহরাম ব্যতীত করতে পারবে না। আর এর চাইতে কম সময়ের সফর সে মাহরাম ব্যতীত করতে পারবে।

তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٣٢٥٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ مَعَ مَحْرَمٍ ـ

৩২৫৬. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী'র জন্য মাহরাম ব্যতীত তিনদিনের দূরত্বের সফর করা জায়িয নয়।

٣٢٥٧ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩২৫৭. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٢٥٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ مَعَ رَجُلٍ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِكَاحُهُ ـ

৩২৫৭. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী'র জন্য জায়িয নয় যে, সে তিন দিন দূরত্বের সফর করবে, যতক্ষণ না তার সঙ্গে এরূপ ব্যক্তি হয়, যার সাথে তার বিবাহ বন্ধন হারাম।

٣٢٥٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا يَحْيىَ بْنُ عِيْسٰى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ابْنُهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ ذُوْرَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ فَوْقَ ثَلٰثٍ ـ

৩২৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী'র জন্য তিনদিন বা তার চাইতে বেশি সফর করা জায়িয নয়, যতক্ষণ না তার স্বামী, ছেলে, ভাই অথবা অন্য কোন মাহরামের কোন একজন তার সঙ্গে থাকে। তবে

ইব্‌ন নুমাইর (বর্ণনাকারীর) রিওয়ায়াতে فَوْقَ ثَلْثٍ (তার চাইতে বেশি)-এর স্থলে فَصَاعِدًا (তিন দিনের বেশি) শব্দটি রয়েছে।

٣٢٦٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنِ الاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ سَفَرَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ -

৩২৬০. ফাহাদ (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'তিন দিনের সফর'।

٣٢٦١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا سُهَيْلُ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنِ الْمَقْبُرِىِّ حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَتُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ اِلاَّ مَعَ بَعْلٍ اَوْذِىْ رَحْمٍ مَحْرَمٍ -

৩২৬১. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে 'মারফূ' হিসাবে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন নারী তিন দিনের অধিক (দূরত্বের) সফর করবে না যদি না তার সঙ্গে তার স্বামী কিংবা কোন মাহ্‌রাম থাকে।

তাঁরা বলেন, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক 'তিনদিন' নির্ধারণ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তার চাইতে কমের বিধান এর পরিপন্থী। বস্তুত যারা এ অভিমত পোষণ করেন, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত রিওয়ায়াত এ বিষয়টি ঐকমত্যরূপে প্রমাণিত যে, নারী'র জন্য মাহ্‌রাম ব্যতীত তিন দিনের সফর করা হারাম। পক্ষান্তরে তিন দিন অপেক্ষা কমের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখছি যে, মাহ্‌রাম ব্যতীত তিনদিন বা তার চাইতে বেশি'র সফর থেকে নিষেধাজ্ঞা এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং এ সমস্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক তিন দিনের মেয়াদ নির্ধারণে সাব্যস্ত হয় যে, নারী'র জন্য তিনদিন অপেক্ষা কম সময়ের সফর মাহ্‌রাম ব্যতীত জায়িয আছে। যদি এরূপ না হতো, তাহলে তাঁর তিনদিনের উল্লেখ করার কোন অর্থ হতো না। তিনি সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, কোন অতিরিক্ত কথা বলেননি। বরং শুধু তিনের উল্লেখ করেছেন। যেন (একথাটি) বুঝা যায় যে, তার চাইতে কম সময়ের বিধান এর পরিপন্থী। অনুরূপভাবে বিজ্ঞজনেরা এরূপ কথা বলেন, যা দ্বারা অন্য বিষয়বস্তুও বুঝা যায় এবং তাঁর কথা দ্বারা যে বিষয়বস্তু বুঝা যায়, যেন এর বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা না থাকে। আর এরূপ কথা বলেন না, যা দ্বারা অন্য বিষয়বস্তু বুঝা যায় না। অথচ তিনি এরূপ কথা বলতে সক্ষম, যা দ্বারা অন্য বিষয়বস্তুও বুঝা যায়। পক্ষান্তরে এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবী ﷺ-এর প্রতি অনুগ্রহ যে, তাঁকে 'জাওয়ামি'উল কালিম' ব্যাপক ব্যঞ্জনামূলক বাক্যাবলী দান করা হয়েছে, যার শক্তি অন্য কারো নেই।

তারপর আমরা সেই আলোচনার দিকে ফিরে যাচ্ছি যাতে আমরা লিপ্ত ছিলাম। যখন তিনি ﷺ তিন (দিনের) উল্লেখ করেছেন এবং এর উল্লেখের সাথে (মাহ্‌রাম ছাড়া) তার চাইতে কম সময়ের সফরের বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে। এরপর তাঁর থেকে নারীর জন্য তিনদিন অপেক্ষা কম অর্থাৎ একদিন, দুইদিন এবং এক বারীদ-এর সফরের নিষেধাজ্ঞাও বর্ণিত আছে। সুতরাং এই সমস্ত রিওয়ায়াত এবং তিনদিন সম্পর্কে রিওয়ায়াতের মধ্যে পরের হবে, সেটি অপরগুলোর জন্য রহিতকারী হবে।

যদি মাহরাম ব্যতীত নারী'র একদিন সফর করার নিষেধাজ্ঞা তিনদিন সফর করার নিষেধাজ্ঞা অপেক্ষা পরবর্তী (সময়ের) হয় তাহলে তা তার জন্য রহিতকারী হবে। আর যদি তিনদিন সম্পর্কিত হাদীস-ই পরবর্তী হয়, তাহলে এটা পূর্ববর্তীটার জন্য রহিতকারী হবে।

সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, তিনদিন অপেক্ষা কম সংক্রান্ত যা কিছু বর্ণিত আছে তা থেকে কোন একটি রিওয়ায়াত তিন দিনের জন্য রহিতকারী হবে। অথবা তিনদিন সম্পর্কিত রিওয়ায়াত তার জন্য রহিতকারী হবে।

অতএব তিনদিন সংক্রান্ত রিওয়ায়াত এই দুই অবস্থা থেকে মুক্ত হবে না। তা পূর্ববর্তী হবে অথবা পরবর্তী। যদি তা পূর্ববর্তী হয়, তাহলে মাহরাম ব্যতীত তিনদিন অপেক্ষা কমের সফর জায়িয হবে। তারপর মাহরাম ব্যতীত তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে সফরের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। তাই এটি তাই হারাম করেছে যা প্রথমোক্ত হাদীস হারাম করেছে এবং এর উপর আরেকটি অবৈধতা বৃদ্ধি করেছে। আর তাহলো, সেই নির্ধারিত সময়, যা তার এবং তিনদিনের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তিনের ব্যবহার, এর উপর ওয়াজিব হলো। যেরূপ উল্লিখিত রিওয়ায়াত দ্বারা এর ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয়। আর যদি তা পরবর্তী(কালের) হয় এবং অন্য রিওয়ায়াত পূর্ববর্তী হয়, তাহলে এটা সেই সমস্ত পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতসমূহের জন্য রহিতকারী গণ্য হবে। এবং যা পূর্ববর্তী তার উপর আমল ওয়াজিব নয়। সুতরাং তিন সংক্রান্ত হাদীসের উপর আমল করা সব অবস্থায় ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যা কিছু এর পরিপন্থী, যদি তা পরবর্তীকালের হয় তা হলে এর উপর আমল করা ওয়াজিব। কিন্তু পূর্ববর্তী কালের হলে এর উপর আমল করা ওয়াজিব নয়।

অতএব সেই বিষয়টি যার উপর আমল করা এবং ওটাকে গ্রহণ করা উভয় অবস্থায় আমাদের জন্য ওয়াজিব, এটা তার থেকে উত্তম বিবেচিত হবে, যার উপর কোন অবস্থায় আমল করা ওয়াজিব হয় এবং কোন অবস্থায় ওয়াজিব নয়। বস্তুত যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তা সাব্যস্ত হওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে,নারী (এর বাসস্থান) এবং হজ্জের (স্থানের) মাঝে তিন দিনের দূরত্ব হয়, তাহলে মাহরাম ব্যতীত হজ্জব্রত পালন করতে পারবে না। যখন মাহরাম হবে না এবং তার এবং মক্কা'র মাঝে সেই দূরত্ব হবে, যা আমরা উল্লেখ করেছি তাহলে সে সেই 'পথ' (সামর্থ্য) লাভকারী হবে না, যা লাভ করার শর্তে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হয়।

একদল 'আলিম বলেছেন যে,নারী'র জন্য মাহরাম ব্যতীত সফর করতে দোষ নেই। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٣٢٦٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْهَا تَقُوْلُ فِى الْمَرْأَةِ تَحُجُّ وَلَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ فَقَالَتْ مَا لِكُلِّهِنَّ ذُوْ مَحْرَمٍ.

৩২৬২. ইউনুস (র) ..... আমরা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি সেই নারী'র ব্যাপারে বলছিলেন, যে মাহরাম ব্যতীত হজ্জ পালন করে, তোমাদের সকলের জন্য মাহরাম সহজলভ্য হয় না।

٣٢٦٣ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْ اَنَّ اَبَاسَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يُفْتِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تُسَافِرَ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَتْ مَالِكُلِّهِنَّ ذُوْ مَحْرَمٍ ـ

৩২৬৩. রবী'উল-মুআয্যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জানানো হলো আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ফতওয়া দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী'র জন্য মাহরাম ব্যতীত সফর করা জায়িয নয় তখন উম্মুল মু'মিনীন (রা) বললেন, প্রত্যেক নারী'র জন্য মাহরাম সহজলভ্য হয় না।

বস্তুত এই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে সেই সমস্ত মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি। সুতরাং এটা তাদের বিরুদ্ধে দলীল যারা এর বিরোধিতা করেন।

যদি কোন প্রশ্নকারী এ কথা বলেন যে, এই সমস্ত রিওয়ায়াতে যে সফর থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে হজ্জের (সফর) এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই উক্ত প্রশ্নকারীর বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে রয়েছে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের সূচনাতে উল্লেখ করেছি, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ কোন নারী যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার স্ত্রী'র সঙ্গে হজ্জ পালনের ইচ্ছা করেছি কিন্তু আমার নাম অমুক অমুক যুদ্ধে তালিকাভুক্ত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ নিজ স্ত্রী'র সঙ্গে হজ্জ পালন কর।

সুতরাং এটা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, সে (নারী) মাহরাম ব্যতীত হজ্জ পালন করতে পারবে না। যদি এরূপ না হত, তা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (সাহাবী) বলতেন, তোমাকে তার কি প্রয়োজন, সে মুসলমানদের সঙ্গে চলে যাবে। আর তুমি এদিকে যাও, তোমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এই নির্দেশ না দেয়া এবং স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ পালনের নির্দেশ প্রদান করা একথার প্রমাণ বহন করে যে, তার জন্য মাহরাম ব্যতীত হজ্জ পালন করা জায়িয নয়।

কোন প্রশ্নকারী বলেছেন যে, তোমরা ইব্ন উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী তিন দিনের দূরত্বের (পথ) মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না। কিন্তু পরবর্তীতে নবী করীম ﷺ থেকে তাঁর এ বক্তব্যের পরিপন্থী কথা বর্ণিত আছে। যেমন নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

٣٢٦٤ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُوَالِيَاتٌ لَهُ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذُوْ مَحْرَمٍ ـ

৩২৬৪. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... বুকাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাফি' (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কিছু দাসী সফর করছিল এবং তাদের সঙ্গে তাদের কোন মাহরাম ছিল না।

উক্ত ব্যক্তিকে (উত্তরে) বলা হবে, এটা সেই বিষয়ের পরিপন্থী নয়, যা আমরা ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি। কেননা আমরা তাঁর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা রিওয়ায়াত করিনি যে, নারী কোন সফর-ই মাহরাম ব্যতীত করতে পারবে না। বরং আমরা তাঁর সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি নারীকে মাহরাম ব্যতীত তিনদিনের সফর করা থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এতে মাহরাম ব্যতীত তিনদিনের দূরত্বে সফর করার নিষেধাজ্ঞা এবং মাহরাম ব্যতীত তার চাইতে কম দূরত্বের সফর বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। সম্ভবত তাঁর সঙ্গে মাহরাম ব্যতীত এই সমস্ত দাসীদের সফর সেই সফর হবে যা নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

অপরাপর আলিমগণ নারী'র জন্য মাহরাম ব্যতীত সফর করার বৈধতা সম্পর্ক আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তিনি মাহরাম ব্যতীত সফর করতেন।

আমাকে (ইমাম তাহাবী র) আমার কতক সাথী মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আররাযী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি বিষয়টি শুধু মাত্র হুক্কাশ আররাযী থেকে জেনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে জিজ্ঞসা করি যে, নারী কি মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারে' ? তিনি বললেন, না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন নারীকে তিন দিন বা তার চাইতে বেশি দূরত্বে তার স্বামী, অথবা পিতা অথবা কোন মাহরাম ব্যতীত সফর করতে নিষেধ করেছেন। হুক্কাশ (র) বলেন, আমি (বিষয়টি) আরযাযীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এতে কোন রূপ দোষ নেই।

আমাকে (ইমাম তাহাবী র) আতা (র) বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) মাহরাম ব্যতীত সফর করতেন। তিনি বলেন, আমি একবার আবূ হানীফা (র)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। আবূ হানীফা (র) বললেন, আরযাযী জানেন না, তিনি কি বিষয় রিওয়ায়াত করছেন। বস্তুত সমস্ত লোক আয়েশা (রা)-এর জন্য মাহরাম ছিলো। তিনি যার সঙ্গেই সফর করতেন মাহরামের সঙ্গেই সফর হত। কিন্তু লোকেরা অন্য নারীদের জন্য অনুরূপ নয়।

সুতরাং এই অনুচ্ছেদে মাহরাম ব্যতীত নারীর জন্য তিনদিনের (দূরত্বের) সফর করার নিষেধাজ্ঞা এবং মাহরাম ব্যতীত তার চাইতে কম (সময়ের) সফর তার জন্য বৈধ হওয়ার বিষয় সাব্যস্ত করে এসেছি। উপরন্তু অন্যান্য শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও নারীর'র উপর ততক্ষণ পর্যন্ত হজ্জ পালন ফরয হবে না, যতক্ষণ না তার সঙ্গে মাহরাম হবে। এর সব কিছুই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢ـ بَابُ الْمَوَاقِيْتِ الَّتِىْ لاَ يَنْبَغِىْ لِمَنْ أَرَادَ الاِحْرَامَ أَنْ يَّتَجَاوَزَهَا اِلاَّ مُحْرِمًا

২. অনুচ্ছেদ ঃ মীকাত, ইহ্রাম ব্যতীত যে স্থান অতিক্রম করা জায়িয নয়

٣٢٦٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةَ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ قِيْلَ لَهُ الْعِرَاقُ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ ـ

৩২৬৫. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল হুলায়ফা', শামবাসীদের (সিরিয়ার) জন্য 'জুহ্ফা', নাজদবাসীদের জন্য 'কারণ' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' (নামক স্থানকে) মীকাত হিসবে নির্ধারণ করেছেন। (ইব্ন উমার বলেন) আমি নিজে তাঁর ﷺ থেকে শুনিনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো তা হলে ইরাক ? তিনি বললেন, তখন ইরাক ছিলো না।

٣٢٦٦ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩২৬৬. ফাহাদ (র) ..... সাদাকা ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন উমার (রা) কে বলতে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, অপরাপর শহরসমূহের ন্যায় ইহ্রামের জন্য ইরাকবাসীদের জন্য মীকাত নেই। তাঁরা এ বিষয়ে (উল্লিখিত) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, অপরাপর সমস্ত হাদীস যা নবী করীম ﷺ থেকে ইহ্রামের মীকাত সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে সেগুলোর কোন একটিতেও ইরাকের উল্লেখ নেই। তারপর তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٢٦٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَرَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالاَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةَ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ ثُمَّ قَالَ فَهِىَ لَهُنَّ وَلِكُلِّ مَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ هِنَّ فَمَنْ كَانَ اَهْلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ فَمِنْ حَيْثُ يَنْشَأُ حَتَّى يَاتِىَ ذٰلِكَ عَلَى اَهْلِ مَكَّةَ ـ

৩২৬৭. ইউনুস (র) ও রবী'উল-মুআয্যিন (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', শামবাসীদের জন্য 'জুহ্ফা', 'নাজ্দবাসীদের জন্য 'কারণ' ও ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' (নামক স্থানকে) মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তারপর বলেছেন ঃ এটা (মীকাত) তাদের জন্য এবং তা থেকে বাইরের লোকদের জন্য। পক্ষান্তরে যার নিবাস মীকাতের ভিতরে রয়েছে সে যেখান থেকে ইচ্ছা ইহ্রাম বাঁধবে মক্কাবাসীদের কাছে আসা পর্যন্ত।

٣٢٦٨ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَوَ بْنَ دِيْنَارٍ عَنْ اِمْرَأَةٍ حَاجَةٍ مَرَّتْ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَتَتْ ذَالْحُلَيْفَةِ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهَا يُجْزِيْهَا لَوْ تَقَدَّمَتْ اِلَى الْجُحْفَةِ فَاَحْرَمَتْ مِنْهَا فَقَالَ عَمْرُو نَعَمْ حَدَّثَنَا طَاوُسُ وَلاَ تَحْسَبَنَّ فِيْنَا اَحَدًا اَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِهِ اِلَى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ـ

৩২৬৮. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... জা'ফর ইব্ন বুরকান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আম্র ইব্ন দীনার (র) কে হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণকারিণী সেই নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, মিনা অতিক্রম করে যুলহুলায়ফায় এসে হায়যগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বললেন, সে যদি জুহ্ফা অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং সেখান থেকে ইহ্রাম বেঁধে নেয় তাহলে এটা তার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে। আম্র (র) বললেন ঃ হাঁ, আমাকে তাউস (র) এটা বর্ণনা করেছেন। আর তোমরা আমাদের মাঝে তাউস (র) অপেক্ষা কাউকে অধিক সত্যবাদী পাবে না, তিনি (তাউস) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'যে ব্যক্তির নিবাস মীকাতের অভ্যন্তরে হবে' থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ উল্লেখ করেননি।

তাঁরা বলেন ঃ অনুরূপভাবে ইরাকবাসীরা এই মীকাতগুলোর যেটি দিয়ে আসবে সেটি তাদের মীকাত হবে, অন্যটি নয়। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহও উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٢٦٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِىْ الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ ـ

৩২৬৯. ইউনুস (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনাবাসীরা 'যুলহুলায়ফা' থেকে শামবাসীরা 'জুহ্ফা' থেকে নাজ্দবসীরা 'কারণ' থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমার নিকট একথাটি পৌঁছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এবং ইয়ামানাবাসীরা 'ইয়লামলাম' থেকে ইহ্রাম বাঁধবে।

٣٢٧٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ ـ

৩২৭০. ইব্ন মারযূক (র) ও আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', শাম (সিরিয়া) বাসীদের জন্য 'জুহ্ফা,' নাজ্দবাসীদের জন্য 'কারণ' ও ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' (নামক স্থানকে) মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

٣٢٧١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৩২৭১. ইউনুস (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং ইরাকবাসীদের মীকাত হলো 'যাত্ ইরক্'। তাদের জন্য এই মীকাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপভাবে নির্ধারণ করেছেন। যেমনি ভাবে অন্য সমস্ত এলাকাবাসীর জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٢٧٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ الْقُطْرُبَلِىُّ وَهِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِىُّ قَالاَ ثَنَا الْمُعَافِى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ اَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ ـ

৩২৭২. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন দাউদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', শাম ও মিসরবাসীদের জন্য 'জুহ্ফা', ইরাকবাসীদের জন্য 'যাত্ইরক' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' (নামক স্থানকে) মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

٣٢٧٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهٰى اَرَاهُ يُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ يَهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيْقُ الْاٰخَرُ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيَهِلُّ اَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَيَهِلُّ اَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَيَهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ ـ

৩২৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, মদীনাবাসীরা 'যুলহুলায়ফা' থেকে এবং দ্বিতীয় পথে 'জুহ্‌ফা' থেকে, ইরাকবাসীরা 'যাত্‌ইরক্‌' থেকে, নাজ্‌দসীরা 'কারণ' থেকে এবং ইয়ামানবাসীরা 'ইয়ালামালাম' থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

٣٢٧٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ وَ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ـ

৩২৭৪. ফাহাদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', শামবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা', ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' এবং ইরাকবাসীদের জন্য 'যাত্‌ইরক্‌' (নামক স্থানকে) মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

٣٢٧٥ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ الْبَصْرَةِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِاَهْلِ الْمَدَائِنِ الْعَقِيْقَ ـ

৩২৭৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন উসমান (র) ও আলী ইব্‌ন আবদির রহমান (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন। তিনি মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', শামবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা', বসরাবাসীদের জন্য 'যাত্‌ইর্‌ক' এবং মাদাঈনবাসীদের জন্য 'আকীক' (নামক স্থানকে) মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তিনি ইরাকবাসীদের জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন, যেমনিভাবে প্রথমোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা অন্যদের জন্য মীকাত সাব্যস্ত করেছেন।

পক্ষান্তরে এই আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) নবী করীম ﷺ থেকে মীকাত নির্ধারণের বিষয়ে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তারপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) নবী করীম ﷺ-এর পরে এ বিষয়ে নিম্নরূপ বলেছেন ঃ

٣٢٧٦ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ

ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ وَلاَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّاسُ لاَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ ـ

৩২৭৬. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', শামবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা', ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' এবং তায়েফবাসীদের জন্য 'কারণ' (নামক স্থানকে) মীকাত নির্ধারণ করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ লোকেরা বলে যে, প্রাচ্যবাসীদের জন্য 'যাতইরক্' (কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন)।

সুতরাং এই ইব্‌ন উমর (রা) বলছেন যে, 'লোকেরা এটি বলেছে'। আর ইব্‌ন উমর (রা) লোকদের দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝিয়েছেন যারা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং সুন্নতের 'আলিম। বস্তুত এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, তাঁরা এটা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলেছেন। কেননা এটা এরূপ বিষয় নয় যা (নিজস্ব) 'রায়' দ্বারা বলা যেতে পারে। বরং তারা সেই কথাটিই বলেছে যা তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবহিত করেছেন। যদি কেউ বলে যে, নবী করীম ﷺ কর্তৃক ইরাকবাসীদের জন্য সে সময় মীকাত নির্ধারণ করা কিভাবে সম্ভব ? অথচ ইরাক তার ইনতিকালের পরবর্তীকালে বিজিত হয়।

তাঁকে (উত্তরে) বলা হবে যে, যেমনিভাবে শামবাসীদের জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন। অথচ শাম তাঁর পরবর্তীকালে বিজিত হয়েছেন। যদি শামবাসীদের মীকাত দ্বারা এর পার্শ্ববর্তী এলাকা উদ্দেশ্য হয়, যা তখন শাম বিজয়ের পূর্বে বিজিত হয়েছিল। তাহলে অনুরূপভাবে ইরাকবাসীদের মীকাত দ্বারা উদ্দেশ্যও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা হবে, যা তখন ইরাক বিজয়ের পূর্বে বিজিত হয়ে ছিল। যেমন তায় এর পাহাড় এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা। আর যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শামবাসীদের জন্য মীকাত সেই ভিত্তিতে নির্ধারণ করে থাকেন, যা তিনি শাম দেশ অতিসত্বর দারুল ইসলাম হওয়ার ব্যাপারে ওয়াহীর মাধ্যমে জ্ঞাত হয়েছিলেন, তাহলে অনুরূপভাবে ইরাকবাসীদের জন্যও মীকাত সেই কারণে নির্ধারণ করেছেন যে, তিনি ওয়াহীর মাধ্যমে ইরাক অতিসত্বর দারুল ইসলাম হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিলেন যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে) পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন অতিসত্বর ইরাকবাসীরা তাদের যাকাতের সম্পদে কি কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং শামবাসীরা তাদের যাকাতের সম্পদে কি পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

٣٢٧٧ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا اَحْمَدَ بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوُحَاظِىُّ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالُوْا ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيْزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدَّيْهَا وَدِيْنَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ اِرْدَبَّتَهَا وَدِيْنَارَهَا وَعُدْتُّمْ كَمَا بَدَأْتُمْ وَعُدْتُّمْ كَمَا بَدَأْتُمْ ثُمَّ يَشْهَدُ عَلٰى ذٰلِكَ لَحْمُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَدَمُهُ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِىْ قِصَّةِ الْحَدِيْثِ ـ

৩২৭৭. আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয বাগদাদী (র) ও ফাহাদ (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইরাকবাসীরা তাদের কফীয (৪৮ সের ওজনের পরিমাপ বিশেষ) ও দিরহাম, শামবাসীরা তাদের মুদ্দ (১৫ মুকুক পরিমাণ ওজন বিশেষ) ও দীনার এবং মিসরবাসীরা

তাদের ইরদাব (২৪ সা' পরিমাণ ওজন বিশেষ) ও দীনার (যাকাত রূপে দিতে) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। আর তোমরা প্রথমোক্ত অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তোমরা প্রথমোক্ত অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তোমরা প্রথমোক্ত অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে; তারপর এর উপর আবূ হুরায়রা (রা)-এর গোশ্‌ত এবং রক্ত সাক্ষী। এই হাদীসের কাহিনীতে কতক রাবীর (বক্তব্য) থেকে অতিরিক্ত বলেছেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরাক বিজয়ের পূর্বে বলেছেন যে, অতিসত্ত্বর ইরাকবাসীরা যাকাত অস্বীকৃতির ব্যাপারে কি কার্যক্রম গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে শাম ও মিসর বিজয়ের পূর্বে শামবাসী ও মিশরবাসীদোর ব্যাপারে বলেছেন।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাঁকে অবহিত করে দেয়ার ভিত্তিতে তিনি এটা বলেছেন। অনুরূপভাবে তিনি অপরাপর এলাকাসমূহের মীকাতের উল্লেখ করতে গিয়ে ইরাকবাসীদের মীকাত সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অবহিত করার কারণে বলেছেন যে, অতিসত্ত্বর তাঁর ইনতিকালের পরে এরূপ হবে। অতএব উল্লিখিত এলাকাসমূহ এবং ইরাকবাসীদের জন্য এই সমস্ত মীকাত প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তাহলো, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٣ـ بَابُ الْاِهْلَالِ مِنْ اَيْنَ يَنْبَغِي اَنْ يَكُوْنَ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ জায়গা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে ?

٣٢٧٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَسَّانٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِذِيْ الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ اَتٰى بِرَاحِلَتِهٖ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهٖ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ ـ

৩২৭৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ যুলহুলায়ফায় সালাত আদায় করেন তারপর নিজ সওয়ারীর নিকট এলেন এবং তাতে সওয়ার হলেন। যখন তাঁর সওয়ারী বায়দা (নামক স্থানে) পৌছাল, তখন তিনি ইহ্‌রাম বাঁধলেন।

٣٢٧٩ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ رَكِبَ نَاقَتَهُ الْقَصْوَاءَ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهٖ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ ـ

৩২৭৯. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে তাঁর 'কাসওয়া' নামী উটনীতে সওয়ার হলেন। যখন সেটি বায়দা (নামক স্থানে) গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তিনি ইহ্‌রাম বাঁধলেন।

٣٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو هُوَ الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ هُوَ ابْنُ اَبِيْ رَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَعْنِيْ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنْ اِهْلَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذِيْ الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهُ ـ

৩২৮০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন মাইমুন (র) ..... আতা ইব্ন আবী রিবাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির (রা) কে বলতে শুনেছেন। তিনি যুলহুলায়ফা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইহ্‌রাম বাঁধার সংবাদ দিচ্ছিলেন। যখন তাঁর উঠনী সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন তাঁরা 'বায়দা' নামক স্থানে ইহ্‌রাম বাঁধাকে পছন্দ করেন। যেহেতু নবী করীম সেখান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ সম্ভবত নবী করীম ﷺ সেখান থেকে এ কারণে ইহ্‌রাম বাঁধেন নি যে, সেটি অন্যস্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য শ্রেষ্ঠ। আমরা তাঁকে লক্ষ্য করছি, তিনি তার হজ্জ পালনের প্রাক্কালে কতক স্থানে কিছু কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে, অবশিষ্ট স্থানসমূহ অপেক্ষা এখানে আমল করার ফযীলত বেশি। যেমন তিনি মিনায় মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবতরণ করেছেন। কিন্তু এটা সুন্নাত হওয়ার ভিত্তিতে নয়, বরং অন্য কারণে এমনটি করেছেন। অবশ্য লোকদের মত বিরোধ রয়েছে যে, সেটি কী ?

এ বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٣٢٨١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لَهُ اِنَّمَا كَانَ مَنْزِلاً نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنَّهُ كَانَ اَسْمَحُ لِلْخُرُوْجِ وَلَمْ يَكُنْ عُرْوَةُ يَحْصِبُ وَلاَ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرُوِىَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَضْرِبَ لَهُ الْخَيْمَةَ وَلَمْ يَأْمُرْنِىْ بِمَكَانٍ بِعَيْنِهِ فَضَرَبْتُهَا بِالْمُحَصَّبِ ـ

৩২৮১. ইউনুস (র) ..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, সেটি (মুহাসসব) একটি মনযিল, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবতরণ করেছিলেন। কেননা সেখান থেকে (মদীনার দিকে) বের হওয়া সহজ ছিল। (তিনি সেখানে সামানাসামগ্রী রেখে মক্কা যেতেন তারপর সেখান থেকে এসে মদীনা যেতেন আর এরূপ সহজ ছিল)। উরওয়া (র) মুহাসসাব উপত্যকায় অবতরণ করতেন না এবং আসমা বিন্‌ত আবী বকর (রা) ও সেখানে অবতরণ করতেন না।

আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য তাঁবু প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানের নির্দেশ দেন নি। তারপর আমি মুহাস্‌সাব উপত্যকায় তা প্রস্তুত করেছি।

٣٢٨٢ـ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِبْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ ـ

৩২৮২. অনুরূপ ভাবে উল্লিখিত হাদীস ইব্ন আবী ইমরান (র) ..... আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٣٢٨٣- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ يَعْنِىْ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّمَا كَانَتِ الْمُحَصَّبُ لاَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَخَافُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَرْتَا دُوْنَ فَيَخْرُجُوْنَ جَمِيْعًا فَجَرَى النَّاسُ عَلَيْهَا -

৩২৮৩. রবী'উল মুআয্যিন (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) (মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবতরণ সম্পর্কে) বলেছেন ঃ মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবতরণ ছিল এই জন্য যে, আরবরা পরস্পরে ভয় করত, তাই তারা একত্রিতভাবে বের হত। তারপর লোকদের মাঝে এ নিয়ম চালু হয়ে যায়।

٣٢٨٤- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلٰى لِتَوْمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَتْ تَمِيْمُ وَرَبِيْعَةُ يَخَافُ بَعْضُهَا بَعْضًا -

৩২৮৪. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ বনূ তামীম গোত্র এবং রবী'আ গোত্র পরস্পরে পরস্পরকে ভয় করত।

٣٢٨٥- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَىْءٍ اِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩২৮৫. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবতরণ করা (ফযীলতের) কিছু না। সেটি একট মনযিল, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবতরণ করেছিলেন।

সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবতরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই অবতরণ সুন্নাতের কারণে ছিল না। অনুরূপভাবে হতে পারে, তাঁর বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে ইহ্‌রাম বাঁধাটাও সুন্নাত হওয়ার কারণে ছিল না।

একদল 'আলিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক বায়দা নামক স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন, তিনি মসজিদের নিকট ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন। তাঁরা বিষয়টি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

٣٢٨٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ تُكَذِّبُوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِىْ مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ -

৩২৮৬. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) .....সালিম (র) এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা এই বায়দা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি (ইহ্‌রাম সম্পর্কে) ভুল তথ্য আরোপ করে থাক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলহুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন।

٣٢٨٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسَ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ مُوْسٰى فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩২৮৭. ইউনুস (র) ..... মূসা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٢٨٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوْسٰى فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩২৮৮. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ..... মূসা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, এই আমল হলো তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করার পর। তাঁরা এর সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٢٨٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً -

৩২৮৯. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ সেই সময় ইহ্রাম বেঁধেছিলেন যখন তাঁর সাওয়ারী তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

٣٢٩٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُهِلُّ اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ -

৩২৯০. রবী'উল জীযী (র) ..... ইব্ন উমর (রা)-এর বরাতে, নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন তাঁর সাওয়ারী থেমে যেত, তখন তিনি ইহ্রাম বাঁধতেন। নাফি' (র) বলেন, ইব্ন উমর (রা) অনুরূপ করতেন।

٣٢٩١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتّٰى اَصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ اَهَلَّ -

৩২৯১. ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলহুলায়ফাতে রাত অতিবাহিত করেন। যখন সকাল হল, তখন তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করেন এবং ইহ্রাম বাঁধেন।

٣٢٩٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاَزْرَقِ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ثَنَا شِهَابٌ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩২৯২. সালিহ্ ইব্ন আবদির রহমান (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁরা বলেন ঃ এটা (ইহ্রাম বাঁধা) তখন হওয়া বাঞ্ছনীয় যখন সাওয়ারী তাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٢٩٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتّٰى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ -

৩২৯৩. ইউনুস (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে নিয়ে তাঁর সাওয়ারী দাঁড়িয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে ইহ্রাম বাঁধতে দেখিনি।

٣٢٩٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَضَعَ رِجْلَهٗ فِى الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهٗ قَائِمَةً اَهَلَّ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ -

৩২৯৪. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলহুলায়ফা নামক স্থানে তখন ইহ্রাম বেঁধেছেন যখন তিনি জিনের সঙ্গে বাঁধা রেকাবে পা রেখেছেন এবং তাঁর সাওয়ারী দাঁড়িয়ে গেছে।

বস্তুত যখন তাঁরা এ বিষয়ে বিরোধ করেছেন, তখন আমরা তাঁদের বিরোধের ভিত্তি কি তা লক্ষ্য করার প্রয়াস পাব। আমরা দেখছি নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক ইব্ন সাহল আল কুফী (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে,নবী করীম ﷺ-এর ইহ্রামের বিষয়ে লোকদের মাঝে বিরোধ কিভাবে হয়েছে ? একদল বলেছেন, তিনি তাঁর জায়নামায থেকেই ইহ্রাম বেঁধেছেন। আরেক দল বলেছেন, যখন সাওয়ারী তাঁকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। পক্ষান্তরে তৃতীয় আরেক দল বলেছেন, যখন তিনি বায়দা নামক স্থানে গিয়ে উঠেছেন তখন (ইহ্রাম বেধেছেন)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি এখনই এ বিষয়ে তোমাদের নিকট বিবরণ পেশ করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জায়নামাযে থেকেই ইহ্রাম বেঁধেছেন। সেখানে একদল উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এটা বর্ণনা করেছেন। যখন তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন তিনি তালবীয়া পাঠ করেন, তখন একদল সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যারা প্রথমবারে ছিলেন না। তাঁরা বলেছেন, তিনি সে সময় ইহ্রাম বেঁধেছেন। তাই তাঁরা এর সংবাদ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যখন তিনি বায়দা নামক স্থানে গিয়ে উঠেছেন, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করেছেন। বস্তুত সেখানে যে দল উপস্থিত ছিলেন, তারা প্রথমোক্ত (দু'স্থানে) উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখনই ইহ্রাম বেঁধেছেন। তাই তাঁরা এর সংবাদ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জায়নামাযেই ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। (অবশিষ্ট দুই স্থানে তিনি শুধু তালবিয়া পাঠ করেছেন আর তাঁরা বুঝেছেন এখন ইহ্রাম বেঁধেছেন)।

সুতরাং আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁদের বিরোধের কারণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, উপরন্তু নবী করীম ﷺ যেই ইহ্রামের সঙ্গে হজ্জের সূচনা করেছিলেন তা তিনি জায়নামাযে বেঁধেছিলেন। বস্তুত আমরা এটাই গ্রহণ করি। কেউ যখন ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা করবে তখন দু'রাক'আত সালাত আদায়ের পরে ইহ্রাম বাঁধা তার জন্য বাঞ্ছনীয়। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে যা ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ

٣٢٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ اَنَّهٗ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ يَقُوْلُ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ فَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهٗ وَقَدْ اَهَلَّ حِيْنَ جَاءَ الْبَيْدَاءَ -

৩২৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... হাবিব ইব্ন সাবিত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) থেকে শুনেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এই সব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কখনও সাওয়ারী তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর তালবিয়া পাঠ করেছেন, কখনও তিনি বায়দা নামক স্থানে তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার পর তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٤ـ بَابُ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ هِيَ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া'র পদ্ধতি

٣٢٩٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ـ

৩২৯৬. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তালবিয়া ছিলো (নিম্নরূপ) ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ـ

'আমি হাযির, হে আল্লাহ্! আমি হাযির, আমি হাযির, কেউ তোমার শরীক নেই,আমি হাযির, সব হাম্দ ও সব নিয়ামত তো তোমারই'।

٣٢٩٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى عَطِيَّةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِنِّىْ لاَحْفَظُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّىْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ اَيْضًا ـ

৩২৯৭. ফাহাদ (র) ..... আবূ আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ অবশ্যই আমার স্মরণ আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে তালবিয়া পড়তেন। তারপর তিনি ও উল্লিখিত তালবিয়াটি পাঠ করেন।

٣٢٩٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَه عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ كَذٰلِكَ وَزَادَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ ـ

৩২৯৮. ইউনুস (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তালবিয়া ছিল অনুরূপ। তবে তিনি নিম্নোক্ত বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ (আর সব সাম্রাজ্যও তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই)।

٣٢٩٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا اَيُّوْبُ وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ـ

৩২৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٠٠ـ حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبّٰى فِيْ حَجَّتِهٖ كَذٰلِكَ أَيْضًا ـ

৩৩০০. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ পালনের প্রাক্কালে অনুরূপ তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٣٣٠١ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ زَبَّارٍ قَالَ ثَنَا شَرْقِيُّ بْنُ قُطَامِيٍّ قَالَ أَنَا أَبُوْ طَلَقٍ الْعَائِذِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَرَاحِيلَ بْنَ الْقَعْقَاعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَعْدِ يْكَرِبَ يَقُوْلُ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مُنْذُ قَرِيْبٍ وَنَحْنُ إِذَا حَجَجْنَا نَقُوْلُ لَبَّيْكَ تَعْظِيْمًا إِلَيْكَ عُذْرًا ـ هٰذِهٖ زُبَيْدُ قَدْ أَتَتْكَ قَسْرًا تَغْدُوْا بِهِمْ مُضَمَّرَاتٍ شَزْرًا يُقْطَعْنَ خَبْتًا وَجِبَالًا وَعْرًا قَدْ خَلَفُوْا الْأَنْدَادَ خِلْوًا صِفْرًا وَنَحْنُ الْيَوْمَ نَقُوْلُ كَمَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ وَكَيْفَ عَلَّمَكُمْ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ عَلٰى مِثْلِ مَا فِي الْحَدِيْثِ الَّذِيْ قَبْلَ هٰذَا ـ

৩৩০১. আবূ উমাইয়া (র) ..... শারাহীল ইব্ন কা'কা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আম্র ইব্ন মা'দীকারাবা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি দেখেছি, অল্প কিছু দিন আগে আমরা হজ্জ পালন করতে নিম্নোক্ত শব্দে তালবিয়া পাঠ করতাম ঃ

لَبَّيْكَ تَعْظِيْمًا إِلَيْكَ عُذْرًا ـ هٰذِهٖ زُبَيْدُ قَدْ أَتَتْكَ قَسْرًا ـ تَغْدُوْا بِهِمْ مُضَمَّرَاتٍ شَزْرًا ـ يُقْطَعْنَ خَبْتًا وَجِبَالًا وَعْرًا قَدْ خَلَفُوْا الْأَنْدَادَ خِلْوًا صِفْرًا ـ

তিনি বলেন, আজকাল আমরা সেই সমস্ত বাক্যাবলী পাঠ করি, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনাদেরকে তিনি কিভাবে শিখিয়েছেন। তিনি পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লিখিত তালবিয়ার অনুরূপ তালবিয়ার উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, হজ্জ পালনে অনুরূপ তালবিয়া পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। তবে একদল 'আলিম বলেন, কোন ব্যক্তি নিজ পছন্দ অনুযায়ী তাতে আল্লাহ্র যিক্র-এর সংযোজন করতে চাইলে কোন দোষ নেই। আর এটা ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম সাওরী (র) ও ইমাম আওযাঈ (র)-এর অভিমত। তাঁরা এ বিষয়ের দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٣٠٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَهُ وَقَالَ أَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ إِلٰهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ ـ

৩৩০২. ইউনুস (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তালবিয়ায় এ বাক্যও ছিল ঃ لَبَّيْكَ إِلٰهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ

তাঁরা এ বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত (নিম্নোক্ত) হাদীসও উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٣٠٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَنَا اَيُّوْبُ وَ عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالُوْا جَمِيْعًا عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَزِيْدُ فِى التَّلْبِيَةِ عَلَى التَّلْبِيَةِ الَّتِىْ قَدْ ذَكَرْنَا هَا عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

৩৩০৩. ইউনুস (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেনে যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) এই তালবিয়া'র সঙ্গে যা আমরা তাঁরই সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উল্লেখ করেছি, নিম্নোক্ত বাক্যাবলী বৃদ্ধি করতেন ঃ

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ -

'আমি হাযির, আমি হাযির, আমি হাযির, আমি তোমার সাহায্যে ভাগ্যবান। সকল কল্যাণ তোমারই হাতে, বান্দা হাযির, সব আগ্রহ তোমার উদ্দেশ্যেই, আমলও তোমার জন্যই'।

তাঁরা বলেছেন, অনুরূপ শব্দাবলী তালবিয়াতে বৃদ্ধি করাতে কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে তালবিয়া লোকদেরকে শিখিয়েছেন তাতে বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়। আমরা তা আম্‌র ইব্‌ন মা'দী কারাবা (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ করেছি। তারপর অন্য হাদীস সমূহ মুতাবিক তিনি এর উপর আমলও করেছেন আর তিনি যাকে এটা (তালবিয়া) শিখিয়েছেন তাকে তো আর অসম্পূর্ণ শিখাননি এবং তাকে এটাও বলেননি যে, এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যা ইচ্ছা কর বলতে পার। বরং তা তাকে সালাতের তাকবীরের ন্যায় শিখিয়েছেন। বস্তুত এখানে তাকবীর ব্যতীত কোন আমল করা সঠিক নয়। সুতরাং যেভাবে সেখানে শিখানো বাক্যাবলীর উপর কোন কিছু বৃদ্ধি করা জায়িয নয়, অনুরূপভাবে তালবিয়াতেও তাঁর শিখানো বাক্যাবলীর উপর কোন কিছু বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়।

সা'দ (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٣٣٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يُلَبِّى يَقُوْلُ لَبَّيْكَ ذَاالْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ وَقَالَ سَعْدُ مَا هٰكَذَا كُنَّا نُلَبِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৩০৪. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আমের ইব্‌ন সা'দ (র)-এর পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত তালবিয়া বলতে শুনেছেন, সে বলছিলো ঃ لَبَّيْكَ ذَالْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ বান্দা হাযির, হে উচ্চতার অধিকারী, বান্দা হাযির'। এতে সা'দ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে এরূপ তালবিয়া পাঠ করতাম না।

বস্তুত এখানে সা'দ (রা), তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক শিখানো তালবিয়ার উপর বৃদ্ধি করা অপছন্দ করেছেন। আর এটাই আমাদের মতাদর্শ।

٥- بَابُ التَّطْيِيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার প্রসংগে

٣٣٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْجِعْرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ وَهُوَ مُصْفِرُ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ قَدْ اَحْرَمْتُ وَاَنَا كَمَا تَرٰى فَقَالَ اِنْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِيْ حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِيْ عُمْرَتِكَ -

৩৩০৫. আবূ বাক্রা ইব্ন কুতায়বা (র) ..... সফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা, ইব্ন উমাইয়া (র) এর পিতা ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি জি'ইর্রানা নামক স্থানে নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়, তার পরনে পশমী জুব্বা এবং তার দাড়ি ও মাথায় হলুদ রঙ ছিল। সে বলল ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইহ্রাম বেঁধেছি এবং আমার অবস্থা হল যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন"। তিনি বললেন, তোমার জুব্বা খুলে ফেল এবং হলুদ রঙ ধুয়ে ফেল। আর তোমার হজ্জ পালনে যা কিছু কর, উমরাতেও তা কর।

একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ইহ্রাম বাঁধার প্রাক্কালে সুগন্ধি ব্যবহার করাকে অপসন্দ করেন। তাঁরা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ও উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসকে (নিজেদের) প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন ঃ

٣٣٠٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَدَ رِيْحَ طِيْبٍ وَهُوَ بِذِيْ الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ مِمَّنْ هٰذِهِ الرِّيْحُ الطَّيِّبَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مِنِّيْ فَقَالَ عُمَرُ مِنْكَ لَعَمْرِيْ مِنْكَ لَعَمْرِيْ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ طَيَّبَتْنِيْ وَاَقْسَمَتْ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَنَا اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ اِلَيْهَا فَتَغْسِلَهُ عِنْدَهَا اِلَيْهَا فَغَسَلَهُ فَلَحِقَ النَّاسَ بِالطَّرِيْقِ -

৩৩০৬. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একবার যুলহুলায়ফাতে সুগন্ধির ঘ্রাণ অনুভব করেন। তিনি বললেন, এ সুগন্ধি কার কাছ থেকে আসছে ? মুয়াবিয়া (রা) বললেন, আমার কাছ থেকে। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম তোমার থেকে ? মুয়াবিয়া (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার প্রতি (শাস্তির ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করবেন না। উম্মু হাবীবা (রা) আমাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছে এবং আমাকে কসম দিয়েছে। উমর (রা) তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি, তুমি তাঁর (উম্মু হাবীবা) নিকট ফিরে যাও এবং সেখানে তাঁর কাছে গিয়ে তা ধুয়ে ফেল। সুতরাং তিনি তাঁর নিকট ফিরে গেলেন এবং তা ধুয়ে ফেলেন। তারপর তিনি পথে লোকদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

٣٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ حَمَّادُ عَنْ اَيُّوبَ فَذَكَرَ مِثْلَه -

৩৩০৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আয়্যূব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٠٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَه -

৩৩০৮. ইউনুস (র) ..... আসলাম (র) উমর থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٠٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهٗ -

৩৩০৯. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আসলাম (র) এর বরাতে উমর (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٣١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَرَاٰى رَجُلاً يُرِيْدُ اَنْ يُّحْرِمَ وَقَدْ دَهَنَ رَأْسَه فَاَمَرَ بِهٖ فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالطِّيْنِ -

৩৩১০. ইব্ন মারযূক (র) ..... সা'দ ইব্ন ইব্রাহীম (র)-এর পিতা ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার যুলহুলায়ফাতে উসমান (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা পোষণ করছিল এবং সে তার মাথায় তেল লাগাচ্ছিল। তিনি তাকে নির্দেশ দিলে সে মাটি দ্বারা নিজ মাথা ধুয়ে ফেলল।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা ইহ্রামের প্রাক্কালে সুগন্ধি ব্যবহারে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেন, ইয়া'লা (রা)-এর হাদীসে আমাদের বিরোধীদের জন্য কোন দলীল নেই। কেননা, সেই ব্যক্তির উপর যে সুগন্ধি ছিল, তা ছিল হলুদ রঙ যাকে 'খালূক (সুগন্ধি বিশেষ) বলা হয়। আর তা এমনিতেই পুরুষের জন্য মাকরূহ, ইহ্রামের কারণে নয়। যেহেতু তা ইহ্রাম অবস্থায় এবং হালাল অবস্থায় সাধারণভাবে (পুরুষের জন্য) মাকরূহ। বস্তুত সেই সুগন্ধি ইহ্রামের সময় জায়িয বিবেচিত হবে, যা কিনা হালাল অবস্থায় জায়িয হিসাবে বিবেচিত। আর ইয়ালা (রা) থেকেই বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ সেই ব্যক্তিকে যে সুগন্ধি ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিল 'খালূক'।

٣٣١١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً لَبَّى بِعُمْرَةٍ وَّعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَىْءٌ مِّنْ خَلُوْقٍ فَاَمَرَه اَنْ يَنْزِعَ الْجُبَّةَ وَيَمْسَحَ خَلُوْقَه وَيَصْنَعَ فِىْ عُمْرَتِهٖ مَا يَصْنَعُ فِىْ حَجَّتِهٖ -

৩৩১১. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... ইয়া'লা ইব্ন মুনাইয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করেছে, তাঁর পরনে জুব্বা এবং কিছু 'খালূক' ছিল। তিনি তাকে জুব্বা খুলে ফেলার, 'খালূক' মুছে ফেলার এবং উমরাতে সেই কাজ করার নির্দেশ দিলেন যা হজ্জে করে থাকে।

٣٣١٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ اَبِيْ رَبَاحٍ حَدَّثَه عَنْ ابْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَه -

৩৩১২. ইউনুস (র) ..... ইয়া'লা ইব্‌ন মুনাইয়া এর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ ثَنَا عَطَاءُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّه قَالَ وَاغْسِلْ عَنْكَ اَثَرَ الْخَلُوْقِ وَالصُّفْرَةَ -

৩৩১৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সফওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া (র)-এর পিতা সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, তিনি (ﷺ) ইরশাদ করেছেন ঃ তোমার থেকে 'খালূক' বা হলুদ রঙের চিহ্ন ধুয়ে ফেল।

٣٣١٤- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَمَنْصُوْرُ وَابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ جُبَّتِيْ هٰذِه وَعَلٰى جُبَّتِه رَدُوْعُ مِنْ خَلُوْقٍ وَالنَّاسُ يَسْخَرُوْنَ مِنِّيْ فَاَطْرَقَ عَنْهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ اِخْلَعْ عَنْكَ هٰذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ هٰذَا الزَّعْفَرَانَ وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِيْ حَجَّتِكَ -

৩৩১৪. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে হাযির হয়ে বলল 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইহ্‌রাম বেঁধেছি এবং আমার পরনে এই জুব্বাটি ছিল। আর তার জুব্বাটিতে 'খালূকে'র (যাফরান মিশ্রিত সুগন্ধি) কিছু চিহ্ন ছিল। লোকেরা আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে। তিনি কিছুক্ষণ পর তাকে বললেন, তুমি এই জুব্বাটি খুলে ফেল এবং তোমার (ব্যবহৃত) যাফরান ধুয়ে নাও। আর উমরাতে তাই কর, যা হজ্জে করে থাক।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হল যে, নবী করীম ﷺ যে সুগন্ধি ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিল 'খালূক'। আর তা ইহ্‌রাম ও হালাল উভয় অবস্থায় নিষিদ্ধ। সম্ভবত নবী করীম ﷺ তাকে এ উদ্দেশ্যে ধুতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি পুরুষকে যাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এই জন্য নয় যে, এটা সেই সুগন্ধি ছিল যা ইহ্‌রাম পূর্বে লাগান হয়, এরপর ইহ্‌রাম এটাকে হারাম করে দেয়।

নবী করীম ﷺ কর্তৃক পুরুষদেরকে যাফরান থেকে নিষেধ করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٣٣١٥- فَاِنَّ ابْنَ اَبِيْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ -

৩৩১৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেকে যাফরান লাগাতে নিষেধ করেছেন।

Contents

٣٣١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ -

৩৩১৬. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেরকে যাফরান লাগাতে নিষেধ করেছেন।

٣٣١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৩১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... হাম্মাদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣١٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ قَالَ اُرَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلَ اَنْ يَتَزَعْفَرَ -

৩৩১৮. ইউনুস (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষকে যাফরান লাগাতে নিষেধ করেছেন।

٣٣١٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ -

৩৩১৯. সালিহ্ ইব্‌ন আবদির রহমান (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাফরান লাগাতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ قَالَ عَلِىٌّ فِيْمَا ذَكَرَ ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ خَاصَّةً لَقِيْتُ اِسْمٰعِيْلَ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ وَاَخْبَرْتُهُ اَنَّ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا بِهٖ عَنْهُ فَقَالَ لِىْ لَيْسَ هٰكَذَا حَدَّثْتُهُ اِنَّمَا حَدَّثْتُهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ عِمْرَانَ اَرَادَ بِذٰلِكَ اَنَّ النَّهْىَ الَّذِىْ كَانَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ وَقَعَ عَلَى الرِّجَالِ خَاصَّةً دُوْنَ النِّسَاءِ -

৩৩২০. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাফরান লাগাতে নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন আবী ইমরান বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আলী ইব্‌ন জা'দ (র) বলেছেন, তারপর আমি ইসমাঈল-এর সাথে সাক্ষাত করে এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি এবং তাঁকে সংবাদ দেই যে, শু'বা (র) তাঁর বরাতে আমাদেরকে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাকে বলেন, আমি তাঁকে এভাবে বর্ণনা করিনি, বরং আমি তাঁকে এটি বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেরকে যাফরান লাগাতে নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন আবী ইমরান বলেন, এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হল যে, নবী করীম ﷺ-এর পক্ষ থেকে এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়।

٣٣٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلٰى اَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ اَلَكَ امْرَأَةٌ فَقَالَ لاَ فَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ-

৩৩২১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আতা ইব্‌ন সায়িব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হাফ্‌স ইব্‌ন আমর (র) কে ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি একবার নবী করীম ﷺ -এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি 'খালূক' (যাফরান মিশ্রিত সুগন্ধি) লাগিয়ে ছিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি নারী ? তিনি বললেন, জী না। তিনি বললেন, যাও, তা ধুয়ে ফেল।

٣٣٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ عَنْ يَعْلٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ حَدِيْثَهُ وَقَالَ عَلِيٌّ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو وَاَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الثَّقَفِيْ-

৩৩২২. আবূ বাকরা (র) ও আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইয়া'লা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ বাকরা (র) তাঁর বর্ণনায় এরূপই বলেছেন। আতা ইব্‌ন সায়িব থেকে বর্ণিত আলী ইব্‌ন শায়বা (র) তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, আমি এটা আবূ হাফ্‌স ইব্‌ন আম্‌র অথবা আবূ আম্‌র ইব্‌ন হাফ্‌স সকফী (র) থেকে শুনেছি।

٣٣٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَوْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ وَطِيْبُ الرِّجَالِ رِيْحٌ لاَ لَوْنَ اَلاَ وَطِيْبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لاَرِيْحَ-

৩৩২৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইমরান ইবন্ হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শোন! পুরুষদের সুগন্ধিতে ঘ্রাণ হয়, রং হয় না, পক্ষান্তরে নারীদের সুগন্ধিতে রং হয়, ঘ্রাণ হয় না।

٣٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ-

৩৩২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-হাযরামী (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلْمِ الْعَلَوِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ صُفْرَةٌ فَلَمَّا قَامَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَمَرْتُمْ هٰذَا يَدَعُ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيُوَاجِهُ الرَّجُلَ بِشَيْءٍ فِيْ وَجْهِهِ-

৩৩২৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে হাযির হল, তার (শরীরে) হলুদ রং ছিল। যখন সে দাঁড়াল, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, কী-ই না ভাল হত যে, যদি তোমরা তাকে এই হলুদ রং পরিহারের নির্দেশ (পরামর্শ) দিতে ? আনাস (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ কাউকে কোন বিষয়ে মুখের উপর নিষেধ করতেন না।

٣٣٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرَ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ جَدَّيْهِ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلٰوةُ رَجُلٍ فِىْ جَسَدِهٖ شَىْءٌ مِنْ خَلُوْقٍ -

৩৩২৬. আবূ বাকরা (র) ..... রবী' ইব্‌ন আনাস তাঁর পিতামহ ও মাতামহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন আমরা আবূ মুসা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তির সালাত কবূল হবে না, যার শরীরে কিছু 'খালূক' লেগে রয়েছে।

٣٣٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِىْ كَانَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ وَاَنَا مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ فَذَهَبْتُ فَاَخَذْتُ شَيْئًا فَجَعَلْتُ اَتَتَبَّعُ بِهٖ وَضْرَهُ -

৩৩২৭. আবূ বাকরা (র) ..... উম্মু হাবীবা (রা) এর বরাতে এরূপ এক ব্যক্তি থেকে রিওয়ায়াত করেন, যে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে হাযির হন। তিনি বলেন, একবার আমি কোন প্রয়োজনে নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলাম, অথচ আমি 'খালূক' লাগিয়েছিলাম। তিনি বললেন, যাও এবং তা ধুয়ে ফেল। তিনি বলেন, আমি গেলাম এবং তা ধুয়ে আবার এলাম। তিনি (পুন) বললেন, যাও এবং তা ধুয়ে ফেল। আমি গেলাম এবং কিছু একটা নিয়ে এর দাগ দূর করতে লাগলাম।

বস্তুত এই সমস্ত রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদেরকে যাফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর ইয়া'লা (রা) -এর রিওয়ায়াত মুতাবিক তিনি যে জনৈক ব্যক্তিকে সুগন্ধি ধুয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন, এর কারণ হল যে, তা পুরুষদের সুগন্ধির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর তাতে এ কথার প্রমাণ নেই যে, যে ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা পোষণ করে, সে এরূপ সুগন্ধি যার চিহ্ন বাকী থাকে লাগাতে পারে না কি পারে না।

এ বিষয়ে তাঁরা উমর (রা) ও উসমান (রা) থেকে যা রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন ঃ

٣٣٢٨- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًا فَرَافَقَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاصِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْاِحْرَامِ قَالَ اغْسِلُوْا رُؤُسَكُمْ بِهٰذَا الْخِطْمِىِّ الْاَبْيَضِ وَلاَ يَمَسُّ اَحَدٌ مِنْكُمْ غَيْرَهُ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذٰلِكَ شَىْءٌ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ فَسَاَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَمَّا اِبْنُ عُمَرَ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا اُحِبُّهُ وَاَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاَضْمَخُ بِهٖ رَأْسِيْ ثُمَّ اُحِبُّ بَقَاءَهٗ ـ

৩৩২৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... উয়ায়না ইব্‌ন আবদুর রহমান এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হজ্জ পালনে চললাম। উসমান ইব্‌ন আবিল আস্ (রা) আমার সফর সঙ্গী হলেন। যখন ইহ্‌রাম বাঁধার সময় হল তখন তিনি বললেন, "এই সাদা খিত্‌মী (তৃণ বিশেষ) দ্বারা নিজের মাথা ধুয়ে নাও।" আর তোমাদের কেউ যেন এটা ব্যতীত অন্য সুগন্ধি ব্যবহার না করে। এতে আমার অন্তরে কিছুটা (খটকা) সৃষ্টি হল। তারপর আমি মক্কায় এলাম এবং এ বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, আমি এটা পছন্দ করি না। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি এটা মাথায় লাগাই এরপর এটা অবশিষ্ট থাকাটাকে পছন্দ করি।

সুতরাং এখানে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ বিষয়ে উমর (রা), উসমান (রা), ইব্‌ন উমর (রা) ও উসমান ইব্‌ন আবুল আস (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন।

বস্তুত এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে এর বৈধতা প্রমাণিত হয় ঃ

٣٣٢٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ يَعْنِيْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانِّيْ اَنْظُرُ اِلَيَّ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِيْ مَفْرَقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ

৩৩২৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুলের সিঁথিতে সুগন্ধির ঝলক দেখতে পাচ্ছি, অথচ তিনি মুহরিম (ইহ্‌রাম অবস্থায়) ছিলেন।

٣٣٣٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ ـ

৩৩৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٣١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوٗدَ عَامِرِ الْعَقْدِيُّ قَالَا ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

৩৩৩১. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٣٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

৩৩৩২. ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٣٣ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهٗ ـ

৩৩৩৩. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٣٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تُطَيِّبُ النَّبِىَّ بِاَطْيَبِ مَا تَجِدُ مِنَ الطِّيْبِ قَالَتْ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَرٰى وَبِيْضَ الطِّيْبِ فِىْ رَأْسِهٖ وَلِحْيَتِهٖ ـ

৩৩৩৪. ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে তাঁর নিকট রক্ষিত সর্বোত্তম সুগন্ধি লাগাতেন। তিনি বলেন, এমনকি যেন আমি তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে সুগন্ধির ঝলক দেখতে পাচ্ছি।

٣٣٣٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الْغَمْرِ قَالَ اَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ اِحْرَامِهٖ ـ

৩৩৩৫. ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর ইহ্রাম-এর সময় সর্বোত্তম মিশ্রিত সুগন্ধি লাগাতাম।

٣٣٣٦ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَخِيْهِ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهٖ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ ـ

৩৩৩৬. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর ইহ্রামের সময় অত্যন্ত উত্তম সুগন্ধি, যা সহজলভ্য হত, লাগিয়েছি।

٣٣٣٧ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ لِاِحْرَامِهٖ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ ـ

৩৩৩৭. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে ইহ্রামের জন্য নিজ হাতে সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٣٣٣٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهٗ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحِرْمِهٖ حِيْنَ اَحْرَمَ ـ

৩৩৩৮. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইহ্রাম বাঁধার সময় ইহ্রামের জন্য সুগন্ধি লাগিয়েছি।

উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন, আমাকে আবূ বকর ইব্ন হায্ম এই বিষয়টি আম্রা থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٣٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৩৩৯. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْقَاسِمِ بْنِ الْقَاسِمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৩৪০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا اَفْلَحُ هُوَ ابْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৩৪১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٤٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৩৪২. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ لِحِرْمِهِ وَلِحِلِّهِ -

৩৩৪৩. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য এবং হালাল (ইহ্‌রাম ব্যতীত) অবস্থায়ও সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٣٣٤٤- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِاَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ بِالطَّيِّبِ الطَّيِّبِ عِنْدَ اِحْلَالِهِ وَقَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ -

৩৩৪৪. ফাহাদ (র) ..... উসমান ইব্‌ন উরওয়া (র)-এর পিতা উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কী বস্তু দ্বারা সুগন্ধি লাগিয়েছেন ? তিনি বললেন, আমি তাঁকে হালাল অবস্থায় এবং ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে সর্বোত্তম সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٣٣٤٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ -

৩৩৪৫. নাসর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইহ্‌রাম বাঁধার সময় এবং হালাল অবস্থায় সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٣٣٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِلْحِلِّ وَالْاِحْرَامِ -

৩৩৪৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য এবং হালাল অবস্থায় সুগন্ধি লাগিয়েছি।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন, বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ এবং এটা ইহ্‌রামের পরেও তাঁর মাথার সিঁথিতে অবশিষ্ট থাকত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও এ বিষয়টি বর্ণিত আছে। যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٣٣٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ اَبُوْ الْكَرُوْسِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُوْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الاَشَجِّ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتَ سَعْدٍ تَقُوْلُ كُنْتُ اَشْبَعُ رَأْسَ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ لِحُرْمِهِ بِالطِّيْبِ -

৩৩৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন তামাম আবুল কারূস (র) ..... মাখরামা ইব্‌ন বুকাইর এর পিতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি আয়েশা বিন্‌ত সা'দ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ইহ্‌রামের জন্য তাঁর মাথায় উত্তমভাবে সুগন্ধি লাগাতাম।

٣٣٤٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ ذَرَّةُ قَالَتْ كُنْتُ اُغَلِّفُ رَأْسَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ عِنْدَ اِحْرَامِهَا -

৩৩৪৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, দাররা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে মিশ্রিত সুগন্ধি দ্বারা আদ্র করতাম আয়েশা (রা)-এর ইহ্‌রামের সময় আমি তাঁর মাথায় কস্তুরী ও আম্বর দ্বারা সুগন্ধি লাগাতাম।

٣٣٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ حُكَيْمَةُ قَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ ابْنَةُ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ اُمِّهَا ابْنَةِ النَّجَارِ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَجْعَلْنَ عَصَائِبَ فِيْهِنَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ فَيَعْصِبْنَ بِهَا اَسَافِلَ شُعُوْرِهِنَّ عَلَى جِبَاهِهِنَّ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمْنَ ثُمَّ يُحْرِمْنَ كَذٰلِكَ يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِيْ قِصَّةِ الْحَدِيْثِ -

৩৩৪৯. আবূ বিশ্‌র রকী (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... বিন্‌ত আবী হাকীম-এর মাতা বিন্‌ত নাজ্জার থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণের নিকট কিছু পট্টি ছিল, যাতে ওয়ার্‌স (সুগন্ধিযুক্ত তৃণ বিশেষ) এবং যাফরান লাগান থাকত। তাঁরা ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এগুলোর সঙ্গে চুলের নিচের অংশকে ললাটে বাঁধার পর ইহ্‌রাম বাঁধতেন। এ হাদীসের কাহিনীতে এক রাবী অন্য রাবী থেকে কম-বেশি করেন।

٣٣٥٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ الاِحْرَامِ -

৩৩৫০. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইহ্‌রামের সময় অত্যন্ত উত্তম মিশ্রিত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

বস্তুত এই সমস্ত রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবা (রা) থেকে আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতের অনুকূলে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি লাগাতেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর এটাই অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র) এ বিষয়ে উমর (রা), উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা), উসমান ইব্‌ন আবীল আস (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতের মর্ম গ্রহণ করে এটাকে মাক্‌রূহ বলেছেন।

এ বিষয়ে তাঁর দলীল হল ঃ আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতে যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি লাগানোর উল্লেখ রয়েছে। আর সেটা তো তাঁর ইহ্‌রামের ইচ্ছা করার সময়ের কথা। হতে পারে উম্মুল মু'মিনীন! সে সময় এমনটি করেছেন। তারপর তিনি ইহ্‌রাম বাঁধার সময় তা ধুয়ে ফেলেছেন। অতএব ধুয়ে ফেলার কারণে তাঁর শরীর থেকে সুগন্ধি বিদূরিত হয়ে গেছে এবং ঘ্রাণ অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, আয়েশা (রা)-এর হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইহ্‌রামের পরে তাঁর মাথায় সুগন্ধির ঝলক দেখতাম।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে ঃ হতে পারে ধুয়ে ফেলার পর সেটা অবশিষ্ট রয়েছে। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। আর সুগন্ধির অবস্থা এরূপই। অনেক সময় মানুষ তা নিজের চেহারা বা হাত থেকে ধুয়ে ফেলে এবং তা বিদূরিত হয়ে যায় কিন্তু তার ঝলক অবশিষ্ট থেকে যায়।

সুতরাং যখন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে উপরে উল্লিখিত সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমরা লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব যে, তাঁর থেকে এরূপ কিছু বর্ণিত আছে কিনা যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুকূলে প্রমাণ বহন করে ঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

٣٣٥١- فَاِذَا فَهْدٌ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ فَقَالَ مَا اُحِبُّ اَنْ اُصْبِحَ مُحْرِمًا يَنْضَحُ مِنِّىْ رِيْحُ الطِّيْبِ فَاَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْضَ بَنِيْهِ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لِيُسْمِعَ اَبَاهُ مَا قَالَتْ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ طَافَ فِىْ نِسَائِهِ فَاَصْبَحَ مُحْرِمًا فَسَكَتَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

৩৩৫১. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুন্‌তাশির এর পিতা মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইহ্‌রামের প্রাক্কালে সুগন্ধি লাগানোর বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি এতে বললেন, আমি পছন্দ করি না যে, এই অবস্থায় মুহ্‌রিম হব, যখন কিনা আমার থেকে সুগন্ধির সুঘ্রাণ ছড়াতে থাকবে। তারপর ইব্‌ন উমর (রা) নিজের জনৈক ছেলেকে আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠালেন যেন সে ফিরে এসে পিতাকে তাঁর বক্তব্য শুনায়। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সুগন্ধি লাগিয়েছি। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট চলে যান (মিলিত হন)। এরপর মুহরিম হয়ে গিয়েছেন। এতে ইব্‌ন উমর (রা) চুপ হয়ে যান।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধা এবং সুগন্ধি লাগানোর মাঝে গোসল বিদ্যমান ছিল। কেননা তিনি তাঁদের নিকট গোসল ব্যতীত যেতেন না। এই সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা আয়েশা (রা) যেন সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন যাদের নিকট ইহ্‌রামের পরে মুহরিম থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ আসা মাকরূহ। যেমনটি ইব্‌ন উমর (রা)ও ওটাকে অপছন্দ করতেন। তবে ইহ্‌রামের পরে মুহ্‌রিমের শরীরে সুগন্ধি অবশিষ্ট থাকতো, যদিও সে ইহ্‌রামের পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়ে থাকে, মাকরূহ নয়। সুতরাং এই হাদীসটি গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য এর বিষয়বস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এই সমস্ত রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তু আমরা ব্যাখ্যা করেছি। তারপর আমাদের জন্য জরুরী হল, যৌক্তিকভাবে এই বিরোধপূর্ণ বিষয়টির সমাধান সম্পর্কে অবগত হওয়া। আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইহ্‌রামের কারণে জামা, পায়জামা, মোজা ও পাগড়ী পরিধান থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সুগন্ধি লাগানো, শিকারের হত্যা এবং তা পাকড়াও থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। এরপর আমরা লক্ষ্য করছি যে, যে ব্যক্তি ইহ্‌রামের পূর্বে জামা বা পায়জামা পরিধান করে, এরপর ইহ্‌রাম বাঁধে, তাহলে তাকে তা খুলে ফেলার নির্দেশ রয়েছে। যদি সে তা না খুলে বরং নিজের পরনে রেখে দেয়, তাহলে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় বিবেচিত হবে যে কিনা ইহ্‌রামের পরে নতুনভাবে পরিধান করেছে। আর তার উপর সেই বস্তু ওয়াজিব হবে যা ইহ্‌রামের পরে নতুনভাবে পরিধানকারীর উপর ওয়াজিব হয়। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি হারাম শরীফের বাহিরে হালাল অবস্থায় শিকার করে তা নিজ হাতে আটকিয়ে রাখে, এরপর সে ইহ্‌রাম বাঁধে এবং তা তার হাতে থাকে, তাহলে তাকে তা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। যদি সে তা না ছাড়ে তাহলে এটা আটক রাখা সেই শিকারের ন্যায় হবে যা ইহ্‌রামের পরে পাকড়াও করেছে এবং আটক করেছে। সুতরাং আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তা যখন এরূপ এবং ইহ্‌রামের পরে মুহরিমের জন্য সুগন্ধি লাগানো অপরাপর হারামের ন্যায় হারাম, তাই সেই সুগন্ধি অবশিষ্ট থাকা যা ইহ্‌রামের পূর্বে লাগিয়েছিল, ইহ্‌রামের পরে সুগন্ধি লাগানোর ন্যায় বিবেচিত হবে। বস্তুত কিয়াস ও যুক্তির দাবি এটা-ই এমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। এই অনুচ্ছেদের যুক্তিভিত্তিক পর্যালোচনা এটাই। আর আমরা এই অভিমত কে-ই গ্রহণ করি এবং ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান (র)-এর অভিমত এটাই।

٦-بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিম-এর পোশাক

٣٣٥٢-حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ وَسُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو وبْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ

زَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيْلاً وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ ـ

৩৩৫২. ইব্‌ন মারযূক (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন-খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আরাফাতের ময়দানে নবী করীম ﷺ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লুঙ্গি (তহবন্দ) যোগাড় করতে না পারে, সে পায়জামাই পরিধান করবে, আর যে ব্যক্তি চপ্পল যোগাড় করতে না পারে, সে চামড়ার মোজা পরিধান করবে।

٣٣٥٣ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَرَفَةَ ـ

৩৩৫৩. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'আরাফাতে' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٣٣٥٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৩৫৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আম্‌র ইব্‌ন দীনার (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٥٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩৩৫৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٣٥٦ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَهُوَ يَخْطُبُ ـ

৩৩৫৬. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি 'তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন' বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

٣٣٥٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ اَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَذَكَرَ قُلْتُ وَلَمْ يَقُلْ يَقْطَعُهُمَا قَالَ لاَ ـ

৩৩৫৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ কে ভাষণ দিতে শুনেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। আমি (ইমাম তাহাবী র) জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মোজা দু'টি পায়ের পাতার উপরের অংশ কেটে ফেলার কথা উল্লেখ করেন নি ? তিনি বললেন, না।

٣٣٥٨۔ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَرِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ ۔

৩৩৫৮. হুসাইন ইব্‌ন হাকাম আলজীযী আল কূফী (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি চপ্পল যোগাড় করতে না পারে তবে সে চামড়ার মোজা পরিধান করবে, আর যদি লুঙ্গি যোগাড় করতে না পারে তবে সে পায়জামাই পরিধান করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন, একদল 'আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, কোন ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তি যদি লুঙ্গি যোগাড় করতে না পারে তবে সে পায়জামা পরিধান করবে এবং তার উপর কোন রূপ প্রতিবিধান আরোপিত হবে না। আর কেউ যদি চপ্পল যোগাড় করতে না পারে তবে সে চামড়ার মোজা পরিধান করবে এবং তার উপর কোন কিছু আরোপিত হবে না।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, যা কিছু আপনারা ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনের সময় চামড়ার মোজা এবং পায়জামার বিষয় উল্লেখ করেছেন আমরাও এ মত পোষণ করি এবং প্রয়োজনের তাগিদে এটা পরিধান করা জায়িয মনে করি। কিন্তু এর সাথে সাথে আমরা তার উপর কাফ্‌ফারা (প্রতিবিধান) ও সাব্যস্ত করে থাকি। আর আপনারা যা কিছু রিওয়ায়াত করেছেন, তাতে কাফফারার আবশ্যকতার অস্বীকৃতি নেই, উপরন্তু তাতে এবং আমাদের বক্তব্যে কোনরূপ বিরোধও নেই। কেননা আমরা এটা বলি না যে, চপ্পল এবং লুঙ্গি যোগাড় না হওয়ার অবস্থায় সে চামড়ার মোজা এবং পায়জামা পরিধান করতে পারবে না। যদি আমরা এমনটি বলতাম তাহলে আমরা এই হাদীসের বিরোধী হতাম। কিন্তু আমরা তার জন্য সেই পোশাক পরিধান করা জায়িয সাব্যস্ত করেছি, যা নবী করীম ﷺ তার জন্য জায়িয সাব্যস্ত করেছেন। তারপর আমরা তার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে কাফ্‌ফারা আবশ্যক করেছি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বক্তব্য ঃ "যে ব্যক্তি চপ্পল যোগাড় করতে না পরে সে চামড়ার মোজা পরিধান করবে" এতে এই সম্ভাবনাও বিদ্যমান রয়েছে যে, সে তা টাখ্‌নোর নিচে থেকে কেটে চপ্পলের ন্যায় পরিধান করবে এবং তাঁর বক্তব্যঃ "যে ব্যক্তি লুঙ্গি যোগাড় করতে না পারে সে পায়জামা পরিধান করবে" এতে এ সম্ভাবনা ও বিদ্যমান রয়েছে যে, সে তা (পায়জামাকে) কেটে তহ্‌বন্দের ন্যায় পরিধান করবে। যদি এই হাদীস দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা আদৌ এর বিরোধী গণ্য হব না। বরং আমরা এ অভিমত পোষণকারী গণ্য হব। বস্তুত আমাদের ও আপনাদের মাঝে শুধু ব্যাখ্যামূলক বিরোধ রয়েছে হাদীসের ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই। কেননা আমরা হাদীসের সেই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছি, যার সম্ভাবনা এতে রয়েছে। সুতরাং ব্যাখ্যামূলক বিরোধ এবং হাদীসগত বিরোধের মধ্যেকার পার্থক্য সম্যক জ্ঞান অর্জন করুন, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। অতএব যে ব্যক্তি আপনাদের ব্যাখ্যার বিরোধী তাকে আপনারা হাদীসের বিরোধী সাব্যস্ত করবেন না।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ থেকে কিছু বিষয় বর্ণনা করেছেন ঃ

٣٣٥٩۔ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ اِذَا

اَحْرَمْنَا فَقَالَ لاَ تَلْبَسُوْا السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَ لاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ـ

৩৩৫৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল যে ইহ্‌রামের প্রাক্কালে কী কাপড় পরিধান করব ? তিনি বললেন, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ও চামড়ার মোজা পরিধান করবে না। তবে যদি কারো কাছে চপ্পল না থাকে তাহলে এরূপ চামড়ার মোজা পরিধান করবে যা পায়ের গিরার (পায়ের মধ্যভাগের জোড়ার) নিচে থাকে।

٢٣٦٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَسْلَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৩৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٣٦١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৩৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আয়্যূব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٣٦٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ـ

৩৩৬২. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٣٦٣ـ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ هُوَ اِبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ مِثْلَهُ ـ

৩৩৬৩. ঈসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-গাফেকী (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٣٦٤ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৩৬৪. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... যুহরী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٣٦٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ قَالاَ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ـ

৩৩৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَشُقُّهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ-

৩৩৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করে বলেন ঃ যে ব্যক্তি চপ্পল যোগাড় করতে না পারে সে চামড়ার মোজা পরিধান করবে এবং তা পায়ের গিরার কাছ দিয়ে কেটে ফেলবে।

এখানে ইব্‌ন উমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে মোজা পরিধান করার সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তা মুহরিমের জন্য পরিধান করার পদ্ধতি কি সহ জায়িয সাব্যস্ত করেছেন। উপরন্তু এই পদ্ধতি হালাল ব্যক্তির পদ্ধতির পরিপন্থী। পক্ষান্তরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর হাদীসে এ রকম কোন কথা বর্ণনা করেননি। অতএব ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীস উভয়ের মধ্যে অধিকতর উত্তম। সুতরাং তিনি যখন মুহরিমের জন্য মোজা পরিধান করার বৈধ পদ্ধতি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তা হালাল ব্যক্তির পরিধানের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে তার জন্য পায়জামা পরিধান করার যে পদ্ধতি জায়িয সাব্যস্ত করেছেন তা হালাল ব্যক্তির পরিধানের পরিপন্থী। আর এটাই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের যথার্থ পন্থা।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক পর্যালোচনা ঃ আমরা ফকীহ্ আলিমদেরকে লক্ষ্য করছি যে, তাঁরা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে বিরোধ করেন না, যে লুঙ্গি যোগাড় করতে পেরেছে তার জন্য পায়জামা পরিধান করা জায়িয নয়। কেননা ইহ্‌রামের কারণে এটা তার জন্য নাজায়িয। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি চপ্পল যোগাড় করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন ব্যতীত চামড়ার মোজা পরিধান করা হারাম। তাই আমরা লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব যে, প্রয়োজনের অবস্থায় সেগুলো পরিধান করার পদ্ধতি কি ? এবং এতে কাফ্‌ফারা আবশ্যক হয় কিনা ? এটাকে আমরা (অন্য বিষয়ের উপর) কিয়াসের দ্বারা সাব্যস্ত করছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইহ্‌রামের দ্বারা কয়েকটা বস্তু নিষিদ্ধ হয়ে যায় যা ইতিপূর্বে জায়িয ছিল। এগুলোর মধ্যে জামা, পাগড়ী, চামড়ার মোজা, পায়জামা ও টুপি পরিধান করা। এখন কোন ব্যক্তি যদি গরমের কারণে অপরাগ হয়ে মাথাকে ঢেকে নেয় অথবা ঠাণ্ডার কারণে কাপড় পরিধান করে নেয় তাহলে সে এরূপ কাজ করেছে যা তার জন্য জায়িয। কিন্তু তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। ইহ্‌রামের কারণে তার উপর প্রয়োজন ব্যতীত মাথা মুণ্ডন করাও হারাম। এখন কেউ যদি প্রয়োজনের তাগিদে মাথা মুণ্ডন করে, তাহলে সে একটি জায়িয কাজ-ই করল, কিন্তু তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। তাই মুহ্‌রিমের জন্য প্রয়োজন ব্যতীত মাথা মুণ্ডন করার অবৈধতা যখন প্রয়োজনের কারণে বৈধতায় পরিবর্তিত হয়, তাহলে এতে কাফ্‌ফারা লুপ্ত হবে না বরং প্রয়োজন ব্যতীত মাথা মুণ্ডন করার ন্যায় প্রয়োজনের সময়ও সর্ব অবস্থায় কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে জামা পরিধান করা, প্রয়োজন ব্যতীত এটা পরিধান করা নাজায়িয। যখন প্রয়োজনের তাগিদে জায়িয হবে তখন এতে প্রতিবিধান রহিত হবে না। সুতরাং এইসব অবস্থায় তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। যখন কাফ্‌ফারা প্রয়োজন ব্যতীত কোন আমলের দ্বারা আবশ্যক হয়, তা প্রয়োজনের কারণে এরূপ করার দ্বারা রহিত হবে না। শুধু গুনাহ্ রহিত হবে।

অনুরূপ বিধান চামড়ার মোজা এবং পায়জামা পরিধান করার প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও। যাতে আবশ্যক কাফ্ফারা রহিত হবে না, যা প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবহারের কারণে আবশ্যক হয়। কিন্তু তা শুধু গুনাহ্কে রহিত করে দেয়। আর এটাই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। আর ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত এটাই।

٧ـ بَابُ لُبْسِ الثَّوْبِ الَّذِيْ قَدْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فِي الْاِحْرَامِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম অবস্থায় ওয়ারাস এবং যাফরান (সুগন্ধি) বিশিষ্ট পোশাক পরিধান করা

٣٣٦٧ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ قَالاَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبِسُوْا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ اَوْ زَعْفَرَانٌ يَعْنِيْ فِي الْاِحْرَامِ ـ

৩৩৬৭. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এরূপ পোশাক পরিধান করবে না যা 'ওয়ারাস' (হলুদ রঙের গুল্ম) এবং যাফরান রং-এর রঞ্জিত। অর্থাৎ ইহ্রাম অবস্থায় পরিধান করবে না।

٣٣٦٨ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৩৬৮. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٦٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৩৩৬৯. ইউনুস (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٧٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৩৭০. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করে বলেছেন, যেই কাপড় ওয়ারাস ও যাফরান রং-এ রঞ্জিত ইহ্রাম অবস্থায় তা পরিধান করা জায়িয নয়, যদিও তা ধুয়ে নেয়া হোক না কেন। কেননা নবী করীম ﷺ এই সমস্ত হাদীসে ধৌত করা (কাপড়) ও অধৌত করা কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। সুতরাং তাঁর নিষেধাজ্ঞা সবগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, যে কাপড় এমনভাবে ধৌত করা হয় যে, তা থেকে সুঘ্রাণ বের হয় না, তা ইহ্রাম অবস্থায় পরিধান করাতে কোন দোষ নেই। কেননা রং-এ রঞ্জিত কাপড়ের নিষিদ্ধতার কারণ হল যে, এরূপ কাপড়ের দ্বারা ইহ্রামের মধ্যে প্রবেশ করছে যা ইহ্রামরত ব্যক্তির জন্য হারাম। যখন ধৌত করা হবে, তখন তা এই বিধান থেকে বের হয়ে যাবে, নিষিদ্ধতার কারণ বিদূরিত হয়ে যাবে এবং কাপড় তার পূর্বের ও আসল অবস্থার দিকে ফিরে আসবে যা ছিল রং লাগার পূর্বের অবস্থা। তাঁরা বলেন, এটা সেই পাক কাপড়ের ন্যায়, যাতে নাপাকী লেগেছে। এখন এর সাথে সালাত জায়িয হবে না। যখন তা ধৌত করা হবে এবং নাপাকী দূর হয়ে যাবে তখন তা পাক হয়ে যাবে এবং তা পরিধান করে সালাত আদায় জায়িয হবে।

এ বিষয়ে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুহ্রিম (ইহ্রাম রত) ব্যক্তির উপর হারাম বস্তুসমূহ থেকে ব্যতিক্রমকে এই বলে বর্ণনা করেছেন ঃ"তবে তা যেন ধৌত করা হয়"। বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

٣٣٧١- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَالِحِ الاَزْدِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ الْحَدِيْثِ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ فِيْ اَوَّلِ هٰذَا الْبَابِ وَزَادَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ غَسِيْلاً -

৩৩৭১. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে ঐ হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণনা করেছি। কিন্তু তাতে 'তবে তা ধৌতকৃত' বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন আবী ইমরান (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন (র)-কে দেখেছি তিনি হাম্মানী (র) থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করায় আশ্চর্যবোধ করতেন। আবদুর রহমান (র) তাঁকে বললেন, এটা আমার নিকট বিদ্যমান আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠলেন এবং আসল (খাতা) নিয়ে এলেন, তা থেকে এই হাদীস আবূ মু'আবিয়া (র) এর রিওয়ায়াত থেকে এভাবে বের করলেন যেভাবে ইয়াহ্ইয়া হাম্মানী (র) উল্লেখ করেছিলেন। তারপর ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন (র) তাঁর থেকে সেটি লিখে নিলেন।

সুতরাং আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তা থেকে সাব্যস্ত হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ারাস এবং যাফরান রং-এ রঞ্জিত কাপড়ের মধ্য থেকে ধৌত করা কাপড়কে ব্যতিক্রম করেছেন। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

বিষয়টি কিছু পূর্ববর্তী মনীষীদের থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٣٣٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُحْرِمَ وَلَيْسَ لِيْ اِلاَّ هٰذَا الثَّوْبُ ثَوْبٌ مَصْبُوْغٌ بِزَعْفَرَانَ قَالَ اَللّٰهَ مَا تَجِدُ غَيْرَهُ فَحَلَفَ فَقَالَ اغْسِلْهُ وَاَحْرِمْ فِيْهِ -

৩৩৭২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করেছি, কিন্তু আমার নিকট শুধু এই কাপড়-ই আছে, যা যাফরানের রং–এ রঞ্জিত। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছ যে, তোমার নিকট তা ছাড়া (অন্য কাপড়) নেই? সে কসম করল। এরপর তিনি বললেন, এটা ধুয়ে তাতে ইহ্‌রাম বাঁধ।

٣٣٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ اِذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ زَعْفَرَانٌ اَوْ وَرَسٌ فَغُسِلَ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يُّحْرِمَ فِيْهِ -

৩৩৭৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন যাফরান অথবা ওয়ারাস রং–এ রঞ্জিত কাপড় ধুয়ে নেয়া হয় তখন তাতে ইহ্‌রাম বাঁধতে কোন দোষ নেই।

٣٣٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِي الثَّوْبِ يَكُوْنُ فِيْهِ وَرَسٌ اَوْ زَعْفَرَانٌ فَغُسِلَ اَنَّهُ لَمْ يَرَبَاسًا اَنْ يُحْرِمَ فِيْهِ -

৩৩৭৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে এরূপ কাপড়ের বিষয়ে রিওয়ায়াত করছেন যা ওয়ারাস বা যাফরান রং– এ রঞ্জিত তারপর তা ধৌত করা হয়েছে। তিনি তাতে ইহ্‌রাম বাঁধতে কোন দোষ মনে করেন না।

٨- بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ كَيْفَ يَنْبَغِي اَنْ يَخْلَعَه

৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় পরনে জামা থাকলে তা কিভাবে খুলবে

٣٣٧٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ لَبِيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَدَّ قَمِيْصَهُ مِنْ جَيْبِهِ حَتّٰى اَخْرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ اُمِرْتُ بِبَدَنِيَ الَّتِيْ بُعِثْتُ بِهَا اَنْ يُقَلَّدَ الْيَوْمَ وَيُشْعَرَ عَلٰى كَذَا وَكَذَا فَلَبِسْتُ قَمِيْصِيْ وَنَسِيْتُ فَلَمْ اَكُنْ لِاُخْرِجَ قَمِيْصِيْ مِنْ رَأْسِيْ وَكَانَ بُعِثَ بِبَدَنِهِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ -

৩৩৭৫. রবী'উল মুআযযিন (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মসজিদে বসা ছিলাম। তিনি তাঁর জামার বুকের দিকের উন্মুক্ত অংশ কেটে ফেললেন তার পর তা পায়ের দিক দিয়ে খুললেন। লোকেরা নবী করীম ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখল। তিনি বললেন, আমি আজ কুরবানীর যে জন্তু পাঠিয়েছি তার গলায় মালা পড়ানো এবং তাকে ইশ'আর (নিদর্শনযুক্ত) করার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি। আমি জামা পরিহিত ছিলাম এবং তা খুলতে ভুলে গিয়েছিলাম সুতরাং আমি তা মাথার দিক দিয়ে খুলব না। আর তিনি কুরবানীর জন্তু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজে মদীনায় অবস্থান করছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তি জামাকে এভাবে খুলবে না যেভাবে ইহ্‌রামমুক্ত (হালাল) ব্যক্তি খুলে থাকে। কেননা যদি সে এরূপ করে তাহলে সে নিজের মাথা ঢেকে নিবে, আর এটা তার জন্য হারাম। তাই তাকে তা কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বরং তা (স্বাভাবিকভাবে) খুলবে। তাঁরা এ বিষয়ে ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তিনি ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন এবং তিনি জুব্বা পরিহিত ছিলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এলেন। এতে তিনি তাঁকে তা খুলে ফেলতে নির্দেশ দেন। আমরা এ বিষয়টি 'ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার' শীর্ষক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। কিন্তু জাবির (রা)-এর হাদীস এর পরিপন্থী, যা আমরা উল্লেখ করেছি। ওটার ইস্‌নাদ এর ইস্‌নাদ অপেক্ষা উত্তম। আর যদি এ বিষয়টি সনদের বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সাব্যস্ত হয়, তাহলে সনদের বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে ইয়া'লা (রা)-এর হাদীসের সেই অবস্থান প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যা জাবির (রা)-এর হাদীসের নেই।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক পর্যালোচনা ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, যারা জামা খুলে ফেলাকে অপছন্দ করেন তাঁদের মতে এর কারণ হল, সে যখন জামা খুলবে তখন নিজের মাথাকে ঢেকে ফেলবে। তাই আমরা দেখতে প্রয়াস পাব যে, ইহ্‌রাম পালন অবস্থায় সার্বিকভাবে মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ কি না? আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইহ্‌রাম পালনকারীকে টুপি, পাগড়ি ও কোট ইত্যাদি পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং মাথায়ও কোন জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমনিভাবে শরীরে জামা পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। আরো আমরা লক্ষ্য করছি যে, যদি ইহ্‌রাম পালনকারী নিজের মাথায় কাপড় ইত্যাদি রাখে তাহলে এতে কোন দোষ নেই এবং এটা মাথাকে টুপি ইত্যাদির সাথে ঢেকে নেয়ার বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা সে তা পরিধানকারী নয়। তাই নিষেধাজ্ঞা শুধু সেই অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যখন কোন জিনিস পরিধান করে মাথাকে ঢেকে নেয়া হয়, শুধু ঢেকে নেয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। অনুরূপভাবে শরীরে জামা পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু চাদর ইত্যাদির দ্বারা ঢাকতে নিষেধ করা হয়নি।

বস্তুত মাথায় পরিধান করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তেমন ঢাকার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নেই যা পরিধান করা সাব্যস্ত হয় না। আর যখন জামা খুলতে গিয়ে মাথার সঙ্গে লাগবে তখন এটা মাথায় কোন কিছু পরিধান করা বুঝায় না বরং এটা মাথাকে ঢেকে নেয়া বুঝায়। (অতএব এটা নিষিদ্ধ হবে না)।

আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, টুপি পরার নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ শুধু মাথাকে ঢেকে নেয়ার উপর প্রযোজ্য হয় না বরং তা দ্বারা ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথায় সেই জিনিস পরিধান করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যা হালাল অবস্থায় পরিধান করা হয়।

অতএব যখন জামা খুলার সময় তা মাথার সঙ্গে লাগান অবস্থায় সেই ঢেকে নেয়া পাওয়া যায় না যা নিষিদ্ধ। আমাদের উল্লিখিত বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হল যে, এতে কিয়াস ও যৌক্তিকভাবেও কোনরূপ দোষ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত।

এ বিষয়ে পূর্ববর্তী মনীষীগণ মতবিরোধ করেছেন ঃ

٣٣٧٦ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ وَاَخْبَرَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِىُّ اَنَّهُمْ قَالُوْا اِذَا اَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ فَلْيُخْرِقْهُ عَلَيْهِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْهُ ـ

৩৩৭৬. সালিহ্ ইব্ন আব্দির রহমান (র) ..... ইব্রাহীম (র) ও শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি জামা পরা অবস্থায় ইহ্রাম বাঁধে তখন সে তার থেকে তা ছিঁড়ে বের করবে।

٣٣٧٧ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ ـ

৩৩৭৭. রাওহ ইব্ন ফারাজ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٧٨ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ وَحَمَّادُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِذَا اَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ قَالَ اَحَدُهُمَا يَشُقُّهُ وَقَالَ الْاٰخَرُ يَخْلَعُهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ـ

৩৩৭৮. সুলামান ইব্ন শু'আইব (র) ..... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি জামা পরিহিত অবস্থায় ইহ্রাম বাঁধার ব্যাপারে তাদের একজন বলেন সে তা ছিড়ে ফেলবে এবং অপরজন বলেন, তা পায়ের দিক দিয়ে খুলে ফেলবে।

٣٣٧٩ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ اَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَنْزِعَهَا قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اِنَّمَا كُنَّا نَرٰى اَنْ يَشُقَّهَا فَقَالَ عَطَاءُ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْفَسَادَ ـ

৩৩৭৯. সুলায়মান (র) ..... আতা ইব্ন আবী রিবাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি, যাঁকে ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা) বলা হত, ইহ্রাম বেঁধেছেন এবং তাঁর পরনে একটি জুব্বা ছিল। নবী করীম ﷺ তাঁকে তা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কাতাদা (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে বললাম যে, আমাদের ধারণা মতে তা ছিঁড়ে ফেলা বাঞ্ছনীয়। এতে আতা (র) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা 'ফাসাদ' কে পছন্দ করেন না।

٣٣٨٠ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ مَسْلَمَةَ الاَزْدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَبَاءٌ قَالَ يَخْلَعُهُ ـ

৩৩৮০. সুলায়মান (র) ..... আবু সালমা আয্দী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইকরামা (র) থেকে শুনেছি, তাঁকে এরূপ এক ব্যক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যে কাবা (আচকান) পরিহিত অবস্থায় ইহ্রাম বেঁধেছে। তিনি বললেন, 'সে তা খুলে ফেলবে'।

বস্তুত এঁরা হলেন আতা (র) ও ইকরামা (র)। তাঁরা ইব্রাহীম (র), শা'বী (র) ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আর তাঁরা উভয়ে আমাদের ন্যায় ইয়া'লা (রা)-এর হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন।

٩ـ بَابُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بِهِ مُحْرِمًا فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিদায় হজ্জে নবী করীম ﷺ-এর ইহ্‌রাম

٣٣٨١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ ـ

৩৩৮১. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন।

٣٣٨٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ هُوَ ابْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا وَلاَ نَرٰى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ ـ

৩৩৮২. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা (সফরে) বের হলাম এবং আমরা এটাকে শুধু হজ্জের জন্য বলে ধারণা করতাম।

٣٣٨٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَحَلَّ وَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلَّ حَتّٰى يَوْمَ النَّحْرِ ـ

৩৩৮৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে বের হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধেছিল, আবার কেউ শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেধেছিল।
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। সুতরাং যে শুধু উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে সে ইহ্‌রাম খুলে হালাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যারা শুধু হজ্জের অথবা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম একত্রিত করে বেধেছিলেন তাঁরা ইয়াওমুন্নাহার তথা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলেননি।

٣٣٨٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَ ابْنُ الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَبْدَأَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلْ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ ـ

৩৩৮৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .....আলকামা ইব্‌ন আবী আলকামার মাতার বরাতে আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি হজ্জের পূর্বে উমরা দিয়ে শুরু করতে চায়, সে তা করতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেধেছিলেন।

٣٣٨٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ -

৩৩৮৫. নাসর ইব্ন মারযূক(র) ..... আস্‌মা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবীগণ (রা) শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে এসেছিলেন।

٣٣٨٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فَقَالَ فَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالتَّوْحِيْدِ وَلَمْ يَزِدْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ شَيْئًا وَلَسْنَا نَنْوِىْ اِلاَّ الْحَجَّ وَلاَ نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ -

৩৩৮৬. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির ইব্ন আব্‌দিল্লাহ্ (রা) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীসে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন এবং লোকদেরকেও তিনি এর অতিরিক্ত কোন কিছুর নির্দেশ দেননি। আমরাও শুধু হজ্জের নিয়্যত করেছিলাম। আমরা উমরার বিষয় জানতামই না।

٣٣٨٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا-

৩৩৮৭. ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে অগ্রসর হয়েছিলাম।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন, একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করে বলেছেন, 'কিরান' ও 'তামাত্তু' অপেক্ষা হজ্জে ইফরাদ উত্তম। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে এরই ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, ইফরাদ ও কিরান অপেক্ষা হজ্জে তামাত্তু (একই সফরে ইহ্‌রাম বাঁধার সময় প্রথমে উমরার নিয়্যাত করা এবং তা আদায় করার পর হজ্জের নিয়্যাত করে তা আদায় করা) উত্তম। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের সময় এরূপই করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٣٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِعُسْفَانَ وَعُثْمٰنُ يَنْهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَاتُرِيْدُ اِلٰى اَمْرٍ قَدْ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَنْهٰى عَنْهُ فَقَالَ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَدَعَكَ ثُمَّ اَهَلَّ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهِمَا جَمِيْعًا -

৩৩৮৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলী (রা) ও উসমান (রা) উসফান নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন। উসমান (রা) তামাত্তু থেকে নিষেধ করতেন। এতে আলী (রা) তাঁকে বললেন, যে কাজ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন আপনি তা থেকে কেন নিষেধ করছেন ? তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন। আলী (রা) বললেন, আমি আপনাকে ছাড়তে পারি না। এরপর আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) (হজ্জ এবং উমরা) উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

٣٣٨٨ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَمَتَّعَ قَالَ بَلٰى ـ

৩৩৮৯. রবী'উল মুআযযিন (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উসমান (রা) হজ্জ পালন করেছেন। আলী (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেননি, উপকৃত হও (হজ্জ ও উমরা একসঙ্গে আদায় কর) তিনি বললেন, হাঁ।

٣٣٨٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ لاَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ اِلاَّ مَنْ جَهِلَ اَمْرَ اللّٰهِ فَقَالَ سَعْدٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ اَخِىْ فَقَالَ الضَّحَّاكُ فَاِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَنَعْنَا هَا مَعَهُ ـ

৩৩৯০. ইউনুস (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নওফল ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস ও যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (র) থেকে সেই বছর শুনেছেন, যে বছর মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফইয়ান (রা) হজ্জ পালন করেন, এবং তাঁরা উভয়ে উমরার সঙ্গে হজ্জের উপকার লাভের (তামাত্তু এর) আলোচনা করছিলেন। যাহ্‌হাক (র) বললেন, এটা সেই ব্যক্তিই করতে পারে যে কিনা আল্লাহ্ তা'আলার বিধান সম্পর্কে অনবহিত। সা'দ (রা) বললেন, হে ভাতিজা! তুমি অত্যন্ত মন্দ কথা বলেছ। যাহ্‌হাক (র) বললেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এর থেকে নিষেধ করেছেন। সা'দ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই আমল করেছেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে তা (অনুরূপ) করেছি।

٣٣٩٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৩৯১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মালিক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٩١ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمٰنَ التَّيْمِىِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ بِالْعَرْشِ يَعْنِىْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِىْ عَرُوْشَ بُيُوْتِ مَكَّةَ ـ

৩৩৯২. ফাহাদ (র) ..... গানীম ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সা'দ ইব্ন মালিক (রা)-কে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, আমরা এরূপ করেছি এবং সেই সময় মু'আবিয়া (রা) মুশরিক অবস্থায় মক্কার ঝুপড়িগুলোতে বসবাস করতেন।

٣٣٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَهَلَّ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ هُوَ بِالْعُمْرَةِ فَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَمْ يَحِلَّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ حَلَّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطَلْحَةُ مِمَّنْ مَعَهُمَا الْهَدْىُ فَلَمْ يَحِلاَّ -

৩৩৯৩. আবূ বাকরা (র) ..... মুসলিম কুরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। আর তিনি (স্বয়ং) উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। যাদের কাছে কুরবানীর পশু ছিলো তারা ইহ্রাম খুলেননি, আর যাদের কাছে তা ছিল না তারা ইহ্রাম খুলে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তালহা (রা) সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের কাছে কুরবানীর পশু ছিলো। তাঁরা ইহ্রাম খুলেননি।

٣٣٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ لَيْثٍ هُوَ ابْنُ اَبِىْ سُلَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى مَاتَ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى مَاتَ وَعُثْمٰنُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ سُلَيْمٰنُ فِىْ حَدِيْثِهِ وَاَوَّلُ مَنْ نَهٰى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ -

৩৩৯৪. আহমদ ইব্ন আবদুল মু'মিন আল মারওয়াযী (র) ও সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু (হজ্জ) করেন, পরে তাঁর ইনতিকল হয়ে যায়। আবূ বাকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা) আমৃত্যু এই আমলই করেছেন। সুলায়মান (র) তাঁর হাদীসে বলেছেন যে, এর থেকে সর্বপ্রথম নিষেধকারী হলেন মু'আবিয়া (রা)।

٣٣٩٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شُرَيْكٍ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالُوْا هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ تَقَدَّمْ فَتَطَوَّفْ ثُمَّ تَحِلُّ -

৩৩৯৫. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন শরীক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তামাত্তু করেছি। আমি (এ বিষয়ে) ইব্ন উমর (রা), ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন যুবাইর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা সকলে বলেছেন, তোমাকে তোমার নবী'র সুন্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করা হয়েছে। অগ্রসর হও, তাওয়াফ কর, তারপর ইহ্রাম খুলে ফেল।

٣٣٩٦ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِه نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّه قَالَ قَالَ اَبُوْ غَسَّانٍ اَظُنُّه قَالَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ اِفْعَلْ كَذَا ثُمَّ اَحْرِمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَاَفْعَلْ كَذَا اَفْعَلْ كَذَا ـ

৩৩৯৬. ফাহাদ (র) ..... শরীক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেন যে, আবূ গাস্সান (র) বলেছেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, তোমার নবী'র সুন্নাতের দিকে (তোমাকে পথ প্রদর্শন) করা হয়েছে। এরূপ কর। তারপর আট-ই জিলহজ্জ ইহ্রাম বাঁধ এবং অমুক অমুক কার্যাদি সম্পাদন কর।

٣٣٩٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِيْ نَاسٌ عَنْهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَمَرَنِيْ بِهَا فَتَمَتَّعْتُ فَنِمْتُ فَاَتَانِيْ اٰتٍ فِيْ الْمَنَامِ فَقَالَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُوْرٌ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ سُنَّةُ اَبِيْ الْقَاسِمِ اَوْ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৩৯৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হামযা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তামাত্তু করেছি, এতে কিছু লোক আমাকে এ থেকে নিষেধ করল। আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে এর নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমি তামাত্তু হজ্জ করলাম। এরপর ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে এক আগন্তুক এসে বলল, (তোমার) উমরা এবং হজ্জ মকবুল হয়েছে। তারপর আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! এটা আবুল কাসেম অথবা (বলেছেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত।

٣٣٩٨ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ هُوَ اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ اِنِّيْ لَجَالِسٌ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَسَنٌ جَمِيْلٌ فَقَالَ فَاِنَّ اَبَاكَ كَانَ يَنْهٰى عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَيْلُكَ فَاِنْ كَانَ اَبِيْ قَدْ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ وَقَدْ فَعَلَه رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِه فَبِقَوْلِ اَبِيْ تَاْخُذُ اَمْ بِاَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِاَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ قُمْ عَنِّيْ ـ

৩৩৯৮. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... সালিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। (এ সময়) তাঁর নিকট সিরিয়া অধিবাসীদের জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। ইব্ন উমর (রা) বললেন, অত্যন্ত ভাল। সে বলল, আপনার পিতা তো এর থেকে নিষেধ করতেন। তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। আমার পিতা এর থেকে যদি নিষেধ করেও থাকেন (তাতে কী) অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনটি করেছেন এবং এর নির্দেশও দিয়েছেন। এখন আমার পিতার কথা মান্য করবে না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশ ? সে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ (মান্য করব)। তারপর তিনি বললেন, আমার নিকট থেকে চলে যাও।

٣٣٩٩ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ وَاَهْدٰى وَسَاقَ مَعَه الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ ـ

৩৩৯৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছেন এবং কুরবানী করেছেন। তিনি কুরবানীর পশু যুলহুলায়ফা থেকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমে উমরা'র ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, তারপর হজ্জের। সাহাবীগণ (রা)ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করেছেন।

٣٤٠٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ تَمَتُّعِه بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِىْ اَخْبَرَنِىْ بِه سَالِمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

৩৪০০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর বলেছেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তামাত্তু হজ্জ করেছেন এবং সাহাবীগণ (রা) ও তাঁর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছেন। এই বিষয়টি (আমাকে) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমনটি সালিম (র) আব্দুল্লাহ (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

যদি কেউ (প্রশ্ন উথাপন করে) বলেন যে, তোমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে আয়েশা (রা) থেকে এই বিষয়বস্তুর পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছ। তোমরা কাসিম (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফরাদ হজ্জ আদায় করেছেন। তোমরা যথাক্রমে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল রহমান ইব্‌ন নওফল (র) উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছ যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বের হয়েছি। আমাদের কেউ উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, কেউ হজ্জ এবং উমরা (উভয়ের), আর কেউ শুধু হজ্জের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। তোমরা উম্মু আলকামা (র), সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের বছর ইফরাদ হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন এবং উমরা করেননি।

উক্ত প্রশ্নকারীকে উত্তরে বলা হবে ঃ সম্ভবত উক্ত প্রশ্নকারী কর্তৃক উল্লিখিত এই ইফরাদ, সেই অর্থে নেয়া হয়েছে, যা যুহ্‌রী (র)-এর সেই রিওয়ায়াতের বিষয় বস্তুর পরিপন্থী হবে না, যা তিনি উরওয়া (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো নিম্নরূপ ঃ সম্ভবত কাসিম (র) আয়েশা (রা) থেকে যে ইফরাদ এর কথা উল্লেখ করেছেন এতে উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর উদ্দেশ্য হলো যে, তিনি ﷺ যে সময় ইহ্‌রাম বেঁধেছেন সে সময় শুধু হজ্জ করেছেন। যদিও পরে তা থেকে অবসর হওয়ার পর উমরার ইহ্‌রাম

বেঁধেছেন। সুতরাং আয়েশা (রা)-এর উদ্দেশ্য হলো ঃ তিনি ﷺ হজ্জের ইহ্রামের সঙ্গে উমরার ইহ্রাম মিলিত করেননি। যেমনটি তাঁর সঙ্গে অন্য সাহাবা কিরাম করেছেন।

থাকল মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র)-এর হাদীস, যা তিনি উরওয়া (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, তাদের কেউ কেউ উমরার ইহ্রাম বেঁধেছেন, এর সঙ্গে হজ্জের নিয়্যাত করেননি। কেউ কেউ হজ্জ এবং উমরা উভয়ের ইহ্রাম মিলিতভাবে বেঁধেছেন। আবার কেউ কেউ শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন, তাতে তামাত্তু'র উল্লেখ করেননি। সম্ভবত যারা প্রথমে উমরার ইহ্রাম বেঁধেছেন তারা পরে হজ্জের ইহ্রামও বেঁধেছেন। বস্তুত তাঁর এই হাদীসটি এর কোন কিছুই অস্বীকার করে না। উম্মুল মু'মিনীন (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন। সম্ভবত এই হজ্জটি সেই উমরার পরে সম্পাদিত হয়েছে, যা তিনি ইতিপূর্বে এককভাবে আদায় করেছিলেন। সুতরাং এভাবে তিনি শুধু উমরার ইহ্রাম বেঁধেছেন, যেমনটি উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত কাসেম (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। তারপর তিনি পরে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন। যেমনটি উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যুহরী (র)-এর হাদীসে উপস্থাপিত হয়েছে। (এমন ব্যাখ্যা এজন্য করা হয়েছে) যেন এই সকল রিওয়ায়াত সমন্বিত হয়ে যায় এবং এগুলোর মাঝে পারস্পরিক বৈপরীত্য সৃষ্টি না হয়।

আর আয়েশা (রা) থেকে উম্মু আলকামা (র) যা রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফ্রাদ হজ্জ করেছেন এবং উমরা করেননি। এর অর্থ হলোঃ সম্ভবত তিনি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার সময় উমরার নিয়্যাত করেননি যেমনটি তাঁর কোন কোন সঙ্গীগণ করেছেন। বরং তিনি এরপরে উমরা করেছেন।

٣٤٠١ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَوْلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَسْمَاءَ لَمَّا مَرَّتْ بِالْحَجُوْنِ تَقُوْلُ ﷺ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هٰهُنَا وَنَحْنُ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيْلُ ظُهُوْرِنَا قَلِيْلَةٌ اَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ اَنَا وَاُخْتِى عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَالزُّبَيْرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَفُلَانٌ فُلَانٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ اَحْلَلْنَا ثُمَّ اَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِىِّ بِالْحَجِّ ـ

৩৪০১. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিন্ত আবী বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (র) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আসমা (রা) থেকে শুনেছেন, যখন তিনি 'হাজুন' পাহাড় অতিক্রম করছিলেন, তিনি বলছিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক। আমরা তাঁর সঙ্গে এখানে অবতরণ করেছি। আমাদের থলি হালকা ছিলো, সওয়ারী কম ছিলো, এবং পাথেয়ও সামান্য ছিলো। আমি, আমার বোন আয়েশা (রা), যুবাইর (রা) এবং অমুক অমুক (সাহাবা রা) উমরা করেছি। যখন বায়তুল্লাহকে স্পর্শ করেছি তখন ইহ্রাম খুলে ফেলেছি। তারপর বিকালে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছি।

বস্তুত এই আস্মা (রা) বলছেন ঃ যারা সে সময় উমরার দ্বারা সূচনা করেছিলেন তাঁরা পরে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন এবং এতে তারা তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারী হয়ে গিয়েছেন।

٣٤٠٢ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَزَلَ فِيْهَا الْقُرْاٰنُ فَلَمْ يَنْهَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَىْءٌ ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ ـ

৩৪০২. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... ইমরান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছি। এবং এ সম্পর্কে কুরআন (এ বিধানও) অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বাধা প্রদান করেননি এবং তা থেকে কোন কিছু রহিতও করেননি। তারপর কোন ব্যক্তি মনগড়া যা ইচ্ছা তা বলেছে।

٣٤٠٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتْعَةَ الْحَجِّ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهَا وَلَمْ يُنْزِلِ اللّٰهُ فِيْهَا نَهْيًا ـ

৩৪০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছি। তিনি তা থেকে আমাদেরকে না নিষেধ করেছেন এবং না আল্লাহ্ তা'আলা এর নিষেধাজ্ঞায় কোন কিছু নাযিল করেছেন।

٣٤٠٤ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا وُلِّىَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ الْقُرْاٰنَ هُوَ الْقُرْاٰنُ وَاِنَّ الرَّسُوْلَ هُوَ الرَّسُوْلُ وَاِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتْعَةَ الْحَجِّ فَافْصِلُوْا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ فَاِنَّهُ اَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَاَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ وَالْاُخْرٰى مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَاَنْهٰى عَنْهَا وَاُعَاقِبُ عَلَيْهَا ـ

৩৪০৪. সুলায়মান (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছি। যখন উমর (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ অবশ্যই কুরআন তো কুরআনই এবং রাসূল তো রাসূলই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে দু'টি 'মুতা' (প্রচলিত) ছিলো। একটি হজ্জের মুতা' (তামাত্তু হজ্জ), সুতরাং তোমরা হজ্জ এবং উমরার মাঝে বিরতি দাও। আর এটা তোমাদের হজ্জ এবং উমরাকে পূর্ণতা দানকারী। অপরটি হলো নারীদের মুতা' (মুতা' বিবাহ) যা থেকে আমি নিষেধ করছি আর আমি এর জন্য শাস্তি প্রদান করব।

٣٤٠٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مُتْعَتَانِ فَعَلْنَا هُمَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ نَعُدْ اِلَيْهِمَا ـ

৩৪০৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে দু'টি মুতা' করতাম। উমর (রা) আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আর আমরা সে দিকে প্রত্যাবর্তন করব না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও এরূপ বাণী বর্ণিত আছে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুকূলে সাক্ষ্য বহন করে ঃ

٣٤٠٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَه عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ اِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ فَلاَ اُحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ -

৩৪০৬. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা), উম্মুল মু'মিনীন হাফ্‌সা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (এক পর্যায়ে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই সমস্ত লোকদের কি অবস্থা, যারা উমরার ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি উমরার ইহ্‌রাম খুলেননি। তিনি বললেন ঃ আমি মাথায় আঠা ব্যবহার করেছি এবং কুরবানীর জন্তুকে মালা পরিয়েছি। সুতরাং আমি কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলব না।

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তামাত্তুকারী ছিলেন। কেননা মালা পরিহিত কুরবানীর পশু শুধুমাত্র তামাত্তুর অবস্থায় ইহ্‌রাম খুলা থেকে প্রতিবন্ধক হয়। তিনি এ কথাটি উমরার তাওয়াফ করার পরে বলেছেন। হতে পারে, তাঁর এ বক্তব্য হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং উমরার তাওয়াফ করারও পূর্বে ছিলো। যদি তিনি কুরবানীর পশু না নিয়ে যেতেন, তাহলে অপরাপর লোকদের ন্যায় তাওয়াফের পরে ইহরাম খুলে ফেলতেন। সুতরাং তিনি তাওয়াফের পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে ফেলেছেন। আর এভাবেই তিনি কিরান হজ্জ আদায়কারী হয়ে গিয়েছেন।

বস্তুত হাফসা (রা)-এর হাদীস, যা আমরা উল্লেখ করেছি এ দু'ব্যাখ্যার একটি থেকে মুক্ত নয়। বাস্তবে দু'টির যেটি-ই হোক না কেন, তিনি সেই সমস্ত লোকদের বক্তব্যকে অস্বীকার করেছেন যারা বলে যে, তিনি ইফরাদ হজ্জ করেছেন এবং এর পূর্বে অথবা এর সঙ্গে উমরা করেননি।

এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ বরং ইফরাদ হজ্জ এবং তামাত্তু হজ্জ অপেক্ষা কিরান হজ্জ উত্তম। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে অনুরূপ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٤٠٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدَةُ بْنُ اَبِيْ لُبَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ اِبْنُ مَعْبَدٍ قَالَ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ لَهٗ اِهْلاَلِيْ فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ اَوْ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৪০৭. ইউনুস (র) ..... শাকিক ইব্‌ন সালমা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে ইব্‌ন মা'বাদ নামী এক তাগ্‌লিবী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি হজ্জ এবং উমরার ইহ্‌রাম একত্রে বেঁধেছি। যখন আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) -এর নিকট গেলাম তখন তাঁকে আমার ইহ্‌রামের বিষয় জ্ঞাত করলাম। তিনি বললেনঃ তোমার নবী অথবা (বললেন) নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাতের দিকে তোমাকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

٣٤٠٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ مِثْلَه -

৩৪০৮. ফাহাদ (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٠٩ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا مَنْصُوْرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ اَنَّ الصُّبَىَّ فَذَكَرَ مِثْلَه ـ

৩৪০৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার কাছে সুবাই (ইব্‌ন মা'বাদ র) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤١٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ مِثْلَه ـ

৩৪১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤١١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلَ فَذَكَرَ مِثْلَه ـ

৩৪১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ ওয়াইল (র) কে বলতে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤١٢ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ مِثْلَه ـ

৩৪১২. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤١٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ فَذَكَرَ نَحْوَه ـ

৩৪১৩. ফাহাদ (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুবাই ইব্‌ন মা'বাদ (র) তাঁকে বলেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত যারা কিরান হজ্জের অস্বীকারকারী তাঁরা বলেন ঃ উমর (রা)-এর বক্তব্য "তোমাকে নবীর সুন্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে" এর উদ্দেশ্য হল তার জন্য দু'আ করা। তার কার্য সার্বিক বলে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়।

এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দলীল যাতে প্রতীয়মান হয় যে, উমর (রা) -এর বক্তব্য দু'আ'র সাথে সংশ্লিষ্ট নয় ঃ

٣٤١٤ـ فَهْدُ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقُ قَالَ حَدَّثَنِىْ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَلَمَّا اَسْلَمْتُ لَمْ اٰلُ اَنْ اَجْتَهِدَ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ جَمِيْعًا فَمَرَرْتُ بِالْعُذَيْبِ بِسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ فَسَمِعَانِىْ وَاَنَا اُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ اَيُّهُمَا جَمِيْعًا وَقَالَ الْاٰخَرُدَعْهُ فَهُوَ اَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِهٖ قَالَ فَانْطَلَقْتُ وَكَانَ بَعِيْرِىْ عَلٰى عُنُقِىْ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَمْ يَقُوْلاَ شَيْئًا هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ـ

৩৪১৪. ফাহাদ (র) ..... সুবাই ইব্ন মা'বাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি কিছুদিন পূর্বে খ্রিষ্টান ছিলাম। যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন (ইবাদতের) চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি করিনি। আমি হজ্জ এবং উমরার ইহ্রাম একত্রে বাঁধলাম। ওযাইব নামক স্থানে সালমান ইব্ন রবী'আ এবং যায়দ ইব্ন সুহান (র)-এর নিকট দিয়ে আমি অতিক্রম করলাম। তাঁরা আমাকে হজ্জ এবং উমরার একত্রে নিয়্যাত করতে শুনেন। তখন তাঁদের একজন অপর সাথীকে বললেন এ ব্যক্তি তো উভয়টি একত্রে নিচ্ছে। অপরজন বললেন, তার কথা ছেড়ে দাও, সে তো তার উট অপেক্ষা অধিক বিপথগামী। তিনি বলেন, আমি চললাম! এবং আমার উট আমার পিছে পিছে ছিলো। আমি মদীনায় পৌঁছলাম এবং উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে বিস্তারিত ঘটনা অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ তারা দু'জন তেমন ভাল কথা বলেনি। هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ (তোমাকে নবীর সুন্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করা হয়েছে)।

٣٤١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَنَا وَكِيْعُ قَالَ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ اَهْلَلْتُ بِهِمَا جَمِيْعًا فَمَرَرْتُ بِسَلْمَانَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ فَعَابَا ذٰلِكَ عَلَيَّ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَمْ يَقُوْلاَ شَيْئًا هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ -

৩৪১৫. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... সুবাই ইব্ন মা'বাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উভয়ের (হজ্জ এবং উমরা) ইহ্রাম একত্রে বেধেছিলাম। আমি সালমান ইব্ন রবী'আ এবং যায়দ ইব্ন সুহান (র)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তাঁরা আমার এ আমলকে অপছন্দ করলেন। যখন আমি উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে আমি বিষয়টি বললে তিনি বললেন ঃ তারা দু'জন তেমন ভাল কথা বলে নাই। هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তোমাকে নবী ﷺ-এর সুন্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

বস্তুত তাঁর (উমর রা) এ কথার পরে যে "তারা দু'জন তেমন ভাল কথা বলেনি" এটা বলা যে, "তোমাকে নবী ﷺ-এর সুন্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে" এতে প্রতীয়মান হয় যে, উমর (রা)-এর উদ্দেশ্য দু'আ করা নয় বরং উক্ত ব্যক্তির আমলের অনুমোদন করা।

ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে উমর (রা) থেকেও এ বিষয়ের অনুকূলে রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

٣٤١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا الاَوْزَاعِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ يَقُوْلُ اَتَانِيَ اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ صَلِّ فِيْ هٰذَا الْوَادِيْ الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ -

৩৪১৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাইমূন (র) ..... ইব্ন আব্বাস এর বরাতে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি তখন 'আকীক' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তিনি বলছিলেন ঃ আজ রাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক আগন্তুক এসেছে তারপর সে বলেছে, এই মুবারক উপত্যকায় সালাত আদায় করুন এবং বলুন, হজ্জ এবং উমরা একসঙ্গে করছি।

٣٤١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৩৪১৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাসীর (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এই হাদীসে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করে বলছেন যে, তাঁর নিকট তঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক আগন্তুক এসেছে এবং সে তাঁকে বলেছে, বলুন! উমরা এবং হজ্জ মিলিতভাবে করছি। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হজ্জের মাঝে উমরাকে মিলিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই যা তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এর পরিপন্থী করা তাঁর জন্য অসম্ভব।

যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপনকারী প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, এটা উমর (রা) থেকে বর্ণিত হওয়া কিরূপে সম্ভব ? যখন কিনা তিনি মুতা' (তামাত্তু) থেকে নিষেধ করেছেন। আর তোমরা এ বিষয়টি তাঁর থেকে মালিক (র)-এর রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছ। মালিক (র), যুহরী (র) থেকে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইব্ন নওফল (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্নকারী এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতও পেশ করেছেন ঃ

٣٤١٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْهٰى عَنْهُمَا وَاُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ -

৩৪১৮. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে দু'টি মুত্'আ ছিলো। আমি সে দু'টি থেকে বাধা প্রদান করছি এবং এর উপর শাস্তি দিচ্ছি। দু'টির একটি হলো নারীদের মুতা' (মুতা' বিবাহ) আর অপরটি হলো হজ্জের মুতা' (তামাত্তু হজ্জ)।

٣٤١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمُتْعَةِ الْحَجِّ -

৩৪১৯. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নারীদের মুতা' (মুতা' বিবাহ) এবং হজ্জের মুত্'আ থেকে নিষেধ করতেন।

তাঁরা বলেন ঃ এটা কিভাবে বৈধ হবে যে, তিনি কোন ব্যক্তিকে এরূপ কাজে শাস্তি প্রদান করবেন, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

উক্ত প্রশ্নকারীকে উত্তরে বলা হবে ঃ এ হাদীসে উল্লিখিত 'মুত্'আ' সেটি নয় যা প্রথমোক্ত দলের আলিমগণ মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন এবং যা আমরা এর পূর্বে উল্লেখ করেছি। বরং আমাদের মতে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত এ মুত্'আ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই ইহ্রাম যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ হজ্জের জন্য বেঁধে ছিলেন। তারপর তাঁরা আরাফাতের পূর্বে এর জন্য তাওয়াফ করেছেন, সাঈ করেছেন, মাথামুণ্ডন করেছেন এবং ইহ্রাম খুলে ফেলেছেন। ওটাই হলো মুত্'আ, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে করা হত। তারপর তা রহিত

হয়ে গিয়েছে। যা কিছু এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে এবং এটা রহিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের এ গ্রন্থের অন্য স্থানে শিগগিরই উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

এরূপ 'মুত'আ' যা থেকে উমর (রা) নিষেধ করেছেন এবং এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। যে মুত্'আ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গ্রন্থে স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (الاية) ـ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। (বাকারা ২ ঃ ১৯৬)

রাসূলুল্লাহ্ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এর উপর আমল করেছেন। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, উমর (রা)'এর থেকে নিষেধ করবেন। বরং আমরা উমর (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি এটাকে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন এবং এর ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন ঃ

٣٤٢. حَدَّثَنَا سُلَيْمنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَهى عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوِاعْتَمَرْتُ فِىْ عَامٍ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ حَجَجْتُ لَجَعَلْتُهَا مَعَ حَجَّتِىْ ـ

৩৪২০. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন, লোকেরা বলে যে, উমর (রা) মুত্'আ থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি যদি বছরে দু'টি উমরা পালন করি তারপর হজ্জ পালন করি, তাহলে হজ্জের সঙ্গেও উমরা পালন করব।

٣٤٢١ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَه ـ

৩৪২১. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে; তিনি বলেছেন, যে, উমর (রা) বলেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত উমর (রা) যে তামাত্তু থেকে নিষেধ করেছেন এই ইব্ন আব্বাস (রা) তা অস্বীকার করছেন এবং তাঁর থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, তিনি কিরান পসন্দ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, উমর (রা) যে তামাত্তু সম্পাদনের ব্যাপারে শাস্তির হুমকি দিয়েছেন সেটি অন্য তামাত্তু।

কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইফরাদ হজ্জের নির্দেশ দিয়েছেন। আর প্রশ্নকারী এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন ঃ

٣٤٢٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الاَعْلى قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ اَفْرِدُوْا بِالْحَجِّ ـ

৩৪২২. ফাহাদ (র) ..... ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সুওয়াইদ(র) কে বলতে শুনেছি আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা ইফরাদ হজ্জ পালন কর।

প্রশ্নকারীকে (উত্তরে) বলা হবে ঃ আমাদের মতে এর অর্থ ইফরাদ ব্যতীত তামাত্তু এবং কিরান (হজ্জ)-কে তাঁর অপসন্দ করা নয়। বরং তিনি এটা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ বুঝিয়েছেন যা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর বর্ণনা করেছেন ঃ

٣٤٢٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا مَالِكُ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَصِلُوْا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ فَاِنَّه اَتَمُّ لِحَجِّ اَحَدِكُمْ وَاَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ اَنْ يَعْتَمِرَ فِىْ غَيْرِ اَشْهُرِ الْحَجِّ ـ

৩৪২৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ও ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের হজ্জ এবং উমরার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি কর। এটা তোমাদের কারো হজ্জকে পূর্ণতা বিধানকারী। আর তার উমরার পূর্ণতা বিধান হলো এটাকে হজ্জের মাস ব্যতীত অন্য মাসে পালন করা।

٣٤٢٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قُلْتُ لِسَالِمٍ نَهٰى عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفَعَلَهَا النَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اَتَمَّ الْعُمْرَةِ اَنْ تُفْرِدُوْهَا مِنْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَالْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ فَاَخْلِصُوْا فِيْهِنَّ الْحَجَّ وَاعْتَمِرُوْا فِيْمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الشُّهُوْرِ ـ

৩৪২৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (যুহরী র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সালিম (র) কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, উমর (রা) 'মুত'আ' থেকে কেন নিষেধ করেছেন, অথচ তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে লোকেরাও তা করেছেন। তিনি উত্তর দিয়ে বললেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, উমর (রা) বলেছেন ঃ উমরার পূর্ণতা হলো তা হজ্জের মাস ব্যতীত অন্য মাসে আদায় করা। হজ্জের মাসগুলো নির্ধারিত, তাতে শুধু হজ্জ পালন কর। আর এগুলো ব্যতীত অন্য মাসে উমরা পালন কর।

বস্তুত উমর (রা) এতে উমরার পূর্ণতা বিধানের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ وَاَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ হজ্জ এবং উমরাকে আল্লাহ্‌র জন্য পূর্ণ কর।

আর এটা এজন্য যে, যে উমরার সঙ্গে লোকেরা হজ্জের উপকার অর্জন করে তা তখন পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি কুরবানীর পশু নিয়ে যায় অথবা কুরবানীর পশু না পেলে সিয়াম পালন করে। পক্ষান্তরে হজ্জ ব্যতীত অন্য মাসে কুরবানীর পশু এবং সিয়াম ব্যতীতও উমরা পালন পূর্ণ হয়ে যায়।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উমর (রা)-এর নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো প্রতি বছর বায়তুল্লাহ্‌কে দু'বার যিয়ারত করা। আর হজ্জের সঙ্গে উমরার তামাত্তু (সুবিধা) কে অপছন্দ করেছেন যেন লোকেরা এটাকে জরুরী সাব্যস্ত করে বছরে শুধু একবার-ই বায়তুল্লাহ্‌তে উপস্থিত না হয় (বরং বারবার আসে)।

এই হাদীসে ইব্‌ন উমর (রা) উমর (রা), থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি হজ্জ এবং উমরা পৃথক পৃথকভাবে সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন লোকেরা এটাকে জরুরী মনে না করে বছরে বায়তুল্লাহ্‌তে এক বার উপস্থিতি হয়। এজন্য তামাত্তুকে অপছন্দ করেননি যে, সেটা সুন্নাত নয়। আর তার উক্তি যে, এমনিভাবে তোমাদের উমরা এবং হজ্জের পরিপূর্ণতা হলো প্রতিটি পৃথকভাবে সম্পাদন করা।

বস্তুত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আমরা যা কিছু রিওয়ায়াত করেছি তা এর বিরুদ্ধে প্রমাণ বহন করে। ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিজস্ব যে মতামত আমরা রিওয়ায়াত করেছি তাও এর বিরোধী।

٣٤٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ وَاَبُوْ يَعْفُوْرٍ سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لاَنْ اَعْتَمِرَ فِىْ الْعَشْرِ الْاَوَّلِ مِنْ ذِىْ الْحَجَّةِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتَمِرَ فِى الْعَشْرِ الْبَوَاقِىْ -

৩৪২৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যদি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে উমরা পালন করি তাহলে আমার নিকট এটা অন্য দশকগুলোতে উমরা পালন করা অপেক্ষা অত্যন্ত পছন্দনীয়।

٣٤٢٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ عُمْرَةٌ فِىْ الْعَشْرِ الاَوَّلِ مِنْ ذِىْ الْحِجَّةِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتَمِرَ فِىْ الْعَشْرِ الْبَوَاقِىْ فَحَدَّثْتُ بِهِ نَافِعًا فَقَالَ نَعَمْ عُمْرَةٌ فِيْهَا هَدْىٌ اَوْ صِيَامٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ عُمْرَةٍ لَيْسَ فِيْهَا هَدْىٌ وَلاَصِيَامٌ -

৩৪২৬. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে উমরা পালন করা আমার নিকট অবশিষ্ট দশকগুলোকে উমরা পালন করা অপেক্ষা অত্যন্ত পছন্দনীয়। বর্ণনাকারী (সাদাকা র) বলেন, আমি বিষয়টি নাফি' (র)-কে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, হাঁ, যে উমরায় হাদী (কুরবানীর পশু) অথবা সিয়াম থাকবে, এটা আমার নিকট সেই উমরা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়, যাতে হাদী (কুরবানীর পশু) অথবা সিয়াম না থাকে।

٣٤٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جَمْهَانَ قَالَ حَجَجْنَا وَفِيْنَا رَجُلُ اَعْمٰى فَلَبّٰى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَعِبْنَا ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَسَاَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْنَا اِنَّ رَجُلاً مِنَّا لَبّٰى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَمَا كَفَّارَتُهُ قَالَ رَجَعَ بِاَجْرَيْنِ وَتَرْجِعُوْنَ بِاَجْرٍ وَاحِدٍ -

৩৪২৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... কাসীর ইব্ন যুমহান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা উমরা পালন করি, আর আমাদের মাঝে জনৈক অনারব ব্যক্তি ছিলো, সে উমরা এবং হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করে। আমরা এজন্য তাকে দোষারোপ করলাম। এরপর আমরা (এ বিষয়ে) ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম, আমাদের মাঝে এক ব্যক্তি হজ্জ এবং উমরার তালবিয়া একত্রে পাঠ করেছে তার কাফ্ফারা কি হবে ? তিনি বললেন, উক্ত ব্যক্তি দু'টি সাওয়াব নিয়ে ফিরে গিয়েছে আর তোমরা ফিরেছ একটি সাওয়াব নিয়ে।

٣٤٢٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبِ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَنْ اَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَاَهْدِى اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِىْ ذِى الْحَجَّةِ -

৩৪২৮. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! যিলহজ্জ মাসে আমার হজ্জ পালনের পূর্বে উমরা পালন করা এবং কুরবানীর পশু নিয়ে যাওয়া হজ্জের পরে উমরা পালন অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

এখানে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ও হজ্জের মাসগুলোতে উমরা পালন করাকে অন্য মাসে উমরা পালন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। সুতরাং এটা ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক উমর (রা) থেকে যা রিওয়ায়াত করেছেন এর বিশুদ্ধতার পক্ষে প্রমাণ বহন করছে। কেননা যদি ইব্ন উমর (রা) উমর (রা) থেকে এ বিষয়টি শুনতেন যেমনটি উকাইল (র) যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। তাহলে এর পরিপন্থী কথা বলতেন না। যেহেতু তিনি তাঁর পিতার বক্তব্য শুনেছেন, তিনি নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এ বিষয়টি বলেছেন। কেউ তাঁর প্রতিবাদ করেনি, তার বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেনি এবং তিনিও স্বয়ং এর প্রতিবাদে এটা বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটা করেছেন। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উমর (রা) থেকে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বায়তুল্লাহ্'র যিয়ারত করা হবে। এর পরের উক্তি সালিম (র)-এর উক্তি। যুহ্‌রী (র) ওটাকে তাঁর রিওয়ায়াতে মিশ্রিত করে ফেলেছেন পার্থক্য করতে পারেননি। তাঁর বক্তব্য যে, হজ্জের মাসগুলোতে উমরার পূর্ণতা ঐ ব্যক্তির জন্যই হবে, যার সঙ্গে কুরবানীর পশু বিদ্যমান থাকবে অথবা পশু না পাওয়া অবস্থায় সিয়াম পালন করবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের মাসগুলো ব্যতীত অন্য মাসেও উমরা পূর্ণতা সাধিত হয়, যখন তাতে (হাদীস) ওয়াজিব না হয়। আর হজ্জের মাসগুলোতে কুরবানীর পশু পৌছা কোন ক্ষতির কারণে ওয়াজিব হয়। আর এইসব তখন প্রযোজ্য হবে যখন কিনা উমরা পালনের পরে হজ্জ সম্পাদিত হবে।

যারা এমত পোষণ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হলো (আল্লাহ্-ই সর্বাধিক জ্ঞাত) আমরা লক্ষ্য করছি যে, যে কুরবানীর পশু তামাত্তু এবং কিরান (হজ্জে) ওয়াজিব হয় তা থেকে যে খাওয়া যেতে পারে এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সকল আলিমেরা একমত। আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে, উমরা এবং হজ্জের মাঝে ক্ষতি পূরণের জন্য যে হাদী ওয়াজিব হয় তা থেকে খাওয়া যায় না, এ ব্যাপারেও তাঁদের ঐকমত্য রয়েছে। যেহেতু তামাত্তু এবং কিরান (হজ্জে) ওয়াজিব হাদী থেকে খাওয়া যেতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এটা উমরা বা এরপরে হজ্জে ক্ষতিপূরণ রূপে ওয়াজিব হয়নি। কেননা এটা যদি সেই ত্রুটির কারণে হতো তাহলে এটা সেই

সমস্ত কুরবানী থেকে হত যা ক্রটির কারণে ওয়াজিব হয় এবং তা থেকে আহার করা বৈধ হতো না যেমন এ সমস্ত কুরবানী থেকে খাওয়া বৈধ নয়। বরং এটা ফযীলত এবং উত্তম আমল সম্পাদন করার কুরবানী।

٣٤٢٩ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيْ قَالَ اَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ قَالُوْا جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنَّا نَسِيْرُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَاِذَا رَجُلٌ يُلَبِّيْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَتَاهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنِّيْ نَهَيْتُ عَنْ هٰذَا فَقَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّيْ لَمْ اَكُنْ لِاَدَعَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِكَ ـ

৩৪২৯. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ও ফাহাদ (র) ..... মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে জনৈক ব্যক্তি হজ্জ এবং উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করছিলো। উসমান (রা) বললেন, ইনি কে ? লোকেরা বলল, 'আলী' (রা)। উসমান (রা) তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, আপনি জানেন না যে, আমি তা থেকে নিষেধ করেছি ? তিনি বললেন, হাঁ, (আমি অবহিত) কিন্তু আপনার বক্তব্যের কারণে নবী ﷺ-এর বক্তব্যকে পরিত্যাগ করতে পারি না।

٣٤٣٠ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُرَيْثُ بْنُ سَلِيْمٍ الْعُذْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَبّٰى بِهِمَا جَمِيْعًا فَنَهَاهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَمَا اَنَّكَ قَدْ رَأَيْتَ ـ

৩৪৩০. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হজ্জ এবং উমরা) উভয়ের জন্য একত্রে তালবিয়া পাঠ করেছেন। উসমান (রা) তাঁকে নিষেধ করলে আলী (রা) বললেন ঃ আপনি অবশ্যই ভিন্নরূপ দেখেছেন !

বস্তুত এখানে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উমরা এবং হজ্জ মিলিত করার নিষেধাজ্ঞার পরিপন্থী বর্ণনা করছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উসমান (রা) এর নির্দেশের পরিপন্থী আমল করেছেন। আর এ বিষয়ে উসমান (রা)-এর নির্দেশের প্রতিবাদ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আলী (রা) এর মতে নবী ﷺ ইফরাদ হজ্জের উপর কিরান হজ্জকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতেন। যদি এমনটি না হতো তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উসমান (রা)-এর রায়কে অস্বীকার করতেন না এবং নিজস্ব রায়কে তাঁর রায়-এর উপর প্রাধান্য দিতেন না। কেননা তাঁরা উভয়ে একই ব্যাপারে এই নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর এটিই হলো সঠিক অভিমত। কিন্তু তাঁর উসমান (রা)-এর সঙ্গে বিরোধ করা আমাদের মতে এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অন্যান্য হজ্জের চাইতে কিরান হজ্জের ফযীলত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন ঃ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে কিরান হজ্জ পালন করেছেন।

٣٤٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْجُحْفَةِ وَعُمْرَتَهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَعُمْرَتَهُ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهٖ وَحَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً -

৩৪৩১. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারবার উমরা পালন করেছেন। জুহফার উমরা, পরবর্তী বছরের উমরা, জিইররানা নামক স্থান থেকে উমরা, আর একটি উমরা হলো তাঁর হজ্জের সঙ্গে। পক্ষান্তরে তিনি হজ্জ শুধু একবার করেছেন।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, তোমরা কিভাবে এটা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে গ্রহণ করছ, অথচ তোমরা ইতিপূর্বে অনুচ্ছেদের শুরু ভাগে তাঁর-ই থেকে রিওয়ায়াত করেছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু হজ্জ করেছেন।

তাঁকে (উত্তরে) বলা হবে ঃ সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুরুতে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। তারপর এটাকে তামাত্তু হিসাবে অব্যাহত রেখেছেন। এরপর তাওফাফের পূর্বে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। সুতরাং শুরুতে তিনি মুতামাত্তি (তামাত্তু হজ্জ পালনকারী) এবং শেষে 'কারিন' (কিরান হজ্জ পালনকারী) ছিলেন। বস্তুত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রথমোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তামাত্তু হজ্জের সংবাদ দিয়েছেন, যেন তামাত্তু হজ্জকে যারা মাকরূহ মনে করে তাদের উক্তির প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। আর দ্বিতীয় এই হাদীসে কিরান হজ্জের সংবাদ দিয়েছেন। কেননা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পরে তাঁর আমল এই কিরানের রূপই পরিগ্রহ করে ছিলো।

এতে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর মুতামাত্তি (তামাত্তু পালনকারী) ছিলেন। অবশেষে তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। এ কারণে তিনি কারিন (কিরান হজ্জ পালনকারী) হয়ে গিয়েছিলেন।

٣٤٣٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَكَمْ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلٰثًا سِوٰى عُمْرَتِهِ الَّتِىْ قَرَنَهَا بِحَجَّتِهٖ -

৩৪৩২. ফাহাদ (র) ...... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতটি উমরা পালন করেছেন। তিনি বললেন, 'দু'টি উমরা'! আয়েশা (রা) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) জ্ঞাত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই উমরা ব্যতীত যা তিনি তাঁর হজ্জের সঙ্গে মিলিতভাবে করেন, তিনটি উমরা পালন করেছেন।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, তোমরা আয়েশা (রা) থেকে এরূপ বিষয় কিভাবে গ্রহণ করছ, অথচ তোমরা তাঁরই থেকে এই অনুচ্ছেদের শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইফরাদ হজ্জ এবং তামাত্তু হজ্জের ব্যাপারে রিওয়ায়াত করেছ।

তাঁকে (উত্তরে) বলা হবে ঃ আমাদের মতে এটা এরূপই, যেরূপ আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা বর্ণনা করেছি। (এবং আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত) সুতরাং আয়েশা (রা) যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল জ্ঞাত হয়েছেন সেইভাবেই হবে যে, তিনি প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন এবং সে সময় এর সঙ্গে হজ্জকে মিলিত করেননি, তা অব্যাহত রেখেছেন। অবশেষে হজ্জের সময় হজ্জ পালন করেছেন। সে সময় তিনি মুতামাত্তি (তামাত্তু হজ্জ পালনকারী) ছিলেন। তারপর সেই ইহ্‌রামের মধ্যে শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। এর সঙ্গে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেননি। এভাবে তিনি প্রথম উমরার কারণে কারিন (কিরান হজ্জ পালনকারী) হয়ে গিয়েছেন। অতএব তাঁর ইহ্‌রামের কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বিদ্যামান ছিলো। শুরুতে তিনি মুতামাত্তি ছিলেন। তারপর শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধেন (মুহরিম হয়েছেন)। তাই এটা সেই উমরার ইহ্‌রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে যা পূর্বে বেঁধেছিলেন। সুতরাং তিনি কারিন (কিরানকারী) এবং মুতামাত্তি (তামাত্তুকারী) এর অবস্থানে হয়ে গিয়েছেন। আয়েশা (রা) এটাকে 'ইফরাদ' হিসাবে উল্লেখ করে সেই সমস্ত লোকদের প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন যাদের ধারণা নবী ﷺ উভয়ের একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন।

٣٤٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ مُهِلاًّ بِالْعُمْرَةِ مَخَافَةَ الْحَصْرِ ثُمَّ قَالَ مَا شَانُهُمَا اِلاَّ وَاحِدًا اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ اِلٰى عُمْرَتِىْ هٰذِهٖ حَجَّةً ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَقَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৪৩৩. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার ইব্‌ন উমর (রা) মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকায় শুধু উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। তারপর বললেন, প্রকৃতপক্ষে উভয়টিই অভিন্ন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি আমার এই উমরার সঙ্গে হজ্জকে আবশ্যক করে নিয়েছি। এরপর সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং উভয়ের জন্য একটি তাওয়াফ করলেন এবং বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনটি করেছেন।

٣٤٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ هُوَ ابْنُ دَاوُدَ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَاَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاَنَّا نَخَافُ اَنْ نُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذًا اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدًا اُنْشِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِىْ فَانْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يُحَلِّقْ

وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَّقَ وَرَاى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَ ذٰلِكَ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ ـ

৩৪৩৪. আহমদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন মূসা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে বছর হাজ্জাজ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করে, সে বছর আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। তাঁকে বলা হলো যে লোকদের মাঝে যুদ্ধ চলছে এবং আমরা আশংকা করছি যে, কোথায়ও আপনাকে বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধা দেয়া না হয়। তিনি বললেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল-এর জীবনে উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে" আমি সেই আমলই করব যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছিলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি উমরাকে নিজের জন্য অবশ্য করণীয় করে নিয়েছি। এরপর বের হয়ে পড়লেন, যখন 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন বললেন, আসলে হজ্জ এবং উমরার বিষয়টি তো অভিন্ন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি, আমি উমরার সঙ্গে হজ্জের নিয়্যাতও করেছি। সুতরাং তিনি উভয়ের ইহ্‌রাম একত্রে বেঁধে চললেন। অবশেষে মক্কায় পৌঁছলেন। বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়া'র মাঝে সাঈ করলেন। আর এর অতিরিক্ত কিছু করেন নি। কুরবানী করলেন না, মাথা মুণ্ডন করলেন না এবং কোন হারাম হওয়া বস্তুকে হালাল মনে করলেন না। তারপর কুরবানীর দিন মাথা মুণ্ডন করলেন এবং ধারণা করলেন যে, তিনি প্রথম তাওয়াফের মাধ্যমেই হজ্জের তাওয়াফও করে ফেলেছেন। তারপর তিনি বললেনঃ নবী ﷺ ও অনুরূপ করেছেন।

٣٤٣٥ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اَنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاِنَّا نَخَافُ اَنْ يَصُدُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذًا اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِىْ ثُمَّ خَرَجَ اِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدًا اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِىْ وَاَهْدِىْ هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقَدِيْدٍ فَانْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يُحَلِّقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَّقَ وَرَاى اَنَّ قَدْ قَضٰى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ وَكَذٰلِكَ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৪৩৫. রবী'উল মুআয্‌যিন (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) সেই বছর হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছা পোষণ করেন, যে বছর হাজ্জাজ (ইব্‌ন ইউসুফ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করে। তাঁকে বলা হলো যে, লোকদের মাঝে যুদ্ধ হচ্ছে, আমরা আশংকা করছি যে, আপনি বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে না যান। তিনি বললেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল-এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" আমি সেই আমল-ই করব যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী

করছি যে, আমি উমরার সঙ্গে হজ্জ পালনেরও ইচ্ছা করেছি। তারপর বের হয়ে পড়লেন। যখন 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন বললেন, হজ্জ এবং উমরার বিষয় আসলে অভিন্ন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি, আমি উমরার সঙ্গে হজ্জ পালনের নিয়্যতও সম্পৃক্ত করেছি। কুরবানীর পশু প্রেরণ করেছি যা 'কুদাইদ' নামক স্থান থেকে খরীদ করা হয়েছে। এরপর উভয়ের (হজ্জ এবং উমরা) ইহ্‌রাম একত্রে বেঁধে চললেন। অবশেষে মক্কা পৌঁছলেন। বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করলেন, সাফা এবং মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। এর অতিরিক্ত কিছু করলেন না, কুরবানী দিলেন না, মাথা মুণ্ডন করলেন না, চুল কাটালেন না এবং যা কিছু (ইহ্‌রামের কারণে) হারাম হয়ে গিয়েছিলো তা হালাল মনে করলেন না। অবশেষে যখন কুরবানীর দিন হলো, কুরবানী দিলেন, মাথা মুণ্ডন করলেন এবং মনে করলেন যে, তিনি প্রথমোক্ত তাওয়াফেই হজ্জ এবং উমরার তাওয়াফ করে ফেলেছেন। আর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ﷺ ও অনুরূপ করেছেন।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, তোমরা এ বিষয়টি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে কিভাবে গ্রহণ করছ ? অথচ তোমরা ইতিপূর্বে তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, নবীﷺ তামাত্তু (হজ্জ) পালন করেছেন।

এ বিষয়ে আমরা তাকে সেই উত্তর-ই প্রদান করব, যা আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আয়েশা (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে প্রদান করেছি ঃ

٣٤٣٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ -

৩৪৩৬. ফাহাদ (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবীﷺ কে হজ্জ এবং উমরার তালবিয়া এক সঙ্গে পাঠ করতে শুনেছেন।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, তোমরা ইতিপূর্বে এই অনুচ্ছেদে ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকেই রিওয়ায়াত করেছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু হজ্জ পালন করেছেন। তাহলে তোমরা তাঁর থেকে এটা কিভাবে গ্রহণ করছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরান হজ্জ পালন করেছেন ?

এ বিষয়ে আমাদের উত্তর সেটাই হবে, যা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের ব্যাপারে দেয়া হয়েছে ঃ

٣٤٣٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّه لَبّٰى بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَقَالَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَذَكَرَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيْ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَوْلَ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَهَلَ اَنَسٌ اِنَّمَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَاَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ قَالَ بَكْرٌ فَرَجَعْتُ اِلٰى اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ ذٰلِكَ حَتّٰى مَاتَ -

৩৪৩৭. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উমরা এবং হজ্জের একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধে বলেছেন ঃ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ আমি হজ্জ এবং উমরার সঙ্গে উপস্থিত। বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মুযানী (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সম্মুখে আনাস (রা)-এর এই উক্তির উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আনাস (রা) ভুলে গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে উক্ত ইহ্‌রাম বেঁধেছিলাম। আমরা যখন মক্কায় এলাম তখন তিনি বললেন ঃ যার সঙ্গে হাদী (কুরবানীর পশু) নেই সে যেন ইহ্‌রাম খুলে ফেলে। বকর (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট ফিরে গেলাম এবং তাঁকে ইব্‌ন উমর (রা)-এর বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি আমৃত্যু ওই কথাটি উল্লেখ করতেন।

٣٤٣٨ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ قَالَ وَحَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ قَالَ بَكْرٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ ذَهَلَ اَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَاَهْلَلْنَا بِهِ ـ

৩৪৩৮. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। বকর (র) বলেন, আমি উক্ত বিষয়টি ইব্‌ন উমার (রা)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আনাস (রা) ভুলে গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন এবং আমরা এর (হজ্জের) ইহ্‌রাম বেঁধেছিলাম।

٣٤٣٩ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ هُوَ ابْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا حُمَيْدٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ وَزَادَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَكَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدْىٌ فَلَمْ يَحِلَّ ـ

৩৪৩৯. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... হুমাইদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এটা বৃদ্ধি করেছেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মক্কা) এলেন তখন তিনি বললেন, যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন ইহ্‌রাম খুলে হালাল হয়ে যায়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিলো, তাই তিনি ইহ্‌রাম খুলে নি।

٣٤٤٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِقَوْلِ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ نَسِيَ اَنَسُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمَّا قَالَ بَكْرٌ لاَنَسٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ نَسِيَ فَقَالَ اِنْ يَعُدُّوْنَا الاَصْبِيَانَ بَلْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا ـ

৩৪৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... বকর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে আনাস (রা)-এর উক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আনাস (রা) ভুলে গিয়েছেন। যখন

তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বকর (র) আনাস (রা)-কে বললেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলছেন যে, তিনি ভুলে গিয়েছেন। তিনি বললেন, তিনি আমাদেরকে শিশু গণ্য করছেন। বরং আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি আমি হজ্জ এবং উমরা উভয়ের সাথে উপস্থিত আছি।

আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না যে, ইব্ন উমর (রা) আনাস (রা)-এর এ উক্তির প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয়ের একত্রে ইহ্রাম বেঁধেছেন। আর ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট বিষয়টি ছিলো এ রকম যে, নবী ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। তারপর এটাকে পরে উমরাতে পরিণত করেছেন এবং এর সঙ্গে হজ্জকে মিলিত করেছেন। আর তিনি তখন কারিন (কিরান হজ্জকারী) হয়ে গিয়েছেন।

বাস্তব পক্ষে তাঁর হজ্জের ইহ্রামের সূচনাকালে তিনি 'মুফরিদ' (ইফরাদ হজ্জ পালনকারী) ছিলেন। তারপর আনাস (রা) থেকে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি (হজ্জ এবং উমরা) উভয়ের ইহ্রাম এক সঙ্গে বেঁধেছেন ঃ

٣٤٤١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حِبَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ـ

৩৪৪১. ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাহন তাঁকে নিয়ে যখন 'বায়দা' নামক স্থানে অবস্থান নিল তখন তিনি উভয় (হজ্জ এবং উমরা)-কে একত্রিত করেছেন।

٣٤٤٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ قَزَعَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ـ

৩৪৪২. ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, আমি হজ্জ এবং উমরার সঙ্গে উপস্থিত।

٣٤٤٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيْ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৪৪৩. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা)-এর বরাত নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٤٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৪৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আনাস (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٤٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الرَّقِّيُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ وَحُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ

اَبِىْ طَلْحَةَ وَرُكْبَتِىْ تَمَسُّ رُكْبَةَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَزَالُوْا يُصْرِخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ـ

৩৪৪৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি (বাহনের উপর) আবূ তালহা (রা)-এর পিছনে ছিলাম। আমার হাঁটু নবী ﷺ-এর (পবিত্র) হাঁটুকে স্পর্শ করছিলো। লোকজন অবিরত একত্রে হজ্জ এবং উমরার আওয়াজকে উঁচু করছিলেন।

٣٤٤٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَبِحَجَّةٍ مَعًا ـ

৩৪৪৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হজ্জ এবং উমরার একসঙ্গে 'লাব্বায়ক' (উপস্থিত আছি) বলতে শুনেছি।

٣٤٤٧ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِىُّ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِىُّ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَةً مِنَ الْجُحْفَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَعُمْرَةً حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهٖ وَحَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً ـ

৩৪৪৭. আবূ উমাইয়া (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব আল-কায়সানী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি উমরা জুহ্‌ফা থেকে, একটি (পরবর্তী বছর), একটি জিইর্‌রানা নামক স্থান থেকে, একটি তখন করেছেন যখন হুনায়ন যুদ্ধের লব্ধ গনীমত বণ্টন করেছিলেন এবং একটি তাঁর হজ্জের সঙ্গে করেছেন। পক্ষান্তরে হজ্জ শুধু একবার করেছেন।

٣٤٤٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى وَابْنُ نُفَيْلٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا نَصْرَخُ بِالْحَجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَقَالَ لَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَلٰكِنِّىْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ـ

৩৪৪৮. আবূ উমাইয়া (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা বের হলাম এবং হজ্জের জন্য আওয়াজ উঁচু করছিলাম। আমরা যখন মক্কা পৌঁছলাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওটাকে উমরায় পরিণত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর বললেন, যদি আমি এ উমরার বিষয়ে পূর্বে অবহিত হতাম, যা পরবর্তীতে অবহিত হয়েছি (তামাত্তুর বৈধতা) তাহলে আমি উমরা আদায় করতাম। কিন্তু আমি কুরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছি এবং হজ্জ ও উমরাকে একত্র মিলিত করেছি।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন, এ হাদীসে নবী ﷺ-এর নিজস্ব উক্তি রয়েছে যে, তিনি হজ্জ এবং উমরাকে মিলিত করেছেন। সুতরাং এটা সেই সমস্ত লোকদের বক্তব্যের বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে যারা বলেন যে, তাঁর আমল এরূপই ছিল।

٣٤٤٩ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ و حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَسْلَمَ اَبِىْ عِمْرَانَ اَنَّهُ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ مَوَالِىْ فَدَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَهِلُّوْا يَا اٰلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِىْ حَجَّةٍ وَهٰذَا اَيْضًا مِثْلُ ذٰلِكَ ـ

৩৪৪৯. ইউনুস (র) ..... আসলাম (আবূ ইমরান র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার মনিবদের সঙ্গে হজ্জ পালন করেছি। আমি উম্মু সালমা (রা)-এর নিকট গেলাম তাঁকে বলতে শুনলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার! হজ্জের সঙ্গে উমরার ইহ্রামও বাঁধ। বস্তুত এটা ওটার অনুরূপ।

٣٤٥٠ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالُوْا جَمِيْعًا عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ـ

৩৪৫০. ফাহাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ হজ্জ এবং উমরাকে মিলিতভাবে আদায় করেছেন।

٣٤٥١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالاَ ثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيْدَ الاَوْدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِىْ الْحَجِّ اِلَى الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَرَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ ـ

৩৪৫১. আবূ বাকরা (র) ও আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তিনি (সুরাকা রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে কিরান হজ্জ আদায় করেছেন।

বিদায় হজ্জে নবী ﷺ-এর ইহ্রাম সম্পর্কে তাঁদের (মুহাদ্দিসীনদের) বিরোধ রয়েছে যে, তার ধরণ কি ছিলো তাঁরা সেরূপ-ই বলেছেন যা আমরা বর্ণনা করেছি এবং এ বিষয়য়ে পারস্পরিক বিরোধ করেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। আমাদের জানা মতে, তিনি তিন অবস্থার কোন এক অবস্থায় ছিলেন। তিনি হয়তো বা মুতামাত্তি, নয়তো মুফরিদ আর নয়তো কারিন হজ্জ পালনকারী ছিলেন।

বস্তুত আমাদের জন্য এটাই নিতান্ত সংগত হবে যে,আমরা সেই সমস্ত রিওয়ায়াতের অর্থ ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করবো এবং তা স্পষ্ট করবো যাতে আমরা জানতে পারি যে, তাদের এই বিরোধ কোথা থেকে সৃষ্টি

হয়েছে এবং এতে আমরা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইহ্‌রাম কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হব। বিষয়টি আমরা চিন্তা-ভাবনা করার পর জেনেছি যে, যারা ইফরাদ হজ্জের ইহ্‌রাম-এর মত পোষণ করেন তাঁরা বললেন যে, তাঁর ইহ্‌রাম ইফরাদ হজ্জের ইহরাম ছিলো। এর পূর্বে তাঁর অন্য কোনরূপ ইহ্‌রাম বাধা ছিলো না। অন্যান্যরা বলেন যে, বরং এই হজ্জের ইহ্‌রামের পূর্বে তিনি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। তারপর এর সঙ্গে এই হজ্জকে মিলিত করেছেন। কিরান হজ্জের মত পোষণকারীগণ এরূপই বলেন।

যারা বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জ আদায় করেছেন। জাবির (রা) তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উটনী যখন তাঁকে নিয়ে 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছল তখন তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন ঃ তিনি (শুরুতে) মসজিদের নিকট থেকে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। তিনিও (ইব্‌ন উমর রা) তাদের অন্যতম যারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইহ্‌রামের সূচনায় শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন : সুতারাং ইব্‌ন উমর (রা) ও জাবির (রা)-এর মতে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রামের সূচনা মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে হয়েছে।

বস্তুত ইতিপূর্বে আমাদের এই গ্রন্থে তাঁর-ই সূত্রে আমরা সাব্যস্ত করতে প্রয়াস পেয়েছি যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের পর মসজিদে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। সম্ভবত যারা বলছেন যে, তিনি 'কিরান' করেছেন তাঁরা মসজিদে তাঁর থেকে উমরার তালবিয়া শুনেছেন। তারপর মসজিদের বাইরে দ্বিতীয়বার শুধু হজ্জের তালবিয়া শুনেছেন। আর তাঁরা ধারণা করেছেন যে, তিনি কিরান হজ্জ করেছেন। যারা বলছেন যে, তিনি ইফরাদ হজ্জ করেছেন, তাঁরা শুনেছেন যে, তিনি শুধু হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছেন। তাঁরা এর পূর্বে উমরার তালবিয়া পাঠ শুনেননি। সুতরাং তাঁরা ইফরাদ হজ্জের পক্ষে মত পোষণ করেছেন। কিছুসংখ্যক লোক তাঁকে মসজিদে উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছেন। কিন্তু তাঁরা মসজিদের বাইরে তাঁকে হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে শুনেননি। তারপর তাঁরা পরবর্তীতে তাঁকে দেখেছেন যে, তিনি অপরাপর হাজীদের ন্যায় আরাফাতের অবস্থান ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করছেন। তাদের মতে এই আমল উমরা থেকে তাঁর অবসর হওয়ার পর ছিলো। সুতরাং তাঁরা বলছেন যে, তিনি তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছেন।

সুতরাং প্রত্যেকেই যা কিছু দেখেছেন তা-ই বর্ণনা করেছেন। অতএব যারা ইফরাদ হজ্জ অথবা তামাত্তু হজ্জের মত পোষণ করেছে তাদের লব্ধ জ্ঞান সেই সমস্ত ব্যক্তির লব্ধ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে যারা কিরানের পক্ষে মত পোষণ করেন। কেননা তারা তাঁর উমরার তালবিয়া এবং এরপর হজ্জের তালবিয়া'র সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের অবস্থান এবং যা কিছু তারা রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের বিরোধীদের মতাদর্শ এবং রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সংগত।

তারপর আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কার্যাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কারিন (কিরানকারী) ছিলেন। আর তা হলো নিম্নরূপ ঃ এতে কোনরূপ বিরোধ নেই যে, যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা আগমন করলেন তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করলেন, যারা 'হাদী' হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে তারা ব্যতীত অন্যান্য সকলে যেন ইহ্‌রাম খুলে ফেলে। আর তিনি তাঁর ইহ্‌রামের উপর বহাল থাকলেন এবং তা শুধু ওই সময় খুললেন যখন হজ্জ পালনকারী হজ্জের ইহ্‌রাম খুলে। তিনি বললেন ঃ যদি সেই বিষয়টি যা আমার নিকট পরে স্পষ্ট হয়েছে পূর্বে প্রকাশ পেত তাহলে আমি হাদী হাঁকিয়ে নিয়ে আসতাম না এবং ওটাকে অবশ্যই উমরা বানাতাম। সুতরাং যার সঙ্গে হাদী থাকবে না সে যেন ইহ্‌রাম খুলে ফেলে এবং ওটাকে উমরা বানিয়ে নেয়। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি সেই সমস্ত লোকদের অন্যতম যারা বলেন যে, তিনি ইফরাদ হজ্জ করেছেন। আমরা অতিসত্বর তা এবং যা কিছু তাঁর হজ্জ ভঙ্গকরণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে ইনশাআল্লাহ্ উল্লেখ করব।

বস্তুত যদি তাঁর এই ইহ্রাম হজ্জের ইহ্রাম হতো তাহলে হাদী নিয়ে যাওয়াটা নফল হত। আর নফল হাদী উক্ত ইহ্রাম খুলার জন্য প্রতিবন্ধক হয় না। যেমনিভাবে যে ব্যক্তি হাদী নিয়ে না যায়, সে ইহ্রাম খুলে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদী নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যক্তির ন্যায় বিধান হতো, যে কিনা হাদী নিয়ে যায়নি। কেননা তিনি মুতামাত্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হননি। সুতরাং এটা তামাত্তুর হাদী হবে। যা ঐ ইহ্রাম খুলার জন্য প্রতিবন্ধক হবে; যা হাদী না নিয়ে যাওয়ার অবস্থায় প্রতিবন্ধক হয় না।

তোমরা লক্ষ্য করছ না যে, যদি কোন ব্যক্তি তামাত্তু পালনের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং উমরার ইহ্রাম বাঁধে, যখন সে এর জন্য তাওয়াফ করে, সাঈ করে এবং মাথা মুণ্ডন করে তখন সে ইহ্রাম খুলে ফেলে। আর যদি সে তামাত্তুর জন্য হাদী পাঠায় তাহলে সে কুরবানীর দিনের পূর্বে ইহ্রাম খুলবে না।

বস্তুত এতে প্রমাণিত হলো যে, যখন নবী ﷺ-এর হাদী ইহ্রাম খোলার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক ছিলো এবং এটা তাঁর ইহ্রামকে কুরবানীর দিন পর্যন্ত বহাল রেখেছে তাই এর বিধান নফল হাদীর বিধানের অনুরূপ ছিলো না। অতএব এতে সেই সমস্ত লোকদের বক্তব্য খণ্ডন হয়ে গেল যারা বলেন যে, তিনি ইফরাদ হজ্জ আদায় করেছেন। ইতিপূর্বে এ অনুচ্ছেদে আমরা হাফ্সা (রা) থেকে উল্লেখ করেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বললেন, লোকেরা ইহ্রাম খুলে ফেলেছে অথচ আপনি উমরার ইহ্রাম খুলেননি এর কারণ কি ? তিনি বললেন, আমি আমার হাদীকে মালা পড়িয়েছি এবং মাথায় আঠা লাগিয়েছি। সুতরাং আমি ইহ্রাম খুলব না যতক্ষণ না কুরবানী করি।

অতএব এটা আমাদের উল্লিখিত বিষয়বস্তুর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে এবং আরো প্রমাণ করে যে, উক্ত হাদী উমরার কারণে ছিল। এর উদ্দেশ্য কিরান হোক অথবা তামাত্তু।

আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি এবং দেখেছি যে হাফসা (রা)-এর এই হাদীস একথার প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত বক্তব্য মক্কায় প্রদান করেছেন। কেননা তিনি তা লোকদের ইহ্রাম খুলে ফেলার পরে বলেছেন।

এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, নবী ﷺ-এর পূর্বে তাওয়াফ করে ফেলেছিলেন, আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, তখনও তিনি তাওয়াফ করেননি। যদি তিনি প্রথমে তাওয়াফ করে থাকেন তারপর হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে থাকেন তাহলে তো তিনি মুত্তামাত্তি (তামাত্তু হজ্জ পালনকারী) ছিলেন, কারিন (কিরান কারী) ছিলেন না। কেননা তাহলে তিনি উমরার তাওয়াফ থেকে অবসর হওয়ার পর হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। আর যদি তিনি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে তাওয়াফ আদায় না করে থাকেন তাহলে তিনি কারিন (কিরান কারী) ছিলেন। কেননা, তাহলে তিনি উমরার তাওয়াফ থেকে অবসর হওয়ার পর হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। আর যদি তিনি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে তাওয়াফ আদায় না করে থাকেন তাহলে তিনি কারিন (কিরানকারী) ছিলেন। কেননা, উমরার তাওয়াফ আদায় করার পূর্বে তাঁর উপর হজ্জ পালন আবশ্যক হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং যখন তা উল্লিখিত বিষয়গুলোর সম্ভাবনা রাখছে, তাই আমাদের জন্য অধিকতর সংগত হবে, এই সমস্ত রিওয়ায়াতগুলোকে এরূপ অর্থে প্রয়োগ করা যাতে করে সেগুলো পারস্পরিকভাবে সমন্বিত হয়। এরূপ অর্থে নয়, যাতে সেগুলো পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হয়।

আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) ও আয়েশা (রা) থেকে আমরা রিওয়ায়াত করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছেন। আবার তাঁদের থেকেই রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি কিরান হজ্জ পালন করেছেন। আর তাঁর বক্তব্য থেকে একথা সাব্যস্ত হয় যে, তিনি মক্কা আগমন করেছেন এবং এরপূর্বে তিনি হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধেননি। আমরা যদি তাঁর হজ্জের ইহ্রামকে

উমরার তাওয়াফের পূর্বে সাব্যস্ত করি তাহলে হাদীসদ্বয় একত্রিতভাবে প্রমাণিত হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের ইহ্‌রাম না বাঁধা পর্যন্ত মুতামাত্তি (তামাত্তুকারী) ছিলেন। তারপর তিনি কারিন (কিরানকারী) হয়ে গিয়েছেন। আর যদি তাঁর হজ্জের ইহ্‌রাম উমরার তাওয়াফ সম্পন্ন করার পরে সাব্যস্ত করি, তাহলে তাঁকে তামাত্তুকারী সাব্যস্ত করব এবং তাঁর কিরানকারী হওয়াকে অস্বীকার করব। অতএব এভাবে আমরা তাঁকে এক অবস্থায় তামাত্তু পালনকারী এবং অন্য অবস্থায় কিরান আদায়কারী সাব্যস্ত করব। এতে সাব্যস্ত হলো যে, তাঁর উমরার জন্য তাওয়াফ করাটা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পরে ছিলো এবং এতে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে কিরান হজ্জ সম্পাদনকারী ছিলেন।

কিরান এবং তামাত্তু হজ্জকে যারা অপছন্দ করেন তাঁদের কেউ কেউ সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, যারা এ দুটোকে পছন্দ করেন যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে তামাত্তুর বৈধতার উপর নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছ ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -

'এবং যে ব্যক্তি হজ্জের সঙ্গে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে।' অথচ বিষয়টি এরূপ নয় বরং এ আয়াতের ব্যাখ্যা সেটি যা আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٣٤٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَنَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَلاَ اِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ كَمَا تَصْنَعُوْنَ وَلٰكِنَّ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ اَنْ يَّخْرُجَ الرَّجُلُ حَاجًا فَيَحْبِسُهُ عَدُوٌّ اَوْ مَرَضٌ اَوْ اَمْرٌ يُعْذَرُ بِهٖ حَتّٰى تَذْهَبَ اَيَّامُ الْحَجِّ فَيَأْتِيَ الْبَيْتَ فَيَطُوْفُ سَبْعًا وَيَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَتَمَتَّعَ بِحِلِّهٖ اِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَحَجَّ وَيُهْدِىْ -

৩৪৫২. মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাজ্জাজ (র) ও নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইসহাক ইব্‌ন সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) কে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন ঃ হে লোক সকল! সাবধান থেক! আল্লাহ্‌র কসম! হজ্জের সঙ্গে উমরা দ্বারা লাভবান হওয়া সেটি নয় যা তোমরা করছ বরং হজ্জের সঙ্গে উমরা'র তামাত্তু (লাভবান হওয়া) হলো এটি যে, কোন ব্যক্তি হজ্জের নিয়্যাতে বের হল তারপর সে শত্রু অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন ওজরের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। ফলশ্রুতিতে হজ্জের দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এরপর সে বায়তুল্লাহ হতে এসে সাতবার তাওয়াফ করবে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে এবং ইহ্‌রাম খুলে আগামী বছর হজ্জের দ্বারা লাভবান হবে আর কুরবানী করবে।

٣٤٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُوَيْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

৩৪৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইসহাক ইব্‌ন সুওয়াইদ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।
ওই প্রশ্নকারী বলেছেন, এটা হলো এই (উল্লিখিত) আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিষয়বস্তু।

তাঁদেরকে উত্তরে বলা হবে যে, যদি আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা এভাবে আবশ্যক হয়, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, তাঁর পরবর্তী সাহাবীগণ যেমন উমর (রা), আলী (রা) প্রমুখ যাদের উল্লেখ এই অনুচ্ছেদেই পূর্বে আমরা করেছি। তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসের আলোকে আয়াতের উক্ত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য না হওয়া অধিকতর সংগত।

٣٤٥٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَوْ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ نَصْرٍ قَالَ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَاَدْرَكْتُ عَلِيًّا فَقُلْتُ اِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ اَفَاسْتَطِيْعُ اَنْ اَضُمَّ اِلَيْهِ عُمْرَةً فَقَالَ لاَ لَوْ كُنْتَ اَهْلَلْتَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَرَدْتَ اَنْ تُضِيْفَ اِلَيْهَا الْحَجَّ فَعَلْتَ ـ

৩৪৫৪. ইউনুস (র) ..... আবূ নাসর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধি তারপর আলী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাঁকে বললাম, আমি হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছি আমি কি এর সঙ্গে উমরা মিলিত করতে পারব ? তিনি বললেন, না (পারবে না)। তবে যদি তুমি উমরার ইহ্রাম বাঁধতে তারপর তুমি এর সঙ্গে হজ্জের ইহ্রাম মিলিত করতে চাইতে তাহলে তা করতে পারতে।

٣٤٥٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَسَمِعْنَا رَجُلاً يَهْتِفُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عُثْمٰنُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَكَتَ ـ

৩৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... মারওয়ান ইব্নুল হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম এক ব্যক্তিকে হজ্জ ও উমারার (ইহ্রামের) আওয়াজ উঁচু করতে শুনেছি। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে ? লোকেরা বলল, আলী (রা) তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

٣٤٥٦ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَىٍّ بْنِ كُلَيْبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ اَنَّ عُثْمٰنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَ فَنَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَامَ عَلِىٌّ فَلَبّٰى بِهِمَا فَانْكَرَ عُثْمَانُ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ اِنَّ اَفْضَلَنَا فِىْ هٰذَا الاَمْرِ اَشَدُّنَا اِتِّبَاعًا لَهُ ـ

৩৪৫৬. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... হারী ইব্ন কুলাইব (র) ও আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) একবার ভাষণ দেন এবং মুত্'আ (তামাত্তু হজ্জ) থেকে নিষেধ করেন। এতে আলী (রা) দাঁড়ালেন এবং উভয়ের (হজ্জ-উমরার) তালবিয়া পাঠ করলেন। উসমান (রা) এর প্রতিবাদ করলেন। এরপর আলী (রা) তাঁকে বললেন, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) সর্বাপেক্ষা অধিক অনুসরণকারী।

٣٤٥٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ الْيَشْكُرِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَوْ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طُفْتَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَلَكُنْتَ مَهْدِيًا ـ

৩৪৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যদি হজ্জ এবং উমরার ইহ্রাম একত্রে বাঁধি তাহলে উভয়ের জন্য একটি তাওয়াফ-ই আদায় করব এবং হাদী নিয়ে যাব।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ বস্তুত এরা হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ যাদের উল্লেখ আমরা করেছি। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে-এর ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যার পরিপন্থী ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের মতে এটা বিশুদ্ধতর ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ তা'আলা-ই সর্বাধিক জ্ঞাত। কেননা উক্ত আয়াতে-ই এরূপ প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যাতে ইব্ন যুবাইর (রা) প্রদত্ত ব্যাখ্যার অসারতা প্রতীয়মান হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ -

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেহ ওটা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিনদিন সিয়াম পালন করতে হবে। (বাকারা ঃ ১৯৬)

বস্তুত হজ্জের মধ্যে সিয়াম পালন হজ্জ ছুটে যাওয়ার পরে হয় না বরং এর পূর্বে হয়ে থাকে। এর পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ - تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ - ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম পালন করতে হবে। ইহা তোমাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। বাকারা (২ ঃ ১৯৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা মুত্'আ (তামাত্তু) এবং যা কিছু এটা পালনকারীদের উপর ওয়াজিব করেছেন সেই সমস্ত লোকদের জন্য নির্ধারণ করেছেন যারা মক্কার বাসিন্দা নয়। আর এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, মক্কার বাসিন্দা এবং মক্কা ব্যতীত অন্য স্থানের বাসিন্দা থেকে হজ্জ ছুটে গেলে উভয়ের বিধান অভিন্ন। মসজিদুল হারামের নিকটবর্তীতার কারণে এর বিধান সেই বিধানের পরিপন্থী হবে না। যা মসজিদুল হারাম থেকে দূরত্বের কারণে হয়ে থাকে।

সুতরাং এতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে যে তামাত্তুর উল্লেখ করেছেন এটা সেই তামাত্তু-ই যাতে মসজিদুল হারামের বাসিন্দা এবং হারাম ব্যতীত অন্য স্থানের বাসিন্দাদের বিধান ভিন্নতর। আর এটা হজ্জের সঙ্গে উমরার তামাত্তু; যাকে আমাদের বিরোধীগণ অপসন্দ করেন।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٣٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ قَالَ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا بَرَأَ الدُّبُرُ وَعَفَا الْاَثَرُ

وَانْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ وَهُمْ مُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَامَرَ هُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ حِلٍّ نَحُلُّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ ـ

৩৪৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা হজ্জের মাসগুলোতে উমরা পালনকে অত্যন্ত গুনাহের কাজ মনে করত। তিনি বলেন, তারা মুহাররমের নাম সফর রাখত এবং বলত যখন (উটের) পিঠের জখম ঠিক হয়ে যাবে, চিহ্ন মুছে যাবে এবং সফর (মাস) অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন যে ব্যক্তি উমরা পালন করতে ইচ্ছুক তার জন্য উমরা পালন বৈধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ চার তারিখ ভোরে আগমন করেন আর তাঁরা হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে তা উমরায় পরিবর্তিত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কোন বস্তুকে হালাল মনে করব ? তিনি বললেন, সমস্ত কাজকে হালাল মনে কর (যা হজ্জের ইহ্রামের কারণে তোমাদের উপর হারাম ছিলো)।

বস্তুত এখানে ইব্ন আব্বাস (রা) সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জকে ভেঙ্গে উমরায় পরিবর্তিত করেছেন। যেন জাহিলী যুগে লোকেরা যে কাজ অপছন্দ করত এর পরিপন্থী আমল তাদেরকে জ্ঞাত করতে চান। আর এটাও যেন তারা জানতে সক্ষম হয় যে, অন্যান্য মাসের ন্যায় হজ্জের মাসগুলোতেও উমরা পালন মুবাহ।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, এতে প্রমাণিত হলো যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে রেখেছিলেন। এটা সেই বিষয়ের পরিপন্থী যা তোমরা ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে তাঁর (ﷺ) তামাত্তু এবং কিরান সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছ।

প্রশ্নকারীকে উত্তরে বলা হবে ঃ এতে তার পরিপন্থী কিছু নেই। কেননা হতে পারে তিনি শুরুতে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন। অবশেষে তিনি মক্কায় আগমন করেন এবং ওটাকে উমরা দ্বারা পরিবর্তিত করে দিয়েছেন, তারপর ওটাকে উমরা হিসাবে বহাল রেখেছেন। তিনি এ মর্মে সংকল্প করেছিলেন যে, এর পরে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধবেন। তাই এতে তিনি মুতামাত্তি ছিলেন। তারপর তিনি হজ্জের ইহ্রামের পূর্বে উমরার তাওয়াফ করেননি। তাই এতে তিনি কারিন হয়ে গিয়েছেন।

বস্তুত এটা হলো ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত সমূহের বিশ্লেষণ, যা বিশুদ্ধ এবং পারস্পরিক সমন্বিত। তা এই যে, কিরানের পূর্বে তামাত্তু এবং ইফরাদ ছিলো। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীস সমূহ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হবে না। তবে তাঁর বক্তব্য যে, "যদি আমি হাদী না নিয়ে যেতাম, তাহলে আমি আমার সাহাবীগণের ন্যায় ইহ্রাম খুলে ফেলতাম"। এতে একথা সাব্যস্ত হয় যে, তিনি হাদী সেই সময় হাঁকিয়ে ছিলেন, যখন কিনা তিনি তামাত্তুর নিয়্যাতে উমরার ইহ্রাম বেঁধে ফেলেছিলেন। কেননা যদি তিনি এরূপ না করতেন তাহলে তাঁর সেই কুরবানী নফল হয়ে যেত। আর নফল কুরবানী সেই হালাল হওয়া বা ইহ্রাম খোলা থেকে প্রতিবন্ধক নয় যেমনটি হাদী না নিয়ে যাওয়া অবস্থায় হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইহ্রাম শুরুতে উমরার জন্য ছিলো। পরে তিনি হজ্জের ইহ্রাম এরূপ প্রক্রিয়ায় বেঁধেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে এই অনুচ্ছেদেই বর্ণনা করেছি।

যখন আমাদের এ বর্ণনা থেকে সাব্যস্ত হলো যে, হজ্জের মাসগুলোতে উমরা পালন করা বৈধ। তাই আমরা লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব যে, কিরানের মধ্যে ওয়াজিব কুরবানী কি সেই ত্রুটির কারণে প্রযোজ্য হয় যা হজ্জ এবং উমরাকে মিলিত করার কারণে হয়েছে অথবা অন্য কোন কারণে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, সেই হাদী থেকে (গোস্ত) ভক্ষণ করা হয়। আর অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তা করেছেন।

٣٤٥٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِى الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ قَالَ وَكَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىْ قَدِمَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ مِائَةُ بُدْنَةٍ فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا ثَلْثًا وَسِتِّيْنَ بِيَدِهٖ وَنَحَرَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَبْعَةً وَثَلْثِيْنَ فَاَشْرَكَ عَلِيًّا فِىْ هَدْيِهٖ ثُمَّ اَخَذَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِضْعَةً فَجُعِلَتْ فِىْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ـ

৩৪৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ও ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ থেকে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আলী (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদী (কুরবানীর পশু) নিয়ে এসেছিলেন। হাদীর মোট সংখ্যা, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিয়ে এসেছেন এবং আলী (রা) ইয়ামান থেকে নিয়ে এসেছেন ছিল একশত উট। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওইগুলো থেকে তেষট্টিটি উট নিজ হাতে জবাই করেন এবং আলী (রা) সাঁইত্রিশটি জবাই করেন। তিনি আলী (রা)-কে তাঁর হাদীতে শরীক করেছেন। তারপর প্রত্যেক হাদী থেকে এক এক টুকরা নিয়ে হাঁড়িতে ঢালা হয়েছে এবং তা পাকানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আলী (রা) সেই গোস্ত থেকে ভক্ষণ করেছেন এবং এর ঝোল পান করেছেন।

যখন আমাদের এই উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরান হজ্জ পালন করেছেন। আর এজন্য তাঁর দায়িত্বে হাদী ছিলো। তারপর তিনি এই সমস্ত উট জবাই করেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং তিনি প্রত্যেক উট থেকে ভক্ষণ করেছেন যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। এতে সাব্যস্ত হলো যে, তামাত্তু এবং কিরানের হাদী থেকে ভক্ষণ করা মুবাহ। বস্তুত যখন এই হাদী সেই সমস্ত কুরবানীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো যা থেকে ভক্ষণ করা হয়, তখন আমরা ত্রুটির কারণে ওয়াজিব হওয়া কুরবানীসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছি যে, তাও অনুরূপ কি-না ? আমরা লক্ষ্য করছি যে, নখ কাটা, চুল মুণ্ডান এবং স্ত্রী সহবাসের কারণে ওয়াজিব হওয়া কুরবানী এবং প্রত্যেক ঐ কুরবানী থেকে ভক্ষণ করা বৈধ নয় যা হজ্জের মধ্যে কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে ওয়াজিব হয়। যখন কুরবানী গুনাহ্ অথবা (হজ্জের আমল সমূহের মধ্যে) কম করার কারণে ওয়াজিব হয় এর থেকে ভক্ষণ করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে তামাত্তু এবং কিরানের কুরবানী থেকে ভক্ষণ করা বৈধ। এতে প্রমাণিত হলো যে, এই দুই (তামাত্তু ও কিরান) কুরবানী গুনাহ্ অথবা কোন আমল পরিত্যাগ করার কারণে নয় বরং অন্য কোন কারণে ওয়াজিব হয়।

সুতরাং এটা সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ, যারা হজ্জ ও উমরার কিরান এবং তামাত্তুকে মাকরূহ মনে করেন। তারপর তামাত্তু এবং কিরানকে যারা জায়িয মনে করেন তাদের মাঝে একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার ব্যাপারে মত বিরোধ আছে। কেউ কিরানকে তামাত্তুর উপর আবার অন্যরা

তামাত্তুকে কিরানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, কিরান-এর অবস্থায় হজ্জের ইহ্রাম দ্রুত বাঁধা হয় পক্ষান্তরে তামাত্তুর অবস্থায় এতে বিলম্ব হয়। সুতরাং যে অবস্থায় হজ্জের ইহ্রাম দ্রুত বাঁধা হয় সেটা উত্তম এবং ইহ্রাম হিসাবে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। আলী (রা) থেকে নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ وَاَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এবং হজ্জ ও উমরা কে আল্লাহ্র জন্য পূর্ণ কর। তিনি বলেছেন ঃ উভয়টির (হজ্জ ও উমরা) পূর্ণতা হলো, গৃহ থেকে উভয়টির ইহ্রাম বেঁধে বের হওয়া।

٣٤٦٠ـ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

৩৪৬০. ইব্ন মারযূক (র) ..... আলী (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

সুতরাং যখন কিরানের মাঝে হজ্জের ইহ্রাম তামাত্তুর ইহ্রামের সময় অপেক্ষা আগে হয়, তাই কিরান তামাত্তু অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে। বস্তুত এ অনুচ্ছেদের আমরা যা কিছু সাব্যস্ত করেছি এবং বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত করেছি সব ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٠ـ بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ لِمُتْعَةٍ اَوْ قِرَانٍ هَلْ يُرْكَبُ اَمْ لاَ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ তামাত্তু ও কিরানের হাদীর উপর আরোহণ করা যাবে কি-না ?

٣٤٦١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ـ

৩৪৬১. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে তার কুরবানীর উট টেনে নিয়ে যেতে দেখতে পেয়ে বললেন, এতে তুমি আরোহণ কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন। এতে আরোহণ কর।

٣٤٦٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৪৬২. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٦٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَمِّهِ مُوْسٰى بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لَهُ فِيْ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ

৩৪৬৩. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ সালাম থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি তৃতীয় বার বা চতুর্থ বারে তাকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন! এতে আরোহণ কর।

٣٤٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوْقُ بُدْنَةً قَالَ اِرْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا -

৩৪৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কুরবানীর উট নিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি বললেন, এতে আরোহণ কর। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এতে আরোহণ কর।

٣٤٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عُثْمٰنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৪৬৫. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً قَالَ اِرْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا بِسَيْرِهَا الَّذِىْ فِىْ عُنُقِهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُسَائِرُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ عُنُقِهَا نَعْلٌ -

৩৪৬৬. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট নিয়ে যেতে দেখে বলেন, এতে আরোহণ কর। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এর গলায় চামড়ার টুকরা বেঁধে এতে আরোহণ কর। (আবূ হুরায়রা রা) বলেন, আমি তাকে দেখেছি, সে নবী ﷺ-এর সঙ্গে সঙ্গে (এর উপর আরোহণ করে) যাচ্ছিল এবং সেই জন্তুর গলায় জুতার (টুকরা) ছিল।

٣٤٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً قَالَ اِرْكَبْهَا وَمَا اَنْتُمْ بِمُسْتَنِّيْنَ سُنَّةً اَهْدٰى مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ -

৩৪৬৭. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এতে আরোহণ কর। তোমরা তো মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাত অপেক্ষা উত্তম সুন্নাত (তরীকা) গ্রহণ করতে পারবে না।

٣٤٦٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسُوْقُ بُدْنَةً قَالَ اِرْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا -

৩৪৬৮. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে তার (কুরবানীর) উট নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, এতে আরোহণ কর। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন এতে আরোহণ কর।

٣٤٦٩۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَشِيْشٍ الْبَصْرِىُّ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৪৬৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাশীশ আল-বসরী (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, মানুষ যখন তামাত্তু কিংবা কিরানের উট নিয়ে যাবে তাহলে তার জন্য সেটাতে আরোহণ করার অনুমতি আছে। তাঁরা এ বিষয়ে উল্লিখিত এই সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, সেই সময় আরোহণ করাটা সেই অসুবিধার ভিত্তিতে ছিলো যা নবী ﷺ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে দেখেছিলেন। তাই তাকে এই বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। বস্তুত আমারাও এমনটি বলি যে, প্রয়োজনের অবস্থায় তাতে আরোহণ করাতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। তবে প্রয়োজন ব্যতীত তা বৈধ হবে না। তাই সম্ভবত নবী ﷺ তাকে প্রয়োজনের খাতিরে সেই নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যেমনটি তাঁরা বলে থাকেন। আবার এটাও হতে পারে যে প্রয়োজন ব্যতীত-ই নির্দেশ দিয়েছিলেন যেহেতু সমস্ত কুরবানীর উটের বিধানই এরূপ যে, প্রয়োজনে থাক এবং প্রয়োজন না থাক উভয় অবস্থায়ই তাতে আরোহণ করা বৈধ।

এই বিষয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেয়েছি ঃ

٣٤٧٠۔ فَاِذَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً وَقَدْ جَهَدَ قَالَ اِرْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا ـ

৩৪৭০. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট নিয়ে যেতে দেখলেন এবং সে ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। তিনি বললেন, এতে আরোহণ কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো কুরবানীর উট! তিনি বললেন, এতে আরোহণ কর।

٣٤٧١۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ وَالنُّفَيْلِىُّ قَالاَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً فَكَاَنَّهُ رَاٰى بِهٖ جَهْدًا فَقَالَ اِرْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا وَاِنْ كَانَتْ بُدْنَةً ـ

৩৪৭১. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট নিয়ে যেতে দেখলেন এবং তিনি যেন তার মাঝে ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করছিলেন। তাই তিনি বললেন, এতে আরোহণ কর। সে বলল, এ তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন, এতে আরোহণ কর যদিও তা কুরবানীর উট হয়ে থাকে।

ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীসে এরূপ শব্দ বর্ণিত আছে যাতে উক্ত বিষয়বস্তুর উপর প্রমাণ বহন করে। রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ ঃ

٣٤٧٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ الرَّجُلِ اِذَا سَاقَ بُدْنَةً فَاعْيٰى رَكِبَهَا وَمَا اَنْتُمْ بِمُسْتَنِّيْنَ سُنَّةً هِيَ اَهْدٰى مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ -

৩৪৭২. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সেই ব্যক্তির ব্যাপারে বলতেন, যে কি-না কুরবানীর উট নিয়ে যায় এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে যেন তাতে আরোহণ করে। তোমরা তো মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাত অপেক্ষা উত্তম সুন্নাত (তরীকা) সৃষ্টি করতে পারবে না।

এই রিওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌ন উমর (রা) যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, এটা মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাত আর সেটা হলো প্রয়োজনের অবস্থায় কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করা। তারপর আমরা প্রয়োজন ব্যতীত কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করার বিধান অনুসন্ধান করেছি যে, আমরা সেই সমস্ত রিওয়ায়াত ব্যতীত কোথাও এর উল্লেখ পাই কি-না ?

٣٤٧٣- فَاِذَا فَهْدٌ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْكَبُوْا الْهَدْىَ بِالْمَعْرُوْفِ حَتّٰى تَجِدُوْا ظَهْرًا -

৩৪৭৩. ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুরবানীর পশুর উপর যথার্থভাবে আরোহণ কর, যতক্ষণ না অন্য বাহন পাওয়া যায়।

٣٤٧٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ رُكُوْبِ الْهَدْىِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِرْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اِذَا اُلْجِئْتَ اِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا -

৩৪৭৪. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করার ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা অপারগ হয়ে যাও তখন যথার্থভাবে তাতে আরোহণ করতে পার, যতক্ষণ না অন্য সাওয়ারী পাওয়া যায়।

সুতরাং নবী ﷺ এই হাদীসে প্রয়োজনের অবস্থায় তাতে আরোহণ করা বৈধ করেছেন। আর যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে এবং অন্য সাওয়ারী পাওয়া যাবে তখন তাতে আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, রিওয়ায়াতসমূহের আলোকে এটাই কুরবানীর পশুর বিধান যে, তাতে প্রয়োজনের অবস্থায় আরোহণ করা বৈধ। আর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে তা পরিত্যাগ করা হবে।

অতঃপর আমরা যুক্তির ভিত্তিতে এ বিষয়টির বিধানকে লক্ষ্য করেছি যে, আসলে বিষয়টি কী ? আমরা বস্তুসমূহকে দু'ভাবে দেখে থাকি। কিছু তো এমন যে, যাতে মালিকানা পরিপূর্ণরূপে হয়, কোন কিছু তা থেকে

মালিকানার বিধানাবলীকে বিদূরিত করতে পারে না। যেমন সেই গোলাম যাকে তার মনিব নিজ মৃত্যুর পর স্বাধীন হওয়ার ঘোষণা (মুদাববার) দেয়নি এবং সেই দাসী যে কিনা তার মনিবের পক্ষ থেকে কোন সন্তান জন্ম দেয়নি এবং কুরবানীর সেই জন্তু যাকে এর মালিক নিজের উপর ওয়াজিব করেনি। এই সবের ক্রয়-বিক্রয়ও জায়িয এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়াও জায়িয। আর কোন বস্তুর বিনিময়ে অথবা বিনিময় ব্যতীত কাউকে এগুলোর লাভালাভের মালিক বানানোও জায়িয। আবার এমন কিছু বস্তু এরূপ আছে যে, এগুলোর উপর কোন বস্তুর অনুপ্রবেশের দ্বারা এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় তো নিষিদ্ধ কিন্তু তা থেকে লাভালাভ অর্জনের বিধান বিদূরিত হয় না। তা থেকে উম্মুল ওয়ালাদ (যে দাসীর মনিবের পক্ষ থেকে সন্তান জন্ম নিয়েছে) যাকে তার মালিক বিক্রয় করা জায়িয নেই এবং মুদাববার, (যে গোলামকে তার মানিব বলেছে তুমি আমার মৃত্যুর পরে মুক্ত) সে সমস্ত লোকদের মতে যারা তার বিক্রয়কে বিশুদ্ধ মনে করেন না। এর থেকে লাভালাভ অর্জন করতেও অসুবিধা নেই এবং যে ব্যক্তি বিনিময় অথবা বিনিময় ব্যতীত এর থেকে লাভালাভ অর্জন করতে চায় তাকে এর লাভালাভের মালিক বানানো যায়। তাই যে ব্যক্তি এর থেকে লাভালাভ উঠাতে পারে সে বিনিময়ের সাথে অথবা বিনিময় ব্যতীত যেভাবে ইচ্ছা অন্যকেও এর লাভালাভের মালিক বানাতে পারে। এরপর আমরা কুরবানীর সেই জন্তুকে লক্ষ্য করছি, যাকে তার মালিক ওয়াজিব করেছে। এতে সকলের ঐকমত্য যে, তার জন্য এটাকে বিনিময়ে প্রদান করা এবং এর লাভালাভের বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয নয়।

সুতরাং যখন বিনিময়ের সাথে এর লাভালাভের মালিক বানানো জায়িয নয় তাহলে এর থেকে উপকৃত হওয়াও জায়িয নয়। তবে সেই বস্তু থেকে লাভালাভ অর্জন করা যেতে পারে, যার লাভালাভের বিনিময়ের লেনদেন জায়িয আছে। বস্তুত এটাই যুক্তি এবং এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতও এটা।

(পূর্বসূরী) আলিমদের একদল থেকেও সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বর্ণিত আছে ঃ

٣٤٧٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ أَرَاهُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُ الْبُدْنَةِ وَلاَيَرْكَبُهَا اِلاَّ أَنْ يُّضْطَرَّ اِلَى ذٰلِكَ -

৩৪৭৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, অক্ষমতার কারণ ছাড়া কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না এবং তাতে আরোহণও করা যাবে না।

٣٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ الْبُدْنَةُ اِذَا احْتَاجَ اِلَيْهَا سَائِقُهَا رَكِبَهَا رُكُوْبًا غَيْرَ فَادِحٍ -

৩৪৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) এর পিতা (উরওয়া র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুরবানীর জন্তুকে যে নিয়ে যায় যদি সে এতে আরোহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাহলে তাতে আরোহণ করতে পারবে তবে আঘাত করবে না।

٣٤٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ -

৩৪৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আতা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মুতাকাদ্দিমীন (পূর্বসূরী আলিম) দের থেকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

٣٤٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَحَبَّانَ عَنْ حَمَّادٍ كِلاَهُمَا عَنْ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى قَالَ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَ اَلْبَانِهَا وَاَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا حَتّٰى تَصِيْرَ بُدْنًا -

৩৪৭৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এর পিঠ, দুধ, পশম ও চুলের মধ্যে উপকার রয়েছে, যতক্ষণ না তা কুরবানীর জন্তুতে পরিণত হয়।

٣٤٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى قَالَ هِيَ الاِبِلُ يُنْتَفَعُ بِهَا حَتّٰى تُقَلَّدَ -

৩৪৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে নিম্নোক্ত আয়াত لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى -এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সেই উট থেকে (গলায়) মালা পরানো পর্যন্ত লাভালাভ হাসিল করা যেতে পারে।

٣٤٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى قَالَ اِنِ احْتَاجَ اِلٰى ظَهْرِهَا رَكِبَ وَاِنِ احْتَاجَ اِلٰى لَبَنِهَا شَرِبَ يَعْنِي الْبُدْنَ -

৩৪৮০. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যদি তাতে আরোহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে আরোহণ করবে। আর যদি এর দুগ্ধ পান করার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয় তাহলে তা পান করতে পারবে। অর্থাৎ এখানে কুরবানীর জন্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে।

١١- بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তি কি কি প্রাণী হত্যা করতে পারে ?

٣٤٨١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللَّيْثِ يَعْنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْحِدَأُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ وَالْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ -

৩৪৮১. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (র) ও লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচটি প্রাণী হারামের ভিতরেও হত্যা করা যায়, বিচ্ছু, চিল, কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, এবং সাপ, বাঘ ও হিংস্র কুকুর।

٣٤٨٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلْكَلْبُ الْعَقُوْرُ الاَسَدُ ـ

৩৪৮২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হিংস্র কুকুর হলো সিংহ।

٣٤٨٣ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ ابْنِ سَيْلاَنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ـ

৩৪৮৩. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করে বলেছেন, যে হিংস্র কুকুরকে হত্যা করা নবী ﷺ বৈধ করেছেন সেটি হলো সিংহ, এবং প্রত্যেক হিংস্র জন্তু এর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, হিংস্র কুকুর দ্বারা প্রচলিত কুকুরকেই বুঝানো হয়েছে, সিংহের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে নবী ﷺ থেকে এটা বর্ণিত নেই যে, হিংস্র কুকুর হলো সিংহ। বরং এটা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব বক্তব্য।

আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত পেয়েছি যা সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে, তা নিম্নরূপ ঃ

٣٤٨٤ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ اَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبُعِ فَقُلْتُ اٰكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَصَيْدٌ هِىَ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ وَسَمِعْتَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ ـ

৩৪৮৪. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবী আম্মার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) কে ضَبُعٌ (হায়নার মত এক প্রাণী)[১] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আমি কি তা খেতে পারব ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, আমি কি তা শিকার করতে পারব ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, আপনি কি তা নবী ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন 'হাঁ'।

٣٤٨٥ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا حِبَّانُ وَشَيْبَانُ وَهُدْبَةُ قَالُوْا ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ

---

১. ইমাম আবূ হানীফা, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, ছাওরী (র) 'দাবু' ধারালো দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী হওয়ায় তা আহার অবৈধ বলেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল ধারালো দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশু আহার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সিহাহ সিত্তায় হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

الْمِنْهَالِ قَالاَ ثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ هِىَ مِنَ الصَّيْدِ وَجَعَلَ فِيْهَا اِذَا اَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا ـ

৩৪৮৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র), আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ضَبُعٌ (হায়না সদৃশ প্রাণী) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বললেন, এটা শিকারের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা যখন কোন ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তি শিকার করবে তার উপর তিনি একটি ভেড়া 'দম' দেয়া ওয়াজিব করেছেন।

٣٤٨٦ـ حَدَّثَنَا هٰرُوْنَ بْنُ كَامِلٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ عَمَّارٍ اَنَّهُ سَاَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ اٰكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَصَيْدٌ هِىَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَسَمِعْتَ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ ـ

৩৪৮৬. হারূন ইব্‌ন কামিল (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী আম্মার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) কে 'দাবু' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তা কি আমি খেতে পারব। তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, তা কি আমি শিকার করতে পারব ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হাঁ।

٣٤٨٧ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا حِبَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالاَ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الصَّائِغِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ وَجَعَلَ فِيْهَا اِذَا اَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا مُسِنًّا وَتُؤْكَلُ ـ

৩৪৮৭. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এতে এ বাক্যটি সংযোজন করেছেন ঃ এবং যদি তা ইহ্‌রাম পালনকারী শিকার করে, তবে তাতে তিনি একটি পূর্ণ বছর বয়সের ভেড়া 'দম' দেয়া ওয়াজিব করেছেন, যার গোশ্‌ত ভক্ষণ করা যায়।

٣٤٨٨ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَضٰى فِى الضَّبُعِ اِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بِكَبْشٍ ـ

৩৪৮৮. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইহ্‌রাম পালনকারী 'দাবু' হত্যা করলে একটি ভেড়া দম দেয়ার ফায়সালা করা হয়।

সুতরাং যখন দাবু' হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত এবং নবী ﷺ-এর হত্যাকে বৈধ করেননি বরং এটাকে শিকাররূপে সাব্যস্ত করেছেন এবং এর হত্যাকারীর উপর জরিমানা আবশ্যক করেছেন। এতে আমাদের জন্য দিক নির্দেশনা বিদ্যমান যে, হিংস্র কুকুর বলতে অন্য হিংস্র জন্তু বুঝানো হয়নি। আর এর দ্বারা আবূ হুরায়রা (রা) যে মত পোষণ করেছেন তা বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং হিংস্র কুকুর দ্বারা সেই কুকুর-ই উদ্দেশ্য যা সাধারণ লোকেরা চিনে।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, তোমরা কেন নেকড়ে বাঘ হত্যাকে বৈধ মনে কর না ? তাঁকে উত্তর দেয়া হবে যে, যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন, পাঁচটি জন্তু এরূপ রয়েছে যেগুলোকে হারাম শরীফে এবং ইহ্‌রাম অবস্থায়ও হত্যা করা যাবে। তিনি সেই পাঁচটি কি কি তাও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং পাঁচের উল্লেখ করায় প্রতীয়মান হয় যে, ওই পাঁচটি ব্যতীত অন্য জন্তুর বিধান ওইগুলোর বিধানের পরিপন্থী। অন্যথায় 'পাঁচের' উল্লেখ করার কোন অর্থ হবে না। যারা নেকড়ে বাঘ হত্যাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন তাঁরা সমস্ত হিংস্র প্রাণীর হত্যাকে বৈধ করেছেন। আর যারা নেকড়ে বাঘ হত্যাকে নিষেধ করেছেন। তারা বিশেষভাবে হিংস্র কুকুর ব্যতীত সমস্ত হিংস্র প্রাণীর হত্যাকে নিষেধ করেছেন। 'দাবু' কে হত্যা করার বিষয়টি যে ব্যতিক্রম এটা প্রমাণিত হয়েছে এবং এটা হিংস্র কুকুর নয়। এবং আরো সাব্যস্ত হয়েছে যে, হিংস্র কুকুর দ্বারা সেই কুকুরকেই বুঝানো হয়েছে যা সাধারণ লোকেরা বুঝে।

ইহ্‌রাম পালন অবস্থায় এবং হারাম শরীফে হত্যার বিষয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত সমূহ নিম্নরূপ ঃ

٣٤٨٩- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ -

৩৪৮৯. ঈসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-গাফেকী (র) ও আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... হাফ্‌সা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাঁচটি প্রাণী এরূপ, যেগুলোকে মুহ্‌রিম (ইহ্‌রাম পালনকারী) হত্যা করতে পারে– কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।

٣٤٩٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩৪৯০. রবী'উল জীযী (র) ..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ اَخْبَرَتْنِيْ اِحْدٰى نِسْوَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَاْمُرُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩৪৯১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... যায়দ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে সেই সমস্ত প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যেগুলো মুহ্রিম (ইহ্রাম পালনকারী) হত্যা করতে পারে। তিনি বললেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এক স্ত্রী (হাফ্সা রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩৪৯২. মুহাম্মদ ইব্ন উমর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, মুহ্রিম কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারবে ? তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৪৯৩. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৪৯৪. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৪৯৫. ইয়াযীদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৪৯৬. ইউনুস (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৪৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৪৯৮. ইয়াযীদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَهُوَ مُتَنَاقِلُ مِثْلَهُ -

৩৪৯৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, শু'বা (র) বলেছেন, আমি তাঁকে (আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার র) বললাম, তিনি (ইব্‌ন উমর রা) কি তা নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ? তিনি বললেন, হাঁ, তিনি অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন।

٣٥٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৫০০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَلْغُرَابُ الْاَبْقَعُ -

৩৫০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... শু'বা(র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি সাদা চিহ্নযুক্ত কাকের কথা উল্লেখ করেছেন।

٣٥٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِىْ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْفَارَةُ وَالْحِدَاءُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ -

৩৫০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী এরূপ, যেগুলোকে হিল্ল (হারাম শরীফের সীমানা বহির্ভূত এলাকা) এবং হারাম শরীফের ভিতরে হত্যা করা যায় ঃ হিংস্র কুকুর, ইঁদুর, চিল, কাক ও বিচ্ছু।

٣٥٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنٍ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفَارَةَ الْفُوَيْسِقَةَ قَالَ يَزِيْدُ وَعَدَّ غَيْرَ هٰذَا فَلَمْ اَحْفَظْ قَالَ قُلْتُ وَلِمَ سُمِّيَتْ الْفَارَةُ الْفُوَيْسِقَةُ قَالَ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ اَخَذَتْ فَارَةٌ فَتِيْلَةً لِتَحْرِقَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ فَقَامَ اِلَيْهَا فَقَتَلَهَا وَاَحَلَّ قَتْلَهَا لِكُلِّ مُحْرِمٍ اَوْ حَلَالٍ -

৩৫০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তি সাপ, বিচ্ছু ও অনিষ্টকারী ইঁদুরকে হত্যা করতে পারবে। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র) বলেন, তিনি এগুলো ব্যতীত অন্য প্রাণীরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার তা স্মরণ নেই। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, ইঁদুরকে অনিষ্টকারী নামকরণ করা হয়েছে কেন ? তিনি বললেন, একরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে দেখেন ইঁদুর বাতির সলিতা মুখে নিয়ে আছে যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গৃহকে জ্বালিয়ে দেবে। তিনি উঠে সেটিকে মেরে ফেললেন এবং প্রত্যেকের জন্য এটাকে হত্যা করা বৈধ করে দিলেন চাই মুহ্‌রিম (ইহ্‌রাম পালনকারী) হোক অথবা হালাল (ইহ্‌রাম মুক্ত)।

বস্তুত এটাই সেই প্রাণীর বিবরণ, যা নবী ﷺ ইহ্‌রাম পালনকারীর জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় এবং হালাল তথা ইহ্‌রাম মুক্ত ব্যক্তির জন্য হারাম এলাকায় এর হত্যাকে জাইয সাব্যস্ত করেছেন। আর তিনি তা পাঁচটি বলে উল্লেখ করেছেন। এতে সেই বিষয় নাকচ হয়ে গেল যে, ওইসব প্রাণীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাণী সমূহের বিধানও এটাই। তবে যে সম্পর্কে ঐকমত্য হয়ে যায় যে, নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্য এটাও।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আমরা লক্ষ্য করছি ঐ সমস্ত সকল অবস্থায় সাপ হত্যা করা জাইয এবং অনুরূপভাবে অবশিষ্ট সমস্ত পোকা মাকড়ের বিধানও তাই। যখন কিনা নবী ﷺ এগুলো থেকে শুধু বিচ্ছুর উল্লেখ করেছেন। আর তোমরা সমস্ত পোকা মাকড়ের জন্য সেই বিধানই সাব্যস্ত করেছ। তাহলে তোমরা হিংস্র প্রাণীর জন্য উক্ত বিধানকে অস্বীকার করছ কেন ? সুতরাং যে সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করার বৈধতা উল্লেখ করা হয়েছে,সেগুলোর সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাণীসমূহের হত্যার বিধানও এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাঁকে (উত্তর) বলা হবে যে, আমরা তোমাকে 'দাবু'র ব্যাপারে নবী ﷺ-এর সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেছি এবং সেটা হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেটা সেই পাঁচটির অন্তর্ভুক্ত নয় যেগুলোকে হত্যা করা তিনি বৈধ করেছেন।

এতে প্রমাণিত হলো যে, নবী ﷺ হিংস্র কুকুরকে হত্যা করার বৈধতা দিয়েছেন তবে সমস্ত হিংস্র প্রাণী তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল না বরং তা দ্বারা বিশেষ হিংস্র প্রাণী ছিল তাঁর উদ্দিষ্ট। তারপর আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তা সত্ত্বেও তিনি কাক ও চিল হত্যাকে জাইয সাব্যস্ত করেছেন এবং (এ দু'টি) নখর বিশিষ্ট পাখিদের অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয়ে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, তিনি এর দ্বারা নখর বিশিষ্ট সমস্ত পাখি উদ্দিষ্ট করেননি। কেননা তাঁরা এ ব্যাপারে একমত যে, 'উকাব' (ঈগল), শিক্‌রা, ও বাজপাখি নখর বিশিষ্ট পাখিদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এগুলোকে হারাম শরীফে হত্যা করা যায় না, যেমন কাক ও চিলকে হত্যা করা যায়। নবী ﷺ কর্তৃক কাক ও চিল হত্যার বৈধতা প্রদান এ দু'টির সাথেই বিশিষ্ট, এ দু'টি ছাড়া অন্য নখর বিশিষ্ট পাখি উদ্দিষ্ট নয়। এ বিষয়ে তাদের ঐকমত্য রয়েছে যে, নবী ﷺ ইহ্‌রাম পালন অবস্থায় এবং হারাম এলাকায় বিচ্ছুকে হত্যা করা বৈধ করেছেন এবং এতেও তাঁদের ঐকমত্য যে, অপরাপর সমস্ত পোকামাকড় এর অনুরূপ।

বস্তুত বিচ্ছু হত্যার বৈধতা দ্বারা নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্য অপরাপর সমস্ত পোকামাকড় হত্যা করা। আর দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী পোকামাকড় অপেক্ষা নখর বিশিষ্ট পাখির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। উপরন্তু তিনি এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং 'দাবু' সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত জাবির (রা) -এর রিওয়ায়াত ওটাকে শক্তিশালী করেছে।

যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপনকারী বলেন যে,নবী ﷺ 'দাবু'র হুকুম বর্ণনা করেছেন, যেমন তোমরা উল্লেখ করেছ। কেননা তা ভক্ষণ করা হয়। কিন্তু যে সমস্ত হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করা হয় না সেগুলোর হুকুম তো কুকুরের হুকুমের ন্যায়।

তাকে উত্তরে বলা হবে ঃ তুমি উপমা প্রদানে ভুল করেছ। কেননা আমরা লক্ষ্য করছি যে, নবী ﷺ কাক, চিল ও ইঁদুর হত্যাকে বৈধ করেছেন। আর তোমাদের নিকট ওগুলো ভক্ষণ করা বৈধ। কিন্তু ওগুলোর ভক্ষণের বৈধতায় ওগুলোর হত্যা নিষিদ্ধ হওয়াকে অবধারিত করেনি। অনুরূপভাবে 'দাবু' ভক্ষণ করা বৈধতায় এর হত্যার নিষিদ্ধ হওয়াকে অবধারিত করেনি। বরং তা হত্যা করা থেকে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে, তাহলো শিকার। যদিও তা হিংস্র প্রাণী। সুতরাং কুকুর ব্যতীত প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীর অনুরূপ হুকুম হবে। কুকুরকে নবী ﷺ উক্ত হুকুমের আওতামুক্ত করেছেন।

যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপনকারী বলেন যে, অপরাপর সমস্ত হিংস্র প্রাণীর এ হুকুম কিভাবে হতে পারে ? অথচ তা ভক্ষণ করা হয় না।

তাকে উত্তরে বলা হবে ঃ কিছু শিকার ভক্ষণ করা হয় না। কিন্তু সেগুলোর শিকার করা মানুষের জন্য হালাল, যেন সে নিজ কুকুরকে ভক্ষণ করাতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যখন সে তথা হারামের বাইরে (হিল্লা) অবস্থান করবে এবং হালাল তথা ইহরামমুক্ত হবে।

হারাম শরীফে সাপ হত্যা করার বিষয়েও নবী ﷺ থেকে (হাদীস) বর্ণিত আছে ঃ

٣٥٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَنَحْنُ بِمِنًى -

৩৫০৪. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মিনায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাপ মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় এবং হারাম শরীফেও সমস্ত পোকা-মাকড় মারা জাইয আছে।

এ অনুচ্ছেদে আমরা যে বিষয়ের বিশুদ্ধতা বর্ণনা করেছি তা সব ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। তবে এ বিষয়ে তাঁরা নেকড়ে বাঘকে কুকুরের ন্যায় অভিন্ন সাব্যস্ত করেছেন।

٧- بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِى الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ اَنْ يَاْكُلَ مِنْهُ اَمْ لَا

১২. অনুচ্ছেদ ঃ হারামের বাইরে হালাল ব্যক্তির জবাই করা শিকার মুহ্‌রিমের পক্ষে আহার করা যাবে কি-না?

٣٥٠٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ نَزَلَ قُدَيْدًا فَاُتِىَ بِالْحَجَلِ فِى الْجِفَانِ شَائِلَةً بِاَرْجُلِهَا فَاَرْسَلَ اِلٰى عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يَضْفِرُ بَعِيْرًا لَهُ فَجَاءَهُ وَالْخَبَطُ يَتَحَاتُّ مِنْ يَدَيْهِ فَاَمْسَكَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ هٰهُنَا مِنْ اَشْجَعَ هَلْ عَلِمْتُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ اَعْرَابِىٌّ بِبَيْضَاتِ نِعَامٍ وَتَتْمِيْرِ وَحْشٍ فَقَالَ اَطْعِمْهُنَّ اَهْلَكَ فَاِنَّا حُرُمٌ قَالُوْا نَعَمْ -

৩৫০৫. রবী'উল মুআয্যিন (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন নওফল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) কুদাইদ নামক স্থানে অবতরণ করলেন। তাঁর সম্মুখে পেয়ালায় করে চকোর পাখি পেশ করা হয়, যাতে এর পাগুলো উঁচু হয়ে ছিলো। তিনি আলী (রা) কে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁর নিকট এলেন এবং তাঁর হাত থেকে পাতা ঝরে পড়ছিলো। আলী (রা) আহার করা থেকে বিরত থাকলেন, এতে লোকেরাও বিরত থাকল। আলী (রা) বললেন, এখানে কে আছে অত্যন্ত বাহাদুর! তোমরা কি অবহিত আছ যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এক বেদুঈন ডিম এবং শুক্না গোশ্ত অথবা বলেছেন বন্য গাধার গোশ্ত নিয়ে এসেছিল। তিনি বললেন, নিজের পরিজনদের তা আহার করাও, আমরা মুহ্রিম। (এতে) তাঁরা সকলে বললেন, হাঁ, আমরা অবহিত আছি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা বলেছেন, মুহ্রিমের জন্য এরূপ শিকারের গোশ্ত আহার করা হালাল নয় যা হালাল ব্যক্তি জবাই তথা শিকার করেছে। কেননা ঐ মুহ্রিমের উপর শিকার করা হারাম এবং এর গোশ্তও হারাম হবে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٥٠٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلَىٰ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَلِىٍّ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلْهُ -

৩৫০৬. ফাহাদ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ-এর নিকট শিকারের গোশ্ত পেশ করা হয় তখন তিনি মুহ্রিম ছিলেন। সুতরাং তিনি তা আহার করেন নি।

٣٥٠٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِىِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُهْدِىَ لَهُ وَشِيْقَةُ ظَبْىٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ قَالَ يُوْنُسُ سَمِعْتُهُ كُلَّهُ مِنْ سُفْيَانَ غَيْرَ قَوْلِهِ وَشِيْقَةٍ فَاِنِّىْ لَمْ اَفْهَمْ ذٰلِكَ مِنْهُ وَحَدَّثَنِيْهِ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْهُ وَلَيْسَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ذِكْرُ عِلَّةِ رَدِّهِ لَحْمَ الصَّيْدِ مَاهِىَ -

৩৫০৭. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হরিণের শুক্নো গোশ্তের টুক্রো হাদিয়া দেয়া হয় তখন তিনি মুহ্রিম ছিলেন। তাই তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী ইউনুস (র) বলেন, আমি এই পুরো হাদীস সুফ্ইয়ান (র) থেকে শুনেছি। তবে 'শুক্নো গোশ্তের টুক্রো' শব্দটি আমি তাঁর কাছ থেকে অবহিত হই নি। বরং তা আমাকে তাঁর কিছু শিষ্য তাঁরই সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসে শিকারের গোশ্ত প্রত্যাখ্যান করার কারণ কি উল্লেখ হয় নি। সম্ভবত ইহ্রামের কারণে এমনটি হয়েছে। আবার অন্য কোন কারণে তা হতে পারে। এই হাদীসে কোন একটির পক্ষে প্রমাণ নেই।

আয়েশা (রা) থেকে, এরূপ শিকারের বিষয়ে যা হালাল ব্যক্তি শিকার করে এবং তা জবাই করে, তাঁর নিজস্ব অভিমত বর্ণিত আছে যে, মুহ্রিমের জন্য এটা আহারে কোন অসুবিধা নেই।

٣٥٠٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَيْخٌ كَخَيْرِ الشُّيُوْخِ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِمْرَانَ الْقُرَيْعِيْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَمَّاسٍ يَقُوْلُ اَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ يَصِيْدُهُ الْحَلَالُ ثُمَّ يَهْدِيْهِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ اِخْتَلَفَ فِيْهِ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَمَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ اَحَلَّهُ وَمَا اَرٰى بِشَيْءٍ مِّنْهُ بَأْسًا -

৩৫০৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শাম্মাস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে এরূপ শিকারের গোশ্‌ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, যা হালাল ব্যক্তি শিকার করে মুহ্‌রিমকে তা হাদিয়া পেশ করে। তিনি বললেন, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের মাঝে মতবিরোধ আছে। তাঁদের কেউ কেউ এটাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ তা হালাল বলেছেন। আমি এতে কোনরূপ অসুবিধা আছে বলে মনে করি না।

٣٥٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ شَمَّاسٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ -

৩৫০৯. ইব্‌ন মারযূক (র) .....আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এখানে আয়েশা (রা)-এর মতে নবী ﷺ হালাল ব্যক্তির শিকারের গোশ্‌ত এজন্য প্রত্যাখ্যান করেন নি যে, মুহ্‌রিমের জন্য তা আহার করা হারাম।

এ বিষয়ের তাঁরা (প্রথমোক্ত আলিমগণ) এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٥١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ حَدَّثَنِيْ اَنْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ -

৩৫১০. আবূ বিশ্‌র আল-রক্কী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে বললেন, "আপনি না আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে শিকারের একটি অঙ্গ হাদিয়া হিসাবে পেশ করা হয় এবং তিনি মুহ্‌রিম ছিলেন, তিনি তা গ্রহণ করেন নি"।

٣٥١١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ اَتَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَهْدٰى رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمَ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ اِنِّيْ حَرَامٌ -

৩৫১১. ইব্‌ন মারযূক (র) .... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) আগমন করলেন তখন তাঁর নিকট ইব্‌ন আব্বাস (রা) এলেন। তিনি বললেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে শিকারের গোশ্‌ত হাদিয়া পেশ করলেন। তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমি মুহ্‌রিম।

٣٥١٢- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُهْدِىَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ قَالَ نَعَمْ -

৩৫১২. রবী'উল মুআয্যিন (র) .....আতা'(র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-কে বললেন, আপনি কি অবহিত আছেন যে, নবী ﷺ-এর দরবারে শিকারের একটি অঙ্গ হাদিয়া হিসেবে পেশ করা হয় তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেন নি ? তিনি বললেন, হাঁ! (আমি অবহিত আছি)।

বস্তুত এটাও আলী (রা)-এর হাদীসের মত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। এতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদিয়া পেশকারীকে শিকারের সেই অঙ্গ এই জন্য ফিরিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মুহরিম ছিলেন।

এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٥١٣- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّبِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا بِالاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانٍ فَاَهْدَيْتُ لَهُ لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَىَّ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِىْ وَجْهِى قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ -

৩৫১৩. ইউনুস (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) বলেন, আমি একবার আবওয়া বা ওয়াদ্দান নামক স্থানে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে বন্য গাধার গোশ্ত হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলাম। তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর যখন তিনি আমার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করলেন তখন বললেন, তোমার এই হাদিয়া আমি প্রত্যাখ্যান করতাম না। কিন্তু বর্তমানে আমি যে, ইহ্রামরত রয়েছি।

٣٥١٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৫১৪. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... যুহ্রী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁদেরকে বলা হবে ঃ এই হাদীসটি মুযতারাব (মতনগত গোলমাল সম্বলিত)। একদল 'আলিম তো তা এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। অন্যরা আবার তা রিওয়ায়াত করতে গিয়ে বলেছেন যে,তাঁর দরবারে বন্য গাধা হাদিয়া রূপে পেশ করা হয়েছিল ঃ

٣٥١٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِهِ عَنْ سُفْيَانَ -

৩৫১৫. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে বন্য গাধা হাদিয়ারূপে পেশ করেছিলেন। তারপর তিনি (ইউনুস র) সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥١٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৩৫১৬. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৩৫১৭. ইউনুস (র) ..... যুহ্‌রী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে হাদিয়া হারাম হওয়ার কারণে সা'ব (রা) কে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তা ছিলো বন্য গাধা। যদি বিষয়টি অনুরূপ হয় তাহলে এটা মুহরিমের উপর হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো বিরোধ নেই। তবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) এই হাদীসটিকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর রিওয়ায়াতের উপর একটি শব্দ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তাতে সেই শব্দটি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, গাধাটি জবাইকৃত ছিলো।

٣٥١٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ الْهُذَيْلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهٗ وَكَانَ مَذْبُوْحًا -

৩৫১৮. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে একটি বন্য গাধা হাদিয়া হিসাবে পেশ করেছিলেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সেটি জবাইকৃত ছিলো।

٣٥١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ حِمَارًا وَحْشِيًّا يَقْطُرُ دَمًا فَرَدَّهٗ عَلَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ حَرَامٌ -

৩৫১৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে একটি বন্য গাধা হাদিয়া রূপে পেশ করলেন, যার থেকে রক্ত টপ টপ করে ঝরছিল। তিনি তা তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি মুহ্‌রিম।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তা (গাধাটি) ছিলো জবাইকৃত এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহ্‌রিম হওয়ার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিলো বন্য গাধার পেছনের অংশ বা উরু।

٣٥٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَامِرٍ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اَهْدٰى لِلنَّبِىِّ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِقَدِيْدٍ يَقْطُرُدَمًا فَرَدَّهُ -

৩৫২০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'ব ইব্‌ন জাছ্ছামা (রা) 'কুদাইদ' নামক স্থানে একটি বন্য গাধার উরু নবী ﷺ কে হাদিয়া হিসাবে পেশ করেন, যা থেকে (তখনও) রক্ত টপ টপ করে ঝরছিল। তিনি তা ফিরিয়ে দেন।

٣٥٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ رِجْلُ حِمَارٍ -

৩৫২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... হাকাম ইব্‌ন উত্‌বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, তা গাধার পা ছিল।

٣٥٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اَهْدٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَحَدُهُمَا عَجُزَ حِمَارٍ وَقَالَ الْاٰخَرُ فَخِذَ حِمَارٍ وَحْشٍ يَقْطُرُدَمًا فَرَدَّهُ -

৩৫২২. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'ব ইব্‌ন জাছ্ছামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হাদিয়া প্রদান করেন। একজন বলেন যে, বন্য গাধার পিছনের অংশ ছিলো এবং অপর জন বলেন, বন্য গাধার উরু ছিল, যা থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

বস্তুত সা'ব (রা)-এর এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এই সমস্ত রিওয়ায়াতে এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে,তা এরূপ শিকারের গোশ্‌ত ছিল, যা জীবিত ছিলো না। সুতরাং এটা সেই সমস্ত লোকদের প্রমাণ, যারা মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের গোশ্‌ত (আহার করা)-কে মাকরূহ মনে করেন। যদিও তা হালাল (ইহরাম মুক্ত) ব্যক্তি শিকার করেছে এবং জবাই করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর পরিপন্থী বিষয়ও বর্ণিত আছে ঃ

٣٥٢٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ مَالَمْ تَصِيْدُوْهُ اَوْ يُصَادُ لَكُمْ -

৩৫২৩. ইউনুস (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শিকারের গোশ্‌ত মুহ্‌রিম অবস্থায়ও তোমাদের জন্য হালাল, যদি না তোমরা স্বয়ং শিকার করে থাক অথবা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়ে থাকে।

٣٥٢٤- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৫২৪. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৫২৫. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ মূসা (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

একদল 'আলিম এই মত পোষণ করে বলেছেন যে, যে শিকার মুহ্রিমের উদ্দেশ্যে করা হয়, চাই তা হালাল ব্যক্তিই করুক না কেন, তা সেই মুহরিমের উপর সেভাবেই হারাম হবে, যেমনিভাবে হারাম হয় যদি সে স্বয়ং শিকার করে।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ প্রত্যেক শিকার যা হালাল ব্যক্তি শিকার করে, মুহ্রিম এবং হালাল সকলের জন্য এর গোশ্‌ত (আহার করা) হালাল।

তাঁদের প্রমাণ হলো মুত্তালিব বর্ণিত হাদীস, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাতে নবী ﷺ-এর বাণী ঃ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ "অথবা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়"। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো যে, তোমাদের নির্দেশে তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়। যদি বিষয়টি এরূপ হয়, তাহলে তাঁরাও তো অনুরূপ কথা বলেন যে, প্রত্যেক শিকার, যা ইহ্‌রামমুক্ত ব্যক্তি মুহরিমের নির্দেশে করে থাকে, তা সেই মুহ্রিমের জন্য হারাম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত আছে যে, ওই শিকারের গোশ্‌ত মুহরিমের জন্য হালাল, যা কি-না ইহ্‌রাম ছাড়া হালাল ব্যক্তি তার নির্দেশে অথবা তার সহযোগিতায় শিকার করে নি।

٣٥٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَكَلَهُ فِيمَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْتُهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৫২৬. আবূ বিশ্‌র আল-রক্কী (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন উসমান (র) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, আমরা তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম এবং আমরা মুহরিম ছিলাম। তাঁকে হাদিয়া হিসাবে একটি পাখি পেশ করা হলো। তালহা (রা) ঘুমাচ্ছিলেন। আমাদের কেউ কেউ (তা থেকে) আহার করলেন। আবার কেউ কেউ বিরত রইলেন। তালহা (রা) যখন জাগ্রত হলেন এবং তাঁর সম্মুখে তা পেশ করা হলো তখন তিনি আহারকারীদের সঙ্গে আহার করলেন। আর বল্‌লেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গেও এরূপ আহার করেছি।

٣٥٢٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَهْزٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِالرَّوْحَاءِ فَاِذَا هُوَ بِحِمَارٍ وَحْشٍ عَقِيْرٍ فِيْهِ سَهْمٌ قَدْ مَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ حَتّٰى يَجِيْئَ صَاحِبُ فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هِيَ رَمِيَتِيْ فَكُلُوْهُ فَاَمَرَ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقَسِّمُهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ ثُمَّ سَارَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْاُثَايَةِ اِذَا هُوَ بِظَبْيٍ مُسْتَظِلٍّ فِيْ حِقْفِ جَبَلٍ فِيْهِ سَهْمٌ وَهُوَ حَيٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ قِفْ هٰهُنَا لَايَرَاهُ اَحَدٌ حَتّٰى قَضَى الرِّفَاقُ -

৩৫২৭. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... উমাইর ইব্ন সালমা (র) বাহায গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'রাওহা' নামক স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখলেন, সেখানে একটি তীরবিদ্ধ বন্য গাধা রয়েছে এবং তা মরে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'এর মালিক না আসা পর্যন্ত এটাকে রেখে দাও'। বাহ্যী ব্যক্তি এলো এবং বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার তীর দ্বারা শিকার হয়েছে, আহার করুন। তিনি আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, এটাকে দলের মাঝে বন্টন করে দাও, তাঁরা সকলে মুহ্‌রিম ছিলেন। তারপর তিনি (সম্মুখে) চললেন এবং উসাবা নামক স্থানে পৌঁছলেন। তিনি দেখলেন, পাহাড়ের পাদদেশে একটি তীরবিদ্ধ জীবিত হরিণ পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, এখানে দাঁড়াও যেন কেউ তা দেখতে না পায়। যতক্ষণ না পুরো দল তা অতিক্রম করে চলে যায়।

٣٥٢٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৫২৮. ইউনুস (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٣٥٢٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ قَالَ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِبَعْضِ اَفْنَاءِ الرَّوْحَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ اِذَا حِمَارٌ مَعْقُوْرٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَيُوْشِكُ صَاحِبُهُ اَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِيْ عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَانُكُمْ بِهٰذَا الْحِمَارِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَمَا فِيْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرُوْنَ -

৩৫২৯. রবী'উল জীযী (র) .... উমাইর ইব্ন সালমা যমারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে রাওহা-এর এক প্রান্তর দিয়ে সফর করছিলাম এবং তিনি মুহ্‌রিম ছিলেন অকস্মাৎ একটি আহত গাধা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এটাকে রেখে দাও, সম্ভবত এর মালিক এসে পড়বে। তারপর বাহায গোত্রের এক ব্যক্তি আসে, যে কি-না গাধাটিকে আহত করেছিলো। সে বলল,

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আপনাদের জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তা লোকদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। তারপর তিনি ইয়াযীদ (ইব্ন সিনান র)-এর ঐ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যা তিনি ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৫৩০. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ও ফাহাদ (র) ..... ইবনুল হাদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তালহা (রা) ও উমর ইব্ন সালমা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি ইহ্রাম পালনকারীদের জন্য এরূপ শিকারের গোশত বৈধ করেছেন, যা কিনা ইহ্রাম ছাড়া হালাল ব্যক্তি শিকার করেছে। সুতরাং এটা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আলী (রা) ও যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) ও সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী। তবে তালহা (রা) ও উমাইর ইব্ন সালমা (রা)-এর দুই হাদীসে ওই শিকারের হুকুমের উপর কোনরূপ প্রমাণ নেই, যা ইহ্রাম ছাড়া তথা হালাল ব্যক্তি মুহরিমের জন্য শিকার করে।

আমরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করেছি এবং নিম্নোক্ত হাদীস পেয়েছি ঃ

٣٥٣١- فَاِذَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ الرَّقَّامِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ حَتّٰى نَزَلُوْا عُسْفَانَ فَاِذَا هُمْ بِحِمَارِ وَحْشٍ قَالَ وَجَاءَ اَبُوْ قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَسُوْا رُؤُسَهُمْ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَحِدُّوْا اَبْصَارَهُمْ فَيَفْطِنُ فَرَاٰهُ فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَاَخَذَ الرُّمْحَ فَسَقَطَ مِنْهُ فَقَالَ نَاوِلُوْنِيْهِ فَقَالُوْا اَمَا نَحْنُ بِمُعِيْنِيْكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ فَجَعَلُوْا يَشُوُوْنَ مِنْهُ ثُمَّ قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَالَ وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ فَلَحِقُوْهُ فَسَاَلُوْهُ فَلَمْ يَرَ بِذٰلِكَ بَاْسًا -

৩৫৩১. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ কাতাদা আনসারী (রা) কে সাদাকা (এর উটসমূহ)-এর জন্য প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবা কিরাম (রা) ইহ্রাম বেঁধে বের হন। তারপর তাঁরা যখন উস্ফান নামক স্থানে অবতরণ করেন তখন তাঁরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। রাবী বলেন, এমন সময় আবূ কাতাদা (রা) এসে গেলেন এবং তিনি মুহ্রিম ছিলেন না। সাহাবা (রা) ঐ বিষয়কে অপছন্দ করে। নিজেদের মাথা নিচু করে ফেললেন যেন তিনি তাদের চোখ থেকে (শিকারের প্রতি) ইশারা আঁচ না করেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যক্ষ করলেন নিজ ঘোড়ার আরোহণ করলেন এবং বর্শাটি হাতে নিলেন। কিন্তু তা পড়ে গেল। তিনি বললেন, এটা উঠিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, আমরা তোমার কোনরূপ সহযোগিতা করতে পারব না (যেহেতু আমরা মুহ্রিম)। তারপর তিনি বন্য গাধাটির উপর হামলা করলেন এবং সেটাকে শিকার করে ফেললেন। তাঁরা তা ভুনা করতে লাগলেন তারপর বলতে লাগলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে রয়েছেন (বিষয়টি তাঁকে

জিজ্ঞাসা করে নেয়া বাঞ্ছনীয়।) তিনি তাঁদের থেকে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারা তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন এবং তারা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি এতে কোন রূপ অসুবিধা আছে বলে মনে করেন নি।

٣٥٣٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ اَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهٗ كَانَ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ حَلَالٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهٗ مُحْرِمُوْنَ فَبَصُرَ بِحِمَارٍ وَحْشٍ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعِيْنُوْهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَ اَتَانًا فَاَكَلُوْا مِنْهُ ـ

৩৫৩২. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন এবং মুহরিম ছিলেন না। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মুহরিম ছিলেন। তিনি একটি বন্য গাধা দেখলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে তাঁর (আবূ কাতাদা রা) সহযোগিতা করতে নিষেধ করলেন। তারপর তিনি নিজে এর উপর হামলা করে একটি বন্য মাদী গাধা মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর সকলে এর থেকে আহার করলেন।

٣٥٣٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ كَانَ فِىْ قَوْمٍ مُحْرِمِيْنَ وَلَيْسَ هُوَ مُحْرِمًا وَهُمْ يَسِيْرُوْنَ فَرَاٰى حِمَارًا فَرَكِبَ فَرَسَهٗ فَصَرَعَهٗ فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَشَرْتُمْ اَوْصِدْتُمْ اَوْ قَتَلْتُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَكُلُوْا ـ

৩৫৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (রা) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি এরূপ দলের মধ্যে শামিল ছিলেন যারা ইহ্রামরত ছিলো। কিন্তু তিনি নিজে মুহরিম ছিলেন না। এরা সকলে চলছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি (আবূ কাতাদা রা) একটি গাধা দেখলেন। তিনি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে সেটিকে (হামলা করে) মাটিতে ফেলে দিলেন। এরপর তাঁরা নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমরা কি (শিকারের প্রতি) ইশারা করেছ? বা শিকার করেছ? বা হত্যা করেছ? তাঁরা উত্তরে বললেন, জী না। তিনি বললেন, তাহলে তা আহার কর।

٣٥٣٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ اَنَّهٗ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهٗ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهٖ ثُمَّ سَاَلَ اَصْحَابَهٗ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهٗ فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهٗ فَاَبَوْا فَاَخَذَهٗ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهٗ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ ـ

৩৫৩৪. ইউনুস (র) ..... আবূ কাতাদা ইব্‌ন রিবঈ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে (এক সফরে) ছিলেন। এক পর্যায়ে মক্কার কোন একপথে তিনি তাঁর কিছু সাথীসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথীরা ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে মুহরিম ছিলেন না। হঠাৎ এক স্থানে তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসলেন এবং সাথীদেরকে তাঁর চাবুকটি তাঁকে দিতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাঁরা তা দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি তাঁর বর্শাটি দিতে বললে তাঁরা তা-ও এগিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। শেষে তিনি নিজেই তা সংগ্রহ করলেন এবং গাধাটির উপর আক্রমণ চালিয়ে সেটিকে হত্যা করলেন। পরে সাহাবীদের কেউ কেউ তো এটির গোশ্‌ত আহার করলেন। আর কেউ কেউ তা আহার করতে অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলেন। তখন এ সম্পর্কে তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটিই হলো এরূপ খাবার, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে আহার করালেন।

٣٥٣٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ -

৩৫৩৫. ইউনুস (র) ..... আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ কাতাদা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে এ কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের সঙ্গে কি এর গোশ্‌ত থেকে কিছু (অবশিষ্ট) আছে কি ?

আমরা অবহিত হলাম যে, আবূ কাতাদা (রা) শিকার করার সময় শুধু নিজের উদ্দেশ্যেই করেননি। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, এটা তাঁর এবং তার সঙ্গী সাথীগণের জন্য, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটা তাঁর জন্য এবং তাঁদের জন্য জাইয সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের জন্য তা এজন্য তিনি হারাম সাব্যস্ত করেন নি যে, তিনি (আবূ কাতাদা রা) নিজের সঙ্গে তাদেরও উদ্দিষ্ট করেছিলেন।

উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাওহাব (র)-এর রিওয়ায়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা কি (শিকারের প্রতি) ইশারা করেছ ? বা শিকার করেছ ? অথবা (শিকার) হত্যা করেছ ? তারা বললেন, জী না। তিনি বললেন, তাহলে তা আহার কর।

সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটা তাদের জন্য তখন হারাম হবে যখন তারা এ থেকে উল্লিখিত কোন (একটি) কাজ সম্পাদন করবে। এ ব্যতীত তা তাদের জন্য হারাম হবে না। এতে প্রমাণ বহন করে যে, মুত্তালিব-এর আযাদকৃত গোলাম আম্‌র (র)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী ঃ "অথবা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা হবে"-এর অর্থ হলো ঃ সেই শিকার যা তাদের নির্দেশে তাদের উদ্দেশ্যে করা হয়। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত সমূহের নীতিতে এটাই হলো এই অনুচ্ছেদের সঠিক বিশ্লেষণ। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)ও এরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন ঃ

٣٥٣٦- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الشَّامِ اِسْتَفْتَاهُ فِىْ لَحْمِ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَامَرَهُ بِاَكْلِهِ قَالَ فَلَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُهُ

بِمَسْأَلَةِ الرَّجُلِ فَقَالَ بِمَا اَفْتَيْتَهُ فَقُلْتُ بِاَكْلِهِ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَفْتَيْتَهُ بِغَيْرِ ذٰلِكَ لَعَلَوْتُكَ بِالدُّرَّةِ اِنَّمَا نُهِيْتَ اَنْ تَصْطَادَهُ ـ

৩৫৩৬. ইব্ন মারযূক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সিরিয়ার অধিবাসী এক ব্যক্তি মুহ্রিম-এর জন্য শিকারের গোশ্ত (আহারের) বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে তা আহারের নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, তারপর আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁকে সেই (সিরিয়াবাসী) ব্যক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তুমি তাকে কি ফাতাওয়া প্রদান করেছ ? আমি বললাম, আমি তাকে তা আহারে অনুমতি প্রদান করেছি। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম! যাব নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ! যদি তুমি এর ব্যতিক্রম ফাতাওয়া প্রদান করতে তাহলে আমি তোমার উপর চাবুক উত্তোলন করতাম। তোমাকে শুধু তা শিকার করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

٣٥٣٧ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لَفَعَلْتُ بِكَ يَتَوَاعَدُهُ ـ

৩৫৩৭. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এতে তিনি বলেছেন ঃ আমি তোমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করতাম। তিনি তাঁকে হুমকি দিচ্ছিলেন।

٣٥٣٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩৫৩৮. ইউনুস (র) ..... উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٣٩ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৫৩৯. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন সাহাবীকে তাঁর ফাত্ওয়ার উপর শুধু এই জন্য ভর্ৎসনা করতেন না যে, সেটি তাঁর রায় তথা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী যদি না তিনি রায় ব্যতীত নস্ (স্পষ্ট শরঈ বিধান) দ্বারা অবহিত হতেন। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٣٥٤٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ كَعْبًا سَاَلَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلاَلُ فَيَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ تَرَكْتَهُ لَرَأَيْتُكَ تَفْقَهُ شَيْئًا ـ

৩৫৪০. আবূ বাক্রা (র) ..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) উমর (রা)-কে এরূপ শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যা কোন হালাল (যে মুহ্রিম নয়) জবাই তথা শিকার করেছে, তা কি মুহরিম

আহার করতে পারবে ? উমর (রা) বললেন, যদি তুমি তা পরিহার করতে তাহলে আমি বুঝতাম যে, তুমি কিছুই বুঝ না।

বিরোধীগণ এ বিষয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)-এর রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٥٤١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا قُرِّبَ اِلَيْهِمْ طَعَامُ قَالَ فَرَأَيْتُ جُفْنَةً كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى عَرَاقِيْبِ الْيَعَاقِيْبِ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَامَ فَقَامَ مَعَهُ نَاسٌ قَالَ فَقِيْلَ وَاللّٰهِ مَا اَشَرْنَا وَلاَ اَمَرْنَا وَلاَ صِدْنَا فَقِيْلَ لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا قَامَ هٰذَا وَمَنْ مَعَهُ اِلاَّ كَرَاهِيَةً لِطَعَامِكَ فَدَعَاهُ فَقَالَ مَاكَرِهْتَ مِنْ هٰذَا فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ثُمَّ اِنْطَلَقَ قَالَ فَذَهَبَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى اَنَّ الصَّيْدَ وَلَحْمَهُ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ ـ

৩৫৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (র)-এর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা অমুক অমুক স্থানে পৌঁছলাম তখন তাঁদের সম্মুখে খানা পেশ করা হয়। রাবী বলেন, আমি একটি বড় পাত্র দেখলাম। যেন তাতে তিতি (চকোর) পাখির পা দেখতে পাচ্ছি। যখন আলী (রা) তা দেখলেন তিনি উঠে পড়লেন, লোকেরাও তাঁর সঙ্গে উঠে পড়ল। রাবী বলেন, তাঁকে বলা হলো যে, আল্লাহ্‌র কসম! না আমরা ইশারা করেছি, না নির্দেশ দিয়েছি এবং না শিকার করেছি। উসমান (রা) কে বলা হলো যে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গীগণ আপনার খানাকে অপছন্দ করে ছেড়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁকে দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, আপনি এতে কি অপছন্দনীয় পেয়েছেন। আলী (রা) আয়াত উদ্ধৃত করে বললেন, "তোমাদের জন্য সামুদ্রিক (জলজ) শিকার এবং এর খানা হালাল করা হয়েছে। এটা তোমাদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য পাথেয়। আর তোমাদের জন্য স্থলজ শিকার হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহ্‌রামরত থাকবে। (মায়িদা ঃ ৯৬) তারপর তিনি চলে গেলেন। বিরোধীগণ বলেন, আলী (রা)-এর অভিমত হলো যে, মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করা এবং এর গোশ্‌ত আহার করা হারাম।

তাঁদেরকে বলা হবে যে, এ বিষয়ে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা), তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) আয়েশা (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) তাদের বিরোধিতা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত সমূহ তারা যে মত পোষণ করেন এর অনুকূলে রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ـ

"তোমাদের উপর ইহ্‌রাম অবস্থায় স্থলজ (প্রাণীর) শিকার হারাম করা হয়েছে"। এতে এ কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, এর দ্বারা তাদের নিজেদের শিকার করাকে বুঝানো হয়েছে।

আপনারা কি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী লক্ষ্য করছেন না ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاتَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ـ

হে মুমিনগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু হত্যা করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে, যা সে হত্যা করল, তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু (মায়িদা ৫ ঃ ৯৫)

বস্তুত এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শিকার হত্যা করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তারা নিজেরা হত্যা করলে তাদের উপর জরিমানা ওয়াজিব করেছেন।

সুতরাং আমরা যা উল্লেখ করেছি এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহ্রাম পালনকারীদের উপরে শুধু শিকার হত্যা করা হারাম। আমরা লক্ষ্য করছি যে, যুক্তিও এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। আর তাহলো ঃ তাঁরা (ফকীহ্গণ) ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইহ্রাম, মুহারিমের উপর শিকারকে হারাম করে দেয় এবং হারাম শরীফের কারণে হালাল ব্যক্তির উপরও শিকার করা হারাম হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যদি হিল্ল (হারামের বহির্ভূত) এলাকায় শিকার করে তা হারামে নিয়ে আসে, তাহলে হারামে এটা খেতে কোন অসুবিধা নেই। আর শিকারের গোশ্তকে হারাম শরীফে নিয়ে যাওয়া জীবিত শিকারকে হারামে নিয়ে যাওয়ার ন্যায় নয়। কেননা যদি সেটিও এরূপ হত তাহ্লে ওটাকে হারামে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে আহার করা থেকেও নিষেধ করা হতো যেমনিভাবে সেখানে সমস্ত শিকার করা থেকে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হারাম শরীফে এটা আহারের উপরও জরিমানা ওয়াজিব হতো, যেমনিভাবে সেখানে শিকার হত্যা করার ক্ষেত্রে আবশ্যক হয়। সুতরাং যখন হারাম শরীফ যেমন জীবিত পশু শিকারের জন্য প্রতিবন্ধক, তেমনই শিকারের গোশ্ত থেকে প্রতিবন্ধক নয় যা হিল্ল-এ (হারামের বাহির) শিকার করা হয়েছে। তাই যুক্তির দাবি হলো যে, ইহ্রামের বিধানও অনুরূপ হবে, তা মুহ্রিমের উপর জীবিত শিকারকে (শিকার করা) হারাম করে দিবে। কিন্তু যখন কোন হালাল ব্যক্তি শিকার করবে তাহলে তার (মুহারিমের) উপর এর গোশ্ত হারাম না হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

হারাম শরীফের হুকুমের উপর যুক্তি ও কিয়াসের দাবি এটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। এই অনুচ্ছেদের এটাই যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٣ـ بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফ দর্শন কালে হাত উত্তোলন করা

٣٥٤٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُرْفَعُ الاَيْدِى فِى سَبْعِ مَوَاطِنَ فِى اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَ الْبَيْتِ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ـ

৩৫৪২. ইবন আবী দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর বরাতে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সাতটি স্থানে হাত উত্তোলন করা হবে ঃ সালাতের সূচনাতে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের কাছে, সাফা ও মারওয়াতে, আরাফাতে, মুযদালিফাতে এবং দুই জামারার নিকটে।

٣٥٤٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৫৪৩. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, এই হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত। আমরা কাউকেও জানি না, যে কিনা বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটে হাত উত্তোলন করা ব্যতীত এর অন্য কোন বিষয়ের বিরোধিতা করেছে। একদল 'আলিম এই মত পোষণ করেছেন এবং তাঁরা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বায়তুল্লাহ্ শরীফ দর্শনকালে হাত উত্তোলন করাকে মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٥٤٤ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْاَيْدِيْ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْيَهُوْدُ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ـ

৩৫৪৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটে হাত উত্তোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ওটা এরূপ কাজ, যা ইয়াহূদীরা করে থাকে। বস্তুত আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ পালন করেছি, তিনি এমনটি করেন নি।

এখানে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন যে, এটা ইয়াহূদীদের কাজ, ইসলামের অনুসারীদের কাজ নয়। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ পালন করেছেন কিন্তু তিনি এই আমল করেন নি। যদি এই বিষয়টি সনদ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই হাদীসের সনদ প্রথম হাদীসের সনদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। আর যদি বিষয়টি হাদীস সমূহের সঠিক মর্মের নীতিতে গ্রহণ করা হয়, তাহলে জাবির (রা) বলেছেন যে, এটা ইয়াহূদীদের আমল। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের আমল গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা তিনি তাদের তরীকা গ্রহণ করতেন (নিজস্ব শরীয়াত আসার পূর্বে) যেহেতু তারা আহলে কিতাব ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শরী'আত দান করলেন, যা তাদের শরী'আতকে রহিত করে দিয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ পালন করেছেন এবং তাদের বিরোধিতা করে হাত উত্তোলন করেন নি। সুতরাং জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াত অধিকতর উত্তম বলে বিবেচিত। কেননা এতে এই দু'টি হাদীসের সঠিক মর্ম নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীস রহিত হওয়ার বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি বিষয়টি যুক্তির ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়, তাহলে আমরা লক্ষ্য করছি যে, হাদীসে হাত উত্তোলন করার যে উল্লেখ রয়েছে, এটি দু'প্রকার। তা থেকে একটি সালাতের তাকবীরের জন্য হাত উত্তোলন করা। আর অপরটি হলো দু'আর জন্য (হাত) উত্তোলন করা। সালাতের সাথে যেটি সম্পর্কিত সেটি তো হলো সালাতের সূচনায় হাত উত্তোলন করা। আর যেটি দু'আ সাথে সম্পৃক্ত, সেটি হলো সাফা মারওয়া, মুয্দালিফা, আরাফাত এবং দুই জামারার নিকটে হাত উত্তোলন করা। আর এটা ঐকমত্যের বিষয়।

রাসূলুল্লহ্ ﷺ থেকে আরাফাতে হাত উত্তোলন সম্পর্কেও হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

٣٥٤٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ اَنَا حَمَّادُ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِعَرَفَةَ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ نَحْوَ ثَدُوَتِهِ ـ

৩৫৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাতে দু'আ করতেন এবং হাতকে বুক পর্যন্ত উঠাতেন।

আমরা চাচ্ছি যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফ দর্শনকালে হাত উত্তোলন সম্পর্কে অবহিত হব যে, সেটিও অনুরূপ কি-না ? আমরা লক্ষ্য করছি যে, যারা এ মত পোষণ করেন তারা ইহ্‌রামের কারণে নয় বরং বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মানে উক্ত মত পোষণ করেন। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি আরাফাতে, মুয্‌দালিফায়, দুই জামারার নিকটে এবং সাফা মারওয়ায় যেখানে অবস্থান করা হয়, দু'আর আঙ্গিকে হাত উত্তোলনের বিধান ইহ্‌রামের কারণে দেয়া হয় (সম্মানের কারণে নয়)। এই কারণেই আমরা লক্ষ্য করছি, যে ব্যক্তি ইহ্‌রাম মুক্ত অবস্থায় আরাফাত কিংবা মুয্‌দালিফার দিকে অথবা কংকর নিক্ষেপের স্থানের দিকে কিংবা সাফা মারওয়ার দিকে যায় তাহলে সে এগুলোর কোনটির সম্মানের জন্য হাত উত্তোলন করে না। যখন সাব্যস্ত হলো যে, এই সমস্ত স্থানে ইহ্‌রামের কারণে হাত উত্তোলনের হুকুম রয়েছে এবং ইহ্‌রাম ব্যতীত এর হুকুম দেয়া হয় না, তাই ইহ্‌রাম ব্যতীত বায়তুল্লাহ্ শরীফকে দর্শন করার অবস্থায় হাত উত্তোলনের হুকুম দেয়া হবে না। অতএব যখন সাব্যস্ত হলো যে, ইহ্‌রাম ব্যতীত এর হুকুম দেয়া হয় না, তাহলে এটাও সাব্যস্ত হলো যে, ইহ্‌রাম অবস্থায়ও এর হুকুম দেয়া হবে না।

দ্বিতীয় প্রমাণ

আমরা লক্ষ্য করছি যে, যে সমস্ত স্থানে ইহ্‌রাম অবস্থায় হাত উত্তোলন করার হুকুম দেয়া হয়েছে, সেই সমস্ত স্থানে অবস্থান (উকুফ) করারও হুকুম রয়েছে। আর আমরা সেই সমস্ত স্থানের আলোচনা করে এসেছি। আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে, 'জামরায়ে আকাবা, অন্য জামরা সমূহের ন্যায় একটি জামরা। কিন্তু এর নিকটে উকুফ তথা অবস্থান করা হয় না। সুতরাং সেখানে হাতও তোলা হয় না।

অতএব যুক্তির দাবি হলো ঃ যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকট অবস্থান করা হয় না, তাহলে এর নিকটে হাত ও তোলা হবে না। এটাই হলো কিয়াস এবং যুক্তি, যা আমরা এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আর এটা আমরা যা কিছু যুক্তির ভিত্তিতে সাব্যস্ত করেছি ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

এ বিষয়ে ইবরাহীম নখঈ (র) থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٣٥٤٦ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سُلَيْمٰنَ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ قَالَ تُرْفَعُ الْاَيْدِيْ فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ فِيْ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَفِي التَّكْبِيْرِ لِلْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ وَفِي الْعِيْدَيْنِ وَعِنْدَ اِسْتِلَامِ الْحَجْرِ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَبِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ـ

৩৫৪৬. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... ইবরাহীম নখঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাত স্থানে হাত তোলা হয়। সালাতের সূচনায়, বিত্‌রের মধ্যে কুনুতের তাকবীর বলায় সমর, দুই ঈদে, হাজরে

আসওয়াদকে চুমু দেয়ার সময়, সাফা মারওয়ায়, মুযদালিফায়, আরাফাতে এবং দুই জামরার নিকটে অবস্থান কালে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন ঃ সালাতের সূচনায়, দুই ঈদে, বিতরের মধ্যে এবং হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার সময় নিজ হাতের তালুর পিঠকে মুখণ্ডলের দিকে করবে। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট তিনটিতে হাতের তালুর অভ্যন্তর অংশ মুখমন্ডলের দিকে করবে।

সালাতের সূচনা সম্পর্কে আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি, এর উপর সমস্ত মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে। বিত্‌রের মাঝে কুনুতের তাকবীর, এটা ওই সালাতের একটি অতিরিক্ত তাকবীর। এবং যারা রুকূর পূর্বে কুনুত পড়েন তারা এর সঙ্গে হাত তোলার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন। এর উপর যুক্তির দাবি হলো যে, প্রত্যেক সালাতের প্রত্যেক অতিরিক্ত তাকবীর অনুরূপ হবে। আর দুই ঈদের তাকবীরসমূহও অপরাপর সালাতের হিসাবে এতে অতিরিক্ত।

হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার বিষয়টিকে তাওয়াফ শুরু করার তাকবীর সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমনিভাবে সালাতের সূচনার জন্য তাকবীর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٥٤٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي يَعْفُوْرِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَمِيْرًا كَانَ عَلَىٰ مَكَّةَ مُنْصَرِفَ الْحَجَّاجِ عَنْهَا سَنَةَ ثَلَثٍ وَسَبْعِيْنَ يَقُوْلُ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَجُلًا قَوِيًّا وَكَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا حَفْصٍ اَنْتَ رَجُلٌ قَوِيٌّ وَاِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ فَتُؤْذِي الضَّعِيْفَ فَاِذَا رَأَيْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَاِلَّا فَكَبِّرْ وَامْضِ -

৩৫৪৭. ইউনুস (র) ..... আবূ ইয়া'ফুর আবদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মক্কার শাসনকর্তা থেকে শুনেছি। যিনি তিহাত্তর হিজরীতে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ এর পক্ষ থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বলতেন যে, উমর (রা) একজন শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট লোকদের সঙ্গে ভীড় করে সম্মুখে এগিয়ে যেতেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে আবূ হাফ্‌স! তুমি একজন শক্তিশালী পুরুষ! হাজরে আসওয়াদ-এর নিকট ভীড় করে দুর্বল লোকদেরকে কষ্ট দিচ্ছ। যখন হাজরে আসওয়াকে খালী (অবস্থায়) দেখবে তখন এটাকে চুম্বন করবে অন্যথায় তাক্‌বীর বলে সম্মুখে এগিয়ে যাবে।

٣٥٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِي يَعْفُوْرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ قَالَ وَكَانَ الْحَجَّاجُ اِسْتَعْمَلَهُ عَلَىٰ مَكَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩৫৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... খোযাআ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হাজ্জাজ তাঁকে মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত যেহেতু সেই তাকবীরকে তাওয়াফ শুরু করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমনিভাবে সালাত শুরু করার জন্য তাকবীর বলা হয়, তাই সালাতের সূচনা তাকবীরের ন্যায় এতেও হাত তোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশেষত যখন নবী ﷺ বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফকে সালাত সাব্যস্ত করেছেন ঃ

٣٥٤٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَا ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ اِلاَّ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلْيَنْطِقْ اِلاَّ بِخَيْرٍ ـ

৩৫৪৯. রবী'উল মুআযযিন (র) ও সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর বরাতে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন : বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ হলো সালাত তবে আল্লাহ্ তা'আলা এতে তোমাদের জন্য কথা বলা বৈধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কথা বলবে, সে যেন কল্যাণ মূলক কথা বলে।

সুতরাং এই কারণের ভিত্তিতে সেই সমস্ত স্থানেও হাত তোলা ওয়াজিব যা প্রথমোক্ত হাদীসে উল্লিখিত স্থান সমূহের অতিরিক্ত (দুই ঈদ ও কুনুতের তাকবীর)। পক্ষান্তরে সাফা মারওয়া, মুয্দালিফা, আরাফাত এবং জামারার নিকট অবস্থান করার প্রাক্কালে হাত তোলার বিষয়টি তো প্রথমোক্ত হাদীসে সুস্পষ্টরূপে এসেছে। বস্তুত এই সমস্ত বিষয় বস্তু যা আমরা বর্ণনা এবং সাব্যস্ত করেছি ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٤ـ بَابُ الرَّمَلِ فِى الطَّوَافِ

১৪. অনুচ্ছেদ : তাওয়াফে রমল করা

٣٥٥٠ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَاصِمِ الْغَنَوِىِّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ زَعَمَ قَوْمُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَاَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قُلْتُ مَا صَدَقُوْا وَمَا كَذَبُوْا قَالَ صَدَقُوْا رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَكَذَبُوْا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ اِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ دَعُوْا مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ حَتّٰى يَمُوْتُوْا مَوْتَ النَّغَفِ فَلَمَّا صَالَحُوْهُ عَلٰى اَنْ يَجِيْءَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيْمُوْا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ بِمَكَّةَ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ وَالْمُشْرِكُوْنَ عَلٰى جَبَلِ قُعَيْقِعَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصْحَابِهِ ارْمَلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلٰثًا وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ ـ

৩৫৫০. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আবুত্ তোফাইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার সম্প্রদায় ধারণা করছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ্ শরীফ (এর তাওয়াফে) রমল করেছেন এবং ওটা সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে, আবার মিথ্যাও বলেছে। আমি বললাম! তারা কী সত্য বলেছে এবং কী মিথ্যা বলেছে ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তারা সত্য বলেছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফে রমল করেছেন। কিন্তু তারা এই বক্তব্যে মিথ্যা বলেছে যে, এটা সুন্নত (তাদের এই উক্তি সঠিক নয়)। হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে কুরাইশগণ বলেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথীদেরকে ছেড়ে দাও। তারা রোগক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হবে। সুতরাং যখন তারা আগামী বছর আসা এবং মক্কায় তিন দিন অবস্থান করার শর্তে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করল, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এলেন, তখন মুশ্‌রিকগণ 'কু'আইকিআন' পাহাড়ে অবস্থান করছিলো। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহবীগণকে বললেন : বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করতে গিয়ে তিনবার রমল কর এবং এটা সুন্নাত নয়।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই মত পোষণ করেছেন যে, তাওয়াফে রমল সুন্নাত নয়। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তাঁরা বলেন, এই রমল মুশ্‌রিকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়ার জন্য ছিলো যে, মুসলমানগণ শক্তিশালী, দুর্বল নন। এই জন্য নয় যে, এটা সুন্নাহ্ (রূপে বিবেচিত)। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٥٥١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ وَاَصْحَابُه فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اَنَّه يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْوَهَنَتْهُمْ حُمّٰى يَثْرِبَ فَلَمَّا قَدِمُوْا قَعَدَ الْمُشْرِكُوْنَ مِمَّا يَلِى الْحَجْرِ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْحَابَه اَنْ يَرْمُلُوْا الاَشْوَاطَ الثَّلٰثَةَ وَاَنْ يَّمْشُوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَمْ يَمْنَعْه اَنْ يَّاْمُرَهُمْ بِاَنْ يَّرْمُلُوْا الاَشْوَاطَ الاَرْبَعَةَ اِلاَّ عَلَيْهِمْ ـ

৩৫৫১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় এলেন। তখন মুশরিকরা বলল, তোমাদের নিকট এরূপ এক সম্প্রদায় এসেছে যাদেরকে ইয়াসরিব (মদীনা)-এর জ্বর দুর্বল করে ফেলেছে। তাঁরা যখন এসে পড়েছেন, তখন মুশ্‌রিকরা হাজরে আসওয়াদ এর নিকটবর্তী (স্থানে) বসে পড়ল। তখন নবী ﷺ সাহাবীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, তিন চক্করে 'রমল' (হাত দুলিয়ে জোরে চলা) কর। আর দুই রুকনের মাঝে স্বাভাবিক ভাবে চল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তাদেরকে অবশিষ্ট চার চক্করে রমল করা থেকে অনুগ্রহ হিসাবে নিষেধ করেছেন।

٣٥٥٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ زَعَمَ قَوْمُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَاَنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قَدْ رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ وَلٰكِنْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُوْنَ عَلٰى قُعَيْقِعَانَ وَبَلَغَهُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ بِهٖ وَبِاَصْحَابِهٖ هُزَالاً فَقَالَ لاَصْحَابِهٖ اُرْمُلُوْا اَرُوْهُمْ اَنَّ بِكُمْ قُوَّةً فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ اِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِىِّ فَاِذَا تَوَارٰى عَنْهُمْ مَشٰى قَالُوْا اَفَلاَ تَرٰى اَنَّهٗ اَمَرَهُمْ اَنْ يَّمْشُوْا فِى الْاَشْوَاطِ الثَّلٰثَةِ فِيْمَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَيْثُ لاَ يَرَاهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّرْمُلُوْا فِيْمَا بَقِيَةٌ مِنْ هٰذِهِ الْاَشْوَاطِ لِيَرَوْهُمْ فَلَمَّا كَانَ قَدْ اَمَرَهُمْ بِالرَّمَلِ حَيْثُ يَرَوْنَهُمْ وَبِتَرْكِه حَيْثُ لاَيَرَوْنَهُمْ ـ

৩৫৫২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবুত্ তুফাইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার কাওম! ধারণা করছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করতে গিয়ে রমল করেছেন এবং এটা সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্যও বলেছে আবার মিথ্যাও বলেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফে রমল করেছেন, কিন্তু এটা সুন্নত নয়। বরং রাসূলুল্লাহ্

ﷺ মক্কায় এলেন এবং মুশরিকরা 'কু'আইকি'আন' পাহাড়ে অবস্থান করছিলো। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তারা বলছিলো তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রোগের কারণে) দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি সাহাবীগণকে বললেন, রমল কর এবং তাদেরকে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন কর। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজরে আসওয়াদ থেকে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত রমল করতেন। যখন তাদের থেকে আড়াল হতেন তখন স্বাভাবিক ভাবে চলতেন।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ বলেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করছ না যে, তিনি তাদেরকে প্রথম তিন চক্করে দুই রুকনের মাঝে স্বভাবিক ভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন যেখান থেকে মুশরিকরা তাঁদেরকে দেখতে পাচ্ছিলো না। আর ওই চক্করগুলোর অবশিষ্ট অংশে রমল করে তাদের দেখাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। বস্তুত যখন তাদেরকে মুশ্‌রিকরা দেখার অবস্থায় রমল করার এবং না দেখার অবস্থায় তা পরিত্যাগ করার নির্দশ দিয়েছেন তখন এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সেই সমস্ত মুশ্‌রিকদের কারণে; সুন্নাত হওয়ার কারণে নয়।

তাঁরা বলেন, এর স্বপক্ষে যা প্রতীয়মান হয় তাহলো, তিনি যখন হজ্জ পালন করেন তখন এমনটি করেন নি। এ বিষয়ে তাঁরা নিম্মোক্ত হাদীস পেশ করেছেন ঃ

٣٥٥٣ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا قَيْسٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ فِي الْعُمْرَةِ وَمَشٰى فِي الْحَجِّ اَلَا تَرٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِيْ حَجِّهٖ حَيْثُ عَدَمَ الَّذِيْنَ مِنْ اَجْلِهِمْ رَمَلَ فِيْ عُمْرَتِهٖ ـ

৩৫৫৩. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উমরাতে রমল করেছেন এবং হজ্জ পালনে স্বাভাবিক ভাবে হেটেছেন। আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হজ্জ পালন কালে এই জন্য রমল করেন নি যে, তারা (মুশরিকরা) উপস্থিত ছিলো না। যাদের কারণে উমরাতে রমল করেছিলেন।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, প্রথমোক্ত তিন চক্করে রমল করা সুন্নাত। হজ্জ এবং উমরায় তা পরিত্যাগ করা জাইয নয়। এ বিষয়ে তাঁরা নিম্মোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

٣٥٥٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمٰنَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَمَرَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلٰثًا وَمَشٰى اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ ـ

৩৫৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জি'ইর্‌রানা নামক স্থান থেকে উমরা পালন করেছেন। তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফের (তাওয়াফে) তিন চক্করের মধ্যে রমল করেছেন এবং চার চক্করে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটেছেন।

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরো চক্করে রমল করেছেন। কিছু অংশে তো মুশ্‌রিকরা তাঁদের দেখছিলো, আর কিছু অংশে তারা তাঁকে দেখ ছিলো না। যে অংশ তারা দেখছিলো না, সে অংশেও তাঁর রমল করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে; 'রমল' তাদের কারণে ছিলো না বরং এর অন্য কোন কারণ ছিল।

٣٥٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي زِيَادٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ -

৩৫৫৫. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আবুত তুফাইল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করেছেন।

এই হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْمَلُ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ ثَلٰثًا وَيَمْشِيْ اَرْبَعًا عَلٰى هَيْنَتِهٖ -

৩৫৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ইব্ন উমর (রা) তিন চক্করে হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করতেন। এবং চার চক্করে নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় চলতেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করতেন।

٣٥٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْمَلُ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ -

৩৫৫৭. আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করতেন।

এটাও প্রথমোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে তাঁরই অনুরূপ আমল করেছেন। তবে তাতে এ কথাটি উল্লেখ নেই যে, তিনি এই আমলটি হজ্জের মধ্যে করেছেন না উমরার মধ্যে; সম্ভবত তিনি হজ্জ পালন করতে গিয়ে এরূপ করেছেন। এটা ওই রিওয়ায়াতের পরিপন্থী, যা মুজাহিদ (র) তাঁর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। সম্ভবত তিনি উমরা আদায় করা কালে এমনটি করেছেন। সুতরাং তাঁর মাযহাব (মতাদর্শ) হবে যে, তিনি উমরাতে রমল করতেন এবং হজ্জের সময় তা করতেন না।

রমলের প্রমাণ এবং হজ্জ ও উমরাতে এটা অব্যাহত সুন্নাত হওয়ার দলীল হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের কালে এমনটি করেছেন। অথচ তখন (তাঁর) কোন শত্রু তাঁর শক্তি দেখছিলো না।

এ বিষয়ে তাঁর (ইব্ন উমর রা) থেকে কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٣٥٥٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَعٰى ثَلَاثَةً وَمَشٰى اَرْبَعَةً حِيْنَ قَدِمَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ كَانَ اِعْتَمَرَ -

৩৫৫৮. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হজ্জ ও উমরা আদায়ের জন্য (মক্কা) এলেন, তখন উমরা আদায় করতে গিয়ে তিনি তিন চক্করে দ্রুত সাঈ করেছেন এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটেছেন।

٣٥٥٩- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ -

৩৫৫৯. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া মুযানী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এটা ইব্‌ন উমর (রা) থেকে মুজাহিদ (র)-এর রিওয়ায়াতের পরিপন্থী জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিদায় হজ্জ কালে রমল করেছেন ঃ

٣٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلْثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا -

৩৫৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জ কালে সাত চক্করে তাওয়াফ করেছেন, এর তিনটিতে রমল করেছেন এবং চারটিতে স্বাভাবিকভাবে হেঁটেছেন।

٣٥٦١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৩৫৬১. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٦٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهٗ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ فِىْ ثَلْثَةٍ مِنْهُنَّ مِنَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ اِلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ -

৩৫৬২. ইউনুস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাওয়াফ করতে গিয়ে সাতটি চক্কর দিয়েছেন। তার তিনটিতে হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করেছেন।

বস্তুত যখন সাব্যস্ত হলো যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বিদায় হজ্জ কালে রমল করেছেন, অথচ সেখানে কোন শত্রু ছিলো না। এতে প্রমাণিত হলো যে, শত্রুদের উপস্থিতিতে তিনি শত্রুদের কারণে রমল করেননি। যদি তাদের উপস্থিতিতে তাদের কারণে তিনি রমল করতেন, তাহলে তাদের অনুপস্থিতিতে তা করতেন না। এতে প্রমাণিত হলো যে, তাওয়াফের মাঝে রমল করা হজ্জের সেই সমস্ত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত; যেগুলোর উপর আমল করা উচিত, তা পরিত্যাগ করা অনুচিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণও অনুরূপ আমল করেছেন ঃ

٣٥٦٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحُنَيْنِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فِيْمَا الرَّمَلُ الْاٰنَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ نَفَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الشِّرْكَ وَاَهْلَهُ عَلٰى ذٰلِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا عَمِلْنَاهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৫৬৩. ফাহাদ (র) ..... উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রমল এবং কাঁধ খুলে রাখার ব্যাপারে বলেছেন ঃ যদিও আল্লাহ্ তা'আলা শিরক এবং মুশরিকদেরকে দূরীভূত করে দিয়েছেন, তবুও আমরা এরূপ আমল পরিত্যাগ করব না, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে (থেকে) শিক্ষা করেছি।

٣٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ لَمَّا حَجَّ عُمَرُ رَمَلَ ثَلٰثًا وَهٰذَا بِحَضْرَةِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ اَحَدٌ -

৩৫৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন ইউনুস (র) ..... ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন উমর (রা) হজ্জ পালন করেন তখন তিনি তিন চক্করে রমল করেছেন এবং এটা সাহাবীগণের উপস্থিতিতে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কেউ এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিবাদ করে নি।

٣٥٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فَتَبِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَمَلَ ثَلٰثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا -

৩৫৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি মক্কায় উমরা পালন করার জন্য এলাম। আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) -এর পিছনে চললাম। তিনি মসজিদের হারমে প্রবেশ করলেন এবং তিন চক্করে রমল করলেন। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটলেন।

٣٥٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَرَمَلَ ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِذَا لَبّٰى بِهَا مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَرْمُلْ بِالْبَيْتِ وَاَخَّرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِلٰى يَوْمِ النَّحْرِ وَكَانَ لاَيَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ -

৩৫৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) যখন মক্কা শরীফ আসতেন তখন বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতেন এবং তাতে রমল করতেন। তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতেন। যখন তিনি মক্কা থেকেই তালবিয়া পাঠ করতেন (ইহ্‌রাম বাঁধতেন) বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফে রমল করতেন না। আর সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈকে কুরবানীর দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং কুরবানীর দিন রমল করতেন না।

ইব্‌ন উমর (রা) যখন মক্কা ব্যতীত অন্য স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতেন তখন হজ্জে রমল করতেন। সুতরাং এটা সে রিওয়ায়াতের পরিপন্থী যা মুজাহিদ (র) তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব তার সূত্রে বর্ণিত মুজাহিদ (র)-এর রিওয়ায়াত দু'অবস্থার কোন একটি থেকে মুক্ত নয়। হয় তো সেটা মানসূখ (রহিত) এবং এর নাসিখ (রহিতকারী) রিওয়ায়াত তা থেকে উত্তম হবে। অথবা এই রিওয়ায়াত তাঁর সূত্রে বিশুদ্ধ নয়। তাই এর উপর আমল না করা এবং এর পরিপন্থী রিওয়ায়াতের উপর আমল করা আবশ্যক হওয়া অধিকতর সংগত।

সুতরাং যখন আমাদের উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর পরবর্তীতে তাঁর সাহাবীগণ থেকে মুশ্‌রিকদের অনুপস্থিতিতে প্রথমোক্ত তিন চক্করে রমল করা সাব্যস্ত হলো তখন এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাওয়াফে কদুম তথা আগমন কালীন তাওয়াফ সুন্নাত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন পুরুষের জন্য এটা পরিত্যাগ করা সমীচীন নয়। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٥ـ بَابُ مَا يُسْتَلَمُ مِنَ الْاَرْكَانِ فِى الطَّوَافِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফকালে কোন্ কোন্ রুকনকে চুম্বন করা হবে

٣٥٦٧ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَسْتَلِمُ الاَرْكَانَ كُلَّهَا ـ

৩৫৬৭. ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা সমস্ত রুকনকে চুম্বন করতাম।

٣٥٦٨ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ـ

৩৫৬৮. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই পোষণ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করবে তার জন্য সমস্ত রুকনে চুম্বন করা বাঞ্ছনীয়। তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তাওয়াফের মাঝে দুই ইয়ামানী রুকন হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত কোন রুকনকে চুম্বন করা সমীচীন নয়। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন ঃ

٣٥٦٩ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَمُرُّ بِهٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْاَسْوَدِ وَالْيَمَانِىْ اِلاَّ اسْتَلَمَهُمَا فِى الطَّوَافِ وَلاَ يَسْتَلِمُ هٰذَيْنِ الْاٰخَرَيْنِ ـ

৩৫৬৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাওয়াফরত অবস্থায় যখন এই দুই রুকন অর্থাৎ রুকনে হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখন তিনি এ দু'টিকে চুম্বন করতেন। কিন্তু অপর দু'টিকে চুম্বন করতেন না।

٣٠٥٧. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৫৭০. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ... আবূ আসিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٧١ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ خ وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ ـ

৩৫৭১. ইয়াযীদ (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সালিম (র) এর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দু'টি ইয়ামানী রুকন ব্যতীত চুম্বন করতে দেখিনি।

٣٥٧٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَ الْاَسْوَدَ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ مِنْ نَحْوِدَارِ الْجُمُحِيِّيْنَ ـ

৩৫৭২. ইউনুস (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফের রুকন সমূহ থেকে শুধু রুকনে হাজরে আসওয়াদ এবং এর নিকটবর্তী রুকনকে চুম্বন করতেন, যা 'দারে জুমুহিয়্যীন' এর দিকে অবিস্থিত।

٣٥٧٣ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৫৭৩. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٧٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَأَيْتُكَ لاَتَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَيَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ ـ

৩৫৭৪. ইউনুস (র) ..... উবাইদ ইব্‌ন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আপনাকে দেখছি, আপনি শুধু দু'টি ইয়ামানী রুকনকে চুম্বন করছেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি তিনিও শুধু দু'টি ইয়ামানী রুকন চুম্বন করতেন।

٣٥٧٥ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرِ الْجَزَرِىِّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ فَجَعَلَ يَسْتَلِمُ الْاَرْكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِمَ تَسْتَلِمُ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهَا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَىْءٌ مَهْجُوْرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ صَدَقْتَ ـ

৩৫৭৫. রাওহ্ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফইয়ান (রা) বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করেন। তিনি তাওয়াফ কালে সমস্ত রুকন চুম্বন করতে লাগলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আপনি এই দুই রুকনকে কেন চুম্বন করছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলোকে চুম্বন করেন নি। মু'আবিয়া (রা) বললেন, বায়তুল্লাহ্ শরীফের কোন কিছু পরিত্যাগযোগ্য নয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে"। মু'আবিয়া (রা) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত রিওয়ায়াতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি তাঁর তাওয়াফে ইয়ামানী দুই রুকন ব্যতীত অন্য কোন রুকনকে চুম্বন করতেন না। তাছাড়া এই সমস্ত রিওয়ায়াতে যে 'তাওয়াতুর' (সন্দেহাতীত সূত্র পরম্পরা) বিদ্যমান আছে তা প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতে নেই।

এই সমস্ত রিওয়ায়াতের অনুকূলে মত পোষণকারীগণ তাঁদের বিরোধীদের বিপক্ষে এই প্রমাণও পেশ করেন যে, ইয়ামানী দুই রুকন বায়তুল্লাহ্ শরীফের প্রান্তসীমায় প্রতিষ্ঠিত, পক্ষান্তরে অন্য দুই রুকনদ্বয়ের অবস্থা এরূপ নয়। কেননা 'হাতীম' সে দু'টো থেকে বাইরে এবং সেটি বায়তুল্লাহ্ শরীফের অংশ। আর ফকীহ্দের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, দুই ইয়ামানী রুকনের মধ্যে ভাগে চুম্বন করবে না। কেননা তা বায়তুল্লাহ্ শরীফের রুকন নয়। সুতরাং যুক্তির দাবি হলো যে, অপর দু'রুকনকেও চুম্বন করা হবে না, কেননা তা বায়তুল্লাহ্ শরীফের রুকন নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে 'হাতীম' সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সেটি বায়তুল্লাহ্ শরীফের অংশ ঃ

٣٥٧٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ اَبِىْ الشَّعْثَاءِ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَجَرِ فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ مَا مَنَعَهُمْ اَنْ يُدْخِلُوْهُ فِيْهِ قَالَ عَجَزَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ -

৩৫৭৬. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হাতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, সেটি বায়তুল্লাহ্ শরীফের অংশ। আমি বললাম! এটাকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের অন্তর্ভুক্ত করতে তাদের (কুরাইশ)-কে কিসে বাধা প্রদান করেছিল ? তিনি বললেন, তাদের ব্যয় সংকুলানে ঘাটতি ছিলো।

٣٥٧٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنِ الاَشْعَثِ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَجَرِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَالَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِى الْبَيْتِ قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ فَقُلْتُ مَا شَاْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعٌ قَالَ فَعَلَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْا مَنْ شَاؤُا اَوْ يَمْنَعُوْا مَنْ شَاؤُا وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدِهِمْ بِجَاهِلِيَّةٍ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ ذٰلِكَ لَنَظَرْتُ اَنْ اُدْخِلَ الْحَجَرَ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ اَلْزَقَ بَابَهُ بِالاَرْضِ -

৩৫৭৭. ফাহাদ (র) ..... আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে 'হাতীম' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, সেটি কি বায়তুল্লাহ্ শরীফের অন্তর্ভুক্ত ? তিনি বললেন, হাঁ আমি বললাম, তাহলে তারা (কুরাইশগণ) এটাকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন ? তিনি বললেন। তোমার কাওমের ব্যয় সংকুলানের ঘাটতি ছিলো। আমি বললাম, বায়তুল্লাহ্র দরজা উঁচু কেন ? তিনি বললেন, তোমার কাওম এমনটি এজন্য করেছে যেন তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করাবে, যাকে ইচ্ছা বাধা প্রদান করবে। যদি তোমার কাওম জাহিলী যুগের নিকটবর্তী না হতো এবং তাদের অন্তরে এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের আশংকা না হত তাহলে তুমি দেখতে, আমি 'হাতীম'কে বায়তুল্লাহ্ শরীফের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম এবং এর দরজাকে ভূমির সাথে সমতল করে দিতাম।

٣٥٧٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا لَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَاَلْزَقْتُهَا بِالْاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنَ بَابًا شَرْقِيًا وَ بَابًا غَرْبِيًا وَلَزِدْتُ سِتَّةَ اَذْرُعٍ مِنَ الْحَجَرِ فِىْ الْبَيْتِ اَنَّ قُرَيْشًا أَسْتَقْصَرَتْهُ لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ ـ

৩৫৭৮. আবূ বাক্রা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন ঃ যদি তোমার কাওম নতুন জাহিলিয়াত থেকে মুক্তি লাভ না করত তাহলে আমি বায়তুল্লাহ্ শরীফকে ভেঙ্গে ভূমির সঙ্গে সমতল করে দিতাম এর পূর্ব-পশ্চিমে দু'টি দরজা স্থাপন করতাম এবং হাতীমের ছয়হাত পরিমাণ অংশ বায়তুল্লাহ্ শরীফের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম; যেহেতু কুরাইশরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণকালে এটাকে হ্রাস করে দিয়ে ছিল।

٣٥٧٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِىُّ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنْ اَبِىْ قَزْعَةَ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بَيْنَهُمَا هُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اِذْ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلىٰ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُهَا وَهِىَ تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَوْ لاَ حَدْثَانُ قَوْمِكَ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتّٰى اَزِيْدَ فِيْهِ مِنَ الْحَجَرِ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ لاَ تَقُلْ ذٰلِكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَنَا سَمِعْتُ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقُوْلُهُ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْكَ قَبْلَ اَنْ اَهْدِمَهُ فَتَرَكْتُهُ ـ

৩৫৭৯. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ কায্আ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফের প্রাক্কালে জনৈক ব্যক্তি বলল, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে আয়েশা! যদি তোমার কাওম নও মুসলিম না হতো, তাহলে আমি বায়তুল্লাহ্ শরীফকে

ভেঙ্গে এর সঙ্গে হাতীমের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। এর উপর হারিস ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ রবী'আ (র) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা বলবেন না, আমিও উম্মুল মু'মিনীন (রা) -কে এ বিষয়টি বলতে শুনেছি। তিনি বললেন, হায়! আমার নিকট পসন্দনীয় ছিলো যে, আমি ওটা ভেঙ্গে ফেলার পূর্বে তোমার থেকে এ কথাটি শুনতাম এবং ওটিকে ছেড়ে দিতাম (অর্থাৎ ভাঙ্গতাম না)।

সুতরাং যখন সাব্যস্ত হলো যে, 'হাতীম' বায়তুল্লাহ্ শরীফের অংশ এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত দুই রুকন বায়তুল্লাহ্র রুকন নয়, তাই সাব্যস্ত হলো যে, এ দু'টি রুকন ওই স্থানের ন্যায়, যা দুই ইয়ামানী রুকনের মধ্যভাগে রয়েছে। যেমনিভাবে ইয়ামানী দুই রুকরে মধ্যভাবে চুম্বন করা হয় না, অনুরূপ ভাবে যুক্তির দাবি হলো যে, এই দুই রুকনকেও চুম্বন করা হবে না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক উক্ত দুই রুকনের চুম্বন পরিত্যাগ করা সম্পর্কে সেই বিষয় দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যা দ্বারা আমরা পেশ করেছি ঃ

٣٥٨٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرٰى اَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْ لَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَمِعَتْ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ اِلَّا اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

৩৫৮০. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তুমি কি লক্ষ্য করছ না। তোমার কাওম (কুরাইশ) বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ কালে ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তি থেকে কমিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি ওটাকে ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না ? তিনি বললেন, তোমার কাওম যদি নব দীক্ষিত মুসলমান না হতো (তাহলে আমি এরূপ করতাম)। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন যে, আয়েশা (রা) উক্ত বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন। আমার ধারণা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতীমের সঙ্গে মিলিত দুই রুকনের চুম্বনকে এ জন্য পরিত্যাগ করেছেন যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফ ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পূর্ণাঙ্গ নয়।

বস্তুত এই সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা আমাদের উল্লিখিত বিষয়বস্তু সাব্যস্ত হয়েছে। অধিকন্তু বায়তুল্লাহ্ শরীফের ইয়ামানী দুই রুকন ব্যতীত কোন রুকনকে চুম্বন করা যে সমীচীন নয়, তাও সাব্যস্ত হয়েছে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٦- بَابُ الصَّلٰوةِ لِلطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও আসরের পরে সালাতুত তাওয়াফ প্রসঙ্গ

٣٥٨١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَتَمْنَعُوْا اَحَدًا يَطُوْفُ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّى اَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ -

৩৫৮১. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... জুবাইর ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে বানূ আবদুল মুত্তালিব! তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে কাউকে তোমরা বাধা দিওনা।

٣٥٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوْرَابِ قَالَ ثَنَا غَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُرْدَانَبَه عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ اِنْ وُلِّيْتُمْ هٰذَا الْاَمْرَ فَلاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ -

৩৫৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে বানূ আব্‌দ মানাফ! যদি একাজ (বায়তুল্লাহ্ শরীফের তত্ত্বাবধান) তোমাদের উপরে অর্পিত হয় তাহলে রাত ও দিনের যে সময় ইচ্ছা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে কাউকে তোমরা বাধা দিওনা।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এ মত পোষণ করেছেন যে, রাত ও দিনে তাওয়াফের জন্য সালাত আদায় করা ('সালাতুত তাওয়াফ') জাইয। তাঁদের মতে এ সালাত থেকে সেই সমস্ত সময়ে ও নিষেধ করা যাবে না যাতে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এই সমস্ত রিওয়ায়াতে আপনাদের এই স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে যা কিছু জাইয সাব্যস্ত করেছেন এবং বানূ আবদুল মুত্তালিব ও বানূ আব্‌দ মানাফকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কাউকে তাওয়াফ এবং সালাত থেকে বাঁধা না দেয়। এতে তাওয়াফ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো এমন তাওয়াফ যা করা সমীচীন। এমনিভাবে 'সালাত' দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো এমন সালাত আদায় করা সমীচীন এগুলো ব্যতীত অন্য কিছু জাইয নয়।

আপনারা কি লক্ষ্য করছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে বা অযূ ব্যতীত অথবা জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় তাওয়াফ করে তাহলে তাদের জন্য আবশ্যক হলো এ থেকে তাদেরকে বাঁধা প্রদান করা। কেননা তারা নিয়ম বহির্ভূত তাওয়াফ করছে এবং এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, "তারা যেন তাদেরকে তাওয়াফ থেকে বাঁধা না দেয়"। অনুরূপভাবে তাঁর বাণী ঃ "তারা যেন কাউকে সালাত থেকে বাধা না দেয়"এর দ্বারাও উল্লিখিত অবস্থা উদ্দেশ্যে যে, অযূ অবস্থায় হওয়া, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া এবং সেই সমস্ত সময়গুলোতে আদায় করবে, যাতে সালাত আদায় করা জাইয। এর ব্যতিক্রম বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

রাসূলুল্লাহ্ﷺ সূর্য উদিত হওয়ার সময়, অস্ত যাওয়ার সময়, দুপুর বেলা, ফজরের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় থেকে সাধারণভাবে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ﷺ থেকে 'তাওয়াতুরের সন্দেহাতীত পরম্পরায় রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণিত আছে, যা আমি সনদসহ এই গ্রন্থের অন্যস্থানে উল্লেখ করেছি।

প্রথমোক্ত মত পোষণ কারীগণ তাঁদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা দলীল দিয়েছেন ঃ

٣٥٨٣ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهْ قَالَ طَافَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى قَبْلَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ اَنْتُمْ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ تَقُوْلُوْنَ لَاصَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ لَيْسَ كَسَائِرِ الْبُلْدَانِ ـ

৩৫৮৩. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাবাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবুদ দারদা (রা) আসরের পরে তাওয়াফ করেন এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করেন। আমি বললাম, আপনারা মুহাম্মদﷺ-এর সাহাবা, আপনারা বলছেন যে, আসরের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সালাত আদায় করা জাইয নয়। তিনি বললেন, এই শহর অন্য শহরগুলোর অনুরূপ নয়।

বস্তুত তাঁরা বলেন, আবুদ দারদা (রা)-এর এই বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফের জন্য সালাত ওই সমস্ত সময়ে নবীﷺ-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা আপনারা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কে উত্তরে বলা হবে যে, আপনারাও তো এই হাদীসের বিষয় বস্তুকে মেনে নিচ্ছেন না। কেননা আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনারাও সালাতুত তাওয়াফ ব্যতীত ওই সমস্ত নিষিদ্ধ সময়ে মক্কাতে সালাত আদায় করাকে মাকরূহ মনে করেন; যেহেতু নবীﷺ ওই সমস্ত সময়ে সালাত আদায় থেকে নিষেধ করেছেন। আর এ বিষয়ে আপনারাও মক্কা শরীফের বিধান অপরাপর শহর থেকে পৃথক করেন না। যে হাদীস দ্বারা আপনারা প্রমান পেশ করেছেন, তাতে আবুদ দারদা (রা) সালাত থেকে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে মক্কা শরীফের বিধান অপরাপর শহর থেকে আলাদা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলছেন, নিষেধাজ্ঞা এ শহরের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় অধিকন্তু এ বিষয়ে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ও আবুদ দারদা (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন ঃ

٣٥٨٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىْ قَالَ طَافَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَرْكَعْ فَلَمَّا صَارَ بِذِىْ طُوٰى وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ

৩৫৮৪. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর (রা) ফজরের পরে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু (তাওয়াফের) সালাত আদায় করেন নি। যখন 'যী তুওয়া' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সূর্যোদয় হলো তখন দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

٣٥٨٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىْ ـ

৩৫৮৫. ইউনুস (র) ..... হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত ইনি হলেন উমর (রা), যিনি সে সময় সালাত আদায় করেননি। কেননা তাঁর মতে তখন সালাতের সময় ছিলো না। তিনি তা সেই সময় পর্যন্ত বিলম্ব করেছিলেন যখন সালাতের সময় হয়ে গিয়েছে এবং তখন সালাত আদায় করেছেন। আর এই আমল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সমস্ত সাহাবীগণের উপস্থিতিতে হয়েছে। কেউ এ বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদ করেননি। যদি তাঁর মতে সে সময় তাওয়াফের সালাত আদায় করা জাইয হতো তাহলে তিনি অবশ্যই তা আদায় করতেন এবং তাতে বিলম্ব করতেন না। কেননা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ কারীর জন্য সেই সময় ওজর ব্যতীত সালাত পরিত্যাগ করা সমীচীন নয়। মু'আয ইব্‌ন আফ্‌রা' (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং তা আমি এই অধ্যায়ের পূর্বে উল্লেখ করেছি। ইব্‌ন উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٣٥٨٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ اَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ مَكَّةَ عِنْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَطَافَ وَلَمْ يُصَلِّ اِلاَّ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ـ

৩৫৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) ফজরের সালাতের সময় মক্কায় এলেন। তারপর তিনি তাওয়াফ করলেন ঃ কিন্তু সালাতুত তাওয়াফ সূর্যোদয়ের পরে আদায় করলেন।

বস্তুত যুক্তির ভিত্তিতেও এটা প্রমাণিত। কেননা আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনে সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন। আর এ ব্যাপারে সকল (ফকীহ্) দের ঐকমত্য রয়েছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা সমস্ত শহরের সাথে সংশ্লিষ্ট ও অভিন্ন। তাই কিয়াস ও যুক্তির দাবি হলো নিষিদ্ধ সময়গুলোর মধ্যে সালাতের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সমস্ত শহরের বিধান এক ও অভিন্ন হবে। সুতরাং এতে সেই সমস্ত লোকদের বক্তব্য বাতিল হয়ে গেল যারা সালাত থেকে নিষিদ্ধ সময়গুলোতেও তাওয়াফের সালাত আদায়কে জাইয মনে করেন। তারপর প্রথমোক্ত মতাবলম্বীদের বিরোধীগণ এ বিষয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন তাঁদের একদল বলেন যে, এই পাঁচ ওয়াক্তে (সময়ে) তাওয়াফের সালাত আদায় করা যাবে না। যেমনি ভাবে তাতে নফল সালাত পড়া যায় না। এই দলের অন্যতম হলেন ইমাম মুহাম্মদ (র)। আমরা যা কিছু উমর (রা), মু'আয ইব্‌ন আফরা' (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি তা তাঁদের অনুকূলে।

অপর দল বলেন যে, আসরের পর সূর্য হলদে হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত তাওয়াফের সালাত আদায় করতে পারবে। কিন্তু অবশিষ্ট তিনটি নিষিদ্ধ ওয়াক্তে এই সালাত পড়া যাবে না। বস্তুত এই অভিমত পোষণ করেছেন মুজাহিদ (র), ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) ও আতা (র)।

٣٥٨٧ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ طُفْ وَصَلِّ مَاكُنْتَ فِيْ وَقْتٍ فَاِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَاَمْسِكْ ـ

৩৫৮৭. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাওয়াফ কর এবং ওয়াক্ত হলে সালাত আদায় করে নাও। যখন ওয়াক্ত চলে যাবে তখন (সালাত থেকে) বিরত থাক।

٣٥٨٨ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٰنَ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ ـ

৩৫৮৮. আহমদ (র) ..... আতা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٨٩ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ طُفْ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلِّ مَا كُنْتَ فِيْ وَقْتٍ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ فِيْ وَقْتِ صَلٰوةٍ ـ

৩৫৮৯. আহমদ (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাওয়াফ কর। রাবী উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, অর্থাৎ ফজর এবং আসরের পর। তিনি বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকবে সালাত আদায় কর। ইব্‌ন রাজা (র) বলেন, অর্থাৎ সালাতের ওয়াক্তে (সালাত আদায় কর)।

ইব্‌ন উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٣٥٩٠ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ غُنْيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَطُوْفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّىْ مَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ حَيَّةً فَاذَا اصْفَرَّتْ وَتَغَيَّرَتْ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا حَتّٰى يُصَلِّىَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُصَلِّىْ وَيَطُوْفُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَيُصَلِّىْ مَا كَانَ فِىْ غَلَسٍ فَاذَا اَسْفَرَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ يَجْلِسُ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَيُمْكِنُ الرُّكُوْعُ ـ

৩৫৯০. আহমদ (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) আসরের পরে তাওয়াফ করতেন এবং সূর্য যতক্ষণ পর্যন্ত আলোকিত উজ্জ্বল থাকত, সালাত আদায় করতেন। আর যখন তা হলদে রং ধারণ করত এবং এর রং পরিবর্তিত হয়ে যেত তখন একটি তাওয়াফ করতেন। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করে তাওয়াফ করতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার বিরাজ করত তাওয়াফের সালাত আদায় করতেন। যখন ফর্সা হয়ে যেত তখন একটি তাওয়াফ করতেন। এরপর বসে যেতেন যতক্ষণ না সূর্য উপরে উঠে যেত এবং সালাত আদায় জাইয হয়ে যেত।

٣٥٩١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ وَعَطَاءٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَطُوْفُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ اُسْبُوْعًا وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ مَا كَانَ وَقْتُ صَلٰوةٍ ـ

৩৫৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... সালিম ও আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) ফজর ও আসরের পরে সাপ্তাহিক তাওয়াফ করতেন। আর যদি সালাতের ওয়াক্ত হতো দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। ইনি হলেন আতা (র) তিনি বলেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাত ও দিনের যে সময় ইচ্ছা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে কাউকে তোমরা বাধা দিওনা। সুতরাং এই হাদীস প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে।

বস্তুত তাঁরা যেহেতু এই মত বিরোধ করেছেন তাই এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হলো ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দুপুরের সময় কাযা সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরীকা এমনটিই ছিলো যে, যখন ঘুমন্ত থাকার কারণে ফজরের সালাত কাযা হয়ে গিয়েছিলো, তখন তিনি সূর্য উপরে না উঠা ও পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তা পড়েন নি। তাই যখন এই ওয়াক্তগুলোতে ফরয সালাতের কাযা আদায় নিষিদ্ধ তাহলে তাওয়াফের সালাত অধিকতর সংগত ভাবে নিষিদ্ধ হবে।

উকবা ইব্ন আমের (রা) বলেন ঃ 'তিনটি ওয়াক্ত এরূপ যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সালাত আদায় এবং মৃতের দাফন থেকে নিষেধ করতেন। সূর্যোদয়েরর সময় সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত, দুপুরের সময় সূর্য হেলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং সূর্য যখন অস্ত যেতে শুরু করে, অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। আমরা এই বিষয়টি ইতিপূর্বে আমাদের এই গ্রন্থে সনদসহ বর্ণনা করেছি। যেহেতু এই ওয়াক্ত গুলোতে সালাতে জানাযা আদায় করা নিষিদ্ধ তাই তাওয়াফের সালাতেরও অনুরূপ হুকুম হবে। অনুরূপভাবে আসরের পরে সূর্যের রং পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে এবং ফজরের পরে সূর্যোদয়ের পূর্বে জানাযার সালাত আদায় করা এবং কাযা সালাত আদায় করা জায়িয, কিন্তু নফল সালাত আদায় করা মাকরূহ। আর তাওয়াফের কারণে এর সালাত ওয়াজিব হয়ে যায় যেমনটি জানাযার সালাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

বস্তুত আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি এর উপর যুক্তির দাবি হলো ঃ এই (তাওয়াফের সালাত) -এর ওয়াজিব হওয়ার পর এর হুকুম সেটাই হবে যা ফরয সালাত সমূহ ও জানাযার সালাতের হুকুম হবে, যা কি-না ফরয। সুতরাং তাওয়াফের সালাত সেই সমস্ত ওয়াক্তে পড়া যাবে যে সমস্ত ওয়াক্তে জানাযার সালাত এবং কাযা সালাত আদায় করা জাইয। পক্ষান্তরে যে সমস্ত ওয়াক্তে জানাযার সালাত এবং কাযা সালাত জাইয নয় তাতে এই (তাওয়াফের) সালাতও পড়া যাবে না। আমাদের মতে এই অনুচ্ছেদের এটাই যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ, যা আতা (র), ইব্রাহীম (র) ও মুজাহিদ (র) বলেছেন এবং যেভাবে ইব্ন উমর (রা) থেকেও এটাই রিওয়ায়াত করা হয়েছে। আর আমরা এ মতই পোষণ করি এবং এটা সুফইয়ান (র) -এরও অভিমত। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতের পরিপন্থী।

١٧ـ بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের ইহ্রাম পালনকারী উকুফে আরাফা (আরাফাতে অবস্থান)-এর পূর্বে তাওয়াফ করা প্রসঙ্গে

٣٥٩٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَاءُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يَطُوْفُ اَحَدٌ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غَيْرُهُ اِلاَّ حَلَّ بِهِ قُلْتُ لَهُ مِنْ اَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ ذٰلِكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّمَا ذٰلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلَ الْمُعَرَّفِ وَبَعْدَهُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَأْخُذُ هَا مِنْ اَمْرِ النَّبِىِّ ﷺ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَحِلُّوْا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَهَا لِىْ غَيْرَ مَرَّةٍ ـ

৩৫৯২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি হজ্জ ইত্যাদিতে বায়তুল্লাহ্ শরীফে তাওয়াফ করবে সে এর দ্বারা ইহ্রাম থেকে বের (হালাল) হয়ে যাবে। (রাবী বলেন) আমি বললাম ইব্ন আব্বাস (রা) এ কথাটি কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী ঃ ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ - "তারপর তাদের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট" (হাজ্জ ২২ ঃ ৩৩) থেকে (রাবী বলেন) আমি বললাম, এটাতো আরাফাতে অবস্থান করার পরের হুকুম। তিনি উত্তরে বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে এটা আরাফাতে অবস্থান করার পূর্বে এবং পরে উভয়েরই বিধান। রাবী বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এটা নবী ﷺ থেকে গ্রহণ করে প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে সাহাবীগণকে ইহ্রাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বহুবার একথাটি আমাকে বলেছেন।

٣٥٩٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ،اَنَّ عُرْوَةَ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَضْلَلْتَ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةُ قَالَ تُفْتِى النَّاسَ اَنَّهُمْ اِذَا طَافُوْا بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلُّوْا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَجِيْئَانِ مُلَبِّيْنِ بِالْحَجِّ فَلاَ يَزَالاَنِ مُحْرِمَيْنِ اِلٰى يَوْمِ النَّحْرِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهٰذَا ضَلَلْتُمْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُوْنِى عَنْ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ عُرْوَةُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَا اَعْلَمَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكَ -

৩৫৯৩. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! আপনি লোকদের বিভ্রান্ত করে ফেলেছেন তিনি বললেন, হে উরাইয়া তা কিভাবে ? তিনি বললেন, আপনি লোকদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন যে, তারা যখন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে তখনই হালাল হয়ে যাবে। অথচ আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) হজ্জের তালবিয়া পাঠ করে আসতেন এবং তাঁরা কুরবানীর দিন পর্যন্ত মুহরিম থাকতেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এই কারণে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছ ? আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (তাঁর আমল) বর্ণনা করছি। আর তুমি আমাকে আবূ বকর (রা), উমর (রা) থেকে (তাঁদের আমল) বর্ণনা করছ। উরওয়া (র) বললেন, আপনার চাইতে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এর আমল) কে অধিক জানতেন।

٣٥٩٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَسَّانِ الرَّقَاشِىَّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا هٰذِهِ الْفُتْيَا الَّتِىْ قَدْ تَفَشَّعَتْ عَنْكَ اَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَاِنْ زَعَمْتُمْ -

৩৫৯৪. সুলায়মান ইব্ন শুআইব (র) ..... আবূ হাস্সান আর-রাক্কাশী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলল, হে আবূ আব্বাস! এটা কিরূপ ফতোয়া, যা আপনার পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ হয়েছে

যে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করবে, সে (ইহ্‌রাম মুক্ত হয়ে) হালাল হয়ে যাবে ? তিনি বললেন, এটা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত, যদিও তোমরা তা অপছন্দ করছ।

٣٥٩٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيْخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِىْ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ كَاهْلَا لِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ اَحْلِلْ فَفَعَلْتُ فَاَتَيْتُ امْرَأَةً مِّنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِىْ فَكُنْتُ اُفْتِى النَّاسَ بِذٰلِكَ حَتّٰى كَانَ زَمَانُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِىْ رَجُلٌ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ رُوَيْدًا بَعْضَ فُتْيَاكَ فَاِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النُّسُكِ بَعْدَكَ فَقُلْتُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا اَفْتَيْنَاهُ فُتْيًا فَلْيَتَّئِدْ فَاِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ فِيْهِ فَاْتَمُّوْا فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لِىْ عُمَرُ اَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّ كِتَابَ اللّٰهِ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَاَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ-

৩৫৯৫. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ মুসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এমন সময় এলাম যখন তিনি 'বাত্‌হা' উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, তুমি কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছ ? আমি বললাম, আমি নবী ﷺ -এর ন্যায় ইহ্‌রাম বেঁধেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি উত্তম করেছ। তুমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ কর, সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ কর। তারপর ইহ্‌রাম খুলে ফেল। আমি এরূপ করলাম। তারপর আমি কায়স গোত্রের এক নারীর নিকট এলাম। সে আমার মাথা থেকে উকুন বের করে দিল। আমি লোকদেরকেও এই ফতোয়া দিতে লাগলাম। এরপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর (খিলাফতের) যুগ এলো। আমাকে এক ব্যক্তি বলল, হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স! তোমার কিছু ফতোয়া ছেড়ে দাও। তোমার জানা নেই, তোমার পরে আমীরুল মু'মিনীন হজ্জের বিধানাবলীতে কি তরীকা জারী করেছেন। আমি বললাম, হে লোকসকল! আমি যাদেরকে ফতোয়া প্রদান করতাম, তাদের সবর করা বাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীন অগ্রণী । তাঁর অনুসরণ কর। যখন উমর (রা) এলেন, তখন আমি তাঁর নিকট তা উল্লেখ করলাম। উমর (রা) আমাকে বললেন, যদি আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে গ্রহণ করি, তাহলে অবশ্যই তা আমাদেরকে (হজ্জের আহকাম) পূর্ণ করার হুকুম প্রদান করে। আর যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতকে গ্রহণ করি তাহলে তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) ওই সময় পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলেন নি, যতক্ষণ না কুরবানীর পশু কুরবানী স্থল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

٣٥٩٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْمَدِيْنِىُّ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يُحَجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى النَّاسِ فِى الْعَاشِرَةِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ يَلْتَمِسُ اَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَا حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ عَلَى الْبَيْدَاءِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهٗ مَا عَمِلَ مِنْ شَىْءٍ عَمِلْنَا بِهٖ فَاَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِىْ يُهِلُّوْنَ بِهٖ وَلَمْ يَزِدْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا وَلَزِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلْبِيَتَهٗ قَالَ جَابِرٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَسْنَا نَنْوِىْ اِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا اٰخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ اِنِّىْ لَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ لَيْسَ مَعَهٗ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ وَقَصَّرُوْا اِلَّا النَّبِىُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عُمْرَتُنَا هٰذِهٖ لِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِلْاَبَدِ فَقَالَ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَابِعَهٗ فِى الْاُخْرٰى فَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ هٰكَذَا فِى الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلَّا النَّبِىُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ ـ

৩৫৯৬. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর পিতা (মুহাম্মদ র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম, এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মদীনাতে) নয় বছর অবস্থান করেছেন কিন্তু তখনও তিনি হজ্জ পালন করেন নি। তারপর দশম বছরে লোকদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দিয়ে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ পালন করবেন তারপর মদীনাতে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটল, সকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণের প্রত্যাশী ছিলো। তারপর আমরা (হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে) বের হলাম যখন আমরা যুলহুলায়ফায় পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর 'কাস্ওয়া' উঠনীর উপর আরোহণ করলেন। যখন সাওয়ারী 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল। আর তিনি এর অর্থ অনুধাবন কর ছিলেন। তিনি যা আমল করেছেন আমরাও তা আমল করেছি। তিনি শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন এবং লোকেরাও বেঁধেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অতিরিক্ত কিছু করেন নি। তিনি এই হজ্জের তালবিয়া পাঠকে আবশ্যক করেছেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা উমরাকে জানতাম না। অবশেষে যখন আমরা মারওয়ায় উমরার আখেরী চক্করে ছিলাম তখন তিনি বললেন, যদি আমার সেই বিষয়টি প্রথমে জানা থাকত যা এখন জ্ঞাত হয়েছি (অর্থাৎ তামাত্তু) তাহলে হাদী নিয়ে আসতাম না এবং এটা (হজ্জ) কে উমরা দ্বারা পরিবর্তন করে দিতাম। সুতরাং যার কাছে হাদী নেই সে (তাওয়াফের পর) ইহ্রাম থেকে বের হয়ে যেন ওটাকে উমরায় পরির্বতন করে দেয়। তখন লোকেরা ইহ্রাম খুলে ফেলল এবং চুল কাটল। কেবল নবী ﷺ এবং ঐ সমস্ত লোকেরা ব্যতীত যাদের সঙ্গে হাদী ছিলো। সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাদের এই উমরা কি এই বছরের জন্য, না সর্বদার জন্য ? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ এক অঙ্গুলীকে অন্য অঙ্গুলীর মাঝে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, উমরা হজ্জের মাঝে এভাবে (অঙ্গুলীর ন্যায়) ঢুকে গিয়েছে। একথা তিনি দু'বার বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং যাদের কাছে হাদী ছিলো তাঁরা ব্যতীত সমস্ত লোকেরা ইহ্রাম খুলে ফেললেন এবং চুল কেটে ফেললেন।

আবূ-জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ নবী ﷺ কে সুরাকা (রা) কর্তৃক প্রশ্ন করা এবং তাঁকে তাঁর উত্তর প্রদানে এই সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে যে, এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো, হজ্জের মাসগুলোতে আমাদের এই উমরা সর্বদার জন্য, না শুধু এই বছরের জন্য ? কেননা ইতিপূর্বে তাদের কাছে হজ্জের মাসগুলোতে উমরা প্রচলিত ছিলো না। বরং এটাকে তারা অত্যন্ত বড় গুনাহের কাজ মনে করত। তাই নবী ﷺ তাঁকে উত্তর প্রদান করে বললেন যে, সর্বদার জন্য এই উমরার হুকুম।

٣٥٩٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سُؤَالَ سُرَاقَةَ وَلاَجَوَابَ النَّبِيِّ ﷺ اِيَّاهُ ـ

৩৫৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ও ফাহাদ (র) ..... জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি সুরাকা (রা)-এর প্রশ্ন এবং নবী ﷺ কর্তৃক তাঁকে উত্তর প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করেন নি।

٣٥٩٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ لاَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ فَلَمَّا طَافُوْا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ لَبَّوْا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوْا فَطَافُوْا بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ـ

৩৫৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ৪ঠা যিলহাজ্জ মক্কায় আগমন করেন। যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈ সম্পাদন করে ফেললেন, তখন তিনি বললেন, এটাকে উমরা দ্বারা পরিবর্তন করে নাও। যখন আট-ই যিলহাজ্জের দিন হলো তখন তিনি (হজ্জের ইহ্রাম বাঁধেন) এবং তালবিয়া পাঠ করেন। কুরবানীর দিন (আরাফাত থেকে) ফিরে এসে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করলেন; কিন্তু সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করেন নি।

٣٥٩٩ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ صُبَيْحَةَ رَابِعَةٍ فَاَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ قُلْنَا اَيَّ حِلٍّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْحِلُّ كُلُّ فَلَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِيْ تَصْنَعُوْنَ ـ

৩৫৯৯. আবূ বাক্রা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা ৪ঠা যিলহজ্জ ভোরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মক্কায় আসি। তিনি আমাদেরকে ইহ্রাম খুলে ফেলার নির্দেশ

দিলেন। আমরা বললাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহ্‌রাম থেকে কোন ধরনের হালাল হবো ? তিনি বললেন, পূর্ণাঙ্গরূপে বের হওয়া (অর্থাৎ যা কিছু ইহ্‌রামের কারণে হারাম ছিলো এখন তা সব হালাল)। আমি যদি পূর্বে এ বিষয়ে অবহিত হতাম যা এখন জ্ঞাত হয়েছি, তাহলে আমি সেইরূপ করতাম যে রূপ তোমরা করছ।

٣٦٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيِّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَأَلَ النَّاسَ بِمَاذَا أَحْرَمْتُمْ فَقَالَ أُنَاسٌ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَقَالَ أُخَرُوْنَ قَدِمْنَا مُتَمَتِّعِيْنَ وَقَالَ أُخَرُوْنَ أَهْلَلْنَا بِإِهْلاَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ قَدِمَ وَلَمْ يَسُقْ هَدْيًا فَلْيَحِلَّ فَإِنِّيْ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ حَتّٰى أَكُوْنَ حَلاَلاً فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عُمْرَتُنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ ـ

৩৬০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইদ আর-রুআইনী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা যখন বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মক্কায় এলাম, তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কিসের ইহ্‌রাম বেঁধেছ ? কেউ বললেন, আমরা হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছি। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা তামাত্তু পালনকারী হিসাবে ইহ্‌রাম বেঁধেছি। পক্ষান্তরে অপর একদল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সেই ইহ্‌রাম বেঁধেছি যা আপনি বেঁধেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে বললেন, যে ব্যক্তি হাদী ব্যতীত এসেছে সে যেন ইহ্‌রাম খুলে ফেলে। আমি যদি পূর্বে সেই বিষয়ে অবহিত হতাম যা এখন জ্ঞাত হয়েছি, তাহলে আমি হাদী নিয়ে আসতাম না এবং আমি ইহ্‌রাম খুলে ফেলতাম। সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শুম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের এই উমরা এই বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য ? তিনি বললেন, না, বরং সর্বকালের জন্য।

٣٦٠١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَهْلَلْنَا مَعَهُ بِالْحَجِّ خَالِصًا حَتّٰى إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ رَابِعَةَ ذِي الْحَجِّ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ هَدْيًا نِ يَحِلُّ قَالَ وَلَمْ يَعْزِمْ فِيْ أَمْرِ النِّسَاءِ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْنَا تَرَكْنَا حَتّٰى إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسَ لَيَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَنَأْتِيْ عَرَفَاتٍ وَالْمَذِيُّ يَقْطُرُ مِنْ مَذَاكِيْرِنَا وَلَمْ يَحْلِلْ هُوَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ فَبَلَغَ قَوْلُنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الَّذِيْ بَلَغَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّيْ أَصْدَقُكُمْ وَ أَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْ لاَ

اَنِّىْ سُقْتُ الْهَدْىَ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ قَالَ جَابِرُ فَسَمِعْنَا وَاَطَعْنَا فَحَلَلْنَا ـ

৩৬০১. ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গে আমরাও শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলাম। তারপর যখন আমরা ৪ঠা যিলহজ্জ মক্কায় পৌঁছলাম, তখন আমরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করলাম, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ জারী করলেন, যে হাদী নিয়ে আসে নি।সে যেন ইহ্‌রাম খুলে ফেলে। আমরা ভাবলাম যে, আরাফাত থেকে যেতে শুধু পাঁচ দিন অবশিষ্ট আছে। আমাদেরকে ইহ্‌রাম খুলে ফেলার হুকুম দেয়া হয়েছে। এখন আমরা কি স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করে এমন অবস্থায় আরাফাতে যাব ? যে আমাদের পুরুষাঙ্গগুলো থেকে মযীর (বীর্য পূর্ব তরল পদার্থের) ফোঁটা ঝরতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে ইহ্‌রাম খুলেন নি। যেহেতু তিনি হাদী নিয়ে এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আমাদের আলোচনার বিষয় পৌঁছে গেল, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসার পরে সাহাবীগণের সেই কথার উল্লেখ করলেন যা তাঁর নিকট পৌঁছে ছিলো। তিনি বললেন, তোমরা অবহিত আছ যে, আমি তোমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ, মুত্তাকী ও পুণ্যবান। আমি যদি হাদী নিয়ে না আসতাম তাহলে ইহ্‌রাম খুলে ফেলতাম। আমি যদি পূর্বে সেই বিষয়ে অবহিত থাকতাম যা এখন জ্ঞাত আছি, তাহলে আমি হাদী নিয়ে আসতাম না। জাবির (রা) বলেন, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করে ইহ্‌রাম খুলে ফেললাম।

٣٦٠٢ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّىٌّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوْ هُوَ يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَمَرَنَا بَعْدَ مَا طُفْنَا اَنْ يَحِلَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَدْتُّمْ اَنْ تَنْطَلِقُوْا اِلٰى مِنًى فَاَهِلُّوْا فَاَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ ـ

৩৬০২. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবুয্ যুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির (রা) থেকে শুনেছেন, যখন তিনি নবী ﷺ -এর হজ্জ সম্পর্কে বলছিলেন। যখন আমরা তাওয়াফ করে ফেলেছি তখন আমাদেরকে ইহ্‌রাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা মিনা যেতে ইচ্ছা করবে তখন ইহ্‌রাম বেঁধে নিবে। তারপর আমরা 'বাতহা' নামক স্থান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছি।

٣٦٠٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ نُخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ فَاِنَّمَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَاَنْ نَحِلَّ اِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ خَمْسُ لَيَالٍ فَنَخْرُجُ اِلَيْهَا وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَبَرُّكُمْ وَاَصْدَقُكُمْ فَلَوْلاَ الْهَدْىُ لَحَلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ

جُعْشُمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مُتْعَتُنَا هٰذِه لِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِلْاَبَدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلْ لاَبَدِ الْاَبَدِ ـ

৩৬০৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মুনা (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যুলহুলায়ফা থেকে শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছি। এর সঙ্গে উমরাকে মিলিত করে নি। ৪ঠা যিলহজ্জ আমরা মক্কা পৌঁছলাম যখন আমরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করে ফেললাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ওই ইহ্রামকে উমরাতে পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন এবং আমাদের জন্য স্ত্রীদের নিকট যাওয়া জাইয সাব্যস্ত করলেন। আমরা ভাবলাম যে, নয়-ই যিলহজ্জ তথা আরাফার দিন পর্যন্ত মাত্র পাঁচ রাত অবশিষ্ট আছে। আমরা কি আরাফাতের দিকে স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করে এমন অবস্থায় বের হব যে, আমাদের কারো কারো পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্য ঝরছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এই আলোচনা শুনে) বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা নেককার ও সত্যনিষ্ঠ। যদি আমার সঙ্গে হাদী না থাকত তাহলে আমিও ইহ্রাম খুলে ফেলতাম। সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের এই তামাত্তু এই বছরের জন্যই নির্দিষ্ট না সর্বদার জন্য এই বিধান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -বললেন এই বিধান সর্বকালের জন্য।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সুরাকা (রা)-এর প্রশ্ন যা এই হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, বস্তুত তা ছিলো তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর ব্যাপারে। অর্থাৎ আমরা যে হজ্জ আরম্ভ করেছিলাম তা উমরায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এর পর আমরা ইহ্রাম খুলে ফেলার পরে পুন বার হজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছি। সুতরাং আমরা তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী হয়ে গিয়েছি। এখন আমাদের এই তামাত্তু কি এই বছরের জন্য নির্দিষ্ট যে, আগামীতে আমরা এরূপ করব না ? না আমরা সর্বদা হজ্জের সঙ্গে উমরার লাভালাভ হাসিল করতে পারব, যেভাবে আমরা এই বছর সুবিধা উঠিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বরং এই হুকুম সর্বদার জন্য।

কিন্তু বিষয় এরূপ নয় যে, আগামীতেও বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করে আরাফা দিবসের পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম তারা খুলে ফেলবে। অতিসত্বর আমরা এই অনুচ্ছেদের পরে এই গ্রন্থেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করব, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে ইহ্রাম খুলে ফেলা তাদের জন্য বিশেষ বিধান হিসেবে ছিলো তাঁদের পরবর্তীদের জন্য এর অনুমতি নেই। আমরা ইনশাআল্লাহ্! এই বিষয়টি যথাস্থানে উল্লেখ করব।

٣٦٠٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ قَدِمُوْا مَكَّةَ مُلَبِّيْنَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّجْعَلَهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ ـ

৩৬০৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি চায় এটাকে যেন সে উমরায় পরিবর্তিত করে দেয়। হাঁ সে সমস্ত লোক ছাড়া যাদের সঙ্গে হাদী রয়েছে।

٣٦٠٥ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا وَلاَ نَرٰى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ مَكَّةَ طَافَ وَلَمْ يَحِلَّ وَ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَطَافَ مَنْ مَّعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَاَصْحَابُهُ فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ ـ

৩৬০৫. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা শুধু মাত্র হজ্জের জন্য বের হয়েছিলাম যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় আগমন করলেন তিনি তাওয়াফ করলেন এবং ইহ্রাম খুললেন না, কেননা তাঁর সঙ্গে হাদী বিদ্যমান ছিলো। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীগণ ও সাহাবীগণও তাওয়াফ করেন। আর যাদের সঙ্গে হাদী ছিলো না তাঁরা ইহ্রাম খুলেন।

٣٦٠٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا دَاؤُدُ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا طُفْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْعَلُوْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلَمَّا كَانَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ اَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ ـ

৩৬০৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবূ সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা মদীনা থেকে হজ্জ পালনের জন্য উঁচু আওয়াজে (তালবিয়া পাঠ করতে করতে) বের হই। যখন আমরা (মক্কা) পৌঁছলাম তখন (বায়তুল্লাহ্‌র) তাওয়াফ করি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এটা (হজ্জ) কে উমরা দ্বারা পরিবর্তিত করে নাও, সেই সমস্ত লোক ব্যতীত যাদের সঙ্গে হাদী রয়েছে। তারপর আরাফার বিকালে (আটই যিলহজ্জ) আমরা হজ্জের ইহ্রাম বাঁধি।

٣٦٠٧ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ الْهَدْىُ فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ لاَصْحَابِهِ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلْيَحْلِلْ قَالَتْ فَلَمْ يَكُنْ مَعِىْ عَامَئِذٍ هَدْىٌ فَاَحْلَلْتُ ـ

৩৬০৭. নাসর ইব্ন মারযূক (র) ..... আস্মা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে আগমন করেন। যুবাইর (রা)-এর সঙ্গে হাদী ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন, যার সঙ্গে হাদী নেই। সে যেন ইহ্রাম খুলে ফেলে। আস্মা (রা) বলেন সেই বছর আমার সঙ্গে হাদী ছিলো না। সুতরাং আমি ইহ্রাম খুলে ফেলি।

٣٦٠٨ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَاتَ بِهَا حَتّٰى اَصْبَحَ فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ سَبَّحَ وَكَبَّرَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ اَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّحِلُّوْا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ ـ

৩৬০৮. ইবরাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মদীনাতে যুহরের চার রাক'আত সালাত আদায় করেন। যুলহুলায়ফাতে আসরের দু'রাক'আত আদায় করেন এবং ভোর পর্যন্ত সেখানে রাত কাটান। ফজরের সালাত আদায় করার পর তিনি সাওয়ারীর উপর আরোহণ করেন, যখন সেটি দাঁড়াল তখন তিনি তাসবীহ্ ও তাকবীর পাঠ করলেন। তারপর যখন তাঁর সাওয়ারী 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছল, তখন তিনি (হজ্জ ও উমরা) উভয়ের তালবিয়া পাঠ করলেন। যখন আমরা মক্কা পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে ইহ্‌রাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। এরপর আটই যিলহজ্জ তাঁরা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন।

٣٦٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْ مَلِيْحٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فَقَالَ لَهَا مَالَكِ قَالَتْ اُنْبِئْتُ اَنَّكَ قَدْ اَحْلَلْتَ وَ اَحْلَلْتَ اَهْلَكَ فَقَالَ اَحِلَّ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَاَمَّا نَحْنُ فَلَمْ نَحِلَّ لِاَنَّ مَعَنَا هَدْيًا حَتّٰى نَبْلُغَ عَرَفَاتٍ -

৩৬০৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জ পালন করেছি। আমরা আয়েশা (রা)-কে এমন অবস্থায় পাই যে, তিনি তাঁর (ইহ্‌রামের) কাপড় খুলে রাখছেন। তিনি ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার কি হলো ? তিনি বললেন, আমি সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি যে, আপনি ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছেন এবং আপনার পরিজনও ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছেন। তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি ইহ্‌রাম খুলবে যার সঙ্গে হাদী নেই। কিন্তু আমরা আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে ইহ্‌রাম খুলব না। কেননা আমাদের সঙ্গে হাদী রয়েছে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল 'আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোর অনুসরণ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি আরাফাতে উকূফ তথা অবস্থান করার পূর্বে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করবে এমন অবস্থায় সে হাদী সঙ্গে নিয়ে আসেনি তাহলে সে ইহ্‌রাম খুলতে পারবে। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ শুরু করে দেয় সে তা পূর্ণ না করা পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারবে না। 'ইয়াওমুন্ নাহার' তথা ১০ তারিখের পূর্বে তাওয়াফ ইত্যাদি কোন আমলের ভিত্তিতেও সে ইহ্‌রাম খুলতে পারবে না। তাঁরা বলেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যে বাণী– ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ "অতঃপর তাদের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট" (হাজ্জ– ২২ ঃ ৩৩)

এটা কুরবানীর পশুদের ব্যাপারে হাজীদের ব্যাপারে নয়। আর এখানে 'প্রাচীন গৃহ' দ্বারা সমস্ত হারাম শরীফকে বুঝানো হয়েছে। যেমনিভাবে অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ "যে পর্যন্ত হাদী তার কুরবানীর স্থান পর্যন্ত না পৌঁছে"। (বাকারা– ২ ঃ ১৯৬)

সুতরাং হারাম শরীফ হাদীর গন্তব্য স্থল। কেননা এটাকে সেখানে জবাই করা হয়। কিন্তু হজ্জে মানুষের গন্তব্যগুলো কুরবানীর দিন।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ উল্লিখিত যে সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে তাওয়াফের কারণে হজ্জের ইহ্‌রাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমাদের মতে এটা সেই সমস্ত সাহাবীগণের হজ্জের সঙ্গে নির্দিষ্ট, তাঁদের পরবর্তী অপরাপর লোকদের জন্য এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

এর প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

٣٦١٠۔ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اَبِىْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اِبْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ فَسْخَ حَجِّنَا هٰذَا لَنَا خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً ۔

৩৬১০. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ..... ইব্‌ন বিলাল ইব্‌ন হারিস এর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কী অভিমত, আমাদের এই হজ্জকে ভঙ্গ করা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট না সাধারণ লোকদের জন্যও প্রযোজ্য ? তিনি বললেন, বরং তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট।

٣٦١١۔ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَه ۔

৩৬১১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... হারিস ইব্‌ন বিলাল ইব্‌ন হারিস আল মুযানী (র) এর পিতা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦١٢۔ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اَبِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ اَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِىِّ عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّمَا كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ لِلرَّكْبِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ۔

৩৬১২. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হজ্জকে ভঙ্গ করা সেই সমস্ত সাওয়ারদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো, যারা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন।

٣٦١٣۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ الْمُرَقَّعِ الْاُسَيْدِىْ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ اَنَّهُ قَالَ كَانَ مَا اَمَرَنَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ اَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ اَنَّ تِلْكَ كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً رُخْصَةً مِّنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دُوْنَ النَّاسِ ۔

৩৬১৩. ফাহাদ (র) ..... আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা যখন মক্কায় প্রবেশ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হজ্জকে উমরায় পরিবর্তিত করা এবং সমস্ত বস্তুকে হালাল জ্ঞান করার নির্দেশ দিলেন। এটা তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষত আমাদের জন্য অনুমতি ছিল। বাকি লোকদের জন্য এই হুকুম ছিল না।

٣٦١٤۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْمُرَقَّعُ الْاُسَيْدِىُّ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ لاَ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ مَا كَانَ لِاَحَدٍ اَنْ يُهِلَّ لِحَجَّةٍ ثُمَّ يُفْسِخُهَا بِعُمْرَةٍ اِلاَّ الرَّكْبُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔

৩৬১৪. ফাহাদ (র) ..... মুরাক্কি' আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবূ যার (গিফারী রা) বলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, কারো জন্য জাইয নেই যে, সে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা ভেঙ্গে উমরায় পরিবর্তন করে দিবে। হাঁ, সেই কাফেলা ব্যতীত, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন।

٣٦١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الْمُرَقَّعُ عَنْ اَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ لِاَحَدٍ بَعْدَنَا اَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ -

৩৬১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের পরে কারো জন্য জাইয নেই যে, সে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে দিবে।

٣٦١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ قَالَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِي شَيْءٍ -

৩৬১৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌রাহীম আল তায়মী এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা তোমাদের জন্য নয় এবং এর সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

٣٦١٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِي قَالَ ثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ اِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُتْعَةُ الْحَجِّ -

৩৬১৭. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... ইব্‌রাহীম আত-তায়মী এর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন, আবূ যার (গিফারী রা) বলেছেন, তামাত্তু হজ্জ আমাদের সাহাবীগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

٣٦١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ مِهْرَانَ وَهُوَ الاَعْمَشُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ يَعْنِي الْفَسْخَ -

৩৬১৮. আবূ বিশর আল-রক্কী (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এটা অতিরিক্ত করেছেন যে, হজ্জকে ভঙ্গ করা জাইয নয়।

٣٦١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ كَانَتْ لَنَا لَيْسَتْ لَكُمْ -

৩৬১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌রাহীম আত্-তায়মী এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)কে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সেটা আমাদের জন্য ছিল, তোমাদের জন্য নয়।

٣٦٢٠. حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَصَالِحُ بْنُ مُوْسَى الطَّلْحِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اِسْحٰقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوْ سَأَلْتُهُ ـ

৩৬২০. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... মু'আবিয়া ইব্ন ইস্হাক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, উসমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল অথবা (বলেছেন) আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

٣٦٢١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطِيْبًا حِيْنَ اُسْتُخْلِفَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ رَخَّصَ لِنَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ اَلاَ وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَدِ انْطَلَقَ بِهِ فَاَحْصِنُوْا فُرُوْجَ هٰذِهِ النِّسَاءِ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ كَمَا اَمَرَكُمْ ـ

৩৬২১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবূ নায্রা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, উমর (রা) খলীফা মনোনীত হওয়ার পর ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যা চেয়েছেন তাঁর নবী ﷺ-কে এর অনুমতি প্রদান করেছেন। শুন, আল্লাহ্র নবী ﷺ সেটিসহ বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এই সমস্ত নারীদের লজ্জাস্থানের হিফাযত কর এবং যেরূপে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সেরূপে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।

٣٦٢٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ يُرَخِّصُ لِنَبِيِّهِ ﷺ فِيْمَا شَاءَ فَاَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ـ

৩৬২২. ফাহাদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জের জন্য উঁচু আওয়াযে তালবিয়া পাঠ করতে করতে বের হয়েছিলাম। যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম, তখন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম। তারপর আটই যিলহজ্জ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলাম। উমর (রা)-এর যুগে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যা চেয়েছেন তাঁর নবী ﷺ কে তার বিশেষ অনুমতি দান করেছিলেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ ও উমরাকে পূর্ণ কর।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, এই হাদীসের মধ্যে আবূ মুসা আশআরী (রা)-এর হাদীসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি।

٣٦٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مُتْعَتَانِ فَعَلْنَا هُمَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُمَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَنْ نَعُوْدَ اِلَيْهِمَا -

৩৬২৩. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমরা দু'টি 'মুত্'আ' করতাম। উমর (রা) এ দু'টি থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমরা এ দু'টির দিকে প্রত্যাবর্তন করব না।

٣٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٌ مِّنْ مُزَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ اَجْدَادِهِ اَوْ اَعْمَامِهِ اَنَّهُ قَالَ مَا كَانَ لِاَحَدٍ بَعْدَنَا اَنْ يُّحْرِمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَفْسَخُهُ بِعُمْرَةٍ -

৩৬২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মুযায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তির দাদা অথবা চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের পরে কারো জন্য জাইয নয় যে, সে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে তারপর তা উমরা দ্বারা ভেঙ্গে (পরিবর্তিত করে) দিবে।

٣٦٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِلَالٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৬২৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... নবী ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন হিলাল (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যে সমস্ত রিওয়ায়াত আমরা উল্লেখ করেছি তাতে তিনি স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সাহাবীগণকে হজ্জ ভঙ্গ করার যে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তা তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পরবর্তীদের কারো জন্য তা জাইয নয়। আমরা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত সমূহের সাথে এই রিওয়ায়াতকেও মিলিয়ে দিয়েছি যা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত এবং যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি। কেননা আমাদের মতে এটা সেই সমস্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা সম্পর্কে সাহাবীগণের জন্য নিজস্ব অভিমত দ্বারা কিছু বলা জাইয নয়। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে অবহিত হওয়ার পর এটা তাঁরা বলেছেন।

সুতরাং তাঁদের অবস্থান সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে এটাকে নবী ﷺ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। অতএব এই সমস্ত রিওয়ায়াতের সঠিক ব্যাখ্যা দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের ইহ্‌রাম থেকে বের হওয়া জাইয নয়।

একদল 'আলিম হজ্জ ভঙ্গ করণের বিষয় অস্বীকার করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন ঃ

٣٦٢٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّاجًا فَمَا حَلَلْنَا مِنْ شَيْءٍ اَحْرَمْنَا بِهِ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ -

৩৬২৬. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের জন্য বের হই। কুরবানীর দিন পর্যন্ত আমরা ইহ্‌রাম থেকে বের হইনি।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে দলীল হল এই যে, বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এটাকে উমরা দ্বারা পরিবর্তিত করতে চায় সে তা করতে পারবে। তবে যে ব্যক্তির সঙ্গে হাদী রয়েছে সে এর ব্যতিক্রম। আমরা এ বিষয়টি সনদসহ এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে এই মর্মে অনুমতি প্রদান করেছেন যে, যদি তাঁরা চান তাহলে ইহ্‌রাম খুলতে পারবেন। বরং তিনি তাঁদের দৃঢ়তার সঙ্গে এ নির্দেশ দেন। সম্ভবত তাঁরা ইহ্‌রাম খুলেন নি। অথচ তাঁদের খোলার অনুমতি ছিল। সুতরাং একথার আসল মর্ম এ দাঁড়ালো যে, যে ব্যক্তি হজ্জকে উমরা দ্বারা পরিবর্তিত করতে চায় সে হজ্জকে ভঙ্গ করতে পারবে।

এ বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٣٦٢٧۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةَ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَدْ يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ ذٰلِكَ عِنْدَهَا كَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى مَا قَدْ ذَكَرْنَا ۔

৩৬২৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে বের হই। আমাদের কেউ কেউ উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। কেউ কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের এবং কেউ কেউ শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। যারা উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন তাঁরা ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছেন। যারা শুধু হজ্জ অথবা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধে ছিলেন তাঁরা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলেন নি।

সম্ভবত উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর অবস্থান ছিল ইব্‌ন উমর (রা)-এর অনুরূপ। যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। এই অনুচ্ছেদের রিওয়ায়াতসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের এটাই যথার্থ পন্থা।

আর যুক্তির ভিত্তিতে এর বিশ্লেষণ হল নিম্নরূপ ঃ আমরা একটি মূলনীতি পেয়েছি যে, যে ব্যক্তি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে এবং এর জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করেছে, সে এর থেকে অবসর হয়ে গিয়েছে। তার জন্য মাথা মুণ্ডন করা এবং ইহ্‌রাম খুলে ফেলা জাইয। আর এটা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন সে হাদী নিয়ে না আসে। আমরা তাকে লক্ষ্য করছি যে, তামাত্তু হজ্জের জন্য হাদী নিয়ে আসা অবস্থায় উমরার জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করার পরে সেই ব্যক্তি কুরবানীর দিন পর্যন্ত উমরার ইহ্‌রাম থেকে বের হতে পারে না। সেই ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্‌রাম থেকে একই সময় বের হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এভাবেই সুন্নাত জারী রয়েছে। যখন হাফ্‌সা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা উমরার ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছে অথচ আপনি উমরার ইহ্‌রাম

খুলেন নি। এর কারণ কী ? হাফ্সা (রা)-কে উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বললেন, আমি মাথায় আঠা ব্যবহার করেছি এবং হাদীকে মালা পরিয়েছি (হাদী নিয়ে এসেছি)। সুতরাং আমি কুরবানী পর্যন্ত ইহ্রাম খুলব না। তিনি এমন হজ্জের জন্য হাদী নিয়ে এসেছিলেন যাতে তাঁর উপর হাদী ওয়াজিব ছিল না যদি না তার পরে হজ্জে থাকত। তবে যেহেতু তিনি পরবর্তীতে হজ্জ করতে চাচ্ছিলেন তাই তা তাঁকে ইহ্রাম খোলা থেকে বিরত রাখে। ফলশ্রুতিতে তিনি তাওয়াফ করে ইহ্রাম খুলেন নি, যতক্ষণ না কুরবানীর দিন এসেছে। কেননা তার এরূপে ইহ্রাম বাঁধার দ্বারা আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি উমরা শুরু করে তা পূর্ণ করবেন এবং ইহ্রাম খুলবেন না, যতক্ষণ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধবেন। এরপর এ থেকে এবং এর পূর্ববর্তী উমরা থেকে একই সময় বের হবেন, যদি তিনি শুধু উমরার ইহ্রাম বাঁধতেন তাহলে এর থেকে অবসর হতেই মাথা মুণ্ডন করার পর ইহ্রাম খুলে ফেলতেন। এবং কুরবানীর দিনের অপেক্ষা করতেন না। আর তিনি যখন হজ্জের জন্য হাদী নিয়ে এসেছিলেন এবং এই উমরা থেকে অবসর হওয়ার পর ঐ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। তা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহ্রাম বহাল রেখেছিলেন। সুতরাং যখন হজ্জের কারণ হাদী কুরবানীর দিনের পূর্বে তাওয়াফ করার পর ইহ্রাম খোলা থেকে প্রতিবন্ধক; তাহলে হজ্জ শুরু করার কারণে অধিকতর সঙ্গত যে, কুরবানীর দিনের পূর্বে ইহ্রাম খুলবেন না। বস্তুত এটাই হলো আমাদের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٨- بَابُ الْقَارِنِ كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ لِعُمْرَتِهِ وَلِحَجَّتِهِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কিরান হজ্জে হজ্জ ও উমরার কতটি তাওয়াফ আবশ্যক

٣٦٢٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الْمَكِّىُّ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لَّهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْىٌ وَاحِدٌ ثُمَّ لاَيَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا -

৩৬২৮. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আন্সারী (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস মাক্কী (র) ..... ইব্ন উমর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করবে তার পক্ষে উভয়টির জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট হবে। তারপর উভয়টি থেকে একই সঙ্গে সে ইহ্রাম খুলবে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করে বলেছেন, হজ্জ ও উমরার একত্রকারী (কারিন)-এর উপর একটি তাওয়াফ আবশ্যক। এ ব্যতীত তার উপর কোন তাওয়াফ ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বরং উভয়টির প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফ এবং সাঈ করবে। এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হল যে, এই হাদীসে ত্রুটি রয়েছে। এতে রাবী দারা ওয়ারদী (র) ভুল করেছেন। তিনি নবী ﷺ থেকে মারফূরূপে রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ এটা ইব্ন উমর (রা)-এ নিজস্ব অভিমত। হাদীসের হাফিযগণ এটাকে সেভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা দারাওয়ারদী (র) সূত্রে উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা কোনরূপেই প্রমাণ পেশ করেন না। তাহলে এ বিষয়ে তাঁরা তা দ্বারা কিরূপে প্রমাণ পেশ করবেন। এ বিষয়ে যা কিছু হাফিযগণ উবায়দুল্লাহ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তা হলো নিম্নরূপ ঃ

٣٦٢٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا قَرَنَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَاِذَا فَرَّقَ طَافَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَوَافًا وَسَعْيًا ـ

৩৬২৯. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, যখন কোন ব্যক্তি হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করবে তখন সে উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করবে। আর যদি উভয়টিকে আলাদা আলাদা করে তাহলে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফ ও সাঈ করবে।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, আয়্যুব ইব্ন মূসা (র) ও মূসা ইব্ন উকবা (র) নাফি' (র) থেকে, তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে এরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, যার বিষয়বস্তু দারাওয়ারদী (র)-এর বিষয়বস্তুর অনুরূপ। এ বিষয়ে প্রশ্নকারী নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন ঃ

٣٦٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ مُهِلاًّ بِعُمْرَةٍ مَخَافَةَ الْحَصْرِ ثُمَّ قَالَ مَا شَانُهُمَا اِلاَّ وَاحِدًا اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ قَرَنْتُ اِلٰى عُمْرَتِىْ حَجَّةً ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَقَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৬৩০. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে উমরার ইহ্রাম বেঁধে বেরিয়েছিলেন। কেননা তাঁর পথে বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা ছিল। এরপর তিনি বললেন, 'এ দু'টির ব্যাপার অভিন্ন।' আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আমার উমরাকে হজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে দিলাম। তারপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করলেন, আর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করেছেন।

٣٦٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَحْوَهُ قَالُوْا فَقَدْ وَافَقَ هٰذَا مَا رَوَى الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

৩৬৩১. আহমদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁরা বলেন, এই হাদীস দারাওয়ারদী (র)-এর সেই রিওয়ায়াতের অনুকূলে হয়ে গিয়েছে যা তিনি যথাক্রমে উবায়দুল্লাহ (র) নাফি' (র), ইব্ন উমর (রা), নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁদেরকে উত্তরে বলা হবে যে, আপনাদের জন্য ইব্ন উমর (রা) থেকে এটা গ্রহণ করা কিভাবে জাইয হবে, অথচ নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

٣٦٣٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ

تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ وَاَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنْ ذِىْ الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ -

৩৬৩২. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... সালিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে হজ্জের সঙ্গে উমরার লাভালাভ অর্জন করেছেন (তামাত্তু হজ্জ করেছেন)। যুলহুলায়ফা থেকে হাদী হাঁকিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমে উমরার ইহ্রাম বেঁধেছেন, এরপর হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন। লোকেরা তথা সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে হজ্জের সাথে উমরার লাভালাভ হাসিল করেছেন।

এখানে ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী ছিলেন এবং তিনি শুরুতে উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন।

٣٦٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ قَدِمُوْا مَكَّةَ مُلَبِّيْنَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ -

৩৬৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কায় আগমন করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি চায় সে যেন একে উমরা দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়, তারা ব্যতীত যারা সঙ্গে করে হাদী নিয়ে এসেছে।

বকর ইব্ন আবদুল্লাহ (র)-এর এই হাদীসে ইব্ন উমর (রা) বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা এসেছেন এবং তিনি হজ্জের তালবিয়া পাঠ করছিলেন। আর সালিম (র)-এর রিওয়ায়াতে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্রাম দ্বারা উমরার সূচনা করেছেন। বস্তুত আমাদের মতে এর অর্থ হলো ঃ (আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত) তিনি শুরুতে শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন। তারপর তা ভেঙ্গে উমরা দ্বারা পরিবর্তিত করে উমরার তালবিয়া পাঠ করেছেন। এরপর এর সঙ্গে হজ্জের লাভালাভ অর্জন করেছেন। যাতে করে সালিম (র) ও বকর (র)-এর এই দুই হাদীসে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায় এবং উভয় হাদীস যেন পারস্পরিক সাংঘর্ষিক না হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই হজ্জকে ভঙ্গ করেছেন যা তিনি সম্পাদন করেছিলেন এবং সাহাবীগণকেও এর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। এটা তাঁদের বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করার পরবর্তী ব্যাপার। এটাকে আমরা 'হজ্জ ভঙ্গ করা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এখানে তা পুন বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এরূপ হতে পারবে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক এই উমরার জন্য তাওয়াফ করা যা, তিনি হজ্জ থেকে (উমরাতে) পরিবর্তন করেছেন, ঐ হজ্জের জন্যও যথেষ্ট করবে যার জন্য তিনি পরে ইহ্রাম বেঁধেছেন। কিন্তু আমাদের মতে এর এই বিশ্লেষণ হতে পারে যে, (আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত), তিনি ইয়াওমুন্নাহার তথা দশ তারিখ কুরবানী দিবসের পূর্বে হজ্জের তাওয়াফ করেন নি। কেননা হজ্জের অবস্থায় কুরবানী দিবসের পূর্বে যে তাওয়াফ করা হয় সেটা তাওয়াফে কুদূম হিসাবে বিবেচিত হয়, যা হজ্জের ফরয সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইব্ন

উমর (রা) ঐ তাওয়াফকে যথেষ্ট মনে করেছেন যা তিনি (মক্কা) আগমনের পর ঐ উমরার অবস্থায় সম্পাদন করেছিলেন। তিনি হজ্জের জন্য দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন নি। এটাও ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত তাঁর আমলের অনুরূপ ঃ

٣٦٣٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاِذَا لَبّٰى مِنْ مَكَّةَ بِهَا لَمْ يَرْمَلْ بِالْبَيْتِ وَاَخَّرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ اِلٰى يَوْمِ النَّحْرِ وَكَانَ لاَ يَرْمَلُ يَوْمَ النَّحْرِ ـ

৩৬৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) যখন মক্কা যেতেন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফকালে রমল করতেন। তারপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন। আর যখন মক্কা থেকেই তালবিয়া পাঠ করতেন (ইহ্রাম বাঁধতেন) তখন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফকালে রমল করতেন না এবং সাফা-মারওয়ার সাঈকে কুরবানী দিবস পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। কুরবানীর দিবসেও রমল করতেন না।

বস্তুত আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইব্ন উমর (রা) যখন মক্কা থেকে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতেন, তখন কুরবানীর দিবস পর্যন্ত এর জন্য তাওয়াফ করতেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওই হজ্জের ইহ্রাম সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণিত আছে যার জন্য তিনি প্রথমোক্ত হজ্জ ভঙ্গ করার পর ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। তিনি কুরবানীর দিবস পর্যন্ত এর জন্য তাওয়াফ করেন নি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীসে কারিন-এর হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ সম্পর্কে কোন কিছু নেই, আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তাতেও দারাওয়ারদী (র)-এর ভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছে যা উবায়দুল্লাহ্র হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথমোক্ত মতের অনুসারীগণ তাঁদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٦٣٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ لَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَاَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ اَرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَحَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى الحجهم وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا ـ

৩৬৩৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ও ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হয়েছি। তারপর আমরা উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যার সঙ্গে হাদী রয়েছে সে যেন হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে। সে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলবে না যতক্ষণ না উভয়ের ইহ্‌রাম একই সময়ে খুলে। (তিনি বলেন) আমি মক্কায় এলাম অথচ আমি ঋতুবর্তী ছিলাম। আমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করিনি এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈও করিনি। আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ আকারে উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, তোমার মাথার চুল খুলে দাও এবং চিরুনী কর। তারপর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ এবং উমরা পরিত্যাগ কর। তিনি বলেন, আমি যখন হজ্জ সমাধা করলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বাকর (রা)-এর সঙ্গে তানঈম পাঠালেন। আমি উমরা পালন করলাম। তিনি বললেন, এটা তোমার ওই উমরার স্থলাভিষিক্ত। তিনি বলেন, যে সমস্ত লোকেরা উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার পর ইহ্‌রাম খুলেছেন। এরপর মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য অপর তাওয়াফ করেছেন। আর যে সমস্ত লোকেরা হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করেছিলেন তাঁরা উভয়ের জন্য একটি তাওয়াফ করেছেন।

তাঁরা বলেন, এখানে আয়েশা (রা) বলেছেন, যে সমস্ত লোকেরা হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করেছেন তাঁরা একটি তাওয়াফই করেছেন। অথচ তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে-ই এরূপ করতেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জ ও উমরা একত্রকারী কারিন-এর উপর একটি তাওয়াফই ফরয। তার উপর এ ছাড়া অন্য কিছু নেই।

তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হল এই যে, আমরা এই অনুচ্ছেদে পূর্বেই উকাইল (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে তামাত্তু আদায় করেছেন, এবং তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও তামাত্তু হজ্জ করেছেন। আর আমরা জানি যে, মুতামাত্তি সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে উমরার জন্য তাওয়াফ করার পর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে। তারপর মালিক (র)-এর রিওয়ায়াতে যা তিনি যুহ্‌রী (র) থেকে, তিনি উরওয়া (র) থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে নবী ﷺ -এর সঙ্গে বের হয়েছি। তারপর আমরা উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছি। আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ সাহাবীগণ ইহ্‌রামের মাঝে সেইভাবে দাখিল হয়েছে যেভাবে তামাত্তুকারী দাখিল হয়ে থাকে। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার সঙ্গে হাদী রয়েছে সে যেন উমরার সঙ্গে হজ্জেরও ইহ্‌রাম বাঁধে এরপর একই সময় উভয়ের ইহ্‌রাম খুলে ফেলবে।

এই হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, তিনি তাঁকে এ বক্তব্যটি কোন্ স্থানে প্রদান করেছেন। সম্ভবত তিনি মক্কা প্রবেশ করার পূর্বে তাঁদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন আবার এটাও হতে পারে যে, মক্কা প্রবেশ করার পর তাওয়াফের পূর্বে তা বলেছেন। সুতরাং তারা ওই হজ্জকে ঐ উমরার সঙ্গে একত্রকারী 'কারিন' হয়েছেন, যার জন্য তাঁরা এর পূর্বে ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। এই সম্ভাবনাও বিদ্যমান আছে যে, তিনি তাদেরকে এই নির্দেশ সেই সময় প্রদান করেছেন যখন তাঁরা উমরার জন্য তাওয়াফ করে ফেলেছেন। সুতরাং এভাবে তারা ওই হজ্জের সঙ্গে, যার ইহ্‌রামের নির্দেশ তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন তামাত্তুকারী সাব্যস্ত হবেন।

এ বিষয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) ও আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) নিজেদের সেই রিওয়ায়াতে যা আমরা 'হজ্জ ভঙ্গকরণ' শীর্ষক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি তাঁরা উভয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এই বক্তব্যটি 'মারওয়া'র আখেরী চক্করের সময় প্রদান করেছেন। সুতরাং আমরা অবহিত

হলাম যে, মালিক (র)-এর হাদীসে আয়েশা (রা)-এর বক্তব্য যে সমস্ত লোক হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করেছেন দ্বারা উদ্দেশ্য তামাত্তু হিসাবে একত্রিত করা, কিরান হিসাবে একত্রিত করা নয়। তিনি বলেছেন, তাঁরা একটি তাওয়াফ করেছেন। অর্থাৎ উমরার তাওয়াফ করার পর যখন তারা হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করেছেন তখন একটি তাওয়াফ করেছেন। কেননা তাঁদের এই হজ্জ যা উমরার সঙ্গে মিলিত করা হয়েছিল তা মক্কা থেকেই করা হয়েছিল। আর এরূপ হজ্জ যার ইহ্‌রাম মক্কা থেকেই বাঁধা হয় এর জন্য আরাফাতের (অবস্থানের) পূর্বে তাওয়াফ করা হয় না। বরং এর জন্য আরাফাতের পরে করা হয়। যেমন ইব্‌ন উমর (রা) করতেন। আর আমরা বিষয়টি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছি। আয়েশা (রা) থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা যা কিছু রিওয়ায়াত করেছি এর বিষয়বস্তুর বৈপরিত্যকে বিদূরিত করার এবং রিওয়ায়াতের সঠিক মর্ম নিরূপণের জন্য আমরা যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি, তা এবং ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তু এবং যা কিছু আমরা তাঁর থেকে সহীহ সাব্যস্ত করেছি, উভয়ের মর্ম একই হয়ে যায়। এতে এরূপ কারিন সম্পর্কে কোন হুকুম উল্লেখ নেই যে 'কুফা' (মক্কা ছাড়া অন্যস্থান) থেকে হজ্জ করতে গিয়ে কিরান করে সে কি তাওয়াফ একটি করবে না দু'টি ?

কারিন-এর হজ্জ ও উমরার জন্য এক তাওয়াফকে যারা যথেষ্ট মনে করেন, তাঁরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٣٦٣٦- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِذَا رَجَعْتِ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّ طَوَافَكِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ـ

৩৬৩৬. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ও আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন যখন তুমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবে তখন তোমার এক তাওয়াফ তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর উপর হজ্জ ও উমরা উভয়ের কারণে এক তাওয়াফই আবশ্যক।

তাদেরকে উত্তরে বলা হবে যে, আপনারা যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এর শব্দ এরূপ নয়। বরং এর শব্দ হল যে, তিনি বলেছেন ঃ "তোমার হজ্জের জন্য তাওয়াফ করা তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য যথেষ্ট।" তাই তিনি বলেছেন যে, হজ্জের জন্য কৃত তাওয়াফ তোমার হজ্জ ও উমরার জন্য যথেষ্ট। আর আপনারা এটা বলেন না বরং আপনারা বলেন যে, কারিনের তাওয়াফ কিরানের জন্য হয়, শুধু হজ্জ বা শুধু উমরার জন্য হয় না। তা সত্ত্বেও ইব্‌ন আবী নাজীহ (র) ব্যতীত আতা (র)-এর অপরাপর শিষ্যবৃন্দ এই হাদীসকে তাঁর থেকে অন্য মর্মে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦٣٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ وَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَكُلُّ أَهْلِكَ يَرْجِعُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ انْفِرِي فَإِنَّهُ يَكْفِيكِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَلَحَّتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُهِلَّ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ

وَبَعَثَ مَعَهَا اَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ دَمَتْ فَطَافَتْ وَسَعَتْ وَقَصَرَتْ وَذَبَحَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ ذَبَحَ عَنْهَا بَقَرَةً فَاَخْبَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِقِصَّتِهَا بِطُوْلِهَا وَاَنَّهَا اِنَّمَا اَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ فِيْ وَقْتٍ مَا كَانَ لَهَا اَنْ تَنْفِرَ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ وَاَنَّ الَّذِىْ ذَكَرَ اَنَّهُ يَكْفِيْهَا هُوَ الْحَجُّ مِنَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ لاَ الطَّوَافُ ـ

৩৬৩৭. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ব্যতীত কি আপনার সকল পরিজন হজ্জ ও উমরা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে ? তিনি বললেন, তুমি চল, তোমার এই হজ্জই যথেষ্ট। হাজ্জাজ (র) তাঁর হাদীসে আতা (র) থেকে রিওয়ায়াত করে বলেছেন, যখন উম্মুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বারবার অনুনয় করতে লাগলেন, তখন তিনি তাঁকে তানঈম-এর দিকে যাওয়ার এবং সেখান থেকে ইহ্রাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইব্ন আবী বাকর (রা) কে পাঠালেন। তারপর তিনি সেখান থেকে উমরার ইহ্রাম বাঁধলেন। তারপর এসে তাওয়াফ এবং সাঈ করলেন, চুল কাটালেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পক্ষ থেকে (কুরবানীর পশু) জবাই করলেন। আবদুল মালিক (র) আতা (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে গাভী জবাই করেন। আবদুল মালিক (র) আতা (র) থেকে আর তিনি আয়েশা (রা) থেকে সুদীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এবং উম্মুল মু'মিনীন উমরার ইহ্রাম সেই সময় বেঁধেছেন যখন হজ্জ ও উমরা থেকে অবসর হওয়ার পর প্রত্যাবর্তনের সময় হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি যে উল্লেখ করেছেন, তাঁর জন্য সেটাই যথেষ্ট। এর দ্বারা হজ্জ ও উমরার পক্ষে শুধু হজ্জই উদ্দেশ্য ছিল, 'তাওয়াফ' উদ্দেশ্য ছিল না।

সুতরাং এটা বাতিল হয়ে গেল যে, আতা (র)-এর এই রিওয়ায়াতে কারিনের তাওয়াফের ধরন সম্পর্কিত বিধানের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিরানকারীর হজ্জ ও উমরার জন্য এক তাওয়াফের প্রবক্তাদের জন্য এটিও একটি দলীল ঃ

٣٦٣٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِيَ تَبْكِيْ فَقَالَ مَالَكِ تَبْكِيْنَ قَالَتْ اَبْكِيْ لِاَنَّ النَّاسَ حَلُّوْا وَلَمْ اَحْلِلْ طَافُوْا بِالْبَيْتِ وَلَمْ اَطُفْ وَهٰذَا الْحَجُّ قَدْ حَضَرَ كَمَا تَرٰى فَقَالَ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاغْتَسِلِيْ وَاَهِلِّيْ بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّيْ وَاقْضِيْ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّيْ قَالَتْ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَلَمَّا طَهُرْتُ قَالَ طُوْفِيْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ عُمْرَتِيْ اَنِّيْ لَمْ اَكُنْ طُفْتُ حَتّٰى حَجَجْتُ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَاَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ ـ

৩৬৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। তিনি বললেন, 'কেন কাঁদছ'? তিনি

বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, যেহেতু লোকেরা ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছেন, আর আমি খুলিনি, তাঁরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেছেন, আমি করিনি। এদিকে হজ্জের সময় এসে গিয়েছে, যা আপনি দেখছেন। তিনি বললেন, এ (ঋতুস্রাব) একটি বিধান, যা আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে নারীদের উপর আবশ্যক করেছেন। সুতরাং তুমি গোসল করে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ। তারপর হজ্জ পালন কর, সেই সমস্ত কার্যাদি পূর্ণ কর, যা একজন হজ্জ পালনকারী পূর্ণ করে। তবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করবে না এবং সালাতও আদায় করবে না। তিনি (উম্মুল মু'মিনীন রা) বললেন, আমি এমনটিই করলাম। যখন আমি ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে গেলাম তখন তিনি ﷺ বললেন, বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ কর এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ কর। তারপর তুমি হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যাও। (তিনি বললেন) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার উমরার ব্যাপারে আমার কিছুটা সংশয় রয়েছে, কেননা আমি হজ্জের পূর্বে এর তাওয়াফ করিনি। তখন তিনি আবদুর রহমান (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি তাঁকে তান্‌ঈম নামক স্থান থেকে উমরা করিয়ে দিলেন।

٣٦٣٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ-

৩৬৩৯. ইউনুস (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁরা (হাদীস বিশারদগণ) বলেছেন ঃ উম্মুল মু'মিনীন (রা) হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা থাকা অবস্থায় তাকে নবী ﷺ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার, তারপর ইহ্‌রাম থেকে বের হয়ে আসার তথা হালাল হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জ ও উমরাকে একত্রকারী 'কারিন'-এর হুকুম অনুরূপই, তার উপর শুধু এক তাওয়াফ জরুরী, তা ব্যতীত অন্য তাওয়াফ নেই। বস্তুত এই দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে দলীল হল যে, আয়েশা (রা) -এর এই হাদীস আমরা যা উল্লেখ করেছি তা ব্যতীত অন্যভাবেও বর্ণিত আছে ঃ

٣٦٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمٰنُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ قَالَتْ فَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ وَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَاَمَرَنِى اَنْ اَنْقُضَ رَأْسِىْ وَاَمْتَشِطَ وَاَدَعَ عُمْرَتِىْ -

৩৬৪০. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি চাইবে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং যে চাইবে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে। তিনি বলেন, আমি সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। তারপর আমি ঋতুবতী হয়ে পড়ি, নবী ﷺ আমার নিকট এলেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন যেন আমি চুল খুলে মাথায় চিরুনী করি এবং উমরা পরিত্যাগ করি।

٣٦٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ -

৩৬৪১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইকরামা (র) এর বরাতে আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَه -

৩৬৪২. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) এর বরাতে আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, উম্মুল মু'মিনীন (রা) ঋতুগ্রস্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে উমরা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা তাঁর তাওয়াফের পূর্বের কথা। তাঁর এই হজ্জের জন্য তাওয়াফ করা যার জন্য পরে এর ইহ্‌রাম বেঁধেছেন, তা কিভাবে হজ্জ ও উমরার পরিত্যক্ত (উভয়ের) পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। এটা অসম্ভব।

এ বিষয়ে তাঁর থেকে আসওয়াদ (র)ও রিওয়ায়াত করেছেন, যা নিম্নরূপ ঃ

٣٦٤٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا وَلاَ نَرٰى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَطَافَ مَنْ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهٖ فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ قَالَ وَحَاضَتْ هِىَ قَالَتْ فَقَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجَّتِنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةَ النَّفْرِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ اَصْحَابُكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَاَرْجِعُ اَنَا بِحَجٍّ قَالَ اَمَا كُنْتِ طُفْتِ بِالْبَيْتِ لَيَالِىْ قَدِمْنَا قَالَتْ قُلْتُ لاَ قَالَ انْطَلِقِىْ مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّىْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا -

৩৬৪৩. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা বের হই এবং আমরা শুধু হজ্জের সংকল্প করেছিলাম। যখন তিনি (সা) মক্কা আগমন করেন তখন তিনি তাওয়াফ করেন কিন্তু ইহ্‌রাম খুলেননি। কেননা তাঁর সঙ্গে হাদী বিদ্যমান ছিল। তাঁর সঙ্গে তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং সাহাবীগণও তাওয়াফ করেছেন। আর যাদের সঙ্গে হাদী ছিল না তারা ইহ্‌রাম খুলে ফেলেন। রাবী বলেন, উম্মুল মু'মিনীন (রা) ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, আমরা আপন আপন হজ্জের আরকান আদায় করেছি। যখন হাসবার রাত তথা প্রত্যাবর্তনের রাত হল (যে রাতে প্রত্যাবর্তনকালে 'মুহাস্‌সার' উপত্যকায় অবতরণ করা হয়)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাহাবীগণ কি হজ্জ ও উমরা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন আর আমি শুধু হজ্জ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করব ? তিনি বললেন, তুমি কি আসার পরে তাওয়াফ করনি ? তিনি বলেন, আমি বললাম, জী না, তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তানঈমে গিয়ে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধ, তারপর তুমি অমুক স্থানে গিয়ে অবস্থান করবে।

বস্তুত এই হাদীসের দ্বারা এই বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, হজ্জ ভঙ্গকরণের কারণে যে উমরা হজ্জের স্থানে এসেছে এর জন্য তাওয়াফ করার পূর্বে উম্মুল মু'মিনীন (রা) কর্তৃক আরাফাতে যাওয়ার কারণে সেই উমরা

খতম হয়ে গিয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন, আমরা যে রাতে এসেছি তখন কি তুমি তাওয়াফ করনি। অর্থাৎ যদি তুমি তাওয়াফ করতে তাহলে ওই হজ্জের সঙ্গে যা থেকে এখন অবসর গ্রহণ করেছ উমরাও পূর্ণ হয়ে যেত। যখন উম্মুল মু'মিনীন (রা) বললেন যে, তিনি মক্কা পৌঁছানোর পর তাওয়াফ করেন নি তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরবর্তী কার্যাদি যেমন আরাফাতে অবস্থান অথবা এর দিকে যাওয়াকে হজ্জের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া ওই উমরা থেকে বের হয়ে গেছেন বলে জানিয়ে দেন। তারপর তিনি তাঁকে এই উমরার স্থানে তান্‌ঈম থেকে আরেকটি উমরা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য এটা বলা কিভাবে জাইয হবে যে, তার হজ্জের জন্য বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করাটা হজ্জের জন্যও ছিল এবং ঐ উমরার জন্যও ছিল যা তিনি এর পূর্বে পরিত্যাগ করেছিলেন। আমাদের মতে এটা অসম্ভব। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাসিম ইবন মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) থেকে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন ঃ

٣٦٤٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ فَقُلْتُ لَوَدِدْتُّ اِنِّىْ لَمْ اَحُجَّ الْعَامَ اَوْ لَمْ اَخْرُجَ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَافْعَلِىْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ فَلَمَّا جِئْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصْحَابِهٖ اِجْعَلُوْهُ عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَكَانَ الْهَدْىُ مَعَهُ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُثْمٰنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَذِى الْيَسَارَةِ ثُمَّ اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ فَاَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفَضْتُ فَاُتِىَ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالُوْا اَهْدٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَاَرْجِعُ بِحَجَّةٍ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْدَفَنِىْ خَلْفَهُ فَاِنِّىْ لاَذْكُرُ اَنِّىْ كُنْتُ اَنْعَسُ فَيَضْرِبُ وَجْهِىْ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ حَتّٰى جِئْنَا التَّنْعِيْمَ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ جَزَاءَ عُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِىْ اِعْتَمَرُوْا بِهَا ـ

৩৬৪৪. ফাহাদ (র) ..... কাসিম (র)-এর পিতা মুহাম্মদ (র)-এর বরাতে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে শুধু হজ্জ পালনের জন্য বের হই। আমরা যখন 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলাম, আমার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট এলেন, আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, কেন কাঁদছ ? আমি বললাম, আমি যদি এ বছর হজ্জ পালন না করতাম তাহলে কতই না ভাল হতো অথবা (বলেছেন) এ বছর যদি বের না হতাম। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গিয়েছে, আমি বললাম 'জী হাঁ', তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা এটা আদম সন্তানের নারীদের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন। হজ্জ পালনকারী যা কিছু সম্পাদন করে তুমিও তা সম্পাদন কর। তবে

বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করবে না। তিনি বলেন, যখন আমরা মক্কা পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, এ কে (হজ্জকে) উমরাতে পরিবর্তিত করে নাও। সুতরাং যাদের কাছে হাদী ছিল না তাঁরা ইহ্রাম খুলে ফেললেন। তাঁর (ﷺ), আবূ বাকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) সহ সামর্থ্যবানদের সঙ্গে হাদী ছিল। এরপর তাঁরা হজ্জের ইহ্রামও বাঁধলেন। আর যখন কুরবানীর দিন হল, আমি (ঋতুস্রাব থেকে) পবিত্র হয়ে গেলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পাঠালেন, আমি তাওয়াফে যিয়ারত করলাম। তারপর গরুর গোশ্ত আনা হল, আমি বললাম, এটা কি? তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পবিত্রা স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী দিয়েছেন। অবশেষে প্রত্যাবর্তনের রাত হল, আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকেরা হজ্জ ও উমরা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে, আর আমি শুধু হজ্জ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করব? এতে তিনি (ﷺ) আবদুর রহ্মান ইব্ন আবী বাকর (রা) কে নির্দেশ দিলেন, তিনি আমাকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসালেন। আমার অবশ্যই স্মরণ আছে যে, আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম আর আমার চেহারা (মাথা) হাওদার পিছনের অংশে গিয়ে ঠেকছিল। অবশেষে আমরা তান্ঈমে পৌঁছলাম। ঐ স্থান যেখান থেকে সাহাবীগণ উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, আমি তার স্থলবর্তী উমরার ইহ্রাম বেঁধেছি।

বস্তুত এটাও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ এবং এটাকে উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে তার চাইতে আরো সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন ঃ

٣٦٤٥- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ لِلْهِلَالِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ فَلْيُهِلَّ فَاَمَّا اَنَا فَانِّيْ اُهِلُّ بِالْحَجِّ لِاَنَّ مَعِيَ الْهَدْيُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَاَمَّا اَنَا فَانِّيْ اَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَوَافَانِيْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعِيْ عَنْكِ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِيْ شَعْرَكِ وَامْتَشِطِيْ ثُمَّ لَبِّيْ بِالْحَجِّ فَلَبَّيْتُ بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَطَهُرْتُ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ فَذَهَبَ بِيْ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَلَبَّيْتُ بِالْعُمْرَةِ قَضَاءً لِعُمْرَتِهَا -

৩৬৪৫. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা সেই সময় বের হই যখন যিলহজ্জ মাস নিকটবর্তী এসে গিয়েছিল (যিলকাদ মাসের পাঁচদিন বাকী ছিল)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে ইচ্ছুক সে যেন হজ্জের ইহ্রাম বাঁধে; আর যে ব্যক্তি উমরার ইহ্রাম বাঁধতে ইচ্ছুক সে যেন উমরার ইহ্রাম বাঁধে। কিন্তু আমি শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধব, কেননা আমার সঙ্গে হাদী রয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কতেক হজ্জের কতেক উমরার ইহ্রামের বেঁধেছেন কিন্তু আমি উমরার ইহ্রাম বেঁধেছি। আরাফাতের দিন পর্যন্ত আমি ঋতুবতী থেকে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, উমরা ছেড়ে দাও, চুল খুলে চিরুনী কর। এরপর হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ কর। তারপর আমি হজ্জের তালবিয়া পাঠ করলাম। যখন প্রত্যাবর্তনের রাত হল এবং আমি ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে গেলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আবী বাকর (রা) কে নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাকে তান্ঈমে নিয়ে গেলেন। আমি উমরা কাযা করার জন্য উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম।

আয়েশা (রা) সুস্পষ্টরূপে বলছেন যে, তাঁর হজ্জ উমরা থেকে পৃথক ছিল এবং উভয়ের মাঝে তিনি চুল খুলেছেন, চিরুনী করেছেন। তাই কিভাবে জাইয হবে যে, তাঁর এই হজ্জের জন্য তাওয়াফ করা, যার ও উমরার মাঝে উল্লিখিত ইহ্রাম মুক্ত অবস্থা ছিল, তা উমরা ও হজ্জ উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে ? এটা অসম্ভব। এটা জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আবুয্ যুবাইর (র)-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সংগত। কেননা সেই হাদীসে জাবির (রা) আয়েশা (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এবং তাতে হজ্জ ও উমরার মাঝে ইহ্রাম খোলার উল্লেখ নেই।

পক্ষান্তরে এই হাদীসে আয়েশা (রা) বলছেন যে, নবী ﷺ তাঁকে হজ্জ শুরু করার পূর্বে উমরা পরিত্যাগ করার এবং ইহ্রাম থেকে মুক্ত হালাল ব্যক্তির অনুরূপ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি তার হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

এতেও প্রমাণিত হয় যে, আয়েশা (রা) থেকে আতা (র)-এর রিওয়ায়াত এরূপ যেভাবে তাঁর থেকে হাজ্জাজ (র) ও আবদুল মালিক (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সেরূপ নয় যেভাবে তাঁর থেকে ইব্ন আবী নাজীহ (র) রিওয়ায়াত করেছেন।

হজ্জ ও উমরার জন্য একই তাওয়াফের প্রবক্তাগণ নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারাও দলীল পেশ করেছেন ঃ

٣٦٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا -

৩৬৪৬. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করেছেন এবং উভয়টির জন্য এক তাওয়াফ করেছেন।

তাঁদেরকে উত্তরে বলা হবে যে, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার, আপনারা এরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছেন। অথচ আপনারা জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) এর পিতার বরাতে জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফরাদ হজ্জ আদায় করেছেন। ইব্ন জুরাইজ (র), আওযাঈ (র), আম্র ইব্ন দীনার (র) ও কায়স ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তারা আতা (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তাঁরা (সাহাবীগণ) ৪ঠা যিলহজ্জ ভোরে হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে এসেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে তা উমরায় পরিবর্তিত করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন তিনি সাফাতে আখেরী চক্কর দিচ্ছিলেন। সুতরাং আপনারা কিভাবে ঐরূপ রিওয়ায়াতকে গ্রহণ করছেন এবং এরূপ হাদীসকে পরিত্যাগ করছেন ?

তাঁরা যদি এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٣٦٤٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا رَبَاحُ بْنُ اَبِىْ مَعْرُوْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ لَمْ يَزِيْدُوْا عَلٰى طَوَافٍ وَاحِدٍ -

৩৬৪৭. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ এক তাওয়াফের অতিরিক্ত তাওয়াফ করেন নি।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে যে, এতে জাবির (রা)-এর উদ্দেশ্য সাফা-মারওয়াতে সা'ঈ করা। আবুয্ যুবাইর (র) তাঁর থেকে এ বিষয়টি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٣٦٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِىُّ ﷺ وَلاَ اَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا ـ

৩৬৪৮. ইব্ন মারযূক (র) .... আবুয্ যুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির (রা) কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সাফা-মারওয়াতে একবারই সাঈ করেছেন।

বস্তুত এর দ্বারা জাবির (রা)-এর উদ্দেশ্য হলো, তাঁদেরকে একথা বলা যে, কুরবানীর দিনের তাওয়াফ এবং তাওয়াফে সদর (প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ)-এর মধ্যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে না, যেমনিভাবে তাওয়াফে কুদূমে করা হয়। এতে 'কারিন'-এর উপর তার হজ্জ ও উমরাতে এক তাওয়াফ না দুই তাওয়াফ আবশ্যক, এ বিষয়ে কোন দলীল নেই।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, ইব্ন উমর (রা) থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত আছে যে, তিনি কারিন-এর ব্যাপারে বলেছেন, সে তার হজ্জ ও উমরাতে এক তাওয়াফই সম্পাদন করবে, এ বিষয়ে তোমরা তাঁর বক্তব্য পরিত্যাগ করে কার বক্তব্যকে নিজেদের মতাদর্শ হিসাবে দাঁড় করাচ্ছ ?

তাঁকে বলা হবে যে, আমরা আলী (রা) ও আবদুল্লাহ (রা)-এর অভিমতকে নিজেদের মতাদর্শরূপে গ্রহণ করছি।

٣٦٤٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ اِبْرَاهِيْمَ اَوْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى نَصْرٍ قَالَ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَاَدْرَكْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ اِنِّى اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ اَفَاسْتَطِيْعُ اَنْ اُضِيْفَ اِلَيْهِ عُمْرَةً قَالَ لاَ لَوْ كُنْتَ اَهْلَلْتَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَرَدْتَ اَنْ تَضُمَّ اِلَيْهَا الْحَجَّ ضَمَمْتَهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ اِذَا اَرَدْتُ ذٰلِكَ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْكَ اِدَاوَةً مِّنْ مَاءٍ ثُمَّ تُحْرِمُ بِهِمَا جَمِيْعًا وَتَطُوْفُ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا طَوَافًا ـ

৩৬৪৯. ইউনুস (র) ..... আবূ নাসর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হজ্জের ইহ্রাম বাঁধি। এরপর আলী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়, আমি তাঁকে বললাম, আমি হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছি, এর সাথে কি উমরাকে মিলাতে পারব ? তিনি বললেন, না। যদি তুমি উমরার ইহরাম বাঁধতে, এরপর এ সঙ্গে হজ্জকে মিলিত করতে চাইতে তাহলে তা মিলাতে পারতে ; তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি যদি এরূপ করতে চাই তাহলে কি পন্থা অবলম্বন করব ? তিনি বললেন, নিজের উপর পানির একটি মশক ঢেলে দাও (গোসল করে নাও)। তারপর উভয়ের ইহ্রাম বাঁধ এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক তাওয়াফ কর।

٣٦٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مَالِكِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى نَصْرٍ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ قَيْسٌ قَالَ مَنْصُوْرٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ مَا كُنَّا نُفْتِى النَّاسَ اِلاَّ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَاَمَّا الْاٰنَ فَلاَ ـ

৩৬৫০. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ নাস্র সুলামী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা), থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাঊদ (র) যথাক্রমে কায়স (র), মানসূর (র), মুজাহিদ (র) এর বরাতে উল্লেখ করেন যে, মুজাহিদ বলেছেন, আমরা লোকদেরকে এক তাওয়াফেরই ফতোয়া দিতাম; কিন্তু এখন সেরূপ নয়।

٣٦٥١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَمَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اُذْنِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَه ـ

৩৬৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) ..... আবদুর রহমান ইবন উয্‌নিয়্যা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦٥٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ـ

৩৬৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... সুলায়মান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٥٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ نَصْرٍ مِثْلَه ـ

৩৬৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ নসর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মানসূর (র) বলেন, আমি উক্ত বিষয়টি মুজাহিদ (র) কে বললে তিনি বললেন, আমি লোকদেরকে শুধু এক তাওয়াফের ফতোয়া দিতাম। কিন্তু এখন সেরূপ নয়।

٣٦٥٤ـ حَدَّثَنَا اِبْنُ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ مِخْلَدٍ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ اَلْقَارِنُ يَطُوْفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعٰى سَعْيَيْنِ ـ

৩৬৫৪. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ও সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আলী (রা) ও আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, কারিন দুই তাওয়াফ এবং দুই সাঈ করবে।

এখানে আলী (রা) ও আবদুল্লাহ (রা) কারিন-এর তাওয়াফের বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা)-এর বিরোধী মত ব্যক্ত করেছেন।

এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ নিম্নরূপ

বস্তুত আমরা লক্ষ্য করছি যে, যখন কোন ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে, তখন তার উপর হজ্জের আহকাম তথা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ ওয়াজিব হয়ে যায় এবং ইহ্‌রামের কারণে যা কিছু তার উপর হারাম হয় তা লঙ্ঘন করলে তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হয়, যা এ অবস্থায় তার উপর আবশ্যক হয়।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে তার উপর উমরার আহকাম তথা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সাঈ ওয়াজিব হয়ে যায় এবং উমরার ইহ্‌রামের কারণে যা কিছু তার উপর হারাম হয়ে যায় তা করার কারণে তার উপর কাফ্‌ফারা আবশ্যক হয়, যা ঐ অবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হয়। আর যদি হজ্জ ও উমরা দু'টিকে একত্রিত করে তাহলে সকলের ঐকমত্য তার দু'টি ইহ্‌রাম অর্জিত হল; একটি হজ্জের

অপরটি উমরার ইহ্‌রাম। সুতরাং যুক্তির দাবি হল, এই ব্যক্তির উপর দু'টোর (হজ্জ ও উমরা) প্রত্যেকটির পক্ষ থেকে তাওয়াফ এবং সাঈ আবশ্যক হবে এবং যা কিছু তার উপর হারাম হয়েছে এর বিরোধিতা করার অবস্থায় সেই সমস্ত কাফ্‌ফারা আবশ্যক হবে যা শুধু একটির ইহ্‌রাম বাঁধার অবস্থায় আবশ্যক হয়।

এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলা হয়েছে যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, হালাল তথা ইহ্‌রাম মুক্ত ব্যক্তি হারাম এলাকায় শিকার করলে হারামের অসম্মান করার কারণে তার উপর বদলা আবশ্যক হয় এবং মুহরিম হিল্ল তথা হারামের বাইরে শিকার করলে ইহ্‌রামের সম্মানের কারণে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়। যখন সে দুই সম্মানিত বস্তু তথা ইহ্‌রাম অবস্থায় ও হারাম এলাকায় শিকার করে তখন তার উপর একটি বদলাই ওয়াজিব হয়। ইহ্‌রাম ও হারাম শরীফের মর্যাদা হানির কারণে তার উপর প্রত্যেক সম্মানিত বস্তুর সেই জিনিস আবশ্যক হয় না, যা সেগুলোর পৃথক পৃথক হওয়ার অবস্থায় ওয়াজিব হয়ে থাকে। তারা বলেন, কারিন-এর হুকুমও এটা যে, যদি সে হজ্জ ও উমরায় মুফরিদ হয়, তাহলে এ অবস্থায় যা কিছু আবশ্যক হয় উভয়টিকে একত্রিত করার অবস্থায়ও তা-ই ওয়াজিব হবে, যা পৃথক অবস্থায় হয়ে থাকে। আর পৃথক অবস্থায় যা কিছু অন্য আমলের কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে তা এরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাঁকে উত্তরে বলা হবে যে, আপনারা কিভাবে অকাট্যরূপে বলছেন যে, মুহরিম কর্তৃক হারাম এলাকায় শিকার করলে ক্ষতিপূরণ একটি-ই ওয়াজিব হবে ? পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, তাঁদের মতে এ বিষয়ে যুক্তির দাবি হল তার উপর ক্ষতিপূরণ দু'টি ওয়াজিব হবে। একটি ইহ্‌রামের সম্মানের কারণে, অপরটি হারামের সম্মানের কারণে। কিন্তু তারা সূক্ষ্ম কিয়াসের (ইসতিহ্‌সান) ভিত্তিতে এর বিরোধিতা করেছেন। আমরা এ বিষয়ে তাঁদের ন্যায় বলি না। বরং আমাদের মতে কিয়াস হল সেটি, যা তাঁরা ইস্‌তিহ্‌সান বা সূক্ষ্ম কিয়াস সাব্যস্ত করেছেন। আর তা হল ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, সকলের ঐকমত্যে মূলনীতি হল যে, মানুষের জন্য হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করা জায়িয। কিন্তু দুই হজ্জ অথবা দুই উমরা একত্রিত করা যায় না। সুতরাং এক ইহ্‌রামের মধ্যে দুই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে একত্রিত করা যায়, এভাবে তা উভয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু অভিন্ন প্রকারের দুই ইবাদতকে একত্রিত করা যায় না। যখন অবস্থা এরূপ যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি একটি ক্ষতিপূরণ, যা দুই ভিন্ন ভিন্ন হুরমতের কারণে আবশ্যক হবে, তা আদায় করার দ্বারা উভয়কে একত্র করা যাবে। একটি হারামের মর্যাদা যাতে (ক্ষতি পূরণের) সিয়াম পালন জায়িয নেই এবং অপরটি ইহ্‌রামের হুরমত, যাতে সিয়াম পালন জায়িয। তাই এই এক ক্ষতিপূরণের সাথে সে সেই বস্তুকে আদায়কারী হবে যা ঐ দু'টির কারণে তার উপর আবশ্যক হয়েছিল। কিন্তু এটা জায়িয নেই যে, সে একই অবস্থা সম্পন্নের দুই হুরমত অর্থাৎ উমরা ও হজ্জে হুরমত (সম্মান) পরিপন্থী কাজ করার দ্বারা শুধু একটি একটি ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। যেমন সে একই ইহ্‌রামের সঙ্গে অভিন্ন প্রকারের দুই ইবাদতের হুরমতের মধ্যে দাখিল হতে পারবে না। যখন বিষয়টিও এরূপ যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং হজ্জ ও উমরার জন্য তাওয়াফের একই অবস্থা, তাহলে একই তাওয়াফের দ্বারা উভয়ের মধ্যে দাখিল হবে না এবং উভয়ের পক্ষ থেকে এক তাওয়াফ যথেষ্ট হবে না। আর একথার প্রয়োজন হবে যে, উভয়ের মধ্যে পৃথক পৃথক রূপে দাখিল হবে। কিয়াস ও যুক্তির দাবি এটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, একই ইহ্‌রাম দ্বারা হজ্জ ও উমরাকে একত্রিত করা যায়। কিন্তু মিলিত দুই হজ্জ অথবা দুই উমরাকে (এক ইহ্‌রাম দ্বারা) একত্রিত করা যাবে না।

যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপনকারী বলেন যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, হজ্জ ও উমরাকারী একবার মাথা মুণ্ডন করা দ্বারা উভয়টি থেকে বেরিয়ে হালাল হয়ে যায়। এ ব্যতীত তাঁর উপর অন্য কিছু আবশ্যক হয় না। সুতরাং তার

উপর তাওয়াফ ও সাঈও অনুরূপভাবে এক একবার হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা ব্যতীত তার উপর অন্য কিছু আবশ্যক হবে না।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে যে, আমরা লক্ষ্য করছি, সে এরূপ দুই ভিন্ন ভিন্ন ইহ্রাম দ্বারা একবার মাথা মুণ্ডন (হলক) করে হালাল হয়ে যায়, যাতে দুই ভিন্ন ভিন্ন তাওয়াফ জরুরী। আর তা এভাবে ঃ একব্যক্তি উমরার ইহ্রাম বেঁধে এর জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করল এবং হাদীও নিয়ে আসল। তারপর সেই বছরই হজ্জ পালন করল তাহলে সে তামাত্তু হজ্জ পালনকারী হবে। তার জন্য কুরবানীর দিন একবার মাথা মুণ্ডানোর বিধান রয়েছে। এর দ্বারা সে উভয় ইহ্রাম থেকে বেরিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সে একবার (মাথা মুণ্ডানো) দ্বারা দুই ভিন্ন ভিন্ন ইহ্রাম থেকে বেরিয়ে আসবে। অথচ সে এগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে শুরু করেছিল। আর এক বার মাথা মুণ্ডনের হুকুম একই তাওয়াফকে ওয়াজিবকারী হবে না, বরং তার দায়িত্ব দুই তাওয়াফ হবে। অনুরূপভাবে কারিন এবং হজ্জ ও উমরার জন্যও 'হলক' একবার হবে। কিন্তু এতে একথা আবশ্যক হবে না যে, তার দায়িত্বে তাওয়াফও একটি হবে। সুতরাং যখন এই দুই ইহ্রাম থেকে যাতে ভিন্ন ভিন্নভাবে দাখিল হয়েছে এক হলক দ্বারা বেরিয়ে আসা যায়। তাই যে দুই ইহ্রামের মাঝে প্রবেশ একই বার হয়েছে তা থেকে অনুরূপভাবে (এক হলক দ্বারা) বেরিয়ে হালাল হয়ে আসা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বস্তুত এ বিষয়ে যুক্তি ভিত্তিক বিশ্লেষণ এটাই। যেমন আলী (রা) ও আবদুল্লাহ (রা) পৃথক পৃথক তাওয়াফ ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেছেন। আর যেমনিভাবে আমরা এ বিষয়ে যুক্তির উল্লেখ করেছি যে, উভয়ের মর্যাদা হানির ব্যাপারে পৃথক পৃথক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এরও অভিমত।

١٩- بَابُ حُكْمِ الْوُقُوْفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুয্দালিফায় উকূফ (অবস্থান) করার বিধান

٣٦٥٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِّيْ مِنْ حَجٍّ وَقَدْ اَنْضَيْتُ رَاحِلَتِيْ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ وَقَدْ وَقَفَ مَعَنَا قَبْلَ ذٰلِكَ وَاَفَاضَ مِنْ عَرَفَةٍ لَيْلاً اَوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ -

৩৬৫৫. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... উরওয়া ইব্ন মুদাররিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুযদালিফায় নবী ﷺ-এর দরবারে হাযির হলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার হজ্জ হবে কি ? আমি তো আমার বাহনকে ক্লান্ত করে ফেলেছি। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে, এর পূর্বে আমাদের সঙ্গে রাতে হোক বা দিনে উকূফ (আরাফাতে) করেছে এবং আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে তার হজ্জ পূর্ণরূপে সমাধা হয়েছে, সে তার হজ্জের বিধানসমূহ সম্পাদন করে নিতে পেরেছে।

٣٦٥٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ اَبِى السَّفَرِ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ وَدَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৬৫৬. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... উরওয়া ইব্ন মুদার্‌রিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦٥٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَدَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ مُضَرِّسِ بْنِ اَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمِ الطَّائِيْ يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمُزْدَلِفَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيٍّ وَوَاللّٰهِ مَا جِئْتُ حَتّٰى اَتْبَعْتُ نَفْسِيْ وَاَنْضَيْتُ رَاحِلَتِيْ وَمَا تَرَكْتُ جَبَلاً مِنْ هٰذِهِ الْجِبَالِ اِلاَّ وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِّيْ مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ الْفَجْرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَقَدْ كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلاً اَوْنَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ زَكَرِيَّا فِيْهِ وَكَانَ اَحْفَظُ الثَّلٰثَةِ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَيْتُ هٰذِهِ السَّاعَةَ مِنْ جَبَلَيْ طَيٍّ قَدْ اَكْلَلْتُ رَاحِلَتِيْ وَاَتْعَبْتُ نَفْسِيْ فَهَلْ لِّيْ مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هٰذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتّٰى نُفْضِ وَقَدْ كَانَ وَقَفَ قَبْلَ ذٰلِكَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَرِقَ الْفَجْرُ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

৩৬৫৭. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... উরওয়া ইব্ন মুদাররিস ইব্ন আওস ইব্ন হারিসা ইব্ন লাম তাঈ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে মুযদালিফায় আসলাম। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তায়-এর দুই পাহাড় (অঞ্চল) থেকে এসেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি আমাকে খুবই পরিশ্রান্ত করেছি আর আমার বাহনকেও ক্লান্ত করে ফেলেছি। এখানে এই সমস্ত পাহাড়সমূহে এমন কোন পাহাড় নেই যেখানে আমি উকূফ করিনি। আমার হজ্জ হবে কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি মুযদালিফায় আমাদের সঙ্গে এই ফজরের সালাতে হাযির হয়েছে, এর পূর্বে সে রাতে হোক বা দিনে হোক, উকূফে আরাফা করেছে তার হজ্জ পূর্ণরূপে সমাধা হয়েছে এবং সে তার হজ্জের বিধানসমূহ সম্পাদন করে নিতে পেরেছে। সুফইয়ান (র) বলেন, যাকারিয়া (র) যিনি এই হাদীসের সংরক্ষণকারী তিনজনের শ্রেষ্ঠতম, তিনি এটা বৃদ্ধি করেছেন ঃ (উরওয়া ইব্ন মুদাররিস রা বলেন) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ সময় আমি তায়-এর দুই পাহাড় (অঞ্চল) থেকে এসেছি। আমার বাহন ক্লান্ত করে ফেলেছি আর নিজেকেও খুবই পরিশ্রান্ত করেছি। আমার হজ্জ হবে কি ? তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই সালাতে হাযির হয়েছে এবং রওয়ানা হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে উকূফ করেছে আর এর পূর্বে রাতে হোক বা দিনে হোক উকূফে আরাফাত করেছে তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সে তার হজ্জের বিধানসমূহ সম্পাদন করে নিতে পেরেছে। সুফইয়ান (র) বলেন, দাঊদ ইব্ন আবী হিন্দ (র)-এর রিওয়ায়াতে এটা বৃদ্ধি করেছেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে তখন হাযির হয়েছি যখন ফজর উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছে। তারপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, মুযদালিফায় উকূফ (অবস্থান) করা ফরয; সেখানে যাওয়া ব্যতীত হজ্জ হবে না। তাঁরা এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

فَاذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُو اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ -

যখন তোমরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৯৮) তাছাড়া তাঁরা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে 'মাশ'আরুল হারাম'কে সেইরূপে উল্লেখ করেছেন যেরূপে আরাফাতের উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সুন্নাহ্‌তে এর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উভয়ের হুকুম অভিন্ন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'স্থানে না পৌঁছবে, হজ্জ আদায় হবে না।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) করা হজ্জের ফরযসমূহের অন্যতম, সেখানে পৌঁছা ব্যতীত হজ্জ আদায় হবে না। কিন্তু মুযদালিফায় উকূফ করার বিধান এরূপ নয়।

এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হল, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

فَاذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ -

যখন তোমরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। এতে সেখানে উকূফ ওয়াজিব হওয়ার দলীল নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যিক্‌র-এর বিষয়ে বলেছেন, কিন্তু উকূফের উল্লেখ করেন নি। আর এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মুযদালিফায় উকূফ (অবস্থান) করে কিন্তু আল্লাহ্‌র যিক্‌র না করে তাহলে তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যায়। যখন কুরআন শরীফে উল্লিখিত 'যিক্‌র' হজ্জের ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে সেই অবস্থান করা যাতে এই যিক্‌র পাওনা যায় কিন্তু কুরআনের যে অবস্থানের উল্লেখ নেই এটা ফরয না হওয়া অধিকতর সংগত। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে হজ্জ সম্পর্কে অনেকগুলো বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলোর উল্লেখ করে এগুলো ওয়াজিব হওয়া বুঝান নি যে, কোন মুসলমানের পক্ষেই এগুলো আদায় না করলে হজ্জ বিশুদ্ধ হবে না (এরূপ নয়)। তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا -

সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দু'টির মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই। (সূরা বাকারা আয়াত ঃ ১৫৮)

বস্তুত এ বিষয়ে সকলে একমত যে, যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ আদায় করতে গিয়ে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করে তাহলে তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তবে তা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার উপরে দম (কুরবানী করা) আবশ্যক হবে। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে 'মাশ্‌আরুল হারাম' -এর উল্লেখও এর ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নয় যে, এটা ব্যতীত হজ্জ জায়িয হবে না।

উরওয়া ইব্‌ন মুদাররিস (রা)-এর রিওয়ায়াতেও এর কোন প্রমাণ নেই, যেমনটি তাঁরা উল্লেখ করেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে এবং এর পূর্বে রাতে হোক বা দিনে হোক আরাফাতে গিয়েছে (উকূফে আরাফাত করেছে) তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সে তার হজ্জের বিধানসমূহ সম্পাদন করে নিতে পেরেছে। এখানে তিনি সালাতের উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, যদি সে সেখানে রাত অতিবাহিত করে এবং অবস্থান করে তারপর

ফজরের সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকে ইমামের সঙ্গে তা আদায় না করে পরিশেষে সেই সালাত তার ছুটে যায়, তাহলেও তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যখন এই হাদীসে উল্লিখিত ইমামের সঙ্গে সালাতে উপস্থিতি হজ্জের ফরযসমূহে অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তা ব্যতীত হজ্জ বিশুদ্ধ হবে না। হাদীসে যে উকূফে সালাতের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত সালাত ছাড়াও হজ্জ বিশুদ্ধ হয়ে যায় সে উকূফ (অবস্থানে) হাদীসে যার উল্লেখ নেই, এভাবে (ফরয) না হওয়াটা অধিকতর সংগত। সুতরাং এই হাদীসে শুধু আরাফাতের (উকূফ)-এর ফরয হওয়া সাব্যস্ত হল।

আবদুর রহমান ইব্ন ইয়া'মুর দায়লী (রা) নবী ﷺ থেকে এ বিষয়ের স্বপক্ষে প্রমাণ সম্বলিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٣٦٥٨ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ الدَّيْلِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ فَاَقْبَلَ أُنَاسٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ وَمَنْ اَدْرَكَ جَمْعًا قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ اَيَّامُ مِنًى ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدَفَ خَلْفَهُ رَجُلاً يُنَادِىْ بِذٰلِكَ ـ

৩৬৫৮. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়া'মুর দায়লী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আরাফাতে অবস্থানরত দেখেছি। তাঁর কাছে নজদ অধিবাসী কিছু লোক এসে তাঁকে হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, হজ্জ হল আরাফা দিবস। যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের পূর্বে মুযদালিফায় পৌঁছে যাবে সে হজ্জকে পেয়ে গেল। মিনার দিন হল তিন দিন অর্থাৎ আইয়ামে তাশ্‌রিক। যে ব্যক্তি উভয় দিনের (পরে প্রত্যাবর্তনে) তাড়াতাড়ি করবে তার কোন গুনাহ্ নেই আর যে ব্যক্তি (তৃতীয় দিন অবস্থানে) বিলম্ব করবে তারও কোন গুনাহ্ নেই। তারপর তিনি তাঁর পিছনে তাঁর বাহনে এক ব্যক্তিকে বসালেন, যে একথাগুলো ঘোষণা দিচ্ছিল।

٣٦٥٩ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَارٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سُؤَالَ اَهْلِ نَجْدٍ وَلاَ اِرْدَافَهُ ـ

৩৬৫৯. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়া'মুর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি নজদ অধিবাসীদের প্রশ্ন এবং এক ব্যক্তিকে পিছে বসানোর উল্লেখ করেন নি।

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, নজদ অধিবাসী কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে এবং তাদেরকে তাঁর উত্তর ছিল ঃ হজ্জ হল আরাফা দিবস। এ কথা আমরা অবশ্যই অবহিত আছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উত্তরটি পূর্ণাঙ্গ ছিল, যাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ছিল না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক ব্যঞ্জনামূলক বাক্যাবলী) দান করেছেন। যদি হজ্জ সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রাক্কালে তাদের ইচ্ছা এটা হতো যে, হজ্জের মধ্যে কি কি বিষয়াবলী আবশ্যক, তাহলে তিনি অবশ্যই আরাফাত,

তাওয়াফ ও মুযদালিফাসহ ঐ বিষয়গুলো উল্লেখ করতেন, যা হজ্জের মধ্যে করা হয়ে থাকে। যখন তিনি তার উত্তরে তা ছেড়ে দিয়েছেন তাতে বুঝা গেল যে, তাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এটা যে, হজ্জের মাঝে কোন কোন বিষয় রয়েছে যা ছুটে গেলে হজ্জ ছুটে যায়। তখন তিনি তাদেরকে উত্তর দিয়ে বললেন, হজ্জ হল আরাফা দিবস। যদি মুযদালিফার হুকুমও আরাফার অনুরূপ হত তাহলে তিনি তাদেরকে আরাফার সঙ্গে মুযদালিফারও উল্লেখ করতেন। কিন্তু তিনি শুধু আরাফাতের উল্লেখ করেছেন। কেননা তা হজ্জের ফরয সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ছুটে গেলে হজ্জ ছুটে যায়। তারপর তিনি নতুনভাবে কথা বললেন, যেন লোকদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে মুযদালিফাকে পেল সে হজ্জকে পেল। এটার এই অর্থ নয় যে, সে সমস্ত হজ্জকে পেল। কেননা তাঁর প্রথমোক্ত বাক্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, হজ্জ হল আরাফাতে (অবস্থান) করা। এতে অবধারিতরূপে সাব্যস্ত হল যে, আরাফাতের (উকূফ) ছুটে যাওয়া হজ্জ ছুটে যাওয়ার নামান্তর। তারপর বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের সালাতের পূর্বে মুযদালিফাকে পেল সে হজ্জকে পেল। এর অর্থ এটা নয় যে, তার উপর হজ্জের কোন আমল অবশিষ্ট নেই। কেননা এর পরে তাওয়াফে যিয়ারত রয়েছে যা ওয়াজিব (ফরয), যা আদায় করা অপরিহার্য। (বরং এর অর্থ হল যে,) সে প্রথমে তার আরাফাতে অবস্থানের কারণে হজ্জকে পেল। এই সমস্ত রিওয়ায়াতের অর্থাবলীর এই ব্যাখ্যাই সঠিক ও উৎকৃষ্ট, কেননা এতে পারস্পরিক বৈপরিত্য বিদ্যমান থাকে না।

এ বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হল নিম্নরূপ ঃ আমরা এক সর্ববাদিসম্মত মূলনীতি লক্ষ্য করছি যে, দুর্বল লোকেরা মুযদালিফা থেকে রাতে যাত্রা ত্বরান্বিত করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ আবদুল মুত্তালিব এর শিশু-কিশোরদেরকেও অনুরূপ নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই বিষয়টি আমরা এই গ্রন্থেরই স্বস্থানে অতিসত্বর উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্। তিনি সাওদা (রা) কে মুযদালিফায় উকূফ (অবস্থান) পরিত্যাগ করার অনুমতিও প্রদান করেছেন।

٣٦٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةٌ ثَبْطَةٌ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِىَّ ﷺ اَنْ تُفِيْضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ اَنْ تَقِفَ فَاَذِنَ لَهَا وَلَوَدِدْتُ اَنِّىْ اسْتَأْذَنْتُهُ فَاَذِنَ لِىْ -

৩৬৬০. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (উম্মুল মু'মিনীন) সাওদা (রা) ভারী, ধীরগতি সম্পন্না নারী ছিলেন। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট মুযদালিফায় অবস্থান করার পূর্বে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। (আয়েশা রা বলেন) আমার আফসোস হয় যে, আমিও যদি তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতাম আর তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করতেন (তাহলে কতই না ভাল হত)

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, ওযরের কারণে তাদের উপর থেকে মুযদালিফার অবস্থান রহিত হয়ে গিয়েছে এবং আমরা দেখছি যে, উকূফে আরাফাত জরুরী, এটা কোন ওযরের কারণে রহিত হয় না। সেটা (উকূফে মুযাদালিফা) হজ্জের ফরয সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যেটা আদায় করা জরুরী এবং ওযর কিংবা ওযর ব্যতীত কোন অবস্থায় রহিত হয় না, সেটা হজ্জের ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না যে, তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের ফরযের অন্তর্ভুক্ত। এটা ওযর তথা ঋতুস্রাবের কারণে রহিত হয় না। পক্ষান্তরে তাওয়াফে সদর হজ্জের ফরযের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা ঋতুবতী নারী থেকে ওযর তথা ঋতুস্রাবের কারণে রহিত হয়ে যায়। সুতরাং যখন মুযদালিফার উকূফ সেই সমস্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত যা ওযরের কারণে

রহিত হয়ে যায় তাই সেটা এরূপ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে যা ফরয নয়। এতে সেই বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে যা আমরা বর্ণনা করেছি। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٠- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ كَيْفَ هُوَ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় দুই সালাতকে একত্রে আদায় করার পদ্ধতি

٣٦٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى مَكَّةَ فَلَمَّا اَتٰى جَمْعًا صَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا -

৩৬৬১. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সঙ্গে মক্কা অভিমুখে বেরিয়েছি। তিনি যখন মুযদালিফায় পৌঁছলেন তখন তিনি দুই সালাত (মাগরিব ও ইশা) প্রতিটি আযান ও ইকামতের দ্বারা আদায় করলেন এবং এতদুভয়ের মাঝে (নফল) সালাত আদায় করলেন না।

٣٦٦٢- حَدَّثَنَا اِبْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلاَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ بِجَمْعٍ كُلَّ صَلٰوةٍ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا -

৩৬৬২. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে মুযদালিফাতে দুই সালাত আদায় করেন। প্রতিটি সালাত আযান এবং ইকামতসহ সম্পন্ন করেন। উভয়ের মাঝে রাতের আহার করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই দুই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করে বলেছেন যে, মুযদালিফাতে মাগরিব ও ইশা দুই আযান এবং দুই ইকামত দ্বারা একত্রে আদায় করা হবে। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, প্রথম সালাত আযান ও ইকামতসহ পড়া হবে, আর দ্বিতীয় সালাত আযান ও ইকামত ব্যতীত পড়া হবে। তাঁরা বলেন, উমর (রা) যা কিছু করেছেন এবং তিনি যে দ্বিতীয় সালাতের জন্য আযানের হুকুম দিয়েছেন, এর কারণ ছিল যে, লোকেরা আহার সম্পন্ন করার জন্য ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাই তিনি তাদের একত্রিত করার জন্য আযান দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আমরাও বলি যে, যখন লোকেরা আহার করার জন্য অথবা অন্য কিছুর জন্য ইমাম থেকে দূরে সরে পড়ে, তখন তিনি মুআয্যিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিবেন, যেন লোকেরা তার আযানের দ্বারা একত্রিত হয়ে যায়। বস্তুত এ সম্পর্কে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তু এটাই। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতও অনুরূপ।

٣٦٦٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَجْعَلُ الْعَشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ -

৩৬৬৩. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) মুয্‌দালিফাতে দুই সালাতের মাঝে রাতের খাবার আহার করতেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর রিওয়ায়াতের মর্মও উমর (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ। অতঃপর আমরা এ বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি যে, আমরা যখন একত্রিতভাবে সালাত আদায় করব তখন কিভাবে তা করব ?

٣٦٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبِ ثَلْثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ -

৩৬৬৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন। তিনি এক ইকামতের সাথে মাগরিবের তিন এবং ইশা'র দু'রাকআত একত্রিত করেছেন। তারপর তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) ও অনুরূপ করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ও এ জায়গায় অনুরূপ করেছেন।

٣٦٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبِ ثَلْثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ -

৩৬৬৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা)-এর সঙ্গে মুযদালিফায় মাগররিবের তিন এবং ইশা'র দু'রাক'আতকে এক ইকামতের সাথে একত্রিত করেছেন। তারপর তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) ও অনুরূপ করেছেন এবং ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ও এ জায়গায় অনুরূপ করেছেন।

٣٦٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالاَ صَلَّى بِنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِاِقَامَةِ الْمَغْرِبَ ثَلْثًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَىِ الْعِشَاءِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ صَنَعَ بِهِمْ فِىْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ بِهِمْ فِىْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ -

৩৬৬৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাকাম ইব্‌ন উতায়বা (র) ও সালমা ইব্‌ন কুহাইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) আমাদেরকে এক ইকামতের সাথে মাগরিবের তিন রাক'আত পড়িয়েছেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন দাঁড়িয়ে ইশা'র দু'রাক'আত (কসর) আদায় করলেন। তারপর তিনি ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনিও তাঁদেরকে নিয়ে ঐ জায়গায় অনুরূপ

করেছেন এবং উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে নিয়ে ঐ জায়গায় অনুরূপ (সালাত) আদায় করেছেন।

٣٦٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَقَامَ بِجَمْعٍ اَلصَّلٰوةَ وَاَحْسِبُه قَالَ اَذَّنَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثًا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِالْاِقَامَةِ الْاُوْلٰى وَحَدَّثَ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَنَعَ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ هٰذَا وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ-

৩৬৬৭. আবূ বাক্‌রা (র) ..... হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি মুযদালিফায় সালাত কায়িম করেছেন। (শু'বা র বলেন) আমার ধারণা তিনি (হাকাম র) বলেছেন যে, তিনি আযান দিয়েছেন এরপর মাগরিবের তিন রাক'আত আদায় করেছেন। এরপর দাঁড়িয়ে সেই প্রথম ইকামতে ইশা'র দু'রাক'আত (কসর) আদায় করলেন এবং বর্ণনা করলেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) ও এ জায়গায় এরূপ করেছেন। আর ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও (এ জায়গায়) এরূপ করেছেন।

٣٦٦٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ-

৩৬৬৮. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্‌দালিফায় মাগরিব এবং ইশা এক ইকামতের সাথে আদায় করেছেন।

٣٦٦٩- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَه-

৩৬৬৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦٧٠- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الْمَغْرِبَ ثَلٰثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ فَقِيْلَ لَه يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَاهٰذَا فَقَالَ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ-

৩৬৭০. ইব্‌ন মারযূক (র) ও হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে মাগরিবের তিন এবং ইশা'র দু'রাক'আত এক ইকামতে আদায় করেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আবূ আবদুর রহমান! এটা আবার কী ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এ জায়গায় এক ইকামতে এই দুই সালাত আদায় করেছি।

٣٦٧١- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ بِاِقَامَةٍ لَيْسَ مَعَهَا اَذَانٌ ثَلٰثَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ الصَّلٰوةُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ مَالِكِ الْحَارِثِيْ مَاهٰذِهِ الصَّلٰوةُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ صَلَّيْتُ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ لَيْسَ مَعَهَا اَذَانٌ-

৩৬৭১. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... মালিক ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) মুযদালিফায় মাগরিবের সালাত তিন রাক'আত আযান ব্যতীত ইকামতের সাথে আদায় করেছেন। তারপর সালাম ফিরালেন। এরপর বললেন, 'আস-সালাত' এরপর দাঁড়িয়ে ইশা'র দু'রাক'আত আদায় করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন। খালিদ ইব্ন মালিক হারিসী (রা) তাঁকে বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান, এটা কিরূপ সালাত ? তিনি বললেন, আমি এ জায়গায় নবী ﷺ -এর সঙ্গে এ দু'রাক'আত সালাত আযান ব্যতীত আদায় করেছি।

٣٦٧٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ مِنْهُمْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَلِىُّ الْاَزْدِىُّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ-

৩৬৭২. ইউনুস (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা'র সালাত এক ইকামতে আদায় করেছেন।

এখানে ইব্ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ দু'সালাত এভাবে আদায় করেছেন, এগুলোর মাঝে তিনি আযানও দেন নি, ইকামতও বলেন নি।

ইব্ন উমর (রা) থেকে এ বিষয়ে অন্য শব্দেও রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

٣٦٧٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا لَمْ يُنَادِ فِىْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اِلاَّ بِالْاِقَامَةِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلٰى اِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا-

৩৬৭৩. ইউনুস (র) ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা'র সালাত একত্রে আদায় করেছেন। উভয়ের মধ্যে ইকামত ব্যতীত কোন আযান দেয়া হয় নি। না উভয়ের মাঝে এবং না তার কোন একটির পরে তাস্‌বীহ্ বলা হয়েছে (অর্থাৎ সুন্নাতসমূহ পড়া হয় নি)।

٣٦٧٤- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِىْ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يُنَادِ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلٰى اِثْرِ

وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اِلاَّ بِاِقَامَةٍ وَهٰكَذَا حِفْظِى عَنْ يُوْنُسَ عَنْ اِبْنِ وَهْبٍ غَيْرَ اَنِّىْ وَجَدْتُهُ فِىْ كِتَابِىْ كَمَا نَصَصْتُهُ فِى الْحَدِيْثِ الَّذِىْ قَبْلَ هٰذَا ـ

৩৬৭৪. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মুযানী (র) ..... ইব্‌ন আবী যি'ব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, উভয়ের মাঝে এবং তার কোন একটির পরে ইকামত ব্যতীত আযান দেয়া হয়নি। ইউনুস (র) থেকে আমার এরূপই স্মরণ আছে এবং তিনি ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু আমি আমার গ্রন্থে এটাকে এভাবেই পেয়েছি, যেভাবে আমি পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছি।

٣٦٧٥ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ الزُّهْرِىَّ عَنْ سَالِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ لَمْ يُنَادِ فِىْ كُلٍّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا اِلاَّ بِاِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ـ

৩৬৭৫. আবূ বাকরা (র) ..... সালিম (র) এর পিতা (আবদুল্লাহ রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মুযদালিফায় দুই সালাতকে এক ইকামতে একত্রিত করেছেন। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য ইকামত ব্যতীত আযান দেয়া হয়নি। এবং সেগুলোর মাঝে তাস্‌বীহ্‌ও আদায় করা হয়নি। (সুন্নাতসমূহ পড়া হয়নি)

বস্তুত এই হাদীসে তাঁর এই বক্তব্য যে, "এগুলোর জন্য ইকামত ব্যতীত আযান দেয়া হয়নি এবং তাসবীহ্‌ও আদায় করা হয়নি।" এতে এই সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে যে, ঐ ইকামত দ্বারা সেইগুলোর প্রত্যেক সালাতের জন্য ইকামত বলা উদ্দেশ্য এবং ঐ দু'টির জন্য এক ইকামতেরও সম্ভাবনা আছে। তবে আমাদের জন্য অধিকতর সংগত হল যে, আমরা এটাকে ঐ ইকামতের উপর প্রয়োগ করব যা দুই সালাতের উভয়ের জন্য বলা হয়েছে। যেন এই রিওয়ায়াত এবং এর পূর্বে যথাক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র), ইব্‌ন উমর (রা), নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত যা আমরা উল্লেখ করেছি উভয় রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তু সমন্বিত হয়ে যায়।

আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) ও বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকেও এর অনুকূলে রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

٣٦٧٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّوْمِىِّ قَالَ اَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ اَنَا غَيْلاَنُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ـ

৩৬৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিব ও ইশা'র সালাত এক ইকামতে আদায় করেছি।

٣٦٧٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৬৭৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এ বিষয়ে অপরাপর কিছু সংখ্যক 'আলিম তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, বরং উক্ত দুই সালাতের প্রথমটি আযান ও ইকামতের সাথে এবং দ্বিতীয়টি আযান ব্যতীত শুধু ইকামতের সাথে আদায় করবে।

এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٦٧٨- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ -

৩৬৭৮. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মুযদালিফায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মাগরিব ও ইশা'র সালাত এক আযান ও দুই ইকামতে আদায় করেছেন।

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের সালাত এক আযান ও এক ইকামতে আদায় করেছেন। এটা (রিওয়ায়াত) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে মালিক ইব্‌ন হারিস (র)-এর রিওয়ায়াতের পরিপন্থী।

এ বিষয়ে তাঁদের সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, আরাফাতে যে দুই সালাতকে একত্রিত করা হয় তা থেকে প্রথম সালাতের জন্য আযান ও ইকামত উভয়ই বলা হয়। তাই যুক্তির দাবি হল যে, মুযদালিফায় যে দুই সালাতকে একত্রিত করা হয় এর প্রথমটিরও অনুরূপ বিধান হবে।

٣٦٧٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّا فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلٰوةُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ حَتّٰى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ مَنْزِلَهُ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا -

৩৬৭৯. ইউনুস (র) ..... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে উপত্যকায় পৌঁছে সেখানে অবতরণ করলেন এবং পেশাব করলেন। তারপর উযূ করলেন কিন্তু উযূকে পূর্ণাঙ্গ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, সালাত আদায় করবেন ? তিনি বললেন, সালাত সম্মুখে আদায় করব। তারপর তিনি বাহনে আরোহণ করে মুয্‌দালিফায় পৌঁছলেন। সেখানে নেমে পূর্ণাঙ্গ উযূ করলেন। তারপর সালাতের ইকামত বলা হল, তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের উট তার অবস্থান স্থলে নিয়ে গিয়ে বসাল। এরপর ইশা'র সালাতের জন্য ইকামত বলা হল, তিনি তা আদায় করলেন এবং এই দুই সালাতের মাঝে কোন (সুন্নাত) সালাত আদায় করেননি।

নবী ﷺ থেকে মুয্‌দালিফায় দুই সালাত পড়ার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে যে, তিনি কি তা একত্রে মিলিত করে পড়েছেন না উভয়ের মাঝে কোন আমল করেছেন ? এ বিষয়ে সেই মর্মেও হাদীস বর্ণিত আছে যা আমরা ইব্‌ন উমর (রা) ও উসামা (ইব্‌ন যায়দ রা)-এর রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছি। এই সালাতগুলো আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁর থেকে বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এক আযান ও এক ইকামতে, কেউ কেউ বলেন যে, এক আযান ও দুই ইকামতে। পক্ষান্তরে অন্য একদল বলেন,

শুধু এক ইকামতে এবং কোন এক সালাতের সঙ্গেও আযান নেই। তারা এ বিষয়ে বিরোধ করেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর মুযদালিফায় যে দুই সালাতকে একত্রিত করা হয় তা হল মাগরিব এবং ইশা। যেমনিভাবে আরাফাতে দুই সালাতকে একত্রিত করা হয়, আর তা হল যুহর ও আসর। বস্তুত এই দুই জায়গায় সালাতের এই একত্রীকরণ সেই ব্যক্তির জন্য যে কি-না হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছে। ইহ্রাম ছাড়া হালাল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যে, হজ্জ ব্যতীত উমরা পালন করছে তার জন্য নয়। আরাফাতে এক সালাত অন্যটির পরে আদায় করা হয় এবং উভয়ের মাঝে অন্য কোন আমল করা হয় না। ঐ দু'টির জন্য এক আযান এবং দুই ইকামত বলা হয়। তাই যুক্তির দাবি হল যে, মুযদালিফার সালাতগুলোও অনুরূপ হবে যে, একটির পরে অপরটিকে এভাবে আদায় করা হবে যে, উভয়ের মাঝে অন্য কোন আমল হবে না। এগুলোর জন্য এক আযান এবং দুই ইকামত বলা হবে, যেমনিভাবে অভিন্নরূপে আরাফাতে করা হয়ে থাকে। বস্তুত এই অনুচ্ছেদে যুক্তি হল এটাই। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত পরিপন্থী। কেননা তাঁদের মতে আরাফাতে সালাতগুলোকে সেই রূপে একত্রিত করা হবে যেমনিভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু মুযদালিফায় এক আযান ও এক ইকামতে একত্রিত করা হবে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। এ বিষয়ে সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতাদর্শ হল যে, ঐ দু'টি সালাতকে এক ইকামতে পড়া হবে, উভয়ের জন্য আযান হবে না। যেমনিভাবে আমরা ইব্ন উমর (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি। আর যা কিছু আমরা জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি তা আমাদের কাছে অধিক পসন্দনীয়। কেননা এর স্বপক্ষে যুক্তি সাক্ষ্যবহন করে। তারপর এরপরে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীস এবং জাবির (রা)-এর হাদীসের বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন ঃ

٣٦٨٠- اَنَّ هٰرُوْنَ بْنَ كَامِلٍ وَفَهْدًا حَدَّثَنَا قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَهِىَ الْمُزْدَلِفَةُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثًا ثُمَّ قَامَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَبْحَةٌ -

৩৬৮০. হারূন ইব্ন কামিল (র) ও ফাহাদ (র) ..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, নবী ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা'র সালাতকে একত্রিত করেছেন। মাগরিবের তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন। এরপর ইশা'র জন্য ইকামত বলা হল এবং এর দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন। উভয়ের মাঝে অন্য কোন (সুন্নাত) সালাত আদায় করেননি।

এই রিওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঐ দুই সালাতকে দুই ইকামতে আদায় করেছেন। ইব্ন উমর (রা) থেকে আমরা এরূপ রিওয়ায়াত পেয়েছি, যা নবী ﷺ পর্যন্ত মারফূ হিসাবে বর্ণিত নয় যে, তিনি উভয়ের জন্য আযান দিয়েছেন।

٣٦٨١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا -

৩৬৮১. ইউসুফ ইব্ন ইয়াযীদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশাকে এক আযান ও এক ইকামতে একাত্রিত করেছেন এবং উভয়ের মাঝে কোন কিছু পড়েননি। আর এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শিক্ষা করা ব্যতীত তাতে আযান প্রবেশ করিয়েছেন।

বস্তুত এ বিষয়ে যা কিছু আমরা জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছি সেটা আমাদের কাছে অধিকতর পসন্দনীয়। কেননা কিয়াস ও যুক্তি এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে ও সমর্থন করে।

٢١– بَابُ وَقْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لِلضُّعَفَاءِ الَّذِيْنَ يُرَخَّصُ لَهُمْ فِيْ تَرْكِ الْوُقُوْفِ بِمُزْدَلِفَةَ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফার উকূফ পরিত্যাগের অবকাশ প্রাপ্ত দুর্বল লোকদের জামরা আকাবায় রমী করার সময়

٣٦٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَحَدَّثَنَا يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ بَعَثَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ ـ

৩৬৮২. ইব্ন মারযূক (র) ও ইউনুস (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুরবানীর দিন (১০ই যিলহজ্জ) নবী ﷺ যে সমস্ত লোকদের প্রেরণ করেছেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তারপর আমরা ফজরের (সালাতের) সাথে সাথেই কংকর নিক্ষেপ করেছি।

٣٦٨٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِى الصُّفَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا فَلْيُصَلُّوْا الصُّبْحَ بِمِنًى وَلْيَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ دَفْعَةَ النَّاسِ قَالَ فَكَانَ عَطَاءُ يَفْعَلُه بَعْدَ مَا كَبُرَ وَضَعُفَ ـ

৩৬৮৩. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্দালিফা'র রাতে আব্বাস (রা) কে বললেন, আমাদের দুর্বল ও নারীদের নিয়ে যান, তারা মিনাতে ফজরের সালাত আদায় করবে এবং লোকদের ভিড়ের পূর্বে জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করবে। ইসমাঈল ইব্ন আবদুল মালিক (র) বলেন, আতা (র) বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর অনুরূপ করতেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, দুর্বল লোকেরা ফজর শুরু হওয়ার পর জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে পারবে। তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, সূর্যোদয় পর্যন্ত তাদের জন্য কংকর নিক্ষেপ করা সমীচীন নয়। যদি তারা এর পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করে তাহলে তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে, কিন্তু তারা গুনাহ্গার হবে। তাঁরা বলেন, শু'বা (র)-এর রিওয়ায়াতে ইব্ন আব্বাস (রা) একথা উল্লেখ করেননি যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে ফজর শুরুর সময় কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। হতে পারে তাঁরা নিজেদের ধারণা মুতাবিক তা করেছেন যে, এটা নিক্ষেপের সময় অথচ প্রকৃতপক্ষে এর সময়

অন্যটি ছিল। আতা (র) যা কিছু তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তাতে তিনি জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপের সময় উল্লেখ করেননি যে, তা সূর্যোদয়ের পরে ছিল, না পূর্বে।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ নিজেদের মতাদর্শের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٦٨٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ اَهْلِهِ فَيَقِفُوْنَ عِنْدَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةَ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُوْنَ قَبْلَ اَنْ يَقِفَ الْاِمَامُ وَقَبْلَ اَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدِمُ مِنًى لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدِمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاذَا قَدِمُوْا رَمَوْا الْجَمْرَةَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ رَخَّصَ لاُوْلٰئِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৬৮৪. ইউনুস (র) ..... সালিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) নিজের পরিবারের দুর্বলদের আগে পাঠিয়ে দিতেন; তারা রাতে 'মাশআরুল হারাম' এবং মুযদালিফায় অবস্থান করতেন। আর যতটুকু সম্ভব হতো তারা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র করতেন। তারপর ইমাম অবস্থান করার এবং যাওয়ার পূর্বে চলে যেতেন। তাদের কেউ কেউ ফজরের সালাতের সময় মিনায় আসতেন, এবং কিছু সংখ্যক এর পরে পৌঁছতেন। যখন তারা এসে যেতেন তখন জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতেন। ইব্ন উমর (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সব লোকদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দল আলিমের প্রমাণ হল যে, এই হাদীসে ইব্ন উমর (রা) থেকে এ কথা উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সেই সময় জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হতে পারে তিনি তাদেরকে শুধু এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিলেন যে, মুযদালিফা থেকে রাতের সময় চলে যেতে পারে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও দলীল দিয়েছেন ঃ

٣٦٨٥ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ مَوْلٰى اَسْمَاءَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهَا قَالَتْ اَىْ بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَهِيَ تُصَلِّيْ وَنَزَلَتْ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ قَالَ قُلْتُ لاَ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ اَىْ بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ وَقَدْ غَابَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوْا اِذًا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ مَضَيْنَا بِهَا حَتّٰى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِيْ مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا اَىْ هَنْتَاهُ لَقَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ كَلاَّ يَابُنَيَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لِلظُّعُنِ ـ

৩৬৮৫. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আস্মা (রা)-এর গোলাম আবদুল্লাহ বিন্ত আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুযদালিফার রাতে যখন সেখানে অবস্থান করছিলেন এবং সালাত আদায় করছিলেন তখন বলেছিলেন, হে আমার সন্তান! চাঁদ কি অস্ত গিয়েছে ? আমি বললাম, না। তিনি আবার কিছুক্ষণ সালাত আদায় করলেন, এরপর বললেন, বাছা! চাঁদ কি অস্ত গিয়েছে ? তখন চাঁদ অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম; 'জী হাঁ। তিনি বললেন, তা হলে এখন রওয়ানা কর। তখন আমরা রওয়ানা করি এবং তাঁর সঙ্গে চলতে থাকি। অবশেষে তিনি কংকর নিক্ষেপ করেন। তারপর ফিরে এসে নিজ অবস্থান স্থলে ফজরের সালাত

আদায় করেন। আমি তাঁকে বললাম। জী ! আপনি তো আমাদেরকে অন্ধকারে জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি বললেন, না বেটা! কখনো নয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীদেরকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেছেন।

বস্তুত এতে এ কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি মুযদালিফা থেকে অন্ধকারে প্রত্যাবর্তনের সময় বুঝিয়েছেন। আবার এটাও হতে পারে যে, কংকর নিক্ষেপ করার সময়ের অন্ধকার করা বুঝিয়েছেন। আস্মা (রা) তাঁর জিজ্ঞাসা করার জওয়াবে তাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ তাঁদেরকে অন্ধকারে এর অনুমতি প্রদান করেছেন।

যারা বলেন যে, কংকর নিক্ষেপ করার সময় হল সূর্যোদয়ের পরে, নিম্নোক্ত হাদীস হল তাদের দলীল ঃ

٣٦٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ اَنَا كُرَيْبٌ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَه صَبِيْحَةَ الْفَجْرِ وَاَنْ لاَ يَرْمُوْا حَتّٰى يُصْبِحُوْا -

৩৬৮৬. ইব্‌ন আবী দাউদ(র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের নারীদের ও সামানাপত্র মুযদালিফার ভোর অন্ধকারে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন; তবে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ না করার নির্দেশ দিতেন।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে ফজরের শুরুতেই চলে যেতে এবং ফর্সা হওয়ার পরে কংকর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদেরকে যে সময় কংকর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এর সূচনা ফজর উদয় থেকে নয় বরং এর পরবর্তী সময়, তা হল ফর্সা হওয়ার পর।

٣٦٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ فِى الثَّقَلِ وَقَالَ لاَ تَرْمُوا الْجِمَارَ حَتّٰى تُصْبِحُوْا -

৩৬৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে মাল-সামানবাহী (দলের) সঙ্গে পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করবে না।

হতে পারে এখানে 'ভোর' দ্বারা সূর্যোদয় বুঝান হয়েছে, আবার এর পূর্ববর্তী সময়ও বুঝান হতে পারে। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেয়েছি ঃ

٣٦٨٨- اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبَنِىْ هَاشِمٍ يَا بَنِىْ اَخِىْ تَعَجَّلُوْا قَبْلَ زِحَامِ النَّاسِ وَلاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ -

৩৬৮৮. ইব্‌ন আবী দাউদ(র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ হাশিমকে বলেছেন, 'হে আমার ভাতিজারা! লোকদের ভিড়ের পূর্বে যাত্রাকে ত্বরান্বিত কর। কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করবে না।

٣٦٨٩– حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعَفَةَ اَهْلِهِ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَالَ فَاَتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْسَانًا مِنْهُمْ فَحَرَّكَ فَخِذَهُ وَقَالَ لاَ تَرْمِيْنَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ

৩৬৮৯. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফার রাতে তাঁর পরিবারের দুর্বলদের আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এক ব্যক্তির কাছে এলেন এবং তার রানে নাড়া দিয়ে বললেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করবে না।

٣٦٩٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُغَيْلِمَةَ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَجَعَلَ يَلْطَخُ اَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ اَىْ بُنَىَّ لاَتَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ

৩৬৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন ইউনুস (র), ইব্‌ন মারযুক (র) ও হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফার রাতে বানূ আবদুল মুত্তালিব-এর শিশুদেরকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি হাত দিয়ে আমাদের রান স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, (বাছারা)! জামরা আকাবায় সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করবে না।

٣٦٩١– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَكَانَ يَأْخُذُ بِعَضُدِ كُلِّ اِنْسَانٍ مِنَّا ـ

৩৬৯১. ফাহাদ (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ তিনি আমাদের প্রত্যেকের বাহু ধরতেন।

٣٦٩٢– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ اَفَضْنَا مِنْ جَمْعٍ فَلَمَّا اَنْ صِرْنَا بِمِنًى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ

৩৬৯২. ইব্‌ন মারযুক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা মুয্‌দালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করি, যখন আমরা মিনাতে পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করবে না।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য 'ভোর' সময়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে তাদেরকে কংকর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেটা এর পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সে সময় হল সূর্যোদয়ের পরের সময়। সুতরাং এই হাদীস, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত দাস শু'বা (র)-এর হাদীস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কেননা এটা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে 'তাওয়াতু'র বা সন্দেহাতীত সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত আছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। অধিকন্তু যেহেতু মুযদালিফা থেকে রাতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দুর্বল লোকদেরকে দেয়া হয়েছে যেন তারা লোকদের ভিড় থেকে নিরাপদ থাকে। যখন তারা মিনাতে পৌঁছে যাবে তখন তাদের জন্য লোকদের আসার পূর্বে সূর্যোদয়ের পরে জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা সম্ভবপর হয়ে যায়। যেমনিভাবে দুর্বল ব্যতীত অন্য লোকদের জন্য সেখান থেকে আসার পরে কংকর নিক্ষেপ করা সম্ভব হয় না। কেননা শক্তিশালী লোকরা প্রত্যাবর্তনের সময়েই এসে থাকে। আর সেটা হল সূর্যোদয়ের পূর্বের মুহূর্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এরূপই নির্দেশ প্রদান করেছেন।

٣٦٩٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِوْ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ كُنَّا وَقُوْفًا مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِجَمْعٍ فَقَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا لَايُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَالَفَهُمْ فَاَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ -

৩৬৯৩. ইব্ন মারযূক (র) ও ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) .....আম্‌র ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা উমর (রা)-এর সঙ্গে মুযদালিফাতে অবস্থানরত ছিলাম। তখন তিনি বললেন, জাহিলিয়্যাতের লোকেরা সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে রওয়ানা করত না। তারা বলত, হে ছাবির (মুযদালিফার একটি পাহাড়) তুমি আলোকিত হও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বিপরীত আমল করেছেন। তিনি সূর্য উঠার পূর্বেই রওয়ানা হয়ে পড়েন।

٣٦٩٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَا كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِجَمْعٍ فَقَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا لَايُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نُغِيْرُ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَالَفَهُمْ فَاَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ بِقَدْرِ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ -

৩৬৯৪. রবী'উল মুআয্যিন (র) ও ফাহাদ (র) ..... আম্‌র ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা মুযদালিফায় উমর (রা)-এর সঙ্গে উকূফরত ছিলাম। তখন তিনি বললেন, জাহিলিয়্যাতের লোকেরা সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে রওয়ানা করত না। তারা বলত, হে ছাবির আলোকিত হও। যেন আমরা তাড়াতাড়ি রওয়ানা হতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বিপরীত আমল করেছেন। তিনি সূর্যোদয়ের ততটুকু পূর্বে রওয়ানা হয়ে পড়েন, যতটুকু পূর্বে মুসাফির ফজরের সালাত আদায় করে।

বস্তুত যখন শক্তিশালী লোকেরা সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হয়, তাহলে দুর্বল লোকেরা যারা আগেই মিনাতে এসে যায় তাদের জন্য সূর্যোদয়ের পরে অপরাপর লোকেরা আসার পূর্বে কংকর

নিক্ষেপ করা সম্ভব হয়ে যায়। সুতরাং দুর্বল লোকদেরকে সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করার অনুমতি দেয়ার কোন অর্থ হয় না। কেননা এরূপ স্থানে প্রয়োজনের অনুপাতে অনুমতি দেয়া হয়, আর এখানে কোন প্রয়োজন নেই।

এতে সেই বিষয়টি সাব্যস্ত হল যা আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের অধীনে উল্লেখ করেছি যে, জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করাকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বিলম্ব করা হবে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٢- بَابُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর রাতে ফজর শুরুর পূর্বে জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা

٣٦٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ يَوْمَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا دَارَ اِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ اَنْ تُفِيْضَ فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ ـ

৩৬৯৫. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) .....উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালামা (রা)-এর পালা ছিল কুরবানীর দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযদালিফার রাতে তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন (মিনায়) রওয়ানা হয়ে যান। তারপর তিনি জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং ফজরের সালাত মক্কায় আদায় করলেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, কুরবানীর রাতে ফজর শুরু হওয়ার পূর্বে জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা জাইয। তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং বলেছেন ঃ

মক্কায় তাঁর ফজরের সালাত আদায় তখনই সম্ভবপর হবে যখন কিনা তিনি ফজর শুরুর পূর্বেই জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার কাজ সমাধা করে ফেলেবেন। কেননা দুই জায়গার মাঝে বেশ দূরত্ব রয়েছে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ কারো জন্য ফজর শুরুর পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা জাইয নয়। কেউ যদি ফজর শুরুর পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করে তবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় গণ্য হবে যে নিক্ষেপ করে নি এবং তার জন্য কংকর নিক্ষেপের সময় পুন নিক্ষেপ করা আবশ্যক হবে। অন্যথায় এর জন্য তাকে আবশ্যিকভাবে দম (কুরবানী) দিতে হবে। এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হল ঃ এই হাদীসে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে বিভিন্ন শব্দাবলী বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে সেই বিষয়বস্তুও বর্ণিত আছে যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং তাঁর থেকে এর পরিপন্থী বিষয়ও বর্ণিত আছে।

٣٦٩٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ اَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلٰوةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ ـ

৩৬৯৬. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন তাঁর সঙ্গে মক্কাতে ফজরের সালাতে শরীক থাকেন।

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে কুরবানীর দিন যা নির্দেশ দিয়েছেন তাহলো কুরবানীর পরবর্তী দিনের ফজরের সালাত। এটা প্রথমোক্ত হাদীসের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-কে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে ত্বরা করেছেন। সেখানেই তাঁরা ফজরের সালাত আদায় করেছেন। তখনো তাঁরা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন নি।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের অন্যতম হল ঃ

٣٦٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ سَوْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ زَمْعَةَ اِسْتَاْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُصَلِّىَ يَوْمَ النَّحْرِ الصُّبْحَ بِمِنًى فَاَذِنَ لَهَا وَكَانَتْ اِمْرَاَةً ثَبِطَةً فَوَدِدْتُ اَنِّىْ اِسْتَاْذَنْتُه كَمَا اِسْتَاْذَنَتْهُ ـ

৩৬৯৭. আহমদ ইব্ন দাঊদ(র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাওদা বিন্ত যাম্‌আ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কুরবানীর দিন ফজরের সালাত মিনাতে আদায় করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি ছিলেন একজন স্থুলকায়া নারী। আমার আফ্‌সোস হয়, আমিও যদি তার নিকট অনুরূপভাবে অনুমতি চাইতাম (তাহলে কতই না ভাল হত) যেভাবে তিনি চেয়েছেন।

٣٦٩٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ حَبِيْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ كُنَّا نَغْلِسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلٰى مِنًى ـ

৩৬৯৮. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... সালিম ইব্ন শাওয়াল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মু হাবীবা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর যুগে মুযদালিফা থেকে মিনা অভিমুখে ভোরের অন্ধকারে (কাক ডাকা ভোরে) যাত্রা করতাম।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁরা ফজর শুরু হওয়ার পরে (মিনা অভিমুখে) যাত্রা করতেন। এটা তাঁদের জন্য প্রথমোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী। এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা আসমা (রা)-এর রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছি যে, তিনি কংকর নিক্ষেপ করেছেন, তারপর নিজ অবস্থানস্থলে ফিরে এসেছেন এবং ফজরের সালাত আদায় করেছেন। তখন তাঁর গোলাম আবদুল্লাহ্ বলল, আপনি তো আমাদেরকে অন্ধকারে জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেছেন। আসমা (রা) বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে যে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেছেন, সেটা হল মুযদালিফা থেকে এরূপ সময়ে যাত্রা করা, যাতে করে মিনাতে গিয়ে তাঁরা ফজরের সালাত আদায় করতে পারেন।

যখন হিশাম ইব্ন উরওয়া (রা)-এর রিওয়ায়াতে তথ্যবিভ্রাট (ইয্‌তিরাব) বিদ্যমান, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, তাই মুহাম্মদ ইব্ন খাযিম (র)-এর রিওয়ায়াতের মুকাবিলায় হাম্মাদ ইব্ন সালমা (র)-এর রিওয়ায়াতের উপর আমল করা সংগত হবে না। কেননা হাম্মাদ ইব্ন সালমা (র) তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু সালামা (রা)-কে এজন্য তাড়াতাড়ি যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সেটা ছিল তাঁর পালার দিন এবং তিনি তাঁর কাছে তাই চাচ্ছিলেন, যা একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে।

অথচ সেই দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনা থেকে রওয়ানা করেন নি বরং মিনাতে অবস্থান করেন এবং রাত না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারতও করেন নি।

٣٦٩٩– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ طَاوُسٍ وَاَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَطَوَافَ الزِّيَارَةِ اِلَى اللَّيْلِ ـ

৩৬৯৯. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আয়েশা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাওয়াফে যিয়ারতকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন।

٣٧٠٠– حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اٰخِرِ يَوْمٍ ـ

৩৭০০. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিনের শেষে যাত্রা করেন।

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিনে রাত না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত করেন নি, তাহলে এটা অসম্ভব যে, তাঁর এই তাওয়াফের পূর্বে মক্কাতে উম্মু সালামা (রা)-এর সঙ্গে কোন প্রয়োজন হবে। কেননা এটা তাঁর পালার দিন ছিল এবং তিনি তাঁর থেকে তাই প্রত্যাশা করছিলেন, যা একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে। আর এটা তাওয়াফের পূর্বে তাঁর জন্য হালাল হতো না। সুতরাং আমাদের মতে অধিকতর সংগত কথা হল, আল্লাহ্-ই সর্বাধিক জ্ঞাত যে, তিনি তাঁকে কুরবানীর দ্বিতীয় দিনে মক্কাতে ফজরের সালাতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে সময় তিনি মক্কাতে হালাল তথা ইহ্রামমুক্ত ছিলেন। কুরবানীর দিনে জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার সময় সম্পর্কে মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল থেকে জ্ঞাত হয়েছেন।

٣٧٠١– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَمَا سِوَاهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ـ

৩৭০১. ইউনুস (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন জামরা আকাবায় চাশ্তের সময় কংকর নিক্ষেপ করেছেন। অন্য দিনগুলোতে মধ্যাহ্নের পর কংকর নিক্ষেপ (রমী) করেছেন।

٣٧٠٢– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৭০২. আহমদ ইব্ন দাউদ(র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৭০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এতে মুসলমানগণ জ্ঞাত হয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সময় কংকর নিক্ষেপ করেছেন সেটাই তাঁদের সময়। আমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়াস পাব যে, তিনি দুর্বল লোকদেরকে এর পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন কি-না ? আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যখন তিনি (ﷺ) বানূ হাশিম-এর দুর্বল লোকদেরকে মিনার দিকে আগে পাঠিয়ে দেন তখন তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে নির্দেশ দিলেন, সূর্যোদয়ের পরেই কংকর নিক্ষেপ করবে। এতে আমরা জ্ঞাত হলাম যে, তিনি দুর্বল লোকদেরকে শক্তিশালীদের থেকে আগে কংকর নিক্ষেপের অনুমতি দেন নি এবং তাদের সকলের জন্য কংকর নিক্ষেপ করার সময় একটি-ই। আর সেটা সূর্যোদয়ের পরে। বস্তুত রিওয়ায়াতসমূহের নীতি অনুযায়ী এই অনুচ্ছেদের এটাই সঠিক বিশ্লেষণ। আর যুক্তির নিরিখে এর বিশ্লেষণ হলো নিম্নরূপ ঃ

আমরা লক্ষ্য করছি যে, তারা (ফকীহ্‌গণ) এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিনের কংকর ইয়াওমুন্ নাহর (১০ই যিলহজ্জ)-এর পরে ফজর শুরু হওয়ার পূর্বে রাতে কংকর নিক্ষেপ করে এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না সে দিনে নিক্ষেপ করবে। তাই যুক্তির দাবি হল যে, কুরবানীর দিনে কংকর নিক্ষেপ করার বিধানও অনুরূপ হবে যে, সেটা সেই দিনেই নিক্ষেপ করা জাইয হবে। যদিও এ ব্যাপারে দিনের কিছু অংশ অপর কিছু অংশ অপেক্ষা উত্তম। যেমনিভাবে দ্বিতীয় দিনের কিছু অংশের কংকর নিক্ষেপ করা অপর কিছু অংশ অপেক্ষা উত্তম। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুওয়াইদ (র)-এর কলমে লিখিত তাঁর পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছি যে, তিনি আসরাম (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুওয়াইদ (র) বলেন, আবূ বাকর আসরাম (র)-এর অনুমতি প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদান করেছেন, যে কি-না তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত করবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুওয়াইদ (র) তাঁর সূত্রে আমাদেরকেও এর অনুমতি প্রদান করেছেন। আসরাম (র) বলেন, ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) আমাকে বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ মু'আবিয়া (র)।

٣٧٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ تُوَافِيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ ـ

৩৭০৪. আবূ মু'আবিয়া (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁকে কুরবানীর দিনে মক্কাতে নিজের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই হাদীসটি আবূ মু'আবিয়া (র) ব্যতীত অন্য কেউ মুস্‌নাদ রূপে বর্ণনা করে নি, এটা ভুল। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওকী (র) হিশাম (র) থেকে তিনি তাঁর পিতা উরওয়া (র) থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁকে (উম্মু সালামা রা) কুরবানীর দিনে মক্কাতে নিজের সঙ্গে ফজরের সালাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা তিনি অনুরূপ শব্দ বলেছেন। তিনি বলেন, এটাও আশ্চর্যজনক কথা। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ (আহমদ ইব্‌ন হাম্বল র) বলেন, কুরবানীর দিনে নবী ﷺ-এর মক্কাতে কি কাজ ছিল ? মনে হয় তিনি এই

হাদীসকে অস্বীকার করছেন। (আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুওয়াইদ র বলেন) তারপর আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বর্ণনা করলেন, হিশাম (র) তাঁর পিতা উরওয়া (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, নবী ﷺ উম্মু সালামা (রা)-কে নিজের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, এটা তাঁর মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এবং বলেছেন, কুরবানীর দিন ফজরের সালাত 'আব্‌তাহ' উপত্যকার যীফারাক নামক স্থানে পড়া হবে। (আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুওয়াইদ র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) আমাকে বলেছেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র)-কে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে, এভাবে সুফইয়ান (র) হিশাম (র) থেকে তিনি তাঁর পিতা উরওয়া (র) থেকে تُوَافِيْهِ -এর স্থলে تُوَافِيْ শব্দ রিওয়ায়াত করেছেন। তারপর ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ (আহমদ ইব্‌ন হাম্বল র) আমাকে বললেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ কতই না স্মৃতিশক্তি (যাব্‌ত)-এর অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। এরপর তিনি (আহমদ ইব্‌ন হাম্বল র) তাঁর চমৎকার প্রশংসা করলেন।

٢٣- بَابُ الرَّجُلِ يَدَعُ رَمْىَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمِيهَا بَعْدَ ذٰلِكَ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন জামরা আকাবার রমী বাদ পড়লে তা পরবর্তীতে সম্পাদন করবে

٣٧٠٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الرَّاعِىْ يَرْعٰى بِالنَّهَارِ وَيَرْمِىْ بِاللَّيْلِ -

৩৭০৫. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাখালরা দিনের বেলায় বকরী চরাবে এবং রাতের বেলায় কংকর নিক্ষেপ করবে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) এই মত গ্রহণ করেছেন যে, এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কংকর নিক্ষেপ করার ব্যাপারে রাত এবং দিন একই সময়। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর দিনে জামরা আকাবায় রমী করা ছেড়ে দেয় তারপর পরবর্তী রাতে রমী করে তাহলে তার উপর কোন কিছু (কাফ্‌ফারা) আবশ্যক হবে না। যদি আগামী ভোর পর্যন্ত নিক্ষেপ করতে না পারে, তাহলে তখন নিক্ষেপ করবে এবং বিলম্বের কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। কেননা রমীর সময় দ্বিতীয় দিনের ফজর শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) তাঁর বিরোধিতা করে বলেছেন, রমী করার দিনগুলোতে যখনই স্মরণ হবে রমী করবে। তার উপর দম ইত্যাদি কিছুই আবশ্যক হবে না। যদি তার স্মরণ না হয় এবং রমীর দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, এরপর তার স্মরণ হয় তাহলে এখন আর রমী করবে না। আর এই পরিত্যাগের কারণে তার উপর দম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে।

এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٧٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ الْبَدَّاحِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَتَعَاقَبُوْا فَكَانُوْا يَرْمُوْنَ غُدْوَةَ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَدَعُوْنَ لَيْلَةً وَيَوْمًا ثُمَّ يَرْمُوْنَ مِنَ الْغَدِ -

৩৭০৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... আসিম ইব্ন আদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ রাখালদেরকে ১০ই যিলহজ্জ ইয়াওমুন নাহরের পরেও কংকর নিক্ষেপের অনুমতি প্রদান করেছেন। তারা ইয়াওমুননাহরের পূর্ববর্তী ভোরে কংকর নিক্ষেপ করত এবং এক রাত দিন ছেড়ে দিত। তারপর পরের দিন নিক্ষেপ করত।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা ১০ই যিলহজ্জ ভোরে কংকর নিক্ষেপ করত। তারপর একরাত দিন ছেড়ে পরের ভোরে কংকর নিক্ষেপ করত। তাই এভাবে তারা দ্বিতীয় দিনের রমী তৃতীয় দিনে করত এবং এতে তাদের উপর দম আবশ্যক হত না। দ্বিতীয় দিনের রমী তৃতীয় দিনে করার হুকুম চতুর্থ দিনের হুকুমের পরিপন্থী বলেও গণ্য হয়নি। এতে এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যে ব্যক্তি কুরবানীর দিন জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে না পারে আইয়ামে তাশরীকে তার তা স্মরণ হয় তাহলে সে কংকর নিক্ষেপ করবে এবং তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। তারপর যুক্তিও এই বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য বহন করে। আর তা হল, আমরা লক্ষ্য করছি যে, হজ্জের কতিপয় আমল এরূপ রয়েছে যে, সর্বদাই (পূরোজীবন) যার সময় হিসাবে বিবেচিত। তা থেকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ও তাওয়াফে সদর (বিদায়ী তাওয়াফ) অন্যতম। আবার এর কিছু আমল এরূপ আছে, যা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করা হয়, পূরোজীবন এর সময় হিসাবে বিবেচিত নয়। জামরাসমূহের রমী করা এগুলোর অন্যতম। সুতরাং যে আমল পূরোজীবন ও সকল সময়ে সম্পাদন করা যায়, তা যখনই আদায় করা হবে, এর সম্পাদনকারীর উপর দম ইত্যাদি ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যখন তা নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হবে তখন পরিত্যাগকারীর উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। অতএব তা থেকে যা অবশিষ্ট সময়ে সম্পাদন করা যায়, এর সম্পাদনকারীর উপর শুধু সেগুলোর সম্পাদন করা আবশ্যক এবং যে সমস্ত কাজ সময় বাকি না থাকার কারণে আদায় করা যায় না, এর স্থলে দম ওয়াজিব হবে। জামরা আকাবায় ইয়াওমুন নাহরের পরের ভোরে কংকর নিক্ষেপ করা বস্তুত ইয়াওমুন নাহরের কংকর নিক্ষেপের কাযা। এটা এরূপ সময়ে রমী করা হয়েছে, যা এর সময়ের অর্ন্তভুক্ত।

যদি বিষয়টি এরূপ না হত তাহলে এ রমীর হুকুম দেয়া হত না। যেমনিভাবে ঐ ব্যক্তিকে রমীর হুকুম দেয়া হয় না, যে আইয়ামে তাশরীক খতম হওয়া পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করে না। যখন ১০ই যিলহজ্জের পরবর্তী দিন সেই রমীর সময় এবং আমরা এ বিষয়ে ফকীহদের ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছি যে, হজ্জের কার্যাবলীর যে কাজ নিজ সময়ে সম্পাদন করা হয়, এর সম্পাদনকারীর উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হয় না। অনুরূপভাবে যখন এই ব্যক্তি (রমীকারী) নিজ সময়ে কংকর নিক্ষেপ করে তাহলে তার উপরও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, আমরা ঐ ব্যক্তির উপর কুরবানী (দম) এই জন্য আবশ্যক সাব্যস্ত করেছি যে, সে কুরবানীর দিন এবং পরবর্তী রাতে কংকর নিক্ষেপ না করে এ বিষয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে।

তাঁকে উত্তরে বলা হবে যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, 'তাওয়াফে সদর' (বিদায়ী তাওয়াফ) পরিত্যাগকারী যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ বর্জনকারী যখন গৃহে ফিরে যায়; তারা উভয়েই গুনাহ্গার হয়। আর আপনি বলছেন যে, এরা উভয়ে যদি ফিরে আসে এবং যে আমল পরিত্যাগ করেছিল তা সম্পাদন করে তাহলে তাদের এই গুনাহ্ দ্বারা তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না। কেননা তারা এই আমল সময়ের মধ্যেই সম্পাদন করেছে। অনুরূপভাবে কুরবানীর দ্বিতীয় দিনে জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে, যদিও এই রমী কুরবানীর দিন ওয়াজিব ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দিন নিক্ষেপ করার দ্বারা যেন সে নিজ সময়ে রমী করেছে। তাই তার উপর কংকর নিক্ষেপ করা ব্যতীত কিছু-ই ওয়াজিব হবে না। এই অনুচ্ছেদে এটাই যুক্তি এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত।

٢٤- بَابُ التَّلْبِيَةِ مَتَى يَقْطَعُهَا الْحَاجُّ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ পালনকারী কখন তালবিয়া পাঠ সমাপ্ত করবে ?

٣٧٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ قَالَ اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ هُوَ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَبِيْحَةَ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ فَاَمَّا نَحْنُ فَكُنَّا نُكَبِّرُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الْعَجَبُ لَكُمْ كَيْفَ لَمْ تَسْأَلُوْهُ مَا قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ فِيْ ذٰلِكَ -

৩৭০৭. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা ৯ই যিলহজ্জ ভোরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের কেউ কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত আবার কেউ কেউ 'আল্লাহু আকবার' বলত। আমরা তাকবীর বলছিলাম এবং আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সালামা (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আশ্চর্যের ব্যাপার! আপনারা তাঁর নিকট এটা কেন জিজ্ঞাসা করলেন না যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল কি ছিল ?

٣٧٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ اَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ عَلَى التَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَكَانَ اِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ -

৩৭০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ৯ই যিলহজ্জ বিকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে আরোহী ছিলাম। তিনি তাকবীর, তাহলীল-এর অতিরিক্ত কিছু করতেন না এবং যখন তিনি প্রশস্ত জায়গা পেতেন তখন দ্রুত চলতেন।

٣٧٠٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ اَنَّهُ سَأَلَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ اِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ -

৩৭০৯. ইউনুস (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাকর সাকাফী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাঁরা উভয়ে আরাফাত অভিমুখে যাচ্ছিলেন, যে এই দিনে আপনারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কি আমল করতেন ? তিনি বললেন, আমাদের কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত এবং এর প্রতিবাদ করা হত না। আবার কেউ 'আল্লাহু আকবার' বলত এবং তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হত না।

٣٧١٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَدْرَكْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ وَنَحْنُ غَادِيَانِ

مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَاتٍ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْغَدَاةِ فَقَالَ سَاُخْبِرُكَ كُنْتُ فِىْ رَكْبٍ فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَلَسْتُ اُثْبِتُ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৩৭১০. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী বাকর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম তখন আমরা মিনা থেকে আরাফাতে যাচ্ছিলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এই সকালে (দিনে) কি আমল করতেন? তিনি বললেন, অতি সত্বর আমি তোমাদের তা বলব, আমি ঐ কাফেলায় ছিলাম, যাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও ছিলেন। কতিপয় লোক 'তাহলীল' করত এবং এর প্রতিবাদ করা হতো না। আবার কতিপয় লোক তাক্‌বীর তথা 'আল্লাহু আকবার' বলত এবং তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হত না। আমার স্মরণ নেই যে, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কী আমল করেছেন।

٣٧١١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْاِهْلاَلِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ كُنَّا نُهِلُّ مَادُوْنَ عَرَفَةَ وَنُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ ـ

৩৭১১. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবুয্ যুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে ৯ই যিলহজ্জ তথা আরাফাতের দিন তালবিয়া পাঠ করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, আমরা ৯ই যিলহজ্জ তথা আরাফাতের দিন ব্যতীত তালবিয়া পাঠ করতাম এবং আরাফাতের দিন তাকবীর বলতাম।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, হজ্জ পালনকারী ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের দিনে তালবিয়া পাঠ করবে না। তালবিয়া কখন সমাপ্ত করবে এ সময়ের ব্যাপারে তাঁরা বিরোধ করেছেন। একদল বলেন যে, যখন আরাফাতের দিকে রওয়ানা হবে তখন, পক্ষান্তরে অপর দল বলেন যে, আরাফাতের উকূফ করার সময় সমাপ্ত করবে। তাঁরা এ বিষয়ে উল্লেখিত এই সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, বরং হজ্জ পালনকারী হাজী জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে। তাঁরা বলেন, যে সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করেছেন তাতে আমাদের বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। কেননা তাতে উল্লেখ হয়েছে যে, তাদের কতিপয় লোক তাকবীর বলতেন, আবার কতিপয় তাহলীল বলতেন। আর এটা একথার প্রতিবন্ধক নয় যে, তাঁরা এটাও (তাকবীর ও তাহলীল) করেছেন এবং তালবিয়াও পাঠ করেছেন। কেননা হাজী ৯ই যিলহজ্জের একদিন পূর্বে তাকবীর, তাহলীল ও তালবিয়া (তিনটিই) বলতে পারত। সুতরাং তার তাকবীর ও তাহলীল তালবিয়া পাঠের প্রতিবন্ধক ছিল না। অনুরূপভাবে যা কিছু আপনারা ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তাহলীল ও তাকবীর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন সেটা তালবিয়া পাঠের প্রতিবন্ধক নয়। পক্ষান্তরে ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের দিনের পরে জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ বর্ণিত আছে। তা থেকে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ প্রণিধানযোগ্য ঃ

٣٧١٢ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبَانَ صَالِحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ وَقَفْتُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَا هٰذَا فَقَالَ كَانَ اَبِيْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَدَقَ اَخْبَرَنِي الْفَضْلُ اَخِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبّٰى حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيْهَا وَكَانَ رَدِيْفَهُ ـ

৩৭১২. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... ইকরামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা)-এর সঙ্গে উকূফ করেছি। তিনি জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ আবদুল্লাহ ! এটা কী ? তিনি বললেন, আমার পিতাও অনুরূপ করতেন এবং তিনি আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করতেন। ইকরামা (র) বলেন, তারপর আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিষয় অবহিত করলাম। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। আমাকে আমার ভ্রাতা ফযল (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরা আকাবায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন এবং তিনি তাঁর পিছনে আরোহী (সহযাত্রী) ছিলেন।

٣٧١٣ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ـ

৩৭১৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফযল (ইব্‌ন আব্বাস) (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٣٧١٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৩৭১৪. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফযল (ইব্‌ন আব্বাস রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে আরোহী ছিলাম। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧١٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ـ

৩৭১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র (র) ও হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٣٧١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَه -

৩৭১৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ফযল (ইব্ন আব্বাস রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَالَ وَلَمْ يَسْمَعِ النَّاسَ يُلَبُّوْنَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ أَنَسِيْتُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -

৩৭১৭. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... ছুওয়াইর (র) -এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ পালন করেছি। তিনি জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত অবিরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন। রাবী বলেন, তিনি লোকদেরকে ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের দিন বিকালে তালবিয়া পাঠ করতে শুনতে পেলেন না। তাই বললেন, হে লোক সকল! তোমরা কি ভুলে গিয়েছ ? সেই সত্তার কসম, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে দেখেছি, তিনি জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٣٧١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا اَفَاضَ اِلٰى جَمْعٍ جَعَ يَكُبُّ فَقَالَ رَجُلٌ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَنَسِيَ النَّاسُ اَمْ ضَلُّوْا ثُمَّ لَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -

৩৭১৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে হজ্জ পালন করেছি। তিনি যখন মুযদালিফা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তালবিয়া পাঠ করছিলেন। এক বেদুইন বলল যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, লোকেরা হয়ত ভুলে গিয়েছে অথবা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٣٧١٩- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدِ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ لَبّٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلٰى عَرَفَاتٍ فَقَالَ النَّاسُ مَنْ هٰذَا الْاَعْرَابِيُّ فَالْتَفَتَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَضَلَّ النَّاسُ اَمْ نَسُوْا وَاللّٰهِ مَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ اِلاَّ اَنْ يَخْلُطَ ذٰلِكَ بِتَهْلِيْلٍ اَوْ بِتَكْبِيْرٍ -

৩৭১৯. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাখবারা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ রা) আরাফাতে যাওয়ার পথে তালবিয়া পাঠ করেছেন। তখন লোকেরা বলল, এই বেদুইন কে? আবদুল্লাহ (রা) আমার দিকে ফিরে বললেন, লোকেরা কি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, না ভুলে গিয়েছে? আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত অবিরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন। তবে তিনি মাঝে মাঝে তাকবীর এবং তাহলীলও পাঠ করেছেন।

٣٧٢٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنْ مُجَاهِدٍ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ غَدَوْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ غَدَاةَ جَمْعٍ وَهُوَ يُلَبِّىْ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَضَلَّ النَّاسُ اَمْ نَسُوْا اُشْهِدُ لَكُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -

৩৭২০. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... ইব্‌ন সাখবারা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুযদালিফার সকালে আমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম এবং তিনি তালবিয়া পাঠ করছিলেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বললেন, লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে না ভুলে গিয়েছে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٣٧٢١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يُلَبِّىْ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ -

৩৭২১. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা) বলেছেন, তখন আমরা মুযদালিফায় ছিলাম, আমি সেই সত্তাকে এই জায়গায় 'লাব্বায়্কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা' পাঠ করতে শুনেছি, যার উপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে।

٣٧٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الاَوَّلِ الاَحْوَلِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ -

৩৭২২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... হুসাইন (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٢٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رِدْفَ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مُزْدَلِفَةَ اِلٰى مِنًى فَكِلاَهُمَا قَالاَ لَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -

৩৭২৩. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) আরাফাত থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত নবী ﷺ-এর পিছনে আরোহী (সহযাত্রী) ছিলেন। তারপর তিনি মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে পিছনে আরোহী করে বসিয়েছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরা আকাবায় রমী করা পর্যন্ত অবিরত তালবিয়া পাঠ করেছেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন এবং এগুলো বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর যে সমস্ত রিওয়ায়াত এই অনুচ্ছেদের শুরুতে এসেছে এবং আমরা সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি, সেগুলো আমাদের মতে এই সমস্ত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী নয়। এই ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে আরোহী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আরাফাতে এবং এরপরেও তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছেন। আমরা উসামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন, আমি আরাফাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে আরোহী ছিলাম, তিনি তাহ্‌লীল ও তাকবীরের অতিরিক্ত কিছু করতেন না। আরাফাতের পরে তাঁর তালবিয়া পাঠ করাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আরাফাতেও তালবিয়া পাঠ করেছেন। আরাফাতে তাঁর তাকবীর ও তাহ্‌লীল বলা এ রকম ছিল, যেমনিভাবে তিনি এর পূর্বে বলতেন। এরূপ নয় যে, তিনি তালবিয়া পাঠের জায়গায় তাকবীর ও তাহলীল বলেছেন।

আপনারা কি লক্ষ্য করছেন ? মুজাহিদ (র)-এর রিওয়ায়াতে আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন। তবে তিনি কোন কোন সময় তাতে তাকবীর ও তাহ্‌লীলকেও শামিল করতেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তালবিয়াতে তাকবীর ও তাহ্‌লীলও বলতেন এবং তাঁর সে সময় তাকবীর ও তাহলীল বলা তালবিয়ার ওয়াক্ত না হওয়ার দলীল নয়। আর সে সময় তালবিয়া পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, এটা তাঁর তালবিয়ার ওয়াক্ত। সুতরাং এই সমস্ত রিওয়ায়াতের সঠিক ব্যাখ্যা দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, তালবিয়ার ওয়াক্ত হল কুরবানীর দিন জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে এই সমস্ত রিওয়ায়াতে সেই ব্যাখ্যার পরিপন্থী বক্তব্যও বর্ণিত আছে ঃ

٣٧٢٤ـ مَاحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُهِلُّ يَوْمَ عَرَفَةَ حَتّٰى يَرُوْحَ ـ

৩৭২৪. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আ'মির ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (র)-এর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের দিন উকূফ স্থলের (মাওকিফ) দিকে যাওয়ার পূর্বে তালবিয়া পাঠ করতেন।

٣٧٢٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ اِذَا رَاحَتْ اِلَى الْمَوْقِفِ ـ

৩৭২৫. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) যখন উকূফ স্থলের দিকে রওয়ানা হতেন তখন তালবিয়া ছেড়ে দিতেন।

তাদের বিরুদ্ধে প্রথম দলের দলীল হল যে, কাসিম (র) তাঁর এই হাদীসে যা আমরা তার বরাতে আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি, এটা বলেন নি যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আরাফাতে উকূফের পূর্বে তালবিয়া সমাপ্ত করে দেয়া হবে। বরং তিনি শুধু তাঁর আমলের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, উম্মুল মু'মিনীন (রা) অবস্থান স্থলের দিকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তালবিয়া পাঠ ছেড়ে দিতেন। হতে পারে তিনি এই আমল এজন্য করেন নি যে, তালবিয়ার ওয়াক্ত শেষ হয়ে গিয়েছে; বরং তিনি তা ব্যতীত অন্য যিক্‌র যেমন তাকবীর ও তাহ্‌লীল গ্রহণ করেছেন, যেমনিভাবে তিনি আরাফাতের দিনের পূর্বেও এরূপ করতে পারতেন। সুতরাং এটা তালবিয়া পরিত্যাগ করা এবং এর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার দলীল নয়। অনুরূপভাবে যা কিছু আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) উমর (রা) থেকে এ বিষয়ে রিওয়ায়াত করেছেন তাও এরূপ ঃ

٣٧٢٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ الْاَسْوَدِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَخَطَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْهُ يُلَبِّيْ صَعَدَ اِلَيْهِ الْاَسْوَدُ فَقَالَ اَنْ تُلَبِّيْ فَقَالَ اَوْ يُلَبِّيْ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ فِيْ مِثْلِ مَقَامِيْ هٰذَا قَالَ الْاَسْوَدُ نَعَمْ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُلَبِّيْ فِيْ مِثْلِ مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتّٰى صَدَرَ بَعِيْرَهُ عَنِ الْمَوْقِفِ قَالَ فَلَبَّى الزُّبَيْرُ -

৩৭২৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আসওয়াদ (র)-এর সঙ্গে হজ্জ পালন করেছি। যখন ৯ই যিলহজ্জের (আরাফাতের) দিন হল তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) আরাফাতে খুতবা দিলেন। যখন (আসওয়াদ র) তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনলেন না, তখন তিনি তাঁর দিকে উঠে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে তালবিয়া পাঠ করতে কিসে বারণ করেছে ? তিনি বললেন, আমার ন্যায় এরূপ স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও কি মানুষ তালবিয়া পাঠ করবে ? আসওয়াদ (র) বললেন, জী হাঁ! আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) কে আপনার ন্যায় এরূপ স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তারপর তিনি যতক্ষণ না তাঁর উট নিয়ে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন অবিরত তালবিয়া পাঠ করেছেন। রাবী বলেন, তারপর ইব্‌ন যুবাইর (রা) তালবিয়া পাঠ করেছেন।

٣٧٢٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا يَوْمُ تَسْبِيْحٍ وَتَكْبِيْرٍ وَتَهْلِيْلٍ فَسَبِّحُوْا وَكَبِّرُوْا فَجَاءَ اَبِيْ يَعْنِيْ الْاَسْوَدَ يَحْرِشُ النَّاسَ حَتّٰى صَعَدَ اِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اَشْهَدُ عَلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَبّٰى عَلٰى هٰذَا الْمِنْبَرِ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ -

৩৭২৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন যুবাইর (রা) কে ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের দিন খুত্‌বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন এটা তাস্‌বীহ্‌, তাকবীর ও তাহ্‌লীলের দিন। সুতরাং তোমরা তাসবীহ্‌ পড় এবং তাকবীর বল। এমন সময়ে আমার পিতা আসওয়াদ (র) লোকদের তিরস্কার করতে করতে এলেন এবং তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন, তখন তিনি মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, আমি উমর (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি এই দিনে এই মিম্বারের উপরে তালবিয়া পাঠ করেছেন। তখন ইব্‌ন যুবাইর (রা) 'লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক' বললেন।

আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে, যখন আসওয়াদ (র) ইব্‌ন যুবাইর (রা) কে অবহিত করলেন যে, এর পূর্বে এরূপ দিনে উমর (রা) তালবিয়া পাঠ করতেন এবং এই আমল গ্রহণ করেছেন, তখন ইব্‌ন যুবাইর (রা) তালবিয়া পাঠ করেছেন। তিনি কিন্তু এটা বলেন নি যে, আমি উমর (রা) কে দেখেছি তিনি এই দিনে তালবিয়া বলতেন না, যেমনিভাবে আমের ইব্‌ন আবদুললাহ্‌ এর পিতা সূত্রে উমর (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু ইব্‌ন যুবাইর (রা) উমর (রা)-এর নিকট ঐ দিন উপস্থিত হয়েছেন যেই দিন তিনি তালবিয়া পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু উমর (রা) এটা বলেননি যে, তিনি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তা ছেড়ে দিয়েছেন। ইব্‌ন যুবাইর (রা) মনে করেছিলেন এই পরিত্যাগ করাটা ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ছিল। যখন আসওয়াদ (র) তাঁকে উমর (রা) সূত্রে অবহিত করলেন যে, উমর (রা) সেই দিন তালবিয়া পাঠ করেছেন। তখন ইব্‌ন যুবাইর (রা) জ্ঞাত হলেন যে, যে সময়ে উমর (রা) তালবিয়া পাঠ করেননি তখনও এর ওয়াক্ত ছিল। উমর (রা) তা ছেড়ে দেয়া এই কারণে ছিল না যে, তালবিয়া পাঠের ওয়াক্ত ছিল না। ইব্‌ন যুবাইর (রা) সন্দেহ করেছিলেন যে, উমর (রা) তা ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন, অথচ ব্যাপারটি এরূপ ছিল না। তারপর তিনি তালবিয়া পাঠ করেছেন এবং দেখেছেন যে, যা কিছু আসওয়াদ (র) উমর (রা) থেকে তালবিয়া পাঠের ব্যাপারে বলেছেন তা তার নিজের ঐ রিওয়ায়াত অপেক্ষা, যা তালবিয়া পরিত্যাগের ব্যাপারে রয়েছে; অধিকতর সঙ্গত।

٣٧٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ صَعِدَ الاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَارَّهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ نَزَلَ الاَسْوَدُ لَبّٰى ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَظَنَّ النَّاسُ اَنَّ الاَسْوَدَ اَمَرَهُ بِذٰلِكَ-

৩৭২৮. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ওয়াবারা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের দিন আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) এমন সময় ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর দিকে অগ্রসর হলেন যখন তিনি মিম্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে চুপি চুপি কিছু কথা বললেন, এরপর নেমে আসলেন। যখন আসওয়াদ (র) নেমে আসলেন, তখন ইব্‌ন যুবাইর (রা) তালবিয়া পাঠ করলেন। এতে লোকেরা ধারণা করল যে, আসওয়াদ (র) তাঁকে এরূপ করতে বলেছিলেন।

٣٧٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُلَبِّيْ غَدَاةَ الْمُزْدَلِفَةِ-

৩৭২৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুয্দালিফার ভোরে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) কে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

٣٧٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بِعَرَفَةَ فَلَبّٰى عَبْدُ اللّٰهِ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ رَجُلٌ مِنْ هٰذَا الَّذِىْ يُلَبِّىْ فِىْ هٰذَا الْمَوْضِعِ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فِىْ تَلْبِيَتِهٖ شَيْئًا مَا سَمِعْتُ مِنْ اَحَدٍ لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ ـ

৩৭৩০. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আরাফাতে আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসঊদ রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আবদুল্লাহ (রা) জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, ইনি কে, যিনি এই জায়গায় তালবিয়া পাঠ করছেন ? রাবী বলেন, আমি ইব্ন মাস্ঊদ (রা) থেকে এরূপ কথা শুনেছি, যা অন্য কারো থেকে শুনিনি। তিনি তাঁর তালবিয়ায় বলেছেন ঃ 'লাব্বায়কা আদাদাত্তুরাবি' উপস্থিত আছি ধূলিকণার সমান সংখ্যায়।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, উমর (রা) আরাফাতের ময়দানে মিম্বারের উপর তালবিয়া পাঠ করতেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) ও তাঁর পরে এই আমল গ্রহণ করেছেন। যখন আসওয়াদ (র) তাঁকে উমর (রা) থেকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন তখন আশপাশের কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। সুতরাং এটা (সাহাবীগণের) ইজমার (ঐকমত্য) গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) ও এরূপ করেছেন। তাই যে সমস্ত লোকদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, যেহেতু তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলের অনুকূল রয়েছেন, অতএব তাঁদের আমল দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, হজ্জে জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার আগ পর্যন্ত তালবিয়া ছাড়বে না। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর এটাই অভিমত।

٢٥- بَابُ اللِّبَاسِ وَالطِّيْبِ مَتٰى يَحِلاَّنِ لِلْمُحْرِمِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিমের জন্য (সেলাই করা) পোশাক এবং সুগন্ধি কখন জাইয হয় ?

٣٧٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ اُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ وَهْبٍ اَنَّ عُكَّاشَةَ بْنَ وَهْبٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَخًا لَهُ اٰخَرَ جَاءَاهَا حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ فَاَلْقَيَا قَمِيْصَهُمَا فَقَالَتْ مَالَكُمَا فَقَالاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ اَفَاضَ مِنْهَا فَلْيُلْقِ ثِيَابَهُ وَكَانُوْا تَطَيَّبُوْا وَلَبِسُوا الثِّيَابَ ـ

৩৭৩১. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... উক্কাশা ইব্ন ওহাব (রা)-এর বোন জুযামা বিন্ত ওহাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ -এর সাহাবী উক্কাশা ইব্ন ওহাব (রা) ও তাঁর অপর এক ভাই কুরবানীর দিন সূর্যাস্তের পর তাঁর নিকট আসেন। এসে তাঁরা জামা খুলে ফেললেন। তিনি বললেন, তোমাদের কি হল তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিনা থেকে (মক্কার দিকে) প্রত্যাবর্তন

করেনি সে যেন তার কাপড় খুলে ফেলে। তারা সেই সময় সুগন্ধি ব্যবহার অবস্থায় এবং কাপড় পরিহিত ছিলেন।

٣٧٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَنَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ وَاٰخَرُ فِى مِنًى مَسَاءَ يَوْمِ الاَضْحٰى فَنَزَعَا ثِيَابَهُمَا وَتَرَكَا الطِّيْبَ فَقُلْتُ مَا لَكُمَا فَقَالاَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَنَا مَنْ لَمْ يُفِضْ اِلَى الْبَيْتِ مِنْ عَشِيَّةٍ هٰذِهِ فَلْيَدَعِ الثِّيَابَ وَالطِّيْبَ -

৩৭৩২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন উসমান (র) ..... উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান (রা) এবং অন্য এক ব্যক্তি কুরবানীর দিন মিনাতে বিকাল বেলায় আমার নিকট আসেন। এসে তারা তাঁদের কাপড়ও খুলে ফেললেন এবং সুগন্ধিও পরিত্যাগ করলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, কি হল ? তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, যে ব্যক্তি এই বিকালে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে যাত্রা করবে না সে যেন কাপড় ও সুগন্ধি (ব্যবহার) পরিত্যাগ করে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, কারো জন্য কাপড় এবং সুগন্ধি ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ না তার জন্য স্ত্রীর নিকট যাওয়া হালাল হবে। আর এটা তখন হালাল হবে যখন সে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করবে। তারা এ বিষয়ে উল্লিখিত এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন, যখন সে রমী করবে এবং মাথা মুণ্ডন করবে তখন তার জন্য পোশাক পরিধান করা জায়িয হয়ে যায়। তবে তাঁরা সুগন্ধি ব্যবহারে মতবিরোধ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, এর হুকুম পোশাকের হুকুমের ন্যায়, পোশাকের ন্যায় এটাও হালাল হবে। অপর একদল বলেছেন, এর হুকুম স্ত্রী সহবাসের হুকুমের ন্যায়, যতক্ষণ না স্ত্রী সহবাস জায়িয হবে এর ব্যবহারও জায়িয হবে না। এ বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٧٣٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيْبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ النِّسَاءُ -

৩৭৩৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা রমী এবং মাথা মুণ্ডন করে ফেল তখন তোমাদের জন্য স্ত্রীদের নিকট যাওয়া ব্যতীত সুগন্ধি ব্যবহার এবং পোশাকসহ প্রত্যেক কাজ (যা ইহ্‌রামের কারণে বৈধ ছিল) জায়িয (হালাল) হয়ে যায়।

٣٧٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৭৩৪. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٣٥۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِىُّ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَه عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحِلِّهٖ حِيْنَ حَلَّ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ قَالَ اُسَامَةُ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهٗ ۔

৩৭৩৫. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ইহ্রাম খোলার জন্য সুগন্ধি লাগিয়েছি যখন তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করার পূর্বে ইহ্রাম খুলেছেন। উসামা (র) যথাক্রমে আবূ বাকর ইব্ন হায্ম (র), আম্রা (র), আয়েশা (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٣٦۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَنِىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهٗ ۔

৩৭৩৬. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٣٧۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ ۔

৩৭৩৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٣٨۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ۔

৩৭৩৮. ইব্ন মারযূক (র) ও ফাহাদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٣٩۔ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ ۔

৩৭৩৯. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٤٠۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ۔

৩৭৪০. ফাহাদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৭৪১. মুহাম্মদ ইবন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এখানে আয়েশা (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রমী এবং হলকের (মাথা মুণ্ডন) পরে তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। বস্তুত এই হাদীস ইবন লাহীয়া (র)-এর হাদীসের সাথে, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি, সাংঘর্ষিক হচ্ছে। কিন্তু এই রিওয়ায়াত হল উৎকৃষ্টতর। কেননা তাওয়াতুর এবং বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে অন্য হাদীস এর সমতুল্য নয়। তারপর ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি এতে অন্য এক বিষয় অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ

٣٧٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ النِّسَاءُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَالطِّيْبُ فَقَالَ اَمَا اَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَضْمَخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ اَفَطِيْبٌ هُوَ -

৩৭৪২. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেনে যে, তিনি বলেছেন, যখন তোমরা জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবে তখন তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস ব্যতীত অন্য সব কিছু জাইয হয়ে যায় (যা ইহ্‌রামের কারণে হারাম ছিল)। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, তাহলে সুগন্ধির অবস্থা কি ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি, তিনি তাঁর পবিত্র মাথায় মিশ্‌ক (কস্তুরী) ব্যবহার করতেন। সেটা কি সুগন্ধি ?

এই হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য দ্বারা আমরা উল্লেখ করেছি যে, জামরাতে (আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করার পর স্ত্রী (সহবাস) ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক কাজ হালাল হয়ে যায়। তিনি তাতে হলক তথা মাথা মুণ্ডনের উল্লেখ করেন নি। এই হাদীসে এটাও ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি নবী ﷺ কে দেখেছেন, তিনি তাঁর পবিত্র মাথায় কস্তুরী লাগিয়েছেন। কিন্তু তিনি এটা বলেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই কাজ কোন্ সময় করেছেন। সম্ভবত তিনি মাথা মুণ্ডনের পূর্বে এ কাজ করেছেন। আবার হতে পারে এরপরে করেছেন। কিন্তু আমাদের জন্য উত্তম পন্থা হল যে, আমরা এটাকে সেই বিষয়ের উপর প্রয়োগ করব, যা পূর্ব উল্লিখিত আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতের অনুকূল। এর বিপরীত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করব না। তিনি নবী ﷺ -এর যে কাজকে দেখেছেন তা জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করা এবং মাথা মুণ্ডানোর পরে ছিল, যেমনটি আয়েশা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। তারপর ইব্ন আব্বাস (রা) নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, রমী করার পর হলক বা মাথা মুণ্ডন হালাল হয়ে যায় এবং হলকের পর পোশাক পরিধান করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়িয হয়ে যায়। বস্তুত এই জায়গাটি পর্যবেক্ষণের অবকাশ রাখে। আর তা হল এরূপ ঃ ইহ্‌রাম হল মাথা মুণ্ডন, (সেলাই করা) পোশাক পরিধান করা ও সুগন্ধি ব্যবহারের প্রতিবন্ধক। এই সম্ভাবনাও বিদ্যমান আছে যে, যখন মাথা মুণ্ডন জায়িয হয়ে যায় তখন এই অবশিষ্ট কাজগুলোও জায়িয হয়ে যায়। আবার এই

সম্ভবনাও আছে যে, হলক পর্যন্ত এই সমস্ত কাজ হালাল হবে না। আমরা এতে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি যে, উমরা পালনকারীর উপর ইহ্‌রামের কারণে সেই সমস্ত বিষয় হারাম হয়, যা হজ্জের ইহ্‌রামের কারণে হারাম হয়ে থাকে। তারপর আমরা লক্ষ্য করছি, যখন সে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ সম্পন্ন করে নেয় তখন তার জন্য মাথা মুণ্ডান জায়িয হয়ে যায়। কিন্তু স্ত্রী সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার ও (সেলাই করা) পোশাক পরিধান করা তখন পর্যন্ত হালাল হয় না, যতক্ষণ না মাথা মুণ্ডন করবে। সুতরাং যখন উমরার হুরমত প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন তার জন্য মাথা মুণ্ডান জায়িয হয়ে যায়। কিন্তু হলক জায়িয হয়ে যাওয়ার দরুন সে সেই ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না যার জন্য এটা ব্যতীত যেমন পোশাক পরিধান ও সুগন্ধি ব্যবহার জায়িয হয়। হজ্জের মধ্যেও অনুরূপ যে, যখন হলক জায়িয হয়ে যায়, তখন এর দ্বারা অপরাপর কাজসমূহের বৈধতা আবশ্যক নয় যা তার উপর ঐ ইহ্‌রামের কারণে হারাম হয়ে গিয়েছিল, যতক্ষণ না সে মাথা মুণ্ডন করবে। এটা সেই বিষয়ের উপর কিয়াস ও যুক্তি, যা উমরাতে সকলের ঐকমত্যের বিষয়। তারপর আমরা ঐ দুইদল এবং প্রথম দলের মাঝে যারা উক্কাশা (রা)-এর হাদীসের মর্ম অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন তাঁদের মতবিরোধের দিকে দৃষ্টি ফিরাতে প্রয়াস পাব। আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইহ্‌রামের পূর্বে, পুরুষের জন্য স্ত্রীদের নিকট যাওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাই করা পোশাক পরিধান করা, শিকার করা, মাথা মুণ্ডানসহ সেই সমস্ত কাজ, যা ইহ্‌রামের কারণে হারাম হয়ে যায়, সেগুলো হালাল থাকে। এরপর যখন সে ইহ্‌রাম বাঁধে তখন মাত্র একটি কারণ অর্থাৎ ইহ্‌রামের কারণে এই সমস্ত কাজসমূহ তার উপর হারাম হয়ে যায়। তাই যেমনিভাবে এটা একই কারণে হারাম হয়, একথার সম্ভবনা রয়েছে যে, একই কারণে হালালও হয়ে যাবে এবং এটারও সম্ভবনা রয়েছে যে, বিভিন্ন জিনিসের দ্বারা হালাল হবে, এক বৈধতার পরে অপর বৈধতা আসবে।

আমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাঁদের (ফকীহ্‌গণকে) লক্ষ্য করছি যে, তাঁরা সকলে এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মুহরিম ব্যক্তি রমী করার পর তার জন্য হলক (মাথা মুণ্ডন করা) হালাল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোন বিরোধ নেই এবং এ ব্যাপারেও তাঁরা সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, (সেই সময়) স্ত্রী সহবাস পূর্বের ন্যায় তার উপর হারাম থেকে যায়। এতে সাব্যস্ত হল যে, তার উপর যে সমস্ত জিনিস এক কারণে হারাম হয় তা বিভিন্ন কারণে জায়িয হয়ে যায়। এর দ্বারা ঐ 'কারণ' বাতিল হয়ে গেল যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং যখন সাব্যস্ত হল যে, রমী করার পর হলক জায়িয হয়ে যায় এবং মাথা মুণ্ডানোর পর তার জন্য জায়িয রয়েছে যে, সে শরীরের যে অংশ থেকে ইচ্ছা চুল ফেলে দিবে অথবা তার নখ কেটে ফেলবে। আমরা দৃষ্টি দিতে প্রয়াস পাব যে, পোশাকেরও কি এই হুকুম না এর হুকুম স্ত্রী সহবাসের হুকুমের ন্যায়। সেটা তখন পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ না স্ত্রী সহবাস জায়িয হবে। আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে হজ্জের ইহ্‌রামরত ব্যক্তিকে দেখেছি যে, যদি সে উকূফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার হজ্জ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে, যদি সে তার চুল মুণ্ডন করে বা নখ কাটে তাহলে একারণে তার উপর ফিদয়া ওয়াজিব হয় এবং এতে তার হজ্জ বিনষ্ট হবে না। আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে, যদি সে উকূফে আরাফার পূর্বে সেলাই করা কাপড় পরিধান করে ফেলে এতে তার ইহ্‌রাম বিনষ্ট হবে না এবং তার উপর এ কারণে ফিদয়া আবশ্যক হবে। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বের পোশাকের হুকুম চুল ও নখ কাটার হুকুমের অনুরূপ, স্ত্রী সহবাসের হুকুমের অনুরূপ নয়। সুতরাং এর উপর যুক্তির দাবি হল যে, রমী ও হলকের পরেও এর হুকুম সেই দু'টির হুকুমের অনুরূপ হবে, স্ত্রী সহবাসের হুকুমের অনুরূপ হবে না। এ বিষয়ে যুক্তি এটাই।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলেন যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, মুহ্‌রিমের জন্য চুম্বন দেয়া হলক করার পরেও হারাম এবং আরাফাতে অবস্থান করার পূর্বে এটা পোশাকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, স্ত্রী সহবাসের হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাহলে হলকের পরে পোশাক পরিধান সেই (চুম্বন দেয়ার) হুকুমের মধ্যে গণ্য হয় না কেন?

তাঁকে উত্তরে বলা হবে যে, পোশাক চুম্বন অপেক্ষা মাথা মুণ্ডানোর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা চুম্বন স্ত্রী সহবাসের কারণসমূহের একটি কারণ এবং এর হুকুম স্ত্রী সহবাসের হুকুমের সাথে অভিন্ন হবে। যখন সেটা হালাল হবে এটাও হালাল হবে, যখন সেটা হারাম হবে এটাও হারাম হবে। বস্তুসমূহের মাঝে চিন্তা-ভাবনার দাবি এটাই যে, হলক ও পোশাক সহবাসের কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সেগুলো শরীর পরিচর্যার কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। সেগুলোর প্রত্যেকটির হুকুম চুম্বনের হুকুম অপেক্ষা এরূপ আমলের (হলক ইত্যাদি) হুকুমের সঙ্গে মিল রাখা অধিক সংগত। সুতরাং যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি, এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রমী এবং হলকের পরে পোশাক পরিধানে কোন অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরবর্তীতে সাহাবীগণও এটা বলেছেন ঃ

٣٧٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا حَلَّقْتُمْ وَرَمَيْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ -

৩৭৪৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, যখন তোমরা মাথা মুণ্ডন করে নিবে এবং রমী করে ফেলবে তখন স্ত্রী ও সুগন্ধি ব্যতীত তোমাদের জন্য সব কিছু হালাল হয়ে যাবে (যা ইহ্‌রামের কারণে হারাম ছিল।)

٣٧٤٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ -

৩৭৪৪. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ -

৩৭৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) আরাফাতে লোকদেরকে খুত্‌বা দিয়েছেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٧٤٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ اَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ وَلِحْيَتِهِ يَعْنِىْ قَبْلَ اَنْ يَزُوْرَ-

৩৭৪৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর নখ গোঁফ ও দাড়ি কাটতেন। অর্থাৎ তাওয়াফের পূর্বে এই আমল করতেন।

বস্তুত এখানে উমর (রা) তাদের জন্য হলক ও রমী করার পর স্ত্রী ও সুগন্ধি ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু জায়িয সাব্যস্ত করেছেন। আয়েশা (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন যুবাইর (রা) শুধু সুগন্ধির ব্যাপারে তাঁর

বিরোধিতা করেছেন। পক্ষান্তরে আয়েশা (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) এদের উভয় থেকে আমরা এই বিষয়টি এর পূর্বে এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٣٧٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرٰى فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ اِلاَّ النِّسَاءُ حَتّٰى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ -

৩৭৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ...... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন কেউ জাম্‌রা কুব্‌রায় (জামরা আকাবা) কংকর নিক্ষেপ করবে, তখন যা কিছু তার উপর (ইহ্‌রামের কারণে) হারাম হয়ে গিয়েছিল তা হালাল হয়ে যায়। তবে স্ত্রী (সহবাস) বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ পর্যন্ত জায়িয নয়।
ইব্‌ন উমর (রা) থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যা এর অনুকূলে প্রমাণ বহন করে ঃ

٣٧٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الَّذِىْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِى الْفَصْلِ الَّذِىْ قَبْلَ هٰذَا قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كُنْتُ اَطِيْبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ اَنْ يُفِيْضَ فَسُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ اَنْ يُؤْخَذَبِهَا مِنْ سُنَّةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

৩৭৪৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমর (রা) বলেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যা আমরা এর পূর্বে তাঁরই সূত্রে বর্ণনা করেছি যে, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে (মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম। সুতরাং উমর (রা)-এর সুন্নাত (তরীকা) অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা অধিকতর উপযোগী।
এরপর যুক্তিও এ বিষয়ের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। কেননা সুগন্ধির হুকুম স্ত্রী সহবাস অপেক্ষা পোশাকের হুকুমের সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে এই অনুচ্ছেদেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) -এর অভিমত।
তাবেঈনদের একদল থেকেও অনুরূপ রিওয়ায়াত আছে ঃ

٣٧٤٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ دَعَانَا سُلَيْمٰنُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَوْمَ النَّحْرِ اَرْسَلَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَخَرِجَةَ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ شِهَابٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الطِّيْبِ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ قَبْلَ اَنْ يُفِيْضَ فَقَالُوْا تَطَيَّبْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلاَّ اَنَّ

عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلًا قَدْ رَأَى مُحَمَّدًا ﷺ فَكَانَ اِذَا رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اَنَاخَ فَنَحَرَ وَحَلَّقَ ثُمَّ مَضٰى مَكَانَهُ فَاَفَاضَ اِلَى الْبَيْتِ ـ

৩৭৪৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ বকর ইব্‌ন হায্‌ম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক কুরবানীর দিন আমাদেরকে ডাকলেন। তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র), কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র), সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র), খারিজা ইব্‌ন যায়দ (র) ও ইব্‌ন শিহাব (যুহরী র) কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই দিন প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করার বিধান কী ? আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ব্যতীত অন্যান্য সকলে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সুগন্ধি ব্যবহার করুন। আবদুল্লাহ (র) বললেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) এরূপ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মুহাম্মদ ﷺ কে দেখেছেন। তিনি যখন জামরা আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতেন তখন উট থেকে নামতেন, কুরবানী করতেন, মাথা মুণ্ডাতেন। তারপর নিজে অবস্থান স্থলে যেতেন এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে যেতেন।

٢٦- بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيْضُ بَعْدَ مَا طَافَتْ لِلزِّيَارَةِ قَبْلَ اَنْ تَطُوْفَ لِلصَّدْرِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর তাওয়াফে সদর (বিদায়ী তাওয়াফের)-এর পূর্বে কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে–

٣٧٥٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزَّجَّاجِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ اَوْسٍ الثَّقَفِىِّ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ قَبْلَ اَنْ تَطُوْفَ قَالَ تَجْعَلُ اٰخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافَ قَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ لِىْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَأَيْتُ تَكْرِيْرَكَ لِحَدِيْثٍ سَأَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ سَأَلْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْمَا اُخَالِفَهُ ـ

৩৭৫০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হারিস ইব্‌ন আউস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) কে ঐ নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যার তাওয়াফের (বিদায়ী তাওয়াফ) পূর্বে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়। তিনি বললেন, সে যেন তাওয়াফকে তার শেষ আমল করে নেয়। হারিস (রা) বললেন, আমি বললাম, যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন তিনিও আমাকে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। উমর (রা) আমাকে বললেন, তোমার এ সম্পর্কে আমার কাছে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা, যার সম্পর্কে তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে ফেলেছ কোন্ উদ্দেশ্যে ছিল ? তা কি এ জন্য যে, আমি তাঁর বিরোধিতা করি ?

٣٧٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ ـ

৩৭৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আবূ আওয়ানা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٥٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ مَرْزُوْقٍ فِى اِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيْضُ -

৩৭৫২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ আওয়ানা (র) থেকে সনদ ও মতনের দিক দিয়ে ইব্‌ন মারযূক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আমি উমর (রা) কে ঐ নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেছে তারপর তার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গিয়েছে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, কারো জন্য তাওয়াফে সদর (বিদায়ী তাওয়াফ) সম্পন্ন করা ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করা জায়িয নয়। তাঁরা এ বিষয়ে ঋতুগ্রস্ত নারীকে তার ঋতুস্রাবের কারণে ওযরগ্রস্ত সাব্যস্ত করেননি। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, ঐ নারী ঐ তাওয়াফ ছাড়াও প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তাঁরা তাকে ঋতুস্রাবের কারণে ওযরগ্রস্ত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন সে এর পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করে ফেলেছে।

তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٧٥٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمٰنَ وَهُوَ ابْنُ اَبِى مُسْلِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُوْنَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَنْفُرَنَّ اَحَدُ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ -

৩৭৫৩. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা সব রকমে (তাওয়াফে সদর করে এবং না করে) ফিরে যেত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের কেউ যেন প্রত্যাবর্তন না করে যতক্ষণ না তার শেষ আমল হয় বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ।

٣٧٥٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ اِلاَّ اَنْ قَدْ خَفَّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ -

৩৭৫৪. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লোকদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিতেন যে, তাদের শেষ আমল যেন হয় বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ। তবে তিনি হায়িযগ্রস্ত নারীর জন্য তা শিথিল করে দেন।

٣٧٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْتَ الَّذِىْ تُفْتِى الْحَائِضَ اَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ فَقَالَ سَلْ فُلاَنَةَ الاَنْصَارِيَّةَ هَلْ اَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَصْدُرَ فَسَأَلَ الْمَرْأَةَ رَجَعَ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا اَرَاكَ اِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ -

৩৭৫৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি নাকি ঋতুগ্রস্ত নারী সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন যে, সে শেষ আমল বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ সম্পন্ন করা ব্যতীতও প্রত্যাবর্তন করতে পারে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যায়দ (রা) বললেন, এমনটি করবেন না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, অমুক আনসারী নারীকে জিজ্ঞাসা কর তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়েছিলেন কি-না ? তখন তিনি উক্ত নারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর তাঁর নিকট ফিরে এসে বললেন, আমি জানতে পেরেছি, আপনি সত্য বলেছেন।

٢٧٥٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِخْتَلَفَا فِىْ الْمَرْأَةِ تَحِيْضُ بَعْدَ مَا تَطُوَّفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ زَيْدٌ يَكُوْنُ اٰخِرَ عَهْدِهَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَنْفِرُ اِذَا شَاءَتْ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُتَّابِعُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا فَقَالَ سَلُوْا صَاحِبَتَكُمْ اُمَّ سُلَيْمٍ فَسَأَلُوْهَا فَقَالَتْ حِضْتُ بَعْدَ مَا طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ فَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَنْفِرَ وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اَلْخَيْبَةُ لَكِ حَبَسْتِ اَهْلَنَا فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَنْفِرَ ـ

৩৭৫৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইকরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) ঐ নারীর ব্যাপারে মতবিরোধ করেন, কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করার পর যার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গিয়েছে। যায়দ (রা) বলেন, তার শেষ আমল হবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, সে যখন ইচ্ছা প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। আনসারগণ বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস (রা)! আমরা এ বিষয়ে আপনার অনুসরণ করতে পারব না। কেননা আপনি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর বিরোধিতা করছেন। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের (গোত্রীয়) বোন উম্মু সুলাইম (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কুরবানীর দিন তাওয়াফ করার পরে আমার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। সাফিয়্যা (রা) ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়েন, আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, হায় কপাল! তুমি আমাদের পরিজনদেরকে আটকে ফেলেছ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়টি উল্লেখ করা হলে তিনি তাঁকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

٢٧٥٧ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَاضَتْ بَعْدَ مَا اَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَنْفِرَ ـ

৩৭৫৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মু সুলাইম (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তাঁর কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করার পর ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়ে যায়। নবী ﷺ তাঁকে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

٣٧٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنْفِرَ رَاٰى صَفِيَّةَ عَلٰى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيْبَةً حَزِيْنَةً وَقَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا اَكُنْتِ اَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِىْ اِذًا -

৩৭৫৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রওয়ানা করার সংকল্প করেছেন তখন দেখলেন সাফিয়্যা (রা) তাঁর তাঁবুর দরোজায় অত্যন্ত বিষণ্নভাবে (দাঁড়িয়ে) আছেন। তখন তাঁর ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি আমাদেরকে আটকে ফেলবে। তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করেছিলে? তিনি বললেন, জী হাঁ! তিনি বললেন, তাহলে এখন রওয়ানা হতে পার।

٣٧٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৩৭৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ التَّغْلِبِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ -

৩৭৬০. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন ইউনুস তাগলাবী আল-কুফী (র) ..... যথাক্রমে আসওয়াদ (র), তিনি আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বিষয়বস্তু রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٦١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهٗ -

৩৭৬১. ইউনুস (র) ..... আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান (র) ও উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) ..... আয়েশা (রা) এর বরাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٦٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ نَحْوَهٗ -

৩৭৬২. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... ইব্ন শিহাব (র) ও হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٦٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

৩৭৬৩. ইউনুস (র) ..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٦٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ -

৩৭৬৪. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... আবূ সালমা (র) থেকে আয়েশা (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٦٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىْ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حَاضَتْ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَحَابِسَتْنَا هِىَ فَقُلْتُ اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ فَقَالَ فَلاَ اِذًا -

৩৭৬৫. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনীন) সাফিয়্যা বিন্‌ত হুওয়াই ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নবী ﷺ-এর নিকট আমি এটা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এ আমাদের আটকে ফেলবে নাকি ? আমি বললাম, তিনি তাওয়াফে যিয়ারত করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, তাহলে আর কোন অসুবিধা নেই।

٣٧٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ -

৩৭৬৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٦٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا وَهْبُ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ -

৩৭৬৭. ইউনুস (র) ..... যথাক্রমে আম্‌র (র), আয়েশা (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٧٦٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَسُلَيْمٰنَ خَالُ ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ قَرِيْبًا مِنْ سَنَتَيْنِ يَنْهٰى اَنْ تَنْفِرَ الحَائِضَ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ نُبِّئْتُ اَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ -

৩৭৬৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা) প্রায় দু'বছর পর্যন্ত ঋতুগ্রস্ত নারীকে তার শেষ আমল বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ সম্পন্ন করা ব্যতীত প্রত্যাবর্তনে নিষেধ করতেন। তারপর তিনি বলেছেন, আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, নারীদেরকে এর অবকাশ দেয়া হয়েছে।

٣٧٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ طَاوُسُ الْيَمَانِىْ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْاَلُ عَنْ حَبْسِ النِّسَاءِ عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ اِذَا حِضْنَ قَبْلَ النَّفْرِ وَقَدْ اَفَضْنَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اِنَّ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَذْكُرُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُخْصَةً لِلنِّسَاءِ وَذٰلِكَ قَبْلَ مَوْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِعَامٍ ـ

৩৭৬৯. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... তাউস ইয়ামানী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) কে বলতে শুনেছেন, তাঁকে সেই সমস্ত নারীদের আটক থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যারা কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারতের পরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নারীদের অনুমতি সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ করতেন। আর এটা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর মৃত্যুর এক বছর পূর্বের কথা।

٣٧٧٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَرْخَصُ لِلْحَائِضِ اِذَا اَفَاضَتْ اَنْ تَنْفِرَ قَالَ طَاوُسُ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لاَتَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُوْلُ تَنْفِرُ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৭৭০. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঋতুগ্রস্ত নারীদেরকে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করার পর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিতেন। তাউস (র) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা) কে বলতে শুনেছি, সেই নারী যেতে পারবে না। তারপর পরবর্তীতে তাঁকে বলতে শুনেছি, ঐ নারী যেতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেছেন।

٣٧٧١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَيُّوْبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَيُّوْبَ الْمَعْرُوْفُ بِابْنِ خَلَفِ الطَّبْرَانِيْ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدُ النَّاقِدُ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ اِلاَّ الْحُيَّضُ رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৭৭১. আবূ আয়্যুব আবদুল্লাহ ইব্ন আয়্যুব উরফে ইব্ন খাল্ফ তাবারানী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এই গৃহের হজ্জ পালন করবে তার যেন শেষ আমল হয় বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ। তবে ঋতুগ্রস্ত নারীরা এর ব্যতিক্রম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে (তা পরিত্যাগ করার) অবকাশ দিয়েছেন।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, ঋতুগ্রস্ত নারীরা তাওয়াফে সদর তথা বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বে ফিরে যেতে পারবে, যদি তারা পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী এর এ মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, যারা এর বিরোধী মত পোষণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ও ইব্ন উমর (রা)ও রয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঋতুগ্রস্ত নারীকে যে অনুমতি দিয়েছেন তাঁরা দু'জনও ওটাকে অনুমতি সাব্যস্ত করেছেন। আর অবশিষ্ট লোকদের উপর যা কিছু তাওয়াফে সদর (বিদায়ী তাওয়াফ) ওয়াজিব করে ছিলেন তা থেকে তাদেরকে বাদ

দিয়েছেন। এতে সাব্যস্ত হল যে, হারিস ইব্ন আউস (রা)-এর হাদীস ও উমর (রা)-এর অভিমত এই সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। আমরা এখানে যা বর্ণনা করেছি, তাই হল ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٧- بَابُ مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ পালন কালে কোন আমলকে অন্য আমলের আগে সম্পাদন করা

٣٧٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَفَضْتُ قَبْلَ اَنْ اَحْلِقَ قَالَ اِحْلِقْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ وَجَاءَهُ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنِّىْ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَحَرَجَ -

৩৭৭২. আবূ বাক্‌রা (র) ...... আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে তাওয়াফে ইফাযা (যিয়ারত) করে ফেলেছি ? তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডন করে ফেল, এতে কোন দোষ নেই। রাবী বলেন, তারপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কংকর নিক্ষেপ করে নাও, এতে কোন দোষ নেই।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে তাওয়াফ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, মাথা মুণ্ডন করে নাও, এতে কোন দোষ নেই। এতে একথারও সম্ভবনা বিদ্যমান আছে যে, মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে তাওয়াফ করা জায়িয আছে এবং এ বিষয়ে তাঁর পক্ষ থেকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। আর তিনি হজ্জপালনকারীকে অনুমতি দিয়েছেন যে, এ দুই কাজ থেকে যেটি ইচ্ছা অন্যটির আগে সম্পন্ন করতে পারবে। এই হাদীসে আরো ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁর কাছে আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কংকর মেরে নাও, এতে কোন দোষ নেই। এতেও সেই বিষয়ের সম্ভবনা বিদ্যমান রয়েছে যা আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছি।

এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কিছু রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে ঃ

٣٧٧٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَذْبَحَ اَوْذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يَحْلَقَ فَقَالَ لاَحَرَجَ لاَحَرَجَ -

৩৭৭৩. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে যবাহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে অথবা মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে যবাহ করে ফেলে ? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই, কোন দোষ নেই।

٣٧٧٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْمُعَلِّيُّ بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى فِي النَّحْرِ وَالْحَلَقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ فَقَالَ لاَحَرَجَ ـ

৩৭৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তাঁকে কুরবানীর দিন যখন তিনি মিনাতে অবস্থান করছিলেন, কুরবানী, হলক, ও রমী করা এবং এগুলোর মাঝে আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই।

٣٧٧٥ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّابُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَاسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ اِلاَّ قَالَ لاَ حَرَجَ ـ

৩৭৭৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সে দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে কোন আমলকে অন্য আমলের আগে সম্পাদন করে ফেলে, যা-ই জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেছেন, এতে কোন দোষ নেই, এতে কোন দোষ নেই।

বস্তুত এতেও সেই বিষয়ের সম্ভবনা বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রথমোক্ত হাদীসে বিদ্যমান। এ বিষয়ে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকেও কিছু রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

٣٧٧٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَحَرَجَ قَالَ اٰخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ اٰخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طُفْتُ بِالْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَحَرَجَ ـ

৩৭৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে যবাহ করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কংকর মেরে নাও, এতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যবাহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন, যবাহ করে নাও, এতে কোন দোষ নেই। আরেক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যবাহ করার পূর্বে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করে ফেলেছি। তিনি বললেন, যবাহ করে নাও, এতে কোন দোষ নেই।

বস্তুত এই রিওয়ায়াতটি পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতের অনুরূপ। এতেও পূর্বানুরূপ সম্ভবনা বিদ্যমান রয়েছে।
এই বিষয়ে উসামা ইব্‌ন শরীক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٣٧٧٧ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَجَجْنَا

مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسُئِلَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَذْبَحَ اَوْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ لَا حَرَجَ لَاحَرَجَ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلَيْهِ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ رُفِعَ الْحَرَجُ اِلاَّ مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئًا ظُلْمًا فَذٰلِكَ الْحَرَجُ -

৩৭৭৭. আহমদ ইব্‌নুল হাসান (র) ..... উসামা ইব্‌ন শরীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জ পালন করেছি। তাঁর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে যবাহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছে অথবা মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে যবাহ করে ফেলেছে। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। যখন তাঁরা তাঁকে পুন পুন জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! কঠোরতা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাই থেকে সীমালংঘন করে কোন বস্তু নিয়ে নেয়, বস্তুত এটা হল কঠোরতা।

এটাও পূর্বোক্ত রিওয়ায়াত সমূহের অনুরূপ। আর সম্ভবত এখানে গুনাহ্ না হওয়ার কথাই বুঝান হয়েছে অর্থাৎ যা কিছু তোমরা করেছ এতে কোন গুনাহ্ নেই। কেননা তোমরা তা জেনে-শুনে করনি; বরং অজ্ঞতার কারণে সুন্নাত পরিপন্থী এই আমল করেছ। সুতরাং এতে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

٣٧٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اُرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فِىْ حَجَّتِهِ فَقَالَ اِنِّىْ رَمَيْتُ وَاَفَضْتُ وَنَسِيْتُ وَلَمْ اَحْلِقْ قَالَ فَاحْلِقْ وَلَاحَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ اِنِّىْ رَمَيْتُ وَحَلَقْتُ وَنَسِيْتُ اَنْ اَنْحَرَ قَالَ فَانْحَرْ وَلَا حَرَجَ -

৩৭৭৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ...... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি তার হজ্জ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করে বলল, আমি রমী ও তাওয়াফে ইফাযা (ফরয তাওয়াফ) করেছি; কিন্তু মাথা মুণ্ডন করতে ভুলে গিয়েছি। তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডন কর, এতে কোন দোষ নেই। তারপর তাঁর কাছে আরেক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি রমী এবং মাথা মুণ্ডন করেছি কিন্তু কুরবানী করতে ভুলে গিয়েছি। তিনি বললেন, কুরবানী কর, এতে কোন দোষ নেই।

٣٧٧٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا وَيُوْنُسَ حَدَّثَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَاحَرَجَ فَجَاءَهُ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ ارْمِ لَاحَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلَا اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلَاحَرَجَ -

৩৭৭৯. ইউনুস (র) .....আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে লোকদের জন্য অবস্থান করলেন। তাঁরা তাঁকে (বিভিন্ন বিষয়) জিজ্ঞাসা করছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি বুঝতে পারিনি, তাই আমি যবাহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন, যবাহ কর, এতে কোন দোষ নেই। তারপর তাঁর কাছে আরেক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি বুঝতে পারিনি, তাই আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন কংকর মেরে নাও, এতে কোন দোষ নেই। রাবী বলেন, সেই দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যে কোন আমল আগে-পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, (তা) করে নাও, এতে কোন দোষ নেই।

٣٧٨٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ اٰخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ اِرْمِ وَلاَحَرَجَ -

৩৭৮০. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো, আমি যবাহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি ? তিনি বললেন, যবাহ করে নাও, এতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি বলল, আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে যবাহ করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কংকর মেরে নাও এতে কোন দোষ নেই।

٣٧٨١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ اَبِيْ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ يَعْنِيْ اَنَّهُ وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ اِرْمِ وَلاَحَرَجَ قَالَ اٰخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اِذْبَحْ وَلاَحَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَحَرَجَ -

৩৭৮১. ইউনুস (র) ..... আতা ইব্ন আবূ রিবাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করতে শুনেছেন। অর্থাৎ তিনি বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে লোকদের জন্য দাঁড়ালেন, তাঁরা তাঁকে (বিভিন্ন বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করেছেন। এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি বুঝতে পারিনি, তাই আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি ? তিনি বললেন, কংকর নিক্ষেপ করে নাও, এতে কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বুঝতে পারিনি, তাই আমি যবাহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন, যবাহ করে নাও, এতে কোন দোষ নেই। রাবী (জাবির রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যে কোন আমল আগে-পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত তিনি বলতেন, এখন করে নাও, এতে কোন দোষ নেই।

আমরা যা উল্লেখ করেছি তাতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভুলে যাওয়ার দরুন তাদের থেকে কঠোরতাকে রহিত করেছেন। এরূপ নয় যে, তা তাদের জন্য জায়িয করেছেন। এমন কি যদি তারা জেনে শুনেও এরূপ করে তা তাদের জন্য জায়িয হয়ে যাবে (এমন নয়)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও নবী ﷺ থেকে উক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٣٧٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ زُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَرْمِىَ قَالَ لاَحَرَجَ وَعَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يَرْمِىَ قَالَ لاَحَرَجَ ثُمَّ قَالَ عِبَادَ اللّٰهِ وَضَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَرَجَ وَالضَّيْقَ وَتَعَلَّمُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَاِنَّهَا مِنْ دِيْنِكُمْ -

৩৭৮২. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ...... আবূ যুবাইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই জামরার মাঝখানে ছিলেন, এমন সময় তাঁকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যে কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছে। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। এবং ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে (জিজ্ঞাসা করা হয়েছে) যে কি না কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে যবাহ করে ফেলেছে ? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে কঠোরতা ও সংকীর্ণতাকে দূর করে দিয়েছেন। হজ্জের কার্যক্রম (মানাসিক) শিক্ষা কর, এটা তোমাদের দীনের অন্তর্ভুক্ত।

আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না ? তিনি তাঁদেরকে হজ্জের মানাসিক (কার্যক্রম) শিখার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, তারা তা সুন্দরভাবে আদায় করতে পারছিলেন না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যে কঠোরতা ও সংকীর্ণতা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে দূর করেছেন, তা ছিল হজ্জের কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা; অন্য কোন কারণে নয়। উসামা ইব্‌ন শরীক (রা)-এর যে রিওয়ায়াত পূর্বে আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি তা-ও এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ

٣٧٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ اَنَّ الاَعْرَابَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَشْيَاءَ ثُمَّ قَالُوْا هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِىْ كَذَا وَهَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِىْ كَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَفَعَ الْحَرَجَ عَنْ عِبَادِهِ اِلاَّ مَنْ اِقْتَرَضَ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئًا مَظْلُوْمًا فَذٰلِكَ الَّذِىْ حَرَجَ وَهَلَكَ -

৩৭৮৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... উসামা ইব্‌ন শরীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বেদুইনরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। তারপর তারা বলেছেন যে, অমুক বিষয়ে কি আমাদের কোন অসুবিধা আছে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের থেকে কঠোরতা বিদূরিত করে দিয়েছেন। তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে নিজের (মুসলমান) ভাই থেকে কোন বস্তু অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, সুতরাং এটা হল কঠোরতা ও ধ্বংস।

আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসাকারী ছিল বেদুইনও রা, যাদের হজ্জের মানাসিক তথা কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে উত্তর দিলেন, এতে কোন দোষ নেই। অর্থাৎ তাদের জন্য (হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে) আগপিছ করা জায়িয, তারপর তাদেরকে সেই কথাই

বলেছেন, যা আবূ সাঈদ (খুদরী রা) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন। (তিনি বলেছেন) এবং তোমরা মানাসিক তথা হজ্জের কার্যক্রম শিক্ষা কর।

তারপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও উক্ত বিষয়ের সমর্থনে হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٣٧٨٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجَّةٍ اَوْ اَخَّرَهُ فَلْيُهْرِقْ لِذٰلِكَ دَمًا -

৩৭৮৪. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি হজ্জের কোন আমলকে আগে-পিছে করলে সে যেন এ জন্য পশু কুরবানী দেয়।

٣٧٨٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ -

৩৭৮৫. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

সুতরাং এখানে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ঐ ব্যক্তির উপর দম (পশু কুরবানী) ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন, যে তার হজ্জের কোন আমলের মাঝে আগ-পিছ করে এবং তিনি সেই সমস্ত রাবীদের অন্যতম, যারা নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, সেই দিন তাঁকে হজ্জের কোন আমলের আগ-পিছ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, এতে কোন দোষ নেই। বস্তুত তাঁর নিকট এর অর্থ আগ-পিছ করার বৈধতা নয়, যা আমরা উল্লেখ করেছি। কেননা তিনি এতে কুরবানী ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন। বরং তাঁর নিকট এর অর্থ হল, যারা নবী ﷺ-এর হজ্জের প্রাক্কালে এরূপ করেছে তারা এ হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তাই তিনি তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদেরকে ওযরগ্রস্ত সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আগামীতে যেন তারা মানাসিক তথা হজ্জের কার্যক্রম শিক্ষা করে।

তারপর ফকীহ্‌গণ ঐ কিরান হজ্জ পালনকারীর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, যে যবাহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, তার উপর একটি (পশু) কুরবানী ওয়াজিব। ইমাম যুফার (র) বলেছেন, তার উপর দু'টি কুরবানী ওয়াজিব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব নয়। তাঁরা উভয়ে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঐ বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যা তিনি জিজ্ঞাসা কারীদেরকে বলেছেন। যেমনটি আমরা পূর্বোক্ত হাদীসসমূহে বর্ণনা করেছি, আর তিনি তাদেরকে এই বলে উত্তর দিয়েছেন, এতে তাদের কোন দোষ নেই। ১. এ বিষয়ে তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর প্রমাণ হল সেটি, যা আমরা ঐ সমস্ত রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছি। ২. দ্বিতীয় প্রমাণ হল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসাকারী সম্পর্কে জানা নেই, সে কি কিরানকারী, না মুফরিদ, না মুতামাত্তি ছিল। যদি সে ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী হয়ে থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র) তার উপর কুরবানী ওয়াজিব না হওয়ার কথা অস্বীকার করেন না। কেননা সে যেই কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডন করেছে সেটা ওয়াজিব ছিল না। বরং তার জন্য হজ্জের পূর্বে যবাহ করা ছিল উত্তম। কিন্তু যখন সে হলককে আগে করে ফেলেছে তাহলে এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে, এবং তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে কিরানকারী অথবা মুতামাত্তি হয়ে থাকে তাহলে নবী ﷺ-এর উত্তরের সেই অর্থই হবে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমরা হজ্জের মাঝে

আগ-পিছ করার বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছি যে, তাতে কুরবানী ওয়াজিব হয়। আর নবী ﷺ-এর বক্তব্য যে, এতে কোন দোষ নেই, এটা ওটার পরিপন্থী নয়। যখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর নিকট এ বিষয়ে নবী ﷺ -এর বক্তব্য এতে কোন দোষ নেই– কুরবানী ওয়াজিব হওয়াকে নাকচ করে না। অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর নিকটেও ওটাকে নাকচ করবে না। কিরানকারী কর্তৃক পশু যবাহ করা এরূপ পশু যবাহ্ করা যা তার উপর ওয়াজিব ছিল। আর এর দ্বারা সে ইহ্‌রাম থেকে বের হয়ে হালাল হয়ে যায়।

আমরা লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব সেই সমস্ত জিনিসকে যা দ্বারা হজ্জ পালনকারী ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যায়। যদি সে তা ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে তখন এর হুকুম কিরূপ হবে ? আমরা আল্লাহ্ তা'আলার বাণীতে দেখতে পাই ঃ وَلاَتَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ – এবং মাথা মুণ্ডন করবে না যতক্ষণ না কুরবানীর (পশু) কুরবানীর স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সুতরাং অবরুদ্ধ ব্যক্তি কুরবানীর পশু কুরবানীর স্থানে পৌঁছানোর পরে মাথা মুণ্ডন করে এবং এর দ্বারা সে ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যায়। আর যদি তা তার স্থানে পৌঁছানোর পূর্বে সে মাথা মুণ্ডন করে তাহলে এতে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়। আর এটা হল ইজমা বা ঐকমত্যের বিষয়। তাই এর উপর যুক্তির দাবি হল যে, কিরানকারীরও অনুরূপ হুকুম হবে যে, যখন সে ঐ যবাহ'র পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলে যা দ্বারা সে ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়, তার উপর দম বা কুরবানী ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এর উপর কিয়াস ও যুক্তির এটাই হল দাবি। এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) -এর মাযহাব নাকচ হল এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) অথবা ইমাম যুফার (র) এর বক্তব্য (মাযহাব) সঠিক সাব্যস্ত হল।

বস্তুত এ বিষয়ে আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে, এই কিরানকারী ঐ সময় মাথা মুণ্ডন করেছে যখন তার উপর মাথা মুণ্ডন করা হারাম ছিল। অর্থাৎ যখন সে হজ্জ অথবা উমরার ইহ্‌রামরত থাকে। কিরানকারী যখন কিরান অবস্থায় এরূপ আমল করে যা ইফরাদ হজ্জ পালনকারী অথবা উমরা পালনকারী করলে তার উপর একটি কুরবানী আবশ্যক হতো, তার উপর দু'টি কুরবানী ওয়াজিব হবে। এখানে এ কথার সম্ভবনা রয়েছে যে, সময়ের পূর্বে হলকের অবস্থায়ও তার উপর দু'টি কুরবানী ওয়াজিব হবে। যেমনটি ইমাম যুফার (র) বলেছেন। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, কিছু জিনিস এরূপ রয়েছে, যা কারিনের উপর দু'টি কুরবানীকে ওয়াজিব করে যখন সে কিরান অবস্থায় সেগুলোতে লিপ্ত হয়। আর সেই জিনিসগুলোই যদি ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী বা উমরার ইহ্‌রামরত ব্যক্তি করে তাহলে তার উপর একটি কুরবানী ওয়াজিব হয়। কারিন ইহ্‌রাম অবস্থায় যখন তা করবে, তার উপর দু'টি কুরবানী ওয়াজিব হবে। যেমন, স্ত্রী সঙ্গম ও এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজসমূহ। যবাহের পূর্বে তার মাথা মুণ্ডন করা শুধু উমরার বা শুধু হজ্জের কারণে হারাম হয় না। বরং তার উপর ঐ দু'টির কারণে তা ওয়াজিব হয় এবং ঐ দু'টির একত্রিতকরণের কারণে হারাম হয়। শুধু হজ্জ কিংবা উমরার ইহ্‌রামের কারণে হারাম হয় না।

ঐ দু'টি একত্রিত হওয়ার দ্বারা কী ওয়াজিব হয়, আমরা এর হুকুমের দিকে লক্ষ্য করার প্রয়াস পাব যে, তা কি দুই বস্তু, না একই বস্তু। আমরা এতে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, যখন কোন ব্যক্তি শুধু হজ্জ অথবা শুধু উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে তখন তার উপর কোন কিছুই আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে যখন দু'টিকে একত্রিত করে তখন এই একত্রিকরণের কারণে ঐ বস্তু আবশ্যক হয়, যা প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে করার দ্বারা আবশ্যক হয় না। আর সেই জিনিস হল একটি কুরবানী। তাই যুক্তির দাবি হল যে, যবাহের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করা, যাকে হজ্জ ও উমরা একত্রিকরণে বাধা প্রদান করেছে তার হুকুমও এটাই হবে। যদি তা থেকে কোন একটি (হজ্জ বা

উমরা) হত তাহলে তা ওটাকে নিষেধ করত না। যে বস্তু কারিনের উপর কিরানের অবস্থায় হারামের বিরোধিতায় আবশ্যক হয় সেটা লক্ষণীয় যে, সেটা শুধু হজ্জ অথবা শুধু উমরার ইহ্রামের কারণে ? যখন ঐ দু'টি একত্রিত হয়ে যাবে তখন এই হুরমত (ইহ্রাম) দুই ভিন্ন জিনিসকে হারাম করবে। এ দু'টির বিরোধিতায় দু'টি কাফ্ফারা আবশ্যক হবে। তাই প্রত্যেক সেই হুরমত (ইহ্রাম) যা শুধু হজ্জ অথবা শুধু উমরার কারণে হয় না, সেই দু'টির একত্রিকরণের দ্বারা তা সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ভেঙ্গে ফেলবে তার উপর একটি কুরবানী আবশ্যক হবে। কেননা সে ঐ হুরমতকে ভেঙ্গে ফেলেছে যা একই কারণে হারাম হয়েছিল। এই অনুচ্ছেদে যুক্তির দাবি এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত এটাই, আমরাও এটাকে গ্রহণ করি।

٢٨- بَابُ الْمَكِّيْ يُرِيْدُ الْعُمْرَةَ مِنْ اَيْنَ يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يُحْرِمَ بِهَا

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার অধিবাসী কোথা থেকে উমরার ইহ্রাম বাঁধবে

٣٧٨٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ اَمَرَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اَرْدِفْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاُعْمِرَهَا -

৩৭৮৬. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আয়েশা (রা) কে আমার পিছনে আরোহী করে তানঈমে নিয়ে যাই এবং তাঁকে উমরা করাই।

٣٧٨٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اِبْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُشَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَرْدِفْ اُخْتَكَ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَاِذَا اَهْبَطْتَ بِهَا مِنَ الْاَكَمَةِ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ فَاِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ -

৩৭৮৭. ফাহাদ (র) ..... হাফ্সা বিন্ত আবদুর রহমান (র)-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকর (রা)-কে বললেন, তোমার বোন (আয়েশা রা) কে তোমার পিছনে আরোহী করে তানঈম থেকে উমরা করিয়ে নিয়ে এস। যখন তাঁকে নিয়ে টিলা থেকে অবতরণ করবে তখন তাকে বলবে সে যেন ইহ্রাম বেঁধে নেয়। এটা মাকবূল উমরা।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মক্কাতে অবস্থানরত তার উমরার জন্য তানঈম ব্যতীত কোন মীকাত নেই। তাঁরা মক্কা অধিবাসীদের উমরার জন্য শুধু তানঈমকে মীকাত সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা বলেন যে, সেই সমস্ত লোকদের জন্য যারা ইহ্রামের ইচ্ছা পোষণ করে সেখান থেকে ইহ্রাম ব্যতীত তা অতিক্রম করা অনুরূপভাবে অবৈধ, যেমনিভাবে অপরাপর লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত মীকাত থেকে ইহ্রাম ব্যতীত অতিক্রম করা অবৈধ। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, মক্কা অধিবাসীদের মীকাত, যেখান থেকে তারা উমরার ইহ্রাম বাঁধে, তা হল হিল্ল (হারাম বহির্ভূত এলাকা)। হিল্ল তথা হারামের বহির্ভূত এলাকার যেখান থেকে

তারা ইহ্‌রাম বাঁধবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এ বিষয়ে হারামের বহির্ভূত তানঈম এবং অন্য জায়গাসমূহের বিধান তাদের নিকট অভিন্ন।

এ বিষয়ে তাঁদের প্রমাণ হল যে, সম্ভবত নবী ﷺ এ বিষয়ে তানঈমের সংকল্প এই জন্য করেছেন যে, সেটা মক্কা থেকে হিল্ল এর নিকটতর। এই উদ্দেশ্যে নয় যে, হিল্ল তথা হারামের বহির্ভূত অপরাপর জায়গাসমূহের বিধান এর মত নয়। এটারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি ওটাকে উমরার জন্য মক্কাবাসীদের মীকাত সাব্যস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং তারা যেন তা অতিক্রম করে অন্য জায়গার দিকে না যায়।

আমরা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং নিম্নোক্ত হাদীস পেয়েছি ঃ

٣٧٨٨- فَاذَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ صَالِحُ بْنُ رَسْتُمَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَرِفَ وَاَنَا اَبْكِى فَقَالَ مَا ذَاكَ قُلْتُ حِضْتُ قَالَ فَلاَ تَبْكِى اِصْنَعِىْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ ثُمَّ اَتَيْنَا مِنًى ثُمَّ غَدَوْنَا اِلٰى عَرَفَةَ ثُمَّ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ تِلْكَ الاَيَّامِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ اِرْتَحَلَ فَنَزَلَ الْحَصْبَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَانَزَلَهَا الاَّمِنْ اَجْلِىْ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِحْمِلْ اُخْتَكَ فَاَخْرِجْهَا مِنَ الْحَرَمِ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا ذَكَرَ الْجِعِرَّانَةَ وَلاَ التَّنْعِيْمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَكَانَ اَدْنَانَا مِنَ الْحَرَمِ التَّنْعِيْمُ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَتَيْنَا فَارْتَحَلَ۔

৩৭৮৮. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সারিফ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ? আমি বললাম, আমার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, কেঁদ না। হজ্জপালনকারী যা যা করে তুমিও তা কর। এরপর আমরা মক্কা এলাম, তারপর মিনাতে গেলাম। পরদিন সকালে আরাফাতে গিয়েছি, তারপরের দিনগুলোতে আমরা কংকর নিক্ষেপ করেছি। যখন প্রত্যাবর্তনের দিন হল তখন তিনি রওয়ানা করলেন। এবং ওয়াদী মুহাস্‌সার এ অবতরণ করলেন। উম্মুল মু'মিনীন (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি শুধু আমার কারণে অবতরণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) কে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমার বোনকে আরোহণ করে হারাম (শরীফ) থেকে বাইরে নিয়ে যাও। উম্মুল মু'মিনীন (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এটা বলেন নি যে, আমি জি'ইররানা অথবা তানঈম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধব। যেহেতু আমাদের জন্য হারাম থেকে তানঈম অধিক নিকটবর্তী ছিল। তাই আমি সেখান থেকে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তারপর আমরা বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেছি এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করেছি। এরপর তাঁর নিকট এলে তিনি রওয়ানা করেছেন।

আয়েশা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ যখন তাঁকে উমরা করানোর সংকল্প করেন তখন শুধু হিল্ল তথা হারাম বহির্ভূত এলাকার সংকল্প করেছেন। বিশেষ কোন নির্ধারিত স্থানকে উদ্দেশ্য করেননি। আবদুর রহমান (রা) তাঁকে নিয়ে তানঈমের উদ্দেশ্য যাত্রা করেন, যেহেতু সেটা হিল্ল (হারামের বাইরে) -এর অধিক নিকটবর্তী জায়গা। এ জন্য নয় যে, সেটা কোন কারণে হিল্ল-এর অন্য জায়গাসমূহ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এতে প্রমাণিত

হল যে, মক্কার অধিবাসীদের উমরার জন্য মীকাত হল হিল্ল। আর এ ব্যাপারে তানঈম এবং অন্য জায়গার বিধান অভিন্ন। এসব কিছু হল, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٩- بَابُ الْهَدْيِ يُصَدُّ عَنِ الْحَرَمِ هَلْ يَنْبَغِيْ اَنْ يُذْبَحَ فِيْ غَيْرِ الْحَرَمِ اَمْ لاَ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ হাদী (কুরবানীর পশু) হারাম শরীফে পৌঁছার আগে আটকা পড়লে সেটা হারামের বাইরে যব্হ করা যাবে কি-না ?

٣٧٨٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ اَسْأَلُهُ عَنْ لُحُوْمِ الْهَدْيِ -

৩৭৮৯. ফাহাদ (র) ..... উম্মু কুরয (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম, যেন তাঁকে হাদী তথা কুরবানীর গোশ্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যখন হাদী হারাম শরীফের বাইরে আটকা পড়ে যায়, তখন তা হারামের বাইরে যবাহ করা হবে। তারা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তারা বলেন, যখন নবী ﷺ হুদায়বিয়াতে হাদী (কুরবানীর পশু) যবাহ্ করেন, যখন তা হারামের বাইরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তিকে তার হাদী হারামে নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করা হয়, সে তা হারামের বাইরে যবাহ্ করে দিবে। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, হাদীকে শুধু হারাম শরীফে যবাহ্ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে তাঁদের প্রমাণ হল আল্লাহ্র বাণী! هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ কুরবানীর পশু কা'বা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য (মায়িদা — ৫ ঃ ৯৫)

আল্লাহ্ তা'আলা ওটাকে হাদী সাব্যস্ত করেছেন যেটা কা'বা পর্যন্ত পৌঁছায়। এটা সেই সমস্ত সিয়ামের ন্যায় যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা যিহারের কাফ্ফারা ও হত্যার কাফ্ফারায় ধারাবাহিক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা অধারাবাহিকরূপে জায়িয হবে না। যদি সেই ব্যক্তি যার উপর এই সিয়াম পালন ফরয, ধারাবাহিকভাবে রাখতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার জন্য প্রয়োজনের কারণে বিচ্ছিন্নভাবে সিয়াম পালন জায়িয নয়। অনুরূপভাবে যে হাদী কা'বা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য নির্দেশিত, যদি তা কা'বা পৌঁছা থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সে ব্যক্তির উপর এটা আবশ্যক, সেটা প্রয়োজনের কারণেও অন্য জায়গায় যবাহ্ করা যাবে না।

এ হাদী যা হারামে পৌঁছা থেকে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং নবী ﷺ তা হুদায়বিয়াতে যবাহ্ করে কুদাইদ নামক জায়গায় এর গোশ্ত সাদাকা করেছেন, এ বিষয়ে প্রথমোক্ত দলের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রমাণ হল যে, একদল 'আলিম ধারণা করেছেন যে, তিনি তা হারাম শরীফে যবাহ্ করেছিলেন।

٣٧٩٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مَخُوْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَخُوْلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَجْزَاَةَ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

حِيْنَ صُدَّ الْهَدْيُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْعَثْ مَعِيْ بِالْهَدْيِ فَلْاَ نْحَرُهُ فِي الْحَرَمِ قَالَ وَكَيْفَ تَأْخُذُبِهِ قُلْتُ اٰخُذُبِهِ فِيْ اَوْدِيَةٍ لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلَيَّ فِيْهَا فَبَعَثَهُ مَعِيْ حَتّٰى نَحَرْتُهُ فِي الْحَرَمِ -

৩৭৯০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... নাজিয়া ইব্‌ন জুনদুব আসলামী (র) তিনি তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর দরবারে এসেছি যখন হাদী বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সঙ্গে হাদী পাঠিয়ে দিন, আমি তা হারামের মধ্যে যবাহ করব। তিনি বললেন, তুমি সেটা কিভাবে নিয়ে যাবে ? আমি বললাম, আমি তা উপত্যকাসমূহ দিয়ে নিয়ে যাব, তারা আমাকে ধরতে পারবে না। তখন তিনি আমার সঙ্গে হাদী পাঠিয়ে দেন এবং আমি তা হারাম যবাহ করেছি।

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী ﷺ-এর ঐ হাদী হারাম শরীফে যবাহ করা হয়েছে। অপরাপর কতিপয় 'আলিম বলেন, নবী ﷺ হুদায়বিয়াতে ছিলেন এবং তিনি হারামে শরীফে প্রবেশ করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁরা বলেন, তাঁকে শুধু বায়তুল্লাহ্ শরীফ থেকে বাধাপ্রদান করা হয়েছিল। তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন ঃ

٣٧٩١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ خِبَاؤُهُ فِي الْحِلِّ وَمُصَلاَّهُ فِي الْحَرَمِ -

৩৭৯১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়াতে ছিলেন। তাঁর তাঁবু হিল্ল তথা হারামের বাইরে এবং তাঁর জায়নামায হারামের ভিতরে ছিল।

যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এতে সাব্যস্ত হল যে, নবী ﷺ হারাম থেকে বাধাপ্রাপ্ত হননি এবং তিনি এর কিছু অংশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। কোন ফকীহ্ -এর নিকটও ঐ ব্যক্তির জন্য হারামের বাইরের হাদী যবাহ করা জায়িয নয়, যে হারামের কোন অংশে প্রবেশ করতে সক্ষম।

যখন আমাদের উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নবী ﷺ হারামের কিছু অংশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন, তখন এটা অসম্ভব যে, তিনি হারামের বাইরে কুরবানী করেছেন। কেননা হারামের বাইরে হাদী যবাহ করার বৈধতা তো সেই অবস্থায় প্রযোজ্য, যখন হারাম থেকে বাধাপ্রাপ্ত হবে, হারামে প্রবেশে সক্ষম হওয়া অবস্থায় নয়। সুতরাং আমাদের উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা একথা নাকচ হয়ে গেল যে, নবী ﷺ হারামের বাইরে হাদী যবাহ করেছেন। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

একদল 'আলিম হারাম শরীফের বাইরে হাদী যবাহ করার বৈধতার ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٧٩٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاشْتَكَى الْحَسَنُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَاَصَابَهُ بُرْسَامٌ فَاَوْمٰى اِلٰى رَأْسِهِ فَحَلَّقَ عَلٰى رَأْسِهِ وَنَحَرَ عَنْهُ جَزُوْرًا فَاَطْعَمَ اَهْلَ الْمَاءِ -

৩৭৯২. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আসমা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর সঙ্গে বের হয়েছি, তারপর হাসান (রা) 'সুকইয়া' নামক জায়গায় মুহরিম অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি 'বারসাম' (প্রলাপ বা মাথা ও বুক দোলা) রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর মাথার দিকে ইশারা করলেন। আলী (রা) তাঁর মাথা মুণ্ডন করে দিলেন এবং তারপক্ষ থেকে উট যবাহ করে জলাশয়ের আশেপাশের অধিবাসীদেরকে আহার করিয়ে দিলেন।

٣٧٩٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيٰى فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَا اَنَّ الْحَسَنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ مُحْرِمًا -

৩৭৯৩. ইউনুস (র) ..... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি উসমান (রা)-এর উল্লেখ করেন নি এবং এটা বলেননি যে, হাসান (রা) মুহরিম ছিলেন।

তারা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কেননা এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আলী (রা) হারামের বাইরে উট যবাহ করেছেন।

এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হল যে, যে ব্যক্তি হারাম থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি তাঁরা তার জন্য হারামের যবাহ করা জায়িয সাব্যস্ত করেন না। তাঁদের মতবিরোধ শুধু সেই অবস্থায় যখন কেউ হারাম থেকে বাধাপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি এতে প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীস মুতাবিক যখন আলী (রা) হারামের বাইরে যবাহ করেছেন তখন তিনি হারামের দিকে যাচ্ছিলেন। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হাদী ছিল না বরং অন্য উদ্দেশ্য ছিল সেখানে (পানির আশপাশে) বসবাসকারীদের উপর সাদাকা করা এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন। তা ছাড়া হাদীসে এর উল্লেখ নেই যে, তিনি এর দ্বারা হাদীর ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তাই যেভাবে এটাকে হাদী সাব্যস্তকারীগণ হাদীর উপর প্রয়োগ করতে পারেন, অনুরূপভাবে হাদীর উপর যারা এটাকে প্রয়োগ করেন না তাঁরা এটাকে হাদীর ব্যতিক্রমও সাব্যস্ত করতে পারেন। এ বিষয়ে কিয়াস ও যুক্তির বর্ণনা অনুচ্ছেদের শুরুতে আমরা করে এসেছি; এখানে তা পুন উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

٣٠- بَابُ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِىْ لَايَجِدُ هَدْيًا وَلَا يَصُوْمُ فِى الْعَشْرِ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যে তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর কাছে হাদী নেই এবং সে দশটি দিনে সিয়ামও পালন করে না

٣٧٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَلَّامٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْمُتَمَتِّعِ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ وَلَمْ يَصُمْ فِى الْعَشْرِ اَنَّهُ يَصُوْمُ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ -

৩৭৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম (র) ..... সালিম (র) এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু হজ্জ পালনকারী সম্পর্কে বলেছেন, যার কাছে হাদী নেই এবং সে দশ দিনে সিয়াম পালন করতে পারে না, সে আইয়্যামে তাশ্রীকের মাঝে সিয়াম পালন করবে।

٣٧٩٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَا لَمْ يُرَخِّصْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَوْمِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اِلَّا لِمُحْصَرٍ اَوْ مُتَمَتِّعٍ -

৩৭৯৫. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে ও সালিম সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা উভয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালনের অনুমতি শুধু অবরুদ্ধ ব্যক্তি অথবা তামাত্তু হজ্জ পালনকারীকে দিয়েছেন।

٣٧٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِىُّ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُمَا كَانَا يُرَخِّصَانِ لِلْمُتَمَتِّعِ اِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَكُنْ صَامَ قَبْلَ عَرَفَةَ اَنْ يَّصُوْمَ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ -

৩৭৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন নু'মান সাকাতী (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে ও সালিম (র) -এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা উভয়ে এরূপ তামাত্তু হজ্জ পালনকারীকে আইয়্যামে তাশ্রীকে সিয়াম পালনের অনুমতি প্রদান করতেন, যার কাছে হাদী নেই এবং সে (৯ই যিলহজ্জ) আরাফার পূর্বে সিয়াম পালনও করতে পারে নি।

আবু জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা তামাত্তু হজ্জ পালনকারী, কিরান হজ্জ পালনকারী ও অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য আইয়্যামে তাশ্রীকে সিয়াম পালন করা জায়িয সাব্যস্ত করেছেন, যখন তাদের কাছে হাদী থাকবে না এবং এর পূর্বে সিয়াম পালন না করে থাকে এই দিনগুলো (তাশরীকের) তারা সিয়াম পালন করবে। এদের ব্যতীত অন্য লোকদেরকে এই দিনগুলোতে সিয়াম পালন করতে তাঁরা বারণ করেছেন। তারা এ বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, এরা এবং এরা ব্যতীত অন্য সমস্ত লোক আইয়্যামে তাশ্রীকে ঐ উদ্দেশ্য বা কোন কাফ্ফারায় অথবা নফল হিসাবে কোন প্রকার সিয়াম পালন করতে পারবে না। কেননা নবী ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু মুতামাত্তি এবং কারিন -এর উপর দু'টি কুরবানী ওয়াজিব হবে। একটি তাদের তামাত্তু ও কিরানের কারণে এবং অপরটি হাদী অথবা সিয়াম পালনের কোনটি ব্যতীত তারা ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়ার কারণে।

তাঁরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٧٩٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىُّ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ الْاَسْلَمِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ -

৩৭৯৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আইয়্যামে তাশ্‌রীকের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘোষক বাইরে আসল এবং ঘোষণা দিয়ে বলল : এই দিন হল পানাহারের দিন।

٣٧٩٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُنَادِيَ اَيَّامَ مِنًى اَنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ فَلَاصَوْمَ فِيْهَا يَعْنِيْ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ -

৩৭৯৮. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (র) -এর দাদা (সা'দ) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন মিনার দিনগুলোতে (আইয়্যামে তাশ্‌রীকে) ঘোষণা করে দেই যে, এগুলো পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গমের দিন। সুতরাং এই দিনগুলোতে সিয়াম পালন নেই। অর্থাৎ আইয়্যামে তাশ্‌রীক।

٣٧٩٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৩৭৯৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আইয়্যামে তাশ্‌রীক পানাহার ও আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রের দিন।

٣٨٠٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ اَبِيْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي وَذٰلِكَ الْغَدُ وَبَعْدَ الْغَدِمِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى فَقَرَّبَ اِلَيْهِمْ عَمْرُوْ طَعَامًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنِّيْ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عَمْرُوْ اَفْطِرْ فَاِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا بِفِطْرِهَا اَوْ يَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا فَاَفْطَرَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاَكَلَ وَاَكَلْتُ -

৩৮০০. ইউনুস (র) ..... আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ মুররা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নুল আস্ (র) ঈদুল আযহার দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে আম্‌র ইব্‌নুল আস্ (রা) -এর দরবারে উপস্থিত হন। আম্‌র (ইব্‌নুল আস রা) তাঁদের সম্মুখে খানা পেশ করলেন। আবদুল্লাহ (র) বললেন, 'আমি সিয়ামরত'। আম্‌র (রা) তাঁকে বললেন, সিয়াম ভেঙ্গে ফেল। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এই দিনগুলোতে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিতেন। অথবা বলেছেন, আমাদেরকে এই দিনগুলোতে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করতেন। তখন আবদুল্লাহ (র) সিয়াম ভেঙ্গে আহার করেছেন, আমিও আহার করেছি।

٣٨٠١ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَّ جَعْفَرَ بْنَ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ دَخَلَ عَلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَدَعَاهُ اِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ ثُمَّ الثَّانِيَةَ كَذٰلِكَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ قَدْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ النَّهْىَ عَنِ الصِّيَامِ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ ـ

৩৮০১. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... জা'ফর ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আস্ (র) 'আম্র ইব্ন আস্ (রা) নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাঁকে নাস্তা করার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, আমি সিয়াম পালন করছি। তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার অনুরূপ উত্তর দিলেন এবং বললেন, তবে আপনি যদি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনে থাকেন (তাহলে ভিন্ন কথা)। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তা শুনেছি। অর্থাৎ তিনি আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করতেন।

٣٨٠٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُنَادِىَ فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اَنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ ـ

৩৮০২. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁকে আইয়্যামে তাশ্রীকে এই মর্মে ঘোষণা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে, এটা পানাহারের দিন।

٣٨٠٣ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ اَبِى الاَخْضَرِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ يَّطُوْفَ فِىْ اَيَّامِ مِنًى اَلاَ لاَتَصُوْمُوْا هٰذِهِ الاَيَّامَ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ ـ

৩৮০৩. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা) কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন মিনার দিনগুলোতে (আইয়্যামে তাশ্রীকে) চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করে– শুনে রেখ! এই দিনগুলোতে সিয়ামপালন করবে না, কেননা এগুলো পানাহার এবং আল্লাহ্র যিক্রের দিন।

٣٨٠٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا عُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ

৩৮০৪. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আইয়্যামে তাশ্‌রীক পানাহার এবং আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রের দিন।

٣٨٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ هُوَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ الْمُلَيْحِ الْهَذَلِيِّ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৮০৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... নুবাইশা হুযালী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَمْرُوْ وَقَدْ سَمَّاهُ نَافِعُ فَنَسِيْتُهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ غِفَارٍ يُقَالُ لَهُ بِشْرُ بْنُ سُحَيْمٍ قُمْ فَنَادِ فِيْ النَّاسِ اَنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ فِيْ اَيَّامِ مِنًى -

৩৮০৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আম্‌র ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাফি' ইব্‌ন জুবাইর (র) তাঁকে নবী ﷺ-এর এক সাহাবী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আম্‌র (ইব্‌ন দীনার র) বলেন, নাফি' (র) তার নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। (তিনি বলেন) নবী ﷺ মিনার দিনগুলোতে (আইয়্যামে তাশরীকে) বনূ গিফারের বিশ্‌র ইব্‌ন সুহাইম নামক এক ব্যক্তিকে বললেন, উঠ এবং লোকদেরকে ঘোষণা কর যে, এগুলো পানাহারের দিন।

٣٨٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৮০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... বিশ্‌র ইব্‌ন সুহাইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৮০৮. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক ..... বিশ্‌র ইব্‌ন সুহাইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ ثَنَا رَوْحُ قَالَ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ وَمَرْزُوْقُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّامِيُّ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ الرَّقَاشِيُّ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ الثَّلٰثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ -

৩৮০৯. আলী (র) ..... ইয়াযীদ রাক্কাশী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াওমুন নাহার (১০ই যিলহজ্জ) এরপর আইয়্যামে তাশ্রীকের তিন দিন সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৮১০. ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨١١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُؤَذِّنَ فِيْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ بِمِنًى لاَ يَصُوْمَنَّ اَحَدٌ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ -

৩৮১১. ইব্ন মারযূক (র) ..... মা'মার ইব্ন আবদুল্লাহ আল আদাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আইয়্যামে তাশরীকে মিনাতে পাঠালেন যেন আমি ঘোষণা দেই যে, কেউ সিয়াম পালন করবে না। এগুলো পানাহারের দিন।

٣٨١٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَسْوَدِ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِي النَّضْرِ اَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمٰنَ بْنَ يَسَارٍ وَقَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ اِمْرَأَةَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يَقُوْلُ اِنَّ هٰذِهِ الاَيَّامَ اَيَّامُ طَعْمٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ قَالَتْ فَاَرْسَلَتْ رَسُوْلاً مَنِ الرَّجُلِ وَمَنْ اَمَرَهُ فَجَاءَنِيْ الرَّسُوْلُ فَحَدَّثَنِيْ اَنَّهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ حُذَافَةُ يَقُوْلُ اَمَرَنِيْ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৮১২. রবী'উল জীযী (র) ..... আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আইয়্যামে তাশ্রীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে মিনাতে ছিলাম। আমি এক ঘোষককে ঘোষণা দিতে শুনেছি, এই দিন পানাহার এবং আল্লাহ্র যিক্রের দিন। তিনি বলেন, আমি একদূত পাঠালাম যে, এ (ঘোষক) কে এবং তাকে কে নির্দেশ দিয়েছেন ? দূত ফিরে এসে আমাকে জানাল, তিনি হলেন হুযাফা নামী একব্যক্তি। তিনি বলছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ প্রদান করেছেন।

٣٨١٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الْمُنْذِرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ اَوْسَطِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يُنَادِيْ فِيْ النَّاسِ لاَ تَصُوْمُوْا فِيْ هٰذِهِ الاَيَّامِ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ وَّبِعَالٍ -

৩৮১৩. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... উমর ইব্‌ন খালিদা যুরাকী (র)-এর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যবর্তী (দ্বিতীয়) দিনে আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) কে লোকদের মাঝে এই মর্মে ঘোষণা দেয়ার জন্য পাঠালেন ঃ এই দিনগুলোতে সিয়াম পালন করবে না। এগুলো পানাহার এবং স্ত্রী সঙ্গমের দিন।

٢٨١٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمِّيْ قَالَتْ لَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى بَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْضَاءِ حَتّٰى قَامَ اِلٰى شِعْبِ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَقُوْلُ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِاَيَّامِ صَوْمٍ اِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ وَّذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ـ

৩৮১৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... মাসঊদ ইব্‌ন হাকাম যুরাকী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার মা আমাকে বলেছেন, যেন (এখনো) আমি আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) কে দেখতে পাচ্ছি। তিনি নবী ﷺ-এর সাদা খচ্চরে আরোহী ছিলেন। তারপর তিনি আনসারদের ঘাঁটিতে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে মুসলিম দল! এগুলো সিয়াম পালনের দিন নয়, এগুলো পানাহার ও আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রের দিন।

٢٨١٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَيْمُوْنُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمٰنَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعَمُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْحَكَمِ الزُّرَقِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبِيْ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى فَسَمِعُوْا رَاكِبًا وَهُوَ يَصْرَخُ لَايَصُوْمَنَّ اَحَدٌ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ ـ

৩৮১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন তাম্মাম (র) ..... মাখরামা ইব্‌ন বুকাইর (র) এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে শুনেছি। তাঁর ধারণা তিনি ইব্‌ন হাকাম যুরাকী (র) কে বলতে শুনেছেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মিনাতে ছিলেন। তাঁরা এক আরোহীকে এ ঘোষণা দিতে শুনেছেন ঃ কেউ সিয়াম পালন করবে না। এগুলো পানাহারের দিন।

٢٨١٦ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّ مَسْعُوْدًا حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ نَحْوَهُ ـ

৩৮১৬. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে মাসঊদ (র) তাঁর মা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨١٧ـ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ قَالَ اَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ يُوْسُفَ بْنَ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ الزُّرَقِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

৩৮১৭. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইউসুফ ইব্ন মাস্উদ ইব্ন হাকাম যুরাকী (র) থেকে শুনেছেন, তখন তিনি বলছিলেন, আমাকে আমার পিতামহী বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨١٨ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ الاَنْصَارِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حُذَافَةَ اَنْ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ اَيَّامَ مِنًى فَيَصِيْحُ فِىْ النَّاسِ اَلاَيَصُوْمَنَّ اَحَدٌ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يُنَادِىْ بِذٰلِكَ ـ

৩৮১৮. আবূ বাকরা (র) ..... মাসঊদ ইব্ন হাকাম আনসারী (র) সূত্রে নবী ﷺ -এর সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা) কে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেন মিনার দিনগুলোতে নিজের বাহনে আরোহণ করে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেন ঃ সাবধান ! কেউ সিয়াম পালন করবে না। কেননা এগুলো পানাহারের দিন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে সাওয়ারীর উপর থেকে এই ঘোষণা দিতে দেখেছি।

তাঁরা বলেন, যখন এই সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হল এবং এর থেকে তাঁর নিষেধাজ্ঞা মিনাতে হয়েছিল, যখন হাজীগণ সেখানে অবস্থানরত ছিলেন। তাঁদের মাঝে 'মুতামাত্তি' এবং 'কারিন'ও ছিল এবং তিনি তাঁদের থেকে মুতামাত্তি এবং কারিনকে বাদও দেননি। তাই এ নিষেধাজ্ঞায় 'মুতামাত্তি' এবং 'কারিন'ও অন্তর্ভুক্ত।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলেন যে, এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ অপেক্ষা এই রিওয়ায়াতসমূহ কিভাবে উৎকৃষ্টতর হবে ?

তাঁকে উত্তরে বলা হবে যে, এর কারণ হল, সেই সমস্ত রিওয়ায়াত বিশুদ্ধ ও মুতাওয়াতির হওয়া এবং প্রথমোক্ত অংশে বর্ণিত রিওয়ায়াত ক্রটিপূর্ণ হওয়া। সেগুলোর মধ্যে শু'বা (র) থেকে বর্ণিত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালামের হাদীস এবং সেটা মুনকার হাদীস। হাদীস বিশেষজ্ঞ আলিমগণের নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালাম ও ইব্ন আবী লায়লা-এর দুর্বলতা এবং তাঁদের হিফযের ক্রটির কারণে ওটাকে গ্রহণযোগ্যরূপে মান্য করেন না। তা সত্ত্বেও আমি কোন 'আলিমের সমালোচনা করা পসন্দ করি না। কিন্তু হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে যা কিছু বলেছেন শুধু তাই উল্লেখ করছি। বস্তুত সেগুলোর মধ্যে ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) -এর রিওয়ায়াত হল একটি, যা আমরা তারপরে ইব্ন উমর (রা) ও আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আইয়্যামে তাশরীকের মাঝে অবরুদ্ধ ব্যক্তি এবং মুতামাত্তি ব্যতীত কাউকে সিয়াম পালনের অনুমতি দেয়া হয়নি। সম্ভবত তাঁরা তাদের এই বক্তব্য দ্বারা ঐ অনুমতি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার কিতাবে বলেছেন ঃ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ – সুতরাং হজ্জে (এর দিনগুলোতে) তিন দিনের সিয়াম পালন রয়েছে। (বাকারা ২ ঃ ১৯৬) তাঁরা আইয়্যামে তাশরীককে হজ্জের দিনগুলোর অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করেছেন এবং তারা বলেছেন যে, তামাত্তু হজ্জ পালনকারী এবং অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে এই আয়াতের ভিত্তিতে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝে সিয়াম পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু তাঁদের নিকট এই দিনগুলো হজ্জের দিনগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক পরবর্তীতে লোকদেরকে এই বিষয়ে সতর্ক করা যে, এই দিনগুলো সেই সমস্ত দিনের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা সিয়াম পালন জায়িয করে

দিয়েছেন, অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। বস্তুত এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের নীতিতে এটাই হলো সঠিক বিশ্লেষণ। পক্ষান্তরে যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ হল নিম্নরূপ ঃ

আমরা (ফকীহ্‌দের) লক্ষ্য করছি যে, তারা এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, কুরবানীর দিন কোন প্রকারের সিয়াম পালন জায়িয নেই। আর সেটা আইয়্যামে তাশরীক অপেক্ষা আইয়্যামে হজ্জের অধিক নিকটবর্তী। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ঐ দিনে সিয়াম পালনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমনটি আমরা এই অনুচ্ছেদে অতিসত্বর উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। তাই যেমনিভাবে ঐ নিষেধাজ্ঞায় তামাত্তু ও কিরান হজ্জ পালনকারী এবং অবরুদ্ধ ব্যক্তিরাসহ সকলেই অন্তর্ভুক্ত, অনুরূপভাবে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝে সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞাও তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ইয়াওমুন নাহ্‌র (১০ই যিলহজ্জ)-এর সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞায় বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٣٨١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمٰنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى ابْنِ اَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعُثْمٰنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ يُذَكِّرَانِ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُمَا يَقُوْلاَنِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ -

৩৮১৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আযহারের আযাদকৃত দাস আবূ উবাইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ঈদের দিন আলী (রা) ও উসমান (রা)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা সালাত শেষ করে লোকদেরকে উপদেশ দিলেন। আমি তাঁদেরকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (১০ই যিলহজ্জ) কুরবানীর দিন এবং ঈদুল ফিত্‌রের দিন, এই দুই দিনে সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٨٢٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ فَاَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَاَمَّا يَوْمُ النَّحْرِ فَيَوْمٌ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ -

৩৮২০. ইউনুস (র) ..... আবূ উবাইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি উমর (রা)-এর সঙ্গে ঈদে উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানী ও ঈদুল ফিতর, এই দুই দিনে সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন হল তোমাদের সিয়াম থেকে ইফতারীর দিন। আর কুরবানীর দিন হল, যে দিন তোমরা তোমাদের কুরবানী (গোশ্‌ত) থেকে আহার কর।

٣٨٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُجَمِّعٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ -

৩৮২১. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ উবাইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর (রা)-এর সঙ্গে ঈদের সালাত আদায় করেছি। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٢٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرِ الاَنْصَارِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ -

৩৮২২. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঈদুল ফিত্‌র ও কুরবানীর দুই দিনে সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٨٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ -

৩৮২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٢٤- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ الْمَدَنِيَّ حَدَّثَهٗ اَنَّ اَبَا صَالِحٍ السَّمَّانِ حَدَّثَهٗ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৮২৪. বাহ্‌র ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... আবূ সালিহ্ সাম্মান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) অনুরূপ খবর দিতেন।

٣٨٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صَبِيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهٗ -

৩৮২৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٢٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنُ حَبَّانَ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ -

৩৮২৬. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٢٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهٗ -

৩৮২৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

যখন ইয়াওমুন নাহ্র ঐ আইয়্যামে হজ্জ থেকে বহির্ভূত, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তামাত্তু হজ্জ পালনকারীকে হাদীর বিকল্প হিসাবে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা নবী ﷺ নিষেধ করে ওটাকে ঐ সমস্ত দিন থেকে বের করে দিয়েছেন, যাতে সিয়াম পালন করা হয়। অনুরূপভাবে আইয়্যামে তাশরীকও ঐ আইয়্যামে হজ্জ থেকে বহির্ভূত, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তামাত্তু হজ্জ পালনকারীকে হাদীর বিকল্প হিসাবে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা নবী ﷺ এই দিনগুলোতে সিয়াম পালন থেকে নিষেধ করে এগুলোকে সিয়াম পালনের দিন থেকে বের করে দিয়েছেন।

সুতরাং যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তাতে সাব্যস্ত হল যে, আইয়্যামে তাশ্রীকের মধ্যে কারো জন্যই কোন প্রকারের সিয়াম পালনের অনুমতি নেই। চাই সেটা তামাত্তু হোক, কিরান অথবা ইহ্সার (অবরুদ্ধ) হোক, কিংবা কোন প্রকারের কাফ্ফারা সিয়াম হোক বা নফল সিয়াম হোক। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) থেকেও এর সমর্থনে হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٣٨٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ تَمَتَّعْتُ وَلَمْ اَهْدِ وَلَمْ اَصُمْ فِىْ الْعَشْرِ فَقَالَ سَلْ فِىْ قَوْمِكَ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَيْقِيْبُ اَعْطِهِ شَاةً -

৩৮২৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কুরবানীর দিন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর দরবারে এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তামাত্তু হজ্জ পালন করেছি। কিন্তু না আমার কাছে হাদী আছে এবং না আমি দশ দিনে সিয়াম পালন করেছি। তিনি বললেন, নিজের কাওমের নিকট সওয়াল কর। তারপর (বায়তুল মালের ব্যবস্থাপককে) বললেন, হে মুআইকীব! এ ব্যক্তিকে একটি বকরী দিয়ে দাও।

আপনারা কি লক্ষ্য করছেন ? উমর (রা) তাকে এটা বলেননি যে, এগুলো হল আইয়্যামে তাশরীক, এতে সিয়াম পালন কর। সুতরাং তাঁর এটাকে ছেড়ে দেওয়া এবং তাকে আইয়্যামে হজ্জের মধ্যে হাদীর নির্দেশ দেয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মতে, আইয়্যামে হজ্জ যাতে আল্লাহ্ তা'আলা মুতামাত্তিকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, তা হল ইয়াওমুন নাহরের আগের দিনসমূহ। পক্ষান্তরে এর পরবর্তী আইয়্যামে তাশরীক সেই সমস্ত দিনসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣١- بَابُ حُكْمِ الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জব্রত পালনে অবরুদ্ধ ব্যক্তির বিধান

٣٨٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ عَرِجَ اَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اُخْرٰى قَالَ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالاَ صَدَقَ -

৩৮২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... হাজ্জাজ ইব্‌ন আম্‌র আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ (ইহ্‌রামের পর) কেউ যদি খোঁড়া হয়ে যায় বা কারো কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় তবে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তাকে আরেক বার হজ্জ আদায় করতে হবে। ইকরামা (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) কে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, হাজ্জাজ (রা) সত্য বলেছেন।

٣٨٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذِكْرَ عِكْرَمَةَ ذٰلِكَ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

৩৮৩০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাজ্জাজ আস সাওয়াফ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট ইক্‌রামা (র) কর্তৃক জিজ্ঞাসা করার বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

٣٨٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِىُّ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهُ قَالَ اَنَا سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو عَمَّنْ حُبِسَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَا صَدَقَ -

৩৮৩১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইক্‌রামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উম্মু সালামা (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাফি' (র) বলেছেন, আমি হাজ্জাজ ইব্‌ন আম্‌র (রা) কে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, যে ইহ্‌রামরত অবস্থায় (হজ্জ থেকে) বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (রাবী বলেন) আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট এই হাদীসটি বর্ণনা করলে তাঁরা বললেন, (হাজ্জাজ রা) সত্য বলছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, হজ্জের কিংবা উমরার ইহ্‌রামরত ব্যক্তির কোন অঙ্গ যখন ভেঙ্গে যায় বা সে খোঁড়া হয়ে যায় তখন সে হালাল হয়ে যাবে এবং যা থেকে সে হালাল হয়েছে তার কাযা তার উপর ওয়াজিব। যদি হজ্জ হয় তাহলে হজ্জের কাযা করবে আর যদি উমরা হয় তাহলে উমরার কাযা করবে। তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে কুরবানীর পশু যবাহ্ করা হবে; যখন তার পক্ষ থেকে কুরবানীর পশু যবাহ্ করা হবে তখন সে হালাল হয়ে যাবে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

٣٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الرُّوْمِىِّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الثَّوْرِ قَالَ اَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ اَنْ يَحْلِقَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ -

৩৮৩২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার দিন মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে কুরবানী করেছেন এবং তাঁর সাহাবীগণকেও এর নির্দেশ প্রদান করেছেন।

٣٨٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُوْنُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا عَرَضَ لِلْمُحْرِمِ عَدُوٌّ فَانَّهُ يَحِلُّ حِيْنَئِذٍ قَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَبَسَتْهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ فِيْ عُمْرَتِهِ عَنِ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ وَحَلَّ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثُمَّ رَجَعُوْا حَتّٰى اِعْتَمَرُوْا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ-

৩৮৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন তাম্মাম (র) ..... মাখরামা ইব্ন বুকাইর (র)-এর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত দাস নাফি' (র)-কে বলতে শুনেছি, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, যখন মুহরিমের পথে শত্রু বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন সে সেই সময়-ই হালাল হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যখন কুরাইশের কাফিররা বায়তুল্লাহ্ শরীফের (উমরা) থেকে বাধা প্রদান করেছিল তখন তিনি অনুরূপ করেছেন। তিনি তাঁর হাদী যবাহ করেছেন, মাথা মুণ্ডন করেছেন এবং তিনি হালাল হয়েছেন তাঁর সাহাবীগণও হালাল হয়েছেন। তারপর তারা (মদীনা) প্রত্যাবর্তন করেছেন। তারপর পরের বছর তাঁরা উমরা আদায় করেছেন।

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উমরায় শত্রু কর্তৃক বাধা প্রদানের দ্বারা হালাল হননি যতক্ষণ না কুরবানী করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অবরুদ্ধ ব্যক্তির হুকুম হল অনুরূপ যে, বাধাপ্রাপ্তির দ্বারা সে হালাল হবে না যতক্ষণ না পশু কুরবানী করবে। যা কিছু আমরা শুরুতে রিওয়ায়াত করেছি তাতে আমাদের মতে এর পরিপন্থী কিছু নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইরশাদ, "কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে অথবা খোঁড়া হয়ে গেলে সে হালাল হয়ে যাবে।" এতে এই সম্ভবনাও রয়েছে যে, তার জন্য ইহ্রাম খুলে ফেলা তথা হালাল হয়ে যাওয়া জাইয হয়ে গিয়েছে। এই অর্থ নয় যে, এর দ্বারা সে ইহ্রাম থেকে বের হয়ে হালাল হয়ে গিয়েছে। এটা অনুরূপ যে, যখন কোন নারীর আবশ্যকীয় ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তখন বলা হয় যে, সেই নারী পুরুষদের জন্য হালাল (বৈধ) হয়ে গিয়েছে। বস্তুত এর এই অর্থ নয় যে, এখন সে তাদের জন্য হালাল হয়ে গিয়েছে, এখন তারা তার সঙ্গে সঙ্গম করতে পারবে। বরং এর অর্থ হল, এখন তারা তাকে বিবাহ করতে পারবে, যার দ্বারা তার সঙ্গে সঙ্গম করা তাদের জন্য জাইয হবে। এটা জাইয ও বিশুদ্ধ কথা।

সুতরাং যখন এই হাদীসে আমাদের উল্লিখিত বিষয়ের সম্ভবনা রয়েছে এবং মিসওয়ার (রা) সূত্রে উরওয়া (র)-এর রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সেই বিষয়টি-ই বর্ণিত হয়েছে যা আমরা বর্ণনা করেছি, এতে এই বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সঠিক সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কিতাবে বলেছেন ঃ

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا سْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ

কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী কর। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মাথা মুণ্ডন করবে না। (সূরা বাকারা ২, আয়াত ১৯৬)

Contents

তাই যখন আল্লাহ্ তা'আলা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে হুকুম দিয়েছেন, সে যেন কুরবানীর পশু কুরবানী স্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজের মাথা মুণ্ডন না করে। এতে বুঝা গেল যে, অবরুদ্ধ ব্যক্তি সেই সময়ে ইহ্রাম খুলবে যখন তার জন্য মাথা মুণ্ডন করা জাইয হবে। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ এরই স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়াতে অনুরূপ করেছেন।

ঐ বিশ্লেষণের বিশুদ্ধতার প্রমাণ এটিও একটি ঃ হাজ্জাজ ইব্ন আম্র (রা)-এর হাদীসে রয়েছে যে, ইকরামা (র) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এই বিষয়টি (হাদীসটি) ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তাঁরা বললেন ঃ 'তিনি (হাজ্জাজ রা) সত্য বলেছেন'। সুতরাং এই হাদীস ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও সাব্যস্ত হল। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) অবরুদ্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে ঐ বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের অনুকূলে কথা বলেছেন, যা আমরা হাজ্জাজ (রা)-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি। এই বিষয়বস্তুর উপর আলকামা (র)-এর নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতও প্রমাণ বহন করে ঃ

٣٨٣٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَاَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ اِذَا اُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ الْهَدْيَ وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَاِنْ عَجَّلَ فَحَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَّبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ صِيَامِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اَوْ تَصَدَّقَ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ كُلُّ مِسْكِيْنٍ نِّصْفَ صَاعٍ وَالنُّسُكُ شَاةٌ فَاِذَا اَمِنَ مِمَّا كَانَ بِهٖ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَاِنْ مَضٰى مِنْ وَجْهِهٖ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاِنْ اَخَّرَ الْعُمْرَةَ اِلٰى قَابِلٍ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ اٰخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَسَبْعَةٌ اِذَا رَجَعْتُمْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ هٰذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَقَدَ ثَلٰثِيْنَ -

৩৮৩৪. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... আলকামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন ঃ وَاَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ – তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী কর। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬) যখন কোন ব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়বে তখন সে হাদী পাঠিয়ে দিবে।

আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ

وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ -

যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মাথা মুণ্ডন করবে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানী দ্বারা এর ফিদ্য়া দিবে। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)

তিন দিনের সিয়াম পালন করবে। যদি দ্রুত করতে গিয়ে হাদী কুরবানী স্থলে পৌঁছার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলে তবে তার উপর সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানী দ্বারা এর ফিদ্য়া দিবে। তিন দিন সিয়াম পালন করবে কিংবা ছয় মিস্কীনকে আহার করাবে। প্রত্যেক মিস্কীনকে অর্ধ সা (প্রায় পৌনে দুই কিলো গম) দিবে। 'নুসুক' হল বকরী। যখন সেই বাধা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে তখন যে ব্যক্তি হজ্জ পালনের সঙ্গে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, যদি সে নিজের এই আমল অব্যাহত রাখে, তবে তার উপর হজ্জ আবশ্যক হবে। আর যদি উমরাকে আগামী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করে তবে তার উপর হজ্জ ও উমরা উভয়টি ওয়াজিব হবে। (আল্লাহ্র ইরশাদ) 'এবং যে হাদী সহজলভ্য হবে' (সেটি যবাহ করবে)। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে সে হজ্জের সময় তিন দিন সিয়াম পালন করবে, যার আখেরী দিন হবে (৯ই যিলহজ্জ) আরাফাতের দিন। আর গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন (সিয়াম পালন করবে)। রাবী ইব্রাহীম (র) বলেন, আমি এই বিষয়টি সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, এটা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত এবং তিনি ত্রিশের গিরা করে দেখালেন।

٣٨٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيىَ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ قَالَ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ قَالَ مَنْ حُبِسَ اَوْ مَرِضَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَحَدَّثْتُ بِهٖ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ هٰكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

৩৮৩৫. আবূ শুরায়হ মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ (কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও) -এর ব্যাপারে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত কিংবা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে। ইব্রাহীম (র) বলেন, আমি বিষয়টি সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-কে বললে তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এরূপ বলেছেন।

বস্তুত এখানে ইব্ন আব্বাস (রা) বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে তার ইহ্রামকে সেই সময় খোলা জাইয সাব্যস্ত করেছেন যখন তার পক্ষ থেকে হাদী যবাহ করা হবে। তিনি নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির (ইহ্রাম অবস্থায়) কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা লেংড়া হয়ে গেলে সে হালাল হয়ে যাবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে এর অর্থ হল ঃ এখন তার জন্য ইহ্রাম খোলা জাইয আছে; যেমনটি আমরা এটি গ্রহণ করে এই মতপোষণ করেছি। বিষয়টি ইব্ন আব্বাস (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্য সাহাবীদের থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٣٨٣٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ الْعَبْدِيُّ صَاحِبُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا بِذَاتِ التَّنَانِيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا فَلَقِيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرْنَا لَهُ اَمْرَهُ فَقَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ وَيُوَاعِدُ اَصْحَابَهُ مَوْعِدًا فَاِذَا نَحَرَ عَنْهُ حَلَّ -

৩৮৩৬. ফাহাদ (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের এক সাথীকে এক বিষাক্ত সাপ দংশন করে, তখন সে উমরার ইহ্রাম অবস্থায় ছিল। বিষয়টি আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে

পড়ল। আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্ঊদ (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে তার বিষয়টি বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, সে তার হাদী পাঠিয়ে দিবে এবং নিজের সাথীদের সঙ্গে একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিবে। যখন তার পক্ষ থেকে হাদী যবাহ হয়ে যাবে তখন সে হালাল হয়ে যাবে।

٣٨٣٧۔ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ بَعْدَ ذٰلِكَ ۔

৩৮৩৭. ফাহাদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসঊদ রা) বলেছেন, তারপর পরবর্তীতে তার উপর উমরা আবশ্যক হবে।

٣٨٣٨۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ ۔

৩৮৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... সুলায়মান আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٣٩۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَهَلَّ رَجُلٌ مِّنَ النَّخَعِ بِعُمْرَةٍ يُقَالُ لَهٗ عُمَيْرُ بْنُ سَعِيْدٍ فَلُدِغَ فَبَيْنَا هُوَ صَرِيْعٌ فِي الطَّرِيْقِ اِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ فِيْهِمْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ ابْعَثُوْا بِالْهَدْيِ وَاجْعَلُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ يَوْمًا اَمَارَةً فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَلْيُحِلَّ قَالَ الْحَكَمُ وَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ حَسْبُكَ بِهٖ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ مِنْ قَابِلٍ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ سُلَيْمٰنَ حَدَّثَهٗ بِهٖ مِثْلَ مَا حَدَّثَ بِهِ الْحَكَمُ سَوَاءٌ ۔

৩৮৩৯. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'নাখা' গোত্রের এক ব্যক্তি, যাকে উমাইর ইব্ন সাঈদ বলা হত, উমরার ইহ্রাম বাঁধে। তারপর (পথে) তাকে সাপে দংশন করে এবং সে পথে পড়ে থাকে। ঐ সময় তাদের নিকট একটি কাফেলা আসল, যাদের মধ্যে ইব্ন মাসঊদ (রা) ছিলেন। তারা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে (তাঁকে) জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, হাদী পাঠিয়ে দাও এবং তোমাদের ও তার মাঝে একটি দিন আলামত হিসাবে নির্দিষ্ট করে নাও। যখন সেই দিন আসবে তখন সে হালাল হয়ে যাবে। হাকাম (র) বলেন, আম্মারা ইব্ন উমাইর (র) বলেছেন, আমি এই হাদীস আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে তোমাকে বর্ণনা করেছি যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, তার উপর আগামী বছর উমরার কাযা ওয়াজিব হবে। শু'বা (র) বলেন, আমি সুলায়মান (র) থেকে শুনেছি, তিনি হাকাম (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٤٠۔ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ قَالَ الْمُحْصَرُ لَايَحِلُّ حَتّٰى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاِنِ اضْطُرَّ اِلٰى شَيْءٍ مِّنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَابُدَّ لَهٗ مِنْهَا وَالدَّوَاءُ صَنَعَ ذٰلِكَ وَافْتَدٰى ۔

৩৮৪০. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলে হালাল হতে পারবে না যতক্ষণ না বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে। যদি সে পোশাক পরিধান কিংবা ঔষধ ব্যবহারে বাধ্য হয় তবে তা করবে এবং ফিদ্‌য়া আদায় করবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত রিওয়ায়াত থেকেও সেই বিষয়টি-ই প্রমাণিত হয়েছে, যা আমরা হাজ্জাজ (রা)-এর রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।

তারপর (আলিমগণ) ঐ বাধাগ্রস্ত হওয়ার উল্লিখিত হুকুম সম্পর্কে মত বিরোধ করেছেন যে, এর কারণ কি? কোন্ জিনিসের দ্বারা বা কোন্ অর্থে বাধাগ্রস্ততা সাব্যস্ত হয়? একদল ('আলিম) বলেন, যে ব্যক্তির মধ্যে রোগ ইত্যাদির কারণে বাধাগ্রস্ততা সৃষ্টি হয় (সেই হল বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি)। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত। আর আমরা এই বিষয়টি ইতিপূর্বে এই অনুচ্ছেদেই ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণনা করেছি। অন্য একদল ('আলিম) বলেন যে, আমরা যে বাধাগ্রস্ততার হুকুম বর্ণনা করেছি, তা শুধু শত্রু'র কারণে হয়ে থাকে, রোগের কারণে হয় না। আর এটা-ই হল ইব্‌ন উমার (রা)-এর অভিমত।

٣٨٤١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا اَبُوْ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَيَكُوْنُ الْاِحْصَارُ اِلاَّ مِنْ عَدُوٍّ ـ

৩৮৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়া আবূ শুরাইহ্ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইহ্‌সার তথা অবরুদ্ধতা শুধু দুশমনের কারণেই হয়ে থাকে।

٣٨٤٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ مَنْ حُبِسَ دُوْنَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ـ

৩৮৪২. ইউনুস (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা (আবদুল্লাহ রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি রোগের কারণে বায়তুল্লাহ্ শরীফ থেকে দূরে আটকা পড়ে সে ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ না বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে।

যখন এই বিষয়টিতে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা হাজ্জাজ ইব্‌ন আম্‌র (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ﷺ-এর ইরশাদ ঃ "যে ব্যক্তির কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যাবে কিংবা সে লেংড়া হয়ে যাবে সে হালাল হয়ে যাবে"-এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছি যে, তার উপর আরেকটি হজ্জ আবশ্যক হয়। এতে প্রমাণিত হল যে, অবরুদ্ধতা যেভাবে দুশমনের কারণে হয় অনুরূপভাবে রোগের কারণেও হয়। এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নিরূপণের নীতিতে এটাই হল যথার্থ বিশ্লেষণ। পক্ষান্তরে যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ হল যে, আমরা ফকীহ্‌গণকে লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দুশমনের কারণে অবরুদ্ধ অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপরে হালাল হয়ে যাওয়া ওয়াজিব, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। কিন্তু তাঁরা রোগের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। একদল বলেন যে, এ বিষয়ে এর হুকুম দুশমনের হুকুমের অনুরূপ। কেননা এটাও, তার হজ্জকে অব্যাহত রাখতে বাধা প্রদান করা, দুশমনের বাধা প্রদান করার অনুরূপ। পক্ষান্তরে অপরদল বলেন যে, এর হুকুম দুশমনের হুকুম থেকে ভিন্নতর। আমরা দেখতে চাচ্ছি যে, সেই কাজ যা দুশমনের কারণে প্রয়োজনের ভিত্তিতে জাইয হয় তা রোগের

কারণেও জাইয হয় কি-না ? আমরা লক্ষ্য করছি যে, যখন কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম তখন তার জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ফরয। যদি তার আশংকা হয় যে, দাঁড়ালে দুশমন তাকে দেখে হত্যা করে ফেলবে অথবা দুশমন তার মাথার উপর দাঁড়ালে এবং সে তাকে দাঁড়াতে বাধা দিচ্ছে, তবে সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, তার জন্য বসে সালাত আদায় করা জায়িয এবং তার জন্য কিয়াম (দাঁড়ান) ফরয হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে। আর এ বিষয়েও তাঁদের ঐকমত্য রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি রোগ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার কারণে দাঁড়াতে না পারে, তবে তার জন্য কিয়াম ফরয হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে এবং তার জন্য বসে সালাত আদায় করা জায়িয। যদি সক্ষম হয় তাহলে রুকূ সিজদা করবে অন্যথায় ইশারা দ্বারা তা আদায় করবে। সুতরাং আমরা দেখছি যে, তার জন্য যে কাজ দুশমনের কারণে প্রয়োজনের ভিত্তিতে জায়িয হয়; সেটা রোগের কারণেও প্রয়োজনের নিরিখে জায়িয হয়। আমরা লক্ষ্য করছি যে, যখন কোন ব্যক্তি এবং পানির মাঝে দুশমন বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার জন্য উযূর ফরয হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যায়; সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। অনুরূপভাবে তার যদি এরূপ কোন রোগ হয় যাতে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হয়, এ অবস্থায়ও তার জন্য উযূ ফরয হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যায়; সে তায়াম্মুম করবে এবং সালাত আদায় করবে। এই সমস্ত অবস্থায় যেখানে সে দুশমনের কারণে ওযরগ্রস্ত হয়েছে আর কখনও রোগের কারণে ওযরগ্রস্ত হয়, এ বিষয়ে অবস্থা ও হুকুম অভিন্ন। তারপর আমরা লক্ষ্য করছি যে, ঐ হজ্জ পালনকারী যে দুশমনের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং ওযরগ্রস্ত সাব্যস্ত হয়েছে। বস্তুত তার জন্য সেই আমল করার হুকুম রয়েছে যা বাধাগ্রস্ত ব্যক্তিকে করতে হয়, তারপর সে হালাল হয়। পক্ষান্তরে রোগের কারণে অবরুদ্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে তাঁরা (ফকীহ্গণ) মতবিরোধ করেছেন। এ বিষয়ে যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এর উপর যুক্তির দাবি হল যে, দুশমনের কারণে প্রয়োজনের নিরিখে তার জন্য আমল ওয়াজিব, রোগের কারণেও প্রয়োজনের নিরিখে তা ওয়াজিব হবে এবং এ দু'টির হুকুম অনুরূপভাবে অভিন্ন হবে, যেমনটি তাহারাত ও সালাতের ব্যাপারে উভয়ের হুকুম এক ও অভিন্ন।

তারপর সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আলিমগণ মত বিরোধ করেছেন, যে উমরার ইহ্রাম বেঁধেছে এবং দুশমন কিংবা রোগের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ঃ একদল 'আলিম বলেন, সে হাদী পাঠিয়ে দিবে এবং সঙ্গীদের থেকে ওয়াদা নিবে, তারা তার পক্ষ থেকে তা যবাহ করবে। যখন তা যবাহ হয়ে যাবে সে হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু অপর দল বলেন, সে অবিরত ইহ্রাম বেঁধে রাখবে, তার জন্য হজ্জের ন্যায় ওয়াক্ত নির্দিষ্ট নেই। যারা এ মত পোষণকারী যে, সে হাদীর সাথে ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে তাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সেই হাদীস, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণনা করেছি যে, যখন তিনি হুদায়বিয়ার বছর উমরার ইহ্রামরত অবস্থায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কুরায়শ এর কাফিররা তাঁকে অবরুদ্ধ করেছিল, তখন তিনি হাদী যবাহ করেছেন এবং ইহ্রাম খুলে হালাল হয়ে গিয়েছেন। আর এ ভিত্তিতে তিনি অবরুদ্ধতা সমাপ্ত হওয়ার অপেক্ষা করেন নি। যেহেতু এর জন্য হজ্জের ন্যায় ওয়াক্ত নির্দিষ্ট নেই, বরং এর জন্য অবরুদ্ধতাকে অনুরূপভাবে ওযর সাব্যস্ত করেছেন যেমনিভাবে হজ্জের সাথে অবরুদ্ধতার কারণে ওযরগ্রস্ত হয়। এতে সাব্যস্ত হল যে, অবরুদ্ধতার অবস্থায় দু'টির হুকুম এক ও অভিন্ন যে, সে হাদী পাঠাবে এবং এরপরে ঐ অবরুদ্ধতার কারণে উভয়ের ইহ্রাম খুলে হালাল হয়ে যাবে। তবে তার উপর উমরার অবস্থায় উমরার কাযা হবে তার উমরার স্থলে এবং হজ্জের অবস্থায় কাযা হিসাবে একটি হজ্জ এবং ইহ্রাম খোলার কারণে উমরা পালন আবশ্যক হবে। ইতিপূর্বে এই অনুচ্ছেদে আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছি যে, উমরার জন্য ইহ্রাম পালনকারীও কখনও অবরুদ্ধ হয়। রিওয়ায়াতসমূহের নীতিতে এটাই হল

এই অনুচ্ছেদের সঠিক বিশ্লেষণ। এ বিষয়ে যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা হল এই যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, কিছু জিনিস যা বান্দাদের উপর ফরয। এর মধ্যে কতেকের জন্য বিশেষ সময় নির্ধারিত আছে। আবার তাদের উপর কিছু ফরয বিধানাবলী এরূপ রয়েছে, যার জন্য পূরা জীবন ওয়াক্ত নির্ধারিত করা হয়েছে। সেগুলো থেকে সালাতসমূহ যা তাদের উপর বিশেষ ওয়াক্তসমূহে ফরয এবং সেই ওয়াক্তসমূহে ঐ সমস্ত কারণের সাথে আদায় করা হয়, যা সেই ওয়াক্তসমূহের পূর্বে পাওয়া যায়। যেমন পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা, সতর ঢাকা ইত্যাদি এবং সেই সমস্ত জিনিস থেকে যিহার, সিয়াম ও হত্যার কাফ্ফারায় সিয়াম পালন। যা যিহারকারী ও হত্যাকারীর উপর নির্দিষ্ট দিনে আবশ্যক নয় বরং এর জন্য পুরোজীবন ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কসমের কাফ্ফারা, যা আল্লাহ্ তা'আলা কসম ভঙ্গকারীর উপর ওয়াজিব করেছেন। আর তা হল إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ। দশ মিসকীনকে আহার করান কিংবা তাদের পোশাক পরিধান করান অথবা একটি ক্রীতদাস আযাদ করা।

তারপর যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে পাওয়া যাওয়া কারণ এবং সালাতের মাঝে পাওয়া যাওয়া কারণের শর্তে সালাত ফরয করেছেন। যখন এগুলো থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তখন এটাকে ওযর সাব্যস্ত করেছেন। সেই সমস্ত জিনিস থেকে একটি হল, যে ব্যক্তি পানি না পায় তার জন্য পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা রহিত হয়ে যায় এবং তায়াম্মুমের বিধান কার্যকর হয়। তা থেকে আরেকটি হল যে, যদি সতর ঢাকার জন্য কিছু না পায় তাহলে উলঙ্গ হয়ে সালাত আদায় করবে। আরেকটি হল ঃ যে ব্যক্তি কিবলামুখী হতে না পারে সে কিব্লা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে। আরেকটি হল ঃ যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম সে বসে রুকূ-সিজদার সঙ্গে সালাত আদায় করবে। যদি এটাও করতে না পারে, তাহলে ইশারা দ্বারা সালাত আদায় করবে, তাকে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদিও এতটুকু ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে যাতে এই ওযর খতম হয়ে যায় এবং সে ওই অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করে যা ওযরের পূর্বে বিদ্যমান ছিল, যদিও তখনো তার ওয়াক্ত চলে যায় নি এবং সে ওয়াক্তের মধ্যেই থাকে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফ্ফার সিয়াম ওয়াজিব করেছেন, কোন রোগের কারণে সিয়াম পালনে সক্ষম না হয়, তা হলে ওযরগ্রস্ত হবে। অথচ এরপরে সে সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এবং তার সিয়াম পালনের শক্তি ফিরে আসে। এবং তার সিয়াম পালনের ব্যাপারে কোন কিছু প্রতিবন্ধক নেই। কেননা এর জন্য কোন ওয়াক্ত নির্দিষ্ট নেই। এটা তার থেকে সিয়াম রহিত হওয়ার ব্যাপারে ওযর হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে। অনুরূপভাবে কাফ্ফারাসমূহের অবস্থায় আহার করানো, ক্রীতদাস আযাদ করা অথবা পোশাক পরিধান করানোর হুকুম। যদি এগুলো থেকে কোনটির উপর শক্তিমান না হয় তা হলে অন্যের সঙ্গে শক্তিমান গণ্য করা হবে এবং আগামীতে কোন সময়ে অর্জনযোগ্য শক্তির সম্ভবনা ধর্তব্য হবে না। তাই যখন প্রয়োজনের সময় সেই সমস্ত জিনিসগুলোর ফরয হওয়া রহিত হয়ে যায় যদিও ওয়াক্ত ফওত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। সুতরাং এ জিনিসগুলো এবং ঐ সমস্তগুলো যাতে ওয়াক্ত ফওত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। যেমন আখেরী ওয়াক্তে সালাত ইত্যাদি অভিন্ন হুকুম -এর আওতাভুক্ত।

সুতরাং আমরা যা উল্লেখ করেছি এর উপর যুক্তির দাবি হল যে, উমরাও অনুরূপ হবে যে, উমরার জন্য এবং যার কোন ওয়াক্ত নির্দিষ্ট নেই প্রয়োজনের নিরিখে সে জিনিস জায়িয হবে, যা ঐ সমস্ত জিনিসের জন্য জায়িয হয়; যার নির্দিষ্ট ওয়াক্ত আছে। এতে সেই সমস্ত আলিমদের মাযহাব সাব্যস্ত হল যারা অভিন্নরূপে হজ্জের অবরুদ্ধতার ন্যায় উমরার জন্যও অবরুদ্ধতাকে স্বীকার করেন। আর এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

তারপর এ বিষয়ে ফকীহদের মত বিরোধ রয়েছে যে, যখন অবরুদ্ধ ব্যক্তির হাদী যবাহ্ হয়ে যাবে তখন সে মাথা মুণ্ডন করতে পারবে কি-না ? একদল 'আলিম বলেন, তার উপর মাথা মুণ্ডন করা আবশ্যক নয়। কেননা তার হজ্জের সমস্ত আমলসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)ও এই মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে অন্য একদল 'আলিম বলেন, বরং সে মাথা মুণ্ডন করবে। যদি সে মাথা মুণ্ডন না করে তখনও ইহ্রাম খুলে হালাল হতে পারবে এবং তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। এই মত যারা পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তাঁদের অন্যতম। আরেক দল 'আলিম বলেছেন, সে মাথা মুণ্ডন করবে এবং এটা তার উপর অনুরূপভাবে ওয়াজিব যেমনিভাবে হজ্জ বা উমরা পালনকারীর উপর ওয়াজিব হয়।

এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলীল হল ঃ ইহ্সার বা অবরুদ্ধতার কারণে তার থেকে তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ ইত্যাদি হজ্জের সমস্ত আমল রহিত হয়ে যায়। আর এটা সেই সমস্ত জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যার দ্বারা ইহ্রামকারী তার ইহ্রাম থেকে বের হয়ে হালাল হয়ে যায়। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, যখন সে কুরবানীর দিনে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করে তখন তার জন্য মাথা মুণ্ডন করা জায়িয হয়ে যায়, এবং এতে তার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার, (সেলাই করা) পোশাক পরিধান করা ও স্ত্রী সঙ্গম হালাল হয়ে যায়। তাঁরা বলেন, যখন এটা (হলক) সেই সমস্ত জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো হজ্জ পালনকারী ইহ্রাম খোলার পূর্বে সম্পাদন করে। আর অবরুদ্ধতার কারণে এইসব কিছু তার থেকে রহিত হয়ে গিয়েছে। তাই এখন তার থেকে সেই সমস্ত জিনিস রহিত হয়ে যাবে যেগুলো ইহ্রামকারী অবরুদ্ধতার কারণে ছেড়ে দেয়। এটা হল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলীল। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অন্যদের দলীল হল যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া মাঝে সাঈ ও জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করাসহ এই সমস্ত আমল থেকে ইহ্রামকারী বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার ও ঐ সমস্ত জিনিসের মাঝে 'অবরুদ্ধতা' বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তার থেকে সেই সমস্ত আমল সম্পাদন রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাথা মুণ্ডন এবং তার মাঝে কোন কিছু আড়াল হয়নি, সে তা সম্পাদন করতে সক্ষম। সে অবরুদ্ধ অবস্থায় আমল করতে সক্ষম এর সে-ই হুকুমই হবে যা অবরুদ্ধতা ব্যতীত (মুক্ত) অবস্থায় হয় এবং যা সে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় আঞ্জাম দিতে পারে না তা অবরুদ্ধতার কারণে তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। আমাদের নিকট এটাই যুক্তি সংগত। সুতরাং যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় হলক ওয়াজিব হওয়ার হুকুম সেটাই যা অবরুদ্ধ না থাকার অবস্থায় হয়। তাই তা ছাড়ার হুকুমও অবরুদ্ধতার অবস্থায় সেটাই হবে, যা অবরুদ্ধ না হওয়ার অবস্থায় হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে যা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের উপর হলকের হুকুম অনুরূপভাবে বাকী আছে যেমনিভাবে ঐ ব্যক্তির জন্য (বাকী), যে বায়তুল্লাহ্ শরীফ (হারাম) পর্যন্ত পৌঁছায়। আর তা হল নিম্নরূপ ঃ

٣٨٤٣- انَّ رَبِيْعً الْمُؤَذِّنَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَلَّقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَصَّرَ اٰخَرُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ

اللهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الْمُحَلِّقِيْنَ ظَاهَرْتَ لَهُمْ بِالتَّرَحُّمِ قَالَ اِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوْا ـ

৩৮৪৩. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হুদায়বিয়ার প্রাক্কালে কতিপয় সাহাবী মাথা মুণ্ডন করেন এবং কতিপয় সাহাবী চুল ছোট করে ছাটেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! চুল ছোট করে কর্তনকারীদের হুকুম কি ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! চুল ছোট করে কর্তনকারীদের হুকুম কি ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! চুল ছোট করে কর্তনকারীদের কি হবে ? তিনি বললেন, চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, মাথা মুণ্ডনকারীদের কি বৈশিষ্ট্য যে, আপনি তাদেরকে রহমতের দু'আর ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলেন ? তিনি বললেন, তারা কোন অভিযোগ করে নি।

٣٨٤٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اِبْنِ إِسْحٰقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৮৪৪. ফাহাদ (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٤٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ الاَنْصَارِيِّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَغْفِرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلْثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً ـ

৩৮৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি হুদায়বিয়ার প্রাক্কালে মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং চুল ছোট করে কর্তনকারীদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন।

٣٨٤٦ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ اَنَّ اَبَا اِبْرَاهِيْمَ الاَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَحَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ رُؤُسَهُمْ غَيْرَ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ـ

৩৮৪৬. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার বছর মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য একবার এবং চুল ছোট করে কর্তনকারীদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সাহাবীগণ (রা) নিজেদের মাথা মুণ্ডন করেছেন তবে দু'ব্যক্তি, একজন আনসারী আরেকজন কুরায়শী মাথা মুণ্ডন করেননি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, কিছু সংখ্যক ছাড়া সকলে মাথা মুণ্ডন করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরে মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। এতে সাব্যস্ত হল যে, তাদের

উপর মাথা মুণ্ডন করা এবং চুল ছোট করে কর্তন করা আবশ্যক ছিল যেমনিভাবে তাদের উপর আবশ্যক হত যদি তাঁরা কা'বা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছাতেন। যদি এমনটি না হত তাহলে তাঁরা অভিন্ন হতেন এবং তাঁদের কতকের উপর কতেকের ফযীলত হত না। নবী ﷺ কর্তৃক মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তাঁরা এ বিষয়ে যারা অবরুদ্ধ নয় তাদের অনুরূপ ছিলেন, যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, 'ইহসার বা অবরুদ্ধতা মাথা মুণ্ডন এবং চুল ছোট করে কর্তন করার হুকুমকে রহিত করে না। আল্লাহ্র নিকটই তাওফীক প্রার্থনা করছি।

٣٢- بَابُ حَجِّ الصَّغِيْرِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের হজ্জ

٣٨٤٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ امْرَاَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ صَبِىٍّ هَلْ لِهٰذَا مِنْ حَجٍّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ -

৩৮৪৭. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ কে শিশুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এরও কি হজ্জ (সহীহ) হবে, তিনি বললেন, 'হাঁ, আর এজন্য তোমার ছওয়াব হবে।

٣٨٤٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৮৪৮. ইউনুস (র) ..... ইব্রাহীম ইব্ন উক্বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

৩৮৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ...... ইব্রাহীম ইব্ন উক্বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, শিশু যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে হজ্জ পালন করে তবে এটা তার ইসলাম জনিত ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এবং বয়ঃপ্রাপ্ত (বালিগ) হওয়ার পর তার উপর পালন আবশ্যক হবে না। তাঁরা এ বিষয়ে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে যে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, এই হজ্জ তার ইসলাম জনিত ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে না। বালিগ হওয়ার পর তার উপর পুনরায় হজ্জ পালন করা আবশ্যক। আমাদের মতে প্রথমোক্তদলের বিরুদ্ধে তাঁদের দলীল হল যে, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, নাবালিগ শিশু জন্যও হজ্জ রয়েছে এবং এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, শিশুর হজ্জ সম্পর্কে কারো মত বিরোধ নেই। যেমন তার জন্য সালাত রয়েছে সে সালাত পড়তে পারে কিন্তু এই সালাত তার উপর ফরয নয়। অনুরূপভাবে হজ্জও। সম্ভবত তার হজ্জ মাকবূল হবে যদিও এই হজ্জ তার উপর ফরয নয়। এই হাদীস সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে দলীল, যাদের ধারণা হল শিশুর জন্য হজ্জ নেই অর্থাৎ শিশু হজ্জ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তার হজ্জের পক্ষে মত পোষণ করেন যে, তার জন্য হজ্জ রয়েছে। কিন্তু তা ফরয

মনে করেন না। তিনি এই হাদীসের কিছুরই বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি শুধু বিরোধীদের বিশ্লেষণের বিরোধিতা করেছেন।

এখানে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তারপর তিনি শিশুর হজ্জ দ্বারা ফরয না এমন হজ্জ সম্পর্কে বলেছেন যে, এই হজ্জ তার বালিগ হওয়ার পরে ইসলাম জনিত (ফরয) হজ্জের স্থলে যথেষ্ট হবে না।

٣٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَسْمِعُوْنِىْ مَاتَقُوْلُوْنَ وَلاَ تَخْرُجُوْا تَقُوْلُوْنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَيُّمَا غُلاَمٍ حَجَّ بِهٖ اَهْلُهٗ فَمَاتَ فَقَدْ قَضٰى حَجَّةَ الْاِسْلاَمِ فَاِنْ اَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَاَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهٖ اَهْلُهٗ فَمَاتَ فَقَدْ قَضٰى حَجَّةَ الْاِسْلاَمِ فَاِنْ اُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ -

৩৮৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আবুস সফর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! আমার থেকে শোন! যা কিছু তোমাদের বলার এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যেয়ো না যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, যে শিশু তার পরিবারের সঙ্গে হজ্জ পালন করে, তারপর মারা যায়, তাহলে সে ইসলাম জনিত হজ্জ আদায় করে ফেলেছে। যদি সে বালিগ হয়ে যায় তার উপর হজ্জ পালন করা আবশ্যক। আর যে ক্রীতদাস তার মনিবদের সঙ্গে হজ্জ পালন করে তারপর সে মারা যায় তবে সে ইসলাম জনিত হজ্জ আদায় করে ফেলল। তবে যদি তাকে আযাদ করে দেয়া হয় তা হলে তার উপর হজ্জ পালন আবশ্যক হবে।

٣٨٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ صَاحِبِ الْحُلِىِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْمَمْلُوْكِ اِذَا حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ اَيْضًا وَعَنِ الصَّبِىِّ يَحُجُّ ثُمَّ يَحْتَلِمُ قَالَ يَحُجُّ اَيْضًا -

৩৮৫১. মুহাম্মদ (র) ..... ইউনুস ইব্‌ন উবাইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে ঐ ক্রীতদাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে হজ্জ পালন করেছে তারপর তাকে আযাদ করে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তার উপর পুন হজ্জ পালন আবশ্যক হবে। এবং ঐ শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে হজ্জ পালন করেছে তারপর বালিগ হয়েছে ? তিনি বললেন, সেও পুন হজ্জ পালন করবে।

আপনাদের ধারণা মতে যিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেন তিনি সংশ্লিষ্ট হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং এই ইব্‌ন আব্বাস (রা)! যিনি নবী ﷺ থেকে ঐ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি। তারপর তিনি সেই কথা বলেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং আপনাদের মূলনীতি মুতাবিক এটা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর উপর দলীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলেন যে, আপনারা কিভাবে জানলেন যে, এই হজ্জ পালন তার (শিশুর) ইসলাম জনিত হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে না ?

তার উত্তরে আমি বলছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী ঃ তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, শিশু যতক্ষণ না বড় (বালিগ) হবে....। আমি এই হাদীসটি সনদসহ এই গ্রন্থের অন্যস্থানে উল্লেখ করেছি। যখন সাব্যস্ত হল যে, শিশুর উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে তখন প্রমাণিত হল যে, তার হজ্জ ফরয হজ্জ নয়। (ফকীহ্গণ) এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যদি কোন না বালিগ শিশু সালাতের ওয়াক্তে প্রবেশ করে সালাত আদায় করে নেয়। তারপর সেই সালাতের ওয়াক্তে বালিগ হয়ে যায়। তাহলে তার উপর সালাত পুন আদায় করা আবশ্যক এবং সে ঐ ব্যক্তির হুকুমে বিবেচিত হবে, সালাত আদায় করেনি। যখন তাদের ঐকমত্যের দ্বারা এই বিষয়টি সাব্যস্ত হল, তখন হজ্জের অনুরূপ হুকুম হওয়াও সাব্যস্ত হল এবং যখন সে হজ্জ পালনের পরে বালিগ হবে তখন সে সেই ব্যক্তির হুকুমে বিবেচিত হবে যে হজ্জ পালন করেনি এবং তার উপর পুন হজ্জ পালন করা আবশ্যক হবে।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, আমরা লক্ষ্য করছি যে, হজ্জের হুকুম সালাতের হুকুমের পরিপন্থী। আর তা হল এভাবে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জ পালন ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করেছেন যে সেখানে (বায়তুল্লাহ্) পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। তা ব্যতীত অন্যের উপর ফরয করেননি। সুতরাং যার সেখান পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি বা সামর্থ্য নেই তার উপর হজ্জ পালন ফরয নয়। যেমন, না-বালিগ শিশু, যে বালিগ হয়নি তার উপর ফরয নয়। তারপর (ফকীহ্গণ) এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তির নিকট হজ্জের জন্য পাথেয় না থাকে এবং সে নিজেকে কষ্টেপতিত করে পায়ে হেটে হজ্জব্রত পালন করে তবে এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

যদি পরবর্তীতে তার সামর্থ্য অর্জিত হয়ে যায় তবুও তার উপর পুন হজ্জ পালন করা এই জন্য জরুরী হবে না যে, প্রথমে সে সামর্থ্য অর্জিত না হওয়ার অবস্থায় হজ্জ পালন করেছে। সুতরাং এর উপর যুক্তির দাবি হল যে, শিশুরও এই হুকুম হবে, যখন সে বালিগ হওয়ার পূর্বে হজ্জ পালন করে নেয়। সে এমন আমল সম্পন্ন করেছে যা তার উপর ফরয ছিল না এটা তার জন্য যথেষ্ট, বালিগ হওয়ার পর তার উপর পুন হজ্জ পালন ফরয হবে না।

উত্তরে তাঁকে বলা হবে যে, যে ব্যক্তি সেখান পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে না তার থেকে ফরযিয়ত (ফরয হওয়া) এই জন্য রহিত হয়ে যায় যে, সে বায়তুল্লাহ্ শরীফ পর্যন্ত পৌছতে অক্ষম। যদি সে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ শরীফ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে সেখান পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই কারণে তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায়। এই জন্য আমরা বলি যে, এই হজ্জ তার জন্য যথেষ্ট হবে এবং এজন্যও যে, সে বায়তুল্লাহ্ শরীফ পর্যন্ত পৌঁছার পর সে সেখানকার বাসিন্দা হিসাবে গণ্য হবে, আর তার উপর হজ্জ আবশ্যক হবে। কিন্তু শিশুর উপর তো বায়তুল্লাহ্ শরীফ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে এবং পরে কোন অবস্থাতেই হজ্জ ফরয নয়। কেননা তার থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং যখন সে এর পরে বালিগ হবে তখন তার উপর হজ্জ পালন ফরয হবে। এই জন্য আমরা বলি যে, যে বালিগ হওয়ার পূর্বে হজ্জ করেছে তা তার জন্য যথেষ্ট নয়। তাকে বালিগ হওয়ার পর নতুনভাবে হজ্জ করতে হবে। যেমনিভাবে সেই ব্যক্তি করে থাকে, যে পূর্বে হজ্জ পালন করেনি। এই অনুচ্ছেদে এটাই যুক্তির দাবি। আর এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٣٣- بَابُ دُخُوْلِ الْحَرَمِ هَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম ব্যতীত হারাম শরীফে প্রবেশ করা

٣٨٥٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ -

৩৮৫২. আলী ইব্ন মা'বাদ (র), আলী ইব্ন আবদুর রহমান (র) ও ফাহাদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কাতে প্রবেশ করেছেন। তখন তাঁর পবিত্র মাথায় কাল পাগড়ি ছিল।

٣٨٥٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৩৮৫৩. ফাহাদ (র) ও আবূ বাক্রা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٥٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلٰى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا كَشَفَ الْمِغْفَرَ عَنْ رَأْسِهِ قِيْلَ لَهُ اِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ -

৩৮৫৪. ইউনুস (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তার পবিত্র মাথায় শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) শোভা পাচ্ছিল। যখন তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুললেন, তখন তাঁকে বলা হল যে, ইব্ন খাত্ল কা'বা শরীফের পর্দা ধরে ঝুলে আছে। তিনি বললেন, 'তাকে হত্যা কর।'

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, ইহ্রাম ব্যতীত হারাম শরীফে প্রবেশ করতে কোন অসুবিধা নেই। তাঁরা এ বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তির বাড়ি মীকাত বহির্ভূত কোন শহরে হবে তার ইহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা সমীচীন নয়। তারপর তাঁরা মতবিরোধ করেছেন ঃ কতিপয় 'আলিম বলেছেন শুধু মক্কার বাসিন্দা ব্যতীত অনুরূপভাবে সমস্ত লোকদের জন্য এটাই হুকুম; চাই সে মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাস করুক অথবা বাইরে। পক্ষান্তরে অন্যরা বলেন, যে ব্যক্তির বাড়ি মীকাতের কোন স্থানে অথবা এর থেকে ভিতরে মক্কার দিকে সে ইহ্রাম ব্যতীত মক্কাতে প্রবেশ করতে পারবে। যার বাড়ি মীকাতের বাইরে সে ইহ্রাম ব্যতীত মক্কাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এই মত যারা পোষণ করেন তাঁদের

মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)ও রয়েছেন। অন্য আরেকদল ‘আলিম বলেন, মীকাত থেকে বহির্ভূতদের হুকুমের অনুরূপ হুকুম হল মীকাত অধিবাসীদের। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) মীকাত অধিবাসীদেরকে মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (ইমাম তাহাবী বলেন) আমাদের নিকট তাঁদের বক্তব্য যুক্তির অনুকূলে নয়। কেননা আমরা লক্ষ্য করছি, যে ব্যক্তি ইহ্‌রামের ইচ্ছাপোষণ করে, তারপর মীকাত থেকে ইহ্‌রাম ব্যতীত হালাল অবস্থায় অতিক্রম করে এবং হজ্জ থেকে অবসর হয়ে যায়, আর মীকাতের দিকে ফিরে না আসে, তা হলে তার উপর দম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধে সে পুণ্যবান। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এর (মীকাত) পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধবে সেও নেক্‌কার। যখন মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা এর বাইরে থেকে ইহ্‌রাম বাঁধার হুকুমের অনুরূপ, এর ভিতর থেকে ইহ্‌রাম বাঁধার অনুরূপ নয়। তখন সাব্যস্ত হল যে, খোদ মীকাতের হুকুম এর বাইরের হুকুমের অনুরূপ, এর ভিতরের হুকুমের অনুরূপ নয়।

সুতরাং মীকাতের অধিবাসীদের জন্য হারাম শরীফে প্রবেশ করা সেই অবস্থায় জায়িয হবে, যে অবস্থায় মীকাতের বাইরের শহরবাসীগণ প্রবেশ করতে পারবে। বস্তুত এই বিশ্লেষণ দ্বারা মীকাতের অধিবাসীদের হুকুম সংশ্লিষ্ট ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর বক্তব্য খণ্ডন হয়ে যায়।

বস্তুত হাদীসসমূহের প্রতি পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি দেয়া আমাদের জন্য একান্তভাবে জরুরী যে, তাতে এরূপ কোন কিছু বিদ্যামান আছে কিনা, যা ইহ্‌রাম ব্যতীত হারাম শরীফে প্রবেশ করাকে অস্বীকার করে এবং তাতে এরূপ কোন কিছু আছে কিনা যা পূর্বোক্ত দুই হাদীসের অর্থ বিশ্লেষণ করে যে অর্থের দ্বারা একথা অপরিহার্য হয় যে, নবী ﷺ কর্তৃক (হারাম শরীফে) ইহ্‌রাম ব্যতীত প্রবেশ করাটা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। আমরা এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেয়েছি।

٣٨٥٥- فَاِذَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَوَضَعَهَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْاَخْشَبَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَمْ تَحِلَّ لِىْ اِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُرْفَعُ لُقْطَتُهَا اِلاَّ مُنْشِدٌ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لاَغِنٰى لِاَهْلِ مَكَّةَ عَنْهُ لِبُيُوْتِهِمْ وَقُبُوْرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرُ -

৩৮৫৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দিন মক্কাকে 'হারাম' করেছেন যেই দিন তিনি আকাশ, পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটাকে (মক্কাকে) এই দুই পাহাড়ের (আবূ কুবাইস ও এর বিপরীতে অবস্থিত পাহাড়) মাঝে স্থাপন করেছেন। এটা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল হয়নি এবং আমার জন্যও দিনের একটি (নির্দিষ্ট) সময়ে হালাল হয়েছে। এর কোন তৃণলতা কাটা যাবে না, কর্তন করা যাবে না এর কোন গাছ-পালা। এর মাঝে পতিত বস্তু সেই ব্যক্তিই উঠাতে পারবে যে কিনা এর হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। আব্বাস (রা)

বললেন, 'ইয্খির' (ঘাস) ব্যতীত। কেননা মক্কার অধিবাসীদের তাদের গৃহ ও কবরের জন্য এর প্রয়োজন পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'ইয্খির' ব্যতীত (অর্থাৎ এটা কর্তন করতে পারবে)।

٣٨٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يَحْرِمْهَا النَّاسُ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيْهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَنَّ فِيْهَا شَجَرًا فَاِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ فَقَالَ قَدْ حَلَّتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَحَلَّهَا لِىْ وَلَمْ يَحِلَّهَا لِلنَّاسِ وَاِنَّمَا اَحَلَّهَالِىْ سَاعَةً ـ

৩৮৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... সাঈদ মাকবুরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ শুরায়হ আল কা'বী (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মক্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজে 'হারাম' করে দিয়েছেন। কোন মানুষ তাকে 'হারাম' করে নি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে সে কখনো এখানে রক্ত প্রবাহিত করবে না, এখানকার কোন গাছ কর্তন করবে না। যদি কোন অবকাশ অনুসন্ধানী অবকাশ অনুসন্ধান করে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। তাহলে (জেনে রাখ) অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার জন্য হালাল সাব্যস্ত করেছেন, অন্য লোকদের জন্য হালাল করেন নি এবং আমার জন্যও শুধু একটি (নির্দিষ্ট) ক্ষণ বা সময় হালাল করেছেন।

٣٨٥٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ بَهْلُوْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ اَبِى سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَمْرُو بْنُ سَعِيْدِ الْبَعْثَ اِلٰى مَكَّةَ لِغَزْوِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَتَاهُ اَبُوْ شُرَيْحٍ فَكَلَّمَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى نَادِىْ قَوْمِهٖ فَجَلَسَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ قَالَ فَحَدَّثَ عَمَّا حَدَّثَ عَمْرُوْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَمَّا جَاوَبَهُ بِهٖ عَمْرُ وَقَالَ قُلْتُ اِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُمِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ خَطَبَنَا فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَهِىَ حَرَامٌ مِنْ حَرَامِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَايَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَسْفِكَ فِيْهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرًا لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ كَانَ قَبْلِىْ وَلَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدِىْ وَلَمْ تَحِلَّ لِىْ اِلَّا هٰذِهِ السَّاعَةَ غَضَبًا عَلٰى اَهْلِهَا اَلَا ثُمَّ قَدْ عَادَتْ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ فَمَنْ قَالَ لَكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَحَلَّهَا فَقُوْلُوْا لَهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَحَلَّهَا لِرَسُوْلِهٖ وَلَمْ يَحِلَّهَا لَكَ فَقَالَ لِىْ انْصَرِفْ اَيُّهَا الشَّيْخُ فَنَحْنُ اَعْرَفُ بِحُرْمَتِهَا مِنْكَ اِنَّهَا لَا تَمْنَعُ سَافِكَ دَمٍ وَلَا مَانِعَ خَرْبَةٍ وَلَا خَالِعَ طَاعَةٍ قُلْتُ قَدْ كُنْتُ شَاهِدًا وَكُنْتُ غَائِبًا وَقَدْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبَلِّغَ شَاهِدُنَا غَائِبَنَا وَقَدْ اَبْلَغْتُكَ ـ

৩৮৫৭. ফাহাদ (র) ..... আবূ শুরায়হ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন (মদীনার গবর্নর) আম্‌র ইব্‌ন সাঈদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিল তখন তার নিকট আবূ শুরায়হ (রা) এসে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছেন, তার নিকটও বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি তাঁর কাওমের এক বৈঠকে গিয়ে বসলেন। আমি উঠে তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম। তিনি বলেন, তিনি আম্‌র এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা বলেছিলেন সেই বিষয়টিই বর্ণনা করলেন। আর তাকে যে জবাব দিয়েছিলেন তাও বর্ণনা করলেন। তিনি (আবূ শুরায়হ) বলেন, আমি বললাম, মক্কা বিজয়ের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। মক্কা বিজয়ের পরদিন তিনি আমাদেরকে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দিন মক্কাকে 'হারাম' করে দিয়েছেন, যে দিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এটা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হারামের মধ্য থেকে একটি হারাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে তার জন্য এখানে রক্ত প্রবাহিত করা, এখানকার কোন বৃক্ষ কর্তন করা হালাল নয়। এটা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল হয় নি এবং না আমার পরে কারো জন্য হালাল হবে। আমার জন্যও শুধু এই কিছুক্ষণ হালাল হয়েছে। আর এমনটি সেখানকার অধিবাসীদের (কাফিরদের জন্য) গযব স্বরূপ হয়েছে। তারপর কালকের মত তার হারাম হওয়ার বিধান প্রত্যর্পিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি তোমাদেরকে বলে যে, আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পবিত্রতা তাকে খতম করে দিয়ে এটাকে হালাল করে দিয়েছেন, তখন তোমরা তাকে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে তাঁর রাসূলের জন্য হালাল করেছেন, তোমার জন্য হালাল করেন নি। তিনি (আমর) আমাকে বললেন, হে শায়খ! ফিরে যান। এর পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা আপনার চাইতে অধিক অবহিত। হারাম শরীফ কোন খুনী, অপরাধী ও বিদ্রোহীকে রক্ষা করে না বা আশ্রয় দেয় না। আমি বললাম, আমি উপস্থিত ছিলাম আর আপনি ছিলেন অনুপস্থিত। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, আমাদের উপস্থিতজন অনুপস্থিতজনকে পৌঁছিয়ে দিবে। আমি অবশ্যই আপনাকে (একথা) পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

٣٨٥٨ـ حَدَّثَنَا بَحْرُ هُوَ ابْنُ نَصْرٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ِالْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْخُزَاعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৩৮৫৮. বাহ্‌র ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... আবূ শুরায়হ আল খুযাঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٥٩ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْحَجُوْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكَ اَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ كَانَ قَبْلِىْ وَلَاتَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدِىْ وَمَا اَحَلَّتْ لِىْ اِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ وَهِىَ بَعْدَ سَاعَتِهَا هٰذِهِ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

৩৮৫৯. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজুন-এর উপর দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি (মক্কা) আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট

ভূমি এবং আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভূমি। আমার পূর্বেও তুমি কারো জন্য হালাল ছিলে না এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। আমার জন্য দিনের কিছুক্ষণের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং সেটি উক্ত (নির্দিষ্ট) সময়ের পরে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে।

٣٨٦٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ وَاَبُوْ مُوْسَى مِّنَ اِسْمٰعِيْلَ التَّبُوْذَكِيُّ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৮৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٦١ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلٰى رَسُوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلُ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ لَيْثٍ بِقَتِيْلٍ كَانَ لَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَبَسَ عَنْ اَهْلِ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ كَانَ قَبْلِىْ وَلاَ تَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدِىْ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَاِنَّهَا سَاعَتِىْ هٰذِهِ حَرَامٌ لاَيُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يَخْتَلِىْ شَوْكُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ ـ

৩৮৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন হুযাইল গোত্র বানূ লায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে জাহিলী যুগে নিজেদের এক নিহতের বদলে হত্যা করে। নবী ﷺ (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার অধিবাসীদের থেকে হাতিকে রোধ করেছেন এবং তাদের উপর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে বিজয়ী করেছেন। এই (মক্কা) আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল হয়নি এবং আমার পরে কারো জন্য হালাল হবে না। আর আমার জন্যও দিনের কিছুক্ষণ হালাল হয়েছে এবং আমার ঐ সময়ের পরে সেটা হারাম। না তার বৃক্ষ কর্তন করা যাবে, না তার কাঁটা উপড়ানো যাবে এবং না তার পতিত বস্তু উঠান যাবে। তবে এর হারান বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী ব্যতীত (উঠাতে পারবে।)

٣٨٦٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ اَهْلِ مَكَّةَ الْفِيْلَ قَالَ وَلاَيُلْتَقَطُ ضَالَّتُهَا اِلاَّلِمُنْشِدٍ ـ

৩৮৬২. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাসীর (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা অধিবাসীদের থেকে হাতিকে রোধ করেছেন এবং বলেছেন, এর পতিত বস্তু উঠান শুধু বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারীর জন্য জায়িয।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তাঁর পূর্বে এবং পরে কারো জন্য মক্কা হালাল ছিল না এবং হালাল হবে না। তাঁর জন্যও দিনের কিছুক্ষণ হালাল হয়েছে। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত এর হারাম তথা পবিত্রতা পূর্বরূপ প্রত্যর্পিত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যে দিন নবী ﷺ তাতে প্রবেশ করেছেন সেটা

তাঁর জন্য হালাল ছিল। এই জন্যই তিনি ইহ্রাম ব্যতীত প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু এরপর সেটা হারাম। সুতরাং কেউ তাতে ইহ্রাম ব্যতীত প্রবেশ করতে পারবে না।

কোন প্রশ্নকারী যদি বলেন যে, নবী ﷺ-এর জন্য তা হালাল হওয়ার অর্থ যুদ্ধের জন্য তাতে হাতিয়ার বের করা, রক্ত প্রবাহিত করা, অন্য কোন অর্থ নয়।

তাঁকে উত্তরে বলা হবে ঃ এটা অসম্ভব। যদি শুধু সেই উদ্দেশ্যই হালাল হত যা আপনি উল্লেখ করেছেন, তা হলে তিনি এটা বলতেন না যে, আমার পরে কারো জন্য হালাল নয়। আমরা লক্ষ্য করছি যে, (ফকীহ্গণ) এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যদি মুশরিকরা মক্কার উপর আধিপত্য বিস্তার করে দখল করে নেয় এবং তারা সেখান থেকে মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দেয়, তখন মুসলমানদের তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, তাতে যুদ্ধাস্ত্র বের করা এবং রক্ত প্রবাহিত করা জায়িয। এ বিষয়ে নবী ﷺ-এর পরবর্তীদের জন্য এর বৈধতার সেই বিধানই প্রযোজ্য হবে যা তার জন্য ছিল। এতে প্রমাণিত হল যে, নবী ﷺ-এর জন্য যে বিষয়টি নির্দিষ্ট (খাস) ছিল এবং যে উদ্দেশ্যে এটা তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছিল তা লড়াই ছিল না। যখন এর লড়াই হওয়ার ব্যাপারটি খণ্ডন সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন সাব্যস্ত হল যে, তা ছিল ইহ্রাম। আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না ? আমর ইব্ন সাঈদ, আবূ শুরায়হ (রা) কে বলেননি যে, হারাম শরীফ কোন রক্ত প্রবাহিতকারী খুনী, অপরাধী ও বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেয় না। এটা ছিল সেই বিষয়ের জবাব যা তাকে আবূ শুরায়হ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছিলেন। আবূ শুরায়হ (রা) তাঁর বক্তব্যকে অস্বীকার করেননি এবং তাকে এটা বলেননি যে, নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য সেটিই যা আমি বর্ণনা করেছি যে, হারাম শরীফ প্রত্যেক প্রকারের লোকদেরকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু তিনি তা উপলব্ধি করেছেন এবং তা অস্বীকার করেননি।

এখানে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তারপর তাঁর নিজস্ব অভিমত পেশ করে বলেছেন যে, হারাম শরীফে কেউ ইহ্রাম ব্যতীত প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা বিষয়টি যথাস্থানে অতিসত্বর উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

বস্তুত তাঁর এই বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী ﷺ-এর জন্য তার হালাল হওয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যুদ্ধাস্ত্র প্রদর্শনীর উপর প্রয়োগ হবে না। বরং তা দ্বারা তাঁর অন্য কোন অর্থ উদ্দিষ্ট ছিল। কেননা যখন এই বক্তব্য খণ্ডন করা হয়ে গেল এবং অন্য কোন কারণ হতে পারে না, তখন দ্বিতীয় অভিমত (অর্থাৎ ইহ্রাম হওয়া) সাব্যস্ত হয়ে গেল।

তারপর আমাদের জন্য অপরিহার্য হল যে, আমরা লক্ষ্য করব যে, মীকাতের ভিতর মক্কা পর্যন্ত এলাকার হুকুম কি ? তারা ইহ্রাম ব্যতীত হারাম শরীফে প্রবেশ করতে পারে কি-না ? আমরা দেখছি, যখন কোন ব্যক্তি হারাম শরীফে প্রবেশ করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন সে ইহ্রাম ব্যতীত প্রবেশ করতে পারে না, চাই সে হারাম শরীফে ইহ্রামের ইচ্ছায় প্রবেশ করুক অথবা ইহ্রাম ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে যাক। আমরা দেখছি যে, যে ব্যক্তি মীকাত এবং হারামের মধ্যবর্তী জায়গায় প্রয়োজনে যেতে চায় সে ইহ্রাম ব্যতীত যেতে পারে। এতে সাব্যস্ত হল যে, এই সমস্ত জায়গার হুকুম, যখন এগুলোতে প্রয়োজনে যাবে ইহ্রাম ব্যতীত যাবে। যেমন মীকাত বহির্ভূত জায়গাসমূহের হুকুম এবং সেখানকার অধিবাসীর হারামে অনুরূপভাবে প্রবেশ করবে যেভাবে মীকাতের বাইরের লোকেরা প্রবেশ করে। এই অনুচ্ছেদে আমার নিকট যুক্তি এটাই আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতের পরিপন্থী।

আর এটা এই জন্য যে, তাঁরা নিজেদের অভিমতের স্বপক্ষে নিম্নবর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহকে (দলীল হিসাবে) উপস্থাপন করেছেন ঃ

٣٨٦٣ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا بَلَغَ قَدَيْدًا بَلَغَهُ عَنْ جَيْشٍ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ ـ

৩৮৬৩. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যখন তিনি 'কুদাইদ' নামক জায়গায় পৌঁছেন, তখন তিনি মদীনায় আগত এক বাহিনীর খবর প্রাপ্ত হন। তখন তিনি ফিরে আসেন এবং ইহ্রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করেন।

٣٨٦٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ يُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كَانَ قَرِيْبًا لَقِيَهُ جَيْشُ اِبْنِ دُلْجَةَ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ حَلَالًا ـ

৩৮৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হন। যখন (মদীনার) নিকটবর্তী পৌঁছান তখন তিনি ইব্ন দালজার বাহিনীর মুখোমুখি হন। ফলে তিনি ফিরে আসেন এবং ইহ্রাম ব্যতীত মক্কাতে প্রবেশ করেন।

٣٨٦٥ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ بَلَغَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ حَلَالًا ـ

৩৮৬৫. ইউনুস (র) ...... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) মক্কা থেকে এসে যখন 'কুদাইদ' নামক জায়গায় পৌঁছান তখন তিনি মদীনা থেকে একটি খবর প্রাপ্ত হন। তখন তিনি ফিরে গিয়ে ইহ্রাম ব্যতীত মক্কাতে প্রবেশ করেন।

তাঁরা (ইমামগণ) এই সমস্ত হাদীসকে (নিজেদের অভিমতের স্বপক্ষে মালা হিসাবে) গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা এগুলোকে অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের নিকট কিয়াস তাঁদের অভিমতের পরিপন্থী। এ বিষয়ে ইব্ন উমর (রা) ব্যতীত অন্যদের থেকে এর পরিপন্থী বর্ণনা আছে ঃ

٣٨٦٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءُ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَاعُمْرَةَ عَلَى الْمَكِّيِّ اِلَّا اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلَا يَدْخُلُهُ اِلَّا حَرَامًا فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَاِنْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ مَكَّةَ قَرِيْبًا قَالَ نَعَمْ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ وَيَجْعَلُ مَعَ قَضَائِهَا عُمْرَةً ـ

৩৮৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, মাক্কী তথা মক্কার অধিবাসীদের উপর উমরা নেই। তবে সে যদি হারাম থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে ইহ্রাম ব্যতীত সে যেন তাতে প্রবেশ না করে। ইব্ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি

কোন ব্যক্তি মক্কা থেকে নিকটবর্তী কোন দিকে বের হয়ে যায় তাহলেও ? তিনি বললেন, হাঁ, সে তার প্রয়োজন পূরণ করবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে উমরা করবে।

٢٨٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لاَيَدْخُلُ اَحَدُ الْحَرَمَ اِلاَّ بِاِحْرَامٍ فَقِيْلَ وَلاَ الْحَطَّابُوْنَ قَالَ وَلاَ الْحَطَّابُوْنَ قَالَ ثُمَّ بَلَغَنِي بَعْدُ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْحَطَّابِيْنَ -

৩৮৬৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি হারাম শরীফে ইহ্‌রাম ব্যতীত যেন প্রবেশ না করে। তাঁকে বলা হল, লাকড়ি বিক্রেতারাও ? তিনি বললেন, লাকড়ী বিক্রেতারাও। তারপর আলী ইব্‌ন হাকাম (র) বলেন, পরে আমি জ্ঞাত হই যে, তিনি লাকড়ি বিক্রেতাদেরকে[১] অনুমতি দান করেছেন।

٢٨٦٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ تَاجِرٌ وَلاَطَالِبُ حَاجَةٍ اِلاَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

৩৮৬৮. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ী হোক বা প্রয়োজন প্রত্যাশী, মক্কায় যেন ইহ্‌রাম ব্যতীত প্রবেশ না করে।

٢٨٦٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ -

৩৮৬৯. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বলতেন।

٢٨٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَيَدْخُلُ اَحَدُ مَكَّةَ اِلاَّ مُحْرِمًا -

৩৮৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তিই যেন ইহ্‌রাম ব্যতীত মক্কাতে প্রবেশ না করে।

٢٨٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِيُّ قَالَ ثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ اِبْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ لاَ يَدْخُلُ اَحَدُ مَكَّةَ اِلاَّ مُحْرِمًا -

৩৮৭১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তিই মক্কাতে যেন ইহ্‌রাম ব্যতীত প্রবেশ না করে।

---

১. ফকীহ্‌গণের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, লাকড়ি সংগ্রহকারী বা অনুরূপ শ্রমজীবী যারা প্রতিদিন মক্কা থেকে হারাম শরীফের বাইরে বারবার যাতায়াত করে থাকে, তাদের প্রতি ইহ্‌রামের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। –পার্শ্বটীকা।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলেন যে, মীকাতের ভিতর মক্কা পর্যন্ত (এলাকার) অধিবাসী তামাত্তু করতে পারবে ? তাঁকে উত্তরে বলা হবে, হাঁ, (করতে পারবে)। এ বিষয়েও তার হুকুম মক্কার অধিবাসীদের পরিপন্থী এবং এটাও আমাদের (হানাফী তিন ইমামমের অভিমতের পরিপন্থী)। কিন্তু আমাদের (ইমাম তাহাবী র-এর) নিকট কিয়াস (যুক্তি) সেটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের মতে 'মসজিদুল হারামের বাসিন্দা' দ্বারা (যার উল্লেখ কুরআনে রয়েছে) শুধু মক্কার অধিসাবীদেরকেই বুঝান হয়েছে। আর এই বক্তব্য যা গ্রহণ করে আমরা মত পোষণ করেছি, প্রদান করেছেন। ইব্ন উমর (র) -এর আযাদকৃত দাস নাফি' (র) ও আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুয আল আ'রাজ (র)।

٣٨٧٢ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَجَوْفُ مَكَّةَ اَمْ حَوْلَهَا قَالَ جَوْفُ مَكَّةَ وَقَالَ ذٰلِكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ ـ

৩৮৭২. ইউনুস (র) ..... মাখরামা ইব্ন বুকাইর (র) এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত দাস নাফি' (র) থেকে শুনেছি, তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা বাণী ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। (বাকারা ২ ঃ ১৯৬) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এর দ্বারা কি খাস মক্কাই উদ্দেশ্যে, না কি এর আশপাশও এর আওতাভুক্ত ? তিনি বললেন, শুধু মক্কাই উদ্দেশ্য। আবদুর রহমান ইব্নুল আ'রাজ (র)ও এটাই বলেছেন।

٣٤- بَابُ الرَّجُلِ يُوَجِّهُ بِالْهَدْىِ اِلَىٰ مَكَّةَ وَيُقِيْمُ فِىْ اَهْلِهِ هَلْ يَتَجَرَّدُ اِذَا قَلَّدَ الْهَدْىَ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা অভিমুখে হাদী প্রেরণকারী নিজগৃহে কি ইহ্রাম অবস্থায় থাকবে ?

٣٨٧٣ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ لَبِيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ جَالِسًا فَقَدَّ قَمِيْصَهُ مِنْ جَيْبِهِ حَتّٰى اَخْرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اُمِرْتُ بِبُدْنِىْ الَّتِىْ بُعِثْتُ بِهَا اَنْ تُقَلَّدَ الْيَوْمَ وَتُشْعَرَ عَلٰى مَكَانِ كَذَا فَلَبِسْتُ قَمِيْصِىْ وَنَسِيْتُ فَلَمْ اَكُنْ لِاَخْرُجَ قَمِيْصِىْ مِنْ رَأْسِىْ وَكَانَ بُعِثَ بِبُدْنِهِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ ـ

৩৮৭৩. রবী'উল মুআয্যিন (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি তাঁর জামার বুকের দিকে উন্মুক্ত অংশ থেকে কেটে তা পায়ের দিক দিয়ে বের করে ফেললেন। লোকেরা নবী ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি বললেন, আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি, আমি যেন আমার প্রেরিত উটসমূহের অমুক অমুক স্থানে আজকে 'ইশ্আর' (কুঁজের এক

পাশে জখম করে রক্ত প্রবাহিত করা) করে মালা পরিয়ে দেই। এরপর আমি ভুলে জামা পরিধান করে ফেলেছি। আমার জন্য এটাকে মাথার দিক দিয়ে খোলা সমীচীন মনে করিনি। তিনি তাঁর হাদী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মদীনায় অবস্থান করছিলেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি হাদী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গৃহে অবস্থান করে এবং হাদীকে 'ইশআর' করে মালা পড়িয়ে দেয় তখন সে (মুহরিমের-ন্যায়) সেলাই করা কাপড় পরিধান করবে এবং এই অবস্থায়ই থাকবে যতক্ষণ না লোকেরা নিজেদের হজ্জের ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে যায়। তাঁরা এ বিষয়ে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং তাঁরা তা ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন উমর (রা) থেকেও রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٣٨٧٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ زِيَادَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانُ كَتَبَ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ اَهْدٰى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتّٰى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْىٍ فَاكْتُبِىْ اِلَىَّ بِاَمْرِكِ اَوْ مُرِىْ صَاحِبَ الْهَدْىِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ اَبِىْ فَلَمْ يُحْرَمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَىْءٌ اَحَلَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتّٰى نَحَرَ الْهَدْىَ -

৩৮৭৪. ইউনুস (র) ..... আমরা বিন্ত আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফইয়ান (র) আয়েশা (রা) কে লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি হাদী পাঠাবে তার উপর সেই সমস্ত জিনিস হারাম হয়ে যায় যা হাজীর উপর হারাম হয়, যতক্ষণ না তার হাদী যবাহ করা হবে। আমিও হাদী প্রেরণ করেছি, আমাকে আপনার সিদ্ধান্ত লিখে দিন অথবা হাদী ওয়ালাকে নির্দেশ দিন। আয়েশা (রা) বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) যা বলেছেন বিষয়টি এমন নয়। আমি নিজে আমার হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হজ্জের কুরবানীর পশুর গলার মালার রশি পাকিয়ে দিয়েছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে সেটিকে মালা পরিয়ে দিয়েছেন। এরপর আমার পিতার সঙ্গে (হাদীকে) পাঠিয়েছেন। হাদী যবাহ হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর এরূপ কোন বস্তু হারাম হয়নি, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য হালাল করেছেন।

٣٨٧٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا بَعَثَ هَدْيَهُ وَهُوَ مُقِيْمٌ اَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتّٰى يَنْحَرَ هَدْيَهُ -

৩৮৭৫. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন উমর (রা) যখন তাঁর হাদী পাঠাতেন এবং নিজে গৃহে অবস্থান করতেন, তখন তিনি হাদী যবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে সব বস্তু থেকে বিরত থাকতেন যা থেকে মুহরিম বিরত থাকে।

٣٨٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ اِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ اَمْسَكَ عَنِ النِّسَاءِ -

৩৮৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, যখন তিনি তাঁর হাদী পাঠাতেন তখন নারীদের (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকতেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, যখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরার ইহ্রাম না বাঁধবে তার উপর সেলাই করা কাপড় পরিহার করা এবং এরূপ বস্তু ছেড়ে দেয়া যা মুহরিম ছেড়ে দেয়, ওয়াজিব নয়। তাঁরা এ বিষয়ে আয়েশা (রা) -এর ঐ রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যা আমরা এর পূর্বে যিয়াদ ইব্ন সুফইয়ান (রা)-কে উম্মুল মু'মিনীন (রা) -এর জবাব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি এবং তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٨٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رِجَالاً هٰهُنَا يَبْعَثُوْنَ بِالْهَدْيِ اِلَى الْبَيْتِ وَيَأْمُرُوْنَ الَّذِيْ يَبْعَثُوْنَ مَعَهُ بِمَعْلَمٍ لَهُمْ يُقَلِّدُوْنَهَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَلاَ يَزَالُوْنَ مُحْرِمِيْنَ حَتّٰى يَحِلَّ النَّاسُ فَصَفَقَتْ بِيَدِهَا فَسَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيَّ فَيَبْعَثُ بِهَا اِلَى الْكَعْبَةِ وَيُقِيْمُ فِيْنَا لاَيَتْرُكُ شَيْئًا مِمَّا يَصْنَعُ الْحَلاَلُ حَتّٰى يَرْجِعَ النَّاسُ -

৩৮৭৭. আলী ইব্ন শায়বা (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা) -কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখানে কিছু সংখ্যক লোক বায়তুল্লাহ্র দিকে হাদী প্রেরণ করে এবং যার সঙ্গে প্রেরণ করে তার সঙ্গে একটি দিন স্থির করে নেয় যে, সে ঐ দিন ওটাকে মালা পরাবে। তারপর যতক্ষণ না লোকেরা ইহ্রাম খুলে হালাল হয় ততক্ষণ সে লাগাতার ইহ্রাম অবস্থায় থাকে। (এটা শুনে) উম্মুল মু'মিনীন (রা) হাতের উপর হাত মারলেন, যা আমি পর্দার আড়াল থেকে শুনতে পাই। তিনি বললেন, সুব্হানাল্লাহ্! আমি আমার হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হজ্জের কুরবানীর পশুর গলার মালার রশি পাকিয়ে দিতাম। তারপর তিনি তা কা'বার দিকে পাঠাতেন এবং নিজে আমাদের মাঝে অবস্থান করতেন। আর যতক্ষণ না লোকেরা প্রত্যাবর্তন করত হালাল তথা ইহ্রাম মুক্ত ব্যক্তি যা কিছু করত তার কোন কিছুই তিনি বাদ দিতেন না।

٣٨٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ -

৩৮৭৮. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ بِيَدَيَّ لِبُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيْمٌ بِالْمَدِيْنَةِ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الْمُحِلُّ قَبْلَ اَنْ يَّصِلَ اِلَى الْبَيْتِ -

৩৮৭৯. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হজ্জের কুরবানীর উটের গলার মালার রশি পাকাতাম। তারপর তিনি হাদী পাঠাতেন এবং নিজে মদীনায় অবস্থান করতেন। আর তা বায়তুল্লাহ্ শরীফ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেও সেই সমস্ত কাজ করতেন যা হালাল তথা ইহ্‌রাম মুক্ত ব্যক্তি করে।

٣٨٨٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَرُبَمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُقَلِّدُهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهٖ ثُمَّ يُقِيْمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ -

৩৮৮০. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কখনো আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হজ্জের কুরবানীর পশুর গলার মালার রশি পাকিয়ে দিয়েছি, এরপর তিনি তাকে মালা পরিয়ে পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে (মদীনায়) অবস্থান করতেন। আর মুহরিম যে সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকে তিনি তা থেকে বিরত থাকতেন না।

٣٨٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَحَادَةَ عَنِ الْحَاكِمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَتُرْسَلُ اَوْ قَالَتْ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَلَالٌ لَمْ يُحْرِمْ مِنْهُ شَيْءٌ -

৩৮৮১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা বকরীকে মালা পরাতাম এরপর তা ছেড়ে দেওয়া হত। অথবা বলেছেন, আমরা তা ছেড়ে দিতাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালাল তথা ইহ্‌রাম মুক্ত থাকতেন। তারপর এমন কোন বস্তুকে (নিজের উপর) হারাম মনে করতেন না (যা মুহরিমের জন্য হারাম)।

٣٨٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رُبَمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ فِيْهِ فَيُقَلِّدُ ثُمَّ يَبْعَثُ ثُمَّ يُقِيْمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ -

৩৮৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কখনো কখনো আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হজ্জের কুরবানীর পশুর গলার মালার রশি পাকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি তাতে মালা পরিয়ে পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে স্বয়ং অবস্থান করতেন। আর এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকতেন না যা থেকে মুহরিম বিরত থাকে।

٣٨٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادٍ مِثْلَهُ -

৩৮৮৩. মুহাম্মদ (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٨٤ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৮৮৪. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মানসূর (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٨٥ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ ـ

৩৮৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... হিশাম (র) -এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٨٦ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ ـ

৩৮৮৬. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٨٧ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ ـ

৩৮৮৭. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٨٨ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ ـ

৩৮৮৮. রাবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٨٩ـ حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ ـ

৩৮৮৯. ফাহাদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٩٠ـ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَرَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ ـ

৩৮৯০. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ও রবী'উল জীযী (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٩١ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ ـ

৩৮৯১. ইউনুস (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) -এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٩٢ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

৩৮৯২. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٩٣ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلاَ نَعْلَمُ الْمُحْرِمُ يُحِلُّهُ اِلاَّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ـ

৩৮৯৩. রবী'উল মুআয্‌যিন (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এটা বৃদ্ধি করেছেন যে, আমরা শুধু বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফকেই হরামের ইহ্‌রাম থেকে বের হওয়ার কারণ বলে জানি।

٣٨٩٤ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ الَّتِىْ فِيْهِ عَلٰى مَاقَبْلَهُ ـ

৩৮৯৪. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি ঐ বর্ধিত অংশ উল্লেখ করেননি যা পূর্বোক্ত হাদীসে রয়েছে।

বস্তুত আয়েশা (রা) থেকে এই রিওয়ায়াতসমূহ যা আমরা উল্লেখ করেছি, যেই তাওয়াতুরের সাথে বর্ণিত আছে তার বিরোধী কারো থেকে এরূপ তাওয়াতুরের সাথে হাদীসসমূহ বর্ণিত নেই। যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সনদের বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করে গ্রহণ করা হয়, তাহলে আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতের ইসনাদ বিশুদ্ধ। এতে হাদীস বিশেষজ্ঞদের কোন মতবিরোধ নেই। পক্ষান্তরে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর রিওয়ায়াত অনুরূপ মর্যাদা সম্পন্ন নয়। কেননা তাঁর রাবী আয়েশা (রা)-এর হাদীসের রাবীদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের। আর যদি বক্তব্যের স্পষ্টতার এবং রিওয়ায়াত-এর তাওয়াতুরের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় তাহলেও আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতই অধিকতর সঙ্গত। কেননা এই ব্যাপারটিও আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াতে বিদ্যমান এবং জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াতে তা অনুপস্থিত। আর যদি বিষয়টিকে যুক্তির নিরিখে গ্রহণ করা হয়, তাহলে আমরা লক্ষ্য করছি যে, যারা জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াতকে নিজেদের মতাদর্শ বানিয়েছেন, তাঁরা বলেছেন, হাদী প্রেরণকারীর উপর তাকে মালা পরানো এবং 'ইশআর' করার কারণে যে হুরমত ওয়াজিব হয়, তা থেকে সেই সময় কোন আমল ব্যতীত বেরিয়ে আসবে যখন লোকেরা ইহ্‌রাম থেকে বেরিয়ে হালাল হয়ে যাবে।

আমরা লক্ষ্য করার প্রয়াস পাব যে, ঐকমত্য ভিত্তিক ইহ্‌রামের বিধানও অনুরূপ কিনা ? আমরা দেখছি যে, যখন কোন ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে তখন সে এরূপ ইহ্‌রাম দ্বারা মুহরিম হয়ে যায়, যার উপর সকলের ঐকমত্য রয়েছে। আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে, সে উক্ত ইহ্‌রাম থেকে কিছু কাজ দ্বারা হালাল হয় অন্যথায় হালাল হয় না। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, যখন সে হজ্জ পালন করে এবং উকূফে আরাফা না করে এমনকি এর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে তার হজ্জ ফউত তথা ছুটে যায়। কিন্তু সে ইহ্‌রাম থেকে কিছু কাজ যেমন বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ, মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করে

কাটার দ্বারা হালাল হয়ে বেরিয়ে আসে। আর যদি সে আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) করে এবং ওয়াজিব (ফরয) তাওয়াফ ব্যতীত অবশিষ্ট হজ্জের সমস্ত আমল সম্পন্ন করে যা হজ্জ পালনকারী সম্পন্ন করে থাকে, তবেই যতক্ষণ সে ওয়াজিব তাওয়াফ সম্পন্ন না করবে তার জন্য স্ত্রীগণ হালাল হবে না। (সঙ্গম জায়িয় হবে না)। অনুরূপভাবে উমরা থেকেও ঐ অবস্থায় হালাল হতে পারবে যখন সে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ এবং এরপরে মাথা মুণ্ডন করে নিবে। বস্তুত এটা ইহ্রামের ঐকমত্য ভিত্তিতে বিধান। সময় অতিক্রান্ত হওয়া ওই ইহ্রাম থেকে বের হওয়ার কারণ নয় বরং তা থেকে বের হওয়ার কিছু আমল রয়েছে। যে ব্যক্তি উমরার ইহ্রাম বেঁধে হাদী চালনা করে এবং সে তামাত্তু হজ্জের ইচ্ছাপোষণ করে, সুতরাং সে উমরার জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করবে। যতক্ষণ না সে হজ্জ সম্পন্ন করে কুরবানী করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহ্রাম থেকে বের হয়ে হালাল হতে পারবে না। তাই হাদীর কারণে এই অতিরিক্ত হুরমত এসেছে। কেননা যদি হাদী না থাকত তাহলে যখন সে উমরার জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করেছিল এবং মাথা মুণ্ডন করে ছিল তখনই সে ইহ্রাম থেকে বেরিয়ে যেত। তা থেকে সেই হাদী প্রতিবন্ধক হয়েছে যা সে চালনা করেছে। তারপর সেই ইহ্রাম থেকেও সে কোন আমলের দ্বারা বেরিয়ে আসে, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা নয়। এটা হল ঐকমত্য ভিত্তিক ইহ্রামের আহকাম যা থেকে কেউ সময় অতিক্রান্ত হওয়া অথবা অপর কোন ব্যক্তির আমল দ্বারা বেরিয়ে আসতে পারবেনা এবং নিজের আমল দ্বারা বেরিয়ে আসবে। যে ব্যক্তি হাদী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আপন গৃহে অবস্থান করে এবং সেটা মালা পড়াবার এবং 'ইশআর' করার নির্দেশ প্রদান করে, যারা তার জন্য সেলাই করা পোশাক বর্জন করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে থাকেন, তাঁদের মতে তাকে (সেলাই করা) পোশাক পরিহার করতে হবে। ঐ হুরমত থেকে সে কোন আমলের দ্বারা বেরিয়ে আসবে না। বরং যখন লোকেরা ইহ্রাম থেকে বের হবে সেও ইহ্রাম থেকে বের হয়ে যাবে। সুতরাং এই ইহ্রাম ঐকমত্য ভিত্তিক ইহ্রামের পরিপন্থী হল। এভাবে এর সাব্যস্ত হওয়াটা প্রমাণিত হবে না। কেননা বিরোধপূর্ণ বস্তুসমূহ তখন সাব্যস্ত হয় যখন তা ঐকমত্য বস্তুসমূহের সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ হয়। যখন সেগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না তখন তা সাব্যস্তও হবে না। তবে সেগুলোর ব্যাপারে যদি নির্ভরযোগ্য হাদীস পাওয়া যায় যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়। তাহলে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যখন এটা ওয়াজিব হবে তখন বিরোধ রহিত হয়ে যাবে।

সুতরাং আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি, তা দ্বারা সেই সমস্ত ('আলিমের) বক্তব্য বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে যারা আয়েশা (রা)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী নিজেদের অভিমত নির্ধারণ করেছেন। আর যারা তার বিরুদ্ধে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন তাঁদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। আর এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٣٨٩٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ قَالَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالَ اَمَرَ بِهَدْيِهِ اَنْ يُقَلَّدَ فَلِذٰلِكَ تَجَرَّدَ قَالَ رَبِيْعَةُ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَلاَ يَجُوْزُ عِنْدَنَا اَنْ يَكُوْنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَلَفَ عَلٰى ذٰلِكَ اَنَّهُ بِدْعَةٌ اِلاَّ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ السُّنَّةَ خِلاَفُ ذٰلِكَ -

৩৮৯৫. ইউনুস (র) ..... রাবী'আ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হুদায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরাকে জনৈক ব্যক্তিকে সেলাইবিহীন পোশাক পরিহিত দেখলেন। রাবী বললেন, আমি তার সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম। লোকেরা বলল, সে তার হাদীকে মালা পরার নির্দেশ দিয়েছে এই জন্য সে (সেলাই করা) পোশাক পরিহার করেছে। রাবী'আ (র) বলেন, তারপর আমি আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি, তিনি বলেছেন, কা'বার প্রতিপালকের কসম! এটা বিদ্'আত'। আমাদের মতে ইব্ন যুবাইর (রা) কর্তৃক ওটা বিদ্'আত হওয়ার উপর কসম করা শুধু এ কারণেই ছিল যে, তিনি জ্ঞাত ছিলেন সুন্নাত হল এর পরিপন্থী।

٣٨٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِىْ الْعَالِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ اَيُمْسِكُ عَنِ النِّسَاءِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا عَلِمْنَا الْمُحْرِمُ يَحِلُّ حَتّٰى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ ـ

৩৮৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন উমর (রা) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি যে হাদী প্রেরণ করে, সে কি নারীদের থেকে বিরত থাকবে ? ইব্ন উমর (রা) বললেন, আমরা এটাই জানি যে, মুহরিম বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করেই ইহ্রাম থেকে বেরিয়ে হালাল হয়।

সুতরাং এর অর্থ হল, যে মুহরিমের উপর নারীগণ হারাম, সে তা থেকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ দ্বারা হালাল হয়। আর ঐ ব্যক্তির উপর (যে হাদী প্রেরণ করে নিজে আপন গৃহে অবস্থান করে) তাওয়াফ নেই। সুতরাং তা থেকে তার বিরত থাকার কোন অর্থ হয় না। আর এটা সেই রিওয়ায়াতের পরিপন্থী যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে ইব্ন উমর (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি।

٣٥- بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম পালনকারীর বিবাহ করা

٣٨٩٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا وَابْنَ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَخِىْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ ـ

৩৮৯৭. ইউনুস (র) ..... আবান ইব্ন উসমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতা উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি না বিবাহ করবে, না করাবে, না বিবাহের প্রস্তাব দিবে।

٣٨٩٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَلاَ يَخْطُبُ ـ

৩৮৯৮. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'না বিবাহের প্রস্তাব দিবে' অংশটি বলেন নি।

٣٨٩٩۔ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ ـ

৩৮৯৯. ইয়াযীদ (র) ..... উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি না বিবাহ করবে, না করাবে, না বিবাহের প্রস্তাব দিবে।

٣٩٠٠۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا سَلَمَةُ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَلاَيَخْطُبُ ـ

৩৯০০. মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন হাফ্স (র) ..... উসমান (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না' বাক্যাংশটি বলেন নি।

٣٩٠١۔ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ نُبَيْهُ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُحْرِمُ لاَيَنْكِحُ وَلاَيُنْكِحُ ـ

৩৯০১. আহমাদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আবান ইব্ন উসমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উসমান (রা) নবী ﷺ কে উদ্ধৃত করে আমাদেরকে বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি না বিবাহ করবে, না কাউকে বিবাহ করাবে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল 'আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করে বলেছেন, মুহ্রিম (ইহ্রামরত ব্যক্তি) এর জন্য বিবাহ করা, কাউকে বিবাহ করানো এবং বিবাহের পয়গাম বা প্রস্তাব দেয়া জায়িয নয়।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, আমরা এই সমস্ত কাজে মুহরিমের জন্য কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করি না। কিন্তু যদি সে বিবাহ করে, তাহলে যতক্ষণ না ইহ্রাম থেকে বের হয়ে হালাল হবে (স্ত্রীর সঙ্গে) সঙ্গম করবে না।

তাঁরা এ বিষয়ে নিম্মোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٩٠٢۔ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ اِسْحٰقَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ حَرَامُ فَاَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلْثًا فَاَتَاهُ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزّٰى فِىْ نَفَرٍمِّنْ قُرَيْشٍ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالُوْا

اَنَّهُ قَدِ انْقَضٰى اَجَلُكَ فَاَخْرُجْ عَنَّا فَقَالَ وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُوْنِى فَعَرَسْتُ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ فَصَنَعْنَا لَكُمْ طَعَامًا فَحَضَرْتُمُوْهُ فَقَالُوْا لاَحَاجَةَ لَنَا فِىْ طَعَامِكَ فَاخْرُجْ عَنَّا فَخَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ وَخَرَجَ بِمَيْمُوْنَةَ حَتّٰى عَرَّسَ بِهَا بِسَرِفَ ـ

৩৯০২. রবী'উল মুআয্যিন (র) ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মূনা বিন্‌ত হারিস (রা) কে ইহ্‌রামরত অবস্থায় বিবাহ করেছেন, এর পর তিনি মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন। তৃতীয় দিন হুওয়াইতিব ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা কুরাইশের কিছু লোকের সঙ্গে তাঁর নিকট আসে। তারা এসে বল্‌ল, আপনার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আপনি (মক্কা থেকে) বেরিয়ে পড়ুন। তিনি বললেন, তোমাদের অসুবিধ নেই, যদি তোমরা আমাকে অনুমতি দিতে আমি তোমাদের মাঝে থেকে বিবাহ করতাম এবং আমি তোমাদের জন্য খানা প্রস্তুত করতাম, যাতে তোমরাও অংশ গ্রহণ করতে। তারা বলল, আমাদের আপনার খানার প্রয়োজন নেই, আপনি বেরিয়ে যান। নবী ﷺ এবং মায়মূনা (রা) ও বেরিয়ে পড়েন শেষ পর্যন্ত 'সারিফ' নামক জায়গায় তাঁর সঙ্গে বাসর হয়।

٣٩٠٣ـ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا رَبَاحُ بْنُ اَبِىْ مَعْرُوْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ

৩৯০৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় মায়মূনা বিন্‌ত হারিস (রা) কে বিবাহ করেছেন।

٣٩٠٤ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৯০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٠٥ـ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৯০৫. আলী ইব্‌ন শাযবা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٩٠٦ـ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

৩৯০৬. রবী'উল মুআয্যিন (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٩٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ عَمْرُو فَحَدَّثَنِىْ اِبْنُ شِهَابٍ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ الاَصَمِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَكَحَ مَيْمُوْنَةَ وَهِىَ خَالَتُهُ وَهُوَ حَلاَلٌ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لِلزُّهْرِىِّ وَمَا يَدْرِى يَزِيْدُ بْنُ الاَصَمِّ اَعْرَابِىٌّ بَوَّالٌ تَجْعَلُهُ مِثْلَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ -

৩৯০৭. আবূ বাক্‌রা (র) ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। রাবী আম্‌র (ইব্‌ন দীনার র) বলেন, আমাকে ইব্‌ন শিহাব (যুহ্‌রী র) ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর খালা মায়মূনা (রা) কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন। আম্‌র (র) বলেন, আমি যুহ্‌রী (র) কে জিজ্ঞাসা করেছি, ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত একজন বেদুইন, সে এই হাদীস সম্পর্কে কি খবর রাখবে, আপনি কি তাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর সমতুল্য মনে করেন নি ?

٣٩٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

৩৯০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জনৈকা স্ত্রী (মায়মূনা রা) কে ইহ্‌রামরত অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

٣٩٠٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا كَامِلُ اَبُوْ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

৩৯০৯. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রামরত অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

প্রথমোক্ত মত পোষণ কারীগণ তাঁদেরকে বলছেন, এ বিষয়ে কে আপনাদের অনুসরণ করবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রামরত অবস্থায় মায়মূনা (রা) কে বিবাহ করেছেন। অথচ এই আবূ রাফি' (রা) ও মায়মূনা (রা) উভয়ে বলছেন যে, এই বিবাহ তাঁর থেকে হালাল অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল। তাঁরা নিম্মোক্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

٣٩١٠- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ حَلاَلاً وَبَنٰى بِهَا حَلاَلاً وَكُنْتُ الرَّسُوْلُ بَيْنَهُمَا -

৩৯১০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ রাফি‘ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মায়মূনা (রা) কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এবং হালাল অবস্থায়ই তাঁর সাথে বাসর হয়েছিল। আমিই তাঁদের মাঝে মাধ্যম হিসাবে ছিলাম।

٣٩١١- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ وَرَبِيعُ الْجِيزِىُّ قَالاَ ثَنَا اَسَدُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ الاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بَعْدَ اَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَلَمْ يَقُلْ اِبْنُ خُزَيْمَةَ بَعْدَ اَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ -

৩৯১১. রবী‘উল মুআয্‌যিন (র), রবী‘উল জীযী (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ‘সারিফ’ নামক জায়গায় বিবাহ করেছেন আমরা উভয়ে হালাল (ইহ্‌রাম মুক্ত) ছিলাম। ইব্‌ন খুযায়মা (র) মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর বাক্যাংশ বলেন নি।

٣٩١٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الاَصَمِّ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا حَلاَلاً -

৩৯১২. ইউনুস (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মায়মূনা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ তাঁকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

বস্তুত তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হল যে, যদি এ বিষয়টিকে সনদের বিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তার নীতিতে গ্রহণ করা হয় এবং এটা তাদের হাদীস, যা তাঁরা উল্লেখ করেছেন মাতার আল ওয়াররাক রিওয়ায়াত করেছেন অর্থাৎ এর রাবী হলেন মাতার আল ওয়াররাক। আর তাঁদের মতে মাতার এরূপ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত নন যাদের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায়। এই রিওয়ায়াতটিকে মালিক (র) বর্ণনা করেছেন। যিনি তাঁর অপেক্ষা অধিক ‘যাবৃত’ (প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী) ও ‘হিফয’ (সংরক্ষণকারী) এর অধিকারী। তিনি এটাকে ‘মুনকাতি’ (বিচ্ছিন্ন সনদ) রূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٩١٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا رَافِعٍ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً مِّنَ الاَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ اَنْ يَّخْرُجَ -

৩৯১৩. ইউনুস (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আযাদ ক্রীতদাস আবূ রাফি‘ এবং এক আনসারীকে প্রেরণ করেন। তাঁরা মায়মূনা বিন্‌ত হারিস (রা) এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ করিয়ে দিলেন। তখন তিনি মদীনায় অবস্থারত ছিলেন এবং তখনো (মক্কা অভিমুখে) বের হন নি।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম এর হাদীসকে আম্‌র ইব্‌ন দীনার (র) দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, যখন তিনি যুহ্‌রী (র) এর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। ইমাম যুহ্‌রী (র) তাকে মুন্‌কার সাব্যস্ত করে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁকে (ইয়াযীদ ইব্‌ন আসামকে) আলিমদের থেকে বের করে দিয়ে এক জন বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত বেদুইন সাব্যস্ত

করেছেন। আর তাঁরা কোন (হাদীস বিশেষজ্ঞগণ) ব্যক্তিকে তাঁর চাইতে নিম্মমানের বাক্য এবং আমর ইব্‌ন দীনার (র) ও যুহরী (র) অপেক্ষা নিম্মস্তরের ব্যক্তির বাক্য দ্বারা দুর্বল সাব্যস্ত করেন। সুতরাং যখন তাঁরা উভয়ে ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছে গিয়েছেন তখন তিনি কিভাবে দুর্বল হবেন না। তা সত্ত্বেও আপনাদের মতে মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র) এর ব্যাপারে জা'ফর ইব্‌ন বুরকান হলেন দলীল অথচ তিনি এই হাদীসকে 'মুনকাতি' হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٩١٤ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءٍ فَجَاءَه رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ عَطَاءٌ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ النِّكَاحَ مُنْذُ اَحَلَّهُ قَالَ مَيْمُوْنُ فَقُلْتُ لَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ اِلَيَّ اَنْ سَلْ يَزِيْدَ بْنَ الْاَصَمِّ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا حَلاَلاً اَوْ حَرَامًا فَقَالَ يَزِيْدُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ فَقَالَ عَطَاءٌ مَاكُنَّا نَأْخُذُ هٰذَا اِلاَّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَكُنَّا نَسْمَعُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ

৩৯১৪. ফাহাদ (র) ..... মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আতা (র) এর নিকটে ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল যে, (ইহ্‌রামরত ব্যক্তি) কি বিবাহ করতে পারবে? আতা (র) বললেন, যখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহকে হালাল করেছেন তার পর থেকে তা হারাম করেন নি। মায়মূন (র) বলেন, আমি তাঁকে বললাম; উমর ইব্‌ন ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) আমাকে এই মর্মে লিখেছেন, যেন আমি ইয়াযীদ ইব্‌ন আসামকে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মায়মূনা (রা) কে বিবাহ করেছিলেন তখন হালাল ছিলেন, না হারাম (মুহরিম)? ইয়াযীদ (র) বলেন, তিনি হালাল অবস্থায় তাঁকে বিবাহ করেছেন। আতা (র) বললেন, আমরা এই হাদীস শুধু মায়মূনা (রা) ছাড়া অন্যের নিকট থেকে গ্রহণ করি না। আমরা শুনতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

বস্তুত জা'ফর ইব্‌ন বুরকান (র) মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র) থেকে খবর দিয়েছেন যে এই হাদীসটি ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম থেকে তাঁর পর্যন্ত পৌছার কারণ কী ছিল। অধিকন্তু এটা ইয়াযীদ এর বক্তব্য, মায়মূনা (রা) অথবা অন্য কারো বক্তব্য নয়। তারপর মায়মূন (র) আতা (র) এর সঙ্গে বাহাছ করে ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু তিনি (আতা) তা গ্রহণ করেন নি। যদি এই ধারাবাহিকতা সেই (ইয়াযীদ) থেকে সম্মুখে অগ্রসর হত তাহলে মায়মূন (র) এর দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রমাণ পেশ করতেন। যেন এতে তার দলীল মজবুত হয়ে যায়। এটাই হল এই হাদীসের মূল যে, এটা ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম থেকে বর্ণিত অন্যদের থেকে বর্ণিত নয়। যারা রিওয়ায়াত করেছেন যে, নবী ﷺ ইহ্‌রামরত অবস্থায় তাঁকে বিবাহ করেছেন। তাঁরা 'আলিম এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর নির্ভরযোগ্য শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা হলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র), আতা (র), তাউস (র), মুজাহিদ (র) ইকরামা (র)ও জাবির ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ তাঁরা সকলেই ইমাম ও ফকীহ্, তাঁদের রিওয়ায়াত ও মতামত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া সেই সমস্ত ('আলিম) যাঁরা তাঁদের থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদেরও অনুরূপ মর্যাদা রয়েছে তাদের মধ্যে আমর ইব্‌ন দীনার (র), আয়্যুব সাখতিয়ানী (র) প্রমুখ রয়েছেন। তাঁরাও ইমাম বা বিশেষজ্ঞ 'আলিম, যাদের রিওয়ায়াত সমূহের অনুসরণ করা হয়। তারপর আয়েশা (রা) থেকেও ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর রিওয়ায়াতের

অনুকূল রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে এবং তাঁর থেকে তা ঐ সমস্ত লোকেরা রিওয়ায়াত করেছেন যাদের বিরুদ্ধে কেউ সমালোচনা করেন নি। এতে আবূ আওয়ানা (র) মুগীরা (র) থেকে তিনি আবুদ্দোহা (র) থেকে, তিনি মাসরূক (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইনারা সকলেই ইমাম বা বিশেষজ্ঞ 'আলিম যাদের রিওয়ায়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়। তাই তাঁদের রিওয়ায়াত সেই সমস্ত লোকদের রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সংগত, যারা স্মৃতিশক্তি (যাব্ত), গ্রহণ যোগ্যতা (ছাব্ত) ফিক্হ ও আমানতের ব্যাপারে তাদের সমতুল্য নন। পক্ষান্তরে উসমান (রা) এর হাদীস, যা নুবায়হ ইব্ন ওহাব (র) রিওয়ায়াত করেছেন যিনি আম্র ইব্ন দীনার (র) ও জাবির ইব্ন যায়দ (র) এর অনুরূপ এবং সেই সমস্ত লোকদের অনুরূপও নন যারা তার অনুকূলে মাসরূক (র) এর সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর না নুবায়হ (র) এর তাঁদের কারোর ন্যায় জ্ঞানের দিক থেকে মর্যাদা আছে যাদের আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। বস্তুত যখন অবস্থা এরূপ, তখন তিনি উল্লিখিত মনীষীগণের যারা তাঁর পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছেন, সমকক্ষ হতে পারবেন না। হাদীসের নীতিতে এটাই হল এই অনুচ্ছেদের সঠিক বিশ্লেষেণ।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হল এই যে, (ইহ্রামরত ব্যক্তির উপর স্ত্রীদের) সঙ্গে সঙ্গম করা হারাম। এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাদের বিবাহ বন্ধনেরও হুকুম হবে অনুরূপ। আমরা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি যে, (ফকীহ্গণকে) আমরা এ বিষয়ে ঐকমত্যে পেয়েছি যে, ইহ্রামরত ব্যক্তির জন্য দাসি খরিদ করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু হালাল না হওয়া পর্যন্ত সে তার সঙ্গে সঙ্গম করতে পারবে না। সুগন্ধি ক্রয় করায় কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ইহ্রাম থেকে বের হওয়ার পর তা ব্যবহার করতে পারবে। জামা কিনতে বাধা নেই। কিন্তু ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়ার পর তা পরিধান করতে পারবে। সুতরাং সঙ্গম করা, সুগন্ধি ব্যবহার ও সেলাইকৃত পোশক পরিধান করা ইহ্রামরত অবস্থায় এই সব কিছু তার উপর হারাম। কিন্তু তার উপর এই হারাম হওয়াটা তার মালিকানা অর্জনের চুক্তিকে বাধা দিবে না। আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইহ্রামরত ব্যক্তি শিকার খরিদ করতে পারে না। এখানে সম্ভবনা আছে যে, বিবাহ বন্ধন অনুরূপ হবে অথবা ঐ সমস্ত বস্তু খরিদ করার চুক্তির হুকুমের অনুরূপ হবে যা আমরা উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ে আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, যে ব্যক্তি ইহ্রাম বাঁধে যখন তার হাতে শিকার থাকে, তাকে তা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। যে ব্যক্তি ইহ্রামের প্রাক্কালে জামা পরিহিত হয় এবং তার হাতে সুগন্ধি থাকে তখন তাকে তা পরিত্যাগ করার ও আলাদা করার নির্দেশ দেয়া হয়। এটা ঐ শিকারের ন্যায় নয় যা ছেড়ে দেয়ার এবং যার বন্দীত্ব পরিত্যাগের হুকুম দেয়া হয়। আমরা (আরো) লক্ষ্য করছি যে, যখন কোন ব্যক্তি ইহ্রাম বাঁধে এবং তার সঙ্গে স্ত্রী থাকে তাহলে তাকে উক্ত নারীকে পরিত্যাগের হুকুম দেয়া হবে না। বরং তাকে তার হিফাযত ও সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হবে। তাই এই বিষয়ে নারীর বিধান পোশক ও সুগন্ধির বিধানের ন্যায়, শিকারের বিধানের ন্যায় নয়। এর উপর ভিত্তি করে যুক্তির দাবি হল যে, বিবাহ চুক্তির বিষয়, কাপড় সুগন্ধির মালিকানা চুক্তির হুকুমের অনুরূপ হবে, যা পরিধান করা ও ব্যবহার করা তার জন্য ইহ্রাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে জাইয হয়।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, আমরা লক্ষ্য করছি, যে ব্যক্তি নিজে দুধবোনকে বিবাহ করে তাহলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। আর যদি তাকে (দুধবোন) খরিদ করে তবে তার খরিদ করাটা জাইয। তাহলে সেই (নারীকে) খরিদ করাটাও জাইয হবে যার সঙ্গে সঙ্গম করা জাইয নেই। কিন্তু বিবাহ তো শুধুমাত্র তারই সঙ্গে জাইয হবে যার সঙ্গে সঙ্গম করা জাইয। মুহরিমের জন্য নারীর সঙ্গে সঙ্গম করা হারাম। তাই যুক্তির দাবি হল যে, তার সঙ্গে বিবাহও হারাম হবে।

এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাপর আলিমদের দলীল হল যে, আমরা লক্ষ্য করছি সিয়াম পালনকারী এবং ই'তিকাফকারীর প্রত্যেকের (স্ত্রী) সঙ্গম হারাম। আর এ বিষয়ে সকলের ঐমকত্য রয়েছে যে, তাদের উভয়ের উপর (স্ত্রী) সঙ্গমের নিষিদ্ধতা তাদেরকে বিবাহ বন্ধ চুক্তি থেকে বাধা প্রদান করে না। কেননা সঙ্গম হারাম হওয়া দীনের হুরমত বা সম্মানের কারণে যেমন নারীর ঋতুস্রাবের নিষিদ্ধতা তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে না। সুতরাং যুক্তির নিরিখে ইহ্‌রামের নিষিদ্ধতাও অনুরূপ হবে।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, যে 'রিযা'আত' বা দুধ পানের কারণে কোন নারীর সঙ্গে বিবাহ করা জায়িয নয় যখন তা বিবাহের উপর এসে আপতিত হয় তখন সে বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এর উপর নতুন ভাবে বিবাহ করাও জাইয নেই। পক্ষান্তরে যখন বিবাহের উপর ইহ্‌রাম এসে আপতিত হয় তাহলে তা সেটাকে বাতিল করবে না। সুতরাং যুক্তির দাবিও এটাই যে, নতুন বিবাহ বন্ধন চুক্তি নিষিদ্ধ হবে না। আর ইহ্‌রামের কারণে সঙ্গম হারাম হওয়া সিয়ামের কারণে তা হারাম হওয়ার সমান। যখন সিয়ামের কারণে (সঙ্গমের) নিষিদ্ধতা বিবাহ বন্ধন চুক্তিকে বাধা দেয় না, অনুরূপভাবে ইহ্‌রামের হুরমত বা নিষিদ্ধতা বিবাহ বন্ধন চুক্তিকেও বাধা দিবে না। বস্তুত এই অনুচ্ছেদে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ এটাই এবং এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) -এর অভিমত।

٣٩١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ لَايَرٰى بَأْسًا اَنْ يَّتَزَوَّجَ -

৩৯১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ইহ্‌রামরত ব্যক্তির বিবাহ করায় কোন দোষ মনে করতেন না।

٣٩١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ حَبِيْبِ الْمُعَلِّمِ وَقَيْسٍ وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ لَايَرٰى بَأْسًا اَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمَانِ -

৩৯১৬. মুহাম্মদ (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুহ্‌রিম পুরুষ ও নারীর বিবাহ করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করতেন না।

٣٩١٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ وَمَا بَأْسَ بِهٖ هَلْ هُوَ اِلاَّ كَالْبَيْعِ -

৩৯১৭. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাকর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) কে ইহ্‌রামরত ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, এতে কোনরূপ দোষ নেই। এটা বেচা-কেনার ন্যায় একটি চুক্তি বৈ কিছু নয়! (অর্থাৎ বৈধ)।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

ইফাবা (উন্নয়ন) / ২০০৪-২০০৫ / অঃসঃ / ৪৫০৯ – ৩২৫০